মাওলানা মুহাম্মদ উসমান গনী
শায়খুল হাদীস মাদ্‌রাসা মাজাহিরে উলূম
সাহারানপুর, ভারত

নাসরুল বারী

শরহে সহীহ্ আল বুখারী
(বাংলা -৮ম খণ্ড)

অনুবাদ ও সম্পাদনা
মাওলানা নো'মান আহমদ
মুহাদ্দিস জামি'আ রাহমানিয়া, ঢাকা
পরিচালক : জামিয়া কাসেমিয়া, ঢাকা

আনোয়ার লাইব্রেরী
[একটি রুচিশীল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৭১৫০২৭৫৬৩, ০১৯১৩৬৮০০১০

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০০৫, চতুর্থ মুদ্রণ : জুলাই ২০১১

নাসরুল বারী শরহে বুখারী (বাংলা ৮ম খণ্ড)

মূল ☐ মাওলানা মুহাম্মদ উসমান গনী
শাইখুল হাদীস, মাজাহিরুল উলূম সাহারানপুর, ভারত
অনুবাদ ও সম্পাদনা ☐ মাওলানা নোমান আহমদ
মুহাদ্দিস, জামিয়া রহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

প্রকাশক ☐ মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
আনোয়ার লাইব্রেরী, ১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

স্বত্ব ☐ প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

মূল্য ☐ ৫৫০.০০ টাকা

আল-ইহ্দা

খাতামুন নাবিয়্যীন, আকায়ে কায়েনাত, হিব্বী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুতঃপবিত্র পরিবার ও সাহাবায়ে কিরামের রূহের প্রতি ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে!

– নোমান আহমদ

প্রকাশকের আরজ

আলহামদুলিল্লাহ, নাসরুল বারী শরহে সহীহ বুখারী (বাংলা-৮ম খণ্ড) প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। আমাদের আনোয়ার লাইব্রেরী থেকে সর্বপ্রথম বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম বুখারী র.-এর সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা ছাপতে পেরে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে জানাই লাখো-কোটি শুকরিয়া। জামিয়া রাহমানিয়ার মুহাদ্দিস মাওলানা নোমান আহমদ আমার উস্তাদ। আমার ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ নাসরুল বারীর অনুবাদ তাঁর মাধ্যমে করাব। অন্তরের আবেগ প্রকাশের সাথে সাথেই তিনি দ্রুততম সময়ে এর সম্পূর্ণ কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। আমি তাঁর জীবনের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি। তাঁর শুকরিয়া আদায়ের শব্দ উচ্চারণ করেই ক্ষান্ত হচ্ছি না, মনেপ্রাণে দোয়া করি, আল্লাহ তাআলা তাঁকে দুনিয়া আখেরাতে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

গ্রন্থটিকে সূর্যের মুখ দেখানোর জন্য ভাতিজা মোস্তফাসহ আরও যারা বিভিন্নমুখী সহযোগিতা করেছেন তাদের সবার প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহ তাআলা আমাদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করে গোটা মুসলিম জাতিকে এর দ্বারা উপকৃত করুন। এটিকে কবুলিয়তের মর্যাদা দান করুন। আমীন।

–বিনীত

(মাওলানা) আনোয়ার হোসাইন

জামি'আ আরাবিয়া, ফরিদাবাদ, ঢাকা

২- ৩- ২০০৬

অনুবাদকের কথা

حمدا وصلواة وسلاما

লক্ষ-কোটি শোকরিয়া মহান প্রভুর। তার অসীম অনুগ্রহে নাসরুল বারী শরহে সহীহ বুখারী (বাংলা-৮ম খণ্ড) প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। বহু মেহনত-পরিশ্রমের পর অনেক প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে গ্রন্থটি সূর্যের আলো দেখতে যাচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতি ইসলামের অনুকূল নয় প্রতিকূল। বিশেষতঃ বোমা হামলার নতুন ফিতনার ফলে বাংলাদেশ এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। আলিম সমাজ, দীনদার শ্রেণী মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। বিভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ হয়েছে গোটা দেশের মানুষ। সন্ত্রাস ও জিহাদকে স্বয়ং মুসলমানরাই সমার্থক মনে করতে আরম্ভ করেছে। অথচ উভয়ের মাঝে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। কোথায় সন্ত্রাস, কোথায় পবিত্র জিহাদ! জিহাদ তো হয় ফিৎনা থেকে মুক্তির জন্য, মানবতাকে রক্ষার জন্য, আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য আল্লাহদ্রোহীদের বিরুদ্ধে। নিরপরাধ ও মুসলিম হত্যার নাম জিহাদ নয়। এতো ফিতনা। কিন্তু এক শ্রেণীর বিভ্রান্ত লোক এ ফিতনায় জড়িত হয়েছে। বদ্ধমূল ধারণা, এরা টাকার লোভে বা ইসলামের সামগ্রিক মর্ম না বুঝে শত্রুদের কাঁদে পড়ে এ পথে পা বাড়িয়েছে। এর ফলে গোটা জাতি মারাত্মক সঙ্কটে পতিত হয়েছে। আলিম সমাজ, মসজিদ-মাদরাসা অবর্ণনীয় ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এর একটি কুফলের কবলে পড়েছি আমি নিজেও। এমনকি সহীহ বুখারীর কিতাবুল মাগাযী (যুদ্ধ অভিযান) সংক্রান্ত এ বিশাল বক্ষমান গ্রন্থটির প্রুফ দেখতেও ভয় পাচ্ছি। কি জানি ফিৎনা থেকে মুক্তির এ পবিত্র জিহাদকে কেউ বর্তমান সন্ত্রাসের অন্তর্ভুক্ত করে আমাকে বিপদগ্রস্ত করে কিনা। আল্লাহ তাআলা আমাদের দীনের সহীহ বুঝ দান করুন।

যাই হোক, বহু সমস্যার ভিতর দিয়েও সহীহ বুখারীর যুদ্ধ-অভিযান অংশটির ব্যাখার অনুবাদ সম্পাদনাসহ সব কাজ সমাপ্ত হল। প্রিয়নবী সা.-এর পবিত্র জিহাদ সংক্রান্ত যাবতীয় খুঁটিনাটি আলোচনা এতে এসেছে। উসাইরা যুদ্ধ থেকে নবীজী সা.-এর ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত জিহাদগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। অন্যান্য কাজের মধ্য দিয়ে দু-তিন মাসে সম্পূর্ণ কাজ সম্পাদনের ফলে ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। কোথাও কোন ভুলত্রুটি নজরে পড়লে আশা করি সম্মানিত পাঠক পাঠিকা হৃদ্যতার পরিচয় দেবেন। আমাদের সতর্ক করবেন, সংশোধনে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করবেন।

স্নেহভাজন শিষ্য, ঐতিহ্যবাহী দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামিআ আরাবিয়া ফরিদাবাদের সুযোগ্য শিক্ষক, আনোয়ার লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী মাওলানা আনোয়ার হোসাইন গ্রন্থটির প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়ে উপকার করেছেন। গ্রন্থটির অনুবাদ সম্পাদনাসহ যাবতীয় কাজের জন্য উৎসাহিত করেছেন, বারবার খোঁজ খবর নিয়েছেন, সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে হায়াতে তায়্যিবা দান করুন। দীনের প্রচুর খেদমতের তাওফীক দিন। ইহ ও পরকালে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

স্নেহভাজন মুস্তফার সুপরামর্শ ও আগ্রহের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। তার সাথে সাথে আরো যারা আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবার জন্য এ গ্রন্থটিকে নাজাতের উসিলা বানিয়ে দিন। মূল গ্রন্থটির ন্যায় এটিকেও মকবুলে আম বানিয়ে দিন। আমীন

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم . وتب علينا انك انت التواب الرحيم .

বিনয়াবনত–

নো'মান আহমদ

জামিয়া রাহমানিয়া, ঢাকা

২- ৩ - ২০০৬

সূচিপত্র

পরিচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
	নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুদ্ধ-অভিযান	১৭
	গাযওয়ায়ে উশাইরা বা উসাইরা	১৮
	গাযওয়া ও সারিয়্যার সংখ্যা	২০
	বদরের যুদ্ধে কাদেরকে হত্যা করা হবে এ সংক্রান্ত নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা	২০
২১৬৫. পরিচ্ছেদ ঃ	বদর যুদ্ধের ঘটনা	২৩
	বদর যুদ্ধ	২৪
২১৬৬. পরিচ্ছেদ ঃ	মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ	২৭
২১৬৭. পরিচ্ছেদ ঃ	এ অনুচ্ছেদটি শিরোনামহীন	৩১
২১৬৮. পরিচ্ছেদ ঃ	বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা	৩১
	হায়ে তাহভীল এবং এর উদ্দেশ্য	৩২
২১৬৯. পরিচ্ছেদ ঃ	কুরাইশ কাফিরদের বিরুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দু'আ এবং এদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার বর্ণনা	৩৪
২১৭০. পরিচ্ছেদ ঃ	আবু জাহ্‌লের হত্যা	৩৪
	অজ্ঞতাবশত কিংবা কথিত অজ্ঞতা স্বরূপ গায়রে মুকাল্লিদদের প্রশ্ন	৩৫
	نحوه এবং مثله এর মধ্যে পার্থক্য	৩৭
	একটি সন্দেহ ও এর অপনোদন	৪১
	মৃতদের শ্রবণ সংক্রান্ত মাসআলা	৪৫
	প্রমাণাদি	৪৫
	সামঞ্জস্য বিধান ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ	৪৬
২১৭১. পরিচ্ছেদ ঃ	বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মর্যাদা	৪৮
২১৭২. পরিচ্ছেদ ঃ	এই অনুচ্ছেদটি শিরোনামহীন	৫১
২১৭৩. পরিচ্ছেদ ঃ	বদর যুদ্ধে ফিরিশ্‌তাদের অংশগ্রহণ	৬২
২১৭৪. পরিচ্ছেদ ঃ	এ অনুচ্ছেদটি শিরোনামহীন	৬৫
	একটি সংশয় ও এর উত্তর	৮৫
	ইজতিহাদের মাসআলা	৮৬
২১৭৫. পরিচ্ছেদ ঃ	বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীদের নামের তালিকা	৮৮
২১৭৬. পরিচ্ছেদ ঃ	বনু নযীরের ঘটনার বিবরণ	৯০
২১৭৭. পরিচ্ছেদ ঃ	কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যা	১০০
২১৭৮. পরিচ্ছেদ ঃ	আবু রাফি' আবদুল্লাহ ইবনে আবুল হুকাইকের হত্যা	১০২

পরিচ্ছেদ		বিষয়	পৃষ্ঠা নং
২১৭৯. পরিচ্ছেদ	ঃ	উহুদ যুদ্ধের বিবরণ	১০৮
		নামকরণের কারণ	১০৮
		সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ	১০৮
		রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সশস্ত্র প্রস্তুতি	১০৯
		একটি সন্দেহ ও এর নিরসন	১২২
২১৮০. অনুচ্ছেদ	ঃ	আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ	১২৩
		একটি সন্দেহ ও এর নিরসন	১২৮
২১৮১. অনুচ্ছেদ	ঃ	মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ	১৩২
২১৮২. অনুচ্ছেদ	ঃ	মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ	১৩৪
২১৮৩. অনুচ্ছেদ	ঃ	আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ	১৩৫
২১৮৪. অনুচ্ছেদ	ঃ	আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ	১৩৬
২১৮৫. অনুচ্ছেদ	ঃ	উম্মে সালীতের আলোচনা	১৩৯
২১৮৬. অনুচ্ছেদ	ঃ	হযরত হামযা রা-এর শাহাদত	১৪০
		মাসাইল উৎসারণ	১৪৩
২১৮৭. অনুচ্ছেদ	ঃ	উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সা-এর আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার বর্ণনা	১৪৪
২১৮৮. অনুচ্ছেদ	ঃ	এটি পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদের পরিচ্ছেদের ন্যায়	১৪৫
		মাসাইল উৎসারণ	১৪৬
২১৮৯. অনুচ্ছেদ	ঃ	যারা আহত হবার পরও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছেন তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরষ্কার	১৪৭
		হামরাউল আসাদ যুদ্ধ	১৪৭
২১৯০. অনুচ্ছেদ	ঃ	যে সব মুসলমান উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (হুযাইফার পিতা) ইয়ামান, নযর ইবনে আনাস এবং মুসআব ইবনে উমাইর রা.	১৪৮
		জানাযার নামায	১৫০
		ইমামত্রয়ের প্রমাণাদি	১৫১
		হানাফী প্রমুখের প্রমাণাদি	১৫১
		শাফিঈদের উত্তর	১৫৩
২১৯১. অনুচ্ছেদ	ঃ	উহুদ পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে। আব্বাস ইবনে সাহল র. আবু হুমাইদ রা. সূত্রে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন	১৫৬
২১৯২. অনুচ্ছেদ	ঃ	রাজী', রি'ল, যাক্ওয়ান, বীরে মাউনার যুদ্ধ এবং আযাল, কারাহ, আসিম ইবনে সাবিত, খুবাইব রা. ও তাঁর সঙ্গীদের ঘটনা	১৫৭
		রাজী'র ঘটনা	১৫৮

পরিচ্ছেদ		বিষয়	পৃষ্ঠা নং
		বীরে মাউনার ঘটনা	১৬৩
		কুনূতে নাযিলা	১৬৫
২১৯৩. অনুচ্ছেদ	ঃ	খন্দকের যুদ্ধ। এটিই আহ্যাবের যুদ্ধ	১৭৫
		দ্বিতীয় মুজিযা	১৭৯
		সিফফীন যুদ্ধ	১৯১
		পরাজয় প্রকাশ থেকে বাঁচার জন্য একটি রাজনৈতিক চাল ও যুদ্ধ মুলতবী	১৯২
		খিলাফত নির্বাচনের পর বিরোধিতা করা বিদ্রোহ	১৯৪
২১৯৪. অনুচ্ছেদ	ঃ	খন্দক যুদ্ধ থেকে নবী আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রত্যাবর্তন এবং বনু কুরাইজার প্রতি তাঁর অভিযান ও তাদের অবরোধ	১৯৮
		বনু কুরাইজা যুদ্ধ ঃ ৫ হিজরী	১৯৮
২১৯৫. অনুচ্ছেদ	ঃ	যাতুর রিকার যুদ্ধ	২০৬
		নামকরণের কারণ	২০৭
		এ যুদ্ধ কবে সংঘটিত হয়েছিল?	২০৭
		যাতুর রিকা' যুদ্ধ	২০৭
		সালাতুল খাওফের বিধিবদ্ধতা	২০৮
		সালাতুল খাওফ	২০৯
২১৯৬. অনুচ্ছেদ	ঃ	খুযা'আর শাখা বণু মুসতালিকের যুদ্ধ। এটাই মুরাইসী'-এর যুদ্ধ	২১৬
		বনু মুস্তালিক যুদ্ধ	২১৭
		উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুয়াইরিয়া রা.	২১৮
		মুনাফিকদের দুষ্টামি-ষড়যন্ত্র	২১৮
		অপবাদের ঘটনা	২২০
		তায়াম্মুমের হুকুম অবতরণ	২২৫
		আযল ও এর বিধান	২২৬
২১৯৭. অনুচ্ছেদ	ঃ	আনমারের যুদ্ধ অর্থাৎ, বনু আনমার যুদ্ধের বিবরণ	২২৯
২১৯৮. অনুচ্ছেদ	ঃ	অপবাদ সংক্রান্ত হাদীস	২২৯
২১৯৯. অনুচ্ছেদ	ঃ	হুদাইবিয়ার যুদ্ধ	২৪৯
		হুদাইবিয়ার ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ	২৪৯
		বাইআতুর রিযওয়ান	২৫১
		সন্ধির শর্তাবলী	২৫৪
		সুস্পস্ট বিজয়	২৫৬
		প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উমরা	২৫৯
		একটি সন্দেহ ও এর নিরসন	২৬১
		হুদাইবিয়ার সন্ধি ও সুস্পষ্ট বিজয়	২৬১

পরিচ্ছেদ		বিষয়	পৃষ্ঠা নং
		আসহাবে শাজারার ফযীলত	২৬৫
		শিয়াদের ভ্রান্ত প্রমাণ	২৬৬
		হাররার ঘটনা	২৭১
		মাসআলার সুরত	২৭৫
		কাসামার পন্থা ও এর বিধান	২৮৮
		প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চুল মুবারক	২৮৫
২২০০. অনুচ্ছেদ	ঃ	উক্ল ও উরাইনা গোত্রের ঘটনা	২৮৫
		উকল ও উরাইনার ঘটনা	২৮৫
২২০১. অনুচ্ছেদ	ঃ	যাতুল কারাদের যুদ্ধ	২৮৯
		যাতুল কারাদের ঘটনা	২৮৯
২২০২. অনুচ্ছেদ	ঃ	খায়বর যুদ্ধ	২৯১
		খায়বর যুদ্ধ ঃ ৭ হিজরী	২৯২
		বিষ মিশানোর ঘটনা	২৯৩
		গৃহপালিত গাধার গোশত হারাম	২৯৬
		একটি সন্দেহ ও এর অপনোদন	২৯৮
		হযরত সফিয়্যা রা.	২৯৯
		হযরত সফিয়্যা রা.-এর স্বপ্ন	২৯৯
		ওলীমা ও পর্দা	৩০০
		হাওকালার ব্যাখ্যা	৩০৪
		সুলাসিয়াতে বুখারী– বুখারীর তিন সূত্রে বর্ণিত হাদীস	৩০৫
		কিনানা ইবনে রাবী' হত্যা	৩০৯
		রসুন ইত্যাদির শরঈ হুকুম	৩১১
		আল্লামা আনওয়ার শাহ র.-এর উক্তি	৩১২
		উমূমে মাজায-রূপকার্থের ব্যাপকতা	৩১৩
		মুত'আ বিয়ে	৩১৩
		ঘোড়ার হুকুম	৩১৭
		শাফিঈদের উত্তর	৩১৮
		খায়বরের গণিমত বন্টন এবং ঘোড়ার অংশ	৩২০
		বিজিত জমি বন্টন এবং রাষ্ট্রপ্রধানের এখতিয়ার	৩২১
		সাধারণ চুরির ন্যায় গনিমতের মালেও চুরি করা হারাম	৩২৭
		একটি সন্দেহ ও এর অপনোদন	৩৩০
		ফাই ও গনিমতের সংজ্ঞা	৩৩৩
		মালে গনিমত ও ফাইয়ের মধ্যে পার্থক্য	৩৩৪

পরিচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
	ফারুকী যুগে হযরত আলী ও আব্বাস রা.-এর দাবি	৩৩৫
	একটি সন্দেহ ও এর নিরসন	৩৩৭
	আহলে সুন্নাতের উত্তর	৩৩৭
	নববী উত্তরাধিকার	৩৩৮
২২০৩. অনুচ্ছেদ ঃ	খায়বর অধিবাসীদের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রশাসক নিয়োগ	৩৩৯
২২০৪. অনুচ্ছেদ ঃ	নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক খায়বরবাসীদের কৃষি ভূমির বন্দোবস্ত প্রদান	৩৪০
২২০৫. অনুচ্ছেদ ঃ	খায়বরে অবস্থানকালে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য বিষ মেশানো বকরীর (হাদিয়া পাঠানোর) বর্ণনা	৩৪১
২২০৬. অনুচ্ছেদ ঃ	যায়েদ ইবনে হারিসা রা.-এর অভিযান	৩৪২
	হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা রা.	৩৪২
	হযরত যায়েদ রা.-এর বিশেষ মর্যাদা	৩৪২
	সারিয়্যায়ে উম্মে কিরফা	৩৪৩
২২০৭. অনুচ্ছেদ ঃ	উমরাতুল কাযার বর্ণনা	৩৪৪
	একটি সন্দেহ ও এর অপনোদন	৩৪৪
	উমরাতুল কাযা ঃ সপ্তম হিজরী	৩৪৪
	নামকরণের কারণ	৩৪৬
	মুহ্‌রিমের বিয়ে	৩৫২
	দ্বিতীয় দল তথা ইমামত্রয়ের প্রমাণাদি	৩৫২
	প্রথম দল তথা হানাফী ফুকাহায়ে কিরামের প্রমাণাদি	৩৫২
২২০৮. অনুচ্ছেদ ঃ	সিরিয়ায় সংঘটিত মূতার যুদ্ধের বর্ণনা	৩৫৪
	মূতার যুদ্ধ ঃ অষ্টম হিজরী	৩৫৪
	খালিদ রা. আল্লাহ্‌র তরবারি	৩৫৫
	একটি সন্দেহ ও এর অবসান	৩৫৯
২২০৯. অনুচ্ছেদ ঃ	জুহাইনা গোত্রের শাখা 'হুরাকাত' উপগোত্রের বিরুদ্ধে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক উসামা ইবনে যায়েদ রা-কে প্রেরণ করা	৩৬১
	কালিমায় বিশ্বাসী লোককে কাফির বলা নিকৃষ্টতম আচরণ	৩৬২
২২১০. অনুচ্ছেদ ঃ	মক্কা বিজয়ের অভিযান এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অভিযান প্রস্তুতির সংবাদ ফাঁস করে মক্কাবাসীদের নিকট হাতিব ইবনে আবু বালতা'আর লোক প্রেরণ	৩৬৪
	মক্কা বিজয় যুদ্ধের কারণ	৩৬৪
	কুরাইশের অস্থিরতা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা	৩৬৫
	আবু সুফিয়ানের প্রচেষ্টা	৩৬৫

পরিচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
	হাতিব ইবনে আবু বালতা'আর ঘটনা	৩৬৬
২২১১. অনুচ্ছেদ ঃ	মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ। এ যুদ্ধটি রমযান মাসে সংঘটিত হয়েছে	৩৬৯
	আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ	৩৭০
২২১২. অনুচ্ছেদ ঃ	মক্কা বিজয়ের দিনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায় ঝাণ্ডা স্থাপন করেছিলেন	৩৭৫
	হাকীম ইবনে হিযাম রা.	৩৭৮
	ইবনে খাতাল	৩৮২
	তীর দ্বারা শুভ নির্ণয়	৩৮৪
২২১৩. অনুচ্ছেদ ঃ	মক্কা নগরীর উঁচু এলাকার দিক দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রবেশের বর্ণনা	৩৮৪
	একটি সন্দেহ ও এর অবসান	৩৮৫
	একটি সন্দেহ ও এর অবসান	৩৮৬
২২১৪. অনুচ্ছেদ ঃ	মক্কা বিজয়ের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থানস্থল	৩৮৬
	চাশতের নামায	৩৮৭
	একটি সন্দেহ ও এর অবসান	৩৮৭
২২১৫. অনুচ্ছেদ ঃ	এটি শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ	৩৮৮
	হযরত আবু শুরাইহের তাবলীগে হক	৩৯১
	ফিকহী মাসাইল	৩৯১
২২১৬. অনুচ্ছেদ ঃ	মক্কা বিজয়ের সময়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মক্কা নগরীতে অবস্থান	৩৯১
	নামায কসর করা	৩৯২
	শাফিঈদের প্রমাণাদি	৩৯৩
	হানাফীদের প্রমাণাদি	৩৯৩
	শাফিঈদের প্রমাণাদির উত্তর	৩৯৪
	হানাফীদের প্রমাণাদি	৩৯৬
	কতগুলো সন্দেহের অবসান	৩৯৭
২২১৭. অনুচ্ছেদ ঃ	এটি শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ	৩৯৮
	নাবালেগের ইমামতি	৪০০
	সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রমাণাদি	৪০১
	শাফিঈদের প্রমাণাদির উত্তর	৪০১
	হেরেমের সীমা	৪০৮
২২১৮. অনুচ্ছেদ ঃ	মহান আল্লাহর বাণী ঃ	৪০৮
	হুনাইন যুদ্ধ ঃ শাওয়াল অষ্টম হিজরী	৪০৯
	কিছু সন্দেহের অবসান	৪১২
	দ্বিতীয় সংশয়	৪১৩

পরিচ্ছেদ		বিষয়	পৃষ্ঠা নং
		প্রশ্নোত্তর	৪১৪
		প্রশ্নোত্তর	৪১৫
		হাওয়াযিন প্রতিনিধি	৪১৭
		বর্বরতার যুগের মান্নতের বিধান	৪১৮
২২১৯. অনুচ্ছেদ	ঃ	আওতাসের যুদ্ধ	৪২২
		আওতাসের যুদ্ধ	৪২২
২২২০. অনুচ্ছেদ	ঃ	তায়েফের যুদ্ধ	৪২৫
		নামকরণের কারণ	৪২৫
		তায়েফের যুদ্ধ	৪২৫
		হিজড়ার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ	৪২৭
		আবু বাকরা রা.	৪২৯
		মাসআলা	৪৩০
		হুনাইনের গনিমত বণ্টন ও আনসারীদের সাময়িক অসন্তুষ্টি	৪৩৪
		মাসআলার হাকিকত ও বিশদ বিবরণ	৪৩৬
২২২১. অনুচ্ছেদ	ঃ	নজদের দিকে প্রেরিত অভিযান	৪৪২
		সারিয়্যার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ	৪৪৩
২২২২. অনুচ্ছেদ	ঃ	নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রা-কে বনু জাযীমার দিকে প্রেরণ	৪৪৪
২২২৩. অনুচ্ছেদ	ঃ	আবদুল্লাহ্ ইবনে হুযাফা সাহমী এবং আলকামা ইবনে মুজাযযিয মুদলিজীর সৈন্যবাহিনী, যাকে আনসার সৈন্যবাহিনীও বলা হয়	৪৪৬
		সারিয়্যায়ে আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা সাহমী ও আলকামা ইবনে মুজাযযিয মুদলিজী রা.	৪৪৬
২২২৪. অনুচ্ছেদ	ঃ	বিদায় হজ্জের পূর্বে আবু মুসা আশ'আরী রা. এবং মু'আয [ইবনে জাবাল] রা-কে ইয়ামানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ	৪৪৮
		প্রশ্নোত্তর	৪৫৪
২২২৫. অনুচ্ছেদ	ঃ	বিদায় হজ্জের পূর্বে 'আলী ইবনে আবু তালিব এবং খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রা.-কে ইয়ামানে প্রেরণ	৪৫৫
		প্রশ্নোত্তর	৪৫৬
		দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর	৪৫৭
২২২৬. অনুচ্ছেদ	ঃ	যুল খালাসার যুদ্ধ	৪৬০
		জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রা.	৪৬১
		তীর দ্বারা বণ্টন	৪৬৩
২২২৭. অনুচ্ছেদ	ঃ	যাতুস্ সালাসিল যুদ্ধ	৪৬৪
		নামকরণের কারণ	৪৬৪

পরিচ্ছেদ		বিষয়	পৃষ্ঠা নং
		যাতুস সালাসিল যুদ্ধ ঃ অষ্টম হিজরী	৪৬৪
২২২৮. অনুচ্ছেদ	ঃ	জারীর রা.-এর ইয়ামান গমন	৪৬৬
২২২৯. অনুচ্ছেদ	ঃ	সীফুল বাহরের যুদ্ধ	৪৬৮
		সীফুল বাহর যুদ্ধ	৪৬৮
		কায়েস ইবনে সা'দ রা.	৪৭১
		মাসায়েল	৪৭২
		মরে উল্টে যাওয়া মাছ	৪৭২
২২৩০. অনুচ্ছেদ	ঃ	হিজরতের নবম সালে লোকজনসহ আবু বকর রা.-এর হজ্জ পালন	৪৭৩
		হযরত সিদ্দীকে আকবর রা.-এর হজ্জ ঃ নবম হিজরী	৪৭৩
		কুরআনে হাকীমের সর্বশেষ সূরা ও সর্বশেষ আয়াত	৪৭৫
২২৩১. অনুচ্ছেদ	ঃ	বনু তামীম প্রতিনিধির বিবরণ	৪৭৬
		উস্তাদ-মাশায়েখের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও শিষ্টাচারও আবশ্যক	৪৭৭
		একটি প্রশ্ন ও এর উত্তর	৪৭৮
২২৩২. অনুচ্ছেদ	ঃ	শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ	৪৭৮
		উলামায়ে দীনের সাথেও এ আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে	৪৮০
২২৩৩. অনুচ্ছেদ	ঃ	আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দল	৪৮০
		আবদুল কায়েস প্রতিনিধি দল	৪৮০
		প্রতিনিধি দলের উপস্থিতির কারণ বা ঈমান আনয়নের ঘটনা	৪৮১
		প্রশ্নোত্তর	৪৮৪
		আরেকটি প্রশ্ন ও এর উত্তর	৪৮৪
		সেসব পাত্রের বিধান	৪৮৪
		গ্রামে জুমুআর নামায	৪৮৭
২২৩৪. অনুচ্ছেদ	ঃ	বনু হানীফার প্রতিনিধি দল এবং সুমামা ইবনে উসাল রা-এর ঘটনা	৪৮৭
		সুমামা ইবনে উসাল রা. এর ঘটনা	৪৮৮
		মাসায়েল উৎসারণ	৪৯০
		বনু হানীফা প্রতিনিধি দল	৪৯১
২২৩৫. অনুচ্ছেদ	ঃ	আসওয়াদ আন্‌সীর ঘটনা	৪৯৪
২২৩৬. অনুচ্ছেদ	ঃ	নাজরান অধিবাসীদের ঘটনা	৪৯৬
		মুবাহালার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও সংজ্ঞা	৪৯৭
		নাজরানের খ্রিস্টান এবং মুবাহালা	৪৯৮
		হযরত আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ রা.	৫০০
২২৩৭. অনুচ্ছেদ	ঃ	ওমান ও বাহরাইনের ঘটনা	৫০০
২২৩৮. অনুচ্ছেদ	ঃ	আশ'আরী ও ইয়ামানবাসীদের আগমন	৫০২

পরিচ্ছেদ		বিষয়	পৃষ্ঠা নং
২২৩৯. অনুচ্ছেদ	ঃ	দাউস গোত্র এবং তুফাইল ইবনে আমর দাউসীর ঘটনা	৫০৭
		দাউস গোত্র এবং তুফাইল ইবনে আমর দাউসীর ইসলাম গ্রহণ	৫০৭
		হযরত আবু হুরায়রা রা.	৫০৯
২২৪০. অনুচ্ছেদ	ঃ	তায়ী গোত্রের প্রতিনিধি দল এবং আদী ইবনে হাতিমের ঘটনা	৫০৯
		হযরত আদী ইবনে হাতিম রা.	৫০৯
২২৪১. অনুচ্ছেদ	ঃ	বিদায় হজ্জ	৫১০
		হজ্জের ফরযিয়ত	৫১১
		মদীনা থেকে রওয়ানা	৫১১
		কিরানকারীর তাওয়াফ ও ইমামগণের মতবিরোধ	৫১৩
		মাসায়েল উৎসারণ	৫১৬
		তাওয়াফের বিভিন্ন প্রকার ও বিধিবিধান	৫১৯
		হযরত জারীর রা.	৫২২
		তারিক ইবনে শিহাব	৫২৪
		প্রশ্নোত্তর	৫২৫
		মাথা ছাঁটা ও মুণ্ডন করা	৫২৭
		প্রশ্নোত্তর	৫২৮
২২৪২. অনুচ্ছেদ	ঃ	গাযওয়ায়ে তাবুক – আর তা হল কষ্টের যুদ্ধ	৫৩০
		নামকরণের কারণ	৫৩০
		তাবুকের যুদ্ধ	৫৩০
		মুনাফিক ও পিছনে থেকে যাওয়া লোকজন	৫৩১
		হিজর নামক স্থান	৫৩২
		মসজিদে যিরার	৫৩৩
		প্রশ্নোত্তর	৫৩৫
		শিয়াদের ভ্রান্ত প্রমাণ	৫৩৬
২২৪৩. অনুচ্ছেদ	ঃ	কা'ব ইবনে মালিকের (যিনি তাবুক যুদ্ধে পিছনে থেকে গেছেন) ঘটনা	৫৩৮
		প্রশ্নোত্তর	৫৪৮
		মাসায়েল ও আহকাম	৫৪৮
২২৪৪. অনুচ্ছেদ	ঃ	নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজ্র জনপদে অবতরণ	৫৪৮
২২৪৫. অনুচ্ছেদ	ঃ	শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ	৫৫০
২২৪৬. অনুচ্ছেদ	ঃ	পারস্য সম্রাট কিস্‌রা ও রোম অধিপতি কায়সারের কাছে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পত্র প্রেরণ	৫৫১
		বিশ্ব সম্রাটদের উপাধি	৫৫১
		ইরান সম্রাট কিসার নামে সম্মানিত চিঠি	৫৫২

পরিচ্ছেদ		বিষয়	পৃষ্ঠা নং
		পারস্য সম্রাটের নামে সম্মানিত চিঠি	৫৫৩
		উষ্ট্রি যুদ্ধ	৫৫৪
		মাসায়িল	৫৫৫
		প্রশ্নোত্তর	৫৫৫
		আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম র.-এর একটি সন্দেহের অপনোদন	৫৫৬
২২৪৭. অনুচ্ছেদ	ঃ	নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রোগ ও তাঁর ওফাতের বিবরণ	৫৫৬
		রোগের সূচনা	৫৫৭
		দাফন	৫৫৮
		উম্মুল ফযল রা.	৫৫৯
		কাগজের ঘটনা	৫৬১
		রাফিযীদের মত খণ্ডন	৫৬৪
		রাফিযীদের অজ্ঞতা	৫৬৫
		উপকারিতা	৫৬৬
		একটি প্রশ্নের অপনোদন	৫৭০
		উপকারিতা	৫৭৩
		অন্তর্দৃষ্টি শক্তি	৫৭৪
		উপকারিতা	৫৭৫
		ওফাত দিবস	৫৭৯
		সাহাবায়ে কিরামের অস্থিরতা	৫৮০
		উপকারিতা	৫৮২
		খিলাফত সংক্রান্ত মাসআলা	৫৮৩
২২৪৮. অনুচ্ছেদ	ঃ	নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবশেষে যে কথা বলেছেন	৫৮৫
		রাফিযীদের বাজে কথা ও জাল বিষয়াবলী	৫৮৬
২২৪৯. অনুচ্ছেদ	ঃ	নবী সা-এর ওফাত	৫৮৬
		প্রশ্নোত্তর	৫৮৭
২২৫০. অনুচ্ছেদ	ঃ	শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ	৫৮৭
		নববী জীবনের এক ঝলক	৫৮৮
২২৫১. অনুচ্ছেদ	ঃ	নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ওফাত-রোগে আক্রান্ত অবস্থায় উসামা ইবনে যায়েদ রা.-কে যুদ্ধাভিযানে প্রেরণ	৫৮৮
		সারিয়্যায়ে উসামা ইবনে যায়েদ রা.	৫৮৮
২২৫২. অনুচ্ছেদ	ঃ	শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ	৫৯০
২২৫৩. অনুচ্ছেদ	ঃ	নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতটি যুদ্ধ করেছেন	৫৯১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْمَغَازِىْ

اَىْ هٰذَا كِتَابٌ فِىْ بَيَانِ مَغَازِى النَّبِىِّ ﷺ

নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুদ্ধ-অভিযান

যোগসূত্র ঃ সমস্ত মুহাদ্দিসীনে কিরামের মতে সহীহ বুখারী জামি'। এতে অষ্ট প্রকার হাদীস আছে– سِيَرٌ، اٰدَابٌ وَّتَفْسِيْرٌ وَّعَقَائِدُ * فِتَنٌ، اَحْكَامٌ وَاَشْرَاطٌ وَّمَنَاقِبُ

"সীরাত, আদব, তাফসীর, আকাইদ, ফিতনা, বিধি-বিধান, কিয়ামতের আলামত ও ফাযায়েল।"

অষ্ট প্রকারের একটি হল সিয়ার। এটি ইতিহাসের একটি শাখা। ইতিহাস প্রাচীনতম একটি বিদ্যা। তার সম্পর্ক সৃষ্টির শুরুর সাথে, যাকে বলে সৃষ্টিকুলের সূচনা।

অতঃপর তার দুটি অংশ হয়েছে। একটির সম্পর্ক রাজকীয় শক্তি, মাহাত্ম্য, সাম্রাজ্য ও শাসনকার্য পরিচালনার সাথে। আর দ্বিতীয়টির সম্পর্ক হল– বিশিষ্ট সংশোধক–সংস্কারক মনীষীর সার্বজনীন সৌন্দর্যের সাথে।

দ্বিতীয় অংশকে ইসলামী ইতিহাস ও সীরাত নামে আখ্যায়িত করা হয়। ইমাম বুখারী র. ইতিহাসের সূচনা প্রথম খণ্ডেরই শেষে করেছেন। কারণ, ১৩ পারার সূচনা করেছেন كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ দ্বারা। যাতে আরশে এলাহী সৃষ্টি, অতঃপর আসমান জমিন, চন্দ্র-সূর্য, ফেরেশতা এবং জান্নাত-জাহান্নাম সংক্রান্ত রেওয়ায়াতগুলো বর্ণনা করেছেন। তারপর কিতাবুল আম্বিয়া শিরোনাম কায়েম করে নবীগণের আলোচনা করেছেন। অতঃপর কিতাবুল মানাকিব শিরোনামে সাইয়িদুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরাম রা. সংক্রান্ত আলোচনা এনেছেন।

সাইয়িদুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের সীরাতের একটি বড় উদ্যান ও বিশাল অংশ হল মাগাযী (যুদ্ধ বিগ্রহ)। যার জন্য ইমাম বুখারী র. 'কিতাবুল মাগাযী' শিরোনাম কায়েম করে সেসব রেওয়ায়াত ও হাদীস পেশ করেছেন যেগুলোতে যুদ্ধ-বিগ্রহের আলোচনা রয়েছে।

যে যুদ্ধে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অংশগ্রহণ করেছেন সেটি গাযওয়া। যে যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেননি সেটি সারিয়্যা। কিন্তু পূর্ববর্তীগণের মধ্যে ইবনে ইসহাক, ইবনে হিশাম এবং ইমাম বুখারী র. প্রমুখ একটিকে অপরটির ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করেন না। এজন্য সারিয়্যায়ে মূতাকে গাযওয়ায়ে মূতারূপে উল্লেখ করেছেন।

দ্রষ্টব্য ঃ বুখারী ঃ পৃষ্ঠা–৬১১, গাযওয়ায়ে যাতুস সালাসিল ঃ পৃষ্ঠ–৬২৫।

এসব যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অংশগ্রহণ করেননি, তা সত্ত্বেও ইমাম বুখারী ও সীরাত রচয়িতাগণ এগুলোকে গাযওয়া লেখেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদক্ষেপগুলো কিরূপ ছিল? আক্রমণাত্মক, না প্রতিরক্ষামূলক? ইবনে তাইমিয়া র. লিখেছেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতগুলো যুদ্ধ করেছেন তন্মধ্যে শুধু বদর ও খায়বর ছাড়া সবগুলোই ছিল প্রতিরক্ষামূলক।

مَغَازِى ঃ শব্দটি مَغْزِى এর বহুবচন। غَزَا يَغْزُو غَزْوًا ومَغْزًى শব্দটি ক্রিয়ামূল। مَغْزِى অর্থ হল–ইচ্ছা করা, তলব করা, অন্বেষণ করা। مَغْزَى الْكَلَامِ এর অর্থ হল বাক্যের উদ্দেশ্য। আইনীতে আছে اَلْغَزْوُ السَّيْرُ إِلَى الْقِتَالِ مَعَ الْعَدُوِّ অর্থাৎ, غزو-এর অর্থ হল শত্রুর সাথে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে অভিযান বা চলা। এ থেকেই الْغَازِى-এর অর্থ মুজাহিদ। الْغَازِىُ-এর বহুবচন غُزَاةٌ। যেমন الْقَاضِى এর বহুবচন قُضَاةٌ।

এখানে মাগাযী দ্বারা উদ্দেশ্য সে অভিযান প্রত্যয় বা ইচ্ছা যা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফিরদের ব্যাপারে করেছেন। চাই তিনি স্বয়ং তাতে অংশগ্রহণ করেন অথবা শুধু সৈন্যবাহিনী নিজের পক্ষ থেকে প্রেরণ করেন। হাফিজ র. বলেছেন–

وَالْمُرَادُ بِالْمَغَازِى هُنَا مَا وَقَعَ مِنْ قَصْدِ النَّبِيِّ ﷺ الْكُفَّارَ بِنَفْسِهِ وَبِجَيْشٍ مِنْ قِبَلِهِ ـ

অতঃপর সেসব কাফিরের ব্যাপারে উদ্দেশ্য ব্যাপক। চাই তাদের শহরের দিকে হোক অথবা সেসব স্থান ও ময়দানের দিকে হোক সেখানে তাদের সৈন্য পৌঁছেছে। যেমন– উহুদ ও খন্দক।

بَابُ غَزْوَةِ الْعُشَيْرَةِ أَوِ الْعُسَيْرَةِ

গাযওয়ায়ে উশাইরা বা উসাইরা

উশাইরা শব্দের আইনে পেশ আর শীনে যবর। শব্দটি ইসমে তাসগীর তথা ক্ষুদ্রার্থবোধক।

দ্বিতীয় হিজরীতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমাদাল উলা মাসে ১৫০ জন সাহাবী নিয়ে অভিযানে বেরিয়েছিলেন। কারো কারো মতে সে যুদ্ধে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলেন ২০০ জন সাহাবী। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

উশাইরা এবং উসাইরাতে বর্ণনাকারীর সন্দেহ। তবে বিশুদ্ধতম উক্তি হল, গাযওয়ায়ে উসাইরা (সীন সহকারে) হল তাবুকের যুদ্ধ। এটি নবম হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল আর এখানে দ্বিতীয় হিজরীতে সংঘটিত গাযওয়ায়ে উশাইরাই বিশুদ্ধতম উক্তি। (ইবনে ইসহাক র. তাবিঈ, ইমামুল মাগাযী। ইমাম শাফিঈ র. বলেছেন কেউ যদি মাগাযী সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করতে চায় তবে ইবনে ইসহাক থেকে যেন গ্রহণ করে। কারণ, সমস্ত লোক মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক র. এর সন্তানবত। –বিদায়া ও নিহায়া ঃ ৪৬৩), ইবনে ইসহাক র. বলেছেন– أَوَّلُ مَا غَزَا النَّبِيُّ ﷺ الأَبْوَاءُ ثُمَّ بُوَاطُ ثُمَّ الْعُشَيْرَةُ নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সর্বপ্রথম যুদ্ধ হল গাযওয়ায়ে আবওয়া, অতঃপর বুয়াত অতঃপর উশাইরা।

ব্যাখ্যা ঃ আবওয়া শব্দটির হামযাতে যবর, বায়ের উপর জযম মদ সহকারে। বুয়াত শব্দটিতে বায়ের উপর পেশ অথবা যবর, ওয়াও এর উপর তাশদীদ নেই।

ওয়াকিদী র. এর বিবরণ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রথম যুদ্ধ হল গাযওয়ায়ে ওয়াদ্দান। (ফাতহুল বারী)

মূলতঃ এতে কোন বিরোধ নেই। কারণ, আবওয়া এবং ওয়াদ্দান (ওয়াও এর উপর যবর এবং দালের উপর তাশদীদ)-এ দুটি স্থান একটি অপরটির সন্নিকটেই। উভয়ের মাঝে মাত্র ছয় মাইল অথবা আট মাইলের দূরত্ব। এজন্য এ যুদ্ধটির সম্বোধন উভয়টির দিকে করা সঠিক। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রথম যুদ্ধ এই গাযওয়ায়ে আবওয়া। হিজরতের পূর্ণ এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর দ্বিতীয় হিজরীর সফর মাসে নবী

আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরিয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কুরাইশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। কিন্তু সন্ধির কারণে যুদ্ধ হয়নি।১

টীকা ঃ সন্ধির শর্তগুলো ছিল– বনুযামরা না মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, না মুসলমানদের কোন শত্রুর সাহায্য করবে, না মুসলমানদের কখনও ধোকা দিবে। প্রয়োজন কালে মুসলমানদের সাহায্যও করতে হবে।

আবওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি যখন বেরিয়েছিলেন তখন সা'দ ইবনে উবাদা রা. কে মদীনার গভর্ণর নিযুক্ত করেছিলেন। এ যুদ্ধে ঝাণ্ডা ছিল হযরত হামযা রা. এর হাতে।

ثُمَّ بُوَاطَ ঃ বুয়াত একটি পাহাড়ের নাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে কুরাইশের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বেরিয়েছেন। তখন মদীনার শাসক বানিয়েছেন সায়িব ইবনে উসমান রা. কে। ঝাণ্ডা হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. কে দিয়ে দুইশত আরোহী সাথে নিয়ে বুয়াত পর্বতের দিকে বেরিয়ে পড়েন। এরপর দ্বিতীয় হিজরীতেই জুমাদাল উলাতে উশাইরার উদ্দেশ্যে বের হন। তখন মদীনার শাসক বানিয়েছেন আবু সালামা ইবনে আবদুল আসাদ রা.-কে।

ওয়াকিদী র. বর্ণনা করেন, উপরোক্ত তিনটি সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উদ্দেশ্য ছিল কুরাইশ কাফেলা। কারণ, কুরাইশ কাফেলা শাম অভিমুখে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে যাতায়াত করত। অতিক্রমের জায়গা শুধু সেগুলোই ছিল। এজন্য বদরের যুদ্ধের কারণও এটাই হয়েছিল।

উশাইরার অভিযানে ঝাণ্ডা ছিল হযরত হামযা রা. -এর হাতে। কুরাইশের একটি কাফেলা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে শামের জন্য বেরিয়েছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কাফেলার উপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে রওয়ানা করেন। কিন্তু উশাইরা নামক স্থানে পৌঁছে জানতে পারলেন কুরাইশ কাফেলা বেরিয়ে গেছে। মোটকথা, উপরোক্ত তিনটি সফরে যুদ্ধের মওকা হয়নি। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাম থেকে এ বিশাল কাফেলার প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষমান ছিলেন। ফলে এই কাফেলা প্রত্যাবর্তনকালে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশ্চাৎদ্ধাবন করেন এবং বদর যুদ্ধের ঘটনা সংঘটিত হয়। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন তখন সফরসঙ্গী ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.। বের হবার সময় হযরত আবু বকর রা. বলেছেন, মক্কার কুরাইশরা স্বীয় পয়গম্বরকে বহিষ্কার করেছে, নিঃসন্দেহে তারা ধ্বংস হবে।

ফলে হিজরী দ্বিতীয় সালে জিহাদের হুকুম অবতীর্ণ হয়।

((أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ۔)) –পারা - ১৭, রুকূ ঃ ১৩

৩৬৬১. حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِىْ إِسْحَاقَ كُنْتُ إِلٰى جَنْبِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فَقِيْلَ لَهُ كَمْ غَزَا النَّبِىُّ ﷺ مِنْ غَزْوَةٍ؟ قَالَ تِسْعَ عَشْرَةَ، قِيْلَ كَمْ غَزَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ؟ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةَ، قُلْتُ فَأَيُّهُمْ كَانَتْ أَوَّلَ؟ قَالَ الْعُشَيْرُ أَوِ الْعُسَيْرَةُ، فَذَكَرْتُ لِقَتَادَةَ فَقَالَ الْعُشَيْرَةُ ۔

৩৬৬১/১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ র. .... হযরত আবু ইসহাক র. থেকে বর্ণিত, আমি যায়েদ ইবনে আরকাম রা.-এর পাশে উপবিষ্ট ছিলাম। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতগুলো যুদ্ধ করেছেন? তিনি বললেন, উনিশটি। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কতগুলো যুদ্ধ করেছেন? বললেন সতেরটি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এগুলোর মধ্য

থেকে প্রথম যুদ্ধ কোন্‌টি? উত্তরে বললেন, উশাইরা অথবা উসাইরা। অর্থাৎ, সংশয়সহ বর্ণনা করেছেন- এ বিষয়টি আমি কাতাদার নিকট আলোচনা করলে তিনি বললেন, শব্দটি উশাইরা। অর্থাৎ শীন সহকারে বিশুদ্ধ। শিরোনামের সাথে মিল الْعُسَيْرَةِ او الْعُشَيْرَةِ শব্দে স্পষ্ট।

গাযওয়া ও সারিয়্যার সংখ্যা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সব যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন এরূপ যুদ্ধের সংখ্যা কত? এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন রকমের বর্ণনা রয়েছে। প্রায় আটটি মত রয়েছে। কিন্তু মাগাযীর ইমামগণ ও অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে বিশুদ্ধতম উক্তি হল- গাযওয়ার বিশুদ্ধ সংখ্যা সাতাইশ। মুসা ইবনে উকবা, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক, ইবনে সা'দ, আল্লামা ওয়াকিদী ও আল্লাম ইবনে জাওযী র. এর মত এটিই।[১]

টীকা ঃ আল্লামা আইনী র. বলেন, قَالُوا عَدَدُ مَغَازِى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَبْعٌ وَعِشْرُونَ غَزْوَةً. পৃষ্ঠা-১১। - উমদা ঃ ১৭/৭৪।

তন্মধ্যে শুধু নয়টিতে হত্যা ও লড়াইয়ের সুযোগ আসে। সেগুলো হল- ১. বদর, ২.উহুদ, ৩. খন্দক, ৪. বনু কুরাইজা, ৫. বনু মুসতালিক, ৬. খায়বর, ৭. মক্কা বিজয়, ৮. হুনাইন, ৯. তায়েফ।

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম রা. থেকে উনিশ সংখ্যা বর্ণিত হয়েছে। বুখারীর এই রেওয়ায়াতে, তাছাড়া, মুসলিম (১১৮) এবং তিরমিযীতে অনুরূপ আছে।

হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব রা. থেকে চব্বিশ আর হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত আছে একুশটির কথা।

সারিয়্যার সংখ্যা নিয়েও মতবিরোধ আছে। ইবনে ইসহাক র. আটত্রিশ, ওয়াকিদী আটচল্লিশ, ইবনে জাওযী ছাপ্পান্ন এবং মাসঊদী র. ষাটটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইবনে সা'দ র. প্রমুখ সারিয়্যার মোট সংখ্যা বর্ণনা করেছেন সাতচল্লিশ। "أَمَّا سَرَايَاهُ وَبُعُوثُهُ فَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ ثَمَانِيَةٌ وَثَلٰثُونَ وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ سَبْعَةٌ أَرْبَعُونَ" "তাঁর সারিয়া ও অভিযান সংখ্যা ইবনে ইসহাক র. এর মতে ৩৮, ইবনে সাদ র. এর মতে ৪৭। -উমদা ঃ ১৭/৭৩। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন যুরকানী ঃ ১/৩৮৮।

বাকি রইল গাযওয়া ও সারিয়্যার সংখ্যাগত বিরোধ। মূল কারণ, বর্ণনাকারীগণ নিজ নিজ জানা মুতাবিক বিবরণ দিয়েছেন। অথবা কেউ কেউ কয়েকটি যুদ্ধকে কাছাকাছি এবং একই সফরে হওয়ার কারণে একটি যুদ্ধ গণ্য করেছেন। এজন্য তাদের মতে গাযওয়ার সংখ্যা কম। যেমন- গাযওয়ায়ে হুনাইন, তায়েফ ইত্যাদি। (হাশিয়ায়ে বুখারী ঃ পৃষ্ঠা-৫৬৩, বুখারী-৫৬৩)

بَابُ ذِكْرِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ يُقْتَلُ بِبَدْرٍ

বদরের যুদ্ধে কাদেরকে হত্যা করা হবে-
এ সংক্রান্ত নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা

বদরের যুদ্ধে কাকে কাকে হত্যা করা হবে- এ সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আলোচনা। অর্থাৎ, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, অমুক জায়গায় অমুক নিহত হবে, অমুক স্থানে অমুক নিহত হবে। এটা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরাট মুজিযা।

মুসলিম শরীফে (২/১০২) হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. এর হাদীসে আছে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমিনে হাত রেখে বলেছেন, এ স্থলে অমুক নিহত হবে, ...ফলশ্রুতিতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বাতলানো স্থান থেকে সামান্যতমও বেশকম হয়নি। ভবিষ্যদ্বাণী ১০০% বিশুদ্ধ প্রমাণিত হয়েছে।

٣٦٦٢. حَدَّثَنِى اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ مَيْمُوْنٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَ عَنْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رضـ اَنَّهُ قَالَ كَانَ صَدِيْقًا لِاُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَكَانَ اُمَيَّةُ اِذَا مَرَّ بِالْمَدِيْنَةِ نَزَلَ عَلٰى سَعْدٍ وَكَانَ سَعْدٌ اِذَا مَرَّ بِمَكَّةَ نَزَلَ عَلٰى اُمَيَّةَ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ اِنْطَلَقَ سَعْدٌ مُعْتَمِرًا، فَنَزَلَ عَلٰى اُمَيَّةَ بِمَكَّةَ، فَقَالَ لِاُمَيَّةَ اُنْظُرْلِىْ سَاعَةَ خَلْوَةٍ، لَعَلِّىْ اَنْ اَطُوْفَ بِالْبَيْتِ، فَخَرَجَ بِهٖ قَرِيْبًا مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ، فَلَقِيَهُمَا اَبُوْ جَهْلٍ، فَقَالَ يَا اَبَا صَفْوَانَ! مَنْ هٰذَا مَعَكَ؟ فَقَالَ هٰذَا سَعْدٌ، فَقَالَ لَهٗ اَبُوْ جَهْلٍ اَلَا اَرَاكَ تَطُوْفُ بِمَكَّةَ اٰمِنًا وَقَدْ اٰوَيْتُمُ الصُّبَاةَ وَزَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ تَنْصُرُوْنَهُمْ وَتُعِيْنُوْنَهُمْ، اَمَا وَاللّٰهِ لَوْلَا اَنَّكَ مَعَ اَبِىْ صَفْوَانَ مَا رَجَعْتَ اِلٰى اَهْلِكَ سَالِمًا، فَقَالَ لَهٗ سَعْدٌ وَرَفَعَ صَوْتَهٗ عَلَيْهِ اَمَا وَاللّٰهِ لَئِنْ مَنَعْتَنِىْ هٰذَا لَاَمْنَعَنَّكَ مَا هُوَ اَشَدُّ عَلَيْكَ مِنْهُ طَرِيْقَكَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ، فَقَالَ لَهٗ اُمَيَّةُ لَاتَرْفَعْ صَوْتَكَ يَا سَعْدُ! عَلٰى اَبِى الْحَكَمِ سَيِّدِ اَهْلِ الْوَادِىْ سَعْد دَعْنَا عَنْكَ يَا اُمَيَّةُ! فَوَاللّٰهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّهُمْ قَاتِلُوْكَ، قَالَ بِمَكَّةَ، قَالَ لَا اَدْرِىْ، فَفَزِعَ لِذٰلِكَ اُمَيَّةُ فَزَعًا شَدِيْدًا، فَلَمَّا رَجَعَ اُمَيَّةُ اِلٰى اَهْلِهٖ قَالَ يَا اُمَّ صَفْوَانَ! اَلَمْ تَرَىْ مَا قَالَ لِىْ سَعْدٌ؟ قَالَتْ وَمَا قَالَ لَكَ؟ قَالَ زَعَمَ اَنَّ مُحَمَّدًا اَخْبَرَهُمْ قَاتِلِىَّ، فَقُلْتُ لَهٗ بِمَكَّةَ؟ قَالَ لَا اَدْرِىْ فَقَالَ اُمَيَّةُ وَاللّٰهِ لَا اَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ اِسْتَنْفَرَ اَبُوْ جَهْلٍ النَّاسَ قَالَ اَدْرِكُوْا عِيْرَكُمْ فَكَرِهَ اُمَيَّةُ اَنْ يَخْرُجَ، فَأَتَاهُ اَبُوْ جَهْلٍ، فَقَالَ يَا اَبَا صَفْوَانَ! اِنَّكَ مَتٰى يَرَاكَ النَّاسُ قَدْ تَخَلَّفْتَ وَاَنْتَ سَيِّدُ اَهْلِ الْوَادِىْ تَخَلَّفُوْا مَعَكَ، فَلَمْ يَزَلْ بِهٖ اَبُوْ جَهْلٍ حَتّٰى قَالَ اَمَّا اِذْ غَلَبْتَنِىْ فَوَ اللّٰهِ لَاَشْتَرِيَنَّ اَجْوَدَ بَعِيْرٍ بِمَكَّةَ، ثُمَّ قَالَ اُمَيَّةُ يَا اُمَّ صَفْوَانَ! جَهِّزِيْنِىْ، فَقَالَ لَهٗ يَا اَبَا صَفْوَانَ! وَقَدْ نَسِيْتَ مَاقَالَ لَكَ اَخُوْكَ الْيَثْرِبِىْ ؟قَالَ لَا وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اَجُوْزَ مَعَهُمْ اِلَّا قَرِيْبًا فَلَمَّا خَرَجَ اُمَيَّةُ اَخَذَ لَايَنْزِلُ مَنْزِلًا اِلَّا عَقَلَ بَعِيْرَهٗ فَلَمْ يَزَلْ بِذٰلِكَ حَتّٰى قَتَلَهُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ بِبَدْرٍ ـ

৩৬৬২/২. আহ্‌মদ ইবনে উসমান র. .....হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ সূত্রে বর্ণিত হযরত সা'দ ইবনে মু'আয রা. বলেছেন, তাঁর ও উমাইয়া ইবনে খালফের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল (জাহিলিয়্যাত যুগ থেকে)।

উমাইয়া মদীনায় আসলে সা'দ ইবনে মু'আযের অতিথি হত (সিরিয়া যাতায়াতকালে), এমনিভাবে সা'দ রা. মক্কায় গেলে উমাইয়ার আতিথেয়তা গ্রহণ করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করার পর একবার সা'দ রা. উমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কা গেলেন (এবং উক্ত উমাইয়ার বাড়িতে অবস্থান করলেন।) তিনি উমাইয়াকে বললেন, আমাকে এমন একটি নিরিবিলি সময়ের কথা বল (অর্থাৎ, এমন সময় দেখ যখন লোকজন থাকে না) যখন আমি (শান্তভাবে) বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতে পারব। তাই দ্বি-প্রহরের সময় একদিন উমাইয়া তাঁকে সাথে নিয়ে বের হল, (কেননা, আরবে গরমের সময় সাধারণত লোকেরা দিনে বের হয় না) তখন ঘটনাক্রমে তাদের সাথে আবু জাহ্লের দেখা হল। তখন সে (আবু জাহেল উমাইয়াকে লক্ষ্য করে) বলল, হে আবু সাফ্ওয়ান! (উমাইয়ার উপনাম) তোমার সাথে ইনি কে? সে বলল, ইনি সা'দ (ইবনে মু'আয)। তখন আবু জাহ্ল তাকে ('সা'দ ইবনে মু'আযকে) লক্ষ্য করে বলল, আমি তোমাকে নিঃশঙ্ক চিত্তে ও নিরাপদে মক্কায় (বাইতুল্লাহ) তাওয়াফ করতে দেখছি, অথচ তোমরা ধর্মত্যাগীদের (মুসলমানদের) আশ্রয় দান করেছ এবং তাদেরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করে চলেছ। শুনে রাখ! আল্লাহর কসম, (এ মুহূর্তে) তুমি আবু সাফওয়ানের (উমাইয়া) সঙ্গে না থাকলে তোমার পরিজনদের কাছে নিরাপদে ফিরে যেতে পারতে না। এতে হযরত সা'দ রা. উচ্চস্বরে বললেন, শুনে রাখ! আল্লাহ্র কসম, তুমি যদি এতে আমাকে বাঁধা দাও, তাহলে আমিও এমন একটি ব্যাপারে তোমাকে বাঁধা দেব যা তোমার জন্য এর চেয়েও ভীষণ কঠিন হবে। আর তা হল, মদীনার উপর দিয়ে তোমার যাতায়াতের রাস্তা (বন্ধ করে দেব)। (মক্কাবাসী ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করত। এ উদ্দেশ্যে তারা সিরিয়ায় যেত। মদীনার উপর দিয়ে ফিরেছিল সিরিয়ার রাস্তা। এজন্য হযরত সাদ রা. ধমকি দিয়েছিলেন যে, সিরিয়ার রাস্তা বন্ধ করে দিবেন যা তোমাদের জন্য জীবন-মরণের প্রশ্ন)।

তখন উমাইয়া সা'দ রা.-কে বলল, হে সা'দ! এ উপত্যকার প্রধান সর্দার আবুল হাকামের (আবু জাহ্লের উপনাম) সাথে এরূপ উচ্চস্বরে কথা বল না। তখন সা'দ রা. বললেন, উমাইয়া! তুমি চুপ কর। তুমি চুপ কর। (এ জাতীয় কথা বল না) আল্লাহ্র কসম, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, তারা (মুসলমানরা) তোমাকে হত্যা করবে। উমাইয়া জিজ্ঞেস করল, মক্কার বুকে? সা'দ রা. বললেন, তা জানি না। উমাইয়া এতে অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল (এর মূল কারণ, যা অন্যান্য রেওয়ায়াত দ্বারা স্পষ্ট হয় তাহল, উমাইয়া কসম খেয়ে বলেছিল যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন কথা বলে, তা মিথ্যা হয় না। এ জন্যই উমাইয়ার অবস্থা খারাপ হতে থাকল।) এরপর উমাইয়া বাড়িতে (গিয়ে তার স্ত্রীকে ডেকে) বলল, হে উম্মে সাফওয়ান! সা'দ আমার সম্পর্কে কি বলছে জান? সে বলল, সা'দ তোমাকে কি বলেছে? উমাইয়া বলল, সে বলেছে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জানিয়েছেন যে, তারা আমাকে হত্যা করবে ? তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে কি মক্কায় হত্যা করা হবে ? সে (সা'দ) বলল, তা আমি জানি না। এরপর উমাইয়া বলল, "আল্লাহ্র কসম, আমি কখনো মক্কা থেকে বের হব না" কিন্তু বদর যুদ্ধের দিন সমাগত হলে আবু জাহল সর্বস্তরের জনসাধারণকে সদলবলে বের হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলল, তোমরা তোমাদের কাফেলা রক্ষা করার জন্য অগ্রসর হও। উমাইয়া তখন (মক্কা ছেড়ে) বের হতে অপছন্দ করলে আবু জাহ্ল তার নিকট এসে তাকে বলল, আবু সাফওয়ান! তুমি এ উপত্যকার অধিবাসীদের (একজন) নেতা, তাই লোকেরা যখন দেখবে (তুমি যুদ্ধ যাত্রায়) পেছনে রয়ে গেছ, তখন অনেকে তোমার সাথে এ বলে পেছনেই থেকে যাবে।

এ বলে আবু জাহ্ল তার সাথে পীড়াপীড়ি করতে থাকলে অবশেষে সে বলল, তুমি যেহেতু আমাকে বাধ্য করে ফেলছ তাই আল্লাহর কসম, অবশ্যই আমি এমন একটি উষ্ট্রি ক্রয় করব যা মক্কার মধ্যে সবচেয়ে ভাল। (যাতে অসুবিধা হলে পলায়নে সুবিধা হয়) এরপর উমাইয়া উট ক্রয় করে ঘরে এসে (তার স্ত্রীকে) বলল, হে উম্মে সাফওয়ান! আমার সফরের আসবাব পত্রের ব্যবস্থা কর। তখন তার স্ত্রী তাকে বলল, আবু সাফওয়ান! তোমার

মদীনাবাসী ভাই যা বলেছিলেন তা তুমি ভুলে গিয়েছ কি? সে বলল, না, আমি ভুলিনি। আমি তাদের সাথে কিছু দূর যেতে চাই মাত্র (অর্থাৎ, জান বাঁচাতে সামান্য সফর করব)। রওয়ানা হওয়ার পর রাস্তায় যে মন্যিলেই উমাইয়া কিছুক্ষণ অবস্থান করেছে, সেখানেই সে তার উট নিজের কাছে বেঁধে রেখেছে। গোটা পথেই গুরুত্ব সহকারে এরূপ সে করল। পরিশেষে বদর প্রান্তরে আল্লাহর হুকুমে সে নিহত হল।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল হল সর্বশেষ বাক্যে। অর্থাৎ, حَتّٰى قَتَلَهُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ । এ হাদীস থেকে রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভবিষদ্বাণীর সত্যতা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের প্রতি হযরত সা'দ রা.-এর দৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থা ইত্যাদি অনেক বিষয় উৎসারিত হয়। এ হাদীসটি প্রথম খণ্ডের ৫১২ পৃষ্ঠায় এসেছে।

۲۱٦۵- بَابُ قِصَّةِ غَزْوَةِ بَدْرٍ، وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ـ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ، اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَكْفِيَكُمْ اَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِيْنَ، بَلٰى اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَأْتُوْكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ، وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ، لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَائِبِيْنَ، وَقَالَ وَحْشِيٌّ قَتَلَ حَمْزَةُ طُعَيْمَةَ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ يَوْمَ بَدْرٍ وَقَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ الاية ـ

২১৬৫. পরিচ্ছেদ ঃ বদর যুদ্ধের ঘটনা। মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ এবং বদরের যুদ্ধে যখন তোমরা হীনবল ছিলে (অর্থাৎ, বাহিনীর দিকে দিয়েও। কাফির এক হাজার আর তোমরা মাত্র ৩১৩ জন, একদিকে তারা সশস্ত্র অপরদিকে তোমরা নিরস্ত্র (আল্লাহ্ তো তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। স্মরণ করুন, (হে মুহাম্মদ! যখন আপনি মু'মিনদেরকে বলছিলেন, এ-কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক প্রেরিত তিন হাজার ফিরিশ্তা দ্বারা তোমাদেরকে সহায়তা করবেন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং সাবধান হয়ে চল (অর্থাৎ, দৃঢ় থাক এবং অবাধ্যতা না কর) তবে তারা (কাফির বাহিনী) দ্রুতগতিতে একজোটে তোমাদের উপর আক্রমণ করলে আল্লাহ্ পাঁচ হাজার চিহ্নিত (অশ্বারোহী) ফিরিশ্তা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন। এ সাহায্য তো কেবল তোমাদের জন্য (বিজয়ের) সু-সংবাদ (নিজের) ও তোমাদের চিত্ত প্রশান্তি হেতু আল্লাহ্ করেছেন এবং সাহায্য শুধু পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র নিকট হতেই হয়, (আর এই সাহায্যের উদ্দেশ্য ছিল) কাফিরদের এক অংশকে নিশ্চিহ্ন করা (সেহেতু ৭০ জন নেতৃস্থানীয় কাফির মারা গেছে) অথবা লাঞ্ছিত করার জন্য; ফলে তারা নিরাশ হয়ে ফিরে যায় (ফলে উভয়টিই হয়েছে। ৭০ জন নিহত আর ৭০ জন বন্দী হয়ে অপদস্থ হয়েছে। অবশিষ্টরা লাঞ্ছিত অবস্থায় পলায়ন করেছে)। (৩ ঃ ১২৩-১২৭) আলে ইমরান) ওয়াহশী বলেন, বদর যুদ্ধের দিন হাম্যা রা.) তু'আইমা ইবনে আদী ইবনে খিয়ারকে হত্যা করেছিলেন। আল্লাহ্র বাণী ঃ (স্মরণ করুন) যখন আল্লাহ্ আপনাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, দু'দলের একদল তোমাদের আয়ত্তাধীন হবে। (৮ ঃ আনফাল ৭)

বদর যুদ্ধ

মদীনা মুনাওয়ারার দক্ষিণ-পশ্চিমে বদর একটি প্রসিদ্ধ গ্রামের নাম। এখানে একটি কূপ ছিল। যাতে তখন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও প্রচুর পানি ছিল। বালুকাময় ময়দানে প্রচুর পানি, স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হওয়ার কারণে তৎকালীন যুগে লোকজনের বাজার ও মুসাফিরদের মঞ্জিল সেখানেই হত। এ স্থলেই ইসলাম ও কুফরের সর্বপ্রথম যুদ্ধ, তাওহীদ ও শিরকের মহাযুদ্ধ দ্বিতীয় হিজরীতে ১৭ই রমযান জুম'আর দিন মুতাবিক ১১ই মার্চ ৬২৪ ঈসায়ী সনে সংঘটিত হয়েছে। এটি গাযওয়ায়ে বদর নামে সুপ্রসিদ্ধ। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা এ যুদ্ধের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। আমেরিকান প্রফেসর স্বীয় গ্রন্থ হিষ্ট্রি অব দা এরাবিয়ানে লিখেন– "এটা ছিল ইসলামের সর্বপ্রথম সুস্পষ্ট বিজয়"।

এবার গাযওয়ায়ে বদরের পূর্ণ বিস্তারিত বিবরণ লক্ষ্য করুন–

রমযানের শুরুতে মদীনা মুনাওয়ারায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ পেলেন, আবু সুফিয়ান একটি বাণিজ্য কাফেলার সাথে শাম থেকে মক্কা যাচ্ছে। এ কাফেলায় মাল ও আসবাবপত্র ছিল প্রচুর। এ কাফেলার মোট পুঁজি সম্পর্কে ইবনে উকবা র. এর বিবরণ হল ৫০ হাজার দীনার। দীনার হল স্বর্ণমুদ্রা। একটি স্বর্ণমুদ্রা হয় সাড়ে চার মাসা পরিমাণ। যা আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে প্রায় ২৫ লাখ টাকার সম্পদ। এ সম্পদ বর্তমানে ২৫ কোটিরও বেশি হবে। এই বাণিজ্য কাফেলায় প্রায় ৭০ জন লোক ছিল। তাতে কুরাইশ নেতা ছিল মতান্তরে ৩০ বা ৪০ জন।

যেহেতু লড়াই ও যুদ্ধের কল্পনাও ছিল না, সেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনরূপ গুরুত্ব প্রদান ও বিশেষ প্রস্তুতি ছাড়াই ১২ই রমযান শনিবার দিন মদীনা থেকে রওয়ানা করেন। তাঁর সাথে ছিলেন ৩১৩ জন সাহাবী। যদিও ৩১৪ ও ৩১৫ এর উক্তিও আছে।

আবু সুফিয়ানের এ আশংকা লেগেই ছিল। এ জন্য যখন আবু সুফিয়ান হিজাযের নিকটবর্তী পৌঁছে তখন প্রতিটি পথিক ও মুসাফিরের নিকট প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংবাদ ও অবস্থান জিজ্ঞেস করত। অতঃপর জনৈক পথিকের নিকট থেকে আবু সুফিয়ান সংবাদ পেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সাহাবায়ে কিরামকে আপনার কাফেলার দিকে অভিযানে বের হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আবু সফিয়ান তৎক্ষণাৎ যমযম গিফারীকে পারিশ্রমিক দিয়ে মক্কায় পাঠায় এবং বলে, যত দ্রুত সম্ভব স্বীয় বাণিজ্যিক কাফেলার সংবাদ নিবে এবং স্বীয় পুঁজি বাচানোর চেষ্টা করবে। মুহাম্মাদ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় সাহাবীদেরকে নিয়ে এই কাফেলার পশ্চাৎদ্বাবনে মদীনা থেকে রওয়ানা করেছেন।

বর্ণিত আছে, যমযম যখন মক্কায় পৌঁছল, তখন তৎকালীন যুগের বিশেষ প্রথা অনুযায়ী স্বীয় জামা ছিঁড়ে চিৎকার আরম্ভ করে দিল– হে কুরাইশ সম্প্রদায়! নিজেদের সম্পদ বাঁচাও, বাণিজ্যিক কাফেলাকে বাঁচাও। কারণ, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাহিনী আবু সুফিয়ানের সম্পদ লুটার প্রস্তুতি নিয়েছে। এ সংবাদ পৌঁছা মাত্রই মক্কায় হুলুস্থুল সৃষ্টি হল। কারণ, তখন কুরাইশের কোন নারী-পুরুষ এমন ছিল না যে স্বীয় পুঁজি এতে লাগায়নি। অতএব, সংবাদ শুনা মাত্রই গোটা মক্কায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। মক্কার ফিরআউন আবু জাহলের নেতৃত্বে এক হাজার সশস্ত্র সৈনিক বেরিয়ে পড়ল। কোন কোন বিবরণে সাড়ে নয়শ এর কথা বর্ণিত আছে।

বিরোধ অবসানের জন্য এই সামঞ্জস্য বিধান সমীচীন যে, যোদ্ধা ছিল সাড়ে নয়শত অবশিষ্ট পঞ্চাশ জন ছিল সেবক ইত্যাদি। কুরাইশ নেহায়েত বীরত্ব প্রদর্শন করে, বিনোদন ও সঙ্গীত উপকরণসহ রমণীদের নিয়ে গর্ব-অহংকার করে ময়দানে রওয়ানা হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ

"হে মুসলমানরা! তোমরা সেসব কাফিরের মত হয়ো না, যারা আপন বাড়ি ঘর থেকে অহংকার ও লোকজনকে শক্তি প্রদর্শনার্থে বেরিয়ে পড়েছে।"

কুরাইশের প্রায় সমস্ত নেতৃবৃন্দ ২০০ ঘোড়া এবং ৬০০ লৌহ বর্ম নিয়ে সৈন্যদের সাথে অংশগ্রহণ করে। শুধু আবু লাহাব কোন কারণবশত যেতে পারে নি। সে নিজের স্থলে আবু জাহলের ভাই আস ইবনে হিশামকে পাঠায়। যেহেতু আস ইবনে হিশামের দায়িত্বে আবু লাহাবের ৪০০০ দিরহাম ঋণ ছিল, দরিদ্র হয়ে যাওয়ার কারণে তা পরিশোধের সামর্থ ছিল না, সেহেতু ঋণের চাপে আবু লাহাবের পরিবর্তে যুদ্ধে অংশগ্রহণ মেনে নেয়।

এরূপভাবে উমাইয়া ইবনে খালফ ও বদরে যেতে প্রথমত অস্বীকার করেছিল, কিন্তু আবু জাহলের জোর জবরদস্তিতে সাথে যেতে হয়েছে। উমাইয়ার অস্বীকৃতির কারণ দ্বিতীয় নম্বর হাদীসে এসেছে। সেখানে দ্রষ্টব্য।

এর পরিপন্থী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবার উপর যুদ্ধে অংশগ্রহণকে আবশ্যক করেননি। বরং নির্দেশ দিয়েছেন, যাদের কাছে সওয়ারী আছে এবং জিহাদে যেতে চায় শুধু তারাই আমাদের সাথে যাবে। এই এখতিয়ারের কারণে সাহাবায়ে কিরামের একটি বিরাট দল এই জিহাদে অংশগ্রহণ করেননি।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাফেলা যখন বদরের নিকটবর্তী সাফরা নামক স্থানে পৌঁছে, তখন তাঁর সংবাদদাতাগণ তাঁকে জানালেন, আবু সুফিয়ানের কাফেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পশ্চাৎদ্ধাবনের খবর পেয়ে সমুদ্রতীরবর্তী পথ দিয়ে চলে গেছে। এর রক্ষা ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুকাবিলার জন্য মক্কা থেকে ১০০০ সশস্ত্র সৈন্য যুদ্ধের জন্য আসছে। স্পষ্ট বিষয়, এ সংবাদ পরিস্থিতির চিত্র সম্পূর্ণ পাল্টে দেয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মুহাজির ও আনসারীদের সাথে পরামর্শ করলেন, আসন্ন এই সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব কিনা? হযরত আবু আইউব আনসারী রা. ও কোন কোন সাহাবী আরজ করলেন, আমরা তাদের বিরুদ্ধে মুকাবিলার সামর্থ রাখি না। তাছাড়া আমরা এ উদ্দেশ্যেও আসিনি। এরপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. দাঁড়িয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করে নিলেন। মনেপ্রাণে তার নির্দেশ পালনের জন্য নিজেকে পেশ করলেন। অতঃপর ফারুকে আজম রা. দাঁড়িয়ে নেহায়েত সুন্দরভাবে নিজের আত্মোৎসর্গের বিবরণ দিলেন। তারপর হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ রা. দাঁড়িয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যে নির্দেশ দিয়েছেন আপনি তা সম্পাদন করুন। আমরা আপনার সাথে আছি। আল্লাহর কসম, আমরা আপনাকে এমন উত্তর দিব না যেরূপ উত্তর দিয়েছিল মুসা আ. কে তাঁর জাতি– اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُوْنَ ১৬ অর্থাৎ, আপনি আর আপনার প্রভু যেয়ে যুদ্ধ করুন। আমরা এখানেই ঠায় বসে আছি।

কসম সে সত্তার, যিনি আপনাকে সত্য দীন সহকারে পাঠিয়েছেন যদি আপনি আমাদেরকে হাবশার বারকুল গামাদ পর্যন্ত নিয়ে যান তবুও আমরা আপনার সাথে যুদ্ধের জন্য যাব। এতদ শ্রবণে আনন্দের আতিশয্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল এবং মিকদাদ রা.-এর জন্য কল্যাণের দোয়া করলেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত আনসারীদের পক্ষ থেকে অনুকূল কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। সম্ভাবনা ছিল আনসারীগণ সাহায্য সহযোগিতার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেটি মদীনার ভেতরে। মদীনার বাইরে এসে সাহায্য করার পাবন্দি তাদের ছিল না। এজন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতঃপর সমাবেশকে সম্বোধন করে বললেন– اَشِيْرُوْا عَلَىَّ اَيُّهَا النَّاسُ !

"হে লোকসকল! তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও"। আনসার নেতা হযরত সা'দ ইবনে মু'আয রা. বুঝতে পারলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই সম্বোধনের উদ্দেশ্য আনসারীগণ। তৎক্ষণাৎ হযরত সা'দ রা. আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি, আমরা সাক্ষ্য দিয়েছি, আপনি যা কিছু বলেন সব সত্য, আমরা আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি; সর্বাবস্থায় আপনার আনুগত্য করব। অতএব, আপনি আল্লাহ তা'আলার যে নির্দেশ পেয়েছেন তা জারি করুন। কসম সে সত্তার, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, যদি আপনি আমাদেরকে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে নির্দেশ দেন, তবে আমরা তৎক্ষণাৎ সমুদ্রে ঝাপ দিব। আমাদের একজনও পেছনে সরে থাকবে না। আমরা শত্রুদের সাথে মুকাবিলা করতে অপছন্দ করি না। নিশ্চয় আমরা

লড়াইকালে বড় ধৈর্যশীল ও সত্যিকার মুকাবিলাকারী। আমরা আশা করি, আল্লাহ তা'আলা আমাদের কাছ থেকে আপনাকে এমন দৃশ্য প্রত্যক্ষ করাবেন যা দেখে আপনার চোখ জুড়াবে। আমাদেরকে আল্লাহর নামে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে চলুন।

এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীষণ আনন্দিত হলেন। কাফেলাকে নির্দেশ দিলেন, আল্লাহর নামে চল। আরও সুসংবাদ শুনালেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আবু সুফিয়ান অথবা আবু জাহল দলের কোন একটির উপর আমাদের বিজয় দান করবেন। আমাকে কাফির সম্প্রদায়ের কুপোকাত হওয়ার স্থানগুলো (বধ্যভূমি) দেখানো হয়েছে। অমুক ব্যক্তি অমুক স্থানে, অমুক অমুক জায়গায় নিহত হবে।

অতঃপর আবু সুফিয়ান স্বীয় কাফেলা নিয়ে মক্কায় পৌঁছলে আবু জাহলের নিকট সংবাদ পাঠাল, তোমরা শুধু আমাদের রক্ষা ও আমাদের বাঁচানোর জন্য বেরিয়েছিলে। আমরা ভাল মতেই মক্কায় পৌঁছে গেছি। তোমরা ফিরে এস। কিন্তু আবু জাহল ফিরআউনি ধান্দায় এসে যুদ্ধের জন্য বেঁকে বসল। বলল, যতক্ষণ না আমরা বদরে যেয়ে তিন দিন খেয়ে দেয়ে নাচ-গান করে মজা না উড়াব, ততক্ষণ পর্যন্ত ফিরে আসব না। ফলশ্রুতিতে মক্কার এই ফিরআউন নিজেও ধ্বংস হল, উমাইয়া ইবনে খালফকেও জাহান্নামে পৌঁছাল।

এদিকে সাহাবায়ে কিরাম বদর ময়দানেই জানতে পারলেন, কুরয ইবনে জাবির মুহারিবী ও কুফফারে মক্কার সাহায্য করার জন্য মনস্থ করেছে এবং সৈন্যদল নিয়ে আসছে। তখন তারা রাব্বুল ইয্যতের দরবারে ফরিয়াদ করলেন। যেমন– সূরা আনফালের আয়াতের শব্দগুলো নিম্নরূপ– إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ .

"স্মরণ কর, যখন তোমরা স্বীয় পরওয়ারদিগারের নিকট ফরিয়াদ করছিলে (স্বীয় সংখ্যালঘিষ্ঠতা ও তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখে) অতঃপর তিনি তোমাদের কথা শুনেছেন (আর বলেছেন), আমি তোমাদেরকে এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করব, যারা লাগাতার পৌঁছবে।" –পারা-৯, রুকু-১৬।

অতঃপর কুরয ইবনে জাবিরের সাহায্য আসার সংবাদ জানতে পারলে আল্লাহ তা'আলা অতিরিক্ত দু'টি প্রতিশ্রুতি দিলেন, যেটি সূরা আল ইমরানে (৩ হাজার এবং ৫ হাজারের (ফেরেশতার সাহায্যের বিবরণের কথা) আছে।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী র. বয়ানুল কুরআনে এই হেকমত বর্ণনা করেছেন যে, কাফিরদের সংখ্যা ছিল ১ হাজার। এজন্য প্রথমে ১ হাজার ফেরেশতা এসেছেন, অতঃপর কাফিররা ছিল মুসলমানদের ৩ গুণ। এজন্য ফেরেশতা হল ৩ হাজার, যাতে কাফিরদের ৩ গুণ হয়ে যায়। অতঃপর ৫ হাজারে এদিকে লক্ষ্য রাখা হল যে, সৈন্যবাহিনী ৫টি অংশের সাথে এক এক হাজার করে ফেরেশতা থাকবে। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ।

আল্লামা আইনী র. উমদাতুল কারীতে বলেছেন, قَتَلَ حَمْزَةُ أَيِ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ طُعَيْمَةَ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ (হামযা তথা ইবনে আবদুল মুত্তালিব তুআইমা ইবনে আদী ইবনে খিয়ারকে হত্যা করেছেন।) এটি ধারণা, সহীহ নয়। বরং সহীহ হল ইবনে নওফাল (হামযা ইবনে নওফাল) অর্থাৎ ইবনে আবদুল মুত্তালিব নয়। বুখারীর টীকায়ও ফাতহুল বারী সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

٣٦٦٣. حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُولُ لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا إِلَّا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، غَيْرَ أَنِّي تَخَلَّفْتُ

فِى غَزْوَةِ بَدْرٍ وَلَمْ يُعَاتَبْ اَحَدٌ تَخَلَّفَ عَنْهَا، اِنَّمَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُرِيْدُ عِيْرَ قُرَيْشٍ حَتّٰى جَمَعَ اللّٰهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلٰى غَيْرِ مِيْعَادٍ ـ

৩৬৬৩/৩ হযরত ইয়াহ্ইয়া ইবনে বুকাইর র. ..... হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি কা'ব ইবনে মালিক রা. থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যত যুদ্ধ করেছেন এগুলোর একটি থেকেও আমি পেছনে থাকিনি। অবশ্য বদর যুদ্ধে আমি শরিক হইনি। কিন্তু যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি তাদের প্রতি কোন প্রকার ভর্ৎসনা হয়নি। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশ কাফেলার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলেন (অর্থাৎ যুদ্ধ-জিহাদ উদ্দেশ্য ছিল না। এজন্য সাহাবায়ে কিরামের মাঝে ঘোষণাও হয়নি।) ঘটনাক্রমে আল্লাহ তা'আলা মুসলমান এবং তাদের শত্রুদের একত্রিত করলেন।

غَيْرِ مِيْعَادٍ اى لاَاِرَادَةَ ـ فَتْحُ الْبَارِى

অর্থাৎ, ইচ্ছা ও ধারণা ব্যতীত সবাই একত্রিত হয়ে গেছে, তুমুল যুদ্ধ হয়ে গেছে।

ব্যাখ্যা ঃ যেহেতু হযরত কা'ব ইবনে মালিক রা. এর দু'টি অনুপস্থিতিতে পার্থক্য ছিল, সেহেতু তিনি لَمْ اَتَخَلَّفْ اِلَّا فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ এর সাথে বদর যুদ্ধের ইসতিসনা তথা ব্যতিক্রমভুক্তি করেননি এবং এরূপ غَيْرَ বলেননি اِلَّافِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ وَغَزْوَةِ بَدْرٍ বরং তাবুক যুদ্ধের জন্য اِلَّا হরফ এবং গাযওয়ায়ে বদরের জন্য শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেহেতু আসল অনুপস্থিতি ছিল তাবুকের যুদ্ধেই যা নিজের ইচ্ছাকৃতই হয়েছিল এবং এটি ছিল নিন্দিত। কারণ, তাবুকে অংশগ্রহণের নির্দেশ ছিল। এ কারণেই যারা তাবুকে অংশগ্রহণ করেনি, তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই ভর্ৎসনা হয়েছে। পক্ষান্তরে, বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিতি নিন্দনীয় ছিল না। যার ফলে, বদর যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেননি তাদের প্রতি কোন ভর্ৎসনা হয়নি। অতএব, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার বিষয়টিকে غَيْرَ শব্দে উল্লেখ করেছেন। যাতে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা ও তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা দু'টি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় বুঝা যায়। বিষয়টি ভাল করে অনুধাবন করুন। বিষয়টি সূক্ষ্ম। –ফাতহুল বারী

١٢٦٦. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّىْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِيْنَ، وَمَاجَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّابُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ، وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ـ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ، اِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهٖ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ، اِذْ يُوْحِىْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلَائِكَةِ اَنِّىْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا، سَاُلْقِىْ فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ـ وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ـ

২১৬৬. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের নিজেদের সংখ্যা লঘিষ্ঠতা ও শত্রুদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা দেখে প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে; তিনি তা কবুল করেছিলেন (এবং বলেছিলেন) যে, আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব এক হাজার ফিরিশ্‌তা দিয়ে যারা একের পর এক আসবে।

আল্লাহ্ তা করেন, কেবল সু-সংবাদ দেয়ার জন্য এবং এ উদ্দেশ্যে, যাতে তোমাদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ হয়; এবং বাস্তবে সাহায্য তো শুধু আল্লাহ্‌র নিকট থেকেই আসে; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। স্মরণ কর; যখন তিনি তাঁর পক্ষ থেকে স্বস্তির জন্য তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন এবং আকাশ থেকে তোমাদের উপর বারি বর্ষণ করেন তা দ্বারা তোমাদেরকে পবিত্র করার জন্য এবং তোমাদের থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা অপসারণের জন্য এবং তোমাদের হৃদয় দৃঢ় করার জন্য এবং তোমাদের পা স্থির রাখার জন্য অর্থাৎ, যাতে তোমরা বালুতে ধ্বসে না যাও)। স্মরণ কর, যখন তোমাদের প্রতিপালক ফিরিশ্‌তাদের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি সুতরাং মু'মিনগণকে অবিচলিত রাখুন, যারা কুফরী করে আমি তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করব; সুতরাং তাদের কাঁধে ও সর্বাঙ্গে আঘাত কর; তা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে এবং কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করলে আল্লাহ্ তো শাস্তিদানে কঠোর। (৮ ঃ আনফাল ঃ ৯-১৩)

٣٦٦٤. حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيلُ عَنْ مُخَارِقٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ رضـ يَقُولُ شَهِدتُ مِنَ الْمِقْدَادِ بْنِ الاَسْوَدِ رضـ مَشْهَدًا لاَنْ اَكُونَ صَاحِبَهُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا عُدِلَ بِهِ، اَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَدْعُو عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ، فَقَالَ لاَنَقُولُ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى اِذْهَبْ اَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ، وَلٰكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِيْنِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ، فَرَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ اَشْرَقَ وَجْهُهُ وَسَرَّهُ ـ

৩৬৬৪/৪. আবু নু'আঈম র. .... হযরত ইবনে মাস'ঊদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মিকদাদ ইবনে আসওয়াদকে এমন একটি ভূমিকায় পেয়েছি যে, সে ভূমিকায় যদি আমি হতাম, তবে তা দুনিয়ার সব কিছুর তুলনায় আমার নিকট প্রিয় হত। (অর্থাৎ, হযরত মিকদাদ রা. বদর যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে যে আলোচনা করেছেন, যদি তা আমার সাথে হত তাহলে পৃথিবীর সমস্ত ধন-ঐশ্বর্যও এর তুলনায় তুচ্ছ মনে হত।) তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসলেন, যখন তিনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে (যুদ্ধের জন্য) মুসলমানদের যুদ্ধ করছিলেন। তখন তিনি (মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ) বললেন, মুসা আ.-এর কাছে যেমন করে তার সম্প্রদায় বলেছিল যে, "তুমি (মুসা) আর তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর" (৫ মায়েদা ১৪) - আমরা তেমন বলব না, বরং আমরা তো আপনার ডানে, বামে, সম্মুখে, পেছনে সর্বদিক থেকে যুদ্ধ করব। ইবনে মাসঊদ রা. বলেন, আমি দেখলাম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম--এর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিকদাদ রা.-এর কথায় খুশি হলেন। কিতাবুত তাফসীর ৬৬৩ পৃষ্ঠায় হাদীসটি আসবে।

ব্যাখ্যা ঃ ১। শিরোনামের সাথে মিল। হযরত মিকদাদ রা.-এর আনন্দদায়ক উক্তি বদর যুদ্ধের সাথেই সংশ্লিষ্ট।

ইবনে ইসহাক র. এর বিবরণ, হযরত মিকদাদ রা.-এর সে উক্তি যেটি ইবনে মাসউদ রা. এর নিকট সবকিছু অপেক্ষা প্রিয় ছিল, সেটি তখনকার, যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফরা নামক স্থানে পৌঁছেছিলেন এবং সংবাদ পেয়েছিলেন যে, মক্কার কুরাইশরা বদরে যুদ্ধ করার জন্য মনস্থ করেছে, এদিকে আবু সুফিয়ানের কাফেলা মক্কা পৌঁছে গেছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম থেকে পরামর্শ নিলেন। আবু বকর সিদ্দীক রা. দাঁড়িয়ে সমর্থনমূলক বক্তব্য রাখলেন, অতঃপর উমর ফারুক রা. দাঁড়ালেন, অতঃপর মিকদাদ রা. দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখলেন, যে সব বিবরণ হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে।

কোন কোন রেওয়ায়াতে আরেকটু অতিরিক্ত আছে, হযরত মিকদাদ রা. বলেছেন, কসম সে সত্তার, যিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে পয়গাম্বর বানিয়ে পাঠিয়েছেন, যদি আপনি আমাদেরকে বারকুল গামাদে (ইয়ামানের একটি স্থানের নাম) নিয়ে যান, তবুও আমরা আপনার সাথে থেকে যুদ্ধ করব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারপর বললেন, আমাদেরকে পরামর্শ দাও। তখন সাহাবায়ে কিরাম বুঝতে পারলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উদ্দেশ্য আনসার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশংকা করছিলেন, হয়ত আনসারীগণ তাঁর সহযোগিতা করবেন না। কারণ, আনসারতো শুধু এ বিষয়ে বাইয়াত হয়েছিলেন যে, আমরা আপনার সাহায্য করব, যে কোন শত্রু আপনার উপর আক্রমণ করবে তাদের ব্যাপারে। এটা নয় যে, আপনি দুশমনের উপর আক্রমণ করবেন। ফলে সা'দ ইবনে মু'আয রা. বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমরা আপনার সাথে আছি। আপনি যেখানে ইচ্ছা চলুন। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীষণ খুশি হলেন।

এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত সা'দ ইবনে মু'আয রা. বললেন, বোধহয় আপনি একটি কাজে বেরিয়েছেন। অর্থাৎ, আবু সুফিয়ানের বাণিজ্যিক কাফেলা থেকে মাল নিয়ে নেয়ার জন্য। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা অন্য কিছু সৃষ্টি করেছেন। যে হুকুম আপনাকে করা হয়েছে তা রীতিমত আপনি করুন। যা ইচ্ছা করুন। আমাদের সম্পদ থেকে যা ইচ্ছা নিয়ে নিন।

হযরত আবু আইউব আনসারী রা. থেকে বর্ণিত, আমরা যখন মদীনায় ছিলাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বললেন, আমার নিকট আবু সুফিয়ানের কাফেলার সংবাদ পৌঁছেছে। অতএব, তোমরা কি সেদিকে (অভিযানে) বের হতে চাও? আল্লাহ তা'আলা হয়ত এ কাফেলার সম্পদ আমাদেরকে দিয়ে দিবেন। আমরা বললাম, হ্যাঁ। অতএব, আমরা যখন দু'এক দিন চললাম, তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সংবাদ এলো। তিনি আমাদের সে সংবাদ দিলেন, বললেন, জিহাদে প্রস্তুত হও। আমরা বললাম, আল্লাহর কসম, আমরা তো জিহাদের সামর্থ্য রাখি না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে কথাই বললেন। এতদশ্রবণে মিকদাদ রা. বললেন, আমরা আপনাকে এমন কথা বলব না যা বনী ইসরাঈল মুসা আ.কে বলেছিল– "اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ"

বরং আমরা বলছি, আপনার সাথে থেকে আমরা যুদ্ধ করব। ফলে আমাদের আনসার সম্প্রদায়ের আকাংখা হল, হায়! আমরাও যদি মিকদাদ রা. এর ন্যায় বক্তব্য রাখতে পারতাম! এজন্য নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হল–

كَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكَارِهُوْنَ ـ

"যেমন আপনার প্রভু আপনাকে স্বীয় ঘর থেকে হিকমতের ভিত্তিতে বের করেছেন (অর্থাৎ বদরের দিকে বের করেছেন) এবং মুসলমানদের একটি দল (স্বীয় সংখ্যালঘিষ্ঠতার কারণে) এটাকে অপছন্দ করছিল।" –পারা–৯, রুকু– ১৫।

٥/٣٦٦٥. حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ اَللّٰهُمَّ اَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ : اَللّٰهُمَّ اِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ، فَاَخَذَ اَبُوْ بَكْرٍ بِيَدِهِ فَقَالَ حَسْبُكَ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُوْلُ : سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ ـ

৩৬৬৫/৫. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হাওশাব র. ...... হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বদরের দিন নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছিলেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার পূরণ করার জন্য প্রার্থনা করছি (যে ওয়াদা আপনার নবীর সাহায্য ও কাফিরদের বিরুদ্ধে জয়লাভের

ব্যাপারে করেছেন)। হে আল্লাহ্! আপনি যদি চান (কাফিররা আমাদের উপর জয়লাভ করুক) তাহলে আজকের পরে আপনার ইবাদত (পালন) হবে না (অর্থাৎ, আজ যদি আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাই তাহলে আপনার ইবাদত বন্দেগী শেষ হয়ে যাবে এবং ভূ-পৃষ্ঠে শুধু মুর্তিপূজা হবে।) । এমতাবস্থায় আবু বকর রা. তাঁর হাত চেপে বললেন, আপনার জন্য এ যথেষ্ট (অর্থাৎ, আপনি ক্ষান্ত হোন)। অর্থাৎ, আর বললেন না, তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ আয়াত পড়তে পড়তে বের হলেন! سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ "শত্রুদল শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে।" (৫৪ ক্বামার ৪৫)

এ হাদীসটি জিহাদ, ৪০৮ পৃষ্ঠায় এসেছে।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল হল- يَوْمَ بَدْرٍ শব্দে। এ হাদীসটি এখানে মুরসাল। কারণ, হযরত ইবনে আব্বাস রা. বদর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু সহীহ হল- হযরত ইবনে আব্বাস রা. হযরত উমর ফারুক রা. থেকে এ হাদীসটি গ্রহণ করেছেন। মুসলিম শরীফের দ্বিতীয় খণ্ডে ৯৩ পৃষ্ঠাতে হাদীসটি বিদ্যমান আছে। হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, হযরত উমর রা. আমাকে বলেছেন, বদর যুদ্ধের দিন যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের দিকে তাকালেন এবং তখন কাফিরদের সংখ্যা ছিল এক হাজার আর সাহাবায়ে কিরামের সংখ্যা ছিল ৩১৯ জন পুরুষ, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিবলার দিকে চেহারা ফিরিয়ে হস্তদ্বয় প্রসারিত করে নেহায়েত বিনয়ের সাথে দোয়া করছিলেন। এমনকি তাঁর চাদর মুবারক কাধের উপর থেকে পড়ে যায়.......।

আবদুল্লাহ ইবনে উতবা রা. থেকে বর্ণিত, যখন বদরের দিন এল তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের দিকে নজর করে দেখলেন, তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ আর মুসলমানদের দিকে দৃষ্টিপাত করে জানতে পারলেন তারা সংখ্যালঘিষ্ঠ। ফলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়লেন, আবু বকর রা. তাঁর ডান পাশে দাঁড়ালেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন- আয় আল্লাহ! আমাকে লাঞ্ছিত, অপমানিত করবেন না। আয় আল্লাহ! আপনার প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করছি।

আরেক রেওয়ায়াতে আছে, আয় আল্লাহ! এরা কুরাইশ। অত্যন্ত গর্ব-অহংকার নিয়ে যুদ্ধ করার জন্য এসেছে এবং তারা তোমার রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে। আয় আল্লাহ! আমি তোমার সে মদদ চাই, যার প্রতিশ্রুতি তুমি আমাকে দিয়েছ।

হযরত উমর রা. এর হাদীস মুসলিম শরীফে আছে, আয় আল্লাহ! যদি তুমি মুসলমানদের এ দলটিকে ধ্বংস করে দাও, তাহলে জমিনে তোমার ইবাদত হবে না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা এ কারণে বলেছেন যে, তিনি জানতেন, তিনি সর্বশেষ নবী। তারপর আর কোন নবী আসতে পারে না। অতএব, যদি তিনি ও তাঁর সাথীগণ শেষ হয়ে যান, তাহলে তাওহীদের দাওয়াতদাতা আর কে থাকবে?

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, এ দোয়াটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদ যুদ্ধের দিনও করেছিলেন।

মুসলিমের রেওয়ায়াতে আর একটু অতিরিক্ত আছে, হযরত আবু বকর রা. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাদর মুবারক তাঁর কাঁধে তুলে দিয়েছিলেন এবং তাঁর হাত ধরে বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যথেষ্ট হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি কৃত স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন। অতঃপর আয়াতে কারীমা নাযিল হল- "إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ الخ"

২১৬৭. পরিচ্ছেদ ঃ

٢١٦٧. بَابٌ

এ অনুচ্ছেদটি শিরোনামহীন। এটি পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদের একটি পরিচ্ছেদের ন্যায়।

٦/٣٦٦٦. حَدَّثَنِى اِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ اَخْبَرَهُمْ قَالَ اَخْبَرَنِى عَبْدُ الْكَرِيمِ اَنَّهُ سَمِعَ مِقْسَمًا مَوْلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ لاَيَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ بَدْرٍ وَالْخَارِجُونَ اِلَى بَدْرٍ ـ

৩৬৬৬/৬ ইবরাহীম ইবনে মুসা র........ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মু'মিনদের মধ্যে (যারা অক্ষম নয়) অথচ ঘরে বসে থাকে আর যারা বদর প্রান্তরে গিয়েছে তারা সমান নয়। অর্থাৎ, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এবং যারা বদরের যুদ্ধ থেকে বিরত রয়েছে তারা সমান নয়।

টীকা ঃ ১। শিরোনামের সাথে মিল হল عَنْ بَدْرٍ وَاِلَى بَدْرٍاى لاَمُسَاوَاةَ بَيْنَهُمَا উক্তিতে।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর উদ্দেশ্য হল– لاَيَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ الخ আয়াত (পারা-৫, রুকু-১০) বদরী সাহাবীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এ হাদীসটি কিতাবুত তাফসীরের ৬৬১ পৃষ্ঠায় আসছে।

٢١٦٨. بَابُ عِدَّةِ اَصْحَابِ بَدْرٍ ـ

২১৬৮. পরিচ্ছেদ ঃ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা অর্থাৎ, যে সব সাহাবী বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং যাদেরকে শরীক মনে করা হয়েছে।

٣٦٦٨. حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اُسْتُصْغِرْتُ اَنَا وَابْنُ عُمَرَ رض وَحَدَّثَنِى مَحْمُودٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اُسْتُصْغِرْتُ اَنَا وَابْنُ عُمَرَ رض يَوْمَ بَدْرٍ وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَوْمَ بَدْرٍ نَيِّفًا عَلَى سِتِّينَ وَالاَنْصَارُ نَيِّفٌ وَاَرْبَعُونَ وَمِائَتَانِ ـ

৩৬৬৭/৭. মুসলিম... হযরত বারা ইবনে আযিব রা. থেকে বর্ণিত, (বদর যুদ্ধের দিন) আমাকে এবং ইবনে উমর রা. কে ছোট মনে করা হয়েছে। অর্থাৎ নাবালেগ হওয়ার কারণে আমাদের দু'জনকে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাবালেগ শিশুদেরকে জিহাদ থেকে বাদ দিতেন। (ফাতহ)

বদর যুদ্ধে মুহাজির ছিলেন ষাটের ঊর্ধ্বে আর আনসার ছিলেন ২৪০ এর বেশি।

টীকা ঃ ২। শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে كَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَوْمَ بَدْرٍ الخ উক্তিতে।

ব্যাখ্যা ঃ এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ইবনে উমর রা. কে উহুদ যুদ্ধের দিন ছোট গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু উভয় রেওয়ায়াতের মাঝে এজন্য বিরোধ নেই যে, ইবনে উমর রা. বদর যুদ্ধে ছিলেন ১৩ বছর বয়সী আর উহুদের যুদ্ধের দিন ছিলেন ১৪ বছর বয়সী। অতএব, হতে পারে উভয় যুদ্ধেই তাঁকে নবালেগ সাব্যস্ত করা হয়েছে। (ফাতহ)

نَيِّفًا ঃ এ শব্দটিতে নসব হবে। কারণ, এটি كَانَ এর খবর। দ্বিতীয় نَيِّفًا তে নসব এবং রফা উভয়টি হতে পারে। নসব হলে উহ্য ইবারত হবে এরূপ– وَكَانَ الاَنْصَارُ نَيِّفًا

أَرْبَعِينَ ঃ শব্দটি نَيِّفًا-এর উপর আতফ। مِأَتَيْنِ ঃ শব্দটি أَرْبَعِينَ এর উপর আতফ। রফা হবে وَالْأَنْصَارُ এর খবর হিসাবে। যেমন বুখারীর মূল পাঠে আছে। কারণ, এ শব্দটি মুবতাদা। এ হিসেবে وَأَرْبَعُونَ وَمِائَتَانِ পড়তে হবে। কারণ, এ দুটি শব্দই মারফূ এর উপর মাতূফ। আমাদের ভারতীয় কপিতে অনুরূপই আছে।

হায়ে তাহভীল এবং এর উদ্দেশ্য

এখানে সনদে ح রয়েছে। অতএব, এরপর তাহভীলের ওয়াও লওয়া হয়েছে। মুহাদ্দিসীনে কিরামের মূল নীতি হল– যদি একটি হাদীসের বিভিন্ন সনদ থাকে তাহলে প্রতিটি সনদ পরিপূর্ণরূপে বর্ণনা করলে দীর্ঘায়িত হয়ে যায়। তা থেকে বাঁচার জন্য মুহাদ্দিসীনে কিরাম এ পন্থা অবলম্বন করেন যে, প্রথমে একই সনদ যৌথ উস্তাদ পর্যন্ত পৌঁছে দেন। অতঃপর দ্বিতীয় সনদ ও তৃতীয় সনদকে সে শায়খ পর্যন্ত পৌঁছে দেন। উভয় সনদের মাঝে পার্থক্যের জন্য হা মুফরাদা, মুহমালা উল্লেখ করেন যাতে দর্শকের নিকট বিভিন্ন সনদের ব্যাপারে একই সনদের ধারণা না হয় বা গোলমাল না লাগে।

এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে যে, এটি হায়ে মুহমালা নাকি খা। যারা খা সাব্যস্ত করেন তাদের দুটি মত রয়েছে। ১। এটি الخ-এর সংক্ষেপ। আর الخ সংক্ষেপ হল إِلَى آخِرِهِ এর। দ্বিতীয় উক্তি হল– এটি খা। এটি إِسْنَاد آخَر-এর সংক্ষেপ। কিন্তু বহু দলের তাহকীক হল– এটি নুকতাবিহীন হা। অতঃপর এ দলের মধ্যে চারটি ভাগ হয়ে যায়।

১। একদলের মত হল– এটি আল হাদীসের সংক্ষেপ। অতএব এখানে এসে الْحَدِيث পড়া উচিত।

২। দ্বিতীয় উক্তি হল– এটি صَحَّ-এর সংক্ষেপ। মূলনীতি হল, যখন কোন লেখায় কোন জায়গায় সংশয় বা দোদুল্যমনতার সম্ভাবনা থাকে, তখন সেখানে ছোট আকারে صَحَّ বানিয়ে দেওয়া হয়। এটা এর আলামত যে, মূল পাঠে সন্দেহ কর না। এই ইবারতটি বিশুদ্ধ যেহেতু এর দ্বারা উদ্দেশ্য শুধু সতর্ক করা সেহেতু এটা পড়া হবে না।

৩। তৃতীয় উক্তি হল– এটি الْحَائِل এর সংক্ষেপ। الْحَائِل এর অর্থ হল– প্রতিবন্ধক। যেহেতু এই হাঁ অক্ষরটি দুই সনদের মাঝে প্রতিবন্ধক হচ্ছে অর্থাৎ, শুধু প্রতিবন্ধকতার নিদর্শন হচ্ছে সেহেতু এটা পড়া হবে না।

৪। চতুর্থ উক্তি হল– এটি হায়ে তাহভীল অর্থাৎ, এক সূত্র থেকে অপর সূত্রের দিকে চলে যাওয়া, সেহেতু এখানে পৌঁছে হা পড়া হবে। অধিকাংশ মুহদ্দিসের মতে সর্বশেষটিই বিশুদ্ধতম উক্তি এবং এর উপরই আমল অব্যাহত। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ ـ

٣٦٦٨. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حدثنا ابو اسحاق قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا أَنَّهُمْ كَانُوا عِدَّةَ أَصْحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جَازُوا مَعَهُ النَّهَرَ بِضْعَةَ عَشَرَ وَثَلَاثَ مِائَةٍ قَالَ الْبَرَاءُ لَا وَاللّٰهِ مَا جَاوَزَ مَعَهُ النَّهَرَ إِلَّا مُؤْمِنٌ ـ

৩৬৬৮/৮. আমর ইবনে খালিদ র. .... হযরত বারা' রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যে সব সাহাবী বদরে অংশগ্রহণ করেছেন তারা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তাদের সংখ্যা তালুতের যে সব সঙ্গী (জিহাদে শরীক হওয়ার নিমিত্তে তাঁর সাথে) নদী (ফিলিস্তিন) পার হয়েছিলেন তাদের সমান ছিল অর্থাৎ, তাদের সংখ্যা ছিল তিনশ' দশেরও কিছু বেশি। বারা' রা. বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, ঈমানদার ব্যতীত আর কেউই তাঁর সাথে নদী অতিক্রম করেনি।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট। এটি হযরত বারা রা. এর হাদীসের আরেকটি সূত্র। তালূত দ্বারা উদ্দেশ্যে হযরত তালূত আ.। যিনি ছিলেন বিন ইয়ামীন ইবনে ইয়াকূব ইবনে ইসহাক ইবনে ইব্‌রাহীম আ. এর সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত। হযরত বিন ইয়ামীন ছিলেন হযরত ইউসুফ আ. এর ভাই। তালূতকেই ইবরানী তথা হিব্রু ভাষায় সাউল আখ্যায়িত করা হয়। কুরআনে কারীমে সূরা বাকারার سَيَقُوْلُ-এর শেষে তাঁর আলোচনা রয়েছে। সেখানে দ্রষ্টব্য। তালূত ছিলেন গরীব। তিনি চামড়া সংস্কারের কাজ করতেন এবং লোকজনকে পানি পান করাতেন। (ফাতহ্)।

٣٦٦٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيلُ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ رض قَالَ كُنَّا اَصْحَابَ مُحَمَّدٍ نَتَحَدَّثُ اَنَّ عِدَّةَ اَصْحَابِ بَدْرٍ عَلٰى عِدَّةِ اَصْحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جَاوَزُوا مَعَهُ النَّهَرَ وَلَمْ يُجَاوِزْ مَعَهُ اِلَّا مُؤْمِنٌ بِضْعَةَ عَشَرَ وَثَلَاثُ مِائَةٍ ـ

৩৬৬৯/৯. আবদুল্লাহ ইবনে রাজা র. .... হযরত বারা' রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীরা পরস্পর আলোচনা করতাম যে, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের সংখ্যা তালুতের সঙ্গে নদী অতিক্রমকারী লোকদের সমানই ছিল এবং তিনশ' দশ জনের কিছু বেশি ঈমানদার ব্যক্তিই কেবল তাঁর সাথে নদী পার হয়েছিলেন।

٣٢٧٠. حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدثنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ رض وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ رض قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ اَنَّ اَصْحَابَ بَدْرٍ ثَلٰثُمِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَبِعِدَّةِ اَصْحَابِ طَالُوتَ الَّذِيْنَ جَاوَزُوْا مَعَهُ النَّهَرَ وَمَا جَاوَزَ مَعَهُ اِلَّامُؤْمِنٌ ـ

৩৬৭০/১০. আবদুল্লাহ ইবনে আবু শায়বা র. ও মুহাম্মদ ইবনে কাসীর ...... হযরত বারা' রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা পরস্পর আলোচনা করতাম যে, বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীদের সংখ্যা তালুতের সাথে নদী অতিক্রমকারী লোকদের অনুরূপ তিনশ' দশ জনেরও কিছু বেশি ছিল। আর মু'মিনগণই কেবল তাঁর সাথে নদী পার হয়েছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল হল اَصْحَابُ بَدْرٍ ثَلٰثُمِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ ـ শব্দে। নহর দ্বারা উদ্দেশ্যে জর্দানের একটি খাল। জালূত ছিল ফিলিস্তিনের অধিবাসী। তাঁর বিরুদ্ধে মুকাবিলার জন্য তালূতের ঘোষণা ছিল, যে জালিম জালূতকে হত্যা করবে আমি তার কাছে স্বীয় কন্যাকে বিয়ে দেব এবং রাষ্ট্রের অর্ধেক তাকে বণ্টণ করে দিয়ে দেব। হযরত দাউদ আ. জালূতকে হত্যা করলে তালূত স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন এবং স্বীয় কনিষ্ঠ কন্যাকে হযরত দাউদ আ. এর নিকট বিয়ে দেন। তারপর বনি ইসরাঈলে হযরত দাঊদ আ. এর ইযযত সম্মান বৃদ্ধি পায়। অবশেষে হযরত দাঊদ আ. স্বাধীন স্বতন্ত্র সম্রাট হয়ে যান। তখন তালূত এর নিয়ম পাল্টে যায় এবং দাউদ আ. এর সাথে কিছুটা মন কষা-কষির মত হয়ে যায়। এরপর তিনি রাজত্ব ছেড়ে দেন। জিহাদে শহীদ হয়ে যান। বিস্তারিত ঘটনার জন্য ফয়যুল ইমামাইন শরহে জালালাইন দ্বিতীয় পারার শেষ রুকু দ্রষ্টব্য।

٢١٦٩. بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى كُفَّارِ قُرَيْشٍ شَيْبَةَ وَعُتْبَةَ وَالْوَلِيدِ وَأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ وَهَلَاكِهِمْ -

২১৬৯. পরিচ্ছেদ ঃ কুরাইশ কাফির তথা– শায়বা, উতবা, ওয়ালীদ এবং আবু জাহ্ল ইবনে হিশামের বিরুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দু'আ এবং এদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার বর্ণনা।

ব্যাখ্যা ঃ এটা বদদোয়াই। এ বদদোয়া রাসূল স. মক্কায় সে দুর্ভাগাদের জন্য করেছিলেন। যখন সে হতভাগারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামাযের সময় তাঁর পিঠের উপর উটের নাড়ি ভুড়ি রেখে দিয়েছিল।

বিস্তারিত বিবরনের জন্য– বুখারী পৃষ্ঠা ৩৮-৩৮, এবং কিতাবুস সালাত– পৃষ্ঠা ৩৪।

٣٦٧١. حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْكَعْبَةَ، فَدَعَا عَلَى نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى شَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ وَأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ، فَأَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى قَدْ غَيَّرَتْهُمُ الشَّمْسُ وَكَانَ يَوْمًا حَارًّا -

৩৬৭১/১১. আমর ইবনে খালিদ র. .... হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বার দিকে মুখ করে কুরাইশ গোত্রীয় কতিপয় লোক তথা– শায়বা ইবনে রাবী'আ, উতবা ইবনে রাবী'আ, ওয়ালীদ ইবনে উতবা এবং আবু জাহল ইবনে হিশামের বিরুদ্ধে বদদু'আ করেন। (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন) আমি আল্লাহ্র নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি, অর্থাৎ আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমি এ সমস্ত লোকদের লাশ (বদরের রণাঙ্গনে) নিহত হয়ে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকতে দেখেছি। রৌদ্রের প্রচণ্ডতা তাদের দেহগুলোকে বিকৃত করে দিয়েছিল। বস্তুতঃ সে দিনটি ছিল প্রচণ্ড গরম।[১]

টীকা ঃ শিরোনামের সাথে মিল হল– رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى اى يوم بدر - বাক্যে।

এ হাদীসটি কিতাবুল উযু পৃষ্ঠা ৩৭ ও কিতাবুস সালাত পৃষ্ঠা ৭৪এ গেছে।

٢١٧٠. بَابُ قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ

২১৭০. পরিচ্ছেদ ঃ আবু জাহ্লের হত্যা

٣٦٧٢. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنَا قَيْسٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَى أَبَا جَهْلٍ وَبِهِ رَمَقٌ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ هَلْ أَعْمَدُ مِنْ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ -

৩৬৭২/১২. ইবনে নুমায়র র. .... হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, বদর যুদ্ধের দিন আবু জাহ্ল যখন মৃত্যুর মুখোমুখি (বদরের দিন আবু জাহ্ল তলোয়ারের আঘাতে মাটিতে পড়েছিল, তবে তখনও তার মাঝে জান ছিল) তখন তিনি (আবদুল্লাহ) তার কাছে গেলেন (তার সাথে কথা বললেন)। তখন আবু জাহ্ল বলল, (আজ) তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ এর[১] তুলনায় অধিকতর আশ্চর্যের সংবাদ আর কি হতে পারে? বংশের সর্বাধিক সম্মানিত আর সম্ভ্রান্ত নেতাকে তোমরা কি করে হত্যা করলে? তাঁর

তুলনায় অধিক সম্মানিত আর কেউ এ বংশে নেই। যেমনটি হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত রেওয়ায়াত আসছে। যেটাতে আবু জাহ্ল বলেছে وَهَلْ فَوقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ (যাকে তোমরা হত্যা করলে তার তুলনায় অধিক সম্ভ্রান্ত আর কেউ আছে কি?) رَمَقٌ বলা হয় অবশিষ্ট জীবনবায়ুকে। তাবারানী শরীফে হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি বদরের দিন আবু জাহলকে মাটিতে পতিত অবস্থায় পেলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র দুশমন! আল্লাহ্ তা'আলা তোকে অপদস্থই করেছেন। এতে করে আবু জাহল বলল, هَلْ أَعْمَدُ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوه

৩৬৭৩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حدثنا زُهَيْرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ يَنْظُرُ مَاصَنَعَ أَبُو جَهْلٍ ؟ فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ ـ قَالَ أَنْتَ أَبُو جَهْلٍ ؟ قَالَ فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ قَالَ وَهَلْ فَوقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ أَوْ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ أَنْتَ أَبُو جَهْلٍ ؟

৩৬৭৩/১৩. আহমদ ইবনে ইউনুস র. ও আমর ইবনে খালিদ র. .... হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, (বদরের দিন) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবু জাহ্‌লের কি অবস্থা কেউ তা দেখে আসতে পার কি (সে জীবিত না মরে গেছে)? তখন ইবনে মাসউদ রা. তার খোঁজে বের হলেন এবং দেখতে পেলেন যে, 'আফ্‌রার দুই পুত্র (মু'আয ও মুআওয়ায) তাকে এমনিভাবে প্রহার করেছে যে, মুমূর্ষু অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছে (তার সমস্ত অহঙ্কার ও শক্তি শেষ করে দিয়েছে বরং এখন মৃত্যুর মুখে উপনীত)। রাবী বলেনঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বললেন, তুমিই আবু জাহ্‌ল ? হযরত আনাস রা. বর্ণনা করেন অতপর ইবনে মাসউদ তার দাড়ি ধরলেন তখন, আবু জাহ্‌ল বলল ঃ যাকে (অর্থাৎ, আবু জাহ্‌ল) তোমরা অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) তার গোত্রের লোকেরা হত্যা করল তার চেয়ে বড় আর কেউ আছে কি?

অপর আর এক কপিতে আছে– أَنْتَ أَبَا جَهْلٍ (بِالنَّصَبِ عَلَى النِّدَاءِ اى أَنْتَ مَصْرُوعٌ يَا أَبَا جَهْلٍ!)

১ টীকা ঃ কিন্তু আল্লামা আইনী র. লিখেছেন-- مِثْلُ وَنَحْوُ শব্দদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য হল এ দুটি হাকীকতে এক। نَحْوُ শব্দটি ব্যাপক। কেউ কেউ বলেছেন– সমার্থক। –উমদাতুল কারী ঃ ১৭/২৯৩, অর্থাৎ ফাতহে মক্কা।

"হে আবু জাহ্‌ল! তুমি কি কুপোকাত হয়ে গেছ!"

অজ্ঞতাবশত কিংবা কথিত অজ্ঞতা স্বরূপ গায়রে মুকাল্লিদদের প্রশ্ন

গায়রে মুকাল্লিদরা ইমাম আজম আবু হানীফা র. এর উপর একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, তিনি ইলমে নাহব তথা ব্যাকরণ বিদ্যায় দুর্বল ছিলেন। কারণ, আবু আমর আলা নাহবী হযরত ইমাম আজম র. কে প্রশ্ন করেছেন। কোন ভারি জিনিস দিয়ে কাউকে হত্যা করলে কি কিসাস ওয়াজিব হয়? উত্তরে তিনি বললেন, না। এতশ্রবণে আবূ আমর র. বললেন যদি (প্রাচীনকালের ক্ষেপনাস্ত্র বিশেষ) মিনজানিকের পাথর দ্বারাও হত্যা করে তবুও নয়? ইমাম সাহেব র. বললেন– لَوْقَتَلَهُ بِأَبَا قُبَيْسٍ – যদিও আবু কুবাইস পাহাড় দ্বারা হত্যা করুক না কেন। যেহেতু أَبٌ শব্দটি আসমায়ে সিত্তাহ্ মুকাব্বারার অন্তর্ভুক্ত, এর উপর ب হরফে জর প্রবিষ্ট হয়েছে, সেহেতু ব্যাকরণের প্রসিদ্ধ নিয়ম অনুযায়ী যের অবস্থায় ى হওয়া উচিত ছিল। অর্থাৎ لَوْ قَتَلَهُ بِأَبِى قُبَيْسٍ হওয়া উচিত ছিল। অথচ ইমাম আজম র. বলেছেন بِأَبَا قُبَيْسٍ আলিফ সহকারে। যদ্দারা বুঝা যায় ইমাম আজম র. কর্তৃক ব্যাকরণগত ভুল হয়েছে।

অথচ এর দ্বারা ইমাম আজম র. এর ব্যাকরণ গত বিশেষজ্ঞতা প্রমাণিত হয়। প্রশ্ন উত্থাপনকারীদের অজ্ঞতা ও পুঁজিহীনতা প্রমাণিত হয়। বিস্ময়ের ব্যাপার হল– সহীহ বুখারীর প্রতিও তাদের দৃষ্টিপাত নেই। যদি দেখেন ও পড়েন তাহলে শুধু রেওয়ায়াত পড়েন, অর্থ ও অনুধাবন থেকে বঞ্চিত। বুখারী শরীফের কিতাবুল মাগাযীর ১৩ নং হাদীসটি যদি গভীরভাবে দেখতেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ র. যখন আবু জাহল এর মস্তক দ্বিখণ্ডিত করতে গিয়েছেন, তখন আবু জাহল আঘাতে আঘাতে চুরমার হয়ে পড়েছিল। কিন্তু প্রাণ কিছুটা অবশিষ্ট ছিল। হযরত ইবনে মাসউদ রা. বললেন– اَنْتَ اَبَاجَهْلٍ যদিও এক কপিতে و সহকারেও (اَبُو جَهْلٍ) আছে। মোটকথা, অধিকাংশ কপি ও নির্ভরযোগ্য কপিগুলোতে আলিফ সহকারে আছে, তা সত্ত্বেও উভয় কপি সহীহ। আসমায়ে সিত্তাহ মুকাববারাতে একটি লোগাত এটিও আছে যে, যখন غَيرِ يَا مُتَكَلِّمْ-এর দিকে مُضَافْ হয় তখন সর্বাবস্থায় الف সহকারে তার ইরাব হয়। যেমন– একটি কাব্য রয়েছে,

إِنَّ اَبَاهَا وَاَبَا اَبَاهَا * قَدْ بَلَغَا فِى الْمَجْدِ غَايَتَاهَا

টীকাতেও এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে– وَلِابْنِ عَسَاكِرٍوالاَصِيْلِى وَاَبِى ذَر عَنِ الحموى وَالْكُشْمِيْهنِى اَبَا جَهْلٍ بِالاَلِفِ بَدَلَ الْوَاوِ عَلٰى لُغَةِ مَنْ يُثْبِتُ الاَلِفَ فِى الاَسْمَاءِ السِتَّةِ فِى كُلِّ حَالٍ ـ ٥٦٥/٢

ব্যাখ্যা ঃ আরেক রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত বর্ণিত আছে, যদি কৃষক ছাড়া অন্য কেউ আমাকে হত্যা করত তাহলে ভাল হত, অর্থাৎ, কৃষক তথা মদীনার আনসারী আমাকে হত্যা করল –এটা আমার জন্য লজ্জার বিষয় (এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল হত্যাকারীকে অপমান-অপদস্থ করা) এক রেওয়ায়াতে আছে, ইবনে মাসউদ রা. বলেন– আমি যখন দেখলাম তার প্রাণ এখনও অবশিষ্ট আছে তখন তার গর্দানের উপর পা রেখে বললাম, হে আল্লাহর দুশমন! আল্লাহ তা'আলা তোকে লাঞ্ছিত অপমানিত করেছেন। সে আমাকে বলল এর চেয়ে অপদস্থ কে যাকে তুমি হত্যা করেছ? অতঃপর আমি তার মাথা কেটে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে পেশ করে আরজ করলাম, এ মস্তক আল্লাহর দুশমন আবু জাহলের। তারপর রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর তা'আলার প্রশংসা করলেন।

٣٦٧٤. حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ مَنْ يَنْظُرُ مَافَعَلَ اَبُو جَهْلٍ؟ فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ رض فَوَجَدَ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَاءُ عَفْرَاءَ حَتّٰى بَرَدَ. فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ فَقَالَ اَنْتَ اَبُو جَهْلٍ؟ قَالَ وَهَلْ فَوقَ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ اَوْ قَالَ قَتَلْتُمُوهُ ؟

৩৬৭৪/১৪. মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না র. .... হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, বদরের দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবু জাহ্‌লের কি হল, কে তা খোঁজ নিয়ে দেখে আসতে পারে? (একথা শুনে) ইবনে মাসউদ রা. চলে গেলেন এবং তিনি দেখতে পেলেন, আফরার দুই পুত্র তাকে এমনিভাবে প্রহার করেছে যে, সে মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে আছে। তখন তিনি তার দাঁড়ি ধরে বললেন, তুমিই কি আবু জাহ্‌ল? উত্তরে সে বলল, এক ব্যক্তিকে তার গোত্রের লোকেরা হত্যা করল অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) যাকে তোমরা হত্যা করলে! এর চেয়ে বড় কোন ব্যক্তি আছে কি?

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى اَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حدثنا سُلَيْمَانُ اَخْبَرَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ نَحْوَهُ ـ

১৫. ইবনে মুসান্না র. ...... হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে অনুরূপ একটি রেওয়ায়াত বর্ণিত আছে।

نَحْوَهُ এবং مِثْلَهُ এর মধ্যে পার্থক্য

মুহাদ্দিসীনে কিরামের পরিভাষায়, যদি কোন হাদীসের দুটি সনদ হয়, তবে প্রথম হাদীস বর্ণনা করার পর দ্বিতীয় সনদ উল্লেখ করে সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে مِثْلَهُ অথবা نَحْوَهُ বলেন। পার্থক্য শুধু এই যে, مِثْلَهُ-এর ছুরতে উভয় হাদীসের শব্দও একই হয়, আর نَحْوَهُ-এর ছুরতে শুধু অর্থ এক হয়, শাব্দিক পার্থক্য থাকে।

٣٦٧٥. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَتَبْتُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْمَاجِشُونِ عَنْ صَالِحِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي بَدْرٍ يَعْنِي حَدِيثَ ابْنَيْ عَفْرَاءَ .

৩৬৭৫/১৬. আলী ইবনে আবদুল্লাহ– আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি হাদীসটি ইউসুফ ইবনে মাজিশুন র. থেকে লিখেছি, তিনি সালিহ ইবনে ইব্‌রাহীম থেকে, তিনি স্বীয় পিতা ইব্‌রাহীম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আউফ থেকে, তিনি সালিহের দাদা হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ থেকে বদর সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, আফরার দুই ছেলের হাদীস।

ব্যাখ্যা ঃ আলী ইবনে আব্দুল্লাহ হলেন ইবনুল মাদীনী। قَوْلُهُ كَتَبْتُ ঃ এর দ্বারা শুনেছি বলার দিকে ইঙ্গিত। কারণ স্বভাবত শুনলে লেখা হয়। جَدِّهِ ঃ এর যমীর (সর্বনাম) সালিহের দিকে ফিরেছে।

ইবনে ইসহাক র.-এর বিবরণ, আবদুল্লাহ ইবনে আবু ইবনে হাযম র. বর্ণনা করেছেন আমাকে মু'আয ইবনে আমর ইবনে জামূহ বর্ণনা করেছেন, আমি যখন বদরের দিন শুনলাম, লোকজন বলছে যে, আবু জাহলের নিকট কেউ পৌছতে পারে না, তখন তার দিকে যাবার জন্য মনস্থ করলাম। মওকা পেয়ে তার উপর আক্রমণ করে তার পায়ে জখম করে ফেললাম। তার ছেলে ইকরামা আমার উপর হামলা করে আমার হাত কেটে দিল। অতঃপর মু'আয রা. হযরত উসমান রা. এর যুগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। অতঃপর আবু জাহলের নিকট মুআওয়ায ইবনে আফরা রা. পৌছলেন। তিনি আবু জাহলের উপর হামলা করে তাকে ফেলে দিলেন। সে আর চলাফেরা করতে পারছিল না। তা সত্ত্বেও মুআওয়ায রা. এর সাথে যুদ্ধ অব্যাহত রইল। অবশেষে মুআওয়ায রা. শহীদ হলেন।

এই রেওয়ায়াতের সাথে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. এর উপরোক্ত হাদীসের সাথে বিরোধ হয়। অথচ আবদুর রহমান রা. এর হাদীসটি বুখারীর।

অতএব সামঞ্জস্য বিধানের পন্থা এই হতে পারে যে মুয়ায ইবনে আফরা এবং মুয়ায ইবনে আমর ইবনে জামূহ রা. উভয়েই আবু জাহলের উপর আক্রমণ করেছেন। পরবর্তীতে পৌছেছেন মুআওয়ায ইবনে আফরা, যিনি ছিলেন মুআযের ভাই। তিনি আবূ জাহ্‌লকে ফেলে দেন। অতঃপর নিজেও শহীদ হয়ে যান। কিন্তু আবু জাহল কুপোকাত অবস্থায় পড়েছিল। কিন্তু শেষ নিঃশ্বাস এখনো অবশিষ্ট ছিল যেমন– যবাইকৃত জন্তুর হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় হযরত ইবনে মাসঊদ রা. পৌছেন এবং আবূ জাহ্‌লের গর্দানের উপর পা রেখে কথোপকথন করেন। তারপর আবু জাহলের মস্তক কেটে রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে পেশ করেন। এ পদ্ধতিতে সমস্ত রেওয়ায়াতের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান হয়ে যায়। وَاللهُ أَعْلَمُ وَعِلْمُهُ أَحْكَمُ .

٣٦٧٦. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَجْثُو بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْمٰنِ لِلْخُصُومَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَقَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ وَفِيهِمْ أُنْزِلَتْ : هٰذَانِ

خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِىْ رَبِّهِمْ، قَالَ هُمُ الَّذِيْنَ تَبَارَزُوْا يَوْمَ بَدْرٍ حَمْزَةُ وَعَلِىٌّ وَعُبَيْدَةُ اَوْ عُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَعُتْبَةُ وَالْوَلِيْدُ بْنُ عُتْبَةَ ـ

৩৬৭৬/১৭ . মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ রাকাশী র. .... হযরত আলী ইবনে আবু তালিব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে কিয়ামতের দিন দয়াময় আল্লাহর সামনে বিবাদের (মীমাংসার) জন্য হাঁটু গেড়ে বসবে (অর্থাৎ, সর্বপ্রথম আল্লাহ্র সামনে হাঁটু গেড়ে বসে স্বীয় মুকাদ্দামা পেশ করব)। কায়েস ইবনে উবাদ রা. বলেন, এই সব ব্যক্তি (হযরত আলী রা., হযরত হামযা রা. ও আবু উবাইদা) সম্পর্কেই কুরআন মজীদের هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِىْ رَبِّهِمْ (১৭ পারা ৯ রুকু) ("এরা দু'টি বিবাদমান পক্ষ (সাহাবায়ে কিরাম ও কাফির) তাঁরা তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে") আয়াতটি নাযিল হয়েছে। তিনি বলেন, এরা হল সে সব লোক যারা বদরের দিন পৃথক পৃথকভাবে মল্লযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। (মুসলিম পক্ষের) হাম্যা, আলী ও উবাইদা অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আবু উবাইদা ইবনুল হারিস (কাফির পক্ষের) শায়বা ইবনে রাবীআ, উত্বা এবং ওয়ালীদ ইবনে উত্বা।

ব্যাখ্যা ঃ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আবূ কিলাবার পিতা, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম র. এর উস্তাদ।

رَقَاشِى ঃ রা এর উপর যবর কাফ এর উপর যবর এবং শীন সহকারে।

قَيْسُ بْنُ عُبَاد ঃ আইন এর উপর পেশ, বা এর উপর যবর তাশদীদ বিহীন।

اَنَا اَوَّلُ مَنْ يَجْثُو ঃ جَثَا يَجْثُو جُثُوًّا থেকে উদ্ভুত। দু হাটু পেতে বসা, আঙ্গুলের উপর দাড়ান।

প্রথম দিককার হওয়া দ্বারা হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব রা. এর উদ্দেশ্য এ উম্মতের প্রথম যুগের মুজাহিদদের অন্তর্ভূক্ত। কারণ, ইসলামের সর্বপ্রথম ও বড় যুদ্ধ হল জঙ্গে বদর। যা কাফিরদের উপর ইসলামের প্রভাব সৃষ্টি করেছে। এই রেওয়ায়াতে যোদ্ধাদের বিস্তারিত বিবরণ নেই যে, কে কার বিপরীতে দাড়িয়েছিলেন এবং যুদ্ধ করেছেন। ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, উবাইদা ইবনে হারিস এবং উত্বা উভয়ই বৃদ্ধ ছিলেন এজন্য উত্বার মুকাবিলার জন্য হযরত উবাইদা আর শায়বার জন্য হযরত হামযা এবং ওয়ালীদ ইবনে উত্বার জন্য হযরত আলী রা. বের হন। হযরত আলী রা. ওয়ালীদ কে হত্য করেন। হযরত হামযা রা. শায়বাকে খতম করেন। উবাইদার সাথে প্রচণ্ড মুকাবিলা হয় উত্বার। হযরত হামযা ও আলী রা. উত্বাকে হত্যা করার জন্য সাহায্য করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সবার প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

٣٦٧٧. حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ هَاشِمٍ عَنْ اَبِىْ مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَزَلَتْ : هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِىْ رَبِّهِمْ فِىْ سِتَّةٍ مِنْ قُرَيْشٍ عَلِىٍّ وَحَمْزَةَ وَعُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَعُتْبَةَ ابْنِ رَبِيْعَةَ وَالْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ ـ

৩৬৭৭/১৮ কাবীসা (র) .... হযরত আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِىْ رَبِّهِمْ অর্থাৎ, "এরা দু'টি বিবাদমান পক্ষ তারা তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে" আয়াতটি কুরাইশ গোত্রীয় ছয়জন লোক (এদের তিনজন মুসলিম এবং তিনজন মুশরিক) সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে। তারা হলেন, (মুসলিম পক্ষ) আলী, হামযা, উবাইদা ইবনুল হারিস (রা) ও (কাফির পক্ষে) শায়বা ইবনে রাবী'আ, উত্বা ইবনে রাবী'আ এবং ওয়ালীদ ইবনে উত্বা।

٣٦٧٨. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَافُ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ كَانَ يَنْزِلُ فِى بَنِى ضُبَيْعَةَ، وَهُوَ مَوْلًى لِبَنِى سَدُوسٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِىُّ عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِينَا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ : هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِى رَبِّهِمْ ۔

৩৬৭৮/১৯. ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম সাওওয়াফ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার থেকে ইউসুফ ইবনে ইয়াকূব বর্ণনা করেছেন যে তিনি বনু যুবইয়ার এলাকায় যাতায়াত করতেন। তিনি বনু সাদুস এর আযাদকৃত দাস ছিলেন। তাঁর থেকে সুলাইমান তাইমী মারফত আবু মিজলায-কায়েস ইবনে উবাদ র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আলী রা. বলেছেন هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِى رَبِّهِمْ "এরা দু'টি বিবাদমান পক্ষ, তারা তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে" আয়াতটি আমাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে।

٣٦٧٩. حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِى هَاشِمٍ عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ سَمِعْتُ أَبَاذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يُقْسِمُ لَنَزَلَ هٰؤُلَاءِ الْاٰيَاتُ فِى هٰؤُلَاءِ الرَّهْطِ السِّتَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ نَحْوَهُ ۔

৩৬৭৯/২০. ইয়াহ্ইয়া ইবনে জাফর র. .... হযরত কায়েস ইবনে উবাদ র. থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেছেন) আমি আবু যর রা.-কে কসম করে বলতে শুনেছি যে, নিঃসন্দেহে এ আয়াতগুলো هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِى رَبِّهِمْ (থেকে পূর্ণ তিন আয়াত ১৯-২০ ও ২১ সূরা হজ্জ) বদরের দিন উল্লেখিত ঐ ছয় ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। অর্থাৎ, হাদীস নং ১৮ কাবীসা এর হাদীসের মত

٣٦٨٠. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو هَاشِمٍ عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يُقْسِمُ قَسَمًا إِنَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ : هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِى رَبِّهِمْ نَزَلَتْ فِى الَّذِينَ بَرَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ حَمْزَةَ وَعَلِىٍّ وَعُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَعُتْبَةَ وَشَيْبَةَ ابْنَى رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ ۔

৩৬৮০/২১. ইয়াকুব ইবনে ইব্রাহীম র. .... হযরত কায়েস র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি হযরত আবু যর রা.-কে কসম করে বলতে শুনেছি যে, هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِى رَبِّهِمْ "এরা দু'টি বিবাদমান পক্ষ তারা তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে" আয়াতটি বদরের দিন দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হামযা, আলী, উবাইদা ইবনুল হারিস, রাবীআর দুই পুত্র উত্বা ও শায়বা এবং ওয়ালীদ ইবনে উত্বা সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে।

٣٦٨١. حَدَّثَنِى أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ سَأَلَ رَجُلٌ نِ الْبَرَاءَ وَأَنَا أَسْمَعُ قَالَ أَشَهِدَ عَلِىٌّ بَدْرًا؟ قَالَ بَارَزَ وَظَاهَرَ حَقًّا ۔

৩৬৮১/২২. আহ্মদ ইবনে সা'ঈদ আবু 'আবদুল্লাহ র. .... আবু ইসহাক র. থেকে বর্ণিত যে, আমি শুনলাম, এক ব্যক্তি হযরত বারা' রা.-কে জিজ্ঞেস করল, হযরত 'আলী রা. কি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন?

তিনি বললেন, আলী তো নিঃসন্দেহে মুকাবিলায় অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন (একাকী যুদ্ধ করার জন্য বের হয়েছিলেন) এবং বিজয়ী হয়েছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আলী রা. যেহেতু কম বয়স্ক অর্থাৎ, যুবক ছিলেন, সেহেতু কারো কারো সন্দেহ ছিল তিনি বদর যুদ্ধে এসেছিলেন কিনা?

اَشَـهِـدَ ঃ হামযায়ে ইসতিফহামিয়া ইসতিখবারের জন্য। شَهِـدَ শব্দটি فِعْل مَاضِى । এর অর্থ উপস্থিত হয়েছেন। عَلِىٌّ শব্দটি فَاعِل । ইবারত সংক্ষিপ্ত। উহ্য ইবারাত হবে এরূপ– قَالَ يَعْنِى بَرَاءُ نَعَمْ شَـهِـدَ بَدْرًا وبَارَزَ وظَاهَـرَ ـ

٣٦٨٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِى يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونَ عَنْ صَالِحِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوفٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ كَاتَبْتُ اُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ فَذَكَرَ قَتْلَهُ وَقَتْلَ ابْنِهٖ فَقَالَ بِلَالٌ : لَانَجَوْتُ اِنْ نَجَا اُمَيَّةَ ـ

৩৬৮২/২৩. 'আবদুল 'আযীয ইবনে 'আবদুল্লাহ র. .... হযরত 'আবদুর রাহমান ইবনে 'আউফ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমাইয়া ইবনে খালফের সাথে একটি চুক্তি (হিজরতের পরে) করেছিলাম (অর্থাৎ, এই মর্মে চুক্তি হয়েছিল যে, মক্কায় আমার যে সম্পত্তি রয়েছে তার রক্ষণাক্ষেণ তুমি করবে। তাহলে মদীনাস্থ তোমার সম্পত্তির হেফাজত আমি করব)। যখন বদর দিবস উপস্থিত হল, এরপর তিনি উমাইয়া ইবনে খাল্ফ ও তার ছেলে নিহত হওয়ার কথা উল্লেখ করলেন। সেদিন বিলাল রা. যখন উমাইয়াকে দেখলেন, বললেন, যদি উমাইয়া ইবনে খাল্ফ প্রাণে বেঁচে যায় (মুক্তি পেয়ে যায়) তাহলে আমি নাজাত পাব না। (তাহলে আমি বড় বিফল হব 'কারণ' এমন সুবর্ণ সুযোগ আর পাব না।)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত বিলাল রা. এটাকে পরিষ্কার করে দিয়েছেন, যেহেতু হযরত বিলাল রা. মক্কায় উমাইয়া ইবনে খলফের গোলাম ছিলেন। এ খবিস শুধু এ কারণে হযরত বিলাল রা.-কে সীমাহীন শাস্তি দিত যে, তিনি মুসলমান ছিলেন। তারপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. উমাইয়া থেকে হযরত বিলাল রা.-কে ক্রয় করে নিয়েছিলেন। এ হাদীসটি ৩০৮ নং পৃষ্ঠায় এসেছে।

٣٦٨٣. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبِيْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَرَأَ وَالنَّجْمِ فَسَجَدَ بِهَا وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ غَيْرَ اَنَّ شَيْخًا اَخَذَ كَفًّا مِنْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ اِلٰى جَبْهَتِهٖ، فَقَالَ يَكْفِيْنِى هٰذَا، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا ـ

৩৬৮৩/২৪. আবদান ইবনে 'উসমান র. .... হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত যে, তিনি (একবার মক্কায়) সূরা নাজ্‌ম তিলাওয়াত করলেন এবং সাথে সাথে সিজ্‌দা করলেন। এক বৃদ্ধ ব্যতীত নবীজীর নিকট যারা উপস্থিত ছিলেন তারা সকলেই সিজ্‌দা করেছেন অর্থাৎ, সেখানে উপস্থিত সকল মুসলমান ও কাফির সিজদা করল। সে বৃদ্ধ এক মুষ্টি মাটি উঠিয়ে কপালে লাগিয়ে বলল, আমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। (গর্ব ও অহমিকায় সে একথা বলল) 'আবদুল্লাহ রা. বলেন, কিছু দিন পর আমি তাকে কাফির অবস্থায় নিহত দেখেছি।

একটি সন্দেহ ও এর অপনোদন

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সিজদা করলেন তখন মজলিসে উপস্থিত মুসলমান ও মুশরিক সবাই সিজদায় পতিত হয়েছে। সন্দেহ হল যে মুশরিকরা সিজদা করল কেন? শাহ ওলিউল্লাহ রা. লিখেন, তখন সবাইকে আল্লাহ তা'আলার পর্দা ঘিরে ফেলেছিল যেন একটি অদৃশ্য ও বাধ্যতামূলক তাছাররুফের ফলে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সবাইকে সিজদায় পতিত হতে হয়েছে। (ফাওয়াইদে উসমানী-সুরা নাজম)

ব্যাখ্যা ঃ সে খবিস উমাইয়া ইবনে খালফ বৃদ্ধ। সে বদর যুদ্ধে নিহত হয়। এ হাদীসটি সুজুদুল কুরআনে ১৪৬ নং পৃষ্ঠায় এসেছে।

٣٦٨٤. أَخْبَرَنِىْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ كَانَ فِى الزُّبَيْرِ ثَلَاثُ ضَرَبَاتٍ بِالسَّيْفِ إِحْدَا هُنَّ فِى عَاتِقِهِ، قَالَ إِنْ كُنْتُ لَأُدْخِلُ أَصَابِعِى فِيهَا قَالَ ضُرِبَ ثِنْتَيْنِ يَوْمَ بَدْرٍ وَوَاحِدَةً يَوْمَ الْيَرْمُوكِ، قَالَ عُرْوَةُ وَقَالَ لِى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ حِيْنَ قُتِلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَاعُرْوَةُ ؟ هَلْ تَعْرِفُ سَيْفَ الزُّبَيْرِ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَمَا فِيهِ؟ قُلْتُ فِيهِ فَلَّةٌ فُلَّهَا يَوْمَ بَدْرٍ، قَالَ صَدَقْتَ (بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ) ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى عُرْوَةَ قَالَ هِشَامٌ فَأَقَمْنَاهُ بَيْنَنَا ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَأَخَذَهُ بَعْضُنَا وَلَوَدِدْتُ أَنِّى كُنْتُ أَخَذْتُهُ -

৩৬৮৩/২৫. ইব্রাহীম ইবনে মূসা .... হযরত হিশামের পিতা ('উরওয়া) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (তার পিতা) যুবাইরের শরীরে তরবারীর তিনটি মারাত্মক আঘাতের নিদর্শন বিদ্যমান ছিল। এর একটি ছিল তার কাঁধে। এত গভীর আঘাত ছিল যে, 'উরওয়া বলেন, আমি আমার আঙ্গুলগুলো ঐ ক্ষতস্থানে ঢুকিয়ে দিতাম। বর্ণনাকারী 'উরওয়া বলেন, ঐ আঘাত তিনটির দু'টি ছিল বদর যুদ্ধের এবং একটি ছিল ইয়ারমুক যুদ্ধের। 'উরওয়া বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর যখন (হাজ্জাজের হাতে) শহীদ হলেন তখন আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান আমাকে বললেন, হে 'উরওয়া! যুবাইরের তরবারিটি তুমি কি চিন? আমি বললাম হাঁ চিনি। 'আবদুল মালিক বললেন, এর কি কোন চিহ্ন তোমার জানা আছে? তাহলে বল। আমি বললাম, এর ধার পাশে এক জায়গায় ভাঙ্গা আছে যা বদর যুদ্ধের দিন ভেঙ্গে (অর্থাৎ, কাফিরদেরকে মারতে মারতে ধার গিয়েছিল) ছিল ভেঙ্গে তখন তিনি বললেন, হাঁ তুমি সত্যি বলেছ, (তারপর তিনি একটি কবিতাংশ আবৃত্তি করলেন) بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ সে তরবারির ভাঙ্গন ছিল (ধার অংশ ভেঙ্গে গিয়েছিল) শত্রু সেনাদের আঘাত করার কারণে। এরপর আবদুল মালিক তরবারিখানা 'উরওয়ার নিকট ফিরিয়ে দিলেন, হিশাম বলেন, আমরা নিজেরা এর মূল্য নির্ধারণ করেছিলাম তিন হাজার দিরহাম। এরপর আমাদের এক প্রিয় ব্যক্তি তা (উত্তরাধিকার সূত্রে) নিয়ে নিল। আমার মনে বাসনা জাগল যে, যদি আমি তরবারীটি নিয়ে নিতাম!

ব্যাখ্যা ঃ ১ম টীকা ঃ শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট। কারণ, এ হাদীস স্পষ্টভাবে বলছে যে যুবাইর ইবনে আওয়াম রা. বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। তিনি বদরীদের অন্তর্ভুক্ত।

ইয়ারমুক হল– শাম দেশে দামেশক এবং আযরা'আত এর মাঝে একটি স্থানের নাম। এখানে হযরত উমর ফারুক রা. এর শাসনামলে ১৫ হিজরীতে মতান্তরে ১৩ হিজরীতে রোমীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের মহাযুদ্ধ হয়। মুসলমানদের আমীর ছিলেন হযরত আবূ উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা.। রোমী সৈন্যদের অধিনায়ক ছিল বাহান

অথবা মাহান। (উমদাতুল কারীতে মীমসহকারে আছে।) এই রেওয়ায়াতে আছে– إِنْ كُنْتَ لَأُدْخِلُ الخ ঃ এখানে إِنْ مُخَفَّفَه مِن مُثَقَّلَه। (উমদা)।

এই যুদ্ধে মুসলমানদের বিরাট বিজয় ও সফলতা আসে। রোমীদের ৭০ হাজার সৈন্য আর উমদাতুল কারীতে আছে এক লক্ষ পাঁচ হাজার সৈন্য নিহত হয়। ৪০ হাজার গ্রেফতার হয়। অথচ মুসলমানদের শুধু ৪ হাজার শহীদ হয়। এ যুদ্ধে বদরী সাহাবীদের মধ্য থেকে একশত মণীষী অংশগ্রহণ করেছিলেন।

بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ ঃ এটি নাবিগ যিবইয়ানীর একটি কাব্যের দ্বিতীয় পংক্তি। পরিপূর্ণ কাব্যটি নিম্নরূপ–

وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ * بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ

"এসব মুজাহিদের তলোয়ারে আর কোন দোষ নেই। শুধু এই যে তাদের সৈন্যদের যুদ্ধের কারণে ধার ভেঙ্গে গেছে। অর্থাৎ আঘাত করতে করতে তলোয়ারের ধার ঝড়ে গেছে। যেটি সরাসরি ফযীলতের ব্যাপার, দোষণীয় নয়।"

فُلُولٌ ঃ কাফের নিচে যের সহকারে। শব্দটি فَلٌّ-এর বহুবচন। মানে তলোয়ারের ধার ভেঙ্গে যাওয়া। فَلَّةٌ শব্দের অর্থও এটাই। (ازنصر)

قِرَاع ঃ শব্দটি ক্রিয়ামুল। قَارَعَ مُقَارَعَةً وقِرَاعًا مُضَارَبَةً بِالسَّيْفِ একজন কর্তৃক অপর জনের উপর তলোয়ার নিক্ষেপ করা। তাছাড়া এক অর্থ আসে লটারী দেয়া, কিন্তু এখানে প্রথম অর্থই উদ্দেশ্য।

كَتَائِب ঃ এর একবচন كَتِيبَةٌ অর্থাৎ, সৈন্য।

ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى عُرْوَةَ ঃ অর্থাৎ, আবদুল মালিক সে তলোয়ার উরওয়াকে ফেরত দেন। এই উরওয়া হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এর ভাই। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ জালিম যখন মক্কায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কে অবরোধ করেন ও শহীদ করে দেন তখন সমস্ত সামান পত্র আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের নিকট দামেশকে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এই সামান পত্রে হযরত যুবাইর রা. এর তলোয়ারও ছিল। হযরত উরওয়া শামে যেয়ে আবদুল মালিকের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এই হাজ্জাজ ইবনে ইউসূফ ছিলেন আবদুল মালিকের পক্ষ থেকে মক্কার শাসক।

٣٦٨٤. حَدَّثَنَا فَرْوَةُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ سَيْفُ الزُّبَيْرِ مُحَلًّى بِفِضَّةٍ قَالَ هِشَامٌ وَكَانَ سَيْفُ عُرْوَةَ مُحَلًّى بِفِضَّةٍ.

৩৬৮৪/২৬. ফারওয়া র. ..... হযরত হিশামের পিতা (উরওয়া) রা. থেকে বর্ণিত যে, হযরত যুবাইর রা. এর তরবারী রূপার কারুকার্য খচিত ছিল। হিশাম (উরওয়ার ছেলে) বলেছেন, উরওয়ার তলোয়ারও রুপার কারুকার্য খচিত ছিল।

ব্যাখা ঃ এ হাদীসটি পূর্বের সাথে সম্পৃক্ত। অতএব পূর্বের মিলই যথেষ্ট।

٣٦٨٥. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالُوا لِلزُّبَيْرِ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ أَلَا تَشُدُّ فَنَشُدَّ مَعَكَ؟ فَقَالَ إِنِّي إِنْ شَدَدْتُ كَذَبْتُمْ، فَقَالُوا لَا نَفْعَلُ. فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ حَتَّى شَقَّ صُفُوفَهُمْ فَجَاوَزَهُمْ وَمَا مَعَهُ أَحَدٌ، ثُمَّ رَجَعَ

مُقْبِلًا فَأَخَذُوا بِلِجَامِهِ فَضَرَبُوهُ ضَرْبَتَيْنِ عَلَى عَاتِقِهِ بَيْنَهُمَا ضَرْبَةٌ ضُرِبَهَا يَوْمَ بَدْرٍ، قَالَ عُرْوَةُ كُنْتُ أُدْخِلُ أَصَابِعِي فِي تِلْكَ الضَّرَبَاتِ أَلْعَبُ وَأَنَا صَغِيرٌ * قَالَ عُرْوَةُ وَكَانَ مَعَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَوْمَئِذٍ، وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ فَحَمَلَهُ عَلَى فَرَسٍ وَكَّلَ بِهِ رَجُلًا ـ

৩৬৮৫/২৭. আহ্‌মদ ইবনে মুহাম্মদ র. ...... উরওয়া র. থেকে বর্ণিত যে, ইয়ারমুকের (যুদ্ধের) দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ যুবাইর রা. কে বলেন যে, (মুশরিকদের প্রতি) আপনি কি আক্রমণ করবেন না? তাহলে আমরাও আপনার সঙ্গে আক্রমণ করব। তখন তিনি বলেন, আমি যদি (তাদের প্রতি) আক্রমণ করি তখন তোমরা পিছে সরে পড়বে (অর্থাৎ, মিথ্যুক প্রতিপন্ন হবে)। তখন তারা বললেন, আমরা তা করব না বরং আপনার সাথে থাকব। এরপর তিনি (যুবাইর রা.) তাদের (রোম সেনাবাহিনীর) উপর আক্রমণ করলেন। এমনকি শত্রুদের কাতার ভেদ করে সামনে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু (এ সময়) তার সঙ্গে আর (মুসলমান) কেউই ছিল না। মুখোমুখি হয়ে ফিরে আসার জন্য (মুসলিম বাহিনীর দিকে) উদ্যত হলে শত্রুগণ তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরে ফেলে এবং তার কাঁধের উপর (তরবারী দ্বারা) দু'টি আঘাত (দুটি চিহ্ন) করে, যে আঘাত দু'টির মাঝেই বিদ্যমান রয়েছে বদর যুদ্ধের আঘাতের চিহ্নটি। 'উরওয়া র. বলেন, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন ঐ ক্ষত চিহ্নগুলোতে আমার সবগুলো আঙ্গুল ঢুকিয়ে আমি খেলা করতাম। 'উরওয়া রা. আরো বলেন, ঐদিন তাঁর (যুবাইরের) সঙ্গে (তার পুত্র) আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. ও শরীক ছিলেন। তখন তার বয়স ছিল দশ বছর। যুবাইর রা. তাকে ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে নিলেন এবং এক ব্যক্তিকে তার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দিলেন। যাতে করে উত্তেজনা বশতঃ লড়াই শুরু না করে। (কারণ, তাঁর মধ্যে বাহাদুরী এবং ঘোড়সওয়ারীর যোগ্যতা ছিল)।

এ হাদীসটি ৫৩৭ নং পৃষ্ঠায় এসেছে।

ব্যাখ্যা ঃ ১ টীকা ঃ শিরোনামের সঙ্গে মিল খুজে পাওয়া যায়– يَوْمَ بَدْرٍ শব্দে। কারণ, এটি প্রমাণ করছে যে, তিনি বদর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন।

এই রেওয়াতের সাথে বাহ্যত পূর্বের রেওয়াতের বিরোধ বুঝা যায়। কারণ, এই রেওয়ায়াতে আছে, ইয়ারমুকের যুদ্ধে হযরত যুবাইর রা. এর গায়ে দুইটি আঘাত লেগে ছিল সে দুটি ইয়ারমুকী যখমের মাঝে আরেকটি যখম ছিল বদরী। পূর্ববর্তী রেওয়ায়াতে এর বিপরীত বুঝা গেছে। সেখানে আছে ضُرِبَ ثِنْتَيْنِ يَوْمَ بَدْرٍ অর্থাৎ, দুটি আঘাত ছিল বদরী আর একটি ইয়ারমুকী। তাহকীকি সামঞ্জস্য বিধান হল, মোট আঘাত ছিল চারটি। যার ধরণ ছিল এরূপ– ইয়ারমুকী ১, বদরী১, ইয়ারমুকী ১, বদরী ১, অথবা ১ বদরী, ১ ইয়ারমুকী, ১ বদরী, ১ ইয়ারমুকী। মোটকথা, কাধেঁর উপর মোট চারটি যখম। বর্ণনাকারীগণ সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে গিয়ে একটি যখম ছেড়ে দিয়েছেন এবং প্রত্যেকেই এক দিক থেকে তিনটি গণ্য করেছেন। এর কারণ এটাই বুঝা যায় যে, হযরত যুবাইর রা. -এর বদর যুদ্ধে বীরত্বের বিবরণ যখন উদ্দেশ্যে ছিল তখন ইয়ারমুক যুদ্ধের দুটি জখমের কথা উল্লেখ করে ইয়ারমুকের শুধু একটি যখমের কথা উল্লেখ করেছেন, যেটি ছিল মধ্যখানে। আর যখন ইয়ারমুকের যুদ্ধের বীরত্বের বিবরণ দেয়া উদ্দেশ্য হল– তখন ইয়ারমুকের দুটি যখমের কথা উল্লেখ করেছেন। আর বদর যুদ্ধের শুধু একটি যখমের কথা বলেছেন, যেটি ছিল মধ্যখানে।

দ্বিতীয় উত্তর উমদাতুল ক্বারীতে এই বর্ণিত আছে যে, পিছনের রেওয়ায়াত তথা আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক র. এর রেওয়ায়াত প্রধান, আর মামারের রেওয়ায়াতে কালাম রয়েছে।

কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে, ইয়ারমুকের যুদ্ধে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর স্বীয় পিতা হযরত যুবাইর রা. এর সাথে ছিলেন। যখন কোন কাফিরকে আহত দেখতেন তখন তাকে মেরে ফেলতেন। এতে বুঝা যায় আব্দুল্লাহ

ইবনে যুবাইর রা. শুরু থেকেই নেহায়েত বীর বাহাদুর ছিলেন। এ কারণেই হযরত যুবাইর রা. তার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করে দিয়েছিলেন। তাছাড়া সহীহ হল, ইয়ারমুকের যুদ্ধে হযরত আব্দুল্লাহ রা. এর বয়স ছিল ১২ বছর। দশ বছরের অর্থ হল ভাংতিটুকু বাদ দিয়ে শুধু দশক উল্লেখ করা হয়েছে। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

٣٦٨٦. حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ سَمِعَ رَوْحَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ ذَكَرَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِى طَلْحَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ أَمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ، فَقُذِفُوا فِى طَوِيٍّ مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ خَبِيثٍ مُخْبِثٍ، وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلٰى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَلَمَّا كَانَ بِبَدْرٍ الْيَوْمَ الثَّالِثَ أَمَرَ رَاحِلَتِهِ فَشُدَّ عَلَيْهَا رَحْلُهَا ثُمَّ مَشٰى وَاتَّبَعَهُ أَصْحَابُهُ، وَقَالُوا مَا نُرٰى يَنْطَلِقُ إِلَّا لِبَعْضِ حَاجَتِهِ حَتّٰى قَامَ عَلٰى شَفَةِ الرَّكِيِّ، فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ، وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ، يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ! وَيَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ! أَيَسُرُّكُمْ أَنَّكُمْ أَطَعْتُمُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ؟ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا. فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَاوَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ يَارَسُولَ اللّٰهِ! مَا تُكَلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لَا أَرْوَاحَ لَهَا؟ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ * قَالَ قَتَادَةُ : أَحْيَاهُمُ اللّٰهُ حَتّٰى أَسْمَعَهُمْ قَوْلَهُ، تَوْبِيخًا وَتَصْغِيرًا وَنِقْمَةً وَحَسْرَةً وَنَدَمًا.

৩৬৮৬/২৮. 'আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ র. .... হযরত আবু তালহা রা. থেকে বর্ণিত যে, বদর যুদ্ধের দিন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশে চব্বিশজন কুরাইশ সর্দারের লাশ (যাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল) বদর প্রান্তরের একটি কদর্য আবর্জনাপূর্ণ কূপে নিক্ষেপ করা হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করলে সে স্থানের উপকণ্ঠে তিন দিন অবস্থান করতেন। সে মতে বদর প্রান্তরে অবস্থানের পর তৃতীয় দিন তিনি তাঁর সাওয়ারী প্রস্তুত করার আদেশ দিলেন, সাওয়ারীর জিন কষে বাঁধা হল। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পদব্রজে (কিছু দূর) এগিয়ে গেলেন। সাহাবীগণও তাঁর পেছনে পেছনে চলছেন। সাহাবীগণ বলেন, আমরা মনে করছিলাম, (বুঝেছিলাম) কোন প্রয়োজনে (হয়ত) তিনি কোথাও যাচ্ছেন। অবশেষে তিনি ঐ কূপের কিনারে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং কূঁপে নিক্ষিপ্ত ঐ নিহত কুরাইশ নেতৃবৃন্দের নাম (যারা কূপে নিক্ষিপ্ত ছিল) ও তাদের পিতার নাম ধরে এভাবে ডাকতে শুরু করলেন, হে অমুকের পুত্র অমুক! হে অমুকের পুত্র অমুক! তোমরা কি এখন অনুভব করতে পারছ যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য তোমাদের জন্য পরম খুশির বস্তু ছিল? (উদ্দেশ্য হল তোমরা) এর আশা রাখ কি? নিঃসন্দেহে আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমরা তো তা সত্য সত্য পেয়েছি, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে যা বলেছিলেন তোমরাও কি তা সত্য পেয়েছ কি? বর্ণনাকারী হযরত আবু তালহা রা. বলেন, (এ কথা শুনে) 'উমর রা. বললেন, হে রাসূলুল্লাহ! আপনি আত্মাহীন দেহগুলোকে সম্বোধন করে কি কথা বলছেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঐ মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, আমি যা বলছি তা তাদের তুলনায় তোমরা অধিক শ্রবণ করছ না (এরাও ঠিক তেমনভাবেই শুনতে পায় যেমনভাবে তোমরা শুনতে পাচ্ছ।) কাতাদা রা. বলেন, আল্লাহ্ (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা শুনাতে) তাদের ধমকি, লাঞ্ছনা, দুঃখ-কষ্ট, আফসোস এবং লজ্জা দেওয়ার জন্য (সাময়িকভাবে) দেহে প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ صَنَادِيد শব্দটি صِنْدِيد بروزن عِفْرِيت-এর বহুববচন। এর অর্থ বীর, নেতা। সংখ্যা সম্পর্কে একটি রেওয়ায়াতে হল- بِضْعَةٍ وعِشْرِينَ। উভয়ের মধ্যে বিরোধ এই জন্যে নেই যে, এর অর্থ বিশের কিছু অধিক। অতএব, চব্বিশও এর অন্তর্ভুক্ত। বদর যুদ্ধে ৭০ জন কাফিরকে হত্যা করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২৪জন ছিল সরদার যাদেরকে কূপে নিক্ষেপ করা হয়।

فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ ঃ তিনি পিতার নামসহকারে তাদের নাম উল্লেখ করে বলেছেন, হে উত্বা ইবনে রাবী'আ! হে শায়বা ইবনে রাবী'আ! হে উমাইয়া ইবনে খালফ! হে, আবু জাহল ইবনে হিশাম! এসব লোকদের মধ্যে থেকে উমাইয়া ইবনে খালফ যেহেতু খুব মোটা, ভারী, মাংসল ও চর্বি বিশিষ্ট ছিল, সেহেতু কূপে তাকে টেনে নিক্ষেপ করা যায়নি। কিন্তু যেহেতু কূয়ার নিকট এবং পাশেই তার উপর পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছিল, সেহেতু কূপ ওয়ালাদের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সম্বোধন করেছেন। অতএব কোন বিরোধ রইলনা।

মৃতদের শ্রবণ সংক্রান্ত মাসআলা

মৃতরা জীবিতদের কথাবার্তা শুনতে পারে কি না? এটি একটি মাসআলা। এ ব্যাপারে স্বয়ং সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে পরস্পরের মতবিরোধ ছিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. মৃতদের শ্রবণের প্রবক্তা ছিলেন। হযরত উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দীকা রা. এর বিপক্ষে ছিলেন। এজন্য অন্যান্য সাহাবী ও তাবিঈনের মধ্যেও দুটি দল হয়ে যায়। কেউ পক্ষে কেউ বিপক্ষে। তাছাড়া আইম্মায়ে মুজতাহিদীন থেকেও মতানৈক্য বর্ণিত আছে। ইমাম শাফিঈ ও মালিক র. থেকে বর্ণনা করা হয় যে, মৃতরা শোনে। আল্লামা ইবনে আবদুল বার র. বলেন, অধিকাংশ উলামায়ে ইসলামের মাযহাব এটাই।

প্রমাণাদি

১। হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন মৃতকে কবরে রেখে লোকজন ফিরে আসে তখন اَنَّهُ يَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ তথা মৃত ব্যক্তি তাদের জুতার আওয়াত শুনতে পায়। (বুখারী মুসলিম)

২। বুখারী শরীফের আলোচ্য হাদীস। যখন কুফফারে কুরাইশ বদর যুদ্ধে নিহত হয় এবং তাদের লাশ বদরের ময়লা কূপে নিক্ষেপ করা হয়, তখন তৃতীয় দিবসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সম্বোধণ করে বললেন- فَإِنَّا وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا الخ তথা আমরা স্বীয় প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য পেয়েছি। তোমরাও স্বীয় প্রভূর প্রতিশ্রুতি সত্য পেয়েছ? এর উপর হযরত উমর রা. কর্তৃক প্রশ্নের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন- مَا اَنْتُمْ بِاَسْمَعَ لِمَا اَقُولُ مِنْهُمْ তথা আমি এ লাশগুলোকে যা বলছি তোমরা এদের চেয়ে অধিক শুননা। অর্থাৎ, এরা এরূপভাবে আমার কথা শুনছে, যেমন তোমরা শুনছ।

৩। এসব হাদীস ছাড়াও কবর জিয়ারত সংক্রান্ত হাদীসগুলো তাদের প্রমাণ।

ইমাম আজম আবূ হানীফা র. এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. এর দিকে সম্বন্ধ যুক্ত করা হয় যে, মৃতরা শোনেনা। প্রমাণে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো পেশ করা হয়-

১। সূরা নহলে আছে- اِنَّكَ لَاتُسْمِعُ الْمَوْتٰى

২। فَاِنَّكَ لَاتُسْمِعُ الْمَوْتٰى

৩। সূরা ফাতিরে আছে- وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِى الْقُبُوْرِ তথা কবরস্থ লোকদেরকে আপনি কিছু শুনাতে পারবেন না।

সামঞ্জস্য বিধান ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ইমাম আজম র. থেকে মৃতদের শ্রবণ অস্বীকার প্রমাণিত নয়। শুধু একটি মাসআলা থেকে কিয়াস করা হয়েছে। সে মাসআলাটি ফাতহুল কাদীরে উল্লেখিত আছে। এক ব্যক্তি কসম খেল, আমি অমুকের সাথে কথা বলব না। এবার সে ব্যক্তির ইন্তিকালের পর কবরের পাশে যেয়ে যদি কথা বলে তবে কসম ভঙ্গকারী হবে কি না? ইমাম আজম র. এর মতে সে কসম ভঙ্গকারী হবে না।

এ থেকে উৎসারণ করা হয় যে, ইমাম সাহেব মৃতদের শ্রবণ অস্বীকারকারী। অথচ শপথের বিষয়টি ওরফের উপর প্রযোজ্য হয়।

উপরোক্ত তিনটি আয়াতে যদি চিন্তা ফিকির করা হয়, তবে দেখা যাবে এগুলোতে শ্রবণ অস্বীকার করা হয়নি। বরং মৃতদের শুনান অস্বীকার করা হয়েছে। যার পরিষ্কার অর্থ হল, আমরা নিজের ইচ্ছায় মৃতুদের শুনাতে পারি না। কিন্তু মৃতরা শুনতে পারে না –এ কথা আয়াত থেকে বিলকুল প্রমাণিত হয় না। মোটকথা, বান্দার শক্তি নেই– যখন ইচ্ছা এবং যা ইচ্ছা মৃতদের শুনাতে পারে। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যা ইচ্ছা আমাদেরকে শুনাতে পারেন।

অতএব যেখানে হাদীসের নস বিদ্যমান রয়েছে মৃতদের আল্লাহ তা'আলা জীবন দান করে শুনিয়ে দেন। যেমন– হযরত কাতাদাহ র. এর উক্তি এর প্রমাণ। তাছাড়া জুতার আওয়াজ ইত্যাদির হাদীস এরূপভাবে কবরস্থানে গিয়ে সালাম সংক্রান্ত হাদীসগুলো রয়েছে। (এগুলোতে শ্রবণ স্বীকার করা যায় না।) কিন্তু যেসব জিনিস সম্পর্কে হাদীসের সুস্পষ্ট নস বিদ্যমান নেই, সেগুলোকে কিয়াস করে শ্রবণের অধীনে আনা গলদ ধৃষ্টতা হতে পারে। এক সময়ে আমাদের কথা তারা শুনেন, অন্য সময় তারা শুনতে পারেন না। এটা সম্ভব যে, কারো কারো কথা শুনেন আর কারো কারো কথা শুনেন না। অথবা কোন কোন মৃত শুনেন আর কোন কোন মৃত শুনেন না। শুধু আল্লাহর ইচ্ছার উপর মওকুফ। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ وَعِلْمُهُ أَتَمُّ .

٣٦٩٧. حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : اَلَّذِيْنَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا . قَالَ هُمْ وَاللّٰهِ كُفَّارُ قُرَيْشٍ . قَالَ عَمْرٌو وَهُمْ قُرَيْشٌ وَمُحَمَّدٌ ﷺ نِعْمَةُ اللّٰهِ وَاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، قَالَ النَّارَ يَوْمَ بَدْرٍ .

৩৬৮৭/২৯. হুমাইদী র. ..... হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি اَلَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا (যারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের বদলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে) ১৪ ইবরাহীম ২৮ আয়াতাংশের তাফসীর সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যারা আল্লাহর অনুগ্রহের বদলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, আল্লাহ্‌র কসম, এরা হল কাফির কুরাইশ সম্প্রদায়। 'আমর ইবনে দীনার র. বলেন, (অর্থাৎ, আমর ইবনে দীনার) এরা হচ্ছেন কুরাইশ সম্প্রদায় এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছে আল্লাহ্‌র নেয়ামত এবং وَاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (নিজেদের সম্প্রদায়কে তারা নামিয়ে আনে ধ্বংসের আলয়ে) ১৪ ইবরাহীম ২৮ আয়াতাংশের মাঝে বর্ণিত الْبَوَارِ এর অর্থ হচ্ছে النَّار তথা জাহান্নাম। (অর্থাৎ, বদর যুদ্ধের দিন তারা তাদের কাওমকে জাহান্নামের আগুনে পৌঁছিয়ে দিয়েছে।)

ব্যাখ্যা ঃ (ب.١٣) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا وَاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ . আয়াতের তাফসীরে আমর ইবনে দীনার রা. থেকে বর্ণিত আছে– اَلَّذِيْنَ بَدَّلُوْا হল– কুফফারে কুরাইশ, আর আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আর دَارُ الْبَوَارِ হল– ধ্বংস স্থল তথা

জাহান্নামের আগুন। উদ্দেশ্য হল বদর যুদ্ধের সময় কুরাইশ স্বীয় কওমকে জাহান্নামের আগুনে ঢুকিয়ে দিয়েছে। হাদীসটি তাফসীরে ৬৮২ পৃষ্ঠায় পুনরায় আসবে।

٣٦٨٨. حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حدثنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ فَقَالَتْ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِخَطِيئَتِهِ وَذَنْبِهِ وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ الآنَ. قَالَتْ وَذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَإِنْ قَامَ عَلَى الْقَلِيبِ وَفِيهِ قَتْلَى بَدْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ، وَإِنَّمَا قَالَ إِنَّهُمُ الآنَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ ثُمَّ قَرَأَتْ إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، يَقُولُ حِينَ تَبَوَّؤُا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ.

নাসরুল বারী (বাংলা – ৮ম খণ্ড)

৩৬৮৮/৩০. উবাইদ ইবনে ইসমাঈল র. ....হিশামের পিতা (উরওয়া) র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবার পরিজনদের কান্নাকাটি করার কারণে কবরে শাস্তি দেয়া হয়। হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথাটি" আয়েশা রা.-এর নিকট উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বলেছেন, মৃত ব্যক্তির বদ আমল অপরাধ ও গোনাহর কারণে তাকে (কবরে) শাস্তি দেয়া হয়। অথচ তখনও তার পরিবারের লোকেরা তার জন্য ক্রন্দন করছে (তার বিচ্ছেদ ও মৃত্যুর কারণে)। তিনি বলেন, ফলে ইবনে উমর রা. কর্তৃক এমনটি বলা (যে, মৃতকে তার পরিবার-পরিজনদের ক্রন্দনের ফলে আযাব দেয়া হয়) এ কথাটি ঐ কথাটিরই অনুরূপ যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ কূপের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, যে কূপে বদর যুদ্ধে নিহত মুশরিকদের নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তিনি তাদেরকে যা বলার বললেন (এবং জানালেন) যে, আমি যা বলছি তারা তা সবই শুনতে পাচ্ছে। এর দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উদ্দেশ্য ছিল শুধু এতটুকু যে, এখন তারা খুব বুঝতে পারছে যে, আমি তাদেরকে যা বলেছিলাম (পৃথিবীতে) তা ছিল যথার্থ। এরপর 'আয়েশা রা. (নিজের মতের উপর দলীল পেশ করতঃ) إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (তুমি তো মৃতকে শুনাতে পারবে না) (৩০ নামল ঃ ৫২) এবং তুমি শুনাতে সমর্থ হবে না তাদেরকে যারা কবরে রয়েছে) (৩৫ ফাতির ঃ ২২) আয়াতাংশ দু'টো তিলাওয়াত করলেন। উরওয়া র. বলেন, (এর অর্থ হল) জাহান্নামে যখন তাঁরা তাদের আসন গ্রহণ করে নেবে। কোন কোন কপিতে تَقُول আছে। তখন فَاعِل বা কারক হবে যহরত আয়েশা রা. অর্থাৎ, হযরত আয়েশা রা. বলছেন। আমাদের কপিতে يَقُول পুংলিঙ্গ আছে। যার অর্থ হযরত উরওয়া বলছেন। হযরত আয়েশা রা. এর উদ্দেশ্যও এটাই।

হযরত উরওয়া র. এর এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে হযরত ইবনে উমর ও আয়েশা রা. এর তাফসীরের বিরোধ ও খতম হয়ে যায়। কিন্তু কোন কোন স্পষ্ট রেওয়ায়াত দ্বারা মতানৈক্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন– এর পূর্বেকার হাদীসটির ব্যাখ্যায় বিস্তারিতভাবে আমরা লিখেছি। এ হাদীসটি জানাইযে ১৭১ পৃষ্ঠায় এসেছে।

ব্যাখ্যা ঃ কান্না দ্বারা উদ্দেশ্যে হায়মাতম করা ও বিলাপ করা, শোক গাথা বর্ণনা করা। তথা মৃতের সৌকর্যগুলো উল্লেখ করা ও কান্নাকাটি করা। অতঃপর পরিবারের কান্নার ফলে মৃতের শাস্তি তখন হবে যখন বিলাপ করে কান্না কাটি করা স্বয়ং মৃতের অভ্যাস ও তরীকা হয়, অথবা তার ঘরে ও পরিবারে হায়মাতম ও

বিলাপ করার প্রথা ছিল অথচ মৃত তাদেরকে নিষেধ করত না বরং এর উপর সম্মত থাকত। এবার যদি তার মৃত্যুর পর হায়মাতম ও বিলাপ হয় তবে বিলাপের কারণে মৃতের উপর শাস্তি হবে। কারণ, সে এই মন্দ কাজটি থেকে নিষেধ করেনি। অথচ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– قُوا اَنفُسَكُم وَاَهلِيكُم نَارًا। এ আয়াতে গুনাহের কাজ থেকে বাঁচতে ও বাঁচাতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কারণ, মৃত ব্যক্তি জীবদ্দশায় নিজে বিলাপ করত, পরিবারের লোকজন তার উপস্থিতিতে তা করত, সে এই মন্দ কাজ থেকে তখন নিষেধ করত না। যেহেতু সে না নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়েছে, না পরিবার পরিজনকে সেহেতু সে অপরাধী। তাছাড়া ইরশাদে নববী রয়েছে– كُلُّكُم رَاعٍ وَكُلُّكُم مَسئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ তোমরা সবাই তত্ত্বাবধায়ক এবং প্রত্যেককেই তাদের অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। কিন্তু যদি বিলাপ করা মৃতের পদ্ধতি না হয়ে থাকে, আর না সে পরিবারকে বিলাপের অসিয়ত করেছে, আর না পরিবার ও খানদানের প্রচলিত কুপ্রথা হয়, তাহলে পরিবারের কান্না কাটি ও বিলাপের কারণে আযাব হবে না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন। لَاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزرَ اُخرٰى ـ

٣٦٨٩. حَدَّثَنِى عُثمَانُ حَدثنَا عَبدَةُ عَن هِشَامٍ عَن اَبِيهِ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ وَقَفَ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى قَلِيبِ بَدرٍ، فَقَالَ : هَل وَجَدتُم مَاوَعَدَ رَبُّكُم حَقًّا ؟ ثُمَّ قَالَ اِنَّهُمُ الاٰنَ يَسمَعُونَ مَا اَقُولُ لَهُم فَذُكِرَ لِعَائِشَةَ، فَقَالَت اِنَّمَا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّهُمُ الاٰنَ لَيَعلَمُونَ اَنَّ الَّذِى كُنتُ اَقُولُ لَهُم هُوَ الحَقُّ، ثم قَرَأَت : اِنَّكَ لَاتُسمِعُ المَوتٰى حَتّٰى قَرَأَتِ الاٰيَةَ ـ

৩৬৮৯/৩১. উসমান র. ..... হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরে অবস্থিত কূপের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, (হে, মুশরিকরা!) তোমাদের রব তোমাদের নিকট যা ওয়াদা করেছিলেন তা তোমরা ঠিক মত পেয়েছ কি? পরে তিনি বললেন, এ মুহূর্তে তাদেরকে (কুরাইশ সর্দারদেরকে) আমি যা বলছি তারা তা সবই শুনতে পাচ্ছে। এ বিষয়টি হযরত আয়েশা রা. এর সামনে উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন তার অর্থ হল, তারা এখন বুঝতে পারছে যে, আমি তাদেরকে যা বলতাম তাই হক ছিল। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন– اِنَّكَ لَاتُسمِعُ المَوتٰى الاٰيَة – তুমি তো মৃতকে শুনাতে পারবে না.....।) এভাবে আয়াতটি সম্পূর্ণ তিলাওয়াত করলেন।

٢١٧١. بَابُ فَضلِ مَن شَهِدَ بَدرًا

২১৭১. পরিচ্ছেদ ঃ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মর্যাদা অর্থাৎ, বদরী সাহাবীদের বিশেষ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব।

٣٦٩٠. حَدَّثَنِى عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حدثنَا مُعَاوِيَةُ بنُ عَمرٍو قَالَ اخبرنَا ابو اِسحَاقَ عَن حُمَيدٍ قَالَ سَمِعتُ اَنَسًا رَضِىَ اللهُ عَنهُ يَقُولُ اُصِيبَ حَارِثَةُ يَومَ بَدرٍ وَهُوَ غُلَامٌ، فَجَاءَت اُمُّهُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَت يَا رَسُولَ اللهِ! قَد عَرَفتَ مَنزِلَةَ حَارِثَةَ مِنِّى، فَاِن يَكُ فِى الجَنَّةِ اَصبِرُ وَاَحتَسِبُ، وَاِن تَكُ الاُخرٰى تَرٰى مَا اَصنَعُ، فَقَالَ وَيحَكِ اَوَ هَبِلتِ اَوَ جَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِىَ، اِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ وَاِنَّهُ فِى جَنَّةِ الفِردَوسِ ـ

৩৬৯০/৩২. আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ র. ...... হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হারিসা ইবনে সুরাকা আনসারী রা. বদর যুদ্ধে শহীদ হন। হারিসা রা. একজন নওজওয়ান লোক ছিলেন (পানি পানের জন্য হাউযের কিনারায় আসলে তীরের আঘাতে তিনি শহীদ হন)। বদর যুদ্ধে তিনি শাহাদাতবরণ করার পর তার আম্মা

হযরত আনাস রা. এর ফুফু রুবায়্যি বিনতে নযর রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হারিসা আমার কত আদরের সন্তান আপনি তো তা অবশ্যই জানেন। (বলুন,) সে যদি জান্নাতী হয় তাহলে আমি ধৈর্য ধারণ করব এবং আল্লাহ্‌র নিকট সাওয়াবের আশা পোষণ করব। আর যদি এর অন্যথা হয় তাহলে আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন, আমি (তার জন্য) কি করছি (অর্থাৎ, অত্যন্ত শোকার্ত এবং তার জন্য ক্রন্দন করছি)। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আফসোস! তোমার কি হল, তুমি কি কাঁদছ? জান্নাত কি একটি? (না.... না) জান্নাত অনেকগুলো। নিঃসন্দেহে সে (তোমার ছেলে হারিসা) তো জান্নাতুল ফিরদাউসে অবস্থান করছে। (অর্থাৎ, সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ জান্নাতে আছে।)

এ হাদীসটি জিহাদের ৩৯৪ পৃষ্ঠায় এসেছে।

এ হাদীস দ্বারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অসাধারণ ফযীলত সাব্যস্ত হয়।

٣٦٩١. حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ حُصَيْنَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِىِّ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَأَبَا مَرْثَدٍ وَالزُّبَيْرَ وَكُلُّنَا فَارِسٌ، قَالَ انْطَلِقُوا حَتّٰى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ، فَإِنَّ بِهَا امْرَأَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مَعَهَا كِتَابٌ مِنْ حَاطِبٍ إِلَى الْمُشْرِكِينَ، فَأَدْرَكْنَاهَا تَسِيرُ عَلٰى بَعِيرٍ لَهَا حَيْثُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْنَا الْكِتَابَ، فَقَالَتْ مَامَعَنَا كِتَابٌ، فَأَنَخْنَاهَا فَالْتَمَسْنَا، فَلَمْ نَرَ كِتَابًا ـ فَقُلْنَا مَا كَذَبَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ، لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُجَرِّدَنَّكِ فَلَمَّا رَأَتِ الْجِدَّ أَهْوَتْ إِلٰى حُجْزَتِهَا وَهِىَ مُحْتَجِزَةٌ بِكِسَاءٍ فَأَخْرَجَتْهُ فَانْطَلَقْنَا بِهَا إِلٰى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ، فَقَالَ عُمَرُ يَارَسُولَ اللّٰهِ! قَدْ خَانَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، فَدَعْنِى فَلأَضْرِبْ عُنُقَهُ ـ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَا حَمَلَكَ عَلٰى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ حَاطِبٌ وَاللّٰهِ مَابِى أَنْ لَا أَكُونَ مُؤْمِنًا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ﷺ ، أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ لِى عِنْدَ الْقَوْمِ يَدٌ يَدْفَعُ اللّٰهُ بِهَا عَنْ أَهْلِى وَمَالِى، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِكَ إِلَّا لَهُ هُنَاكَ مِنْ عَشِيرَتِهِ مَنْ يَدْفَعُ اللّٰهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ صَدَقَ وَلَا تَقُولُوا لَهُ إِلَّا خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ إِنَّهُ قَدْ خَانَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَدَعْنِى لِأَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَقَالَ أَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ لَعَلَّ اللّٰهَ اطَّلَعَ إِلٰى أَهْلِ بَدْرٍ. فَقَالَ اعْمَلُوا مَاشِئْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةُ أَوْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ ـ فَدَمَعَتْ عَيْنَا عُمَرَ، وَقَالَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ـ

৩৬৯১/৩৩. ইসহাক ইবনে ইব্‌রাহীম র. ..... হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু মারসাদ, যুবাইর ও আমাকে এক অভিযানে পাঠিয়েছিলেন এবং আমরা সকলেই ছিলাম অশ্বারোহী। তিনি আমাদেরকে বললেন, তোমরা যাও। যেতে যেতে তোমরা 'রাওযায়ে খাখ' (মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী একটি স্থানের নাম। রাওযায়ে খাখের আভিধানিক অর্থ হল........ শাফতালু–(প্রসিদ্ধ তরকারী বিশেষ) এর বাগান, যেহেতু সেখানে অনেক শাফতালু বৃক্ষ ছিল এজন্য ঐ জায়গার নাম রওযায়ে খাখ বা

শাফতালুর- বাগান হয়েছে।) নামক স্থানে পৌঁছে সেখানে সারা নাম্নী একজন মুশরিক স্ত্রীলোক দেখতে পাবে। তার নিকট (মক্কার) মুশরিকদের কাছে লিখিত হাতিব ইবনে আবু বালতা'আর একখানা পত্র আছে। (সে পত্রখানা ছিনিয়ে আনবে।)

হযরত আলী রা. বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশিত ঠিক সে স্থানে গিয়ে তাকে ধরে ফেললাম। সে তখন স্বীয় একটি উটের উপর আরোহণ করে পথ অতিক্রম করছিল। আমরা তাকে বললাম, পত্রখানা আমাদের নিকট অর্পণ কর। সে বলল, আমার নিকট কোন পত্র নেই। আমরা তখন তার উটটিকে বসিয়ে তার তল্লাশী নিলাম। কিন্তু পত্রখানা উদ্ধার করতে পারলাম না (অর্থাৎ, আমরা তার কাছে কোন পত্র পেলাম না।) আমরা বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা মিথ্যা হতে পারে না। তোমাকে পত্রখানা বের করতেই হবে। নতুবা আমরা তোমাকে বিবস্ত্র করে ছাড়ব। যখন (আমাদের) কঠোর মনোভাব লক্ষ্য করল তখন স্ত্রীলোকটি তার কোমর থেকে পত্রখানা বের করে দিল একটি চাদর দিয়ে তার কোমর বাধা ছিল। আমরা চিঠি নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হলাম (সব দেখে শুনে) উমর রা. বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে তো (অর্থাৎ, হাতিব ইবনে আবু বালতা'আ রা.) আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এবং মু'মিনদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে (যে, গোপন বিষয় কাফিরদেরকে লিখে পাঠিয়েছে)। আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিই।

তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হাতিব ইবনে আবু বালতা'আ রা.-কে ডেকে) বললেন, তোমাকে একাজ করতে কিসে উদ্বুদ্ধ করল? হাতিব রা. বললেন, আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্ ও তার রাসূলে বিশ্বাসী নই- আমি এরূপ নই। বরং (এ কাজ করার পেছনে) আমার মূল উদ্দেশ্য হল, (মক্কার শত্রু) কাওমের প্রতি কিছু অনুগ্রহ করা, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা এ উসিলায় (তাদের অনিষ্ট থেকে) আমার মক্কাস্থ মাল এবং পরিবার ও পরিজনকে রক্ষা করেন। আর আপনার সাহাবীদের (মুহাজিরদের) সকলেরই কোন না কোন আত্মীয় সেখানে রয়েছেন, যার দ্বারা আল্লাহ্ তার ধন-সম্পদ ও পরিবারবর্গকে রক্ষা করছেন। (এ কথা শুনে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে সত্যই বলেছে। সুতরাং তোমরা তার ব্যাপারে ভাল ব্যতীত আর কিছু বলো না। তখন উমর রা. পুনরায় বললেন, সে তো আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সুতরাং আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে কি বদরী সাহাবী নয়? অতপর তিনি বললেন لَعَلَّ اللّٰهَ الخ - নিশ্চয়ই বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদেরকে দেখে শুনেই আল্লাহ্ বলেছেন ঃ اِعْمَلُوا مَاشِئْتُمْ "তোমাদের যা ইচ্ছা কর" তোমাদের জন্য জান্নাত অবধারিত অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। (এ কথা শুনে) উমর রা.-এর দু'চোখ থেকে তখন অশ্রু ধারা প্রবাহিত হল। তিনি বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত।

– এ হাদীসটি ৪২২ নম্বর পৃষ্ঠায় এবং ২/৫৬৭, ৬১২, ৭২৬, ৯২৫, এবং ১০২৬ নম্বর পৃষ্ঠায় আছে।

ব্যাখ্যা ঃ اِعْمَلُوا مَاشِئْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةُ দ্বারা বদরে অংশগ্রহণকারীগণের বিশেষ ও বড় ফযীলত সাব্যস্ত হয়। لَعَلَّ শব্দটি যখন আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য ব্যবহৃত হবে তখন এটি বাস্তবতা ও নিশ্চয়তার অর্থ দিবে। (উমদা)

এক রেওয়ায়াতে আছে- لَنْ يَدْخُلَ النَّارَ اَحَدٌ شَهِدَ بَدْرًا "যারা বদরে অংশগ্রহণ করেছে তাদের একজনও কখনও জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।

অবশ্য- اِعْمَلُوا مَاشِئْتُمْ দ্বারা বাহ্যত এ প্রশ্ন অবশ্যই হবে যে, এরফলে তো বুঝা যায় যে, বদরে অংশগ্রহণকারীদের জন্য গুনাহ করা জায়েয। অথচ এটা শরীয়তের মূলণীতি পরিপন্থী। শরীয়ত কাউকে গুনাহ করার অনুমতি দেয়নি।

উত্তর ঃ এটি অতীতের সংবাদের অন্তর্ভুক্ত। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা যে গুনাহ করেছ? সেগুলো সব মাফ করে দিলাম।

আরেকটি প্রশ্ন হবে যে, হাতিব ইবনে আবূ বালতা'আ রা. এর ঘটনা বদর যুদ্ধের ছয় বছর পরের। যদি পেছনের গুনাহ উদ্দেশ্য হয় তবে হযরত হাতিব রা. এর ঘটনায় প্রমাণ কিভাবে সঠিক হবে?

অতএব আসল উত্তর হল– اِعْمَلُوا مَاشِئْتُمْ বাক্যটি বদরে অংশগ্রহণকারীদের, সম্মান প্রদর্শনের জন্য, গুনাহের অনুমতির জন্য নয়। অবশ্য বদর অংশগ্রহণ কারীদের গুনাহ মাফ হবে আখিরাতে। এ কারণে দন্ডবিধি ও দলের উপর (অপরাধ) প্রমাণিত হওয়ার পর জারী হয়েছে। যেমন– হযরত উমর রা. আপন ভগ্নিপতির শরাব পান সাব্যস্ত হওয়ার ফলে দন্ডবিধি জারী করেছেন।

٢١٧٢. بَابٌ اَیْ هٰذَا بَابٌ

২১৭২. পরিচ্ছেদ ঃ এই অনুচ্ছেদটি শিরোনামহীন। অতএব এটি اِعْرَاب ছাড়া হবে। অথবা মুবতাদা উহ্য মেনে اِعْرَاب দেয়া হবে। এবং এটি পুর্বোক্ত অনুচ্ছেদের একটি পরিচ্ছেদের মত হবে।

٣٦٩٢. حَدَّثَنِیْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَیْرِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْغَسِیْلِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ اَبِیْ اُسَیْدٍ الْمُنْذِرِ بْنِ اَبِیْ اُسَیْدٍ عَنْ اَبِیْ اُسَیْدٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا النَّبِیُّ ﷺ یَوْمَ بَدْرٍ اِذَا اَکْثَبُوْکُمْ فَارْمُوْهُمْ وَاسْتَبْقُوْا نَبْلَکُمْ.

৩৬৯২/৩৪. আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আল জু'ফী র. ...... হযরত আবু উসাইদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেছিলেন, শত্রু (কাফির) তোমাদের নিকটবর্তী হলে তোমরা তীর নিক্ষেপ করবে এবং তীর ব্যবহারে সংযমী হবে। নিজের তীর অবশিষ্ট রাখবে। (অর্থাৎ, যতক্ষণ পর্যন্ত কাফিররা দূরে থাকে ততক্ষণ তীর সংরক্ষণ করবে)

এ হাদীসটি জিহাদের ৪০৬ পৃষ্ঠায় এসেছে।

ব্যাখ্যা ঃ اَکْثَبُوْا ঃ শব্দটি **بَاب اِفْعَال** থেকে مَاضِی। کَثَبَ (তথা নিকটবর্তী হয়েছে) থেকে উৎপন্ন হয়।
اِسْتَبْقُوْا ঃ শব্দটি **بَاب اِسْتِفْعَال** থেকে بَقَاء ক্রিয়ামুল হতে নিস্পন্ন।

٣٦٩٣. حَدَّثَنِیْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِیْمِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَیْرِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْغَسِیْلِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ اَبِیْ اُسَیْدٍ وَالْمُنْذِرِ بْنِ اَبِیْ اُسَیْدٍ عَنْ اَبِیْ اُسَیْدٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ یَوْمَ بَدْرٍ اِذَا اَکْثَبُوْکُمْ یَعْنِیْ کَثَرُوْکُمْ فَارْمُوْهُمْ وَاسْتَبْقُوْا نَبْلَکُمْ.

৩৬৯৩/৩৫. মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রাহীম র. ...... হযরত আবু উসাইদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তারা (শত্রুরা) তোমাদের নিকটবর্তী হলে (অর্থাৎ ভীড় বেশী হলে হামলা করবে এবং যাতে তারা এতটুকু নিকটে আসে যে তোমরা তাদেরকে তীরের লক্ষবস্তু বানাতে পার) তোমরা তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করবে এবং তীর ব্যবহারে সংযমী হবে।

ব্যাখ্যা ঃ نَبْل ঃ মানে তীরসমূহ। এটি বহুবচন। এ শব্দ থেকে এর কোন একবচন আসে না। অর্থাৎ একটি তীরকে نَبْلَة বলে না। বরং একটিকে বলে سَهْم এবং نَشَابَة। وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ দ্বারা কি উদ্দেশ্য। কেউ কেউ বলেন, সমস্ত তীর এলোপাতাড়ি নিক্ষেপ করে শেষ করে দিও না। বরং কিছু বাঁচিয়ে রেখ। অধিকাংশ আলিম এই ব্যাখ্যা করেন এবং হাদীসের শব্দরাজি দ্বারা এটাই স্পষ্ট যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কাফিররা এত দূর থাকে যে, তীরের লক্ষবস্তু ভুল করার ধারণা হয়, এমতাবস্থায় তীরগুলো সংরক্ষণ কর। যখন কাফিররা এত নিকটবর্তী হয়ে যায় যে, প্রবল ধারণা হয়ে যায় নিশানা যথার্থ হবে তাহলে তীর ছুড়তে আরম্ভ কর।

অন্যান্য রেওয়ায়াতে যে يَعْنِى اَكْثَرُكُمْ রয়েছে–এ সম্পর্কে হাফিজ আসকালানী র. বলেন, কোন কোন বর্ণনাকারী اَكْثَبُوكُمْ ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু এ ব্যাখ্যাটি আভিধানিক অর্থ থেকে অনেক দূরবর্তী। আল্লামা আইনী র. বলেন, هٰذَا تَفْسِيْرٌ لَايَعْرِفُهُ اَهْلُ اللُّغَةِ–"এ ব্যাখ্যাটি অভিধানবিদগণ জানেন না।" – (উমদাতুল কারী)

যদিও আমি তরজমা নিকটবর্তী করার চেষ্টা করেছি। অন্যথায় كَثَبَ بِمَعْنَى قَرُبَ এবং আধিক্যের সাথে কিসের সম্পর্ক? অভিধানে كَثَبَ আধিক্যের অর্থে বর্ণিত নেই। والله اعلم

٣٦٩٤. حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ جَعَلَ النَّبِىُّ ﷺ عَلَى الرُّمَاةِ يَوْمَ اُحُدٍ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ جُبَيْرٍ فَأَصَابُوْا مِنَّا سَبْعِيْنَ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَصْحَابُهُ اَصَابَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَ بَدْرٍ اَرْبَعِيْنَ وَمِائَةً سَبْعِيْنَ اَسِيْرًا وَسَبْعِيْنَ قَتِيْلاً ـ قَالَ اَبُو سُفْيَانَ يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ وَالْحَرْبُ سِجَالٌ ـ

৩৬৯৪/৩৬. আমর ইবনে খালিদ র. ..... হযরত বারা 'ইবনে আযিব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইরকে তীরন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করেছিলেন। (এ যুদ্ধে) তারা (মুশরিক বাহিনী) আমাদের সত্তর জনকে শহীদ করে দেয়। বদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ মুশরিকদের (একশ চল্লিশ জনকে তথা ৭০ জনকে গ্রেফতার ও ৭০ জনকে হত্যা করে) ক্ষতিগ্রস্থ করেছিলেন। (উহুদ যুদ্ধের দিন যুদ্ধ সমাপনান্তে কুফ্‌রী অবস্থায়) আবু সুফিয়ান বললেন, আজকের এ দিন হল বদরের বদলা। যুদ্ধ কূপের বালতির ন্যায়, হাত বদল হয় অর্থাৎ, কখনো তোমরা আমাদের উপর বিজয়ী হও, আবার কখনো বা আমরা তোমাদের উপর। যেমন কূপের মাঝে বালতি (কখনো একজন ফেলে, কখনো আরেকজন।)

ব্যাখ্যা ঃ এটি একটি হাদীসের টুকরো। পূর্ণ হাদীস সবিস্তারে উহুদ যুদ্ধের বিবরণে আসবে ইনশাআল্লাহ। বদর যুদ্ধে কাফিরদের হত্যা ও বন্দি সম্পর্কে প্রধান উক্তি হল– তাদের ৭০ জন নিহত হয়েছিল এবং ৭০ জনকে বন্ধি করে মদীনায় আনা হয়েছিল। যদিও সীরাত ও যুদ্ধ বিদগণের আরো উক্তিও রয়েছে।

এ হাদীসটি ৪২৬, ৫৬৮ ও ৫৭৯নং পৃষ্ঠায় আছে।

٣٦٩٥. حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ جَدِّهِ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِى مُوسٰى اُرَاهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ وَاِذَا الْخَيْرُ مَاجَاءَ اللّٰهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ بَعْدُ وَثَوَابُ الصِّدْقِ الَّذِى اٰتَانَا اللّٰهُ بَعْدَ يَوْمِ بَدْرٍ ـ

৩৬৯৫/৩৭. মুহাম্মদ ইবনে আলা র. ...... হযরত আবু মুসা রা. থেকে বর্ণিত (أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : এটা ইমাম বুখারী র.-এর উক্তি যে, আমি মনে করি বা আমার প্রবল ধারণা হল আমার উস্তাদ শায়েখ মুহাম্মদ ইবনে আলা র. মারফু হাদীস বর্ণনা করেছেন।) যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি স্বপ্নে ১ যে কল্যাণ যা দেখতে পেয়েছিলাম সে তো ঐ কল্যাণ যা উহুদ পরবর্তী সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে দান করেছেন। অর্থাৎ কল্যাণের অর্থ হল ঐ মঙ্গল আর উত্তম প্রতিদান অর্থাৎ, সত্যবাদিতা ও একনিষ্টতার প্রতিদান সম্বন্ধে যা দেখেছিলাম তা তো আল্লাহ্ আমাদেরকে দান করেছেন বদর যুদ্ধের পর (অর্থাৎ, খায়বর ও মক্কা বিজয়)।

ইমাম বুখারী র. এ হাদীসটি একাধিক স্থানে বর্ণনা করেছেন। (পৃষ্ঠা- ৫১১, ৫৬৮, ৫৮৪ এবং ১০৪২ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন।) এসব স্থানে নিম্নোক্ত ইবারতটি অতিরিক্ত আছে- يَعْنِى أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ কিন্তু মুসলিম শরীফে এই সনদে শায়েখ মুহাম্মদ ইবনে আলা থেকে شَيْخ শব্দ ছাড়া বর্ণিত আছে। অর্থাৎ, أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ শব্দটি নেই।

স্মর্তব্য : একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে কতকগুলো গরু কুরবানী করতে দেখলেন এবং ইঙ্গিত পেলেন কতকগুলো কল্যাণকর বিষয়ের। তিনি গরু কুরবানী করাকে উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের শাহাদাত বরণ করার দ্বারা ব্যাখ্যা করলেন এবং দ্বিতীয় বদরের পর মুসলমানগণ যে ঈমানী বল লাভ করেছিলেন সেটিকে তিনি স্বপ্নে দেখা কল্যাণ হিসাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। কেননা বদরের পূর্বে ভীতি সৃষ্টি করে মুসলমানদেরকে অবদমিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে তাদের ঈমান আরো মযবুত হয়ে যায় এবং মনোবল আরো দৃঢ় হয়ে যায়। আল-কুরআনে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। -অনুবাদক

ব্যাখ্যা : এটি ১/৫১১ بَابُ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ একটি হাদীসের একটি টুকরা বা অংশ। সেটি হল عَنْ أَبِى مُوسَى رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ আবূ মুসা আশ'আরী রা. সূত্রে বর্ণিত এবং আমি মনে করি অর্থাৎ, প্রবল ধারণা যে, আবু মুসা রা. নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন- অর্থাৎ, مَرْفُوْع আকারে। قَالَ رَأَيْتُ فِى الْمَنَامِ أَنِّى أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- আমি স্বপ্নে দেখলাম মক্কা মুকাররামা থেকে এরূপ ভূমির দিকে হিজরত করেছি, সেখানে রয়েছে খেজুর বৃক্ষ। فَذَهَبَ وَهْلِى إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ وَالْهَجَرُ "তখন আমার ধারণা এদিকে গেল যে, সে খেজুর বৃক্ষ বিশিষ্ট শহর হল ইয়ামামা অথবা হিজর (ইয়ামামা এবং হিজর ইয়ামানের প্রসিদ্ধ শহর) فَإِذَا هِىَ الْمَدِيْنَةُ يَثْرِبُ "পরে দেখলাম সে খেজুর বিশিষ্ট শহর হল ইয়াসরিব তথা মদীনা।"

প্রশ্ন হয় যে, মদীনা মুনাওয়ারাকে ইয়াসরিব বলতে নিষেধ করা হয়েছে।

উত্তর হল- এ হাদীস নিষেধের হাদীসের পূর্বেকার।

দ্বিতীয় উত্তর এই দেয়া হয়েছে যে, নিষেধের হাদীস মাকরূহে তানযীহির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। وَرَأَيْتُ فِى رُؤْيَاىَ أَنِّى هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ : আমি স্বপ্নে দেখলাম একটি তলোয়ার নাড়া দিয়েছি। অতঃপর তার সিনার তথা ধারাল অংশ ভেঙ্গে গেছে। فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيْبَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ أُحُدٍ : এর ব্যাখ্যা মুসলমানদের জন্য সে মুসিবত আকারে প্রকাশিত হল যা আপতিত হয়েছিল উহুদ যুদ্ধের দিন। কারণ স্পষ্ট যে, তলোয়ার মানুষের সাহায্যকারী- মদদগার। এর দ্বারা দুশমনের উপর আক্রমণ করা হয়। শক্তি অর্জন করে। অতএব এ তলোয়ার ভেঙ্গে যাওয়া মানে সাহায্য-সহযোগিতাকারী মরে যাওয়া।

কোন কোন রেওয়ায়াতে- فِى ذُبَابِ سَيْفِى ثلم انقطع صدره-এর পরিবর্তে এসেছে। যার অর্থ হল- তলোয়ারের ধার ভোতা হয়ে গেছে বা মাঝে ভেঙ্গে গেছে। তাইসীরুল কারী গ্রন্থকার ইবনে হাববান সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, কোন কোন আলিম আমাকে বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- ثلم অর্থাৎ, তলোয়ার ভোতা হয়ে যাওয়া বা দাঁত পড়ে যাওয়া। আমার পরিবারের কোন কোন লোক বলেছেন-এর দ্বারা ইংগিত হযরত হামযা রা. হতে পারে। উরওয়ার রেওয়ায়াতে আছে যে, নিজের তলোয়ারে যা কিছু দেখেছিলেন, সেটির ব্যাখ্যা হল, উহুদের যুদ্ধে চেহারা মুবারকের উপর আপতিত আঘাত। এ দুটি অর্থেরই সম্ভাবনা مَا اُصِيبَ مِنَ الْمُومِنِينَ এ রয়েছে।

ثُمَّ هَزَزْتُهُ اُخْرى فَعَادَ اَحْسَنَ مَاكَانَ ঃ "অতঃপর আমি দ্বিতীয়বার তলোয়ার নাড়া-চাড়া দিলাম তখন প্রথম অবস্থার চেয়েও আরো সুন্দর রূপ হয়ে গেল।"

فَاِذَا هُوَ مَاجَاءَ اللّٰهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُومِنِينَ ঃ "এর ব্যাখ্যা আল্লাহ তা'আলা মক্কা বিজয় ও মুসলমানদের ঐক্য রূপে প্রকাশ করেছেন।"

وَرَأَيْتُ بِهَا بَقَرًا ঃ "এবং সে স্বপ্নে একটি গরু দেখলাম।"

কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে- بَقَرَةً تُذْبَحُ অর্থাৎ, স্বপ্নে দেখলাম গাভীটিকে জবাই করা হচ্ছে।

وَاللّٰهِ خَيْرٌ فَاِذَا هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ يَوْمَ اُحُدٍ ঃ "আল্লাহ তা'আলার কাজ উত্তম। (আল্লাহ তা'আলার সমস্ত কাজ উত্তম ও হিকমত পূর্ণ হয়ে থাকে) এর ব্যাখ্যা হল, সেসব মুসলমান যারা উহুদের যুদ্ধের দিন শহীদ হয়েছে।

وَاللّٰهُ خَيْرٌ-এর বিভিন্ন তারকীব বর্ণিত আছে- ১. মুবতাদা এবং খবর। اى صَنِيعُ اللّٰهِ بِالْمُومِنِينَ الْمَقْتُولِينَ خَيْرٌلَهُمْ مِن بَقَائِهِمْ فِى الدُّنْيَا অর্থাৎ, উহুদের শহীদদের সাথে আল্লাহ তা'আলার আচরণ কল্যাণময়। সেসব মুসলমানের ক্ষেত্রে দুনিয়াতে জীবিত থাকার চেয়ে শাহাদত সওয়াব ও প্রতিদানের দিক দিয়ে উত্তম।

২. وَاللّٰهِ هٰذَا خَيْرٌ এখানে واو কসমের জন্য। আর اللّٰه শব্দটিতে যের। خَيْرٌ শব্দটি خَبَرٌ।

وَاِذَا الْخَيْرُمَاجَاءَ اللّٰهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ بَعْدُ وَثَوَابُ الصِدقِ الَّذِى اٰتَانَا اللّٰهُ بَعْدَ يَوْمِ بَدرٍ -

এ অংশটি এখানে ৩৭ নম্বর হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ হল- وَاللّٰه خَيْرٌ বাক্যে যে خَير শব্দ আছে, এর ব্যাখ্যা হল, কল্যাণ সেটি যেটি আল্লাহ তা'আলা আনয়ন করেছেন। (উহুদের যুদ্ধের পর শাহাদত)। সত্যতা ও ঐকান্তিকতার বদলা সেটি, যেটি আল্লাহ তা'আলা বদর যুদ্ধের পর আমাদেরকে দান করেছেন। অর্থাৎ, মক্কা ও খায়বর বিজয়।

٣٦٩٦. حَدَّثَنِى يَعقُوبُ قَالَ حدثنَا اِبرَاهِيمُ بنُ سَعدٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عَبدُ الرَّحمٰنِ بنُ عَوفٍ اِنِّى لَفِى الصَّفِّ يَومَ بَدرٍ اِذِ الْتَفَتُّ فَاِذَا عَنْ يَمِينِى وَعَنْ يَسَارِى فَتَيَانِ حَدِيثَا السِّنِّ فَكَاَنِّى لَمْ اٰمَنْ بِمَكَانِهِمَا، اِذْ قَالَ لِى اَحَدُهُمَا سِرًّا مِنْ صَاحِبِهِ يَاعَمِّ! اَرِنِى اَبَا جَهْلٍ، فَقُلْتُ يَا ابنَ اَخِى! وَمَا تَصنَعُ بِهِ؟ قَالَ عَاهَدتُ اللّٰهَ اِن رَأَيتُهُ اَنْ اَقتُلَهُ اَو اَمُوتَ دُونَهُ، فَقَالَ لِى الاٰخَرُ سِرًّا مِنْ صَاحِبِهِ مِثلَهُ، قَالَ فَمَا سَرَّنِى اَنِّى بَينَ رَجُلَينِ مَكَانَهُمَا، فَاَشَرتُ لَهُمَا اِلَيهِ فَشَدَّا عَلَيهِ مِثلَ الصَّقرَينِ حَتّٰى ضَرَبَاهُ وَهُمَا ابنَا عَفرَاءَ -

৩৬৯৬/৩৮. ইয়াকুব র. ..... হযরত আবদুর রাহমান ইবনে আউফ রা. থেকে বর্ণিত, (অতএব এ হাদীসটি مُسَلْسَلٌ بِالْآبَاءِ (ধারাবাহিকভাবে পিতা থেকে পুত্র কর্তৃক বর্ণিত) কারণ, ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইয়াকুব র.-এর সূত্র ধরে এরূপ– ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম ইবনে সাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান। প্রত্যেকেই তার পিতা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে কিরমানীর র. বলেন, আইনী র. বলেছেন, 'আমার মতে এটা ভুল। প্রামাণ্য তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের জন্য দ্রষ্টব্য উমদাতুল কারী ঃ ১৭/৯৮।

তিনি বলেছেন, বদর রণাঙ্গনে সৈন্যদের সারিতে দাঁড়িয়ে আমি এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলাম, আমার ডানে ও বামে অল্প বয়স্ক দু'জন যুবক দাঁড়িয়ে আছে। পাশে তাদের মত অল্প বয়স্ক দু'জন যুবক দাঁড়িয়ে থাকায় আমি নিজেকে নিরাপদ মনে করছিলাম না (অর্থাৎ, আমার আশঙ্কা হচ্ছিল পাছে শত্রু না আবার আক্রমণ করে বসে। কেননা দু'দিকে দুটো নিছক কম বয়স্ক ছেলে হওয়াতে নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল। কেউ কেউ এর এ ব্যখ্যাও করেছেন যে, আমি ঐ দু'টি বাচ্চার ব্যাপারে নিঃশঙ্ক হতে পারছিলাম না। কেননা দুটোই অল্পবয়স্ক, যুদ্ধক্ষেত্রে অনভিজ্ঞ। আল্লাহ না করুণ, শত্রুরা তাদের মেরে ফেলে কিনা। কারণ, এটা রণক্ষেত্র। আর এরা হল কম বয়স্ক যুবক। আল্লামা আইনী রা. বলেন, مِنْهُمَا দ্বারা عَنْهُمَا ও ইঙ্গিত হতে পারে। অর্থাৎ, আমি তাদের উপর আস্থা রাখতে পারছিলাম না। কারণ, তিনি তাদের চিনতে পারেননি। তাই তারা শত্রু কিনা এ ব্যাপারে নির্ভয় হচ্ছিলেন না। তবে প্রথম অর্থটিই অধিক সঙ্গত ও বিশুদ্ধতম। অকস্মাৎ এমতাবস্থায় তাদের একজন অপরজন থেকে গোপন করে (আস্তে করে যাতে অপরজন শুনতে না পারে) আমাকে জিজ্ঞেস করল, চাচাজান, আবু জাহ্ল কোন লোকটি আমাকে দেখিয়ে দিন? আমি বললাম, ভাতিজা! তাকে চিনে তুমি কি করবে? সে বলল, আমি আল্লাহ্র সাথে অঙ্গীকার করেছি, তার দেখা পেলে আমি তাকে হত্যা করব, না হয় (এ চেষ্টায়) নিজেই শহীদ হয়ে যাব। এরপর দ্বিতীয় যুবকটিও তাঁর সঙ্গীকে গোপন করে আমাকে অনুরূপ জিজ্ঞেস করল। আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. বলেন, (তাদের কথা শুনে) আমি এত বেশী সন্তুষ্ট হলাম যে, দু'জন পূর্ণবয়স্ক পুরুষের মধ্যস্থলে অবস্থানেও আমি ততটুকু সন্তুষ্ট হতাম না। (অর্থাৎ, এ সময় ঐ দু'জন ছেলের হিম্মত ও সাহসিকতা দেখে আমি আনন্দিত হলাম) এরপর আমি তাদের দু'জনকে ইশারা করে আবু জাহলকে দেখিয়ে দিলাম। তৎক্ষণাৎ তাঁরা বাজ পাখির ন্যায় ক্ষিপ্রতার সাথে তার উপর ঝাপিয়ে পড়ল এবং তাকে প্রচণ্ড আঘাত করল। এরা দু'জন ছিল 'আফরার দু'পুত্র।

এ হাদীসটি পৃষ্ঠা– ৪৪৪, ৫৬৫ এবং ৫৬৮ এ আছে।

ব্যাখ্যা ঃ صَقْرَيْنِ শব্দটি صَقْرٌ-এর দ্বিবচন। মানে বাজ। বাজ একটি শিকারী পাখি। (অর্থাৎ, সেসময় এই যুবকদ্বয়ের বীরত্ব ও হিম্মৎ দেখে আমি খুবই আনন্দিত হই)। যেহেতু শিকারের উপর তার আক্রমণ প্রসিদ্ধ সেহেতু উপমা দেয়া হয়েছে। সর্বপ্রথম বাজ দ্বারা শিকার করেছেন হারিস ইবনে ছাওর। (ফাতহ্)

٣٦٩٧. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ أُسَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشَرَةً عَيْنًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ جَدَّ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْهَدَأَةِ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ ذُكِرُوا لِحَيٍّ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو لِحْيَانَ، فَنَفَرُوا لَهُمْ بِقَرِيبٍ مِنْ مِائَةِ رَجُلٍ رَامٍ، فَاقْتَصُّوا آثَارَهُمْ حَتَّى وَجَدُوا مَأْكَلَهُمُ التَّمْرَ فِي مَنْزِلٍ نَزَلُوهُ، فَقَالَ تَمْرُ يَثْرِبَ، فَاتَّبَعُوا آثَارَهُمْ فَلَمَّا حَسَّ بِهِمْ عَاصِمٌ

وَاَصْحَابُهُ لَجَئُوا اِلٰى مَوْضِعٍ فَاَحَاطَ بِهِمُ الْقَوْمُ فَقَالُوا لَهُمْ انْزِلُوا فَاَعْطُوا بِاَيْدِكُمْ وَلَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ اَلاَّ نَقْتُلَ مِنْكُمْ اَحَدًا ـ

فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ اَيُّهَا الْقَوْمُ اَمَّا اَنَا فَلاَ اَنْزِلُ فِىْ ذِمَّةِ كَافِرٍ، ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ ﷺ فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ فَقَتَلُوْا عَاصِمًا وَنَزَلَ اِلَيْهِمْ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ عَلَى الْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ مِنْهُمْ خُبَيْبٌ وَزَيْدُ بْنُ الدَّثِنَةِ وَرَجُلٌ اٰخَرُ، فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوْا مِنْهُمْ اَطْلَقُوا اَوْتَارَقِسِيِّهِمْ فَرَبَطُوْهُمْ بِهَا ـ قَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ هٰذَا اَوَّلُ الْغَدْرِ، وَاللّٰهِ لاَ اَصْحَبُكُمْ اِنَّ لِىْ بِهٰؤُلاَءِ اُسْوَةً يُرِيْدُ الْقَتْلٰى، فَجَرَّرُوْهُ وَعَالَجُوْهُ فَاَبٰى اَنْ يَصْحَبَهُمْ، فَانْطُلِقَ بِخُبَيْبٍ وَزَيْدِ بْنِ الدَّثِنَةِ حَتّٰى بَاعُوْهُمَا بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، فَابْتَاعَ بَنُوْ الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلٍ خُبَيْبًا ، وَكَانَ خُبَيْبٌ قَتَلَ الْحَارِثَ بْنَ عَامِرٍ يَوْمَ بَدْرٍ، فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ اَسِيْرًا حَتّٰى اَجْمَعُوْا قَتْلَهُ فَاسْتَعَارَ مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الْحَارِثِ مُوْسٰى يَسْتَحِدُّبِهَا فَاَعَارَتْهُ فَدَرَجَ بُنَىٌّ لَهَا وَهِىَ غَافِلَةٌ حَتّٰى اَتَاهُ، فَوَجَدَتْهُ مُجْلِسَهُ عَلٰى فَخِذِهٖ وَالْمُوْسٰى بِيَدِهٖ ـ قَالَتْ فَفَزِعْتُ فَزْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ، فَقَالَ اَتَخْشَيْنَ اَنْ اَقْتُلَهُ مَاكُنْتُ لاَفْعَلَ ذٰلِكَ، قَالَتْ وَاللّٰهِ مَا رَأَيْتُ اَسِيْرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ، وَاللّٰهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْمًا يَاْكُلُ قِطْفًا مِنْ عِنَبٍ فِىْ يَدِهٖ، وَاِنَّهُ لَمُوْثَقٌ بِالْحَدِيْدِ وَمَا بِمَكَّةَ مِنْ ثَمَرَةٍ، وَكَانَتْ تَقُوْلُ اِنَّهُ لَرِزْقٌ رَزَقَهُ اللّٰهُ خُبَيْبًا ـ

فَلَمَّا خَرَجُوْا بِهٖ مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوْهُ فِى الْحِلِّ، قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ دَعُوْنِىْ اُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ، فَتَرَكُوْهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ وَاللّٰهِ لَوْلاَ اَنْ تَحْسَبُوْا اَنَّ مَابِىْ جَزَعٌ لَزِدْتُ، ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَحْصِهِمْ عَدَدًا اَوْ اقْتُلْهُمْ بَدَداً، وَلاَ تُبْقِ مِنْهُمْ اَحَدًا، ثُمَّ اَنْشَأَ يَقُوْلُ :

فَلَسْتُ اُبَالِىْ حِيْنَ اُقْتَلُ مُسْلِمًا * عَلٰى اَىِّ جَنْبٍ كَانَ فِى اللّٰهِ مَصْرَعِىْ

وَذٰلِكَ فِىْ ذَاتِ الاِلٰهِ وَاِنْ يَشَأْ * يُبَارِكْ فِىْ اَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ

ثُمَّ قَامَ اِلَيْهِ اَبُوْ سِرْوَعَةَ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَتَلَهُ وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ سَنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا الصَّلاَةَ، وَاَخْبَرَ اَصْحَابَهُ يَوْمَ اُصِيْبُوْا وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ اِلٰى عَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ حِيْنَ حُدِّثُوْا اَنَّهُ قُتِلَ اَنْ يُؤْتَوْا بِشَىْءٍ مِنْهُ يُعْرَفُ، وَكَانَ قَتَلَ رَجُلاً عَظِيْمًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ، فَبَعَثَ اللّٰهُ لِعَاصِمٍ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ، فَحَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ، فَلَمْ يَقْدِرُوْا اَنْ يَقْطَعُوْا مِنْهُ شَيْئًا

* وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ذَكَرُوا مُرَارَةَ بْنَ الرَّبِيعِ الْعَمْرِيَّ وَهِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيَّ رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا .

৩৬৯৭/৩৯. মুসা ইবনে ইসমাঈল র. ..... হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিম ইবনে উমর ইবনে খাত্তাবের নানা (আল্লামা সুয়ূতী র. বলেন, নানা নন বরং মামা। -তাইসীরুল ক্বারী) আসিম ইবনে সাবিত আনসারীর নেতৃত্বে দশজন সাহাবীর একটি দলকে গোয়েন্দাগিরির জন্য পাঠালেন। তাঁরা তখন উসফান ও মক্কার মধ্যবর্তী স্থান হাদ্দায় পৌছলে হুযাইল গোত্রের একটি শাখা বনু লিহইয়ান তাদের আগমন সম্বন্ধে অবগত হয় (অর্থাৎ, গোয়েন্দাদের সংবাদ বনু লিহয়ান জেনে যায়। (এ সংবাদ শুনে) তারা প্রায় একশ' জন তীরন্দাজ তৈরি হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে তাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে পথ চলতে আরম্ভ করে। যেতে যেতে তারা এমন স্থানে পৌঁছে যায় যেখানে অবস্থান করে তাঁরা (সাহাবীগণ) খেজুর খেয়েছিলেন। এতদদৃষ্টে তারা (বনু লিহ্য়ানের লোকেরা) ইয়াসরিবের খেজুর (এর আঁটি) বলে তাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে তাদেরকে খুঁজতে লাগল। আসিম ও তাঁর সঙ্গীগণ তাদের (আগমন) সম্বন্ধে আঁচ করতে পেরে একটি নিরাপদ স্থানে (পাহাড়ী টিলায়) গিয়ে আশ্রয় নেন। (লিহইয়ান) কাওমের লোকেরা তাদেরকে বেষ্টন করে ফেলে। তারপর তারা মুসলমানদেরকে বলল, নিচে নেমে এস এবং তোমরা আত্মসমর্পণ কর। তোমাদেরকে ওয়াদা দিচ্ছি, আমরা তোমাদের কাউকে হত্যা করব না।

তখন আসিম ইবনে সাবিত রা. বললেন, হে আমার সাথী ভাইয়েরা, (হে মুসলমানগণ!) কাফিরের নিরাপত্তায় আশ্বস্ত হয়ে আমি কখনো নিচে অবতরণ করব না। তারপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! আমাদের অবস্থার খবর আপনার নবীকে জানিয়ে দিন। এরপর তারা মুসলমানদের প্রতি তীর নিক্ষেপ আরম্ভ করল এবং আসিমকে (আরো ছয়জনসহ) শহীদ করে ফেলল। অবশিষ্ট তিনজন, খুবাইব, যায়িদ ইবনে দাসিনা এবং অপর একজন (আবদুল্লাহ ইবনে তারিক) তাদের ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে তাদের নিকট নেমে আসলেন। তারা (শত্রুগণ) তাঁদেরকে কাবু করে নিয়ে নিজেদের ধনুকের তার খুলে তা দিয়ে তাদেরকে বেঁধে ফেলল। এ দেখে তৃতীয় জন (আব্দুল্লাহ ইবনে তারিক রা.,) বললেন এটাই প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা (ওয়াদা ভঙ্গ)। আল্লাহ্র কসম, আমি তোমাদের সাথে যাব না, আমার জন্য তো এদের (শহীদ সাথীদের) আদর্শই অনুসরণীয়। অর্থাৎ, আমিও শহীদ হয়ে যাব। তারা তাকে বহু টানা হেচড়া ও জোর জবরদস্তি করল। কিন্তু তিনি তাদের সাথে যেতে অস্বীকার করলেন। (অবশেষে তারা তাঁকে শহীদ করে দিল) এরপর খুবাইব এবং যায়িদ ইবনে দাসিনাকে (বন্দী করে) নিয়ে গিয়ে তাদেরকে (মক্কার বাজারে) বিক্রি করে দিল। এটা ছিল বদর যুদ্ধের পরবর্তী ঘটনা।

বদর যুদ্ধে খুবাইব যেহেতু হারিস ইবনে আমিরকে হত্যা করেছিলেন, তাই (প্রতিশোধের উদ্দেশ্যে) হারিস ইবনে আমির ইবনে নাওফালের পুত্ররা তাঁকে ক্রয় করে নিল। খুবাইব তাদের নিকট বন্দী অবস্থায় কাটাতে লাগলেন (অর্থাৎ, সম্মানিত মাসগুলো অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত)। এরপর তারা সবাই তাকে হত্যা করার দৃঢ় সংকল্প করল। এ সময়ই তিনি হারিসের কোন এক কন্যার নিকট থেকে ক্ষৌরকর্মের জন্য একটি ক্ষুর চেয়ে নিলেন যাতে নাভীর নিচের পশম কাটা যায়। সে তা দিল। তার (হারিসের কন্যার) অসতর্ক অবস্থায় তার একটি ছোট বাচ্চা (খেলা-ছলে) খুবাইবের কাছে গিয়ে পৌঁছল। সে (হারিসের কন্যা) দেখতে পেল, তিনি (খুবাইব) তার বাচ্চাকে কোলে নিয়ে উরুর উপর বসিয়ে ক্ষুরটি হাতে ধরে আছেন। সে (হারিসের কন্যা) বর্ণনা করেছে, (এ দেখে) আমি আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম, খুবাইব তা বুঝতে পারলেন, তিনি বললেন, আমি তাকে (শিশুটিকে) হত্যা করে ফেলব বলে তুমি কি ভয় পেয়েছ? আমি কখনো এ কাজ করব না। সে আরো বলেছে, আল্লাহ্র কসম! আমি খুবাইবের চেয়ে উত্তম বন্দী আর কখনো দেখেনি। আল্লাহ্র কসম, একদিন আমি তাকে আঙ্গুরের গুচ্ছ হাতে নিয়ে আঙ্গুর খেতে দেখেছি। অথচ সে লোহার শিকলে বাঁধা ছিল এবং সে সময় মক্কায় কোন ফলও ছিল না। সে (হারিসের কন্যা) বলত, ঐ আঙ্গুরগুলো আল্লাহ্ তা'আলা খুবাইবকে রিয্কস্বরূপ দান করেছিলেন।

অবশেষে একদিন বনু হারিসের লোকজন খুবাইবকে হত্যা করার জন্য যখন হারামের সীমানার বাইরে নিয়ে গেল যাতে তাকে হিল্লে হত্যা করা যায়, তখন খুবাইব রা. তাদেরকে বললেন, আমাকে দু'রাকআত সালাত আদায় করার সুযোগ দাও, তারা সুযোগ দিলে তিনি দু'রাকআত সালাত আদায় করে বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি (মৃত্যু ভয়ে) ভীত হয়ে পড়েছি, তোমরা এ কথা না ভাবলে আমি সালাত আরো দীর্ঘায়িত করতাম। (অর্থাৎ, দীর্ঘক্ষণ নামায পড়লে তোমরা ভাবতে আমি মৃত্যু দেখে ভয় পেয়েছি। অন্যথায় আমি নামায আরো দীর্ঘায়িত করতাম) এরপর তিনি এ বলে দু'আ করলেন, (অর্থাৎ, যখন কাফিররা হারামের বাইরে তানিম নিয়ে শূলিতে চড়াল তখন তিনি তাদের বিরুদ্ধে বদদো'য়া করলেন) হে আল্লাহ্! তাদেরকে এক এক করে গুণে রাখ, তাদেরকে বিক্ষিপ্তভাবে হত্যা কর এবং তাদের একজনকেও অবশিষ্ট রেখ না। তারপর তিনি আবৃত্তি করলেন ঃ "আমি যখন মুসলমান হিসাবে মৃত্যুবরণ করার সৌভাগ্য লাভ করছি, তাই আমার কোনই ভয় নেই। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে কোন অবস্থাতেই আমার মৃত্যু হোক। আর তা যেহেতু একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই, তাই তিনি ইচ্ছা করলে আমার প্রতিটি কর্তিত অঙ্গে বরকত প্রদান করতে পারেন।" এরপর (হারিসের পুত্র) আবু সারওয়াআ উকবা (উক্বা ইবনে হারিস) তাঁর দিকে এগিয়ে যায় তাঁকে শহীদ করে দিল। এভাবেই খুবাইব (রা.) সে সব মুসলমানের জন্য দু'রাকআত সালাতের নিয়ম (সুন্নাত) চালু করে গেলেন যারা কয়েদী অবস্থায় শাহাদত বরণ করেন। (অর্থাৎ, হত্যার পূর্বে দু'রাকআ'ত নামাযের প্রচলন) রালুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐদিনই সাহাবীদেরকে অবহিত করেছিলেন যে দিন তাঁরা শত্রু কবলিত হয়ে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। (এটি তাঁর একটি মুজিযা) يَوْمَ أُصِيبُوا ঃ এতে দুটি কপি আছে– (১) يَوْمَ أُصِيبُوا অর্থাৎ যেদিন তাদের শহীদ করা হয়েছে, (২) একবচনের শব্দে أُصِيبَ অর্থাৎ, তাদের প্রত্যেককে শহীদ করা হয়েছে। وَبَعَثَ النَّاسَ ঃ এবং কুরাইশদের নিকট তাঁর (আসিম রা. এর) নিহত হওয়ার খবর পৌঁছলে তারা নিশ্চিত ((অর্থাৎ, মৃত্যু নিশ্চিত – ৩ হতে) হওয়ার জন্য আসিমের শরীরের কোন অঙ্গ কেটে আনার উদ্দেশ্যে কয়েকজন কুরাইশ কাফিরকে প্রেরণ করল। وَكَانَ قَتَلَ رَجُلًا ঃ কারণ, (বদর যুদ্ধের দিন) আসিম ইবনে সাবিত (কুরাইশের) একজন বড় নেতাকে হত্যা করেছিলেন। এদিকে আল্লাহ্ আসিমের লাশকে হেফাজত করার জন্য মেঘখণ্ডের ন্যায় এক ঝাঁক মৌমাছি প্রেরণ করলেন। মৌমাছিগুলো আসিম রা. এর লাশকে শত্রু সেনাদের হাত থেকে রক্ষা করল। ফলে তারা তাঁর দেহের কোন অঙ্গ কেটে নিতে সক্ষম হল না। কা'ব ইবনে মালিক রা. বলেন, মুরারা ইবনে রাবী আল উমরী এবং হিলাল ইবনে উমাইয়া আল ওয়াকিফী সম্বন্ধে লোকেরা বলেছেন যে, তাঁরা উভয়ই আল্লাহর নেক বান্দা ছিলেন এবং দু'জনই বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসটি রাজী' এর ঘটনায় পৃষ্ঠা– ৫৮৫ এ আসছে। সেখানে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে–وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ يَوْمَ بَدْرٍ অর্থাৎ, হযরত খুবাইব রা. বদর যুদ্ধে হারিসকে হত্যা করেছিলেন। তাছাড়া এখানে অর্থাৎ, ৫৬৮ এর রেওয়ায়াতেও পরিষ্কার আছে– وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ بْنَ عَامِرٍ يَوْمَ بَدْرٍ . । উমদাতুল কারীতে আল্লামা আইনী র. শিরোনামের সাথে মিল সম্পর্কে লিখতে যেয়ে বলেন– وَذَكَرَهُ هُنَا لِأَجْلِ قَوْلِهِ وَكَانَ قَتَلَ عَظِيمًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ الخ . যেহেতু হযরত আসিম রা. বদর যুদ্ধে কুফফারে কুরাইশের নেতাকে হত্যা করেছিলেন, সেহেতু বদরযুদ্ধে তার অংশগ্রহণের কথা বুঝা গেল। হযরত আসিম র. বদরে অংশগ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অতঃপর আইনী র. বলেন, আসিম উকবা ইবনে আবূ মুআইতকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশে বদর যুদ্ধে বেঁধে হত্যা করেছিলেন।

حَتّٰى إِذَا كَانُوا بِالْهَدْأَةِ ঃ هدأة শব্দটি তিন রকম বর্ণিত আছে।

১। তন্মধ্যে বিশুদ্ধতম কপি হল د-এর উপর জযম অতঃপর যবর বিশিষ্ট হামযা।

২। د-এর উপর যবর, أ তে তাসহীল।

৩। هُدَّةِ দাল এর উপর তাশদীদ الف ছাড়া।

এই হাদআত উসফান থেকে ৭ মাইল দূরে অবস্থিত একটি স্থানের নাম। (ফাতহুল বারী)

وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ الخ ঃ হযরত কা'ব ইবনে মালিক রা.-এর বিবরণ, অর্থাৎ, দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করেছেন– (আমার সামনে লোকজন মুরারা ইবনে রাবী' এবং হিলাল ইবনে উমাইয়া ওয়াকিফীর আলোচনা করলেন (যিনি তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি) যে, তারা দুজন নেককার সাহাবী ছিলেন এবং বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

উপকারিতা ঃ এ টুকরো কা'ব ইবনে মালিক রা. এর হাদীসের। যার বিবরণ তাবুকের যুদ্ধের ক্ষেত্রে সবিস্তারে আসবে। এ দীর্ঘ হাদীসটির সম্পর্ক হযরত কা'ব রা.-এর তওবার ঘটনার সাথে।

ইমাম বুখারী রা. এ অংশটুকু বর্ণনা করেছেন যে, কোন কোন লোক যেমন– ইমাম যুহরী, আল্লামা দিমইয়াতী র. প্রমুখ বলেন যে, মুরারা ও হিলাল বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তাদের মত প্রত্যাখানে ইমাম বুখারী র. এ অংশটুকু এখানে বর্ণনা করেছেন। অন্যথায় এর টুকরোটির কোন সম্পর্ক হযরত আসিম ও খুবাইব রা. এর ঘটনার সাথে নেই। ইমাম বুখারী র. এ উদ্দেশ্য এ কথা প্রমাণ করা যে, মুরারা ও হিলাল রা. বদরী। অনুচ্ছেদ মূলতঃ বদরে অংশগ্রহণ কারীদের ফযীলত সংক্রান্ত।

প্রমাণের সারনির্যাস হল– হযরত কা'ব ইবনে মালিক মুরারা ও হিলাল রা. এর সাথী। অতঃপর তাবুকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করা ও তওবার ঘটনায় অংশীদার। অতএব এ দু মণীষীর জীবনী যতটা হযরত কা'ব রা. এর জানা থাকবে, ততটা পরবর্তীদের জানা থাকার কথা নয়। ইমাম বুখারী র. হযরত কা'ব রা. দ্বারা প্রমাণ পেশ করে ইমাম যুহরী প্রমুখের মত খন্ডন করেছেন। কারণ, তাদের মত হল এঁরা সাহাবী নন। সহীহ এবং সত্য হল, হযরত কা'ব রা. এর উক্তি। তিনি বলেছেন– যে মুরারা ও হিলাল উভয়েই নেককার বুযুর্গ এবং বদরে অংশ গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে ইমাম যুহরী র. প্রমুখের উক্তি সহীহ নয়।

৩২৯৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدثنَا لَيْثٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما ذُكِرَ لَهُ سَعِيْدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمرِو بنِ نُفَيلٍ وَكَانَ بَدْرِيًّا مَرِضَ فِىْ يَومِ جُمُعَةٍ، فَرَكِبَ اِلَيْهِ بَعْدَ اَنْ تَعَالَى النَهَارُ، وَاقْتَرَبَتِ الجُمُعَةُ، وَتَرَكَ الجُمعَةَ * وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُبَيدُ اللّٰهِ بنُ عَبدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ اَبَاهُ كَتَبَ اِلٰى عُمَرَ بنِ عَبدِ اللّٰهِ بْنِ الاَرْقَمِ الزُّهْرِىِّ يَاْمُرُهُ اَنْ يَدخُلَ عَلٰى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الحَارِثِ الاَسْلَمِيَّةِ، فَيَسْأَلُهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بنُ عَبدِ اللّٰهِ بْنِ الاَرْقَمِ اِلٰى عَبدِ الله بن عُتبةَ يُخْبِرُهُ اَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الحَارِثِ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِىْ عَامِرِ بْنِ لُؤَىٍّ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، فَتُوُفِّىَ عَنْهَا فِى حَجَّةِ الوَدَاعِ، وَهِىَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْشَبْ اَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِه،

فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، فَقَالَ لَهَا مَالِي أَرَاكِ تَجَمَّلْتِ لِلْخُطَّابِ، تُرَجِّينَ النِّكَاحَ، وَإِنَّكِ وَاللّٰهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، قَالَتْ سُبَيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِي ذٰلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إِنْ بَدَا لِي * تَابَعَهُ أَصْبَغُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ مَوْلَى بَنِي عَامِرِ ابْنِ لُؤَيٍّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدْرًا أَخْبَرَهُ.

৩৬৯৮/৪০. কুতাইবা রা. ...... হযরত নাফি' র. থেকে বর্ণিত যে, হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল রা.–যিনি ছিলেন বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী একজন সাহাবী– তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, ইবনে উমরের নিকট জুম'আর দিন এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি সাওয়ারীর পিঠে আরোহণ করে তাঁকে দেখতে গেলেন। তখন বেলা হয়ে গিয়েছে এবং জুমু'আর সালাতের সময়ও ঘনিয়ে এসেছে। তিনি সেদিন জুমুআ'র নামায ছেড়ে দিলেন– (জুমু'আর নামায আদায় করতে পারলেন না।)

وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ رض (আর এক সনদে) লাইস র...... হযরত উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা থেকে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে উত্বা উমর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম যুহরীকে, সুবাই'আ বিনতে হারিস আসলামিয়্যা রা. এর কাছে গিয়ে তার ঘটনা ও (গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত সম্বন্ধে) তার প্রশ্নের উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে যা বলেছিলেন সে সম্পর্কে পত্র মারফত জিজ্ঞাসা করে জানতে আদেশ করলেন। এরপর উমর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম রা. আবদুল্লাহ ইবনে উতবাকে লিখে জানালেন যে, সুবাইআ বিনতুল হারিস তাকে জানিয়েছেন যে, তিনি বনু আমির ইবনে লুয়াই গোত্রের সাদ ইবনে খাওলার স্ত্রী ছিলেন, সা'দ রা. বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী ছিলেন। তিনি বিদায় হজ্জের বছর ইন্তিকাল করেন। তখন তাঁর স্ত্রী (সুবাই 'আ) গর্ভবতী ছিলেন। তার ইন্তিকালের কিছুদিন পরেই তিনি সন্তান প্রসব করলেন। (অর্থাৎ সা'দের মৃত্যুর ৫০দিন বা এর চেয়েও কম সময়ে সুবাই আ. সন্তান প্রসব করলেন) এরপর নিফাস থেকে পবিত্র হয়েই তিনি বিবাহের পয়গাম দাতাদের উদ্দেশ্যে সাজসজ্জা আরম্ভ করলেন। এ সময় আবদুদ্দার গোত্রের আবুস সানাবিল ইবনে বা'কাক নামক এক ব্যক্তি তাকে গিয়ে বললেন কি হয়েছে, আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি বিবাহের আশায় পয়গাম দাতাদের উদ্দেশ্যে সাজসজ্জা আরম্ভ করে দিয়েছ? কিন্তু আল্লাহ্র কসম, চার মাস দশদিন ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে তুমি বিবাহ করতে পারবে না। সুবাইআ (রা.) বলেন, (আবুস সানাবিল আমাকে) এ কথা বলার পর আমি স্বীয় কাপড় চোপড় পরিধান করে বিকেল বেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গেলাম এবং এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন, যখন আমি সন্তান প্রসব করেছি তখন থেকেই আমি হালাল হয়ে গিয়েছি। এরপর তিনি আমাকে বিয়ে করার নির্দেশ দিলেন যদি আমার ইচ্ছা হয়। (এ হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হল হযরত সা'দ রা. বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন)

(ইমাম বুখারী র. বলেন, আসবাগ.... ইউনুসের সূত্রে লাইসের মতই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। লাইস র. বলেছেন, ইউনুস ইবনে শিহাব সূত্রে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। ইবনে শিহাব র. বলেন, বনু আমির ইবনে

লুয়াই গোত্রের আযাদকৃত গোলাম মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে সাওবান আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী মুহাম্মদ ইবনে ইয়াস ইবনে বুকাইয়ের পিতা তাকে জানিয়েছেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল হল– وَكَانَ بَدْرِيًّا বাক্যে।

আল্লামা আইনী র. বলেন, হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ রা. আশারায়ে মুবাশশারার অন্তর্ভুক্ত। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। তা সত্ত্বেও তাকে এজন্য বদরী সাহাবী গণ্য করা হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সাঈদ ও তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা.-কে শামের পথের দিকে কুরাইশের বাণিজ্যিক কাফেলার সংবাদ নেয়ার জন্য গোয়েন্দারূপে পাঠিয়েছিলেন। তাদের যাবার পরই বদরের যুদ্ধ সংঘঠিত হয় তাদের প্রত্যাবর্তনের পুর্বে। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাব্যস্ত করে গণিমতের অংশ দিয়েছেন। অতএব তাদেরকে বদরে অংশগ্রহণকারী গণ্য করা হয়েছে।

قَوْلُهُ :ذُكِرَلَهُ عَلٰى صِيغَةِ الْمَجْهُولِ

হাফিজ আসকালানী র. বলেন– لَمْ اَقِفْ عَلٰى اِسْمِ ذَاكِرِ ذَالِكَ –'কে এ কথা উল্লেখ করেছেন তার নাম সম্পর্কে আমি ওয়াকিফহাল হতে পারিনি।'

قَوْلُهُ : وَاقْتَرَبَتِ الْجُمُعَةُ

জুমুআর নামাযের সময় নিকটবর্তী হয়েছে। অর্থাৎ, এখানো ওয়াক্ত হয়নি। এর দ্বারা বুঝা গেল, সূর্য হেলার পূর্বে শুক্রবার দিন সফর করা জায়েয আছে। অবশ্য সূর্য হেলার পর যেহেতু ওয়াক্ত এসে যায়, সেহেতু তখন সফর জায়েয নেই। তবে যৌক্তিক ওযরের কারণ হলে সেটা ভিন্ন ব্যাপার।

হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ রা. হযরত উমর ফারুক রা. এর চাচাত ভাই ও ভগ্নিপতি ছিলেন। অর্থাৎ, নিকট আত্মীয় ছিলেন। মুমূর্ষ অবস্থায় জান বের হবার খবর পাওয়ার ফলে হযরত ইবনে ওমর রা. উজরের কারণে জুমআর নামায পড়তে পারেননি وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ الخ ـ

"লাইস বর্ণনা করেছেন, আমাকে ইউনুস হাদীস বর্ণনা করেছেন, ইবনে শিহাব থেকে, ইবনে শিহাব বলেছেন– **আমাকে উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উত্বা হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উত্বা উমর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম যুহরী র. কে লিখেছেন যে, তিনি যেন সুবাই'আ বিনতে হারিস আসলামিয়ার নিকট যান এবং তার নিকট তার ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুবাইআকে তার ফতওয়া জিজ্ঞেস করার সময় যা বলেছিলেন তা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন ফলে উমর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম আবদুল্লাহ ইবনে উত্বাকে প্রতিউত্তরে লিখলেন যে, হযরত সুবাইআ বিনতে হারিস রা. তাকে সংবাদ দিয়েছেন, সুবাইয়া সা'দ ইবনে খাওলার বিয়েতে ছিলেন (স্ত্রী ছিলেন)। সা'দ ছিলেন বনূ আমির ইবনে লুয়াই এর অন্তর্ভুক্ত। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বিদায় হজ্জে তাঁর ওফাত হয়েছে। তখন সুবাই'আ রা. ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা।**

এরপর বেশিদিন অতিক্রান্ত হয়নি, তার সন্তান প্রসাব হল। (উদ্দেশ্য হল, সা'দ ইবনে খাওলার ওফাতের পর ২৫ দিন অথবা তার চেয়ে কম দিন অতিক্রান্ত হয়। এমতাবস্থায় সুবাইয়া সন্তান জন্মদেন।)

অতঃপর যখন তিনি নিফাস থেকে পবিত্র হন, তখন বিয়ের প্রস্তাব দাতাদের জন্য সুবাইয়া সুন্দর কাপড় পরিধান করেন। বনু আবদুদদারের এক ব্যক্তি আবুস সানাবিল ইবনে বা'কাক তার নিকট এসে তাকে বললেন, আমার ধারণা তুমি বিয়ের প্রস্তাব দাতাদের জন্য সাজসজ্জা করেছ, বোধ হয় তুমি বিয়ের জন্য মনস্থ করেছ। কিন্তু আল্লাহর কসম, তুমি বিয়েওয়ালী নও। অর্থাৎ, তোমার উপর চার মাস দশদিন (ওফাতের ইদ্দত) অতিক্রান্ত

হওয়ার পুর্বে বিয়ে বৈধ নয়। সুবাইআর বিবরণ, যখন আবুস সানাবিল আমাকে এ কথা বললেন, তখন বিকেলেই আমি আমার পোশাক পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হাজির হলাম। আমি এ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলাম। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ফতওয়া দিলেন, নিঃসন্দেহে আমি হালাল হয়ে গেছি, যখন সন্তান প্রসব হয়েছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিয়ের অনুমতি দেন, যদি আমার ইচ্ছে হয়।

উদ্দেশ্য হল. হযরত সা'দ রা. বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত সাহাবী।

নোট ঃ লাইসের এ রেওয়ায়াতটি ইমাম বুখারী র. ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর সূত্রে কিতাবুত তালাকেও লিখেছেন। দ্রষ্টব্য ২/৮০১-৮০২।

تَابَعَهُ أَصْبَغُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ

অর্থাৎ, লাইসের মুতাবাআত করেছেন আসবাগ ইবনুল ফারাজ মিসরী, যিনি ইমাম বুখারী র.-এর উস্তাদ। উপরোক্ত রেওয়ায়াতে আসবাগ মুতাবাআত করেছেন, ইবনে ওহাব তথা আব্দুল্লাহ ইবনে ওহাব– ইউনুস সূত্রে।

وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ أَخْبَرَنِي الخ ـ

লাইস বলেছেন ইউনুস ইবনে শিহাব থেকে বর্ণনা করেছেন। ইউনুস বলেন, আমি ইবনে শিহাবকে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি বলেছেন, আমাকে বনু আমির ইবনে লুয়াইয়ের আযাদকৃত দাস মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে ছাওবান সংবাদ দিয়েছেন যে, মুহাম্মদ ইবনে আয়াস ইবনে বুকাইর তাকে সংবাদ দিয়েছেন। এবং তার পিতা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ছিলেন।

উপকারিতা ঃ ইমাম বুখারী র. এখানে যোগসুত্রের কারণে শুধু একটি টুকরো বর্ণনা করেছেন। সে অংশটুকু হল–وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدْرًا অন্যথায় এ হাদীসটি সুদীর্ঘ। যার সারমর্ম হল– যখন কেউ স্ত্রীকে তিন তালাক দেয় তখন তার জন্য এই স্ত্রী বৈধ থাকে না।

وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدْرًا

এটি ان-এর ইসম এবং খবরের মাঝে জুমলায়ে মু'তারিযা।

২১৭৩. بَابُ شُهُودِ الْمَلَائِكَةِ بَدْرًا

২১৭৩. পরিচ্ছেদ ঃ বদর যুদ্ধে ফিরিশ্তাদের অংশগ্রহণ

ব্যাখ্যা ঃ দুটি অনুচ্ছেদের পূর্বে ৫৬৪ পৃষ্ঠায় গেছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দোআর ফলে আল্লাহ তা'আলা শুভ সংবাদ দিয়েছেন– أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ الخ ـ

বায়হাকী প্রমুখ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, বদর যুদ্ধে যেসব কাফির নিহত হয়েছে, তন্মধ্যে যারা ফিরিশতাদের মাধ্যমে মারা গেছে, সাহাবায়ে কিরাম গর্দানের উপর এবং জোড়া জোড়ায় (বিভিন্ন রকমের) বিশেষ চিহ্ন দেখে চেনে ফেলতেন যে, তারা ফিরিশতাদের কারণে নিহত হয়েছে। কারণ, ফিরিশতা কর্তৃক নিহতদের গর্দান ও আঙ্গুলের মাথায় আগুনের কালো দাগ হয়ে থাকত। (ফাতহ্)

মুসনাদে ইসহাকে জুবাইর ইবনে মুতইম রা. থেকে বর্ণিত আছে, বদর যুদ্ধের দিন কাফিরদের পরাজয়ের পূর্বে যখন আমি দেখলাম আসমান থেকে পিপিলিকার মত কিছু জিনিস অবতীর্ণ হচ্ছে, সম্পূর্ণ কৃষ্ণ ধুলোর মত মনে হচ্ছিল, তখন আমার অন্তরে বিন্দু মাত্র সন্দেহ ছিল না যে, এগুলো ছিল ফিরিশতা। ফিরিশতাদের অবতরনের পরেই কাফিরদের পরাজয় ঘটে।

মুসলিমে হযরত ইবনে আববাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, যখন কোন কাফিরের পিছনে মুসলমান দৌড়ত তখন ঘোড়ার আওয়াজ এবং বেতের আওয়াজ শুনত। এক আনসারী সাহাবী আওয়াজ শুনলেন, হে হাইযূম! এগিয়ে চল (হাইযূম হল হযরত জিবরাঈল আ. এর ঘোড়ার নাম)। এরপর সে মুশরিকের প্রতি নজর করেই দেখতেন সে জমিনে পড়ে আছে। তার নাক এবং চেহারা বেত্রাঘাতের ফলে ফেটে নীল হয়ে গেছে।

৩৬৯৯. حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ أَبُوهُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ قَالَ جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَاتَعُدُّونَ أَهْلَ بَدْرٍ فِيكُمْ؟ قَالَ مِنْ أَفْضَلِ الْمُسْلِمِينَ او كَلِمَةً نَحْوَهَا قَالَ وَكَذٰلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ ـ

৩৬৯৯/৪১. ইসহাক ইবনে ইব্‌রাহীম র. ...... হযরত মু'আয ইবনে রিফাআ'ইবনে রাফি 'যুরাকী র. তাঁর পিতা হযরত রিফাআ রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের একজন ছিলেন (অর্থাৎ, বদরী সাহাবী) তিনি বলেন, একবার জিব্‌রাঈল (আ.) নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে বললেন, আপনারা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী মুসলমানদেরকে কিরূপ গণ্য করেন? অর্থাৎ, কোন শ্রেণীতে গণ্য করেন। তিনি বললেন, তারা সর্বোত্তম মুসলমান অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) এরূপ কোন বাক্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন। জিব্‌রাঈল (আ.) বললেন, অনুরূপভাবে ফিরিশ্‌তাগণের মধ্যে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীগণও তদ্রূপ মর্যাদার অধিকারী।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে হাদীস শরীফে সর্বশেষ বাক্য وَكَذَالِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ বাক্যের সাথে মিল রয়েছে।

اوكَلِمَةً نَحْوَهَا বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে সংশয়। উদ্দেশ্য এই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম أَفْضَلُ الْمُسْلِمِينَ শব্দ বলেছেন, অথবা مِنْ خِيَارِ الْمُسْلِمِينَ বলেছেন। যেমন বায়হাকীর রেওয়াতে আছে।

৩৭০০. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ (بْنُ حَرْبٍ) قَالَ حدثنا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ وَكَانَ رِفَاعَةُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ وَكَانَ رَافِعٌ مِنْ أَهْلِ الْعَقَبَةِ وَكَانَ يَقُولُ لِابْنِهِ مَايَسُرُّنِى أَنِّى شَهِدْتُ بَدْرًا بِالْعَقَبَةِ قَالَ سَأَلَ جِبْرِيلُ النَّبِيَّ ﷺ بِهٰذَا ـ

৩৭০০/৪২. সুলাইমান ইবনে হারব র. .... হযরত মু'আয ইবনে রিফাআ' ইবনে রাফি' র. থেকে বর্ণিত– যে, রিফাআ' রা. ছিলেন বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী একজন সাহাবী, আর রাফি' রা. ছিলেন বাই'আতে আকাবায় অংশগ্রহণকারী একজন সাহাবী। রাফি' রা. তার পুত্র (রিফাআ') কে বলতেন, বাই'আতে 'আকাবায় শরীক থাকার চেয়ে বদর যুদ্ধে শরীক থাকা আমার কাছে বেশি আনন্দের বিষয় বলে মনে হয় না। অর্থাৎ, বাইআতে আকাবায় শরীক হওয়ার পরিবর্তে বদরে শরীক হওয়াকে প্রাধান্য দেইনা, তিনি বললেন, জিবরাঈল আ. এ বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

উদ্দেশ্য স্পষ্ট, পুর্বোক্ত রেওয়ায়াতের দিকে ইঙ্গিত যে, হযরত জিবরাঈল আ. জিজ্ঞেস করেছেন– مَاتَعُدُّونَ أَهْلَ بدرٍ فِيكُم الخ।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত রাফি' রা. বাইআতে আকাবার অংশগ্রহণকে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে উত্তম মনে করেছেন। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসসমূহ দ্বারা বদরীগণের ফযীলত প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

এর উত্তর হল– হযরত রাফি' রা.-এর নিকট বদরীদের ফযীলত সংক্রান্ত রেওয়ায়াত পৌঁছেনি। এজন্য তিনি নিজস্ব ইজতিহাদ দ্বারা এ কথা বলেছেন যেহেতু বাইআতে আকাবা হিজরতের কারণ। তাছাড়া এটি সমস্ত যুদ্ধে শক্তির কারণ হয়েছে।

আকবার একটি ঘাটির নাম যেটি মক্কার পাশে মিনায় অবস্থিত। তাতে রয়েছে জামরা। অর্থাৎ, স্তম্ভ যার উপর হাজীগণ কংকর মারেন। আর এ থেকেই বায়আতে আকাবায়ে উলা এবং বাইআতে আকাবায়ে সানিয়া। যাতে হিজরতের পূর্বে আনসারীগণ মক্কায় এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বাইআত হয়েছিলেন আকাবায়ে উলায় ছিলেন ১২জন। আর সানিয়াতে ছিলেন ৭০জন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বদরীগণ উত্তম। শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহর হাতে। আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা তা দান করেন।

আল্লামা আইনী আল্লামা কিরমানী সূত্রে বর্ণনা করেছেন– مَا يَسُرُّنِي-এর মধ্যে مَا শব্দটি ইসতিফহামিয়া (প্রশ্নবোধক)। এতে বদরে উপস্থিতির তামান্না রয়েছে। তরজমা হবে, কতই না আনন্দ হত, যদি আকাবার পরিবর্তে বদর যুদ্ধে উপস্থিত হতাম। এমতাবস্থায় বদর যুদ্ধের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হবে না।

٣٧٠١. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى سَمِعَ مُعَاذَ بْنَ رِفَاعَةَ أَنَّ مَلَكًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ وَعَنْ يَحْيَى أَنَّ يَزِيدَ بْنَ الْهَادِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ يَوْمَ حَدَّثَهُ مُعَاذٌ هٰذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ يَزِيدُ قَالَ مُعَاذٌ أَنَّ السَّائِلَ هُوَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

৩৭০১/৪৩. ইসহাক ইবনে মানসুর র. ...... হযরত মু'আয ইবনে রিফাআ' র. থেকে বর্ণিত, একজন ফিরিশ্‌তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করেছেন। ইয়াহইয়া থেকে বর্ণিত যে, ইয়াযীদ ইবনুল হাদ্ বর্ণনা করেছেন, যেদিন মু'আয ইবনে রিফাআ' রা. এ হাদীসটি বর্ণনা করেছিলেন সেদিন তিনিও তার কাছেই ছিলেন। ইয়াযীদ বলেছেন, মু'আয রা. বর্ণনা করেছেন যে, প্রশ্নকারী ফিরিশ্‌তা হলেন জিব্‌রাঈল আ.।

٣٧٠٢. حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ هٰذَا جِبْرِيلُ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ عَلَيْهِ أَدَاةُ الْحَرْبِ.

৩৭০২/৪৪. ইব্‌রাহীম ইবনে মুসা র. .... হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত যে, বদর যুদ্ধের দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এই তো জিব্‌রাঈল আ. রণ-সজ্জায় সজ্জিত হয়ে ঘোড়ার মাথায় (ঘোড়ার লাগামে) হাত দিয়ে ধরে আছেন, এর উপর রয়েছে যুদ্ধাস্ত্র।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট। সাঈদ ইবনে মনসুর আতিয়্যা ইবনে কায়েস থেকে বর্ণনা করেছেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর যুদ্ধ থেকে অবসর হলে হযরত জিবরাঈল আ. লৌহবর্ম পরে লাল ঘোড়ার উপর আরোহণ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বললেন– হে মুহাম্মদ! আল্লাহ তা'আলা আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করেছেন। আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন ততক্ষন পর্যন্ত আপনার কাছ থেকে পৃথক না হই, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি সন্তুষ্ট না হবেন। আপনি কি সন্তুষ্ট হয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ (উমদা, ফাতহ্)

ইবনে ইসহাক র. আবূ ওয়াকিদ লাইসী র. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বদর যুদ্ধের দিন আমি এক কাফিরের পশ্চাৎধাবন করছিলাম তাকে হত্যা করার জন্য। এমতাবস্থায় দেখলাম, আমার তলোয়ার তার গর্দানে পৌঁছার পূর্বেই সে কাফিরের মস্তক বিচ্ছিন্ন হয়ে জমিনে পড়ে গেল। (ফাত্হ)

বায়হাকী মুহাম্মদ ইবনে জুবাইর ইবনে মুতইম এর হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি হযরত আলী রা. থেকে শুনেছেন, তিনি বলেছেন এমন মারাত্মক ঝড়ো হাওয়া শুরু হল যে, আমি এরূপ প্রচণ্ড ঝড়োহাওয়া কখনো দেখেনি। এর পর আরো প্রচন্ড ঝড়ো হাওয়া শুরু হল। আমার ধারণা, তিনি তিন বারের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথম ঝড়ো হাওয়া ছিল হযরত জিবরাঈল আ., দ্বিতীয়টি হযরত মীকাঈল আ., তৃতীয়টি হযরত ইসরাফীল আ.। হযরত মীকাঈল আ. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ডান দিকে ছিলেন। সেদিকে ছিলেন হযরত আবূ বকর রা.। হযরত ইসরাফীল আ. ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাম দিকে। সেদিকেই ছিলাম আমি। তাছাড়া হযরত আলী. থেকে বর্ণিত আছে– বদর যুদ্ধের দিন আমাকে এবং হযরত আবূ বকর রা.-কে বলা হল– তোমাদের দুজনের একজনের সাথে হযরত জিবরাঈল আ. আর দ্বিতীয়জনের সাথে হযরত মীকাঈল আ. আছেন। হযরত ইসরাফীল আ. এক সুবিশাল ফিরিশতা। তিনি যুদ্ধের কাতারে আসেন ও লড়াইয়ে উপস্থিত থাকেন। (উমদা)

আসকালানী র. শায়েখ তাকী উদ্দীন সুবকী র. থেকে বর্ণনা করেন যে, কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এতে কি হিকমত যে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে জিবরাঈল আ. লড়াইয়ে শরীক থাকেন, অথচ জিবরাঈল আ. তার একটি পাখার মাধ্যমে পরাস্ত করে দিতে পারেন? আমি উত্তর দিলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে জিবরাঈল আ. সঙ্গের সাথে থাকার হিকমত হল, এ লড়াইটিকে যেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের যুদ্ধ বলা হয় আর ফিরিশতাদেরকে বলা হয় সৈন্যরূপে সহকারী। আল্লাহ তা'আলার চিরাচরিত নিয়ম এই দুনিয়াতে তথা আসবাবের জগতে এটাই।

٢١٧٤. بَابٌ

২১৭৪. পরিচ্ছেদ ঃ এ অনুচ্ছেদটি শিরোনামহীন। যেন পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদের পরিচ্ছেদের ন্যায়। অর্থাৎ, বদরে অংশগ্রহণকারীদের সাথে সংশ্লিষ্ট।

٣٧٠٣. حَدَّثَنِى خَلِيفَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِىُّ قَالَ حدثنا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ انسٍ رضى الله عنه قَالَ مَاتَ اَبُو زَيدٍ وَلَمْ يَتْرُكْ عَقِبًا وَكَانَ بَدْرِيًّا .

৩৭০৩/৪৫. খলীফা র. ..... হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আবু যায়েদ (কায়েস ইবনুস সাকান আনসারী রা.) ইন্তিকাল করেন। তিনি কোন সন্তান-সন্ততি রেখে যাননি। তিনি ছিলেন বদরী সাহাবী।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল كَانَ بَدْرِيًّا বাক্যে। ইমাম বুখারী রা. হাদীসটিকে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। بَابُ مَنَاقِبِ الأَنْصَارِ এ ৫৩৭ পৃষ্ঠায় এ হাদীসটি এসেছে। অথচ আনাস রা. বলেন, নববী যুগে চারজন কুরআনে হাকীম সংকলণ করেছেন। এই চারজনই ছিলেন আনসারী– ১. উবাই ইবনে কা'ব রা.। ২. মুআয ইবনে জাবাল রা. ৩. আবূ যায়েদ রা. ৪. যায়েদ ইবনে সাবিত রা.। কাতাদা বলেন– আমি হযরত আনাস রা. কে জিজ্ঞেস করলাম, আবূ যায়েদ রা. কে? তিনি বললেন, আমার এক চাচা।

নোট ঃ এখানে ফাতহুল বারী গ্রন্থকার মানাকিবুল আনসার সূত্রে যে রেওয়ায়াতটি বর্ণনা করেছেন সেটি মানাকিবুল আনসারে পাওয়া যায়নি। মানাকিবুল আনসারে যে রেওয়ায়াতটি পাওয়া গেল, সেটির তরজমা আমি করে দিয়েছি। তাছাড়া এর সমার্থবোধক হাদীস ২/৫৪৮ এ আছে।

٣٧٠٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ خَبَّابٍ اَنَّ اَبَا سَعِيدِ بْنِ مَالِكٍ الْخُدْرِىَّ رضى الله عنه قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ،

فَقَدَّمَ إِلَيْهِ أَهْلُهُ لَحْمًا مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِيّ، فَقَالَ مَا أَنَا بِآكِلِهِ حَتَّى أَسْأَلَ، فَانْطَلَقَ إِلَى أَخِيهِ لِأُمِّهِ، وَكَانَ بَدْرِيًّا، قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ إِنَّهُ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ نَقْضٌ لِمَا كَانُوا يُنْهَوْنَ عَنْهُ مِنْ أَكْلِ لُحُومِ الأَضْحَى بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ۔

৩৭০৪/৪৬. 'আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ র. ..... হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে খাব্বাব র. থেকে বর্ণিত যে, আবু সা'ঈদ ইবনে মালিক খুদরী রা. সফর থেকে বাড়ি ফেরার পর তার পরিবারের লোকেরা তাঁকে কুরবানীর গোশ্ত থেকে কিছু গোশ্ত খেতে দিলেন। তিনি বললেন, আমি এর হুকুম জিজ্ঞেস না করে এ গোশ্ত খাব না। (কারণ ইসলামের প্রথম যুগে তিনদিনের বেশী কুরবানীর গোশত রাখতে নিষেধ করা হয়েছিল।) তারপর তিনি তার মায়ের গর্ভজাত তথা মা শরীক বৈপিত্রেয় ভ্রাতা কাতাদা ইবনে নু'মানের কাছে গিয়ে বিষয়টি জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি (কাতাদা ইবনে নোমান ছিলেন), একজন বদরী সাহাবী। (অর্থাৎ, কাতাদা ইবনুন নো'মান রা. বদর যুদ্ধে অংশগ্রণকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন) তখন আবু সাঈদ রা. কাতাদাকে জিজ্ঞেস করলেন, তখন তিনি তাকে বললেন, তিন দিন পর কুরবানীর গোশ্ত খাওয়ার ব্যাপারে তোমাদের প্রতি যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল পরবর্তীতে (অনুমতি সম্বলিত হুকুম দ্বারা) তা সম্পূর্ণভাবে রহিত করে দেয়া হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ উদ্দেশ্যে হল– তিন দিনের অতিরিক্তের নিষেধ সংক্রান্ত হুকুম রহিত। অতএব এখন খেতে পার। এর অতিরিক্ত ব্যাখ্যা কুরবানীর বিবরণে ইনশাআল্লাহ থাকবে। শিরোনামের সাথে মিল وَكَانَ بَدْرِيًّا الخ বাক্যে।

٣٧٠٥. حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ الزُّبَيْرُ لَقِيتُ يَوْمَ بَدْرٍ عُبَيْدَةَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ مُدَجَّجٌ لَا يُرَى مِنْهُ إِلَّا عَيْنَاهُ، وَهُوَ يُكْنَى أَبُو ذَاتِ الْكَرِشِ، فَقَالَ أَنَا أَبُو ذَاتِ الْكَرِشِ۔ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ بِالْعَنَزَةِ فَطَعَنْتُهُ فِي عَيْنِهِ فَمَاتَ، قَالَ هِشَامٌ فَأُخْبِرْتُ أَنَّ الزُّبَيْرَ قَالَ لَقَدْ وَضَعْتُ رِجْلِي عَلَيْهِ ثُمَّ تَمَطَّأْتُ فَكَانَ الْجَهْدُ أَنْ نَزَعْتُهَا وَقَدِ انْثَنَى طَرَفَاهَا قَالَ عُرْوَةُ فَسَأَلَهُ إِيَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَاهُ، فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ أَخَذَهَا ثُمَّ طَلَبَهَا أَبُو بَكْرٍ فَأَعْطَاهُ، فَلَمَّا قُبِضَ أَبُوبَكْرٍ سَأَلَهَا إِيَّاهُ عُمَرُ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا۔ فَلَمَّا قُبِضَ عُمَرُ أَخَذَهَا ثم طَلَبَهَا عُثْمَانُ مِنْهُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا، فَلَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ وَقَعَتْ عِنْدَ آلِ عَلِيٍّ فَطَلَبَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى قُتِلَ۔

৩৭০৫/৪৭. উবাইদ ইবনে ইসমাঈল র. ..... হযরত উরওয়া র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত যুবাইর রা. বলেছেন, বদর যুদ্ধের দিন আমি উবাইদা ইবনে সাঈদ ইবনে আস কে সারা শরীর অস্ত্রাবৃত অবস্থায় দেখলাম যে, তার দু'চোখ ব্যতীত আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। তাকে আবু যাতুল কারিশ বলে ডাকা হত। সে বলল, আমি আবু যাতুল কারিশ। (এ কথা শুনে) নেযাটি দিয়ে আমি তার উপর হামলা করলাম এবং তার চোখ ফুঁড়ে দিলাম। সে তৎক্ষণাৎ মারা গেল। হিশাম বলেন, আমাকে জানানো হয়েছে যে, যুবাইর রা. বলেছেন, তার (উবাইদা ইবনে সাঈদ ইবনে আসের) লাশের উপর পা রেখে হাত দিয়ে টেনে বহু কষ্টে বেশ বল প্রয়োগ করে (তার চোখ থেকে) আমি নেযাটি বের করলাম। এতে নেযার উভয় প্রান্ত বাঁকা হয়ে যায়। উরওয়া র. বলেন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবাইরের নিকট নেযাটি (ধাররূপে) চাইলে তিনি তা তাঁকে দিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর তিনি তা নিয়ে যান। এবং পরে আবু বকর রা. তা চাইলে তিনি তাকে নেযাটি দিয়ে দেন। পরে আবূ বকরের ইনতিকালের পর তিনি তা নিয়ে নেন। আবু বকরের ইনতিকালের পর উমর রা. তা চাইলেন। তিনি তাকে নেযাটি দিয়ে দিলেন। কিন্তু উমরের ইন্তিকালের পর যুবাইর রা. পুনায় নেযাটি নিয়ে যান। এরপর উসমান রা. তাঁর নিকট নেযাটি চাইলে তিনি উসমানকে তা দিয়ে দেন। তবে উসমানের শাহাদতের পর তা হযরত আলীর লোকজনের হস্তগত হওয়ার পর আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. তা চেয়ে নিয়ে যান। এরপর থেকে শহীদ হওয়া পর্যন্ত নেযাটি তাঁর নিকটই থাকে।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল হল– لَقِيتُ يَوْمَ بَدْرٍ বাক্যে। عَنَزَةٌ-এর অর্থ হল নেয়া।

৩৭০৬. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَايِعُونِي ـ

৩৭০৬/৪৮. আবুল ইয়ামান র......... আবু ইদরীস আয়িযুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ র. থেকে বর্ণিত, হযরত উবাদা ইবনে সামিত রা. বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, আমার হাতে বাই'আতও। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

এ হাদীসটি কিতাবুল ঈমানে (পৃষ্ঠা– ৭) এসেছে।

৩৭০৭. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَبَنَّى سَالِمًا وَنَكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : أُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ فَجَاءَتْ سَهْلَةُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ـ

৩৭০৭/৪৯. ইয়াহ্ইয়া ইবনে বুকাইর র. .... নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিণী হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী আবু হুযাইফা রা. এক আনসারী মহিলার আযাদকৃত গোলাম সালিমকে পালকপুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়েদকে পালকপুত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি তাকে তার ভ্রাতুষ্পুত্রী হিন্দ বিন্তে ওয়ালীদ ইবনে উতবার সাথে বিয়ে করিয়ে দেন। বর্বরতার যুগে কেউ কোন ব্যক্তিকে পালকপুত্র হিসাবে গ্রহণ করলে লোকেরা তাকে তার (পালনকারীর) প্রতিই সম্বোধন করে ডাকত এবং সে তার পরিত্যক্ত সম্পদের ওয়ারিস হত। (অর্থাৎ, মৃত্যুর পরে পরিত্যক্ত সম্পদ পেত) অবশেষে আল্লাহ্ তাআলা এ আয়াত নাযিল করলেন, أُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ "তোমরা তাদেরকে ডাক তাদের পিতৃ পরিচয়ে।' এরপর (আবু হুযায়ফার স্ত্রী) সাহ্লা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসেন। অতঃপর বিস্তারিতভাবে তিনি হাদীস বর্ণনা করলেন।

উপকারিতা ঃ শিরোনামের সাথে মিল হল وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا বাক্যে। এ হাদীসটির ব্যাখ্যা কিতাবুন নিকাহে (পৃষ্ঠা– ৭৬২) বিস্তারিতভাবে ইনশাআল্লাহ আসবে।

٣٧٠٨. حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ غَدَاةَ بُنِيَ عَلَيَّ فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي وَجُوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِهِنَّ يَوْمَ بَدْرٍ حَتَّى قَالَتْ جَارِيَةٌ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَافِي غَدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَتَقُولِي هٰكَذَا وَقُولِي مَاكُنْتِ تَقُولِينَ ـ

৩৭০৮/৫০. আলী র. ..... হযরত রুবায়য়্যি বিন্ত মু'আওয়ায রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমার বাসর রাতের পরদিন সকাল বেলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসলেন এবং তুমি (এই সম্বোধন ঐ ব্যক্তিকে যে রুবাইয়্যি থেকে বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ খালিদ ইবনে যাকওয়ানকে) যেভাবে আমার কাছে বসে আছ ঠিক সেভাবে আমার পাশে আমার বিছানায় এসে বসলেন। তখন কয়েকজন ছোট বালিকা দফ তথা তাম্বুরা বাজিয়ে বদর যুদ্ধে নিহত শহীদ পিতা-প্রপিতাদের প্রশংসামূলক শ্লোক আবৃত্তি করছিল। পরিশেষে একটি বালিকা বলে উঠল, وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ – আমাদের মাঝে এমন একজন নবী আছেন, যিনি জানেন, আগামীকাল কি হবে। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এরূপ কথা বলবে না, বরং পূর্বে যা তাই আবৃত্তি করছিলে বল।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল। যেহেতু হাদীস শরীফে يَوْمَ بَدْرٍ শব্দে এসেছে সেহেতু সামান্য যোগসূত্রের কারণে এখানে হাদীসটি এনেছেন।

غَدَاةَ ঃ এতে জরফ হিসেবে নসব হয়েছে। এটি পরবর্তী বাক্যের দিকে মুযাফ।

بُنِيَ ঃ শব্দটি মাজহুল।

عَلَيَّ ঃ ইয়া এর উপর তাশদীদ। الْبِنَاء-এর অর্থ হল– স্ত্রীর নিকট প্রবেশ করা (বাসর)।

وَجُوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ ঃ জুমলায়ে হালিয়া।

بِالدُّفِّ ঃ এখানে দাল এর উপর যবর ও হতে পারে। (তাম্বুরা। অনুবাদক উফিয়া আনহু)

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, বিয়ে-শাদিতে দফ তথা তামবুরা বাজানো এবং শোনা জায়েয আছে। তাছাড়া মাখলুকের দিকে অদৃশ্য জ্ঞানের সম্বোধন করা জায়েয নেই। (উমদাতুল কারী)

٣٧٠٩. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو طَلْحَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ صَاحِبُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : لاَتَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ يُرِيدُ صُورَةَ التَّمَاثِيلَ الَّتِي فِيهَا الأَرْوَاحُ ـ

৩৭০৯/৫১. ইবরাহীম ইবনে মূসা ও ইসমাঈল র. ...... হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবী আবু তালহা রা. আমাকে জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ঘরে কুকুর কিংবা ছবি থাকে সে ঘরে

(রহমতের) ফিরিশ্‌তা প্রবেশ করেন না। ইবনে 'আব্বাস (রা)-এর মতে ছবি দ্বারা উদ্দেশ্য হল প্রাণীর ছবি তথা যার মধ্যে প্রাণ আছে।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল হল– قَدْ شَهِدَ بَدْرًا বাক্যে। হাদীসটি ৪৬৮ পৃষ্ঠায়, عَنْ اَبِى طَلْحَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ সূত্রে এসেছে। এখানে সংক্ষেপ করা হয়েছে। এটি মূলত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরই ইরশাদ।

তাছাড়া কিতাবুল লিবাসে (পৃষ্ঠা- ৮৮১) দুটি রেওয়ায়াত আসছে। সেগুলোতে হযরত জিবরাঈল আ. বলেছেন, যে ঘরে কুকুর অথবা ছবি থাকে তাতে আমি প্রবেশ করিনা।

৩৭১০. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ قَالَ حدثنا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُسَيْنٍ اَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِىٍّ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَلِيًّا قَالَ كَانَتْ لِىْ شَارِفٌ مِنْ نَصِيْبِىْ مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ ـ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ اَعْطَانِىْ مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْهِ مِنَ الْخُمُسِ يَوْمَئِذٍ، فَلَمَّا اَرَدْتُ اَنْ اَبْتَنِىَ بِفَاطِمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا بِنْتِ النَّبِىِّ ﷺ وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاغًا فِىْ بَنِىْ قَيْنُقَاعَ اَنْ يَرْتَحِلَ مَعِىَ فَنَأْتِىَ بِاِذْخِرٍ، فَأَرَدْتُ اَنْ اَبِيْعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِيْنَ فَنَسْتَعِيْنُ بِهِ فِىْ وَلِيْمَةِ عُرْسِىْ، فَبَيْنَا اَنَا اَجْمَعُ لِشَارِفَىَّ مِنَ الْاَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ وَالْحِبَالِ وَشَارِفَاىَ مُنَاخَتَانِ اِلٰى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ حَتّٰى جَمَعْتُ مَاجَمَعْتُ، فَاِذَا اَنَا بِشَارِفَىَّ قَدْ اُجِبَّتْ اَسْنِمَتُهُمَا، وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا، وَاُخِذَ مِنْ اَكْبَادِهِمَا، فَلَمْ اَمْلِكْ عَيْنَىَّ حِيْنَ رَاَيْتُ الْمَنْظَرَ ـ قُلْتُ : مَنْ فَعَلَ هٰذَا؟ قَالُوْا : فَعَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ فِىْ هٰذَا الْبَيْتِ فِىْ شَرْبٍ مِنَ الْاَنْصَارِ، عِنْدَهُ قَيْنَةٌ وَاَصْحَابُهُ، فَقَالَتْ فِىْ غِنَائِهَا (اَلَا يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ) فَوَثَبَ حَمْزَةُ اِلَى السَّيْفِ فَاَجَبَّ اَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، فَاَخَذَ مِنْ اَكْبَادِهِمَا.

قَالَ عَلِىٌّ فَانْطَلَقْتُ حَتّٰى اَدْخُلَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ وَعَرَفَ النَّبِىُّ ﷺ الَّذِىْ لَقِيْتُ فَقَالَ مَالَكَ؟ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا رَاَيْتُ كَالْيَوْمِ، عَدَا حَمْزَةُ عَلٰى نَاقَتَىَّ، فَاَجَبَّ اَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، وَهَاهُوَذَا فِىْ بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ، فَدَعَا النَّبِىُّ ﷺ بِرِدَائِهِ فَارْتَدٰى، ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِىْ، وَاتَّبَعْتُهُ اَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتّٰى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِىْ فِيْهِ حَمْزَةُ، فَاسْتَاْذَنَ عَلَيْهِ فَاُذِنَ لَهُ فَطَفِقَ النَّبِىُّ ﷺ يَلُوْمُ حَمْزَةَ فِيْمَا فَعَلَ، فَاِذَا حَمْزَةُ ثَمِلٌ، مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ فَنَظَرَ حَمْزَةُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ اِلٰى رُكْبَتِهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ اِلٰى وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ

وَهَلْ اَنْتُمْ اِلَّا عَبِيْدٌ لِاَبِىْ، فَعَرَفَ النَّبِىُّ ﷺ اَنَّهُ ثَمِلٌ - فَنَكَصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرٰى، فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ -

৩৭১০/৫২. আবদান ও আহমাদ ইবনে সালিহ র. ...... হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের গণিমতের মাল থেকে আমার অংশে আমি একটি উট পেয়েছিলাম। আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত 'ফায়' থেকে প্রাপ্ত এক পঞ্চমাংশ থেকেও সেদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে একটি উট প্রদান করেন। আমি যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা ফাতেমার সাথে বাসর রাত যাপন করার ইচ্ছা করলাম তখন আমি বনু কায়নুকার একজন ইয়াহুদী স্বর্ণকারের সাথে পাকাপাকি কথা বললাম অর্থাৎ, তাকে উৎসাহিত করলাম, যেন সে আমার সাথে যায়। (সেখান থেকে) আমরা ইয্খির ঘাস সংগ্রহ করে নিয়ে আসব। পরে ঐ ঘাস স্বর্ণকারদের নিকট বিক্রি করে তা আমি আমার বিয়ের ওয়ালিমায় খরচ করার ইচ্ছা করেছিলাম (এরপর ঐ কার্যে যাত্রা করার জন্য) আমি আমার উট দু'টোর জন্য গদি, বস্তা এবং দড়ির ব্যবস্থা করছিলাম আর উট দু'টো এক আনসারী সাহাবীর ঘরের পার্শ্বে বসান ছিল। আমার যা কিছু সংগ্রহ করার (ইযখির ঘাস আনার জন্য) তা সংগ্রহ করে নিয়ে অর্থাৎ, ইযখির ঘাসস আনার সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করলাম এবং উট আনতে গেলাম, (উটের কাছে) এসে দেখলাম উট দু'টির কুঁজ কেঁটে ফেলা হয়েছে এবং সে দু'টির বক্ষ বিদীর্ণ করে কলিজা খুলে নেওয়া হয়েছে। এ দৃশ্য দেখে আমি আমার অশ্রু সংবরণ করতে পারলাম না। (অর্থাৎ, অনিচ্ছাকৃতভাবে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল) এ দৃশ্য দেখে আমি (নিকটস্থ লোকদেরকে) জিজ্ঞাসা করলাম, এ কাজ কে করেছে? তারা বললেন, আবদুল মুত্তালিবের পুত্র হামযা এ কাজ করেছেন। এখন তিনি এ ঘরে আনসারদের কিছু মদ্যপায়ীর সাথে মদপান করছেন। সেখানে আছে একদল গায়িকা ও কতিপয় সঙ্গী সাথী। (মদ্যপানের সময়) গায়িকা ও তার সঙ্গীগণ গানের ভেতর বলেছিল, اَلَا يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ "হে হামযা! মোটা উষ্ট্রদ্বয়ের প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়"। একথা শুনে হামযা দৌড়িয়ে গিয়ে তলোয়ার হাতে নিল এবং উষ্ট্রদ্বয়ের কুঁজ দু'টো কেঁটে নিল আর এগুলোর পেট চিরে কলিজা বের করে নিয়ে আসল।

আলী রা. বলেন, তখন আমি পথ চলতে চলতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট চলে গেলাম। তখন তাঁর নিকট যায়েদ ইবনে হারিসা রা. উপস্থিত ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাকে চেহারা উদাস ও চিন্তিত দেখামাত্রই) আমি যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছি তা বুঝে ফেললেন। তিনি আমাকে বললেন, তোমার কি হয়েছে? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজকের মত বেদনাদায়ক ঘটনা আমি কখনো দেখেনি। হামযা আমার উট দু'টোর উপর খুব জুলুম করেছেন যে, তিনি উট দু'টোর কুঁজ কেঁটে ফেলেছেন এবং বক্ষ বিদীর্ণ করেছেন। এখন তিনি একটি ঘরে একদল মদ্যপায়ীর সাথে অবস্থান করছেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাদরখানা চেয়ে নিয়ে তা গায়ে দিয়ে হেঁটে রওয়ানা হলেন। (আলী রা. বলেন) এরপর আমি এবং যায়েদ ইবনে হারিস রা. তাঁকে অনুসরণ করলাম। (হাঁটতে হাঁটতে) তিনি যে ঘরে হামযা অবস্থান করছিলেন সে ঘরের কাছে পৌঁছে তার নিকট ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন। তাঁকে অনুমতি দেয়া হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামযাকে তার (উটনীর সাথে) কৃতকর্মের জন্য ভর্ৎসনা করতে শুরু করলেন। হামযা তখন নেশাগ্রস্ত ছিলেন। চোখ দু'টো তাঁর লাল। তিনি নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (পায়ের) প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন এবং দৃষ্টি উপর দিকে উঠিয়ে তারপর তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ের হাঁটুর দিকে তাকালেন। এরপর দৃষ্টি আরো একটু উপর দিকে উঠিয়ে তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চেহারার প্রতি তাকালেন। এরপর হামযা বললেন, তোমরা তো

আমার পিতার দাস। (এ কথা শুনে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝলেন যে, তিনি এখন নেশাগ্রস্ত। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেছনের দিকে হটে ফিরে আসলেন (এবং ঘর থেকে) বেরিয়ে পড়লেন, আমরাও তাঁর সাথে সাথে বেরিয়ে পড়লাম।

ব্যাখ্যা ঃ ১. শিরোনামের সাথে মিল হল– এখানে বলা হয়েছে বদরের দিন গনিমতের সম্পদ থেকে একটি উটনী ভাগে পড়েছে।

২. এ ঘটনা হারাম হওয়ার পূর্বেকার।

শব্দ বিশ্লেষণ ঃ

يَاحَمْزُ ঃ এটি মুনাদায়ে মুরাখখাম।

شُرُف - شَارِفٌ-এর বহুবচন মানে বৃদ্ধা উটনি।

نَوَاء ঃ শব্দটি نَاوِيَة-এর বহুবচন। এটি شُرُفٌ-এর সিফাত। অর্থাৎ, মোটা।

৩. এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে,খুমুস তথা এক পঞ্চমাংশ সংক্রান্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে বদর যুদ্ধে। অধিকাংশ আলিমের মত এটাই। তবে আবু উবাইদা এর বিপরীত বলেন– তার মতে খুমুসের আয়াত বদর যুদ্ধে মালে গণিমত বণ্টিত হওয়ার পর অবতীর্ণ হয়েছে–

এ হাদীসটি ৩১৯, ৩২০, ৪৩৪ ও ৪৩৫ পৃষ্ঠায় এসেছে।

৪. গায়িকা মহিলা সেসব কাব্য পড়েছিল, যেগুলো থেকে প্রভাবিত হয়ে হযরত হামযা রা. উটনীগুলোর উপর আক্রমণ করেছিলেন। সেগুলো নিম্নরূপ–

اَلَايَاحَمْزُ لِلشُّرُفِ النَّوَاءِ * وَهُنَّ مُعَقَّلَاتٌ بِالْفِنَاءِ -

"হামযা! উঠ, মোটা উটনীগুলোর দিকে (আক্রমনের উদ্দেশ্যে) বেরিয়ে যাও, সেগুলো ঘরের বাইরে ময়দানে বেঁধে রাখা হয়েছে।"

ضَعِ السِّكِّينَ فِى اللَّبَّاتِ مِنْهَا * وَضَرِّجْهُنَّ حَمْزَةُ بِالدِّمَاءِ -

"এগুলোর গলায় ছুরি চালাও। হামযা! এগুলোকে রক্তাপ্লুত করে ফেল"।

وَعَجِّلْ مِنْ اَطَائِبِهَا لِشُرْبٍ * قَدِيْدًا مِنْ طَبِيْخٍ اَوْشِوَاءِ

"এগুলোর উত্তম গোশত মদ্যপায়ীদের জন্য দ্রুত নিয়ে আস। গোশতের টুকরা পাকিয়ে আন বা ভূনা করে।" হাফিজ ইবনে হাজার র. ফাতহুল বারীতে বলেন, মু'জামুশ শু'আরায় মারযুবানী র. লিখেছেন– এ সমস্ত কাব্য হল– আবদুল্লাহ ইবনে সাইব মাখযূমীর। তিনি একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, রেওয়ায়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, তখন যারা শরাব পান করেছিলেন তারা ছিলেন আনসার। অথচ আবদুল্লাহ ইবনে সাইব আনসারী ছিলেন না। অতঃপর এর উত্তর দিয়েছেন যে হতে পারে সমস্ত উপস্থিত লোকজনের উপর আনসার শব্দ প্রয়োগ করেছেন প্রবলতার ভিত্তিতে। এসব কাব্য পড়ার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, হযরত হামযা রা. এর মনে যেন উট জবাই করার ব্যাপারে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। যাতে উপস্থিত সবাই গোশত খেতে পারে। হযরত হামযা রা. এর বদান্যতা পূর্ব থেকেই প্রসিদ্ধ ও জানা ছিল। কবিতায় তাঁকে সম্বোধন করে মনোযোগী করা হয়েছে, যাতে তিনি উটনী জবাই করেন।

৩৭১১. حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ حدثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ اَنْفَذَهُ لَنَا ابْنُ الْاَصْبَهَانِى سَمِعَهُ مِنِ ابْنِ مَعْقِلٍ اَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَبَّرَ عَلٰى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَقَالَ اِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا -

৩৭১১/৫৩. মুহাম্মদ ইবনে আব্বাদ র. ...... ইবনে উআইনা ইবনুল আসবাহানী সূত্রে এ হাদীস পৌঁছেছে. তিনি ইবনে মাকিল রা. থেকে শুনেছেন যে, (তিনি বলেছেন) আলী রা. সাহ্‌ল ইবনে হুনাইফের (জানাযার নামাযে) তাকবীর উচ্চারণ করেছেন (জানাযা নামায পড়িয়েছেন) এবং বললেন, তিনি (সাহল ইবনে হুনাইফ) বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

উপকারিতা ঃ শিরোনামের সাথে মিল হল- اَنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا বাক্যে।

اَنْفَذَ الْكِتَابَ اِلَى فُلَانٍ ঃ প্রেরণ করা, জারী করা। اَنْفَذَهُ فُلَانٌ ঃ অর্থাৎ অমুক আমাদের নিকট প্রেরণ করেছেন। অথবা অমুক থেকে আমাদের নিকট পৌঁছেছে। ঃ انفذه

কেউ কেউ এর অর্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, ইবনুল আসবাহানী থেকে লিপিবদ্ধ আকারে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার নিকট হাদীস পৌঁছেছে।

জানাযায় কয় তাকবীর? এ প্রসঙ্গে রেওয়ায়াত বিভিন্ন ধরনের। অধিকাংশের মতে ৪ তাকবীর। হযরত আলী রা. হযরত সাহল ইবনে হুনাইফ রা.-এর নামাযে কয় তাকবীর পড়েছেন? এক রেওয়ায়াতে ৫, অপর রেওয়ায়াতে ৬টি বর্ণিত আছে। হযরত আলী রা. সম্ভবত এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, অন্যদের উপর বদরী সাহাবীগণের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন কিতাবুল জানাইয।

٣٧١٢. حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما يُحَدِّثُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِيْنَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ، وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، تُوُفِّيَ بِالْمَدِيْنَةِ، قَالَ عُمَرُ فَلَقِيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ، فَقُلْتُ اِنْ شِئْتَ اَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، قَالَ سَأَنْظُرُ فِي اَمْرِي فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ، فَقَالَ قَدْ بَدَا لِي اَنْ لَا اَتَزَوَّجَ يَوْمِي هٰذَا ـ قَالَ عُمَرُ فَلَقِيْتُ اَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ اِنْ شِئْتَ اَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، فَصَمَتَ اَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ اِلَيَّ شَيْئًا ـ فَكُنْتُ عَلَيْهِ اَوْجَدَ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَأَنْكَحْتُهَا اِيَّاهُ، فَلَقِيَنِي اَبُو بَكْرٍ فَقَالَ : لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِيْنَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ اَرْجِعْ اِلَيْكَ؟ قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ فَاِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي اَنْ اَرْجِعَ اِلَيْكَ فِيْمَا عَرَضْتَ اِلَّا اَنِّي قَدْ عَلِمْتُ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ ذَكَرَهَا فَلَمْ اَكُنْ لِاُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبِلْتُهَا ـ

৩৭১২/৫৪. আবুল ইয়ামান র. .... হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত যে, (উমর রা. তাঁকে বলেছেন) 'উমর ইবনে খাত্তাবের কন্যা হাফসার স্বামী খুনাইস ইবনে হুযাফা সাহমী রা. যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ছিলেন এবং বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, মদীনায় ইন্তিকাল করলে হাফসা রা. বিধবা হয়ে পড়লেন। 'উমর রা. বলেন, তখন আমি 'উসমান ইবনে আফফানের সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁর নিকট হাফসার কথা আলোচনা করে তাঁকে বললাম, আপনি চাইলে আমি আপনার সাথে 'উমরের কণ্যা হাফসাকে বিয়ে দিয়ে দেব। 'উসমান রা. বললেন, আমার ব্যাপারটিতে আমি একটু চিন্তা করে দেখব। (অর্থাৎ. চিন্তা করে উত্তর দিব)। '(উমর রা. বলেন. এ কথা শুনে) আমি কয়েকদিন অপেক্ষা করলাম। পরে 'উসমান রা.

বললেন, আমার অভিমত, এ সময় আমি বিয়ে করব না। 'উমর রা. বলেন, এরপর আমি আবু বকরের সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁকে বললাম, আপনি ইচ্ছা করলে 'উমরের কন্যা হাফসাকে আমি আপনার নিকট বিয়ে দিয়ে দেব। (একথা শুনে) আবু বকর রা. চুপ করে রইলেন এবং আমাকে কোন জবাব দিলেন না। এতে আমি উসমানের (অস্বীকৃতির) চেয়েও আবু বকরের উপর অধিক অসন্তুষ্ট হলাম। এরপর আমি কয়েকদিন অপেক্ষা করলাম, এমতাবস্থায় হাফসার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই প্রস্তাব দিলেন। অতপর আমি তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিয়ে দিয়ে দিলাম। এরপর আবু বকর রা. আমার সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, আমার সাথে হাফসার বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার পর আমি আপনাকে কোন উত্তর না দেয়ায় সম্ভবত আপনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। ('উমর রা. বলেন) আমি বললাম, হাঁ অসন্তুষ্ট হয়েছিলাম। তখন আবু বকর রা. বললেন, আপনার প্রস্তাবের জবাব দিতে একটি জিনিসই আমাকে বাঁধা দিয়েছে। আর তা হ'ল, আমি জানতাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই হাফসা রা. সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন, তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপনীয় বিষয়টি প্রকাশ করার আমার ইচ্ছা ছিল না। (এ কারণেই তখন আমি আপনাকে কোন উত্তর দেইনি।) যদি তিনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে গ্রহণ না করতেন, অবশ্যই আমি তাঁকে গ্রহণ করতাম।

উপকারিতা ঃ শিরোনামের সাথে মিল হল قَدْ شَهِدَ بَدْرًا বাক্যে।

خُنَيْس ঃ তিনি প্রথম যুগের মুহাজির এবং বদরী সাহাবী। প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রা. এর আপন ভাই।

تَأَيَّمَتْ ঃ বিধবা হওয়া। সীগায়ে সিফাত اَيِّم-বিধবা। এ শব্দটি তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়। এর বহুবচন اَيَائِم، اَيَامٰى، اَيِّمَاتٌ ـ

এ হাদীসটি কিতাবুন নিকাহে (পৃষ্ঠা– ৭৬৭) আসছে। ইনশাআল্লাহ সেখানে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

٣٧١٣. حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيدَ سَمِعَ اَبَا مَسْعُودٍ نِ الْبَدْرِيَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلٰى اَهْلِه صَدَقَةٌ ـ

৩৭১৩/৫৫. মুসলিম র. ..... আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত, তিনি আবু মাসউদ বদরী রা. -কে বলতে শুনছেন, তিনি, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, স্বীয় আহলের (পরিবার পরিজনের) জন্য ব্যয় করাও সাদ্‌কা।

উপকারিতা ঃ শিরোনামের সাথে মিল হল হযরত আবূ মাসউদ রা. বদরী সাহাবী ছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ এ ব্যাপারে কোন কোন আলিমের মতবিরোধ আছে যে আবূ মাসউদ রা. বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন কিনা? মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক প্রমুখ তাকে বদরীদের মধ্যে গণ্য করেন না। আল্লামা সুয়ূতী র. বলেন– অধিকাংশের মতে তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। তাকে বদরী বলা হয় সেখানে বসবাস করার কারণে।

কিন্তু ইমাম বুখারী র. এর মত হল আবূ মাসউদ রা. বদরী সাহাবী। আল্লামা বাগভী, ইবনে কালবী, তাবারানী প্রমুখ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, তিনি বদরী ছিলেন। হা-না দুটিতে বিরোধ হলে মূলনীতি হল প্রমাণকারী বিষয়ের প্রাধান্য হয়। তাছাড়া পরবর্তী রেওয়ায়াত তথা ৫৬ নং হাদীসে সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে যে তিনি বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন।

এ হাদীসটি কিতাবুল ঈমানে (পৃষ্ঠা– ১৩) এসেছে।

٣٧١٤. حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فِى اِمَارَتِهِ اَخَّرَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ الْعَصْرَ وَهُوَ اَمِيرُ الْكُوفَةِ، فَدَخَلَ اَبُو مَسْعُودٍ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرِو نِ الاَنْصَارِىُّ جَدُّ زَيْدِ بْنِ حَسَنٍ شَهِدَ بَدْرًا فَقَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ نَزَلَ جِبْرِيلُ فَصَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا اُمِرْتَ كَذَالِكَ كَانَ بَشِيْرُ بْنُ اَبِى مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ -

৩৭১৪/৫৬. আবুল ইয়ামান র. ...... হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর র. থেকে বর্ণিত, আমীরুল মু'মিনীন উমর ইবনে আবদুল আযীয র. তাঁর খিলাফত কালের (একটি ঘটনা) বর্ণনা করেছেন যে, মুগীরা ইবনে শুবা রা. হযরত মুআবিয়া রা.-এর শাসনামলে কুফার আমীর তথা শাসক থাকাকালে (একবার) আসরের নামায আদায় করতে বিলম্ব করে ফেললে যায়েদ ইবনে হাসানের নানা আবু মাসউদ উকবা ইবনে আমর আনসারী রা. তাঁর নিকট প্রবেশ করলেন (অর্থাৎ মুগীরা রা. এর নিকট পৌঁছলেন) আবূ মাসঊদ রা. বললেন, তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ছিলেন। মুগীরা আপনি তো জানেন যে, জিবরাঈল আ. নামাযের পদ্ধতি শেখানোর জন্য অবতরণ করে নামায আদায় করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাঁর পিছনে) পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করলেন। জিব্‌রাঈল (আ.) বললেন, আমাকে এভাবেই নামায আদায় করার জন্য আদেশ করা হয়েছে। (উরওয়া বলেন,) বশীর ইবনে আবু মাসঊদ তার পিতার নিকট থেকে হাদীসটি এভাবেই বর্ণনা করতেন।

উপকারিতা ঃ শিরোনামের সাথে মিল হল شَهِدَ بَدْرًا বাক্যে।

এ রেওয়ায়াতটি সবিস্তারে মাওয়াকীতে (পৃষ্ঠা– ৭৫) এসেছে। তাতে আবু মাসঊদ রা. বদরী সাহাবী ছিলেন বলে স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে।

٣٧١٥. حَدَّثَنَا مُوسٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو عَوَانَةَ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ اَبِى مَسْعُودِ نِ الْبَدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الأَيَتَانِ مِنْ اٰخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِى لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ، فَلَقِيتُ اَبَا مَسْعُودٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّثَنِيهِ -

৩৭১৫/৫৭. মুসা র. ...... বদরী সাহাবী আবু মাসউদ র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সূরা বাকারার শেষে এমন দু'টি আয়াত (اٰمَنَ الرَّسُولُ থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত) রয়েছে, যে ব্যক্তি রাতের বেলা আয়াত দু'টো তিলাওয়াত করবে তার জন্য এ আয়াত দু'টোই যথেষ্ট।

টীকা ঃ অর্থাৎ কিয়ামুল লাইলের জন্য তা যথেষ্ট হবে। আর কেউ কেউ বলেছেন, এ দুটি আয়াত বিপদ আপদ থেকে বাঁচানোর যথেষ্ট হবে।

'আবদুর রাহমান র. বলেন, পরে আমি আবু মাসঊদের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তখন তিনি বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করছিলেন। (সেখানে) এ হাদীসটি সম্পর্কে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তা আমার নিকট বর্ণনা করলেন।

উপকারিতা ঃ শিরোনামের সাথে মিল হল– عَنْ اَبِى مَسْعُودِ الْبَدْرِىِّ বাক্যে

এ হাদীসটি ফাযায়িলুল কুরআনে (পৃষ্ঠা– ৭৫৩) আসছে।

৩৭১৬. حَدَّثَنَا يَحْيَى (بْنُ بُكَيْرٍ) قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ .

৩৭১৬/৫৮. ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর রা. ...... ইবনে শিহাব র. থেকে বর্ণিত যে, মাহ্মুদ ইবনে রবী র. আমাকে জানিয়েছেন যে, ‘ইতবান ইবনে মালিক রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনসারী সাহাবী ছিলেন এবং তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়েছেন।

উপকারিতা ঃ শিরোনামের সাথে মিল হল- مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا।

এ হাদীসটি ৬০ নং পৃষ্ঠায়ও এসেছে।

৩৭১৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ هُوَ ابْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَهُوَ أَحَدُ بَنِي سَالِمٍ وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ فَصَدَّقَهُ .

৩৭১৭. আহ্মদ র....... হযরত ইবনে শিহাব র. থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, আমি বনী সালিম গোত্রের অন্যতম নেতা হুসাইন ইবনে মুহাম্মদকে র. ইতবান ইবনে মালিক থেকে মাহমুদ ইবনে রাবী এর বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার পর তিনি এ সত্যায়ন করেন। (নাসরুল বারীতে এতে আলাদা নম্বর নেই।)

৩৭১৮. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ وَكَانَ مِنْ أَكْبَرِ بَنِي عَدِيٍّ وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ عَلَى الْبَحْرَيْنِ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا، وَهُوَ خَالُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَحَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .

৩৭১৮/৫৯. আবুল ইয়ামান র. .... বণু আদী গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে আমির ইবনে রবী‘আ যার পিতা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, আমাকে বর্ণনা করেন যে, উমর রা. কুদামা ইবনে মাজউনকে রা. বাহ্রাইনের (বুসরা ও উমানের মধ্যবর্তী একটি স্থানের নাম) শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে উমর র. এবং হাফসা রা. এর মামা।

উপকারিতা ঃ শিরোনামের সাথে মিল হল হযরত আমির ইবনে রাবী‘আ এবং কুদামা ইবনে মাজউন রা. উভয়েই বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম বুখারী র. তার শর্তে উন্নীত না হওয়ার কারণে হযরত কুদামা রা. এর মূল ঘটনা বর্ণনা করেননি।এখানেতো উদ্দেশ্য ছিল শুধু বদরী হবার বিবরণ দেয়া। কিন্তু পূর্ণ হাদীসটি আবদুর রাযযাক স্বীয় মুসান্নাফে ইমাম যুহরী র. সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মূল ঘটনাটি বর্ননা করেছেন, আল্লামা আইনী উমদাতুলকারীতে এবং হাফিজ আসকালানী র. ফাতহুল বারীতে। যেহেতু উমাদাতুল কারীতে ঘটনাটি সংক্ষেপে রয়েছে, এজন্য এখানে ফাতহুল বারীর হুবহু অনুবাদ দেয়া হল-

হযরত উমর ফারুক রা.-এর দরবারে জারূদ আকাদী এসে বললেন, কুদামা শরাব পান করেছেন। হযরত উমর রা. বললেন, তোমার সাক্ষী কে? জারূদ বললেন, আবু হুরায়রা রা.। হযরত আবূ হুরায়রা রা. সাক্ষ্য দিলেন, আমি নেশা অবস্থায় তাকে বমি করতে দেখেছি। হযরত উমর রা. কুদামাকে ডেকে পাঠালেন। জারূদ হযরত উমর ফারুক রা. কে বললেন– কুদামার উপর দন্ডবিধি প্রয়োগ করুন। হযরত উমর রা. বললেন, তুমি বাদী না সাক্ষী? এতশ্রবণে জারূদ নীরব থাকলেন। অতঃপর তিনি হযরত উমর রা.কে দন্ডবিধি জারি করার জন্য পুনরায় বললেন। হযরত উমর রা. বললেন, তুমি থাম, অন্যথায় আমি তোমাকে অপদস্থ করব। জারূদ বললেন, আপনার চাচাত ভাই শরাব পান করবেন। আর আপনি আমাকে অপদস্থ করবেন– এটাতো ইনসাফ নয়। হযরত উমর রা. কুদামার স্ত্রী হিন্দ বিনতে ওয়ালীদকে ডেকে পাঠালেন। তিনি এসে স্বামীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন, নিঃসন্দেহে কুদামা শরাব পান করেছেন। তখন হযরত উমর রা. কুদামাকে বললেন, আমি মনস্থ করেছি, আপনার উপর দন্ডবিধি জারী করব। কুদামা বললেন, আপনার জন্য এটা জায়েয নেই। কারণ, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوا ـ الآية এতদশ্রবণে হযরত উমর রা. বললেন, আপনি আয়াতের অর্থ বুঝেননি। কারণ, আয়াতের অবশিষ্টাংশ হল– إِذَا مَا اتَّقَوْا তথা যখন পরহেয করে। অতএব যদি আপনি পরহেয করতেন তবে আল্লাহর হারাম কৃত দ্রব্য থেকে পরহেয করতেন। অতঃপর হযরত উমর রা. দন্ডবিধি জারী করার নির্দেশ দেন। ফলে তাকে বেত্রাঘাত লাগানো হয়। ফলশ্রুতিতে কুদামা হযরত উমর রা.-এর প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন। এরপর তারা দুজন এক সাথে হজ্জ করতে গেলেন। একদিন উমর রা. স্বপ্নে দেখলেন, তাকে বলা হচ্ছে– صَالِحْ قُدَامَةَ তথা কুদামার সাথে সমঝোতা করে নাও। কারণ, সে তোমার ভাই। ফলে হযরত উমর রা. জাগ্রত হয়ে, কুদামাকে ডেকে সমঝোতা করে নিলেন। (ফাতহুল বারী)

٣٧١٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ قَالَ اَخْبَرَ رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اَنَّ عَمَّيْهِ وَكَانَا شَهِدَا بَدْرًا اَخْبَرَاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ قُلْتُ لِسَالِمٍ فَتُكْرِيْهَا اَنْتَ؟ قَالَ نَعَمْ اِنَّ رَافِعًا اَكْثَرَ عَلٰى نَفْسِهٖ ـ

৩৭১৯/৬০. আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আসমা র. ...... হযরত সালিম ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন রাফি' ইবনে খাদীজ রা. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-কে বলেছেন যে, বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী তার দু'চাচা যুহাইর ও মুতাহ্হির তাকে জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ আবাদযোগ্য ভূমি ভাড়া দিতে নিষেধ করেছেন। (বর্ণনাকারী যুহরী র. বলেন) আমি সালিমকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি তো এ ধরনের জমি ভাড়া দিয়ে থাকেন? তিনি বললেন, হাঁ। রাফি' (ইবনে খাদীজ) তো নিজের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছেন।

উপকারিতা ঃ শিরোনামের সাথে মিল وَكَانَا شَهِدَا بَدْرًا বাক্যে।

ব্যাখ্যা ঃ ظُهَيْر ঃ শব্দটি তাসগীর বিশিষ্ট। অর্থাৎ, ক্ষুদ্রার্থবোধক।

كِرَاءُ الْاَرْضِ ঃ অর্থাৎ, ভূমি মালিক কৃষক থেকে স্বীয় জমিনের যে ভাড়া নেয় এটি দু'প্রকার।

১। যে ছুরতটি আরবে প্রচলিত ছিল যে, যে অংশে বেশী ফসল উৎপন্ন হত যেমন– নালার নিকটবর্তী অংশকে ভূমি মালিক নিজের জন্য খাস করে নিত। আর বাকী যে অংশে ফসল কম উৎপাদন হত সেটা পেত কৃষক। এরূপভাবে জমিনের অংশ নির্ধারণ করে বেইনসাফিমুলক যে পন্থা হত, সেটি নিষিদ্ধ। হাদীসে এটাই উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় পন্থা হল– নগদ ভাড়া অথবা অনির্দিষ্ট অর্ধেক, চতুর্থাংশ ইত্যাদির ভিত্তিতে। এটা নিষিদ্ধ নয়। বিস্তারিত আলোচনা বর্গা চাষের ক্ষেত্রে দেখুন। হযরত রাফি' রা. যে নিষেধকে সম্পূর্ণ ব্যাপক করেছিলেন এটা যেন নিজরে উপর বাড়াবাড়ি ও কঠোরতা আরোপ করেছেন।

৩৭২০. حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ اللَّيْثِي قَالَ رَأَيْتُ رِفَاعَةَ بْنَ رَافِعِ نِ الْاَنْصَارِيَّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا ـ

৩৭২০/৬১. আদম র. .... হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ ইবনে হাদ লাইসী র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রিফা'আ ইবনে রাফি' আনসারী রা. কে দেখেছি, তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

উপকারিতা ঃ শিরোনামের সাথে মিল وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا বাক্যে।

ব্যাখ্যা ঃ অবশিষ্ট হাদীসটি নিম্নরূপ– রিফা'আ নামক বদরী সাহাবী নামাযে প্রবেশ করে বললেন, اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا। ইমাম বুখারী র. এ অংশটুকু এখানে উল্লেখ করেননি। কারণ, এটি মওকূফ। অর্থাৎ, বুখারীর শর্তে উন্নীত নয়।

৩৭২১. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَيُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ اَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ اِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا ـ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ صَالَحَ اَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَاَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ، فَقَدِمَ اَبُو عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ـ فَسَمِعَتِ الْاَنْصَارُ بِقُدُومِ اَبِي عُبَيْدَةَ، فَوَافَوْا صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَلَمَّا انْصَرَفَ تَعَرَّضُوا لَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ رَاٰهُمْ، ثُمَّ قَالَ اَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ اَنَّ اَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ؟ قَالُوْا اَجَلْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ فَاَبْشِرُوْا وَاَمِّلُوْا مَا يَسُرُّكُمْ، فَوَاللّٰهِ مَا الْفَقْرَ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ، وَلٰكِنِّي اَخْشٰى اَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، كَمَا بُسِطَتْ عَلٰى مَنْ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوْهَا، كَمَا تَنَافَسُوْهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا اَهْلَكَتْهُمْ ـ

৩৭২১/৬২. আবদান র. .... মিসওয়ার ইবনে মাখরামা বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবী, বনু আমির ইবনে লুওয়াই-এর বন্ধু হযরত আমর ইবনে আউফ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহকে জিযিয়া আদায় করে আনার জন্য বাহ্রাইন পাঠান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহ্রাইন বাসীদের সাথে সন্ধি করে 'আলা ইবনে হাযরামী রা.-কে তাদের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। আবু উবাইদা রা. বাহ্রাইন থেকে মাল নিয়ে এসে মসজিদে নববীতে পৌঁছলে আনসারীগণ তার আগমনের সংবাদ শুনতে পেয়ে সকলেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ফজরের সালাত আদায় করার উদ্দেশ্যে মসজিদে নববীতে উপস্থিত হলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সালাত সমাপ্তির পর ফিরে বসলে তারা সকলেই তাঁর সামনে আসলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে দেখে মুচকি হেসে বললেন, আমার মনে হয়, আবু উবাইদা (বাহরাইনের) কিছু মাল নিয়ে এসেছে বলে তোমরা শুনতে পেয়েছ।

তারা সকলেই বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, সু-সংবাদ গ্রহণ কর এবং তোমাদের আনন্দদায়ক বিষয়ের আশায় থাক, আল্লাহ্র কসম, আমি তোমাদের জন্য দারিদ্রের আশংকা করি না। বরং আমি আশংকা করি যে, তোমাদের কাছে দুনিয়া প্রশস্ত করে (উদারভাবে) দেয়া হবে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে প্রশস্ত করে দেয়া হয়েছিল, তখন তোমরা তা লাভ করতে পরস্পরে প্রতিযোগিতা করবে যেমনভাবে তারা করেছিল। আর এ ধন-সম্পদ তাদেরকে যেমনিভাবে ধ্বংস করেছিল তোমাদেরকেও তেমনিভাবে ধ্বংস করে দিবে।

উপকারিতা ঃ শিরোনামের সাথে মিল وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا বাক্যে।

এ হাদীসটি জিহাদে (পৃ. ৪৪৭) এসেছে।

৩৭২২. حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ كُلَّهَا حَتّٰى حَدَّثَهُ اَبُو لُبَابَةَ الْبَدْرِىُّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ، فَاَمْسَكَ عَنْهَا .

৩৭২২/৬৩. আবুন নো'মান র. ..... হযরত নাফি'র. থেকে বর্ণিত যে, ইবনে উমর রা. সব ধরনের সাপ (দেখলেই বড় হোক বা ছোট জংলি হোক বা ঘরোয়া) হত্যা করতেন। অবশেষে বদরী সাহাবী আবু লুবাবা রা. তাকে বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে বসবাসকারী ছোট সাপ মারতে নিষেধ করেছেন। এতে তিনি তা মারা থেকে বিরত থাকেন। অর্থাৎ, সাপ মারা ছেড়ে দিলেন।

এ হাদীসটি ৪৬৭নং পৃষ্ঠায় এসেছে।

উপকারিতা ঃ শিরোনামের সাথে মিল اَبُولُبَابَةَ الْبَدْرِىُّ শব্দে।

আবু লুবাবা শব্দটির লামের উপর পেশ এবং বা তাশদীদ শূন্য।

ব্যাখ্যা ঃ جِنَّانِ শব্দটির জীম এর নিচে যের, নূনের উপর তাশদীদ। শব্দটি جَانٌّ এর বহুবচন।

এর অর্থ হল– সাদা অথবা সরু অথবা ছোট সাপ। –উমদা।

আবু লুবাবা ঃ হাফিজ আসকালানী র. ফাতহুল বারীতে বলেন, وَاَبُو لُبَابَةَ مِمَّنْ ضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ وَاَجْرِهِ وَلَمْ يَحْضُرِ الْقِتَالَ

অর্থাৎ, হযরত আবু লুবাবা রা. বদর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অংশ দিয়েছিলেন। এ হাদীসটি بَدْءُ الْخَلْقِ (পৃ. ৪৬৭)-এ এসেছে।

৩৭২৩. حَدَّثَنِى اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ عَنْ مُوسٰى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رِجَالًا مِنَ الْاَنْصَارِ اِسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوا اِئْذَنْ لَنَا فَلْنَتْرُكْ لِابْنِ اُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ قَالَ وَاللّٰه لَاتَذَرُونَ مِنْهُ دِرْهَمًا .

৩৭২৩/৬৪. ইবরাহীম ইবনে মুনযির র. ..... হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত যে, কয়েকজন আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তারা বললেন, আমাদেরকে আমাদের ভাগিনা 'আব্বাসের ফিদিয়া মাফ করে দেয়ার অনুমতি দিন।[১] তিনি বললেন, আল্লাহ্ কসম! তোমরা তার (মুক্তিপণ এর) একটি দিরহামও ছাড়বে না।

উপকারিতা ঃ শিরোনামের সাথে মিল اَنَّ رِجَالًا مِنَ الاَنْصَارِ বাক্যে। কারণ, তাঁরা বদরী ছিলেন।

হাদীসটি ৪২৮নং পৃষ্ঠায় এসেছে।

ব্যাখ্যা ঃ বদর যুদ্ধে ইসলামী সৈন্যবাহিনীর মহাবিজয় ও সফলতা অর্জিত হয়েছে। এতে ৭০ জন কাফির নিহত হয় আর ৭০ জন হয় বন্দি। এসব কয়েদীর মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচা আব্বাস রা.ও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের কয়েদীদের সম্পর্কে পরামর্শ করলেন, এখন কি করা উচিত ? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, اَنَّ اللّٰهَ اَمْكَنَكُمْ مِنْهُمْ "নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তাদের উপর ক্ষমতা দিয়েছেন। হযরত উমর রা. আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ্! সমীচীন হল তাদের গর্দান উড়িয়ে দেয়া। সহীহ মুসলিমে হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, হযরত উমর রা.আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রতিটি ব্যক্তি আপন আত্মীয় ও প্রিয় ব্যক্তিদের হত্যা করবে। আলী রা. কে নির্দেশ দিন, তিনি স্বীয় ভাই আকীলের গর্দান উড়িয়ে দিবেন। আমাকে অনুমতি দিন, স্বীয় অমুক আত্মীয়ের গর্দান উড়িয়ে দিব। কারণ, তারা কাফির নেতা। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মত হল– তাদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া। বিস্ময়ের বিষয় নয়, আল্লাহ তা'আলা তাদের ইসলামের দিকে হেদায়াত দিতে পারেন। অতঃপর তারা কাফিরদের মুকাবিলায় আমাদের সহযোগী ও মদদগার হতে পারে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মতটিকেই পছন্দ করলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর ও উমর রা. এর রায় শুনে বললেন, উমর! তোমার শান হযরত নূহ আ. ও মুসা আ. এর ন্যায়। যারা আপন জাতি সম্পর্কে বাদদোয়া করেছিলেন। নূহ আ. বদদোয়া করেছিলেন– رَبِّ لَاتَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا "প্রভু হে! জমিনে বসবাসকারী একজন কাফিরকেও ছেড়ে দিবেন না।"

হযরত মুসা আ. বদদোয়া করেছিলেন–

رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَايُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ـ

"হে আমাদের পরওয়ারদিগার! তাদের ধনসম্পদ নাস্তানাবুদ করে দিন, তাদের অন্তরকে কঠিন করে দিন যাতে মর্মন্তুদ শাস্তি দেখার পূর্বে ঈমান আনয়ন না করে। "–সূরা ইউনুস। আবু বকর! তোমার অবস্থা হযরত ইবরাহীম ও ঈসা আ. এর ন্যায়। যাঁরা দোয়া করেছেন–

فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهٗ مِنِّىْ وَمَنْ عَصَانِىْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ ।

"যে আমার আনুগত্য করল সে আমার সাথে সম্পৃক্ত, আর যে আমার নাফরমানী করল (তাকে ক্ষমা করে দিন)। কারণ, আপনি ক্ষমাশীল, দয়াবান।"

হযরত ঈসা আ. কিয়ামত দিবসে বলবেন–

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

"হে আল্লাহ! যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন তবে এরা আপনার বান্দা (শাস্তি দিতে পারেন) আর যদি আপনি তাদের ক্ষমা করে দেন (তবে তাও করতে পারেন)। কারণ, আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান।"

ফলে, রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর রা. এর রায় পছন্দ করলেন। বন্দিদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

اِبْنُ اُخْتِنَا عَبَّاس ঃ অর্থাৎ, আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব। হযরত আব্বাস রা. এর মাতা আনসারী ছিলেন না। বরং আব্বাস রা. এর দাদী আবদুল মুত্তালিবের মা সালমা বিনতে আমর ইবনে যায়েদ খাযরাজী

আনসারী ছিলেন। আনসারীগণ এই আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে, আব্বাস রা. কে রূপকার্থে ভাগিনা বলেছেন কারণ, আব্বাস রা. এর মা নুতাইলা আনসারী ছিলেন না। নুতাইলা শব্দে নূন এবং তা অতঃপর লাম। শব্দটি তাসগীর তথা ক্ষুদ্রার্থবোধক। তিনি হলেন, বিনতে জানাব এবং তাইমুল্লাতের সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত। (ফাতহুল বারী)

বর্ণিত আছে, বদরের বন্দিদের বেড়ি পড়ানোর দায়িত্ব অর্পিত ছিল হযরত উমর রা. এর উপর। হযরত আব্বাস রা. এর বেড়ি কিছুটা শক্ত করে বাঁধা হয়েছিল। ফলে হযরত আব্বাস রা. এর উহ আহ এবং কান্নার সংবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেলেন। এ পেরেশানীর কারণে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিদ্রা আসেনি। আনসারীদের নিকট এর সংবাদ পৌঁছলে তাঁরা আব্বাস রা. এর বেড়ি খুলে দেন। আনসারীগণ যখন দেখলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাস রা. এর বেড়ি খোলার ব্যাপারে সম্মত, ফলে এর উপর অনুমান করে আনসারীগণ তাঁর নিকট আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অনুমতি হলে আব্বাস রা. এর মুক্তিপণও ছেড়ে দেয়া হবে। মুক্তিপণ ছাড়াই তাঁকে আজাদ করে দেয়া হবে। আনসারীদের উদ্দেশ্য ছিল রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সন্তুষ্টি। কিন্তু রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুক্তিপণ মাফের বিষয়টি মঞ্জুর করলেন না। ৬৪নং হাদীসে এর সুস্পষ্ট বিবরণ দেয়া আছে। (ফাতহুল বারী)

আনসার কর্তৃক আব্বাস রা.-কে اِبْنُ اُخْتِنَا عَبَّاس বলার মধ্যে এদিকে ইঙ্গিত ছিল যে, আব্বাসের মুক্তিপণ ছেড়ে দেয়ার এহসান আমাদের ঘাড়ে (দায়িত্বে), প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপরে নয়। কারণ, তিনি আমাদের ভাগিনা। এই হিসেবে আমরা তার মুক্তিপণ ছেড়ে দিচ্ছি, আপনার চাচা হিসেবে নয়। এটা ছিল আনসারী সাহাবায়ে কিরামের স্বভাবজাত যোগ্যতা ও উত্তম শিষ্টাচারের নিদর্শন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সবার প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

ইবনে ইসহাক র. হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আব্বাস! আপনি স্বীয় মুক্তিপণ ও আপন দুই ভাতিজা তথা আকীল ইবনে আবু তালিব ও নওফাল ইবনে হারিসের মুক্তিপণ এবং স্বীয় সুহৃদ উতবা ইবনে আমরের মুক্তিপণ আদায় করুন। কারণ, আপনি বিত্তশালী। আব্বাস রা. বললেন, হযরত! আমি তো মুসলমান ছিলাম, কুরাইশ আমাকে তাদের সাথে জোরপূর্বক ময়দানে নামিয়ে এনেছে। তিনি বললেন, আপনি যা বলছেন, এর যথার্থ জ্ঞান তো আল্লাহ তা'আলাই রাখেন। আপনি যদি সত্য বলেন, তবে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে প্রতিদান দিবেন। কিন্তু আপনার বাহ্যিক অবস্থা এটাই যে, আপনারা আমাদের উপর আগ্রাসন চালিয়েছিলেন।

মূসা ইবনে উকবার বিবরণ, আব্বাস রা. এর মুক্তিপণ ছিল ৪০ উকিয়া স্বর্ণ। হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে একটি রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, তাদের প্রত্যেক কয়েদীর মুক্তিপণ ছিল ৪০ উকিয়া। আব্বাস রা. এর উপর ১০০ উকিয়া, আকীলের উপর ৮০ উকিয়া নির্ধারণ করা হয়। তখন আব্বাস রা. বললেন, আপনি এটা আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে করেছেন। তখন আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন–

يَاأَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِمَنْ فِى اَيْدِيكُمْ مِنَ الاَسْرٰى اِنْ يَعْلَمِ اللّٰهُ فِى قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُوتِكُمْ الاية

"হে নবী! আপনার হাতে যে সব কয়েদী রয়েছে তাদের বলুন, যদি আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তরে কল্যাণ আছে বলে জানেন, তবে তোমাদের কাছ থেকে যা নেয়া হয়েছে এরচেয়ে উত্তম জিনিস তোমাদেরকে দিবেন"।

তখন হযরত আব্বাস রা. বললেন, আমার নিকট থেকে কয়েকগুণ নিয়ে যাওয়া আমার নিকট পছন্দনীয়। কারণ, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, يُوتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا اُخِذَ مِنْكُمْ(ফাতহুল বারী)।

لاتَذَرُونَ অর্থাৎ, মুক্তিপণের একটুও ছাড় দিবে না।

উপকারিতা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আব্বাস রা. বদর যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলেন। তখনও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নি। তাঁকে বন্দী করেছিলেন, আবুল ইউসর কা'ব ইবনে আমর আনসারী রা.। অন্যান্য বন্দীর সাথে লোকেরা তাকেও সারারাত শক্তভাবে বেঁধে রাখেন। আদর্শগত বিরোধ থাকার কারণে চাচার প্রতি কোন অনুকম্পা দেখাতে না পারলেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারারাত ঘুমাতে পারলেন না। লোকেরা তা বুঝতে পেরে তার বাঁধন খুলে দিলেন এবং মুক্তিপণ মাফ করে দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশেষ সম্মান দেখাতে চাইলেন। নবীজী তাদের এ প্রস্তাব মেনে নিতে পারলেন না। তিনি বললেন, একটি দিরহামও মাফ করা যাবে না। অন্যদের থেকে যা নেয়া হবে তার থেকেও তদ্রূপই নেয়া হবে। মদীনাবাসী আনসারীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আব্বাসকে ভাগিনা বলার কারণ হচ্ছে এই যে, আব্বাসের দাদা হাশিম বণু নাজ্জার গোত্রের আমরের কন্যা সালমাকে বিয়ে করেছিলেন। এ বিয়ের পিছনে মূল কারণ হল এই যে, ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া যাওয়ার পথে তিনি মদীনাতে খাযরাজ গোত্রের বণু নাজ্জার শাখার আমরের বাড়িতে অবস্থান করতেন। আমরের কন্যা সালমাকে দেখে তার পছন্দ হবার পর বিয়ের প্রস্তাব দিলে আমর সালমাকে তার নিকট বিয়ে দেন।

٣٧٢٤. حَدَّثَنَا اَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ عَنِ الزُهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُبَيدِ اللّٰهِ بِنِ عَدِيٍّ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ ح وحَدَّثَنِي اِسْحَاقُ قَالَ حَدثنَا يَعقُوبُ بنُ اِبرَاهِيمَ بنِ سَعِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ اَخِي ابنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ اَخْبَرنِي عَطَاءُ بنُ يَزِيدَ اللَّيثِيُّ، ثُمَّ الجُنْدَعِيُّ اَنَّ عُبَيدَ اللّٰهِ بنَ عَدِيّ بنِ الخِيَارِ اَخبَرَهُ اَنَّ المِقْدَادَ بنَ عَمرِو الكِنْدِيَّ، وكَانَ حَلِيفًا لِبَنِي زُهرةَ، وكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ اَخبَرَهُ اَنَّه قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ اَرَايتَ اِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الكُفَّارِ فَاقتَتَلنَا، فَضَرَبَ اِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيفِ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرةٍ فَقَالَ اَسلَمتُ لِلّٰهِ، اَاَقتُلُهُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ! بَعدَ اَنْ قَالَهَا؟ فَقَالَ رَسولُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَقتُلْهُ، فَقَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ ! اِنَّهُ قَطَعَ اِحْدَى يَدَيَّ، ثُمَّ قَالَ ذٰلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَقتُلْهُ فَاِنْ قَتَلتَهُ فَاِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبلَ اَنْ تَقتُلَهُ، وَاِنَّكَ بِمَنزِلَتِهِ قَبلَ اَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ ـ

৩৭২৪/৬৫. আবু আসিম ও ইসহাক র. ..... বনু যুহরা গোত্রের মিত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবী হযরত মিকদাদ ইবনে আমর কিনদী রা. থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাকে বলুন, কোন কাফিরের সাথে যদি (যুদ্ধক্ষেত্রে) আমার সাক্ষাৎ হয় এবং আমি যদি তার সাথে লড়াই করি আর সে যদি তলোয়ারের আঘাতে আমার একটি হাত কেটে ফেলে এবং তারপর আমার থেকে (আত্মরক্ষার জন্য) গাছের আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং বলে اَسْلَمْتُ لِلّٰهِ "আমি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করলাম। অর্থাৎ, ঈমানের কালিমা পড়ে" এ কথা বলার পরেও কি আমি তাকে হত্যা করতে পারব? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে হত্যা করবে না। এরপর তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তো পূর্বে আমার একখানা হাত কেটে এরপর ঈমানী কালিমা পড়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় বললেন, لَاتَقْتُلْهُ - না তুমি তাকে হত্যা কর না। কেননা, তুমি তাকে হত্যা করলে হত্যা করার পূর্বে তোমার যে মর্যাদা ছিল সে সেই মর্যাদা লাভ করবে, আর ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়ার পূর্বে তার যে মর্যাদা ছিল তুমি সেই স্তরে গিয়ে পৌঁছবে।

উপকারিতা ঃ শিরোনামের সাথে মিল مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا বাক্যে।

٣٧٢٥. حَدَّثَنِى يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حدثنا سُلَيمَانُ التَيمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسٌ رضى الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ مَنْ يَنْظُرُ مَاصَنَعَ اَبُو جَهْلٍ ؟ فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ رض فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ اِبْنَا عَفْرَاءَ حَتّٰى بَرَدَ فَقَالَ، اَنْتَ اَبَاجَهْلٍ! قَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ سُلَيمَانُ هٰكَذَا قَالَهَا اَنَسٌ قَالَ اَنْتَ اَبَاجَهْلٍ؟ قَالَ وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ؟ قَالَ سُلَيمَانُ اَوْ قَالَ قَتَلَهُ قَوْمُهُ، قَالَ وَقَالَ اَبُو مِجْلَزٍ قَالَ اَبُو جَهْلٍ فَلَوْ غَيرُ اَكَّارٍ قَتَلَنِى ؟

৩৭২৫/৬৬. ইয়াকুব ইবনে ইব্‌রাহীম র. .... হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের দিন বললেন, আবু জাহলের কি অবস্থা কেউ দেখে আসতে পার কি? অর্থাৎ, সে জীবিত না মারা গেছে ? তখন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. তার খোঁজে বের হলেন এবং আফরার দুই পুত্র তাকে আঘাত করে মুমূর্ষু করে ফেলে রেখেছে এমতাবস্থায় তাকে দেখতে পেলেন। অর্থাৎ, সকল বাহাদুরী শীতল হয়ে গেছে এবং মৃত্যুর দ্বার প্রান্তে পৌঁছে গেছে, তখন তিনি তাকে বললেন, তুমিই কি আবু জাহ্‌ল? রাবী ইবনে উলাইয়্যা বলেন যে, সুলাইমান এভাবেই বর্ণনা করেছেন। তার নিকট আনাস রা. এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে মাসউদ রা. বললেন অর্থাৎ, আবু জাহ্‌লকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমিই কি আবু জাহ্‌ল ?(উত্তরে আবু জাহ্‌ল বলল) একজন লোককে হত্যা করা ছাড়া তোমরা তো বেশি কিছু করনি? সুলাইমান বলেন, অথবা সে (আবু জাহ্‌ল) বলেছিল, (এর চেয়ে বেশি কিছু হয়েছে কি যে,) একজন লোককে তার কাওমের লোকেরা হত্যা করেছে? আবু মিজলায রা. বলেন, আবু জাহ্‌ল বলেছিল, হায়, কৃষক ব্যতীত অন্য কেউ যদি আমাকে হত্যা করত, (তাহলে কতই না ভাল হত)!

উপকারিতা ঃ শিরোনামের সাথে মিল হল, আফরার দুই ছেলে (মাআয ও মুয়াওয়ায রা.) উভয়েই বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, কারণ, আবু জাহ্‌লকে আনসারীরা হত্যা করেছিলেন। অর্থাৎ, মাআয ও মুয়াওয়ায রা.। তাঁরা দুইজন ছিলেন আনসারী। বস্তুতঃ আনসারীরা ছিলেন মদীনার কৃষক। সেহেতু আবু জাহ্‌লের উদ্দেশ্য হল এর দ্বারা তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা।

٣٧٢٦. حَدَّثَنَا مُوسٰى قَالَ حدثنا عَبدُ الوَاحِدِ قَالَ حدثنا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَن عُبَيدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ رضى الله عنهم لَمَّا تُوُفِّىَ النَّبِىُّ ﷺ قُلْتُ لِاَبِى بَكْرٍ اِنْطَلِقْ بِنَا اِلٰى اِخْوَانِنَا مِنَ الاَنْصَارِ، فَلَقِيَنَا مِنْهُمْ رَجُلَانِ صَالِحَانِ شَهِدَا بَدْرًا، فَحَدَّثْتُ عُروةَ بنَ الزُّبَيرِ، قَالَ هُمَا عُوَيمُ بنُ سَاعِدَةَ وَمَعْنُ بنُ عَدِىٍّ .

৩৭২৬/৬৭. মুসা র. .... হযরত উমর রা. থেকে বর্ণিত (তিনি বলেছেন) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যখন ওফাত হল, তখন আমি আবু বকরকে বললাম, আমাদেরকে আনসার ভাইদের নিকট নিয়ে চলুন। পথিমধ্যে আমরা আনসারীদের দু'জন নেক ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেলাম। যাঁরা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি 'উরওয়া ইবনে যুবাইরের নিকট এ বিষয়টি বর্ণনা করলাম, উরওয়ার নিকট জিজ্ঞেস করলাম, তারা দু'জন কে কে ছিল?) তিনি বললেন, তাঁরা ছিলেন 'উয়াইম ইবনে সা'ইদা এবং মা'ন ইবনে 'আদী রা.।

উপকারিতা ঃ শিরোনামের সাথে মিল رَجُلَانِ صَالِحَانِ شَهِدَا بَدْرًا বাক্যে।

٣٧٢٧. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ كَانَ عَطَاءُ الْبَدْرِيِّينَ خَمْسَةَ الْآفٍ خَمْسَةَ الْآفٍ، وَقَالَ عُمَرُ : لَأُفَضِّلَنَّهُمْ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ -

৩৭২৭/৬৮. ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম র. ...... হযরত কায়েস রা. থেকে বর্ণিত যে, বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীদের (রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে নির্ধারিত বাৎসরিক) ভাতা পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার (দিরহাম) করে নির্ধারিত ছিল। উমর রা. বলেছেন, অবশ্যই আমি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদেরকে পরবর্তী (ইসলাম গ্রহণকারী) লোকদের চেয়ে অধিক মর্যাদা প্রদান করব।

উপকারিতা ঃ শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট। কারণ, এখানে বদরে অংশগ্রহণকারীদের আলোচনা রয়েছে।

٣٧٢٨. حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِى الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ وَذٰلِكَ أَوَّلُ مَا وَقَرَ الْإِيمَانُ فِى قَلْبِى * وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِى أُسَارَى بَدْرٍ لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِى فِى هٰؤُلَاءِ النَّتْنٰى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ * وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ الْأُولٰى يَعْنِى مَقْتَلَ عُثْمَانَ فَلَمْ تُبْقِ مِنْ أَصْحَابِ بَدْرٍ أَحَدًا، ثُمَّ وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ الثَّانِيَةُ يَعْنِى الْحَرَّةَ فَلَمْ تُبْقِ مِنْ أَصْحَابِ الْحُدَيْبِيَّةِ أَحَدًا، ثُمَّ وَقَعَتِ الثَّالِثَةُ فَلَمْ تَرْتَفِعْ وَلِلنَّاسِ طَبَاخٌ -

৩৭২৮/৬৯. ইসহাক ইবনে মানসুর র. ..... হযরত জুবাইর ইবনে মুত'ইম রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাগরিবের নামাযে সূরা তূর পড়তে শুনেছি। এ ঘটনা থেকেই সর্বপ্রথম আমার হৃদয়ে ঈমান বদ্ধমূল হয়।

(অপর এক সনদে) যুহরী র. মুহাম্মদ ইবনে জুবাইর ইবনে মুত'ইম সূত্রে তাঁর পিতা জুবাইর ইবনে মুত'ইম রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে বলেছেন, মুত'ইম ইবনে 'আদী যতি বেঁচে থাকতেন[১] আর এসব কদর্য (বদরের বন্দী) লোকদের সম্পর্কে যদি আমার নিকট সুপারিশ করতেন, তাহলে তার খাতিরে এদেরকে আমি (মুক্তিপণ ছাড়াই) ছেড়ে দিতাম। লাইস ইয়াহ্ইয়া সূত্রে সা'ঈদ ইবনে মুসায়্যিব র. থেকে বর্ণনা করেন যে, প্রথম ফিত্না[২] অর্থাৎ, হযরত 'উসমানের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হবার পর বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীদের আর কেউ অবশিষ্ট ছিলেন না। দ্বিতীয়[৩] ফিত্না তথা হাররার ঘটনা (ষষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত ইয়াযীদের ফিৎনা) সংঘটিত হলে পর হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে উপস্থিত কোন সাহাবীই আর বাকী ছিলেন না। এরপর তৃতীয়[৪] ফিত্না সংঘটিত হওয়ার পর তা আর শেষ হয়নি, অথচ মানুষের মধ্যে শক্তি বিদ্যমান ছিল।

অর্থাৎ, মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী শক্তি তথা সাহাবায়ে কিরামের উপস্থিতিতে ফিৎনা হয়েছে। অতএব যখন সাহাবায়ে কিরাম ইহকাল ত্যাগ করেছেন তখন আর ফিৎনা কি দূর হবে? মানে ফিৎনা এ পর্যন্ত আর দূর হয়নি।

উপকারিতা ১. মুত'ইম ইবনে আদী নবীজী সা.-এর দাদার চাচাতো ভাই ছিলেন। তিনিই তায়েফ থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তনের পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। মমত্ববোধের কারণেই তিনি তার সম্পর্কে একথা বলেছেন।

২. তৃতীয় খলীফা উসমান রা. ইয়াহুদী সন্তান মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে সাবা কর্তৃক উসকিয়ে দেয়া মিসরীয় কিছু বিদ্রোহী লোকের হাতে উনপঞ্চাশ দিন কিংবা দুই মাস বিশ দিন অবরুদ্ধ থাকার পর ৮ই যিলহজ্জ জুমু'আর দিন শহীদ হয়ে এ পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন।

৩. হাররা মদীনার নিকটবর্তী কাল পাথরবিশিষ্ট একটি জায়গার নাম। এখানেই ৬৩ হিজরী সনের যিলহজ্জ মাসে একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছিল। অর্থাৎ, ইয়াযীদের শাসন আমলে তারই নির্দেশে তার সেনাবাহিনী মদীনায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে এবং ব্যাপক গণহত্যা ও লুটতরাজ আরম্ভ করে। এমনকি তারা মসজিদে নববীকে আস্তাবলে পরিণত করে। ফলে মসজিদে নববীতে কয়েকদিন পর্যন্ত নামাযের জামা'আত কায়েম করা সম্ভব হয়নি।

৪. এ ফিত্নাটি কারো মতে ১৩০ হিজরী সনে মারওয়ান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মারওয়ান ইবনে হাযমের খিলাফতকালে সংঘটিত আবু হামযা কারিজীর ফিত্না। আবার কারো মতে ৭৪ হিজরী সনে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ কর্তৃক আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.-কে হত্যা ও কাবা ঘর ধ্বংস করার ফিত্না। – অনুবাদক গুকিরালাহু

ব্যাখ্যা ঃ এ রেওয়ায়াতটিতে ৩টি হাদীস রয়েছে। প্রথম হযরত জুবাইর ইবনে মুতইম রা. এর হাদীস। তাতে মাগরিব নামাযে সূরা তূর তিলাওয়াতের বিবরণ দেয়া হয়েছে। এটি প্রথম খণ্ডের ১০৫ পৃষ্ঠায় এসেছে। তাছাড়া, কিতাবুল জিহাদের ৪২৮ পৃষ্ঠায়ও আছে।

শিরোনামের সাথে মিল وَكَانَ جَاءَ فِى اُسَارٰى بَدْرٍ বাক্যে। যেমন– কিতাবুল জিহাদ পৃ. ৪২৮ পৃষ্ঠায় এসেছে।

আল্লামা আইনী র. এ মিলের ক্ষেত্রে প্রশ্ন উত্থাপন করতে গিয়ে বলেন, قُلْتُ هٰذَا الْوَجْهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ عَلٰى مَالَا يَخْفٰى অর্থাৎ, এ কারণটি স্পষ্ট নয়। কিন্তু নিজের থেকেই কোন উত্তর দেননি। অধমের খেয়াল হল– এই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ নয়। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

দ্বিতীয় হাদীসটিও হযরত জুবাইর ইবনে মুতইম রা. এরই। সেটি হল– যদি মুতইম ইবনে আদী জীবিত থাকতেন তাহলে আমি বদরের কয়েদীদের সম্পর্কে তার সুপারিশ মঞ্জুর করতাম..........।

রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই ইরশাদ মুতইম ইবনে আদীর কোন এহসানের উপর ভিত্তি করে? একটি উক্তি হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তায়েফ থেকে ফিরে আসছিলেন তখন মুতইম ইবনে আদীর আশ্রয়ে অবস্থান করেছিলেন।

দ্বিতীয় উক্তি হল– মুতইম তার ছেলেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হেফাজতের জন্য সশস্ত্র করে খানায়ে কাবার নিকট দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। মক্কার কুরাইশ যখন জানতে পারল, তখন তারা বলল, তোমার দায়-দায়িত্ব ও আশ্রয়কে আমরা ভঙ্গ করব না।

কোন কোন আলিম থেকে বর্ণিত আছে, উপরোক্ত এহসান দ্বারা উদ্দেশ্য হল– যখন মক্কার কুরাইশ দেখল হযরত হামযা ও উমর ফারুক রা. এর ন্যায় মনীষীগণ মুসলমান হয়ে গেছেন, তখন কাফিরদের শক্তি ভেঙ্গে পড়ল। তখন কুফফারে কুরাইশের সব গোত্র একত্রিত হয়ে একটি চুক্তিনামা লিখল যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, বনু হাশিম এবং তাদের সমস্ত মিত্রদের সাথে বয়কট করা হবে। অর্থাৎ, এটি হবে সামাজিক বয়কট। খানাপিনা, বিয়ে-শাদী, এমনকি সালাম-কালাম পর্যন্ত ততক্ষণ পর্যন্ত বন্ধ রাখা হবে যতক্ষণ পর্যন্ত বনু হাশিম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হত্যার জন্য আমাদের নিকট অর্পণ না করবে। নববী সপ্তম সাল থেকে দশম সাল পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মিত্রদের নিয়ে শি'বে আবু তালিবে অবরুদ্ধ ছিলেন। নেহায়েত কষ্ট-মুসিবতে কাল কাটিয়েছেন। অতঃপর কোন কোন আত্মীয়-স্বজন এই চুক্তি ভঙ্গ করার জন্য মনস্থ করলেন। তখন হিশাম ইবনে আমর, জহির প্রমুখের সাথে মুতইম ইবনে আদীও চূড়ান্ত পর্যায়ে চেষ্টা করেছেন এই চুক্তিনামা ছিড়ে ফেলার জন্য। যেন মানবতা বিরোধী এই জুলুমের চুক্তিপত্র ছিড়ে টুকরো

টুকরো করে দেয়া হয়......। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য তারীখে তাবারী দ্বিতীয় খণ্ড, তাবাকাতে ইবনে সা'দ প্রথম খণ্ড বা সীরাতে মুস্তফা – মাওলানা ইদরীস কান্দলবী র.।

মুতইম বদর যুদ্ধের পূর্বেই ইন্তিকাল করেছেন। ৯০ বছরেরও বেশি বয়স পেয়েছেন।

তিরমিযী শরীফে (১/১০৯) হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হযরত জিবরাঈল আ. তাঁর নিকট এসে বললেন, আপনি আপনার সাহাবায়ে কিরামকে কয়েদীদের সম্পর্কে এখতিয়ার দিন। ইচ্ছে হলে তারা তাদেরকে হত্যা করবে অন্যথায় এ শর্তে তাদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেবে যে, আগামী বছর তাদের সমান সংখ্যক সাহাবী (অর্থাৎ,. ৭০ জন কয়েদীর পরিবর্তে ৭০ জন সাহাবী) শহীদ হবে। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, আমরা মুক্তিপণ নিব এবং আমাদের মধ্য থেকে আগামী বছর এ পরিমাণ সাহাবী শহীদ হতে আমরা রাজি।

মুসলিম শরীফে (২/৯৩) হযরত উমর ফারুক রা. হতে একটি সুদীর্ঘ হাদীস রয়েছে, যার সারনির্যাস হল– প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে বললেন, এসব কয়েদী সম্পর্কে তোমাদের কি রায়? হযরত আবু বকর রা. বললেন, আমার রায় হল– মুক্তিপণ নিয়ে তাদের ছেড়ে দেয়া। হতে পারে আল্লাহ তা'আলা তাদের হেদায়াত দিবেন, তারা মুসলমান হয়ে যাবে। হযরত উমর ফারুক রা. বললেন, তারা কাফির নেতা। তাদের সবার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হোক।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর রা. এর রায় পছন্দ করলেন এবং মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। এরপর নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হল–

مَاكَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَكُوْنَ لَهُ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ ـ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ـ لَوْ لَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ـ

"নবীর শান উপযোগী নয়, তার নিকট কয়েদী থাকা, যতক্ষণ না জমিনে প্রচুর রক্তপাত ঘটানো হয়। (অর্থাৎ, সবাইকে যেন হত্যা করা হয়।) তোমরা চাও দুনিয়ার মাল-আসবাব, আল্লাহ চান পরকাল। আল্লাহ তা'আলা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান। তোমার যা (মুক্তিপণ) গ্রহণ করেছ, যদি তা তাকদীরে লেখা না থাকত তবে তোমাদের উপর মহাশাস্তি আপতিত হত।-সূরা আনফাল।

একটি সংশয় ও এর উত্তর

সংশয়টি হল– আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যেহেতু মুক্তিপণ ও হত্যা এ দু'টির ব্যাপারে এখতিয়ার দেয়া হয়েছে, যেমন– তিরমিযীর রেওয়ায়াতে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, সেহেতু মুক্তিপণ নেয়ার কারণে ভর্ৎসনা কেন হল?

এর উত্তর এই দেয়া হয়েছে যে, এই এখতিয়ার বাহ্যতঃ এখতিয়ার ছিল, কিন্তু বাস্তবে ছিল শুধু একটি পরীক্ষা। যাতে দেখতে পারেন, ইসলামের শত্রুদেরকে তারা হত্যা করেন, না দুনিয়ার আসবাব উপকরণ গ্রহণ করেন। যেমন– পবিত্র স্ত্রীগণ যখন রাসূলুল্লাহ সা-এর নিকট অতিরিক্ত খোরপোষ দাবি করেছেন তখন নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ! قُلْ لِاَزْوَاجِكَ الخ

"হে নবী! স্বীয় স্ত্রীগণকে বলে দিন, যদি তোমরা পার্থিব জীবন ও -এর সাজ-সজ্জা চাও, তবে আস, তোমাদেরকে পোশাক জোড়া দিয়ে সংগতভাবে বিদায় করে দেই। আর যদি আল্লাহ্, তদীয় রাসূল ও পরকাল নিবাস চাও, তাহলে আল্লাহ তা'আলা পরকালে তোমাদের নেককারদের জন্য মহা প্রতিদান তৈরি করে রেখেছেন।"

এই আয়াতে যদিও পবিত্র স্ত্রীগণকে এখতিয়ার দেয়া হয়েছে যে, তাঁরা ইচ্ছে করলে দুনিয়া ও এর শোভা-সৌন্দর্য গ্রহণ করতে পারে অথবা ইচ্ছে হলে আল্লাহ্, রাসূল এবং পরকাল দিবস এখতিয়ার করতে পারে। কিন্তু বস্তুত এটি এখতিয়ার ছিল না, বরং এটি ছিল পরীক্ষা।

আরেকটি উদাহরণ, যেমন– হারূত ও মারূত কর্তৃক যাদু শিখানোর জন্য বাবিলে অবতরণ ছিল পরীক্ষামূলক। যাদু শিখা ও শিখানোর এখতিয়ার প্রদান উদ্দেশ্য ছিল না।

আরেকটি উদাহরণ, যেমন– মি'রাজ রজনীতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে শরাব, দুধ এবং মধুর কয়েকটি পাত্র দেয়া হয়েছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুধ অবলম্বন করেছিলেন। ফলে হযরত জিবরাঈল আ. এসে বললেন, যদি আপনি শরাব অবলম্বন করতেন, তবে আপনার উম্মত পথভ্রষ্ট হয়ে যেত।

সারকথা, হযরত সিদ্দীকে আকবর রা. ও অন্যান্য সাহাবী মুক্তিপণের যে পরামর্শ দিয়েছেন এটি ছিল দীনি ও দুনিয়াবী উপকারিতার দিকে লক্ষ্য করে, আর কেউ কেউ অধিক আর্থিক ফায়দার কথা লক্ষ্য করে মুক্তিপণ নেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। এজন্য ভর্ৎসনার এ আয়াত অবতীর্ণ হল। এই ভর্ৎসনার মূল সম্বোধিত ব্যক্তি তারাই, যাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল অধিক অর্থনৈতিক ফায়দা। تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا আয়াতের শব্দ দ্বারা এটা বুঝা যায়। ভর্ৎসনার উদ্দেশ্য হল– তোমরা আল্লাহর রাসূলের সাহাবী হয়ে নশ্বর দুনিয়ার উপকরণ আর তুচ্ছ আসবাবপত্রের প্রতি কেন নজর করছ? হে রাসূলের সাহাবীগণ! তোমাদের ন্যায় অগ্রগামী ও নৈকট্যপ্রাপ্তদের মহান শান ও উঁচু মর্যাদার জন্য কখনো মুক্তিপণ ও গনিমতের প্রতি দৃষ্টিপাত করা সমীচীন নয়। বাকি নূরে মুজাসসাম, রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুক্তিপণের রায়কে যে পছন্দ করেছেন, এর উদ্দেশ্য ছিল শুধু আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ও আন্তরিক দয়াদ্রতা। নাউযুবিল্লাহ, নাউযুবিল্লাহ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত সিদ্দীকে আকবর রা. এর সামনে অণু পরিমাণও আর্থিক ফায়দা লক্ষ্যণীয় ছিল না। এজন্য তাঁরা ভর্ৎসনার অন্তর্ভুক্ত নন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে গোটা দুনিয়ার অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব সবই ছিল সমান। সেখানে মুক্তিপণের হাতে গোনা কয়েকটি দিরহামের প্রতি কিসের দৃষ্টিপাত হতে পারে!

ইজতিহাদের মাসআলা

কোন কোন আলিম এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন যে, আম্বিয়া আ. ও কখনো কখনো ইজতিহাদ করেন। আবার তাদের ইজতিহাদে কখনো ভুলও হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা নবীগণকে কখনো ভুলের উপর কায়েম থাকতে দেন না। বরং অহীর মাধ্যমে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেন। আম্বিয়ায়ে কিরাম এবং মুজতাহিদগণের ইজতিহাদে আসমান জমিনের ফারাক রয়েছে। সেটি হল– ওহীর পর নবীর ইজতিহাদের উপর আমল বাতিল হয় ন। কারণ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইজতিহাদের মাধ্যমে মুক্তিপণ গ্রহণের যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরেও সে নির্দেশ অবশিষ্ট থাকে। তাতে কোন রদবদল করা হয়নি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হত্যার দিকে ফিরে আসেননি। বরং সে মুক্তিপণের উপর অটল ছিলেন। কিন্তু মুজতাহিদের বিষয়টি এর পরিপন্থী। তার ইজতিহাদের পর যদি স্পষ্ট হয় যে, আমার এ ইজতিহাদ অমুক নসের পরিপন্থী, তবে তার পূর্বেকার ইজতিহাদ প্রত্যাহার করা আবশ্যক।

তৃতীয় হাদীসটি হল– হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব র. এর। তাতে রয়েছে যে প্রথম ফিতনা বদরী কাউকে অবশিষ্ট রাখেননি। এতে একটি সন্দেহ হয় যে, হযরত উসমান গনী রা. শাহাদতের পর দীর্ঘদিন পর্যন্ত হযরত আলী মুরতাযা, যুবাইর, তালহা রা. প্রমূখ সাহাবী জীবিত ছিলেন।

উত্তর ঃ এই সংশয়ের উত্তর দেয়া হয়েছে, যার উপর ভিত্তি করে এ ফিতনা মাথাচাড়া দিয়েছিল, সে সময় থেকে বদরী মহামনীষীগণ দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে আরম্ভ করেন। অবশেষে দ্বিতীয় ফিতনা হাররা পর্যন্ত বদরে অংশগ্রহণকারী আর কেউ অবশিষ্ট থাকেননি।

দ্বিতীয় উত্তর হল, অধিকাংশের উপর পূর্ণাঙ্গের হুকুম আরোপ করা হয়েছে।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ وَعِلْمُهُ اَحْكَمُ -

৩৭২৯. حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ قَالَ حدثنا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رضى الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ كُلٌّ مَنْ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ قَالَتْ فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَحٍ فِي مِرْطِهَا، فَقَالَتْ تَعِسَ مِسْطَحٌ، فَقُلْتُ بِئْسَ مَاقُلْتِ تَسُبِّينَ رَجُلاً شَهِدَ بَدْرًا فَذَكَرَ حَدِيثَ الإِفْكِ ـ

৩৭২৯/৭০. হাজ্জাজ ইবনে মিনহাল র. ..... যুহরী র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ‘উরওয়া ইবনে যুবাইর, সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব, আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস ও ‘উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ র. থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিণী হযরত আয়েশা রা.-এর (প্রতি আরোপিত) অপবাদের ঘটনা সম্পর্কে শুনেছি। তারা সকলেই হাদীসটির একটি অংশ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আয়েশা রা. বলেছেন, আমি এবং উম্মে মিসতাহ্ (প্রাকৃতিক প্রয়োজনে) বের হলাম। (কারণ, তখন ঘরে বাথরুমের ব্যবস্থা ছিল না) তখন উম্মে মিসতাহ চাদরে পেঁচিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। এতে তিনি বললেন, মিসতাহ এর জন্য ধ্বংস। (আয়েশা রা. বলেন,) তখন আমি বললাম, আপনি ভাল বলেন নি। আপনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিকে মন্দ বলছেন! এরপর তিনি অপবাদ-এর ঘটনাটি উল্লেখ করলেন।

উপকারিতা ঃ এর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ শীঘ্রই আসছে। এখানে শুধু এজন্য আনা হয়েছে যে, হযরত মিসতাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি বদর যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছেন।

৩৭৩০. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ هٰذِهِ مَغَازِي رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُلْقِيهِمْ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا * قَالَ مُوسَى قَالَ نَافِعٌ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَارَسُولَ اللّٰهِ! تُنَادِي نَاسًا أَمْوَاتًا؟ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ، فَجَمِيعُ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ قُرَيْشٍ مِمَّنْ ضُرِبَ لَهُ بِسَهْمِهِ، أَحَدٌ وَثَمَانُونَ رَجُلاً، وَكَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ قَالَ الزُّبَيْرُ قُسِمَتْ سُهْمَانُهُمْ فَكَانُوا مِائَةً، وَاللّٰهُ أَعْلَمُ ـ

৩৭৩০/৭১. ইব্‌রাহীম ইবনে মুনযির র. .... হযরত ইবনে শিহাব র. থেকে বর্ণিত (তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিহাদসমূহের বর্ণনা দেয়ার পর) বলেছেন, هذه مغازى الخ এগুলোই ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামরিক অভিযান। এরপর তিনি (বদর যুদ্ধের) ঘটনা বর্ণনা করলেন, (যেটি ইবনে শিহাব থেকে মুসা ইবনে উকবা বর্ণনা করেছেন) যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নিহত) কুরাইশ কাফিরদের লাশ কূপে নিক্ষেপ করার সময় (সেগুলোকে সম্বোধন করে) বললেন, তোমাদের রব তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা তোমরা পেয়েছ তো? (বর্ণনাকারী) মুসা নাফির মাধ্যমে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের থেকে কেউ কেউ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি মৃতলোকদের আহ্বান করছেন! তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বললেন, আমার কথাগুলো তোমরা তাদের থেকে অধিক শুনতে পাচ্ছ না। গণিমতের অংশ লাভ করেছিলেন, এ ধরনের যে সব কুরাইশী সাহাবী বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের সংখ্যা হল একাশি। 'উরওয়া ইবনে যুবাইর বললেন যে, যুবাইর রা. বলেছেন, (বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী) কুরাইশী সাহাবীদের গনিমতের মালের অংশগুলো বন্টন করা হয়েছিল। তাদের সংখ্যা ছিল সর্বমোট একশ'। আল্লাহ্ই ভাল জানেন)

ব্যাখ্যা ঃ مِمَّنْ ضُرِبَ لَهُ بِسَهْمِهِ এর দ্বারা উদ্দেশ্য সেসব লোক যাদের জন্য গনিমতের অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। যদিও যুদ্ধের সময় কোন ওযর বশত সেখানে উপস্থিত নাই থাকুন না কেন?

بِمِائَةِ سَهْمٍ ঃ পূর্বের ৮১-এর সাথে এর বিরোধ এজন্য হবে না যে, মুজাহিদগণের মধ্যে আরোহী ও পদাতিকের অংশে পার্থক্য স্পষ্ট। অতএব অর্থ এই হবে যে, ৮১ জনের অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে ও বন্টন করা হয়েছে ১০০ অংশ। অতএব, কোন বিরোধ নেই।

০ অবশ্য ৫৬৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হযরত বারা ইবনে আযিব রা. এর হাদীসে রয়েছে যে, মুহাজিরগণের সংখ্যা ছিল ৬০-এর অধিক।

এর উত্তর হল, ৬০ দ্বারা উদ্দেশ্য সেসব সাহাবী যাঁরা বাস্তবে লড়াইয়ে উপস্থিত ছিলেন। ৮১ দ্বারা উদ্দেশ্য উপস্থিত ও অনুপস্থিত মাযুর উভয় ধরনের লোক। অতএব, কোন বিরোধ রইল না।

০ দ্বিতীয় উত্তর হল ৬০ দ্বারা উদ্দেশ্য স্বাধীন মুজাহিদ, আর ৮১ দ্বারা উদ্দেশ্য খাদেম ও গোলামসহ। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

٣٧٣١. حَدَّثَنِىْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ ضُرِبَتْ يَوْمَ بَدْرٍ لِلْمُهَاجِرِيْنَ بِمِائَةِ سَهْمٍ.

৩৬৩১/৭২. ইব্‌রাহীম ইবনে মুসা র. ..... হযরত যুবাইর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বদরের দিন মুহাজিরদের জন্য (গনিমতের মালের) একশ' অংশ দেয়া হয়েছিল।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বের রেওয়ায়াতের ৮১ অংশ আর এই রেওয়ায়াতের ১০০ অংশে বাহ্যত যে বিরোধ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, এর উত্তর এই দেয়া হয়েছে যে, পূর্ণ ১০০ অংশ থেকে যখন এক পঞ্চমাংশের হিস্যা বের করে নেয়া হয়, তখন ৮০ অংশ থেকে যায়। ১ হল ভাংতি। ফলে হতে পারে অংশ ছিল ১০১। কিন্তু এ ভাংতি ধর্তব্যে আনা হয়নি। والله اعلم

٢١٧٥. بَابُ تَسْمِيَةِ مَنْ سُمِّىَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ فِى الْجَامِعِ

২১৭৫. পরিচ্ছেদ ঃ বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীদের নামের তালিকা যা আল-জামি তথা বুখারী শরীফে উল্লেখ রয়েছে।

উপকারিতা ঃ কোন কোন কপিতে আরেকটু অতিরিক্ত আছে। তা হল, الَّذِىْ وَضَعَهُ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ عَلٰى حُرُوْفِ الْمُعْجَمِ এটি আবু আবদুল্লাহ অর্থাৎ, ইমাম বুখারী র. হুরূফে হিজা হিসেবে সহীহ বুখারীতে উল্লেখ করেছেন। অতএব, এ অনুচ্ছেদে শুধু সে সব বদরীর নাম আসবে, যাঁরা বদরী বলে বুখারী শরীফে উল্লেখ রয়েছে। কারণ, এমন কোন কোন মনীষীও রয়েছেন, যাঁরা সর্বসম্মতভাবে বদরে অংশগ্রহণকারী। অথচ এ অনুচ্ছেদে তাঁদের উল্লেখ নেই। যেমন– হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রা. প্রমুখ। অতএব, কোন প্রশ্ন রইল না।

২. সমস্ত নাম হুরূফে হিজার ক্রমানুসারে উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু আকায়ে কায়েনাত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম মুবারকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশার্থে বরকতের জন্য আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

اَلنَّبِىُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْهَاشِمِىُّ ﷺ * اِيَاسُ ابْنُ بُكَيْرٍ * بِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ مَوْلٰى اَبِىْ بَكْرِنِ الْقُرَشِىِّ * حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْهَاشِمِىُّ * حَاطِبُ بْنُ اَبِىْ بَلْتَعَةَ حَلِيْفٌ لِقُرَيْشٍ * اَبُوْ حُذَيْفَةَ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ الْقُرَشِىُّ * حَارِثَةُ بْنُ الرَّبِيْعِ الْاَنْصَارِىُّ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ حَارِثَةُ بْنُ سُرَاقَةَ كَانَ فِى النَّظَارَةِ * خُبَيْبُ بْنُ عَدِىِّ نِ الْاَنْصَارِىُّ * خُنَيْسُ بْنُ حُذَافَةَ السَّهْمِىُّ * رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعِ الْاَنْصَارِىُّ * رِفَاعَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ اَبُوْ لُبَابَةَ الْاَنْصَارِىُّ * زُبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ الْقُرَشِىُّ * زَيْدُ ابْنُ سَهْلٍ اَبُوْ طَلْحَةَ الْاَنْصَارِىُّ * اَبُوْ زَيْدِ الْاَنْصَارِىُّ * سَعْدُ بْنُ مَالِكِ الزُّهْرِىُّ * سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ الْقُرَشِىُّ * سَعِيْدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ الْقُرَشِىُّ * سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ الْاَنْصَارِىُّ * ظُهَيْرُ بْنُ رَافِعِ الْاَنْصَارِىُّ * وَاَخُوْهُ عَبْدُ اللّٰهِ عُثْمَانُ اَبُوْبَكْرِ نِ الصِّدِّيْقُ الْقُرَشِىُّ * عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ الْهُذَلِىُّ * عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ الزُّهْرِىُّ * عُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ الْقُرَشِىُّ * عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ الْاَنْصَارِىُّ * عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْعَدَوِىُّ * عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الْقُرَشِىُّ خَلَّفَهُ النَّبِىُّ * عَلٰى اِبْنَتِهٖ. وَضَرَبَ لَهٗ بِسَهْمِهٖ * عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبِ نِ الْهَاشِمِىُّ، عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ، حَلِيْفُ بَنِىْ عَامِرِ بْنِ لُؤَىٍّ * عُقْبَةُ بْنُ عَمْرِو نِ الْاَنْصَارِىُّ * عَامِرُ بْنُ رَبِيْعَةَ الْعَنَزِىُّ * عَاصِمُ بْنُ ثَابِتِ الْاَنْصَارِىُّ * عُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَةَ الْاَنْصَارِىُّ * عِتْبَانُ بْنُ مَالِكِ الْاَنْصَارِىُّ * قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُوْنٍ * قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ الْاَنْصَارِىُّ * مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوْحِ * مُعَوِّذُ بْنُ عَفْرَاءَ * وَاَخُوْهُ مَالِكُ بْنُ رَبِيْعَةَ اَبُوْ اُسَيْدِ الْاَنْصَارِىُّ * مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيْعِ الْاَنْصَارِىُّ * مَعْنُ بْنُ عَدِىِّ الْاَنْصَارِىُّ * مِسْطَحُ بْنُ اُثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ * مِقْدَادُ بْنُ عَمْرِو الْكِنْدِىُّ حَلِيْفُ بَنِىْ زُهْرَةَ * هِلَالُ بْنُ اُمَيَّةَ الْاَنْصَارِىُّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ -

নবী মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ হাশিমী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আয়াস ইবনে বুকাইর, আবু বকর কুরাইশীর আযাদকৃত গোলাম বিলাল ইবনে রাবাহ, হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব আল-হাশিমী, কুরাইশদের মিত্র হাতিব ইবনে আবু বালতাআ, আবু হুযাইফা ইবনে উতবা ইবনে রাবীআ কুরাইশী, হারিসা ইবনে রাবী আনসারী, তিনি বদর যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন; তাঁকে হারিসা ইবনে সুরাকাও বলা হয়, তিনি দেখার জন্য গিয়েছিলেন। খুবাইব ইবনে আদী আনসারী, খুনাইস ইবনে হুযাফা সাহমী, রিফা'আ ইবনে রাফি আনসারী, রিফা'আ ইবনে আবদুল মুনযির, আবু লুবাবা আনসারী, যুবাইর ইবনুল আওয়াম কুরাইশী, যায়েদ ইবনে সাহল আবু তালহা আনসারী, আবু যায়েদ আনসারী, সা'দ ইবনে মালিক যুহরী, সা'দ ইবনে খাওলা কুরাইশী, সাঈদ

ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল কুরাইশী, সাহল ইবনে হুনাইফ আনসারী, যুহাইর ইবনে রাফি' আনসারী, এবং তাঁর ভাই (মুজহির ইবনে রাফি' আনসারী), আবদুল্লাহ ইবনে উসমান, আবু বকর সিদ্দীক কুরাইশী, আবদুল্লাহ ইবনে উসমান হুযালী; আবদুর রহমান ইবনে আউফ যুহরী, উবাইদা ইবনুল হারিস কুরাইশী, উবাদা ইবনে সামিত আনসারী, উমর ইবনে খাত্তাব আদাবী, উসমান ইবনে আফ্ফান কুরাইশী, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তাঁর অসুস্থ কন্যার দেখাশোনার জন্য (মদীনায়) রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু গণিমতের মালের অংশ তাঁকে দিয়েছিলেন। আলী ইবনে আবু তালিব হাশিমী, আমির ইবনে লুওয়াই গোত্রের মিত্র আমর ইবনে আউফ, উকবা ইবনে আমর আনসারী, আমির ইবনে রাবী'আ আনাযী, আসিম ইবনে সাবিত আনসারী, উয়াইম ইবনে সাইদা আনসারী, ইতবান ইবনে মালিক আনসারী, কুদামা ইবনে মাজউন, কাতাদা ইবনে নু'মান আনসারী, মুআয ইবনে আমর ইবনে জামূহ, মু'আববিয ইবনে আফরা এবং তাঁর ভাই 'মু'আয), মালিক ইবনে রাবী'আ আবু উসাইদ আনসারী, মুরারা ইবনে রাবী আনসারী, মা'ন ইবনে আ'দী আনসারী, মিসতাহ ইবনে উসাসা ইবনে আব্বাদ ইবনে মুত্তালিব ইবনে আবদে মানাফ, যুহরা গোত্রের মিত্র মিকদাদ ইবনে আমর কিনদী, হিলাল ইবনে উমাইয়া আনসারী, (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম)

উপকারিতা ঃ এখানে প্রায় ৪৫টি নাম আছে। তাদের বদরে অংশগ্রহণের বিষয়টি বুখারী শরীফের যে যে স্থানে রেওয়ায়াতে আছে এর টীকায় পৃষ্ঠাসহ উল্লেখ রয়েছে। এজন্য অধম তা ছেড়ে দিয়েছে।[১]

টীকা ঃ ১. ফাতহুল বারীতে সংখ্যার একটি বাক্য রয়েছে أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ رَجُلًا । কিন্তু আমি গুণে দেখলাম এখানে ৪৫ হয়েছে। হতে পারে رَجُلًا দ্বারা উদ্দেশ্য, মনিব ছাড়া অন্যান্য সাহাবী। كَانَ فِي النَّظَارَةِ ঃ অর্থাৎ হারিছা ইবনে রুবাই'। যিনি বদরের দিন সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ হয়েছেন। তিনিই হলেন হারিছা ইবনে সুরাকা, যিনি শুধু দর্শক ছিলেন, যুদ্ধের জন্য আসেননি।

٢١٧٦. بَابُ حَدِيثِ بَنِي النَّضِيرِ

২১৭৬. পরিচ্ছেদ ঃ বণু নযীরের ঘটনার বিবরণ

ব্যাখ্যা ঃ মদীনা ও এর আশে পাশে ইয়াহুদীদের বিভিন্ন গোত্র বসবাস করছিল। তন্মধ্যে তিনটি গোত্র ছিল অধিক প্রসিদ্ধ। বনু কুরাইজা, বনু নযীর এবং বনু কাইনুকা'। যেহেতু এরা আহলে কিতাব ছিল, সেহেতু মুশরিকদের বিপরীতে তাদের আমলী মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য ছিল। তারা আসমানী গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে শেষ যুগের নবীর জীবনী ও গুণাবলী সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখত। যেমন কুরআনে কারীমে আছে– يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ । মদীনা এবং খায়বরে তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জ্ঞানকেন্দ্রও প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু তাদের স্বভাবে শান্তি ছিল না। সত্যের সাথে হিংসা-বিদ্বেষ, অস্বীকার ও অহংকার তাদের স্বভাবজাত বিষয় ছিল। যেমন কুরআনে হাকীমে আছে وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ـ

হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের সাথে যেসব কাফিরের সম্পর্ক ছিল তারা ছিল তিন প্রকার। ১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পারস্পরিক চুক্তি করেছেন যে, তারা নিজেরাও যুদ্ধ করবে না এবং ইসলামের শত্রুদের সাহায্যও করবে না। এসব গোত্র ছিল বনু কাইনুকা', বনু নযীর ও বনু কুরাইজার ইয়াহুদী। ২। সেসব কাফির যাদের সাথে চুক্তি ছিল না এবং তারা প্রত্যক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। যেমন– কুফফারে কুরাইশ। ৩। সেসব কাফির যারা মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছিল। না চুক্তি করেছিল, না ছিল যুদ্ধ। বরং তারা অপেক্ষমান ছিল, শেষ পরিণতি কি হয়? এরূপ ছিল আরবের কয়েকটি গোত্র। অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল এরূপ যে, অন্তর থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিজয় কামনা করত যেমন– বনু খুযা'আ। আবার কিছু ছিল এর পরিপন্থী।

ইয়াহুদীদের যে তিন গোত্রের সাথে পারস্পরিক চুক্তি হয়েছিল, তন্মধ্যে সর্ব প্রথম চুক্তি ভঙ্গ করে বনু কাইনুকা। অতঃপর বনু নযীর, অতঃপর বনু কুরাইজা। সবার পরিণতি সম্পর্কে পরবর্তীতে আলোচনা আসছে।

وَمَخْرَجُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَيْهِمْ فِىْ دِيَةِ الرَّجُلَيْنِ وَمَا اَرَادُ مِنَ الْغَدْرِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

দুই ব্যক্তির দিয়াতের (রক্তপণ) ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বণু নযীর গোত্রের নিকট যাওয়া এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথে তাদের গাদ্দারী সংক্রান্ত ঘটনা।

ব্যাখ্যা ঃ বাস্তব ঘটনা হল– আমর ইবনে উমাইয়া যামরীর হাতে এরূপ দু' ব্যক্তি নিহত হয়েছিল যাদের সাথে চুক্তি ছিল। তারা দু'জন কাফির হলেও বনু কিলাব বা বনু আমিরের লোক ছিল। এদের সাথে চুক্তি ছিল। আমর ইবনে উমাইয়া এটা জানতেন না। শত্রু মনে করে তিনি তাদের হত্যা করেন। অতঃপর মদীনায় পৌঁছে যখন জানতে পারলেন, এ দু'ব্যক্তি এরূপ গোত্রের লোক যাদের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সন্ধিচুক্তি ছিল। সেহেতু তাদের দু'জনের রক্তপণ আদায় করতে হবে। তাই তিনি মুসলমানদের সাথে এ রক্তপণের চাঁদা তুলেছেন। অতঃপর মনস্থ করলেন ইয়াহুদীরাও তো সন্ধিনামায় মুসলমানদের সাথে আছে। অতএব, রক্তপণে তাদেরকে শরীক করা হবে। এ কাজের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু নযীর গোত্রের নিকট গেলেন। সেসব বিশ্বাসঘাতক ষড়যন্ত্র করল (মনে করল) যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হত্যা করার সুযোগ আমাদের হাতে এসে গেছে। অতএব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে একটি জায়গায় বসিয়ে বলল, আমরা মুক্তিপণের টাকা জমা করার ব্যবস্থা করছি। এদিকে গোপনে গোপনে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, যেই দেয়ালের নিচে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ নিচ্ছেন, সেখানে কেউ উঠে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি ভারী পাথর নিক্ষেপ করবে, যাতে তাঁর বিষয়টি খতম হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎক্ষণাৎ ওহীর মাধ্যমে এ ষড়যন্ত্রের সংবাদ জানতে পারলেন। তিনি সেখান থেকে উঠে চলে এলেন। তাদের কাছে সংবাদ পাঠালেন, তোমরা চুক্তি ভঙ্গ করে সন্ধি শেষ করে দিয়েছ। অতএব, এবার তোমাদেরকে ১০ দিন সময় দেয়া হচ্ছে। এ সময়ে তোমরা যেখানে ইচ্ছা চলে যাও। এ সময়ের পর তোমাদের যাকেই এখানে দেখা যাবে তারই গর্দান উড়িয়ে দেয়া হবে। তারা চলে যাওয়ার জন্য মনস্থ করলে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফিক তাদেরকে বাধা দিল যে, তোমরা যেতে পারবে না। আমার কাছে দু'হাজারের একটি বাহিনী আছে, এরা তোমাদের সাহায্য করবে। এসব মুনাফিকের কথায় তারা পড়ে গেল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট সংবাদ পাঠাল, আমরা কোথাও যাব না। আপনি যা পারেন করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে সাথে নিয়ে সে গোত্রের উপর আক্রমণ চালালেন। তারা দুর্গ বন্ধ করে দিল। মুনাফিকরা মুখ লুকিয়ে বসে রইল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের অবরোধ করলেন, তাদের গাছগুলো জ্বালিয়ে দিলেন। শেষ পর্যন্ত পেরেশান হয়ে তারা দেশান্তরকে মেনে নিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমতাবস্থায় তাদের ব্যাপারে এতটুকু খেয়াল রাখলেন যে, হুকুম দিয়ে দিলেন, তোমরা যা ইচ্ছা আসবাবপত্র নিয়ে যেতে পার। তবে হাতিয়ার নয়। হাতিয়ারগুলো জব্দ করা হবে। এরা খায়বর চলে গেল। এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে চতুর্থ হিজরী রবিউল আউয়ালে। এরপর হযরত উমর রা. স্বীয় খিলাফতকালে তাদেরকে অন্যান্য ইয়াহুদীর সাথে খায়বর থেকে মুলকে শামের দিকে দেশান্তর করে দেন। এই দু'টিকে প্রথম হাশর ও দ্বিতীয় হাশর বলে। এর বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহ বীরে মাঊনাতে আসবে।

قَالَ الزُّهْرِىُّ عَنْ عُرْوَةَ كَانَتْ عَلٰى رَاْسِ سِتَّةِ اَشْهُرٍ مِنْ وَقْعَةِ بَدْرٍ قَبْلَ اُحُدٍ

'ইমাম যুহরী (মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম) উরওয়া সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, এ ঘটনা (বনু নযীরের ঘটনা) বদর যুদ্ধের ৬ মাস পর, উহুদ যুদ্ধের পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল।'

وَقَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى هُوَ الَّذِى اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ـ

আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ– তিনি সে আল্লাহ যিনি আহলে কিতাব কাফিরদেরকে তাদের বাড়িঘর থেকে বহিষ্কার করেছেন প্রথমবার সমবেত করে অর্থাৎ, প্রথম দেশান্তর। আর দ্বিতীয় দেশান্তর হয়েছে হযরত উমর ফারুক রা. এর যুগে।

لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ঃ হাশরের অর্থ হল–সমবেত করা, একত্রিত করা। উদ্দেশ্য হল– বণু নযীরের ইয়াহুদীরা ইসলামী বাহিনী দেখে ভয় পেয়ে যায় এবং দেশান্তরে রাজি হয়ে যায়।

উপকারিতা ঃ যেহেতু বণু নযীরের মাল সম্পদ বিনা যুদ্ধে অর্জিত হয়েছিল সেহেতু বনু নযীরের সব সম্পদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য বিশেষিত।

وَجَعَلَه ابْنُ اِسْحَاقَ بَعْدَ بِئْرِ مَعُوْنَةَ وَ اُحُدٍ

ইমাম ইবনে ইসহাক (ইমামে মাগাযী মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে ইয়াসার) এ ঘটনা বীরে মাউনা এবং উহুদ যুদ্ধের পরে হয়েছে বলে সাব্যস্ত করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ অধিকাংশ সীরাত ও মাগাযী লেখক এটাকেই সহীহ সাব্যস্ত করেছেন। এ কারণে এ ঘটনাটিকে সারিয়্যাতুল কুররা বলে। কারণ, আবু বারা আমির ইবনে মালিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে ইসলামের জন্য সাহাবায়ে কিরামের একটি দল পাঠানোর দরখাস্ত করে। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে ৭০ জন সাহাবী পাঠান। পরবর্তীতে এ বাস্তবতা স্পষ্ট হয় যে, এটা ছিল স্রেফ ষড়যন্ত্র। তাদের সবাইকে তারা ঘেরাও করে হত্যা করে। শুধু আমর ইবনে উমাইয়া যামরী কোনক্রমে বেঁচে যান। তিনি মদীনায় ফিরে আসছিলেন। পথিমধ্যে তাঁর সাথে দেখা হয় বনু আমিরের দুই পৌত্তলিকের সাথে। মুসলমানরা কেবলমাত্র মুশরিকদের এই গাদ্দারী দেখেছে (স্বচক্ষে দেখা) যে, ধোঁকা দিয়ে ৬৯ জন মুসলমান ভাইকে তারা হত্যা করেছে। এমতাবস্থায় তাদের জোশ ও আবেগ কাফিরদের বিরুদ্ধে কি পরিমাণ হবে, প্রতিটি ব্যক্তি তা আন্দাজ করতে পারেন। আমর ইবনে উমাইয়া উক্ত মুশরিকদ্বয়কে হত্যা করেন। পরবর্তীতে জানতে পারলেন, তারা দু'জন বনু আমির গোত্রের লোক। যাদের সাথে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে চুক্তি ছিল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাদের সাথে আমাদের চুক্তি ছিল, অতএব তাদের রক্তপণ দেয়া জরুরি। এর পূর্ণ বিস্তারিত বিবরণ বীরে মাউনায় ইনশাআল্লাহ আসবে।

৩৭৩২. حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ حَارَبَتِ النَّضِيْرُ وَقُرَيْظَةُ فَاَجْلٰى بَنِى النَّضِيْرِ، وَاَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ حَتّٰى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَاَوْلَادَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلَّا بَعْضَهُمْ لَحِقُوْا بِالنَّبِىِّ ﷺ فَاٰمَنَهُمْ وَاَسْلَمُوْا، وَاَجْلٰى يَهُوْدَ الْمَدِيْنَةِ كُلَّهُمْ بَنِى قَيْنُقَاعَ، وَهُمْ رَهْطُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ، وَيَهُوْدَ بَنِى حَارِثَةَ، وَكُلَّ يَهُوْدٍ بِالْمَدِيْنَةِ ـ

৩৭৩২/৭৩. ইসহাক ইবনে নাসর র. ...... হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, বনু নযীর ও বনু কুরাইজা গোত্রের ইয়াহুদী সম্প্রদায় (মুসলমানদের বিরুদ্ধে সন্ধিচুক্তির খেলাফ করে) যুদ্ধ শুরু করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু নযীর গোত্রকে দেশান্তরিত করে দেন এবং বনু কুরাইজার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করে তাদেরকে (তাদের ঘর-বাড়িতেই) থাকতে দেন (চুক্তি নবায়নের কারণে দেশান্তর করেননি)।

কিন্তু (পরবর্তীকালে) বনু কুরাইজা (মুসলমানদের বিরুদ্ধে চুক্তি ভঙ্গ করে) যুদ্ধে লিপ্ত হলে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দলভুক্ত– তিনি তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছিলেন, তারা মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। তারা ছাড়া অন্য সব পুরুষকে হত্যা করে দেয়া হয় এবং মহিলা, সন্তান-সন্ততি ও সব ধন-সম্পদ মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করে দেয়া হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার সকল ইয়াহুদীকে দেশান্তরিত করলেন। আবদুল্লাহ ইবনে সালামের গোত্র বনু কায়নুকা ও বনু হারিসাসহ অন্যান্য ইয়াহুদী সম্প্রদায়কেও তিনি দেশান্তরিত করেন।

ব্যাখ্যা ঃ নবু নযীরের দেশান্তর সম্পর্কে কেবলমাত্র জানা গেল। এটি ছিল ইমামুল মাগাযী ইবনে ইসহাক র. এর বিবরণ। দ্বিতীয় উক্তিটি বর্ণনা করেছেন মুসা ইবনে উকবা। সেটি হল বণু নযীর কুরাইশকে গোপনে চিঠি লিখে। তাতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উসকানী ছিল। হতে পারে উভয় কারণই একত্রিত হয়েছিল। অতএব, কোন প্রশ্ন রইল না।

ইনশাআল্লাহ খন্দকের যুদ্ধের সাথেই বনু কুরাইজার অবস্থা বিস্তারিতভাবে আসবে। এ দুর্ভাগারা চুক্তির পরিপন্থী কুরাইশ কাফিরদের সাহায্য করেছিল।

٣٧٣٣. حَدَّثَنِى الْحَسَنُ بْنُ مُدرِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو عَوَانَةَ عَنْ اَبِى بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ سُوْرَةُ الْحَشْرِ قَالَ قُلْ سُوْرَةُ النَّضِيْرِ ـ تَابَعَهُ هُشَيْمٌ عَنْ اَبِى بِشْرٍ ـ

৩৭৩৩/৭৪. হাসান ইবনে মুদরিক র. ..... হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাসের নিকট সূরা হাশরকে সূরা হাশর বলে উল্লেখ করলে, তিনি আমাকে বললেন, বরং তুমি বলবে "সূরা নযীর"। আবু বিশ্‌র থেকে হুশাইমও এ বর্ণনায় তার (আবু আওয়ানার) মুতাব'আত তথা অনুসরণ করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ এক রেওয়ায়াতে হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে যে, সূরা হাশর বনু নযীর সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এ সূরায় তাদের আযাব ও শাস্তির কথা আলোচনা করেছেন। (ফাতহুল বারী)

٣٧٣٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِى الاَسْوَدِ قَالَ حدثنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضى الله عنه قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِىِّ ﷺ النَّخَلَاتِ حَتّٰى اِفْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرَ فَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ ـ

৩৭৩৪/৭৫. আবদুল্লাহ ইবনে আবুল আসওয়াদ র. .... হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারীগণ কিছু কিছু খেজুর গাছ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ, হিজরতের প্রথম বছরগুলোতে আনসারীগণ স্বীয় বাগ-বাগিচার কিছু গাছ হাদিয়ারূপে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট সাহাবীগণের জন্য খাস করে দিতেন। যাতে তাঁরা এগুলো থেকে খেতে পারেন। অবশেষে বনু কুরাইজা ও বনু নযীরে বাগানগুলো বিজিত হওয়ার পর তিনি ঐ খেজুর গাছগুলো তাদেরকে ফেরত দিয়ে দেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট।

এ হাদীসটি ৪৪১ পৃষ্ঠায় এসেছে। ৫৭১ পৃষ্ঠায় সবিস্তারে পুনরায় আসবে।

বর্ণিত আছে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু নযীরে বিজয় লাভ করলেন, তখন আনসারীদেরকে বললেন, তোমরা চাইলে এ মাল তোমাদের মাঝে বণ্ট করে দিব, যেগুলো আল্লাহ তা'আলা আমাকে দান করেছেন। মুহাজিররা রীতিমত তোমাদের ঘরে থাকবে, মাল তাদের হবে, আর তোমরা ইচ্ছা করলে এ সম্পদ মুহাজিরদেরকে দিয়ে দিব। তারা তোমাদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে দিবে। এতশ্রবণে আনসারীরা দ্বিতীয় পন্থা পছন্দ করলেন। মুহাজিররা যে সব বাড়ি-ঘর ও ধন-সম্পদ ধাররূপে নিয়েছিলেন সেগুলো ফেরত দিয়ে দেন। (ফাতহুল বারী)

৩৭৩৫. حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حدثنا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ حَرَّقَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ نَخْلَ بَنِى النَّضِيْرِ وَقَطَعَ وَهِىَ الْبُوَيْرَةُ، فَنَزَلَتْ : مَاقَطَعْتُمْ مِنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى اُصُولِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ ـ

৩৭৩৫/৭৬. আদম র. .... হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুওয়াইরা নামক স্থানে বণু নযীর গোত্রের যে খেজুর গাছ ছিল তার কিছু জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন এবং কিছু কেটে ফেলেছিলেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ مَاقَطَعْتُم مِن لِّيْنَةٍ الخ – তোমরা যে খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলেছ অথবা যেগুলো কাণ্ডের উপর স্থির রেখে দিয়েছ, তা তো আল্লাহ্রই অনুমতিক্রমে (হাশর ৫৯ ঃ ৫)। অর্থাৎ, উভয় কাজে মাসলিহাত ও স্বার্থ রয়েছে। রেখে দেয়ার ফলে মুসলমানরা উপকৃত হবে। আর কর্তনের ফলে কাফিররা ভীত-সন্ত্রস্ত ও প্রভাবিত হবে। স্পষ্ট বিষয়, যে কাজে স্বার্থ ও হিকমত নিহিত সেটি মন্দ নয়।

ব্যাখ্যা ঃ بُوَيرَة বা এর উপর পেশ, ওয়াও এর উপর যবর। মদীনা মুনাওয়ারার নিকটবর্তী একটি গ্রামের নাম। সেখানে বনু নযীরের বাগান ছিল। لِيْنَة ঃ এক প্রকার খেজুর গাছ। ইবনে ইসহাক র. থেকে বর্ণিত আছে যে, আজওয়া ছাড়া সমস্ত খেজুরকে লীনা বলে।

শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট।

এ হাদীসটি শীঘ্রই ৭২৫ পৃষ্ঠায় আসবে।

৩৭৩৬. حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ قَالَ اَخْبَرَنَا حَبَّانُ قَالَ اَخْبَرنَا جُوَيرِيَةُ بنُ اَسمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ رضى الله عنهما اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِى النَّضِيرِ. قَالَ وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ بنُ ثَابِتٍ :

وَهَانَ عَلٰى سَرَاةِ بَنِى لُؤَيٍّ * حَرِيقٌ بِالبُوَيرَةِ مُسْتَطِيرُ،

قَالَ فَاَجَابَهُ اَبُو سُفيَانَ بنُ الحَارِثِ :

اَدَامَ اللّٰهُ ذَالِكَ مِنْ صَنِيعٍ * وَحَرَّقَ فِى نَوَاحِيهَا السَّعِيرُ ـ

سَتَعلَمُ اَيُّنَا مِنهَا بِنُزْهٍ * وَتَعْلَمُ اَىَّ اَرضَينَا تَضِيرُ ـ

৩৭৩৬/৭৭. ইসহাক র. ..... হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু নযীরের খেজুর গাছগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। ইবনে উমর রা. বলেন, এ সম্বন্ধেই হাসসান ইবনে সাবিত রা. বলছেন ঃ وَهَانَ عَلٰى سَرَاةِ الخ "বনু লুওয়াই নেতাদের (কুরাইশের) জন্য সহজ হয়ে গেছে বুওয়াইরা নামক স্থানের

সর্বত্রই অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হওয়া।" বর্ণনাকারী ইবনে উমর রা. বলেন, এর উত্তরে আবু সুফিয়ান ইবনে হারিস বলেছিল, "আল্লাহ এ কাজকে স্থায়ী করুন এবং জ্বালিয়ে রাখুন মদীনার আশে পাশে লেলিহান আগুন, অচিরেই জানবে আমাদের মাঝে কারা নিরাপদ থাকবে এবং জানবে দুই নগরীর কোনটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"

ব্যাখ্যা ঃ আবু সুফিয়ান তার প্রথম কাব্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বদদোয়া দিয়েছিল, যাতে মদীনার বাগানগুলো সর্বদা জ্বলতে থাকে। এর আশেপাশে আগুন জ্বলতে থাকে। যদিও তাতে তার মিত্র ইয়াহুদীদের জন্যও বদদোয়া রয়েছে, কিন্তু যেহেতু মদীনায় পূর্ণাঙ্গরূপে ক্ষমতা লাভ করেছিল মুসলমানরা এবং অধিকাংশ ইয়াহুদী অর্থাৎ, বনু কাইনুকা ও বনু নযীর মদীনা থেকে দেশান্তরিত হয়েছিল, বনু কুরাইজার ইয়াহুদীদের নিদর্শনও জমবার মত ছিল না, সেহেতু এই বদদোয়া আসলে মুসলমানদের বিরুদ্ধেই। দ্বিতীয় কাব্যে সে হযরত হাসসান রা. কে বিশেষত এবং সাধারণ মুসলমানদেরকে ব্যাপকভাবে সম্বোধন করে বলেছে যে, বুয়াইরায় আগুন লাগার কথা আমাদের কি শোনাচ্ছ? এটা তো তোমাদেরই ক্ষতি। আমরা তো আছি মক্কায়। মদীনায় তোমরা সে ভূমিতে আছ যেখানে আগুন লেগেছে। এর ক্রিয়ায় তোমাদের ভূমির ক্ষতি হতে পারে। এতদূর থেকে আমাদের কি ক্ষতি হবে? তোমরা নিজেরাই অনুধাবন কর। আগুন লাগিয়ে তোমরা কার ক্ষতি করেছ? কোন ভূমিকে ক্ষতি করেছ? আমাদের ভূমিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছ? না নিজেদের জমিকে?

أَرَضِيْنَا দোয়াদের নিচে যের, বহুবচনও বর্ণিত আছে। আবার أَرَضَيْنَا দোয়াদের উপর যবর, দ্বিবচনও। অর্থ ও ফলাফলে মূলতঃ কোন পার্থক্য নেই। আল্লামা আইনী রা. বলেন, ব্যাখ্যাতা কিরমানী র. লিখেছেন, কোন কোন কপিতে نَضِيْر নূন সহকারে আছে। অর্থাৎ তায়ের পরিবর্তে নূন আছে। তখন فَعِيْل এর ওজনে نَضَارَة থেকে নিষ্পন্ন হবে। এই পংক্তিটির অর্থ হবে– হে সম্বোধিত ব্যক্তি! তুমি জেনে নিবে আমাদের ভূমিগুলোর মধ্য থেকে কোনটিতে রওনক আছে? আমাদের জমিতে, না তোমাদের? উদ্দেশ্য হল, আগুন লাগিয়ে তোমরা নিজেদের জমি নিজেরাই নষ্ট করলে। আমাদের জমিন তো এখনও শস্য-শ্যামল।

৩৭৩৭. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيُّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضى الله عنه دَعَاهُ إِذْ جَاءَهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا، فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ يَسْتَأْذِنُونَ؟ فَقَالَ نَعَمْ، فَأَدْخَلَهُمْ فَلَبِثَ قَلِيلًا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي عَبَّاسٍ وَعَلِيٍّ يَسْتَأْذِنَانِ؟ قَالَ نَعَمْ - فَلَمَّا دَخَلَا قَالَ عَبَّاسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! اِقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هٰذَا وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِي الَّذِي أَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُولِهِ ﷺ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ. فَاسْتَبَّ عَلِيٌّ وَعَبَّاسٌ، فَقَالَ الرَّهْطُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! اِقْضِ بَيْنَهُمَا، وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ، فَقَالَ عُمَرُ اِتَّئِدُوا أَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، يُرِيدُ بِذٰلِكَ نَفْسَهُ - قَالُوا قَدْ قَالَ ذٰلِكَ، فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلٰى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ رض فَقَالَ أَنْشُدُكُمَا بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ قَالَ ذٰلِكَ؟ قَالَا نَعَمْ، قَالَ فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هٰذَا الْأَمْرِ إِنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ ﷺ فِي هٰذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُمْ - فَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ، وَمَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ إِلٰى قَوْلِهِ قَدِيرٌ، فَكَانَتْ هٰذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ -

ثُمَّ وَاللّٰهِ مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ، وَلَا اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ، لَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَقَسَمَهَا فِيكُمْ حَتّٰى بَقِيَ هٰذَا الْمَالُ مِنْهَا، فَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلٰى اَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هٰذَا الْمَالِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللّٰهِ، فَعَمِلَ ذٰلِكَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ حَيَاتَهُ، ثُمَّ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اَبُوبَكْرٍ رض فَاَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَبَضَهُ اَبُو بَكْرٍ رض فَعَمِلَ فِيهِ بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنْتُمْ حِينَئِذٍ وَاَقْبَلَ عَلٰى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ، وَقَالَ تَذْكُرَانِ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ فِيهِ كَمَا تَقُولَانِ؟ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنَّهُ فِيهِ لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ تَوَفَّى اللّٰهُ اَبَا بَكْرٍ، فَقُلْتُ اَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِي بَكْرٍ، فَقَبَضْتُهُ سَنَتَيْنِ مِنْ اِمَارَتِي اَعْمَلُ فِيهِ بِمَا عَمِلَ فِيهِ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُو بَكْرٍ، وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنِّي فِيهِ صَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ جِئْتُمَانِي كِلَاكُمَا وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَاَمْرُكُمَا جَمِيعٌ، فَجِئْتَنِي يَعْنِي عَبَّاسًا رض فَقُلْتُ لَكُمَا اِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَانُورَثُ مَاتَرَكْنَا صَدَقَةٌ، فَلَمَّا بَدَا لِي اَنْ اَدْفَعَهُ اِلَيْكُمَا قُلْتُ اِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهُ اِلَيْكُمَا عَلٰى اَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدُ اللّٰهِ وَمِيثَاقَهُ لَتَعْمَلَانِ فِيهِ بِمَا عَمِلَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاَبُو بَكْرٍ، وَمَا عَلِمْتُ فِيهِ مُذْ وُلِّيتُ، وَاِلَّا فَلَا تُكَلِّمَانِي فَقُلْتُمَا ادْفَعْهُ اِلَيْنَا بِذٰلِكَ فَدَفَعْتُهُ اِلَيْكُمَا، اَفَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذٰلِكَ ؟

فَوَاللّٰهِ الَّذِي بِاِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالاَرْضُ لَااَقْضِي فِيهِ بِقَضَاءٍ غَيْرِ ذٰلِكَ حَتّٰى تَقُومَ السَّاعَةُ، فَاِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهُ فَادْفَعَا اِلَيَّ فَاَنَا اَكْفِيكُمَاهُ، قَالَ فَحَدَّثْتُ هٰذَا الْحَدِيثَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ صَدَقَ مَالِكُ بْنُ اَوْسٍ اَنَا سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضى الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ اَرْسَلَ اَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ عُثْمَانَ اِلٰى اَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ ثُمُنَهُنَّ مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُولِهِ فَكُنْتُ اَنَا اَرُدُّهُنَّ فَقُلْتُ لَهُنَّ : اَلَا تَتَّقِينَ اللهَ اَلَمْ تَعْلَمْنَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ لَانُورَثُ مَاتَرَكْنَا صَدَقَةٌ؟ يُرِيدُ بِذٰلِكَ نَفْسَهُ، اِنَّمَا يَأْكُلُ اٰلُ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي هٰذَا الْمَالِ، فَانْتَهٰى اَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ اِلٰى مَا اَخْبَرَتْهُنَّ، قَالَ فَكَانَتْ هٰذِهِ الصَّدَقَةُ بِيَدِ عَلِيٍّ رض، مَنَعَهَا عَلِيٌّ عَبَّاسًا فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا ثُمَّ كَانَ بِيَدِ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، ثُمَّ بِيَدِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ثُمَّ بِيَدِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، وَحَسَنِ بْنِ حَسَنٍ كِلَيْهِمَا كَانَا يَتَدَاوَلَانِهَا ثُمَّ بِيَدِ زَيْدِ بْنِ حَسَنٍ وَهِيَ صَدَقَةُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ حَقًّا ۔

৩৭৩৭/৭৮. আবুল ইয়ামান র. .... হযরত মালিক ইবনে আ'ওস ইবনে হাদসান নাসিরী র. বর্ণনা করেন যে, একবার উমর ইবনে খাত্তাব রা. তাকে ডাকলেন। এ সময় তাঁর দ্বাররক্ষী ইয়ারফা এসে বলল, উসমান (ইবনে আফফান), আবদুর রাহমান (ইবনে আওফ), যুবাইর (ইবনে আওয়াম) এবং সা'দ (ইবনে আবু ওয়াক্কাস) রা. আপনার নিকট আসার অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বললেন, হাঁ তাঁদেরকে আসতে বল। কিছুক্ষণ পরে এসে বলল, আব্বাস এবং আলী রা. আপনার নিকট অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বললেন, হাঁ। তাঁরা উভয়েই ভিতরে প্রবেশ করলেন। আব্বাস রা.) বললেন, হে, আমীরুল মু'মিনীন! আমার এবং তাঁর (আলী রা.-এর) মাঝে (চলমান বিবাদের) মীমাংসা করে দিন। বনু নযীরের সম্পদ থেকে আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফাই তথা বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ হিসাবে যা দিয়েছিলেন তা নিয়ে তাদের উভয়ের মাঝে বিবাদ চলছিল। এ নিয়ে তারা শক্তকথায় ও তর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন (পরস্পরে সমালোচনা হয়েছিল)। ফলে দলের সকলেই বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! তাদের মাঝে একটি ফয়সালা করে তাদের পারস্পরিক এ বিবাদ থেকে অব্যাহতি দিন। (এরূপ ফয়সালা করে দিন যাতে ঝগড়া খতম হয়ে উভয়ের শান্তি হয়।)তখন উমর রা. বললেন, তাড়াহুড়া করবেন না। আমি আপনাদেরকে আল্লাহ্‌র নামে শপথ দিয়ে বলছি, যাঁর আদেশে আসমান ও যমিন স্থির আছে। আপনারা কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সম্বন্ধে বলেছেন, আমরা (নবীরা) কাউকে উত্তরাধিকারী রেখে যাই না। যা রেখে যাই তা সদকা হিসাবেই গণ্য হয়। এর দ্বারা তিনি নিজের কথাই বললেন। উপস্থিত সকলেই বললেন, হাঁ, তিনি একথা বলেছেন। উমর রা. আলী এবং আব্বাসের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি আপনাদের উভয়কে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে এ কথা বলেছেন, আপনারা তা জানেন কি? তারা উভয়েই বললেন, হাঁ। এরপর উমর রা. বললেন, এখন আমি আপনাদেরকে এ উত্থাপিত বিষয়টির প্রকৃত অবস্থা খুলে বলছি। ফাই তথা (বিনা যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ)-এর কিছু অংশ (বনু নযীরের সম্পদ) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যা তিনি আর অন্য কাউকে দেননি। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ مَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ الخ - আল্লাহ্ ইয়াহুদীদের নিকট হতে তাঁর রাসূলকে যে ফাই (বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ) দিয়েছেন, তার জন্য তোমরা অশ্বে কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ করনি; আল্লাহ্ তো তাঁর রাসূলকে যার উপর ইচ্ছা তার উপর কর্তৃত্ব দান করেন; আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (৬ ঃ ৫৯) অতএব এ ফাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামমের জন্যই খাস ছিল।

আল্লাহ্‌র কসম! এরপর তিনি তোমাদেরকে বাদ দিয়ে নিজের জন্য সম্পদ সংরক্ষিতও রাখেন নি এবং নিজের জন্য নির্ধারিতও করে যাননি। বরং এ অর্থকে তিনি তোমাদের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছেন। অবশেষে এ মাল উদ্বৃত্ত আছে। এ মাল থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিবার পরিজনের এক বছরের খোরপোষ দিতেন। এর থেকে যা অবশিষ্ট থাকত তা তিনি আল্লাহর পথে (অস্ত্র ক্রয় ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজে) খরচ করতে দিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় এ রূপই করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর আবু বকর রা. বললেন, এখন থেকে আমিই হলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামমের ওলী (স্থলাভিষিক্ত)। এরপর আবু বকর রা. তা স্বীয় তত্ত্বাবধানে নিয়ে এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নীতি অনুসরণ করেছিলেন সে নীতিই অনুসরণ করে চললেন (যে সব খাতে তিনি ব্যয় করতেন সে সব খাতে আবু বকর রা.ও ব্যয় করতেন। আপনারা তখনও ছিলেন অর্থাৎ, আপনারা এসব জানেন।) তিনি আলী ও আব্বাসের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, আজ আপনারা জানেন, আবু বকর রা. এ কর্মপন্থাই অবলম্বন করেছিলেন, যা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছিলেন। যেমন আপনার স্বীকারোক্তি রয়েছে। আল্লাহ্‌র কসম! তিনিই জানেন, এ বিষয়ে আবু বকর রা. ছিলেন সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ এবং হকের অনুসারী এক মহান ব্যক্তিত্ব।

নোট ঃ قَالَ تَذْكُرَانِ اَنَّ اَبَابَكْرٍ فِيْهِ كَمَا تَقُوْلَانِهٖ-এর অর্থ কারো কারো থেকে বর্ণিত আছে, আপনারা বলতেন ও বর্ণনা করতেন যে, আবু বকর এর উপর অর্থাৎ, ভুলের উপর আছেন, যেমন আপনারা বলেন, অথচ আল্লাহ সাক্ষী....।

ثُمَّ تَوَفَّى اللّٰهُ الخ ঃ এরপর আবু বকরের ইন্তিকাল হলে আমি বললাম, (আজ থেকে) আমিই হলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকরের স্থলাভিষিক্ত। এরপর এ সম্পদকে আমি আমার খিলাফতের দুই বছরকাল আমার তত্ত্বাবধানে রাখি এবং এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু করের অনুসৃত নীতিই অনুসরণ করে চলছি। আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন, এ বিষয়ে নিশ্চয়ই আমি সত্যবাদী, নেক-মুসলিম, ন্যায়পরায়ণ ও হকের একনিষ্ঠ অনুসারী। তা সত্ত্বেও পুনরায় আপনারা দু'জনই আমার নিকট এসেছেন। আপনাদের কথাও এবং আপনাদের ব্যাপারটিও এক। আর আব্বাস আপনিও এখন এসেছেন। আমি আপনাদের উভয়কেই বলেছিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لَا نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ – আমরা (নবীগণ) কাউকে উত্তরাধিকারী করি না, আমার যা রেখে যাই তা সদকা হিসাবেই গণ্য হয়। এরপর এ সম্পদটি আপনাদের উভয়ের তত্ত্বাবধানে দেয়ার (মালিকানাধীন নয়) বিষয়টি যখন আমার নিকট স্পষ্ট হল (স্পষ্ট বুঝলাম), তখন আমি বলেছিলাম, যদি আপনারা চান তাহলে একটি শর্তে তা আমি আপনাদের নিকট অর্পণ করব। শর্তটি হচ্ছে,আপনাদের আল্লাহ্র নির্দেশ ও তাঁর দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এমনভাবে কাজ করবেন যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর করেছেন ও আমার তত্ত্বাবধানে আসার পর আমি করেছি। অন্যথায় (যদি এ শর্ত মনজুর না হয়) এ বিষয়ে আপনারা আমার সাথে আর কোন আলোচনা করবেন না। তখন আপনারা বলেছিলেন, এ শর্তেই আপনি তা আমাদের নিকট অর্পণ করুন। আমি তা আপনাদের হাতে অর্পণ করেছি। এখন কি আপনারা আমার নিকট অন্য কোন ফয়সালা কামনা করেন? আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, যাঁর আদেশে আসমান জমিন স্থির আছে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত আমি এর বাইরে অন্য কোন ফয়সালা দিতে পারব না। আপনারা যদি এর (ব্যবস্থাপনার) দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়ে থাকেন তাহলে আমার নিকট ফিরিয়ে দিন। (আমি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করব।) আপনাদের এ দায়িত্ব পালনে আমিই যথেষ্ট।

বর্ণনাকারী (যুহরী) বলেন, আমি হাদীসটি উরওয়া ইবনে যুবাইরের নিকট বর্ণনা করার পর তিনি (আমাকে) বললেন, মালিক ইবনে আওস রা. ঠিকই বর্ণনা করেছেন। আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিণী হযরত আয়েশা রা.-কে বলতে শুনেছি, (বনু নযীর গোত্রের সম্পদ থেকে) ফাই হিসাবে আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে যে সম্পদ দিয়েছেন তার অষ্টমাংশ আনার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহধর্মিণীগণ হযরত উসমান রা.-কে হযরত আবু বকরের নিকট পাঠালে (পাঠাতে ইচ্ছা করলে) এই বলে আমি তাদেরকে বারণ করছিলাম যে, আপনারা কি আল্লাহকে ভয় করেন না? আপনারা কি জানেন না যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, আমরা (নবী রাসূলগণ) কাউকে উত্তরাধিকারী রেখে যাই না, আমরা যা রেখে যাই তা সাদকা হিসাবেই থেকে যায়। এ দ্বারা তিনি নিজেকে উদ্দেশ্য করেছেন। এ সম্পদ থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধররা খেতে পারবে। (তারা এ সম্পদের মালিক হতে পারবে না।) আমার এ কথা শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিণীগণ বিরত হলেন। (মত পরিবর্তন করেন)। বর্ণনাকারী (উরওয়া ইবনে যুবাইর র. বলেন, অবশেষে সাদকার এ মাল হযরত আলী রা.-এর তত্ত্বাবধানে ছিল। তিনি আব্বাসকে তা দিতে (ব্যবস্থাপনায় শরীক করতে) অস্বীকার করেন এবং পরিশেষে (এ জমিনের ব্যাপারে) তিনি আব্বাসের উপর (কর্তৃত্বে) জয়ী হন। এরপর তা যথাক্রমে হাসান ইবনে আলী এবং হুসাইন ইবনে আলী রা.-এর হাতে ছিল। পুনরায় তা আলী ইবনে হুসাইন এবং হাসান ইবনে হাসানের হস্তগত হয়। তাঁরা উভয়েই পর্যায়ক্রমে তার দেখাশোনা করতেন। এরপর তা যায়েদ ইবনে হাসানের তত্ত্বাবধানে যায়। এটা অবশ্যই প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এর সাদকা। (তারা মালিকানা হিসাবে নয় বরং মুতাওয়াল্লীরূপে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করতেন।)

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল হল এই যে, হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস রা. এর বাদানুবাদ ছিল সে মাল সংক্রান্ত যা বনু নযীর থেকে অর্জিত হয়েছিল। বাকি বিস্তারিত বিবরণের জন্য فَرْضُ الْخُمُسِ দ্রষ্টব্য পৃ. ৪৩৫।

এ থেকে একটি মাসআলা উৎসারিত হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত খেয়ানত স্পষ্ট না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ওয়াকফের মুতাওয়াল্লী ওয়াকফ কর্তার সন্তানদেরই হওয়া উত্তম। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

৩৭৩৮. حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ فَاطِمَةَ رضى الله عنها وَالْعَبَّاسَ اَتَيَا اَبَا بَكْرٍ رض يَلْتَمِسَانِ مِيْرَاثَهُمَا اَرْضَهُ مِنْ فَدَكٍ وَسَهْمَهُ مِنْ خَيْبَرَ، فَقَالَ اَبُو بَكْرٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : لَانُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، اِنَّمَا يَاْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ فِي هٰذَا الْمَالِ، وَاللّٰهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ اَحَبُّ اِلَيَّ اَنْ اَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي -

৩৭৩৮/৭৯. ইব্‌রাহীম ইবনে মুসা র. ...... হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত যে, ফাতিমা এবং আব্বাস রা. হযরত আবু বকরের কাছে এসে ফাদাক ও খায়বরের (ভূমির) অংশ দাবী করেন। আবু বকর রা. বললেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আমরা (নবী-রাসূলগণ আমাদের সম্পদের) উত্তরাধিকারী কাউকে বানিয়ে যাই না। আমরা যা রেখে যাই তা সাদকা হিসাবেই রেখে যাই। এ মাল থেকে মুহাম্মদের পরিবার-পরিজন ভোগ করবে। আল্লাহর কসম! আমার আত্মীয় স্বজনের সাথে আত্মীয়তার বন্ধনকে সুদৃঢ় করার চেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মীয়তাই আমার নিকট অধিক প্রিয়।

ব্যাখ্যা ঃ এ রেওয়ায়াতটি فَرْضُ الْخُمُسِ ৪৩৫ পৃষ্ঠায় এসেছে। কিন্তু এখানে মাগাযীর রেওয়ায়াতে এতটুকু অতিরিক্ত আছে– আবু বকর রা. বলেছেন, وَاللّٰهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ اَحَبُّ اِلَيَّ الخ

মূলতঃ এটা হল হযরত আবু বকর রা. কর্তৃক বন্টন থেকে বাধা দেয়ার ব্যাপারে ওজরখাহী পেশ। তাছাড়া এ থেকে বুঝা গেল যে, সদ্ব্যবহারে এর ফলে কোন প্রভাব পড়বে না। তাছাড়া, আর একটি জিনিস জানা গেল যে, আত্মীয়তার অধিকার অগ্রগণ্য। যদি কোন প্রাধান্য উপযোগী সত্তা লক্ষ্য হয় তবে আত্মীয়তার উপর প্রাধান্য হতে পারে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

মদীনা মুনাওয়ারায় বদর যুদ্ধের বিজয় সংবাদ পৌঁছলে ইয়াহুদী কা'ব ইবনে আশরাফ সীমাহীন দুঃখ পেল। সে বলল, যদি মক্কার বড় বড় শীর্ষ নেতা ও অভিজাত মনীষীদের নিহত হবার সংবাদ সত্য হয় তাহলে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল। যাতে চোখ অপমান ও লাঞ্ছনা প্রত্যক্ষ না করে। এ কা'ব ছিল ইয়াহুদী। স্থূলদেহী– বিশালকায়। মদীনার পাশে বসবাস করত। বদর যুদ্ধের ব্যাপারটি যখন সত্যায়িত হল তখন সে বদরে নিহতের জন্য সান্ত্বনা দানের উদ্দেশ্যে মক্কা রওয়ানা হল। যারা বদরে নিহত হল তাদের জন্য শোকগাঁথা রচনা করল। এসব পড়ে নিজেও কাঁদত, অন্যদেরকেও কাঁদাত। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিরুদ্ধে লোকজনকে উস্কানী দিত, লড়াইয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করত। একদিন কুরাইশকে নিয়ে হেরেমে চলে আসল। সবাই বাইতুল্লাহ শরীফের গিলাফ ধরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য শপথ করল।

এই ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিন্দায় কাব্য রচনা করত এবং মুসলমানদেরকে বিভিন্ন রূপে কষ্ট দিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে ধৈর্য্য ধারণের নির্দেশ দিচ্ছিলেন। কিন্তু কা'ব তার কোন দুষ্কর্ম থেকে বিরত হয়নি। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। –(আবু দাঊদ, তিরমিযী)

এক রেওয়ায়াতে আছে, একবার কা'ব ইবনে আশরাফ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দাওয়াতের বাহানায় ডেকে আনে। এদিকে কিছু লোক নির্দিষ্ট করে রাখে যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগমনের পরেই তাঁকে হত্যা করে ফেলে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবলমাত্র এসে বসেছেন।

সাথে সাথেই জিবরাঈল আমীন এসে তাঁকে তার এ সংকল্প সম্পর্কে অবহিত করেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে হযরত জিবরাঈল আ. এর পাখার ছায়ায় বাইরে বেরিয়ে আসেন। ফিরে এসে তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। (ফাতহুল বারী)

এ হতার বিস্তারিত বিবরণ হাদীস শরীফ থেকে জানা যাবে। তৃতীয় হিজরীতে তাকে হত্যা করা হয়। এক উক্তি মতে রমযান মাসে, আর এক উক্তি মতে রবিউল আউয়াল মাসে হত্যা করা হয়েছে। – উমদা।

٢١٧٧. بَابُ قَتْلِ كَعْبِ بْنِ الاَشْرَفِ

২১৭৭. পরিচ্ছেদ ঃ কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যা

٣٧٣٩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حدثنا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الاَشْرَفِ؟ فَإِنَّهُ قَدْ أذَى اللّٰهَ وَرَسُولَهُ، فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَقَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ! اَتُحِبُّ اَنْ اَقْتُلَهُ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَأْذَنْ لِيْ اَنْ اَقُولَ شَيْئًا، قَالَ قُلْ فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَقَالَ اِنَّ هٰذَا الرَجُلَ قَدْسَأَلَنَا صَدَقَةً وَاِنَّهُ قَدْ عَنَّانَا وَاِنِّيْ قَدْ اَتَيْتُكَ اَسْتَسْلِفُكَ، وَاَيْضًا وَاللّٰهِ لَتَمَلُّنَّهُ، قَالَ اِنَّا قَدْ اِتَّبَعْنَاهُ، فَلَانُحِبُّ اَنْ نَدَعَهُ حَتّٰى نَنْظُرَ اِلٰى اَيِّ شَيْءٍ يَصِيرُ شَأْنُهُ، وَقَدْ اَرَدْنَا اَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقًا اَوْ وَسْقَيْنِ، وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو غَيْرَ مَرَّةٍ فَلَمْ يَذْكُرْ وَسْقًا اَوْ "سَقَيْنِ" فَقُلْتُ لَهُ فِيهِ وَسْقًا اَوْ وَسْقَيْنِ، فَقَالَ اَرٰى فِيهِ وَسْقًا اَوْ وَسْقَيْنِ، فَقَالَ نَعَمْ اِرْهَنُونِيْ، قَالُوا اَيَّ شَيْءٍ تُرِيدُ؟ قَالَ ارْهَنُونِيْ نِسَاءَكُمْ، قَالُوا كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا وَاَنْتَ اَجْمَلُ الْعَرَبِ؟ قَالَ فَارْهَنُوا اَبْنَائَكُمْ، قَالُوا كَيْفَ نَرْهَنُكَ اَبْنَاءَنَا، فَيُسَبُّ اَحَدُهُمْ فَيُقَالُ رُهِنَ بِوَسْقٍ؟ اَوْ وَسْقَيْنِ هٰذَا عَارٌ عَلَيْنَا، وَلٰكِنَّا نَرْهَنُكَ اللَّأْمَةَ، قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي السِّلَاحَ،

فَوَاعَدَهُ اَنْ يَأْتِيَهُ فَجَاءَهُ لَيْلًا وَمَعَهُ اَبُو نَائِلَةَ، وَهُوَ اَخُو كَعْبٍ مِنَ الرَضَاعَةِ، فَدَعَاهُمْ اِلَى الْحِصْنِ، فَنَزَلَ اِلَيْهِمْ، فَقَالَتْ لَهُ اِمْرَأَتُهُ اَيْنَ تَخْرُجُ هٰذِهِ السَاعَةَ؟ فَقَالَ اِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَاَخِيْ اَبُو نَائِلَةَ، وَقَالَ غَيْرُ عَمْرٍو، قَالَتْ اَسْمَعُ صَوْتًا كَاَنَّهُ يَقْطُرُ مِنْهُ الدَمُ، قَالَ اِنَّمَا هُوَ اَخِيْ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَرَضِيْعِيْ اَبُو نَائِلَةَ، اِنَّ الْكَرِيْمَ لَوْ دُعِيَ اِلٰى طَعْنَةٍ بِلَيْلٍ لَاَجَابَ، قَالَ يُدْخِلُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مَعَهُ رَجُلَيْنِ قِيلَ لِسُفْيَانَ سَمَّاهُمْ عَمْرٌو؟ قَالَ سَمّٰى بَعْضَهُمْ، قَالَ عَمْرٌو جَاءَ مَعَهُ بِرَجُلَيْنِ، فَقَالَ اِذَا مَا جَاءَ وَقَالَ غَيْرُ عَمْرٍو اَبُو عَبْسِ بْنُ جَبْرٍ وَالْحَارِثُ بْنُ اَوْسٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ عَمْرٌو جَاءَ مَعَهُ بِرَجُلَيْنِ، فَقَالَ اِذَا مَاجَاءَ فَاِنِّيْ قَائِلٌ بِشَعَرِهِ فَاَشَمُّهُ، فَاِذَا

رَأَيْتُمُونِي اسْتَمْكَنْتُ مِنْ رَأْسِهِ فَدُونَكُمْ فَاضْرِبُوهُ، وَقَالَ مَرَّةً ثُمَّ أُشِمُّكُمْ فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ مُتَوَشِّحًا وَهُوَ يَنْفَحُ مِنْهُ رِيحُ الطِّيبِ، فَقَالَ مَارَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رِيحًا أَىْ أَطْيَبَ، وَقَالَ غَيْرُ عَمْرٍو قَالَ عِنْدِى أَعْطَرُ نِسَاءِ الْعَرَبِ وَأَكْمَلُ الْعَرَبِ، قَالَ عَمْرٌو فَقَالَ أَتَأْذَنُ لِى أَنْ أَشُمَّ رَأْسَكَ قَالَ نَعَمْ فَشَمَّهُ ثُمَّ أَشَمَّ أَصْحَابَهُ ثُمَّ قَالَ أَتَأْذَنُ لِى، قَالَ نَعَمْ، فَلَمَّا اسْتَمْكَنَ مِنْهُ قَالَ دُونَكُمْ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ أَتَوُا النَّبِىَّ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ۔

৩৭৩৯/৮০. আলী ইবনে আব্দুল্লাহ র. .... হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, (একবার) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যা করার জন্য কে প্রস্তুত আছ? কেননা, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে (নিন্দা করে ও কুরাইশের কাফিরদেরকে উস্কে দিয়ে) কষ্ট দিয়েছে। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা. দাঁড়ালেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি চান, আমি তাকে হত্যা করি? তিনি বললেন, হাঁ। তখন মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা. বললেন, তাহলে আমাকে কিছু (কৃত্রিম খোশগল্পের) কথা বলার অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হাঁ বল। এরপর মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা. কা'ব ইবনে আশরাফের নিকট গিয়ে বললেন, এ লোকটি (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে) সদকা চায়। সে আমাদেরকে বহু কষ্টে ফেলেছে। তাই (অপারগ হয়ে) আমি আপনার নিকট কিছু ঋণের জন্য এসেছি। কা'ব ইবনে আশরাফ বলল, আল্লাহ্‌র কসম, (কা'ব সুবর্ণ সুযোগ মনে করে আরো উস্কানীর চেষ্টা করল) পরে সে তোমাদেরকে আরো বিরক্ত করবে, আরো অতিষ্ঠ করে তুলবে। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা. বললেন, আমরা তো তাঁকে অনুসরণ করেছি। পরিণাম ফল কি দাঁড়ায় তা না দেখে এখনই তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ করা ভাল মনে করছি না। এখন আমি আপনার কাছে এক ওয়াসাক বা দুওয়াসাক (রাবীর সন্দেহ) খাদ্য ধার চাই।

বর্ণনাকারী সুফিয়ান বলেন, আমর র. আমার নিকট হাদীসখানা কয়েকবার বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি এক ওয়াসাক বা দুই ওয়াসাকের কথা উল্লেখ করেননি। আমি তাকে (স্মরণ করিয়ে) বললাম, এ হাদীসে তো এক ওয়াসাক বা দুই ওয়াসাকের কথাটি বর্ণিত আছে। তখন তিনি বললেন, মনে হয় হাদীসে এক ওয়াসাক বা দুই ওয়াসাকের কথাটি বর্ণিত আছে।

কা'ব ইবনে আশরাফ বলল, ধার পেয়ে যাবে, তবে কিছু বন্ধক রাখ। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা. বললেন, কি জিনিস আপনি বন্ধক চান। সে বলল, তোমাদের স্ত্রীদেরকে বন্ধক রাখ। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা. বললেন আপনি হলেন আরবের সবচেয়ে সুশ্রী ব্যক্তি, আপনার নিকট কি করে, আমাদের স্ত্রীদেরকে বন্ধক রাখব আমরা? তখন সে বলল, তাহলে তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে বন্ধক রাখ। তিনি বললেন, আমাদের পুত্র সন্তানদেরকে আপনার নিকট কি করে বন্ধক রাখি? (তা যদি করি তাহলে) তাদেরকে এ বলে ভর্ৎসনা করা হবে যে, মাত্র এক ওয়াসাক বা দুই ওয়াসাকের বিনিময়ে বন্ধক রাখা হয়েছে। এটা তো আমাদের জন্য অত্যন্ত লজ্জাকর বিষয়। তবে আমরা আপনার নিকট অস্ত্রশস্ত্র বন্ধক রাখতে পারি। রাবী সুফিয়ান বলেন, লামা শব্দের অর্থ হল অস্ত্রশস্ত্র। অবশেষে তিনি (মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা.) তাকে (কা'ব ইবনে আশরাফকে) পুনরায় যাওয়ার ওয়াদা করে চলে আসলেন। এরপর তিনি কা'ব ইবনে আশরাফের দুধ ভাই আবু নাইলাকে সঙ্গে করে রাত্রে তার নিকট গেলেন। কা'ব তাদেরকে (মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা, আবু নাইলা প্রমুখকে) দুর্গে ডেকে নিল এবং সে নিজে উপর তলা থেকে নিচে নেমে আসার জন্য প্রস্তুত হল। এ সময় তার স্ত্রী বলল, এ সময় (এত রাত্রে) তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে বলল, এইতো মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা এবং আমার ভাই আবু নাইলা এসেছে (তাদের কাছে যাচ্ছি)। আমর ব্যতীত অন্য বর্ণনাকারীগণ বলেন যে, কা'বের স্ত্রী বলল, আমি তো এরূপ একটি ডাক শুনতে পাচ্ছি, যার থেকে

রক্তের ফোঁটা ঝড়ছে বলে আমার মনে হচ্ছে। কা'ব ইবনে আশরাফ বলল, মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা এবং দুধ ভাই আবু নাইলা, (অপরিচিত কোন লোক তো নয়) ভদ্র মানুষকে রাতের বেলা নেজাবাজির জন্য ডাকলেও তার যাওয়া উচিৎ।

কা'ব বলল, মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা যেন সাথীদেরকেও প্রবেশ করায় অর্থাৎ, ভিতরে আসুন। অথবা অর্থ হবে, আমর ব্যতীত অন্য রাবী বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা নিজের সাথে আরো দুজনকে প্রবেশ করাতে লাগলেন। সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, 'আমর কি তাদের দু'জনের নাম উল্লেখ করেছিলেন? উত্তরে সুফিয়ান বললেন, একজনের নাম উল্লেখ করেছিলেন। আমর বর্ণনা করেন যে, 'তিনি আরো দু'জন মানুষ সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এবং তিনি বলেছিলেন, যখন সে (কা'ব ইবনে আশরাফ) আসবে।' আমর ব্যতীত অন্যান্য রাবী (মুহাম্মদ ইবনে মাসলামার সাথীদের সম্পর্কে) বলেছেন যে, (তারা ছিলেন) আবু আবস ইবনে জাব্‌র, হারিস ইবনে আওস এবং আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র। আমর বলেছেন, তিনি অপর দুই ব্যক্তিকে সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন। এবং তাদেরকে (দিক নির্দেশনা দিয়ে) বলেছিলেন, যখন সে আসবে তখন আমি (কোন বাহানায়) তার মাথার চুল ধরে শুঁকব। যখন তোমরা আমাকে দেখবে (অনুমান করবে) যে, খুব শক্তভাবে আমি তার মাথা আঁকড়ে ধরেছি, তখন তোমরা তরবারি দ্বারা তাকে আঘাত করবে। তিনি (মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা) একবার বলেছিলেন যে, আমি তোমাদেরকেও শুঁকাব। সে (কা'ব) চাদর নিয়ে নিচে নেমে আসলে তার শরীর থেকে সুঘ্রাণ বের হচ্ছিল। তখন মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা. বললেন, আজকের মত এতো উত্তম সুগন্ধি আমি আর কখনো দেখিনি। আমর ব্যতীত অন্যান্য রাবী বর্ণনা করেছেন যে, কা'ব বলল, আমার নিকট আরবের সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাসম্পন্ন সুগন্ধী ব্যবহারকারী মহিলা আছে। আমর বলেন, মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা. বললেন, আমাকে আপনার মাথা শুঁকতে অনুমতি দেবেন কি? সে বলল, হাঁ, এরপর তিনি তার মাথা শুঁকলেন এবং এরপর তার সাথীদেরকে শুঁকালেন। তারপর তিনি পুনরায় বললেন, আমাকে আরেকবার শুঁকবার জন্য অনুমতি দেবেন কি? সে বলল, হাঁ। এরপর তিনি তাকে কাবু করে ধরে সাথীদেরকে বললেন, তোমরা তাকে হত্যা কর। তাঁরা তাকে হত্যা করলেন। এরপর নবী আবরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে এ সংবাদ জানালেন।

এ হাদীসটি ৩৪১ ও ৪২৫ পৃষ্ঠায় এসেছে।

٢١٧٨. بَابُ قَتْلِ أَبِى رَافِعٍ عَبْدِ اللّٰهِ أَبِى الْحَقِيْقِ، وَيُقَالُ سَلَامُ بْنُ أَبِى الْحَقِيْقِ كَانَ بِخَيْبَرَ، يُقَالُ فِى حِصْنٍ لَهُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ وَقَالَ الزُّهْرِىُّ هُوَ بَعْدَ كَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ .

২১৭৮. পরিচ্ছেদ ঃ আবু রাফি' আবদুল্লাহ ইবনে আবুল হুকাইকের হত্যা। তাকে সাল্লাম ইবনে আবুল হুকাইকও বলা হত। সে খায়বরের অধিবাসী ছিল। কেউ কেউ বলেছেন, হিজায ভূমিতে তার একটি দুর্গ ছিল (সে দুর্গেই সে অবস্থান করত।) যুহরী র. বর্ণনা করেছেন যে, তার হত্যাকাণ্ড কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যার পর সংঘটিত হয়েছিল।

ব্যাখ্যা ঃ হতে পারে আবু রাফি'য়ের দুর্গ হিজায ভূমির এরূপ সীমান্তে অবস্থিত যেটি খায়বরের নিকটবর্তী। এভাবে দু'টি সম্বন্ধই সহীহ হতে পারে। আবু রাফি' ছিল একজন বড় বিত্তশালী ইয়াহুদী বনিক। সে ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামমের কট্টর দুশমন। আবু রাফি' সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিল যারা বিভিন্ন গোত্র ও দলকে উস্কানী দিয়ে উদ্বুদ্ধ করে খন্দকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিরুদ্ধে উপস্থিত করেছিল। তার সাথী হুয়াই ইবনে আখতাব চুক্তি অনুযায়ী খন্দকের পর বনু কুরাইজায় যেয়ে অবস্থান করে। সেখানেই সে মারা যায়। আর এ বেঁচে আসে।

এটা জানা কথা যে, আউস ও খাযরাজ গোত্র সর্বদা মুকাবিলায় থাকত। অর্থাৎ, তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে একে অপরের চেয়ে নেককাজে অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা

করত। যেহেতু আউস গোত্রের লোকেরা বড় আশংকায় পড়ে কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যা করেছিল, সেহেতু খযরাজের লোকজন পরামর্শ করল যে, এখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সবচেয়ে বড় শত্রু হল আবু রাফি'। অতএব, আমরা এই বেয়াদব, ঠোঁটকাটা শত্রুটিকে হত্যা করব। ফলে আবদুল্লাহ ইবনে আতীক, আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস, আবু কাতাদা প্রমুখ সাহাবী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে হাজির হয়ে আবু রাফি'কে হত্যার অনুমতি চাইলেন। তিনি অনুমতি দিয়ে দিলেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে আতীক রা. কে আমীর নিযুক্ত করলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাগিদ দিলেন, শিশু এবং মহিলাদের যেন কখনো হত্যা করা না হয়। হত্যার পূর্ণ বিস্তারিত আলোচনা হাদীসে আছে। তরজমা দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

হত্যার তারিখ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। ১। রমজান ৬ হিজরী, ২। জিলহজ্জ ৫ হিজরী, ৩। অথবা ৪ হিজরী, ৪। অথবা ৩ হিজরী। অবশ্য ইমাম বুখারী র. যুহরী র. এর রেওয়ায়াত দ্বারা এতটুকু স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, আবু রাফি' হত্যার ঘটনা ঘটেছে কা'ব ইবনে আশরাফের পর।

٣٧٤٠. حَدَّثَنِىْ إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِىْ إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ رَهْطًا إِلَى أَبِى رَافِعٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَتِيكٍ بَيْتَهُ لَيْلًا وَهُوَ نَائِمٌ فَقَتَلَهُ .

৩৭৪০/৮১. ইসহাক ইবনে নাসর র. ...... হযরত বারা ইবনে আযিব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশজনের কম একটি দলকে আবু রাফির উদ্দেশ্যে পাঠান। (তাদের মধ্যে) আবদুল্লাহ ইবনে আতীক রা. রাতের বেলায় তার ঘরে প্রবেশ করে ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে হত্যা করেন।

٣٧٤١. حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى أَبِى رَافِعٍ الْيَهُودِىِّ رِجَالًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَتِيكٍ وَكَانَ أَبُو رَافِعٍ يُؤْذِى رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ وَيُعِينُ عَلَيْهِ وَكَانَ فِى حِصْنٍ لَهُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ، فَلَمَّا دَنَوْا مِنْهُ وَقَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَرَاحَ النَّاسُ بِسَرْحِهِمْ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لِأَصْحَابِهِ اجْلِسُوا مَكَانَكُمْ فَإِنِّى مُنْطَلِقٌ وَمُتَلَطِّفٌ لِلْبَوَّابِ لَعَلِّى أَنْ أَدْخُلَ، فَأَقْبَلَ حَتَّى دَنَا مِنَ الْبَابِ، ثُمَّ تَقَنَّعَ بِثَوْبِهِ كَأَنَّهُ يَقْضِى حَاجَةً، وَقَدْ دَخَلَ النَّاسُ فَهَتَفَ بِهِ الْبَوَّابُ، ثُمَّ تَقَنَّعَ بِثَوْبِهِ كَأَنَّهُ يَقْضِى حَاجَةً، وَقَدْ دَخَلَ النَّاسُ فَهَتَفَ بِهِ الْبَوَّابُ، يَا عَبْدَ اللّٰهِ! إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَدْخُلَ فَادْخُلْ فَإِنِّى أُرِيدُ أَنْ أُغْلِقَ الْبَابَ، فَدَخَلْتُ فَكَمَنْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ النَّاسُ أَغْلَقَ الْبَابَ ثُمَّ عَلَّقَ الْأَغَالِيقَ عَلَى وَتَدٍ قَالَ فَقُمْتُ إِلَى الْأَقَالِيدِ فَأَخَذْتُهَا فَفَتَحْتُ الْبَابَ وَكَانَ أَبُو رَافِعٍ يُسْمَرُ عِنْدَهُ وَكَانَ فِى عَلَالِىَّ لَهُ، فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْهُ أَهْلُ سَمَرِهِ صَعِدْتُ إِلَيْهِ، فَجَعَلْتُ كُلَّمَا فَتَحْتُ بَابًا أَغْلَقْتُ عَلَىَّ مِنْ دَاخِلٍ، قُلْتُ إِنِ الْقَوْمُ نَذِرُوا بِى لَمْ يَخْلُصُوا إِلَىَّ حَتَّى أَقْتُلَهُ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ .

فَاِذَا هُوَ فِىْ بَيْتٍ مُظْلِمٍ وَسَطَ عِيَالِهِ لَا اَرٰى اَيْنَ هُوَ مِنَ الْبَيْتِ، قُلْتُ يَا اَبَا رَافِعٍ! قَالَ مَنْ هٰذَا ؟ فَاَهْوَيْتُ نَحْوَ الصَّوْتِ فَاَضْرِبُهُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ وَاَنَا دَهِشٌ، فَمَا اَغْنَيْتُ شَيْئًا وَصَاحَ فَخَرَجْتُ مِنَ الْبَيْتِ فَاَمْكُثُ غَيْرَ بَعِيْدٍ، ثم دَخَلْتُ اِلَيْهِ، فَقُلْتُ مَا هٰذَا الصَّوْتُ؟ يَا اَبَا رَافِعٍ ! فَقَالَ لِاُمِّكَ الْوَيْلُ اِنَّ رَجُلًا فِى الْبَيْتِ ضَرَبَنِىْ قَبْلُ بِالسَّيْفِ، قَالَ فَاَضْرِبُهُ ضَرْبَةً اَثْخَنَتْهُ وَلَمْ اَقْتُلْهُ، ثُمَّ وَضَعْتُ ظُبَيةَ السَّيْفِ فِىْ بَطْنِهِ حَتّٰى اَخَذَ فِىْ ظَهْرِهِ، فَعَرَفْتُ اَنِّىْ قَتَلْتُهُ، فَجَعَلْتُ اَفْتَحُ الْاَبْوَابَ بَابًا بَابًا حَتّٰى انْتَهَيْتُ اِلٰى دَرَجَةٍ لَهُ، فَوَضَعْتُ رِجْلِىْ وَاَنَا اُرٰى اَنِّىْ قَدِ انْتَهَيْتُ اِلَى الْاَرْضِ، فَوَقَعْتُ فِىْ لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ فَانْكَسَرَتْ سَاقِىْ، فَعَصَبْتُهَا بِعِمَامَةٍ، ثم انْطَلَقْتُ حَتّٰى جَلَسْتُ عَلَى الْبَابِ، فَقُلْتُ لَا اَخْرُجُ اللَّيْلَةَ حَتّٰى اَعْلَمَ اَقْتَلْتُهُ فَلَمَّا صَاحَ الدِّيْكُ قَامَ النَّاعِى عَلَى السُّوْرِ، فَقَالَ اَنْعَى اَبَا رَافِعٍ تَاجِرَ اَهْلِ الْحِجَازِ فَانْطَلَقْتُ اِلٰى اَصْحَابِىْ، فَقُلْتُ النَّجَاءَ، فَقَدْ قَتَلَ اللّٰهُ اَبَا رَافِعٍ، فَانْتَهَيْتُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ ابْسُطْ رِجْلَكَ، فَبَسَطْتُ رِجْلِىْ فَمَسَحَهَا، فَكَاَنَّهَا لَمْ اَشْتَكِهَا قَطُّ ـ

৩৭৪১/৮২. ইউসুফ ইবনে মূসা র. ..... হযরত বারা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে আতীককে অধিনায়ক বানিয়ে তার নেতৃত্বে আনসারীদের কতিপয় সাহাবীকে ইয়াহুদী আবু রাফির (হত্যার) উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। আবু রাফি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিত এবং এ ব্যাপারে লোকদেরকে সাহায্য করত। হিজায ভূমিতে তার একটি দুর্গ ছিল। (সে সেখানে বসবাস করত) তারা যখন তার দুর্গের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন তখন সূর্য ডুবে গেছে এবং লোকজন নিজেদের পশু পাল নিয়ে রওয়ানা হয়েছে (নিজ নিজ বাড়ির দিকে)। (দলনেতা) আবদুল্লাহ (ইবনে আতীক) তার সাথীদেরকে বললেন, তোমরা তোমাদের জায়গায় বসে থাক। আমি যাচ্ছি, যেয়ে দেখি। ইবনে আতীক বলেন. আমি ভিতরে প্রবেশ করার জন্য দ্বার রক্ষীর সাথে (কিছু) কৌশল অবলম্বনে রত হলাম। এরপর তিনি সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে দরজার কাছে পৌঁছলেন ফলে কাপড় দ্বারা নিজেকে এমনভাবে ঢাকলাম যেন প্রাকৃতিক প্রয়োজনে রত আছি। তখন সবাই ভিতরে প্রবেশ করলে দ্বাররক্ষী (দুর্গের লোক মনে করে) তাকে ডেকে বলল, হে আবদুল্লাহ্! ভিতরে প্রবেশ করতে চাইলে প্রবেশ কর। আমি এখনই দরজা বন্ধ করে দেব। আমি তখন ভিতরে প্রবেশ করলাম এবং আত্মগোপন করে রইলাম। সকলে ভিতরে প্রবেশ করার পর সে দরজা বন্ধ করে দিল এবং একটি পেরেক বা খুঁটির সাথে চাবিটা লটকিয়ে রাখল। (আবদুল্লাহ ইবনে আতীক রা. বলেন) এরপর আমি চাবিটির দিকে এগিয়ে গেলাম এবং চাবিটি নিয়ে দরজাটি খুললাম। আবু রাফির নিকট রাতের বেলা গল্পের আসর জমতো, এ সময় সে তার উপর তলার কামরায় অবস্থান করছিল। গল্পের আসরে আগত লোকজন চলে গেলে. আমি সিঁড়ি বেয়ে তার কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। এ সময় আমি এক একটি করে দরজা খুলছিলাম এবং ভিতরে থেকে তা আবার বন্ধ করে দিয়ে যাচ্ছিলাম, যাতে লোকজন আমার (আগমন) সম্বন্ধে জানতে পারলেও হত্যা না করা পর্যন্ত আমার নিকট পৌঁছতে না পারে। আমি তার কাছে গিয়ে পৌঁছলাম।

এ সময় সে একটি অন্ধকার কক্ষে ছেলেমেয়েদের মাঝে শুয়েছিল। কক্ষের কোন্ অংশে সে শুয়ে আছে আমি তা বুঝতে পারছিলাম না। তাই আবু রাফি' বলে ডাক দিলাম। সে বলল, কে আমাকে ডাকছ? আমি তখন আওয়াজটি লক্ষ্য করে এগিয়ে গিয়ে তরবারি দ্বারা প্রচণ্ড জোরে আঘাত করলাম। আমি তখন ভয়ে কাঁপছিলাম। এ অবস্থাতে আমি তাকে কোন কিছুই করতে পারলাম না। সে চীৎকার করে উঠলে আমি কিছুক্ষণের জন্য বাইরে চলে আসলাম। এরপর পুনরায় ঘরে প্রবেশ করে (কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করতঃ তার আপন লোকের ন্যায়) জিজ্ঞেস করলাম, আবু রাফি'! এ আওয়াজ হল কিসের? সে বলল, তোমার মায়ের সর্বনাশ হোক। কিছুক্ষণ পূর্বে ঘরের ভিতর কে যেন আমাকে তরবারী দ্বারা আঘাত করেছে। আবদুল্লাহ ইবনে আতীক রা. বলেন, তখন আমি আবার তাকে ভীষণ আঘাত করলাম এবং মারাত্মকভাবে ক্ষত বিক্ষত করে ফেললাম। কিন্তু তাকে হত্যা করতে পারিনি। তাই তরবারীর ধারাল দিকটি তার পেটের উপর চেপে ধরলাম এবং পিঠ পার করে দিলাম। এবার আমি নিশ্চিতরূপে অনুভব করলাম যে, এখন আমি তাকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছি। এরপর আমি এক এক করে দরজা খুলে নিচে নামতে শুরু করলাম। নামতে নামতে সিঁড়ির শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছলাম। পূর্ণিমার রাত্র ছিল। চাঁদের আলোতে তাড়াহুড়ার মধ্যে সঠিকভাবে অনুধান করতে না পেরে) মনে করলাম, (সিঁড়ির সকল ধাপ অতিক্রম করে) আমি মাটির নিকটে এসে পড়েছি। (কিন্তু তখনও একটি ধাপ অবশিষ্ট ছিল) তাই নিচে পা রাখতেই আমি (আঁছাড় খেয়ে) পড়ে গেলাম। অমনিই আমার পায়ের গোছার হাড় ভেঙ্গে গেল। (তাড়াহুড়া করে) আমি আমার মাথার পাগড়ি দ্বারা পা খানা বেঁধে নিলাম এবং একটু হেঁটে গিয়ে দরজা সোজা বসে রইলাম মনে মনে সিদ্ধান্ত করলাম, তার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত অবগত না হয়ে আজ রাতে আমি এখান থেকে যাব না। ভোর রাতে মোরগের ডাক আরম্ভ হলে মৃত্যু ঘোষণাকারী প্রাচীরের উপর উঠে ঘোষণা করল, হিজায অধিবাসীদের অন্যতম ব্যবসায়ী আবু রাফির মৃত্যু সংবাদ দিচ্ছি। তখন আমি আমার সাথীদের নিকট গিয়ে বললাম, দ্রুত চল, আল্লাহ্ আবু রাফিকে হত্যা করেছেন। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম এবং সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। তিনি বললেন, তোমার পাটি লম্বা করে দাও। আমি আমার পাটি লম্বা করে দিলে তিনি এর উপর স্বীয় হাত বুলিয়ে দিলেন। (এতে আমার পা এমন সুস্থ হয়ে গেল) যেন তাতে কোন আঘাতই পাইনি।

ব্যাখ্যা ঃ বিশুদ্ধতম উক্তি হল– আবু রাফি' হত্যার ঘটনা ঘটেছে খন্দকের যুদ্ধের পর ৬ হিজরীতে। হাফিজ ইবনে কাসীর র.-এর মত এটাই। দ্রষ্টব্যঃ আল-বিদায়া ওয়াননিহায়া (৪/১৩৭)

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী র. লিখেন, قَالَ ابْنُ سَعْدٍ كَانَتْ فِى رَمَضَانَ سَنَةَ سِتٍّ (ফাতহুল বারী ঃ ৭/৩৬৩) অবশিষ্ট উক্তিগুলোকে তিনি قِيْلَ দিয়ে বর্ণনা করেছেন।

আবু রাফি'-এর নাম হল আবদুল্লাহ ইবনে আবুল হুকাইক। তাকে সাল্লাম ইবনে আবুল হুকাইকও বলা হয়। حُقَيْق ঃ শব্দটির হায়ে পেশ। শব্দটি ক্ষুদ্রার্থবোধক। سَلَّام ঃ শব্দের লামের উপর তাশদীদযুক্ত যবর। رَاحَ النَّاسُ بِسَرْحِهِمْ ঃ অর্থাৎ, তারা তাদের চতুষ্পদ জন্তুগুলো নিয়ে ফিরে এল। تَقَنَّعَ بِثَوْبِهِ ঃ অর্থাৎ, কাপড় মুড়ি দিল। أَغَالِيْق ঃ শব্দটি غَلَقٌ এর বহুবচন। غَلَق শব্দের আসল অর্থ হল তালা। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হল চাবি। যেহেতু এর দ্বারা তালা খোলা ও বন্ধ করা যায়। وَدٌّ ঃ ওয়াও এর উপর যবর, দালের উপর তাশদীদ অর্থাৎ, খুঁটি। কোন কোন কপিতে আছে وَقَدْ। اَقَالِيدُ : اقليد এর বহুবচন। عَلَالِى ঃ শব্দটি عُلِّيَّة এর বহুবচন। এর অর্থ হল– কামরা। ضَبِيبُ السَّيْفِ : رَغِيْف এর ওজনে। এর মূল অর্থ হল রক্ত প্রবাহ। এজন্যই আল্লামা আইনী, খাত্তাবী ও হাফিজ আসকালানী র. বলেন, এখানে আসলে শব্দ হল ظُبَةَ السَّيْفِ অর্থাৎ, তলোয়ারের ধারাল অংশ। এর বহুবচন ظُبَات।

نَعْى এর অর্থ হল মৃত্যু সংবাদ দেয়া। আরবদের নিয়ম ছিল যখন কোন বড় লোকের মৃত্যু হত তখন কোন উঁচু স্থানে যেয়ে ঘোড়ার উপর আরোহণ করে ঘোষণা দিত যে, অমুক মনীষী মারা গেছেন।

٣٧٤٢. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُرَيْحٌ هُوَ ابْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أَبِي رَافِعٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَتِيكٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ فِي نَاسٍ مَعَهُمْ فَانْطَلَقُوا حَتَّى دَنَوْا مِنَ الْحِصْنِ، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَتِيكٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ فِي نَاسٍ مَعَهُمْ فَانْطَلَقُوا حَتَّى دَنَوْا مِنَ الْحِصْنِ، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَتِيكٍ امْكُثُوا أَنْتُمْ حَتَّى أَنْطَلِقَ أَنَا فَأَنْظُرَ، قَالَ فَتَلَطَّفْتُ أَنْ أَدْخُلَ الْحِصْنَ فَفَقَدُوا حِمَارًا لَهُمْ، قَالَ فَخَرَجُوا بِقَبَسٍ يَطْلُبُونَهُ، قَالَ خَشِيتُ أَنْ أُعْرَفَ فَغَطَّيْتُ رَأْسِي كَأَنِّي أَقْضِي حَاجَةً، ثُمَّ نَادَى صَاحِبُ الْبَابِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ فَلْيَدْخُلْ قَبْلَ أَنْ أُغْلِقَهُ فَدَخَلْتُ ثُمَّ اخْتَبَأْتُ فِي مَرْبِطِ حِمَارٍ عِنْدَ بَابِ الْحِصْنِ، فَتَعَشَّوْا عِنْدَ أَبِي رَافِعٍ وَتَحَدَّثُوا حَتَّى ذَهَبَتْ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى بُيُوتِهِمْ، فَلَمَّا هَدَتِ الْأَصْوَاتُ وَلَا أَسْمَعُ حَرَكَةً خَرَجْتُ، قَالَ وَرَأَيْتُ صَاحِبَ الْبَابِ حَيْثُ وَضَعَ مِفْتَاحَ الْحِصْنِ فِي كَوَّةٍ، فَأَخَذْتُهُ فَفَتَحْتُ بِهِ بَابَ الْحِصْنِ.

قَالَ قُلْتُ إِنْ نَذِرَ بِي الْقَوْمُ انْطَلَقْتُ عَلَى مَهَلٍ، ثُمَّ عَمَدْتُ إِلَى أَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ فَغَلَّقْتُهَا عَلَيْهِمْ مِنْ ظَاهِرٍ، ثُمَّ صَعِدْتُ إِلَى أَبِي رَافِعٍ فِي سُلَّمٍ، فَإِذَا الْبَيْتُ مُظْلِمٌ قَدْ طَفِئَ سِرَاجُهُ فَلَمْ أَدْرِ أَيْنَ الرَّجُلُ، فَقُلْتُ يَا أَبَا رَافِعٍ! قَالَ مَنْ هَذَا؟ قَالَ فَعَمَدْتُ نَحْوَ الصَّوْتِ فَأَضْرِبُهُ وَصَاحَ فَلَمْ تُغْنِ شَيْئًا، قَالَ ثُمَّ جِئْتُ كَأَنِّي أُغِيثُهُ، فَقُلْتُ مَا لَكَ يَا أَبَا رَافِعٍ! وَغَيَّرْتُ صَوْتِي، فَقَالَ أَلَا أُعْجِبُكَ! لِأُمِّكَ الْوَيْلُ، دَخَلَ عَلَيَّ رَجُلٌ فَضَرَبَنِي بِالسَّيْفِ قَالَ فَعَمَدْتُ لَهُ أَيْضًا فَأَضْرِبُهُ أُخْرَى فَلَمْ تُغْنِ شَيْئًا، فَصَاحَ وَقَامَ أَهْلُهُ قَالَ ثُمَّ جِئْتُ وَغَيَّرْتُ صَوْتِي كَهَيْئَةِ الْمُغِيثِ، فَإِذَا هُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَأَضَعُ السَّيْفَ فِي بَطْنِهِ ثُمَّ أَنْكَفِئُ عَلَيْهِ حَتَّى سَمِعْتُ صَوْتَ الْعَظْمِ، ثُمَّ خَرَجْتُ دَهِشًا حَتَّى أَتَيْتُ السُّلَّمَ أُرِيدُ أَنْ أَنْزِلَ فَأَسْقُطُ مِنْهُ فَانْخَلَعَتْ رِجْلِي فَعَصَبْتُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُ أَصْحَابِي أَحْجُلُ فَقُلْتُ انْطَلِقُوا فَبَشِّرُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَإِنِّي لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَسْمَعَ النَّاعِيَةَ، فَلَمَّا كَانَ فِي وَجْهِ الصُّبْحِ صَعِدَ النَّاعِيَةُ، فَقَالَ أَنْعَى أَبَا رَافِعٍ، قَالَ فَقُمْتُ أَمْشِي مَا بِي قَلَبَةٌ، فَأَدْرَكْتُ أَصْحَابِي قَبْلَ أَنْ يَأْتُوا النَّبِيَّ ﷺ فَبَشَّرْتُهُ.

৩৭৪২/৮৩. আহমদ ইবনে উসমান র. ..... হযরত বারা' রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু রাফির (হত্যার) উদ্দেশ্যে আবদুল্লাহ ইবনে আতীক ও আবদুল্লাহ ইবনে উতবাকে একদল লোকসহ প্রেরণ করেন। তারা দুর্গের কাছে গিয়ে পৌঁছলে (দলের আমীর) আবদুল্লাহ ইবনে আতীক রা. তাদেরকে বললেন, তোমরা অপেক্ষা কর। আমি যাই, দেখি কি করে সুযোগ করা যায়। আবদুল্লাহ ইবনে আতীক রা. বলেন, দুর্গের ভিতর প্রবেশ করার জন্য আমি কৌশল অবলম্বন করলাম। ঘটনাক্রমে ইতিমধ্যে তারা একটি গাধা হারিয়ে ফেলল এবং একটি আলো নিয়ে এর সন্ধানে বের হল। তিনি বলেন, আমাকে চিনে ফেলবে আমি এ আশংকা করছিলাম। তাই (কাপড় দিয়ে) আমি আমার মাথা ও পা ঢেকে ফেললাম এবং এমনভাবে বসে রইলাম, যেন আমি প্রাকৃতিক হাজত মলমূত্র ত্যাগ করার জন্য বসেছি। এরপর দ্বাররক্ষী ডাক দিয়ে বলল, কেউ ভিতরে প্রবেশ করতে চাইলে এখনই দরজা বন্ধ করার আগে ভিতরে ঢুকে পড়ুন। আমি প্রবেশ করলাম এবং দুর্গের দরজার পার্শ্বে গাধা বাঁধার স্থানে আত্মগোপন করে থাকলাম। আবু রাফির নিকট সবাই বসে রাতের খানা খেয়ে গল্প গুজব শুরু করল। এভাবে রাতের কিছু অংশ কেটে যাওয়ার পর সকলেই নিজ নিজ বাড়িতে চলে গেল। যখন কোলাহল থেমে গেল এবং কোন নড়াচড়া শুনতে পাচ্ছিলাম না, তখন আমি (গুপ্ত স্থান থেকে) বের হলাম। আবদুল্লাহ ইবনে আতীক রা. বলেন, এরপর দুর্গের দরজাটি খুললাম।

তিনি বলেন, আমি মনে মনে ভাবলাম, কাওমের (দুর্গের কাফির) লোকেরা যদি আমার সম্পর্কে জেনে ফেলে তাহলে সহজেই আমি (পালিয়ে) যেতে পারব। এরপর দুর্গের ভিতরে তাদের যত ঘর ছিল সবগুলোর দরজা আমি বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলাম। (যেগুলোর পর আবু রাফি এর খাস কামরা ছিল।) এরপর সিঁড়ি বেয়ে আবু রাফির কক্ষে উঠলাম। বাতি নিভিয়ে দেয়া হয়েছিল বলে ঘরটি ছিল ভীষণ অন্ধকার। লোকটি কোথায়, কিছুতেই আমি তা বুঝতে পারছিলাম না। সুতরাং আমি তাকে ডাকলাম, হে আবু রাফি! সে বলল, কে ডাকছ? তিনি বলেন, আওয়াজটি লক্ষ্য করে আমি একটু এগিয়ে গেলাম এবং তাকে আঘাত করলাম। সে চীৎকার করে উঠল। এ আক্রমণে কোন কাজই হয়নি। এরপর আবার আমি তার কাছে গেলাম, যেন আমি তাকে সাহায্য করব। আমি এবার স্বর পরিবর্তন করে বললাম, হে আবু রাফি'! তোমার কি হয়েছে? সে বলল, কি আশ্চর্য ব্যাপার, তোর মায়ের সর্বনাশ হোক, এইতো এক ব্যক্তি আমার ঘরে ঢুকে আমাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করেছে। আবদুল্লাহ্ ইবনে 'আতীক বলেন, তাকে লক্ষ্য করে পুনরায় আমি আঘাত করলাম, এবারও কোন কাজ হল না। সে চীৎকার করলে তার পরিবারের সবাই জেগে উঠল। তিনি বলেন, তারপর পুনরায় আমি সাহায্যকারীর ভান করে কণ্ঠস্বরে পরিবর্তন করে তার দিকে এগিয়ে গেলাম। এ সময় সে পিঠের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল (এ দেখে) আমি তরবারির অগ্রভাগ তার পেটের উপর রেখে এমন জোরে চাপ দিলাম যে, আমি তার হাড় ভাঙ্গার আওয়াজ শুনতে পেলাম। এরপর আমি কাঁপতে কাঁপতে সিঁড়ির নিকট এসে পৌঁছলাম। ইচ্ছা ছিল নেমে যাব। কিন্তু (নামতে গিয়ে) আছাড় খেয়ে পড়ে গেলাম এবং এতে আমার পা ভেঙ্গে গেল। সাথে সাথে (পাগড়ী দিয়ে) আমি তা বেঁধে ফেললাম। এবং লেংড়িয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে সাথীদের নিকট চলে এলাম। এরপর বললাম, তোমরা যাও এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুসংবাদ দাও। আমি তার মৃত্যুসংবাদ না শুনে আসব না। ঊষালগ্নে মৃত্যু ঘোষণাকারী (প্রাচীরে) উঠে বলল, আমি আবু রাফির মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করছি। আবদুল্লাহ ইবনে আতীক রা. বলেন, এরপর আমি উঠে চলতে লাগলাম। এ সময় আমার (পায়ে) কোন ব্যথাই ছিল না। আমার সাথীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছার আগেই আমি তাদের ধরে ফেললাম এবং (গিয়ে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার (আবু রাফির) মৃত্যু সংবাদ জানালাম।

ব্যাখ্যা ঃ এই রেওয়ায়াতে আছে, اِنْخَلَعَتْ رِجْلِىْ অর্থাৎ, আমার পায়ের জোড়া খুলে গেছে। পূর্বের রেওয়ায়াতে গেছে যে, আমার পায়ের নালার হাড্ডি ভেঙ্গে গেছে।

উভয়ের মাঝে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে যে, পায়ের জোড়াও খুলে গেছে, আবার নালার হাড়ও ভেঙ্গে গেছে। والله اعلم

এখান থেকে কয়েকটি মাসআলার উপর আলোকপাত হয়। ১। গোয়েন্দাগিরি করা জায়েয আছে। ২। কোন হিকমত ও মাসলিহাতের সময় অস্পষ্ট ও গোলমোল কথা বলা জায়েয আছে। ৩। ইসলামের শত্রু ও নবীর শত্রুকে সর্বাবস্থায় হত্যা করা জায়েয আছে। ইত্যাদি।

٢١٧٩. بَابُ غَزْوَةِ اُحُدٍ

২১৭৯.পরিচ্ছেদ ঃ উহুদ যুদ্ধের বিবরণ ঃ শাওয়াল ৩ হিজরী, মুতাবিক মার্চ, ৬২৫ খ্রিস্টাব্দ।

উহুদ শব্দটির আলিফ এর উপর পেশ, হায়ের উপরও পেশ। এটি মদীনা মুনাওয়ারার একটি সুপ্রসিদ্ধ পাহাড়ের নাম। মদীনা শরীফ থেকে এটি প্রায় এক ফরসখ (১৮ হাজার ফিট, যা প্রায় তিন মাইলের বেশী দূরত্ব দূরে অবস্থিত।

নামকরণের কারণ ঃ আল্লামা আইনী র. বলেন, উহুদকে এ নামে নামকরণের কারণ হল– سُمِّيَ اُحُدًا لِتَوَحُّدِهٖ وَانْقِطَاعِهٖ عَنْ جِبَالٍ اُخَرَ-এটি অন্যান্য পাহাড় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

যুদ্ধের কারণ ঃ মক্কার কুরাইশরা বদর যুদ্ধ থেকে শোচনীয় পরাজয়ের পর মক্কায় ফিরে আসে। তখন তারা জানতে পারে যে, আবু সুফিয়ানের বাণিজ্যিক কাফেলা সমুদ্র উপকূলীয় রাস্তা দিয়ে পার হয়ে এসেছে। মূল পুঁজি, টাকা-পয়সা, লাভ-লোকসান সবকিছু দারুননাদওয়ায় সংরক্ষিত আছে। বদরের এ লাঞ্ছনামূলক পরাজয়ের আঘাত এমনিতেই মক্কার প্রতিটি কাফিরের অন্তরে ছিল। কিন্তু যাদের বাপ-ভাই, ছেলে -ভাতিজা বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছে, তাদের অন্তরে থেমে থেমে উত্তেজনা সৃষ্টি হত। প্রতিশোধ স্পৃহায় প্রতিটি ব্যক্তির বুক পরিপূর্ণ হয়ে ছিল অবশেষে আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, আবদুল্লাহ ইবনে আবু রাবীআ, ইকরামা ইবনে আবু জাহল, সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া এবং অন্যান্য সম্মানিত লোক একই বৈঠকে সমবেত হয়েছে। মদীনা মুনাওয়ারায় জোরদার আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়ে গভীর চিন্তা-ফিকির হয়েছে। সবাই এক বাক্যে সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে, স্বীয় বাপ-ভাই ও অভিজাত মনীষীদের প্রতিশোধ নিতে হবে। ফলে সবাই মিলে ধন-সম্পদ একত্রিত করল, বিভিন্ন গোত্রে দূত পাঠাল। এভাবে ৩ হাজার লোকের সমাবেশ ঘটাতে সফল হল। এ যুদ্ধে বিশেষ ভাবে মহিলাদেরকেও সাথে নেয় হল। যাতে কবিতা ইত্যাদি গেয়ে যোদ্ধাদের সাহস বাড়ানো যায়, উদ্বুদ্ধ করা যায়। আবার পলায়নপরদের অন্তরে আত্মমর্যাদাবোধ ঢুকানো যায়। তারা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে ৫ই শাওয়াল ৩ হিজরীতে মক্কা থেকে রওয়ানা করেন। তাদের মধ্যে ৭০০ ছিল লৌহ-বর্ম পরিহিত সশস্ত্র সৈন্য। ৩০০০ ছিল উট, ২০০ ঘোড়া, ১৫ জন রমণী মোটকথা, কুরাইশ এরূপভাবে পরিপূর্ণরূপে আসবাব-উপকরণ নিয়ে উপস্থিত হয়। তারা উহুদ পাহাড়ের নিকটবর্তী আইনাইন নামক স্থানে এসে অবস্থান নেয়।

সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ ঃ মক্কার কুরাইশের এ সমস্ত সংবাদ যখন মদীনায় পৌঁছে, তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামের নিকট পরামর্শ করেন। এখন কি করা উচিত?

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রায় ছিল মদীনার বাইরে বের হবেন না। কাফিররা যদি মদীনায় আক্রমণ করে তাহলে শহরেই পুরুষরা সামনাসামনি প্রত্যক্ষ মুকাবিলা করবে। আর মহিলারা বাড়ির উপর থেকে পাথর নিক্ষেপ করে কাফিরদেরকে উদ্বিগ্ন-উৎকণ্ঠিত করে তুলবে। বড় বড় কিছু সংখ্যক সাহাবীর মতও ছিল এটাই। আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই এর রায়ও ছিল এটা। কিন্তু বড় বড় বহু সাহাবী এর বিরুদ্ধে চলে গেলেন। বিশেষতঃ যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি এবং শাহাদতের আগ্রহে অধীর ও অস্থির ছিলেন, তারা বলতে লাগলেন, আমরা বের হয়ে তাদের মুকাবিলা করব। শহরে বসে থাকা কাপুরুষতার নিদর্শন হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, একটি মজবুত লৌহবর্ম পরে

হচ্ছি। একটি গাভী জবাই করা হচ্ছে। যার ব্যাখ্যা হল মদীনা মুনাওয়ারা একটি মজবুত লৌহবর্মের ন্যায়। গাভী জবাই করা দ্বারা ইঙ্গিত হল– আমার সাহাবীগণের মধ্য থেকে কিছুসংখ্যক লোক শহীদ হবে। অতএব, আমার রায় হল- মদীনায় দুর্গ বন্ধ করে মোকাবিলা করা। স্বপ্নে আর একটি জিনিস দেখলাম, আমি তলোয়ার নাড়া দিলাম। এর সামনের অংশ ভেঙ্গে পড়ে গেল। অতঃপর এ তলোয়ারটি দ্বিতীয়বার নাড়া দিলে প্রথমবারের চেয়েও আরও উত্তম হয়ে গেল। যার ব্যাখ্যা ছিল, সাহাবায়ে কিরাম তলোয়ারের ন্যায়। যাঁরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শত্রুদের উপর আক্রমণ করছিলেন। সাহাবায়ে কিরামকে জিহাদে নিয়ে যাওয়া মানে তলোয়ার নাড়া দেয়া। একবার নাড়া দিলাম (মানে উহুদের যুদ্ধে) তখন এর সামনের অংশ ভেঙ্গে পড়ল। অর্থাৎ, কিছুসংখ্যক সাহাবী শহীদ হয়ে গেল। অতঃপর এই তলোয়ারটিকে দ্বিতীয় যুদ্ধে ব্যবহার করলে সে তলোয়ার প্রথমবারের চেয়ে আরও বেশি উত্তম ও তেজ হয়ে গেল। দুশমনদের উপর খুব চলল।

কিন্তু যুবকদের ছাড়া বড় বড় কোন কোন সাহাবী যেমন– হযরত হামযা, সা'দ ইবনে উবাদা প্রমুখেরও শাহাদতের আগ্রহে বারবার অনুরোধ ছিল মদীনার বাইরে যেয়ে হামলা করা। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরও এই সংকল্প হল। এটি ছিল শুক্রবার দিন। জুমআর নামায শেষ করে তিনি নসীহত করলেন এবং জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করে প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন। এ হুকুম শোনা মাত্র ইসলামপ্রিয় সাহাবায়ে কিরামের জানে স্পন্দন এল যে, এবার এ দুনিয়ার জেলখানা থেকে মুক্তির সময় এসেছে।

خرم اںروز کزیں منزلِ ویراں بروم * راحت جاں طلبم وزپئے جاناں بروم -

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সশস্ত্র প্রস্তুতি ঃ আসর নামায পড়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুজরা শরীফে তাশরীফ নিলেন। তখন হযরত সা'দ ইবনে মুআয ও উসাইদ ইবনে হুযাইর রা. সাহাবায়ে কিরামকে বললেন, তোমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মদীনার বাইরে যেয়ে আক্রমণ করতে বাধ্য করেছ। সংগত হল– প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মতের উপর বিষয়টি ছেড়ে দেয়া। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সশস্ত্র অবস্থায় বাইরে তাশরীফ আনলেন। তখন মুখলিস সাহাবায়ে কিরামের অন্তরে নিজেদের বারবার অনুরোধের ফলে লজ্জা-সংকোচ অনুভব হল। তারা আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা ভুলে বারবার অনুরোধ করেছি। এটা আমাদের জন্য সংগত হয়নি। আপনি আপনার মতের উপর কাজ করুন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কোন নবীর জন্য সশস্ত্র হওয়ার পর শত্রুর সাথে ফয়সালা ব্যতীত অস্ত্র ত্যাগ করা জায়েয নেই।

মোটকথা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১১ই শাওয়াল, ৩ হিজরী শুক্রবার দিন ১০০০ লোক নিয়ে মদীনা থেকে রওয়ানা হন। মদীনায় ইমামতির জন্য নিযুক্ত করেন ইবনে উম্মে মাকতুম রা. কে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের নিকটবর্তী শাওত নামক স্থানে পৌঁছলেন। তখনই মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ৩০০ মুনাফিক সাথে নিয়ে পৃথক হয়ে যায়। সে বলে, আপনি আমার কথা শুনেননি। অতএব অকারণে নিজেদের প্রাণ নষ্ট করতে যাব কেন? মুনাফিকদের বিচ্ছিন্নতার কারণে খাযরাজ গোত্রের বনু সালিমা, আউস গোত্রের বনু হারিসাও ফিরে যাওয়ার জন্য মনস্থ করল। কিন্তু আল্লাহ্‌র মেহেরবানী তাদের সাহায্য করেছে। তারা ফিরে যায়নি। তাদের সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয়–

اِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ -

"সে সময়টুকু স্মরণ কর, যখন তোমাদের মুসলমানদের মধ্য থেকে দু'টি দল সাহস হারাবার জন্য মনস্থ করেছে, আল্লাহ্ তাদের সাহায্যকারী ছিলেন। এজন্য ফিরে আসা থেকে হেফাজতে ছিল। ঈমানদারদের উচিত একমাত্র আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করা।"

এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শায়খাইন নামক স্থানে পৌঁছলেন (শায়খাইন দুটি টিলার নাম। যেখানে এক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা বসবাস করত। উভয়েই ছিল অন্ধ এবং ইয়াহুদী। এ দু'জনের কারণে উক্ত দু'টি টিলা শায়খাইন নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়।) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৈন্যবাহিনীর খবর নিলেন যারা কম বয়স্ক ও বালক ছিল তাদের ফেরত দিলেন। তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেননি। যেমন– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর, উসামা ইবনে যায়েদ, বারা ইবনে আযিব রা. প্রমুখ। এসব কম বয়স্ক যুবকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন– হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুব ও রাফি' ইবনে খাদীজ রা.ও। যাদেরকে অংশগ্রহণ করা থেকে নিষেধ করে দেয় হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে যখন লোকজন সুপারিশ করল যে, হযরত সামুরা এবং রাফি' রা. খুব ভাল তীরন্দাজ. তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দু'জনকে অংশগ্রহণের অনুমতি দেন। রাতের শেষাংশে তিনি রওয়ানা করেন। উহুদের নিকটবর্তী পৌঁছে ফজরের নামায পড়লেন। শনিবার দিন সকাল বেলায় যুদ্ধের প্রস্তুতি হয়। রেওয়ায়াত আসছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৫০ জন তীরন্দাজকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর রা.-এর অধীনে উহুদ পাহাড়ের পিছনে বসিয়ে দেন, যাতে কুরাইশের কাফিররা পেছন দিক থেকে আক্রমণ করতে না পারে। আরও নির্দেশ দিলেন, যদি আমরা পৌত্তলিকদের উপর বিজয় লাভ করেছি দেখ. তারপরও এখান থেকে হটবে না। যদি দেখ মুশরিকরা আমাদের উপর বিজয় লাভ করেছে তবুও এ স্থান থেকে সরবে না। মোটকথা, সৈন্যদের যে কোন অবস্থাই হোক না কেন তোমরা এখান থেকে কখনো নড়বে না।

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে সারিবদ্ধ করলেন। ঝাণ্ডা দিলেন হযরত মুসআব ইবনে উমাইর রা.-কে। স্বীয় তলোয়ার দিলেন আবু দাজানা রা.-কে। মুশরিকদের পক্ষ থেকে ময়দানে এল সর্বপ্রথম আবু আমির আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে সাইফী। সে ছিল বর্বরতার যুগে বনু আউস গোত্রের বড় নেতা। ইসলামের আবির্ভাবের পর সে হয়ে গেল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বড় শত্রু। সে মক্কা চলে গল। কুরাইশকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করল। তাদের আশ্বাস দিল, আমাকে দেখে বনু আউসের সমস্ত লোক আমার দিকে ঝুকে পড়েছে এবং তারা আমার কাছে চলে আসবে। সে প্রথমে দুনিয়াত্যাগী রূপে প্রসিদ্ধ ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবু আমির ফাসিক। ফলে, এই উপাধিতেই সে প্রসিদ্ধ হয়ে গেল। সে ময়দানে এসে স্বজাতিকে উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করল। কিন্তু জাতি এ ফাসিককে যথাযোগ্য উত্তরই দিল। স্বয়ং তার ছেলে হানজালাও (বিপক্ষে গেলেন)। তার আলোচনা পরে আসছে। তিনিও তার কোন পরওয়া করেননি। আবু আমির ফাসিক সেদিন মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড লড়াই করল।

মুসলিম সৈন্যদের মধ্য থেকে যেসব মহা মনীষী বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁরা হলেন, হযরত আলী, আবু দাজানা, হামযা, তালহা, আনাস ইবনে নযর রা. প্রমুখ। দিনের শুরু ভাগে মুসলমানদের বিজয় ছিল। কাফিররা পিছপা হতে হতে যেখানে তাদের রমণীরা ছিল সে স্থানে গিয়ে পৌঁছে। কিন্তু ভুল এই হল যে, তীরন্দাজ মুসলমানরা কাফিরদের পরাজয় দেখে 'গনিমত গনিমত' বলে ময়দানে নেমে আসেন। সে কেন্দ্র ছেড়ে দেন যেখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নিযুক্ত করেছিলেন। তীরন্দাজদের অধিনায়ক হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর রা. তাদের বাধা দিচ্ছিলেন। কিন্তু তারা এদিকে খেয়াল করেননি। কেন্দ্রে শুধু আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইরসহ আরও দশজন তীরন্দাজ থেকে গেলেন। অবশিষ্ট ৪০ জন গনিমত জমাকারীদের সাথে গিয়ে মিললেন। নববী হুকুমের বিরোধিতা করা মাত্রই লড়াইয়ের পাশা উল্টে যায়। বিজয়ের স্থলে এসে যায় পরাজয়। খালিদ ইবনে ওয়ালীদ তখন মুশরিকদের ডান বাহিনীতে ছিল। উহুদের গিরিপথ খালি দেখে পিছন দিক থেকে আক্রমণ করে বসে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর সাথীগণসহ শহীদ হয়ে যান।

পৌত্তলিকদের অকস্মাৎ ও একযোগে হামলার ফলে মুসলমানদের সারি উলট-পালট হয়ে গেল। পৌত্তলিকরা এসে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকটে। মুসলমানদের ঝাণ্ডাবাহী হযরত মুসআব ইবনে উমাইর রা. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটবর্তী ছিলেন। কাফিরদের মুকাবিলা করতে

করতে অবশেষে শহীদ হয়ে যান। যেহেতু হযরত মুসআব ইবনে উমাইর রা. হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন, সেহেতু আবদুল্লাহ ইবনে কুমাইয়া হযরত মুসআব রা.-কে শহীদ করে মনে করল, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে শহীদ করে ফেলেছি। সে যেয়ে পৌত্তলিকদের কাছে এ কথা চাউরও করল। এ ভীতিকর সংবাদে এর ফলে সমস্ত মুসলমানের মধ্যে বেচইনি ও অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ল। সবাই হুশ-জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। এমতাবস্থায় দোস্ত-দুশমনের পার্থক্যও থাকল না। পরস্পরে একজনের উপর অপরজনের তলোয়ার চলতে লাগল। হযরত হুযাইফা রা. এর পিতা হযরত ইয়ামান রা. মুসলমানদের তলোয়ারে শহীদ হন।

শেরে খোদা হযরত হামযা রা. সম্পর্কে স্বয়ং তাঁর ঘাতক ওয়াহশীর বিবরণ, হযরত হামযা রা. যেদিকে যেতেন, সেখানে কাফিররা বিক্ষিপ্ত হয়ে যেত। যে সামনে পড়ত তাকে হযরত হামযা রা. হত্যা করতেন। অবশেষে জুবাইর ইবনে মুতইমের হাবশী গোলাম ওয়াহশী গোপনে চুপিসারে দূর থেকে নেজা ছুড়ে। ফলে তিনি শহীদ হয়ে যান।

আবু আমির ফাসিকের ছেলে হযরত হানজালা রা. ছিলেন উঁচু পর্যায়ের সাহাবী। গাসীলুল মালায়িকা (ফিরিশতা কর্তৃক গোসল প্রদত্ত) ছিল তাঁর উপাধি। উহুদ যুদ্ধের দিন আবু সুফিয়ানের বিরুদ্ধে তিনি লড়ছিলেন। তিনি প্রবল ছিলেন, তাকে হত্যা করার নিকটবর্তী পৌঁছে যান। কিন্তু শাদ্দাদ এ অবস্থা দেখে আবু সুফিয়ানের সাহায্য করে এবং তাকে হত্যা করে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হানজালা রা.-কে ফিরিশতারা গোসল দিচ্ছে। তাঁর পরিবারে যেয়ে অনুসন্ধান করে আস। এই বিশেষ আচরণ তাঁর সাথে কেন? তাঁর স্ত্রী বললেন, যখন জিহাদের ঘোষণা হয় তখন তিনি ছিলেন অপবিত্র (গোসল ফরয ছিল)। এমতাবস্থায়ই তিনি যুদ্ধে চলে যান। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কারণ এটাই। সেদিন কারো আঘাতে হযরত কাতাদাহ ইবনে নোমান রা.-এর চোখ বেরিয়ে যায়। লোকজন তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে নিয়ে আসলে তিনি স্বীয় হস্ত মুবারক দ্বারা তাঁর চোখ সেস্থানে লাগিয়ে দেন। তিনি বলেন, সে চোখ অপর চোখ থেকেও ভাল হয়েছিল এবং একদম সুস্থ হয়ে গিয়েছিল।

মোটকথা, মুসলমানরা সর্বদিক থেকে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। সর্বদিকে জোরদার লড়াই চলছিল। মুসলমানদের অস্থিরতা এ পর্যায়ে ছিল যে, একদিক থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনয়ন করেন তখন কা'ব ইবনে মালিক শিরস্ত্রাণের নিচ থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চোখ দেখে চিনতে পারলেন। তিনি চিৎকার করে বললেন, হে মুসলমানরা! সুসংবাদ নাও, এইতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মওজুদ আছেন। এতদশ্রবণে সাহাবায়ে কিরাম সর্বদিক থেকে এসে সমবেত হলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ঘাটিতে তাশরীফ নিয়েছিলেন। হযরত আবু বকর, উমর, আলী, তালহা রা. প্রমুখ তাঁর সাথে ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্ত প্রবাহের কারণে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তিনি উঠে বসলেন। বসে নামাযও আদায় করলেন। অভিশপ্ত উবাই ইবনে খালফ স্বীয় ঘোড়ার উপর আরোহণ করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হত্যার উদ্দেশ্যে সেখানে আসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারিস ইবনে সিম্মা থেকে একটি নেজা নিয়ে তার গর্দানে নিক্ষেপ করেন। ফলে সে টালমাটাল হয়ে গেল। গর্দানের উপর সামান্য যখম হল। কিন্তু সে পালিয়ে গেল। কুরাইশের কাছে গিয়ে নিজের জখমের কারণে খুব পেরেশানী, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রকাশ করল। লোকজন বলল, আশ্চর্য অবস্থা তোমার, এতো সাধারণ একটু ছিলে গেছে! এতে এতো উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা কেন? সে বলল, তোমরা জান না, একবার মুহাম্মদ বলেছিল, আমি তোমাকে হত্যা করব। অতএব এটা তো যখম। মুহাম্মদ থুথু দিলেও মৃত্যু নিশ্চিত ছিল।

এর আসল ঘটনা হল– এই অভিশপ্ত মক্কায় একটি ঘোড়া পালছিল। ঘোড়াটির নাম ছিল আউদ। সে এটিকে চড়াত। বলত, এর উপর চড়ে আমি মুহাম্মদকে হত্যা করব। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সংবাদ

পেয়ে বললেন, ইনশাআল্লাহ আমি তাকে হত্যা করব। সেদিন সে ঘোড়ার উপর আরোহণ করে এসেছিল। এখানে এসে এ ঘটনা ঘটল। অবশেষে মক্কা অভিমুখে ফেরার পথে সারিফ নামক স্থানে তার মৃত্যু হল।

বনু আবদুল আশহালে উসাইরিম নামে এক ব্যক্তি প্রসিদ্ধ ছিল। তার আসল নাম ছিল আমর ইবনে সাবিত মুসলমানদের সাথে সে সদাচরণ করত। কিন্তু ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাত। উহুদ যুদ্ধের দিন তার অন্তরে আপনা আপনিই ইসলামের মহব্বত সৃষ্টি হয়ে সে মুসলমান হয়ে যায়। তলোয়ার হাতে নিয়ে সে যুদ্ধে শরীক হয়ে যায়। কিন্তু একথা কেউ জানত না। বনু আবদুল আশহালের লোকজন শহীদদের লাশ দেখছিল। তখন তার প্রতি নজর পড়ল। বিস্ময়ের সুরে লোকজনের মুখ থেকে বের হল– এতো উসাইরিম! দেখল প্রাণ এখনো অবশিষ্ট আছে। জিজ্ঞেস করল, তুমি কিভাবে এলে? জাতির প্রতি ভালবাসার টানে, না ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে। তিনি বললেন, আমি আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহায্যে লড়েছি। এবার যে অবস্থা দেখছ, তাতো প্রত্যক্ষই করছ। এরপর তাঁর ইন্তিকাল হয়ে যায়।

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, সুনিশ্চিত, উসাইরিম এক ওয়াক্ত নামাযও পড়েননি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দেন।

মদীনাতে ছিল কাযমান নামক এক ব্যক্তি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, লোকটি জাহান্নামী। কিন্তু উহুদ যুদ্ধের দিন সে কাফিরদের বিরুদ্ধে বড় বীরত্বের সাথে মুকাবিলা করেছিল। সে একা ৭/৮ জন পৌত্তলিককে হত্যা করেছিল। সাহাবায়ে কিরাম তার বীরত্বে খুব খুশি হয়েছিলেন। আহত হলে লোকজন তাকে দারে বনু জফরে নিয়ে যান। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কাযমান! আমরা তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছি। আজ তুমি বড় কাজ করেছ। কাযমান বলল, কিরূপ সুসংবাদ? কিসের সুসংবাদ? আমি তো শুধু জাতীয় ভালবাসার কারণে যুদ্ধ করেছি। তা না হলে আমি কখনও যুদ্ধ করতাম না। এরপর জখমের কষ্ট তীব্র হলে– সে আত্মহত্যা করল।

ইবনে ইসহাক র. বলেন, হিন্দ বিনতে উতবা এবং তার বান্ধবী মহিলারা উহুদের শহীদদের লাশ বিকৃত করেছিল। তাদের নাক-কান কেটে হার বানিয়েছিল। হযরত হামযা রা. এর পেট ছিড়ে তাঁর কলিজা বের করে চিবিয়েছিল এবং সগৌরবে কাব্য পাঠ করেছিল।

এরপর আবু সুফিয়ান উহুদ পাহাড়ে উঠে মুসলমানদের সম্বোধন করে বলে, এ হল বদর যুদ্ধের সমান সমান বদলা। আজকে হুবল বিজয়ী হল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে হযরত উমর রা. উত্তর দিলেন, আল্লাহ প্রবল। তিনি মহান। সমান সমান হতে পারে না। কারণ, আমাদের নিহতরা জান্নাতী। আর তোমাদের নিহতরা জাহান্নামী।

আবু সুফিয়ান উমর রা. কে দেখে জিজ্ঞেস করল, উমর! মুহাম্মদ নিহত হয়েছে– এটা কি সত্য? উমর রা. বললেন, আল্লাহর কসম! সত্য নয়। তিনি তো তোমার কথা শুনছেন। আবু সুফিয়ান বলল, ইবনে কুমাইয়া বলছে, আমি মুহাম্মদকে হত্যা করেছি। কিন্তু আমি তোমাকে তারচেয়ে অধিক সত্যবাদী মনে করি। অতঃপর আবু সুফিয়ান মুসলমানদের বলল, তোমাদের নিহতদের কিছু সংখ্যকের লাশ বিকৃত করা হয়েছে। এর সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি এ ব্যাপারে খুশিও না, আবার অখুশিও না। আমি কাউকে এরূপ করতে বলিনি, আবার নিষেধও করিনি। এরপর কাফিররা রওয়ানা হয়ে যায়। কিন্তু আবু সুফিয়ান বলছিল, এবার আমাদের সাথে তোমাদের মুকাবিলা হবে আগামী বছর বদরে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে নির্দেশ দিলেন, বল, نَعَمْ هُوَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ "হ্যাঁ, আমাদের এবং তোমাদের এই প্রতিশ্রুতি রইল ইনশাআল্লাহ।"

মুশরিকদের প্রত্যাবর্তনের পর হযরত হামযা রা. এর লাশ দেখে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভীষণ দুঃখ হল। সমস্ত শহীদের জানাযা নামায পড়ে তাদেরকে সেখানে দাফন করেন। এক এক কবরে ২/৩ জন

শহীদকে সমাহিত করা হয়। কোন কোন লোক কোন কোন শহীদের লাশ মদীনায় নিয়ে যান। কিন্তু পরবর্তীতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, শহীদদেরকে তাদের বধ্যভূমিতেই দাফন কর।

এ যুদ্ধে কারা প্রকৃত ঈমানদার আর কারা মুনাফিক তাদের পরিচয় ভালমতই হয়ে যায়। এ যুদ্ধে সাহাবীগণ জানতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামান্য বিরোধিতাও কত বিপদ ডেকে আনতে পারে।

وَقَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ، وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ، اِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِيْنَ ـ وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِيْنَ، اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِيْنَ، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ، فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ، وَقَوْلِهِ : وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهِ حَتّٰى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا اَرَاكُمْ مَا تُحِبُّوْنَ، مِنْكُمْ مَنْ يُرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا الْاٰيَةَ ـ

আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ [হে রাসূল!] স্মরণ করুন, যখন আপনি আপনার পরিজনবর্গের নিকট হতে (মদীনা থেকে) প্রত্যুষে বের হয়ে যুদ্ধের জন্য মু'মিনদেরকে ঘাঁটিতে স্থাপন করছিলেন এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ ৯ ৩ ঃ ১২১)। আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ তোমরা হীনবল হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না; তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা পূর্ণ মু'মিন হও। যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে তবে অনুরূপ আঘাত তাদেরও তো (বদর যুদ্ধে) লেগেছে। (অতএব, ভয়ের কারণ নেই।) মানুষের মধ্যে এ দিনগুলোর পর্যায়ক্রমে আমি আবর্তন ঘটাই, যাতে আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে জানতে পারেন এবং তোমাদের কিছু সংখ্যক কতককে শহীদরূপে গ্রহণ করতে পারে এবং আল্লাহ্ জালিমদেরকে বন্ধু বানান না। আর যাতে আল্লাহ্ তাআলা মু'মিনদেরকে পরিশোধন করতে পারেন এবং কাফিরদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেন। তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যখন আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে এবং কে অটল ধৈর্যশীল তা এখনও জানেন না? মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে তোমরা তা কামনা করতে, এখন তো তোমরা তা স্বচক্ষে দেখলে! (৩ ঃ ১৩৯-১৪৩) আল্লাহ তাআলা্র বাণী ঃ আল্লাহ্ তোমাদের সাথে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন যখন তোমরা আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিনাশ করছিলে, যে পর্যন্ত না তোমরা সাহস হারালে এবং [রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর] নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করলে (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জুবাইর রা.-এর নেতৃত্বে দু'পাহাড়ের গিরিপথে ঘাটিতে তীরন্দাজদের বসিয়েছিলেন) এবং যা তোমরা ভালবাস তা তোমাদেরকে দেখাবার পর তোমরা অবাধ্য হলে। তোমাদের কেউ কেউ ইহকাল চেয়েছিল এবং কতক পরকাল চেয়েছিল। এরপর তিনি পরীক্ষা করার জন্য তোমাদেরকে তাদের থেকে ফিরিয়ে দিলেন। অবশ্য তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল। (৩ ঃ ১৫২) মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে তোমরা কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত (৩ ঃ ১৬৯)।

১. وقول الله শব্দটিতে যের হবে। কারণ, এটি غزوة أحد শব্দের উপর আতফ। وإذ غدوت উহ্য ইবারত اذكر يا محمد! .

২. যেহেতু এ যুদ্ধে ৭০ অথবা ৭৫ জন সাহাবী শহীদ হয়েছেন (তাছাড়া অনেকেই আহত হয়েছেন) সেহেতু সাহাবায়ে কিরাম খুব পেরেশান হয়েছেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা لا تهنوا ولا تحزنوا দ্বারা সান্ত্বনা দিয়েছেন মুসলমানদের পরাজয়ের কারণ হিকমত ও নিগূঢ় রহস্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, যদি এ বছর ৩য় হিজরীতে তোমরা দুঃখ-কষ্ট করে থাকে তবে চিন্তিত ও পেরেশান হওয়ার কারণ নাই। কারণ, গত বছর কাফিররাও তোমাদের হাতে এরূপ কষ্ট পেয়েছে। কালের চক্র মানুষের মধ্যে এভাবেই ঘুরতে থাকে। সব সময় এক রকম থাকে না। সময়ের ধারা পাল্টায়।

২য় হিকমত وليعلم الله الذين امنوا الخ যাতে পরিপক্ক মুমিন– অপরিপক্ক মুমিন, সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর মাঝে পার্থক্য হয়ে যায়। ৩য় হিকমত যাতে মুখলিস আন্তরিক ও শাহাদতে আগ্রহী ব্যক্তিদেরকে শাহাদতের মহা নেয়ামতের দ্বারা সম্মানিত করা যায়। ৪র্থ হিকমত শাহাদতের বদৌলতে গুনাহ থেকে পাক পবিত্র করা; ইত্যাদি।

وقوله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم

এবং আল্লাহর বাণী ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি (সাহায্যের) সত্য করে দেখিয়েছেন, যখন তোমরা সে কাফিরদেরকে হত্যা করছিলে। (অর্থাৎ, হত্যার মাধ্যমে তাদেরকে নির্মূল করছিলে।) আল্লাহর নির্দেশে। অবশেষে যখন তোমরা নিজেরাই (রায়গতভাবে) দুর্বল হয়ে গেলে (এরূপভাবে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর রা. এর সাথে তীরন্দাজদেরকে ঘাঁটিতে অটল থাকার তাকিদ দিয়েছিলেন কেউ কেউ ভুল বুঝে এর পরিপন্থি কাজ করেছেন এবং ঘাটি ছেড়ে দিয়েছেন।) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশের ব্যাপারে মতানৈক্য করতে আরম্ভ করতে লাগলেন। (কারণ, কেউ কেউ তো এ হুকুম এর উপরই অটল ছিল এবং কেউ কেউ ইজতিহাদ করে ভুল করল। এবং নাফরমানি করল, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দেখিয়ে দেয়ার পূর্বে যা তোমরা চাইছিলে অতঃপর আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে সেসব কাফিরদের উপর বিজয় লাভ থেকে সরিয়ে দিলেন। যাতে তোমাদের পরীক্ষা করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ক্ষমা করেছেন, কারণ, তিনি ঈমানদের প্রতি বড় অনুগ্রহশীল।

আয়াত– لا تحسبن الذين الخ যারা আল্লাহ পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনো মৃত মনে কর না। ....

৩. বর্ণিত আছে এই আয়াতে প্রতিশ্রুতি দ্বারা উদ্দেশ্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তীরন্দাজদেরকে নির্দেশ প্রদান যে, তোমরা স্বীয় ঘাটি পরিত্যাগ করো না। তাহলে তোমরা বিজয়ী হবে, যেমন– পরবর্তীতে রেওয়ায়াতে আসছে। ইনশাআল্লাহ আলোচনা পড়ে আসবে।

তাবারানী থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তীরন্দাজদেরকে বলেছেন, তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত স্বস্থানে অটল ছিলে ততক্ষণ পর্যন্ত বিজয়ী ছিলে। আর মুসলমানরা কাফিরদেরকে পরাস্ত করেছেন, অতঃপর তীরন্দাজদের মধ্যে থেকে ৪০ জন ঘাটি ছেড়ে গণিমত অন্বেষণে মুজাহিদদের সাথে রত হন, তখন খালিদ– যিনি তৎকালিন সময় কাফিরদের আরোহী বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন– আক্রমন করে দেন। আর মুসলমানদের পরাজয়ের মুখ দেখতে হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, আমি মনে করতাম না যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের মধ্যে কেউ দুনিয়া অন্বেষী হবে যতক্ষণ না উহুদের যুদ্ধ সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়–

منكم من يريد الدنيا الخ .

আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ রয়েছে, তোমরা শহীদদের মৃত মনে করো না। মুসলিম শরীফে মাসরূক থেকে বর্ণিত আছে- আমরা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে এ আয়াতের উদ্দেশ্য জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছেন, যখন তোমাদের ভাই উহুদ দিবসে শহীদ হয় তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের আত্মাগুলোকে সবুজ পাখির পেটে রেখে দেন, এরা জান্নাতের ফল খেতে থাকে।

٣٧٤٦. حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ ابْنُ مُوسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ هٰذَا جِبْرَئِيلُ اٰخِذٌ بِرَاْسِ فَرَسِهِ عَلَيْهِ اَدَاةُ الْحَرْبِ .

৩৭৪৬/৮৪. ইব্‌রাহীম ইবনে মূসা র. ..... হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদ যুদ্ধের দিন বলেছেন, এই তো জিবরাঈল, তাঁর ঘোড়ার মাথায় হাত রেখে (লাগাম হাতে) এসে পৌঁছেছেন; তাঁর পরিধানে রয়েছে সমরাস্ত্র।

ব্যাখ্যা ঃ এই রেওয়ায়াতটি বদর যুদ্ধ সংক্রান্ত ৫৭০ পৃষ্ঠায় এসেছে। হাদীস নং ৪৪ দ্রষ্টব্য। হাফিজ আসকালানী র. বলেন, সঠিক হল এটি ফেলে দেয়া। হাশিয়াতে তাই রয়েছে। মুহাদ্দিসীনে কিরামের মতেও এটাই প্রসিদ্ধ যে, এর সম্পর্ক বদর যুদ্ধের সাথেই। আল্লামা আইনী র. বলেন, هٰذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ وَاقِعٍ فِى مَحَلِّهِ هُنَا الخ তথা এ হাদীসটি এখানে যথার্থ স্থানে আসেনি ....।

٣٧٤٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِىٍّ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ اَبِى حَبِيبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ صَلّٰى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى قَتْلٰى اُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِى سِنِينَ كَالْمُوَدِّعِ لِلْاَحْيَاءِ وَالْاَمْوَاتِ ثُمَّ طَلَعَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ : اِنِّى بَيْنَ اَيْدِيكُمْ فَرَطًا، وَاَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ، وَاِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ، وَاِنِّى لَاَنْظُرُ اِلَيْهِ مِنْ مَقَامِى هٰذَا، وَاِنِّى لَسْتُ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ اَنْ تُشْرِكُوا، وَلٰكِنِّى اَخْشٰى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا اَنْ تَنَافَسُوهَا . قَالَ فَكَانَتْ اٰخِرَ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا اِلٰى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ .

৩৭৪৭/৮৫. মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহীম র. .... হযরত উকবা ইবনে আমির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আট বছর পর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদ যুদ্ধের শহীদদের জন্য (কবরস্থানে গিয়ে) এমনভাবে দোয়া করলেন যেমন কোন বিদায় গ্রহণকারী জীবিত ও মৃতদের জন্য দোয়া করেন। তারপর তিনি (সেখান থেকে ফিরে এসে) মিম্বরে উঠে বললেন, আমি তোমাদের অগ্রে প্রেরিত (অর্থাৎ, আমার পরকালের সফর নিকটবর্তী। তোমাদের মাগফিরাতের আসবাব-উপকরণ তৈরির জন্য আগে যাচ্ছি এবং আমিই (কিয়ামত দিবসে) তোমাদের সাক্ষিদাতা। এরপর হাউযে কাউসারের পাড়ে তোমাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হবে। (তোমরা হাউযে কাউসারে আমার সাথে সাক্ষাত করবে) আমার এ জায়গা থেকেই আমি হাউযে কউসার দেখতে পাচ্ছি। তোমরা শিরকে লিপ্ত হয়ে যাবে- আমি এ আশংকা করি না। তবে আমার আশংকা হয় যে, তোমরা দুনিয়ার আরাম-আয়েশে অত্যাধিক আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। তোমরা লোভ-লালসায় পড়বে। বর্ণনাকারী বলেন, আমার এ দেখাই ছিল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে শেষবারের মত দর্শন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট। কারণ, এখানে শুহাদায়ে উহুদের জন্য দু'আ রয়েছে। জীবিতদের বিধায় জানানোতো স্পষ্ট। কারণ, স্পষ্ট হল এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শেষ জীবনের ঘটনা। বাকি রইল, মৃতদের বিদায় জানানো? এর একটি উত্তর হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় মুবারক হায়াতে কবরস্থান জিয়ারত করতেন। মৃতদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতেন। যেহেতু এবার জিয়ারত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, সেহেতু এটাকে সাহাবায়ে কিরাম বিদায় দ্বারা ব্যক্ত করেছেন যে, ভবিষ্যতে আর এটা হবে না। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য জানাইয পর্ব। হাদীসটি ১৭৯ নং পৃষ্ঠায় এসেছে।

৩৭৪৮. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِى اسحاقَ عَنِ الْبَرَاءِ رضى الله عنه قَالَ لَقِينَا الْمُشْرِكِينَ يَوْمَئِذٍ فَاَجْلَسَ النَّبِيُّ ﷺ جَيْشًا مِنَ الرُّمَاةِ وَاَمَّرَ عَلَيْهِم عَبْدَ اللّٰهِ، وَقَالَ لَاتَبْرَحُوا اِنْ رَاَيْتُمُونَا ظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ فَلَاتَبْرَحُوا وَاِنْ رَاَيْتُمُوهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْنَا فَلَا تُعِينُونَا، فَلَمَّا لَقِينَا هَرَبُوا حَتّٰى رَاَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ فِى الْجَبَلِ رَفَعْنَ عَنْ سُوقِهِنَّ قَدْ بَدَتْ خَلَاخِلُهُنَّ فَاَخَذُوا يَقُولُونَ : الْغَنِيمَةَ الْغَنِيمَةَ ـ وَفَقَالَ عَبْدُ اللهِ عَهِدَ اِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ لَاتَبْرَحُوا فَاَبَوْا فَلَمَّا اَبَوْا صُرِفَ وُجُوهُهُم فَاُصِيبَ سَبْعُونَ قَتِيلًا وَاَشْرَفَ اَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ اَفِى الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ؟ فَقَالَ لَا تُجِيبُوهُ فَقَالَ اَفِى الْقَوْمِ ابْنُ اَبِى قُحَافَةَ؟ قَالَ لَاتُجِيبُوهُ، فَقَالَ اَفِى الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطَّابِ؟ فَقَالَ اِنَّ هٰؤُلَاءِ قُتِلُوا ـ فَلَوْ كَانُوا اَحْيَاءً لَاَجَابُوا، فَلَمْ يَمْلِكْ عُمَرُ نَفْسَهُ، فَقَالَ كَذَبْتَ يَاعَدُوَّ اللّٰهِ! اَبْقَى اللّٰهُ لَكَ مَايُخْزِيكَ ـ قَالَ اَبُو سُفْيَانَ : لَنَا الْعُزّٰى وَلَا عُزّٰى لَكُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَجِيبُوهُ : قَالُوا مَا نَقُولُ؟ قَالَ قُولُوا : اَللّٰهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلٰى لَكُمْ، قَالَ اَبُو سُفْيَانَ : يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ وَالْحَرْبُ سِجَالٌ، وَتَجِدُونَ مُثْلَةً لَمْ اٰمُرْبِهَا وَلَمْ تَسُؤْنِى ـ

৩৭৪৮/৮৬. উবাইদুল্লাহ্ ইবনে মূসা র. .... হযরত বারা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঐ দিন (উহুদ যুদ্ধের দিন) আমরা মুশরিকদের মুকাবিলায় অবতীর্ণ হলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ (ইবনে জুবাইর) রা-কে তীরন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করে তাদেরকে (নির্ধারিত এক স্থানে–পাহাড়ে মোতায়েন করলেন এবং (নির্দেশ দিয়ে) বললেন, যদি তোমরা আমাদেরকে দেখ যে, আমরা তাদের উপর বিজয় লাভ করেছি, তাহলেও তোমরা এখান থেকে সরবে না। অথবা যদি তোমরা তাদেরকে দেখ যে, তারা আমাদের উপর জয়লাভ করেছে, তাহলেও তোমরা এই স্থান পরিত্যাগ করে আমাদের সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসবে না। এরপর আমরা তাদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে তারা পালাতে আরম্ভ করল। (তাদের পরাজয় ঘটল, হুলস্থুল করে দৌঁড়তে লাগল।) এমনকি আমরা দেখতে পেলাম যে, মহিলারা (যারা তাদের উদ্বুদ্ধ ও উদ্দীপ্ত করার জন্য এসেছিল) দ্রুত দৌড়ে পাহাড়ে আশ্রয় নিচ্ছে। তারা পায়ের গোছা থেকে বস্ত্র উঠিয়ে দৌঁড়াচ্ছে, ফলে পায়ের অলংকারগুলো পর্যন্ত বেরিয়ে পড়ছে। এ সময় তারা (তীরন্দাজ বাহিনীর লোকেরা) বলতে লাগলেন, এ-ই গণিমত-গণিমত! তখন আবদুল্লাহ্ [ইবনে জুবাইর রা.] বললেন, তোমরা যেন এ স্থান না ছাড় –এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। তারা এ কথা অগ্রাহ্য করল। যখন তারা এ কথা অগ্রাহ্য করল, তখন তাদের মোড় ফিরিয়ে দেয়া হল এবং শহীদ হলেন তাদের সত্তর জন সাহাবী। আবু সুফিয়ান

একটি উঁচু স্থানে উঠে বলল, কাওমের মধ্যে মুহাম্মদ জীবিত আছে কি? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা তার কোন উত্তর দিও না। সে আবার বলল, কাওমের মধ্যে ইবনে আবু কুহাফা (আবু বকর) বেঁচে আছে কি? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা তার কোন জবাব দিও না। সে পুনরায় বলল, কওমের মধ্যে ইবনুল খাত্তাব জীবিত আছে কি? তারপর সে বলল, এরা সকলেই নিহত হয়েছে। বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই জবাব দিত। এ সময় উমর রা. নিজেকে সামলাতে না পেরে বললেন, হে আল্লাহ্‌র দুশমন! তুমি মিথ্যে বলেছ। তোমাকে লাঞ্ছিত করার জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে বাকি রেখেছেন। আবু সুফিয়ান বলল, হুবালের (মুশরিকদের একটি প্রতিমার নাম) জয়। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে বললেন, তোমরা তার উত্তর দাও। তারা বললেন, আমরা কি বলব? তিনি বললেন, তোমরা বল, اَللّٰهُ اَعْلٰى وَاَجَلُّ –আল্লাহ্ সমুন্নত ও মহান। আবু সুফিয়ান বলল, لَنَا الْعُزّٰى وَلَا عُزّٰى لَكُمْ –আমাদের উয্‌যা (মদদগার) আছে, তোমাদের উয্‌যা নেই। নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা তার জবাব দাও। তারা বললেন, আমরা কি জবাব দেব? তিনি বললেন, বল اَللّٰهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلٰى لَكُمْ – আল্লাহ আমাদের অভিভাবক, তোমাদের তো কোন অভিভাবক নেই। পরিশেষে আবু সুফিয়ান বলল, আজকের দিন বদর যুদ্ধের বিনিময়ের দিন। যুদ্ধ কূপ থেকে পানি উঠানোর বালতির মত (অর্থাৎ, একবার এক হাতে আরেকবার অন্য হাতে)। (যুদ্ধের ময়দানে) তোমরা নাক-কান কাটা কিছু বিকৃত লাশ দেখতে পাবে। আমি এরূপ করতে আদেশ করিনি। অবশ্য এতে আমি অসন্তুষ্টও নই।

এ হাদীসটি ৪২৬ নং পৃষ্ঠায় এসেছে।

ব্যাখ্যা : রেওয়ায়াতে اَلْغَنِيْمَةَ اَلْغَنِيْمَةَ শব্দ রয়েছে। এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আমির ইবনে জুবাইর রা. এর তীরন্দাজরা বলল, মুসলমানদের বিজয় হয়েছে। এবার আর কিসের অপেক্ষা? এর ফলে হযরত আবদুল্লাহ রা. বললেন, তোমরা কি আল্লাহর হুকুম ভুলে গেছ? কিন্তু তীরন্দাজ সৈনিকরা তা মানল না। নেমে গনিমতের মাল সংগ্রহে রত হল।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর রেওয়ায়াতে আছে, কাফিরদের পরাজয়ের পর মুসলমানরা গনিমতের মাল লুটতে আরম্ভ করল। তখন তীরন্দাজ সৈন্যরাও এসে অংশগ্রহণ করে। মুসলমানদের কাতারগুলো পরস্পরে মিলে যায়। যখন তীরন্দাজদের পথ খালি হয়ে যায় তখন কাফিরদের সৈন্য সে রাস্তায় এসে পৌঁছে, যেখানে মুসলমানদের তীরন্দাজ সৈন্যরা ছিল। তারা মুসলমানদের শহীদ করতে আরম্ভ করে। ফলে মুসলমানদের পরাজয় ঘটে। মুসলমানরা চিৎকার করতে লাগল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে প্রায় ১২ জন সাহাবী ছিলেন। শয়তান আওয়াজ তুলে দিল মুহাম্মদ নিহত হয়েছেন।

আর এক রেওয়ায়াতে আছে, কোন কোন সাহাবী পালিয়ে মদীনায় চলে যান। কেউ কেউ পাহাড়ে আরোহণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় জায়গায় অটল থাকেন। স্থানটি শূন্য দেখে ইবনে কুমাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে দান্দান মুবারক শহীদ করে দেয়। চেহারা মুবারক রক্তাক্ত হয়ে যায়। যেমন পরবর্তী রেওয়ায়াতে আসছে। বাকি রইল আবু সুফিয়ানের উক্তি পিছনে এসেছে তোমরা স্বীয় নিহতদের মধ্যে বিকৃত লাশ পাবে। ইবনে ইসহাক র. রেওয়ায়াত করেছেন, আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা নিজের সাথে কয়েকজন মহিলা নিয়ে ময়দানে উপস্থিত হল। শহীদদের নাক-কান কাটল, এমনকি এগুলো দিয়ে একটি হার বানাল। হযরত হামযা রা. এর পেট চিড়ে কলিজা বের করে তা চিবাতে আরম্ভ করল। যখন গিলতে পারল না তখন ফেলে দিল।

তাছাড়া এ হাদীসে অনেক ফায়দা ও মাসায়েল পরিলক্ষিত হয়। যেমন– আবু বকর ও উমর রা. এর মর্যাদা। যেমন– আবু সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ এর পরে এ দু'মহা মনীষীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন। অন্যদের দিকে মনোযোগ দেননি যে, কে জীবিত আছে ও কে মরে গেছে।

এটাও জানা গেল, এক দলের ভিতর কিছুসংখ্যক লোক অপরাধ করলে মুসিবত সবার উপর ব্যাপকভাবে পতিত হতে পারে। ইত্যাদি। হাদীসটি পৃষ্ঠা নং ৪৩৬-এ এসেছে।

٨٧. اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ رض قَالَ اِصْطَبَحَ الْخَمْرَ يَوْمَ اُحُدٍ نَاسٌ ثُمَّ قُتِلُوْا شُهَدَاءَ ـ

৮৭. আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ র. .... হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন কিছু সংখ্যক সাহাবী সকাল বেলা শরাব পান করেছিলেন। (তখন মদ হারাম ছিল না।) এরপর তাঁরা শাহাদত বরণ করেন।

উপকারিতা ঃ এর দ্বারা বুঝা গেল শরাব হারাম হয়েছে উহুদ যুদ্ধের পর।

٣٧٤٩. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرنَا شعبةُ عَن سَعدِ بنِ اِبراهِيمَ عَنْ اَبِيْهِ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اُتِىَ بِطَعَامٍ وَكَانَ صَائِمًا فَقَالَ قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّىْ، كُفِّنَ فِىْ بُرْدَةٍ اِنْ غُطِّىَ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَاِنْ غُطِّىَ رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ، وَأُرَاهُ قَالَ وَقُتِلَ حَمْزَةُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّىْ ثم بُسِطَ لَنَا الدُّنْيَا مَابُسِطَ، اَوْ قَالَ اُعْطِيْنَا مِنَ الدُّنْيَا مَااُعْطِيْنَا وَقَدْ خَشِيْنَا اَنْ تَكُوْنَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِىْ حَتّٰى تَرَكَ الطَّعَامَ ـ

৩৭৪৯/৮৮. আবদান র. ....সা'দ ইবনে ইব্রাহীমের পিতা ইব্রাহীম র. থেকে বর্ণিত যে, আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা.-এর নিকট কিছু খানা আনা হল। তিনি তখন রোযাদার ছিলেন। তিনি বললেন, মুসআব ইবনে উমাইর রা. ছিলেন আমার থেকেও উত্তম ব্যক্তি। তিনি শাহাদত লাভ করেছেন। তাঁকে এরূপ একটি চাদরে কাফন দেওয়া হয়েছিল যে, তা দিয়ে মাথা ঢাকলে পা বের হয়ে যেত, আর পা ঢাকলে মাথা বের হয়ে যেত। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি এ কথাও বলছিলেন যে, হামযা রা. আমার চেয়েও উত্তম লোক ছিলেন। তাকে (এ যুদ্ধেই) শহীদ করে দেয়া হয়েছে। এরপর দুনিয়াতে আমাদেরকে যথেষ্ট সুখ-স্বাচ্ছন্দ দেয়া হয়েছে অথবা বলেছেন পর্যাপ্ত পরিমাণে দুনিয়ার ধন-সম্পদ দেওয়া হয়েছে। আমার আশংকা হচ্ছে, হয়তো আমাদের নেকীর বদলা এখানেই (দুনিয়াতে) দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরপর তিনি কাঁদতে লাগলেন, এমনকি খানাও খেতে পারলেন না।

শিরোনামের সাথে মিল قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ رض وَقُتِلَ حَمْزَةُ رض বাক্যে। এ হাদীসটি ১৭০ পৃষ্ঠায় এসেছে। হযরত মুসআব ইবনে উমাইর রা. একজন সুমহান সাহাবী। তিনি ছিলেন পুরনো ইসলাম গ্রহণকারী এবং হিজরতকারী।

ইবনে ইসহাক র. -এর বিবরণ, হযরত মুসআব ইবনে উমাইর রা.-কে উহুদের যুদ্ধে শহীদ করেছে ইবনে কুমাইয়া এ ধারণায় যে, তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এরপর চিৎকার করে এ কথা ঘোষণাও করেছে যে, আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হত্যা করেছি।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা.-এর উক্তি هُوَ خَيْرٌ مِنِّىْ ছিল শুধু বিনয় প্রকাশার্থে। কারণ, তিনি আশারায়ে মুবাশশারার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। (ফাতহুল বারী)

এ হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করে ইবনে বাত্তাল র. বলেছেন, এর দ্বারা নেককার লোকজনের সীরাত বর্ণনা করা প্রমাণিত হয়। এটা নিঃসন্দেহে উপকারী। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

٣٧٤٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضى الله عنهما قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فَأَيْنَ أَنَا؟ قَالَ فِي الْجَنَّةِ. فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ ثم قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ.

৩৭৫০/৮৯. আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ র. .... হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি (সাহাবী) উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন, আপনি কি মনে করেন? আমি যদি শহীদ হয়ে যাই তাহলে আমি কোথায় অবস্থান করব? তিনি বললেন, জান্নাতে। তারপর উক্ত ব্যক্তি হাতের খেজুরগুলো ছুঁড়ে ফেললেন, এরপর তিনি যুদ্ধ করলেন। অবশেষে শহীদ হয়ে গেলেন।

ব্যাখ্যা ঃ তালভীহ ও তাওযীহ গ্রন্থকার প্রমুখ লিখেছেন, এই প্রশ্নকারী ছিলেন সাহাবী হযরত উমাইর ইবনে হুমাম আনসারী রা.। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে এই নামের অন্য কেউ ছিলেন না।

আনাস ইবনে মালিক রা. এর রেওয়ায়াতে স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে যে, হযরত উমাইর রা. এর এই প্রশ্ন হয়েছিল বদরে। এখানকার রেওয়ায়াত দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, এটা উহুদ যুদ্ধের ঘটনা।

আল্লামা আইনী র. বলেন, উভয় রেওয়ায়াতে দু'জন আলাদা আলাদা মনীষীর ঘটনা রয়েছে। অতএব, স্পষ্ট বিষয় হল এ দু'টি আলাদা ঘটনা। দু' ব্যক্তির সাথে এ দু' ঘটনা ঘটেছে। এটাই সঠিক। – উমদাতুল কারী

٣٧٥١. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حدثنا زُهَيْرٌ قَالَ حدثنا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ خَبَّابٍ رضى الله عنه قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَبْتَغِي وَجهَ اللهِ، فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ وَمِنَّا مَنْ مَضَى أَوْذَهَبَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أجره شَيْئًا، كَانَ مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ رض. قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا نَمِرَةً، كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاهُ، وَإِذَا غُطِّيَ بِهَا رِجْلاهُ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ غَطُّوابِهَا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلِهِ الإِذْخِرَ او قَالَ أَلْقُوا عَلَى رِجْلِهِ مِنَ الإِذْخِرِ. وَمِنَّا مَنْ قَدْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا.

৩৭৫১/৯০. আহমাদ ইবনে ইউনুস র. ..... হযরত খাব্বাব (ইবনে আরত) রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে (মদীনায়) হিজরত করেছিলাম। ফলে আল্লাহ্র দায়িত্বে আমাদের পুরস্কার ছিল। আমাদের কতক দুনিয়াতে (পুরস্কার ভোগ না করেই) অতীত হয়ে গিয়েছেন অথবা চলে গিয়েছেন বর্ণনাকারীর সন্দেহ অর্থাৎ, ওফাত লাভ করেছেন। যেমন কোন কোন রেওয়ায়াতে مَاتَ শব্দ এসেছে। মুসআব ইবনে উমাইর রা. তাদের মধ্যে একজন। তিনি উহুদ যুদ্ধে শাহাদত লাভ করেছেন। তিনি একটি রেখাবিশিষ্ট পশমী বস্ত্র ব্যতীত আর কিছুই রেখে যাননি। তার প্রতিদান থেকে কিছুই খাননি। (অর্থাৎ, পার্থিব জগতে মালে গনিমত ইত্যাদি থেকে কিছুই ভক্ষণ করেননি।) এ দিয়ে আমরা তার মাথা ঢাকলে পা বের হয়ে যেত এবং পা ঢাকলে মাথা বের হয়ে যেত। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ কাপড় দিয়ে তার মাথা ঢেকে দাও এবং পায়ের উপর দাও ইযখির অথবা তিনি বলেছেন, ইযখির দ্বারা তার পা আবৃত কর। অর্থাৎ, তিনি اِجْعَلُوا এর পরিবর্তে اَلْقُوا عَلٰى رِجْلِهِ مِنَ الإِذْخِرِ বলেছেন। আমাদের কতক এমনও আছেন, যাদের ফল পেকেছে এবং তিনি এখন তা সংগ্রহ করছেন। অর্থাৎ, এ পার্থিব সম্পদ দ্বারা উপকৃত হচ্ছেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল كَانَ مِنْهُم مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ বাক্যে।

এ হাদীসটি জানাইযে ১৭০ পৃষ্ঠায় এবং বুনইয়ানুল কাবায় ৫৫১, কিতাবুল মাগাযীতে ৫৭৯, ৫৮৪ পৃষ্ঠায় এসেছে। কিতাবুল মাগাযীর উভয় রেওয়ায়াতে نَبْتَغِي وَجْهَ اللهِ বাক্য আছে। কিন্তু প্রথম খণ্ডের ৫৫১ পৃষ্ঠায় আছে- نُرِيدُ وَجْهَ اللهِ বাক্য। অর্থের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এ বাক্যটি নসবের স্থানে আছে। কারণ, এটি হাল।

فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ الخ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার উপর কোন জিনিস ওয়াজিব নেই। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজের দায়িত্বে আবশ্যক করে নিয়েছেন। أَيْنَعَتْ ঃ افعال থেকে فَتَحَ يَفْتَحُ থেকে ফল পেকে যাওয়া। يَهْدِبُهَا ঃ ضَرَبَ থেকে ফল ছিঁড়া, ফল কাটা। আল্লামা আইনী র. বলেছেন, يَهْدِبُ শব্দটির দালের নিচে যের এবং পেশ উভয়টি হতে পারে।

মাসআলা ঃ ইবনে বাত্তাল র. বলেছেন, কাফন সংকীর্ণ হলে মাথা ঢেকে দেয়া চাই। পা নয়। কারণ, মাথা উত্তম।

৩৭৫২. أَخْبَرَنَا حَسَّانُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ غَابَ عَنْ بَدْرٍ فَقَالَ غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالِ النَّبِيِّ ﷺ، لَئِنْ أَشْهَدَنِي اللهُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيَرَيَنَّ اللهُ مَا أَجِدُّ فَلَقِيَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَهُزِمَ النَّاسُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هٰؤُلَاءِ يَعْنِي الْمُسْلِمِينَ، وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ، فَتَقَدَّمَ بِسَيْفِهِ فَلَقِيَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ، فَقَالَ أَيْنَ يَا سَعْدُ! إِنِّي أَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ دُونَ أُحُدٍ، فَمَضَى فَقُتِلَ، فَمَا عُرِفَ حَتَّى عَرَفَتْهُ أُخْتُهُ بِشَامَةٍ او بِبَنَانِهِ، وَبِهِ بِضْعٌ وَثَمَانُونَ مِنْ طَعْنَةٍ وَضَرْبَةٍ وَرَمْيَةٍ بِسَهْمٍ -

৩৭৫২/৯১. হাস্সান ইবনে হাস্সান র. ..... হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেছেন) তাঁর চাচা [আনাস ইবনে নযর রা.] বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি [আনাস ইবনে নযর রা.] বলেছেন, (আফসোস!) আমি নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সর্বপ্রথম যুদ্ধে তাঁর সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে পারিনি।। যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে কোন যুদ্ধে শরীক করেন, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ্ দেখবেন, আমি কত প্রাণপণ চেষ্টা করে (নির্দয়ভাবে) লড়াই করি। এরপর তিনি উহুদ যুদ্ধের দিন সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হওয়ার পর লোকেরা পরাজিত হলে (পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে আরম্ভ করলে) তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! এ সমস্ত লোক অর্থাৎ, মুসলমানগণ যা করলেন, (পলায়ন করে) আমি এর জন্য আপনার নিকট ওযরখাহী পেশ করছি (এ ছিল আনাস ইবনে নযরের পক্ষ থেকে সাথীদের জন্য সুপারিশমূলক বক্তব্য।) এবং মুশরিকরা যা করল তা থেকে আমি আমার সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করছি। এরপর তিনি তলোয়ার নিয়ে অগ্রসর হলেন। এ সময় সা'দ ইবনে মু'আয রা-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হল। তিনি বললেন, তুমি কোথায় যাচ্ছ হে সা'দ? আমি উহুদের প্রান্ত হতে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাচ্ছি। এরপর তিনি (বীর বিক্রমে) যুদ্ধ করে শাহাদত লাভ করলেন। তাঁকে চেনা যাচ্ছিল না। অবশেষে তাঁর বোন তাঁর শরীরের একটি তিল অথবা অঙ্গুলীর মাথা দেখে তাঁকে চিনলেন। তাঁর শরীরে আশিটিরও বেশি বর্শা, তরবারি ও তীরের আঘাত ছিল।

শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট। এ হাদীসটি জিহাদে ৩৯৩ পৃষ্ঠায় এসেছে।

শব্দার্থ ঃ أَوَّلُ قِتَالِ الخ ঃ দ্বারা উদ্দেশ্য বড় বড় লড়াইয়ের শুরু। কারণ, কোন কোন যুদ্ধ এর পূর্বেও হয়েছে। অবশ্য কতল ও রক্তপাতের লড়াইয়ের ক্ষেত্রে বদর যুদ্ধই সর্বপ্রথম।

لـيـريـن الـلـه ঃ সবগুলো হরফের মধ্যে যবর, নূন তাশদীদ যুক্ত, লামে তাকীদ, নূনে তাকীদ তাশদীদ যুক্ত। আল্লাহ্ শব্দটি ফায়েল বা কর্তা।

مـاجـد ঃ কোন কাজে প্রাণপণ চেষ্টা করা। অতিরঞ্জন বা চূড়ান্ত পর্যায়ের কোশেশ।

انـى اجـد ريـح الـجـنـة ঃ হযরত আনাস ইবনে নযর রা. এর এই উক্তি তথা "আমি জান্নাতের খুশবু পাচ্ছি"। কেউ কেউ রূপকার্থে প্রয়োগ করেছেন। তিনি এক বিশেষ প্রকার সুঘ্রাণ অনুভব করেছেন যেটাকে জান্নাতের খুশবু দ্বারা ব্যক্ত করেছেন, অথবা স্বীয় শাহাদতের ভিত্তিতে জান্নাতের কল্পনা করেছেন। বস্তুত শহীদদের জন্য যে সব সুসংবাদ বর্ণিত আছে, সেগুলোর উপর দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তিতে তিনি জান্নাতের খুশবু অনুভব করেছেন। কিন্তু উত্তম ও সমীচীন হল প্রকৃত অর্থের উপর প্রয়োগ করা। যেমন– ইবনে বাত্তাল র. এর উপর প্রয়োগ করেছেন। কারণ, প্রচুর সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, নেককার মুমিনের ইন্তিকালের সময় ফিরিশতারা আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্টির শুভ সংবাদ শুনায়। ইবনে মাজাহ্ শরীফে একটি হাদীস রয়েছে عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رض الْمَيِّتُ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ فَاِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا قَالُوْا اَخْرُجِى اَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ وَاَبْشِرِ بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ . –আল হাদীস। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ লামিউদদিরারী ঃ ৩/১৩০

উপকারিতা ঃ এ হাদীস দ্বারা হযরত আনাস ইবনে নযর রা. এর বীরত্ব প্রমাণিত হয়। কারণ, হযরত সা'দ ইবনে মুআয রা. এর উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও সম্মুখে অগ্রসর হতে পারেননি। যেরূপভাবে আনাস ইবনে নযর সামনে অগ্রসর হয়েছেন।

এক রেওয়ায়াতে আছে, পৌত্তলিকরা তার কান এবং নাক কেটে ফেলেছিল। হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, كُنَّا نَظُنُّ اَنَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ الخ অর্থাৎ, مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَاعَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ আয়াত হযরত আনাস ইবনে নযর রা. প্রমুখের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। – বুখারী পৃ. ৩৯৩।

৩৭৫৩. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رضى الله عنه يَقُوْلُ فَقَدْتُ اٰيَةً مِنَ الْاَحْزَابِ حِيْنَ نَسَخْنَا الْمُصْحَفَ كُنْتُ اَسْمَعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وسلم يَقْرَأُبِهَا . فَالْتَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِىِّ : مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضٰى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، فَاَلْحَقْنَاهَا فِىْ سُوْرَتِهَا فِى الْمُصْحَفِ .

৩৭৫৩/৯২. মুসা ইবনে ইসমাঈল র. ..... হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা কুরআন মজীদকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার সময় সূরা আহযাবের একটি আয়াত আমি হারিয়ে ফেলি, (লিপিবদ্ধ আকারে পাইনি।) যা আমি রাসূলুল্লাহ্ সা-কে পাঠ করতে শুনতাম। তাই আমরা উক্ত আয়াতটি অনুসন্ধান করতে লাগলাম। অবশেষে তা পেলাম খুযাইমা ইবনে সাবিত আনসারী রা-এর কাছে। আয়াতটি হল ঃ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ الخ "মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে, তাদের কেউ কেউ শাহাদত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ রয়েছে প্রতীক্ষায়। (৩৩ ঃ ২৩) এরপর এ আয়াতটিকে আমরা কুরআন মজীদের ঐ সূরাতে (আহযাবে) সংযুক্ত করে নিলাম। অর্থাৎ, লিখে নিলাম।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল مِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ আয়াতে। مَنْ দ্বারা উদ্দেশ্য হযরত আনাস ইবনে নযর রা. যার আলোচনা পেছনে ৯১ নং হাদীসে এসেছে। হযরত আনাস ইবনে মালিক রা., থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতটি হযরত আনাস ইবনে নযর ও তাঁর সঙ্গীদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সবার প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

এ হাদীসটি ৩৯৪ পৃষ্ঠায় এসেছে।

فَالْتَمَسْنَاهَا ঃ অর্থাৎ, আমরা তালাশ করেছি। خُزَيْمَةَ ঃ খায়ের উপর পেশ, যায়ের উপর যবর। ما عَاهَدُوا اللهَ ঃ পারস্পরিক এ চুক্তি ছিল আকাবার রাতে ইসলাম গ্রহণ ও সহযোগিতার উপর।

একটি সন্দেহ ও এর নিরসন

সন্দেহ হয় যে, কুরআনের আয়াতের জন্য মুতাওয়াতির হওয়া শর্ত। অতঃপর খবরে ওয়াহিদ দ্বারা হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রা. কিভাবে কুরআনের অংশে পরিণত করলেন?

উত্তর ঃ এ আয়াতে কারীমা হযরত যায়িদ ইবনে সাবিত রা. এর নিকট মুতাওয়াতির রূপেই ছিল। যেমন– فَقَدْتُ শব্দটি এর প্রমাণ যে, একটি আয়াত পাওয়া যায়নি, যেটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বারবার শুনছিলাম। এতে বুঝা গেল তিনি লিপিবদ্ধ কপি তালাশ করছিলেন। কুরআনের আয়াতে তো কোন সন্দেহই ছিল না।

٣٧٥٤. حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضى الله عنه قَالَ لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ اِلَى اُحُدٍ رجع نَاسٌ مِمَّنْ خَرَجَ مَعَهُ وَكَانَ اَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فِرْقَتَيْنِ فِرْقَةٌ تَقُولُ نُقَاتِلُهُمْ وفِرْقَةٌ تقولُ لانقاتِلهم فنزلت : فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا وَقَالَ اِنَّهَا طَيِّبَةٌ تَنْفِى الذُّنُوبَ كَمَا تَنْفِى النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ ـ

৩৭৫৪/৯৩. আবুল ওয়ালীদ র. .... হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলে যারা তাঁর সঙ্গে বের হয়েছিল, তাদের কিছুসংখ্যক লোক ফিরে এল (শীর্ষ মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার ৩০০ সাথী বাহানা করে ফিরে এসেছিল।) নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ তাদের সম্পর্কে (রায়গতভাবে) দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। একদল বললেন, আমরা তাদের সাথে লড়াই করব। অপরদল বললেন, আমরা তাদের সাথে লড়াই করব না। অর্থাৎ, এ দ্বিতীয় দল তখন পর্যন্ত তাদের কুফরী ও মুনাফিকীতে দোদুল্যমান ছিল।) এ সময় নাযিল হয় (নিম্নেবর্ণিত আয়াতখানা) فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا "তোমাদের কী হল যে, তোমরা মুনাফিকদের ব্যাপারে দু'দল হয়ে গেলে, যখন তাদের কৃতকর্মের দরুন আল্লাহ্ তাদেরকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন। (৪ঃ৮৮) এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ (মদীনা) পবিত্র স্থান। আগুন যেমন রূপার ময়লা দূর করে দেয়, এমনিভাবে মদীনাও গুনাহ্‌কে দূর করে দেয়।

উপকারিতা ঃ শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট। হাদীসটি ২৫৩ পৃষ্ঠায় এসেছে।

ব্যাখ্যা ঃ رَجَعَ نَاسٌ الخ যে সব লোক উহুদের যুদ্ধে ফিরে চলে এসেছিল তারা ছিল মুনাফিক নেতা ও তার ৩০০ সহচর। ব্যাপারটি ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই যুদ্ধের জন্য যে পরামর্শ করেছিলেন

তাতে মুনাফিকের সে রায়ও ছিল, যেটি ছিল শুরুতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যক্তিগত মত। সেটি হল মদীনার বাইরে যাবেন না। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবী বিশেষত যারা বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি, তাঁরা মদীনার বাইরে যেয়ে মুকাবিলা করার জন্য বার বার অনুরোধ করতে লাগলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জিহাদী আবেগ ও শাহাদতের আগ্রহ দেখে বাইরে বের হবার জন্য সম্মত হয়ে যান এবং সশস্ত্র অবস্থায় বেরিয়ে পড়েন। ফলে মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই স্বীয় সাথীদের বলল, আমাদের কথাই যেহেতু মানা হয়নি, সেহেতু আমরা নিজেদের প্রাণ হানি ঘটাতে যাব কেন? এ কথা বলে তার ৩০০ সঙ্গী নিয়ে ফিরে চলে আসে।

আল্লামা আইনী র. বলেন, বিশুদ্ধতম উক্তি হল فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنَافِقِينَ الخ আয়াত এ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল। যদিও আরও বিভিন্ন উক্তিও রয়েছে। কিন্তু সেগুলো দুর্বল। যেমন– এক রেওয়ায়াতে আছে, এ আয়াতটি আনসারীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। যখন হযরত আয়েশা রা.-এর বিরুদ্ধে অপবাদ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বক্তব্য রেখেছেন। হযরত সা'দ ইবনে মুআয ও সা'দ ইবনে উবাদা রা. এর মাঝে বাদানুবাদের ক্ষেত্রে নাযিল হওয়ারও একটি উক্তি রয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ ইফকের (হযরত আয়েশা রা. এর বিরুদ্ধে অপবাদের) ঘটনায় ইনশাআল্লাহ আসবে।

٢١٨٠. باب اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ.

বুখারী ঃ ৫৮০ পৃষ্ঠা

২১৮০.পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "যখন তোমাদের (মুসলমানদের) মধ্যে দু'দলের (বনু সালিমা ও বনু হারিসার) সাহস হারাবার উপক্রম হয়েছিল (যে, আমরাও আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের ন্যায় ঘরে গিয়ে বসব) অথচ আল্লাহ্ তা'আলা উভয়ের সহায়ক ছিলেন। আল্লাহ্‌র প্রতিই যেন মু'মিনরা নির্ভর করে।" (৩ ঃ ১২২)

ব্যাখ্যা ঃ এ অনুচ্ছেদের হাদীসগুলোতে বিস্তারিত বিবরণ আসছে যে, তাদের দুটি দলই ছিল আনসার গোত্রের। খাযরাজ গোত্রের বনু সালিমা আর আউস গোত্রের বনু হারিসা হিম্মত হারানোর চিন্তা করেছিল। উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা থেকে প্রায় এক হাজার সাহাবীসহ বেরিয়ে পড়েন। অতঃপর এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ, শীর্ষ মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর সাথে তিন শত লোক ফিরে আসে। ফলে এ দুটি দল (বনু সালিমা ও বনু হারিসা) মনে মনে হিম্মত হারানোর চিন্তা করে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার নেহায়েত অনুগ্রহ তাদেরকে এই অপরাধে লিপ্ততা থেকে বাঁচিয়ে দেয়।

٣٧٥٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ رضى الله عنه قَالَ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِينَا اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا بَنِى سَلِمَةَ وَبَنِى حَارِثَةَ وَمَا اُحِبُّ اَنَّهَا لَمْ تَنْزِلْ وَاللّٰهُ يَقُولُ : وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا.

৩৭৫৫/৯৪. মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ রা. ..... হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, اذهمت طائفتان منكم ان تفشلا "যখন তোমাদের মধ্যে দু'দলের সাহস হারাবার উপক্রম হয়েছিল" আয়াতটি আমাদের সম্পর্কে তথা বনু সালিমা এবং বনু হারিসা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আয়াতটি নাযিল না হোক এ কথা আমি চাইনি। কেননা, এ আয়াতেই আল্লাহ বলছেন, আল্লাহ্ উভয় দলেরই সহায়ক।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত জাবির রা. এর উদ্দেশ্য, আয়াতে কারীমায় যদিও আমাদের সাহসহীনতা ও ইচ্ছার উপর ভর্ৎসনার উল্লেখ রয়েছে, তা সত্ত্বেও আমাদের মনস্কামনা ছিল না যে, আয়াতটি যদি অবতীর্ণ না হত! কারণ, ভর্ৎসনার সাথেই অনুগ্রহ ও মর্যাদাপূর্ণ শব্দ وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا -এর উল্লেখ রয়েছে। কত সুন্দরই না বলা হয়েছে –

اگر یکبار گوید بنده من * ازعرش بگزرد خنده من ۔

উপকারিতা ঃ শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট। কারণ, বনু সালিমা ও বনু হারিসা উহুদ যুদ্ধেই মনে মনে কম হিম্মতির চিন্তা করেছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা সাহায্য করেছেন এবং এ শয়তানী খেয়াল দূর করে দিয়েছেন।

(এ হাদীসটি মাগাযীর পৃষ্ঠা ৫০৮ ছাড়াও তাফসীরে ৬৫৪-৬৫৫ পৃষ্ঠায় আসছে।)

٣٧٥٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ نَكَحْتَ يَا جَابِرُ؟ قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ مَاذَا أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ قُلْتُ لاَ بَلْ ثَيِّبًا، قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُكَ؟ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ! إِنَّ أَبِى قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ كُنَّ لِى تِسْعَ أَخَوَاتٍ فَكَرِهْتُ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِنَّ جَارِيَةً خَرْقَاءَ مِثْلَهُنَّ ۔ وَلٰكِنِ امْرَأَةً تَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ قَالَ أَصَبْتَ ۔

৩৭৫৬/৯৫. কুতাইবা র. ..... হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে জাবির! তুমি বিয়ে করেছ কি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, সে মহিলা কেমন, কুমারী, না অকুমারী? আমি বললাম, না কুমারী নয় বরং অকুমারী। তিনি বললেন, কোন কুমারী মেয়েকে বিয়ে করলে না কেন তবে তো সে তো তোমার সাথে আমোদ-প্রমোদ করত! (تُلَاعِبُكَ বাক্যটি جَارِيَة এর সিফাত। কারণ, বিবাহিতা রমণীর প্রথম স্বামীর কথা মনে পড়লে কুমারীর ন্যায় স্বামীর প্রতি মহব্বত-ভালবাসা ও মনোযোগ থাকবে না।) আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার আব্বা (আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে হারাম আনসারী রা.) উহুদের যুদ্ধে শাহাদত লাভ করেছেন এবং রেখে গেছেন নয়টি মেয়ে। এখন আমার নয় বোন। এ কারণে আমি তাদের সাথে তাদেরই মত একজন অনভিজ্ঞ মেয়েকে এনে একত্রিত করা পছন্দ করলাম না। বরং এমন একটি মহিলাকে (বিয়ে করা পছন্দ করলাম,) যে তাদের চুল আঁচড়িয়ে দিতে পারবে (অর্থাৎ, তাঁদেরকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে।) এবং তাদের দেখাশোনা করতে পারবে। (এ কথা শুনে) তিনি বললেন, তুমি ঠিক করেছ।

উপকারিতা ঃ শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে إِنَّ أَبِى قد قُتِلَ يَوم أُحُدٍ বাক্যে।

ব্যাখ্যা ঃ এর পরবর্তী রেওয়ায়াত তথা ৯৬ নং হাদীসে আছে سِتُّ بَنَات অর্থাৎ, ৬ মেয়ে রেখে গেছেন। সামঞ্জস্য বিধান এভাবে করা যায় যে, তিন কন্যার বিয়ে পূর্বে হয়েছিল। এজন্য কোন কোন রেওয়ায়াতে কন্যাদের পুরো সংখ্যা রয়েছে, আবার কোনটিতে রয়েছে শুধু অবিবাহিতা কন্যাদের সংখ্যা। যেমন– প্রথম খণ্ডে কিতাবুল জিহাদের ৪১৬ নং পৃষ্ঠায় হাদীস রয়েছে– وَتُوفِّى وَالِدِى وَلِىَ أَخَوَاتٌ صِغَارٌ فَكَرِهْتُ الخ ۔

خَرْقَاء খায়ের উপর যবর, রায়ের উপর জযম। بَاب كَرُم থেকে। خَرَاقَة অজ্ঞতা ও বোকামী। সীগায়ে সিফাত أَخْرَقُ। স্ত্রী লিঙ্গ خَرْقَاء ।

٣٧٥٧. حَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ سُرَيْجٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ رضى الله عنهما اَنَّ اَبَاهُ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ اُحُدٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ، فَلَمَّا حَضَرَ جِزَازُ النَّخْلِ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ قَدْ عَلِمْتَ اَنَّ وَالِدِىْ قَدِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ اُحُدٍ وَتَرَكَ دَيْنًا كَثِيْرًا وَاِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ يَّرَاكَ الْغُرَمَاءُ. فَقَالَ اذْهَبْ فَبَيْدِرْ كُلَّ تَمْرٍ عَلٰى نَاحِيَةٍ فَفَعَلْتُ ثُمَّ دَعَوْتُهُ، فَلَمَّا نَظَرُوْا اِلَيْهِ كَاَنَّهُمْ اُغْرُوْا بِىْ تِلْكَ السَّاعَةَ، فَلَمَّا رَاٰى مَا يَصْنَعُوْنَ اَطَافَ حَوْلَ اَعْظَمِهَا بَيْدَرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ادْعُ لَكَ اَصْحَابَكَ، فَمَا زَالَ يَكِيْلُ لَهُمْ حَتّٰى اَدَّى اللّٰهُ عَنْ وَالِدِىْ اَمَانَتَهُ وَاَنَا اَرْضٰى اَنْ يُؤَدِّىَ اللّٰهُ اَمَانَةَ وَالِدِىْ وَلَا اَرْجِعَ اِلٰى اَخَوَاتِىْ بِتَمْرَةٍ، فَسَلَّمَ اللّٰهُ الْبَيَادِرَ كُلَّهَا حَتّٰى اِنِّىْ اَنْظُرُ اِلَى الْبَيْدَرِ الَّذِىْ كَانَ عَلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ كَاَنَّهَا لَمْ تَنْقُصْ تَمْرَةً وَاحِدَةً.

৩৭৫৭/৯৬. আহমাদ ইবনে আবু সুরাইজ র. ..... হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রা. থেকে বর্ণিত যে, উহুদ যুদ্ধের দিন তার পিতা ছয়টি মেয়ে ও অনেক ঋণ তার উপর রেখে শাহাদত বরণ করেন। এরপর যখন খেজুর কাটার সময় এল– হযরত জাবির রা. বর্ণনা করেন– তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললাম, আপনি জানেন যে, আমার পিতা উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন এবং বিপুল পরিমাণ ঋণের বোঝা রেখে গেছেন। এখন আমি চাই, ঋণদাতারা আপনাকে দেখুক (হতে পারে আপনাকে দেখে তারা নরম আচরণ করবে।) তখন তিনি বললেন, তুমি যাও এবং বাগানের এক কোণে সব খেজুর কেটে জমা কর। [জাবির রা. বলেন] আমি (তাঁর হুকুমানুযায়ী) তাই করলাম। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ডেকে আনলাম। যখন তারা (ঋণদাতাগণ) নবী সা-কে দেখলেন, সে মুহূর্তে যেন তারা আমার উপর আরো ক্ষেপে গেলেন (ঋণদাতারা ইয়াহুদী ছিল যেমন ৩২২ পৃষ্ঠার হাদীসে তা স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে)। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের আচরণ (অর্থাৎ শক্ত ও রূঢ় আচরণ) দেখে বাগানের বড় গোলাটির চতুষ্পার্শ্বে তিনবার চক্কর দিয়ে এর উপর বসে বললেন, তোমার ঋণদাতাদেরকে ডাক। (তারা এলে) তিনি তাদেরকে মেপে মেপে দিতে লাগলেন। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা আমার পিতার আমানত (করয) আদায় করে দিলেন। আমিও চাচ্ছিলাম যে, একটি খেজুর নিয়ে আমি আমার বোনদের নিকট না যেতে পারলেও আল্লাহ্ তা'আলা যেন আমার পিতার আমানত আদায় করে দেন (অর্থাৎ, আমার ঋণ পরিশোধ শেষে আমার বাড়ির জন্য একটি খেজুর ও অবশিষ্ট না থাক তাতে ও আমি সন্তুষ্ট।)। অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলা খেজুরের সবকটি গোলাই অবশিষ্ট রাখলেন। এমনকি আমি দেখলাম যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে গোলার উপর বসা ছিলেন (এবং যে গোলা থেকে তিনি ঋণদাতাদেরকে তাদের ঋণ পরিশোধ করেছিলেন) তার থেকে যেন একটি খেজুরও কমেনি।

উপকারিতা ঃ শিরোনামের সাথে মিল اِنَّ اَبَاهُ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ اُحُدٍ বাক্যে।

তাখরীজে হাদীস ঃ এ হাদীসটি মাগাযীতে পৃ. ৫৮০, ৩২০ নং পৃষ্ঠায় দুটি হাদীস, তাছাড়া ৩২৩ ও ৩৭৪ নং পৃষ্ঠায়ও আছে।

٣٧٥٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضى الله عنه قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ وَمَعَهُ رَجُلَانِ يُقَاتِلَانِ عَنْهُ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ كَأَشَدِّ الْقِتَالِ مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ .

৩৭৫৮/৯৭. আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ্ র. ..... হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ সা-এর সাথে আমি আরো দুই ব্যক্তিকে (অর্থাৎ, হযরত জিববরাঈল ও মিকাঈল আ.কে) দেখলাম, যারা সাদা পোশাক পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ হয়ে তুমুল লড়াই করছেন। আমি তাদেরকে পূর্বেও কোনদিন দেখিনি এবং পরেও কোনদিন দেখিনি।

উপকারিতা ঃ শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট।

মুসলিম শরীফে আছে, তারা দু'জন ছিলেন– হযরত জিবরাঈল ও হযরত মীকাঈল আ.।

٣٧٥٩. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ السَّعْدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ رض يَقُولُ نَثَلَ لِي النَّبِيُّ ﷺ كِنَانَتَهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي .

৩৭৫৯/৯৮. আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ র. ... হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য তাঁর তীরদানী থেকে তীর খুলে দিয়ে বললেন, তুমি তীর নিক্ষেপ করতে থাক। তোমার জন্য আমার মাতা-পিতা কুরবান হোন।

উপকারিতা ঃ শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট।

نَثَلَ ঃ নূন এবং তা সহকারে وَضَرَبَ . نَثَلَ الْكِنَانَةَ بَابُ نَصَرَ-এর অর্থ হল তুনীর থেকে তীর বের করা এবং ছড়িয়ে দেয়া। نثل الجراب ঃ তোষাদান (থলি) খালি করা।

উপকারিতা ঃ ধারাবাহিক রেওয়ায়াতগুলো আসছে।

٣٧٦٠. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ جَمَعَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ أَبَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ .

৩৭৬০/৯৯. মুসাদ্দাদ র. ...... হযরত সা'দ (ইবনে ওয়াক্কাস) রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার উদ্দেশ্যে তাঁর পিতা- মাতাকে এক সাথে উল্লেখ করেছেন। (অর্থাৎ, উহুদের দিন তিনি তাঁর পিতা-মাতাকে একত্র করে বলেছেন, আমার পিতা-মাতা তোমার উপর কুরবান হোন, শত্রুদের উপর তীর নিক্ষেপ কর।)

٣٧٦١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَحْيَى عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رضى الله عنه لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ أَبَوَيْهِ كِلَيْهِمَا يُرِيدُ حِينَ قَالَ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي وَهُوَ يُقَاتِلُ .

৩৭৬১/১০০. কুতাইবা র. ..... হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদ যুদ্ধের দিন আমার জন্য (আমার হিম্মত বৃদ্ধির জন্য) তাঁর পিতা-মাতা উভয়কে এক সাথে উল্লেখ করেছেন। এ কথা বলে তিনি বোঝাতে চান যে, তিনি লড়াই করছিলেন এমতাবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছেন, فِدَاكَ أَبِى وَأُمِّى - তোমার জন্য আমার পিতামাতা কুরবান হোন।

এ হাদীসটি ৫২৭ নং পৃষ্ঠায় এসেছে।

ব্যাখ্যা ঃ হাফিজ আসকালানী র. এ ঘটনার কারণ হাকিম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হযরত সা'দ রা. এর বিবরণ, উহুদের দিন লোকজন এই পরাজয়ের পর চক্কর লাগাল। আমি একদিকে চলে এলাম। মনে মনে বললাম, আমি নিজেই (শত্রুদের) প্রতিরোধ করব। এরপর হয়ত বেঁচে থাকব, না হয় শহীদ হব। হঠাৎ দেখলাম লাল চেহারা বিশিষ্ট এক মনীষী। পৌত্তলিকরা তার উপর আক্রমণ করতে যাচ্ছে। অতঃপর কোন এক মুশরিক কংকর হাতে নিয়ে তা ছুড়ে মারল। ইতিমধ্যে হঠাৎ দেখলাম, আমার ও লাল রঙের ফর্সা মনীষীটির মাঝে হযরত মিকদাদ রা.। আমি মিকদাদ রা. -কে সে মনীষী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চাইলাম, তিনি কে? মিকদাদ রা. আমাকে বললেন, সা'দ! তিনি আল্লাহর রাসূল সা.। তোমাকে ডাকছেন। ফলে আমি তাঁর দিকে এমনিভাবে উঠে দৌড়ে গেলাম যেন আমার কোন কষ্টই হয়নি। রাসূলুল্লাহ্ সা. আমাকে সামনে বসালেন। আমি তীর ছুঁড়তে লাগলাম। অতঃপর হযরত সা'দ রা. উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী) অর্থাৎ, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উদ্বুদ্ধ করলেন, সাহস বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বললেন– ارم فداك ابى وامى

٣٧٦٢. حَدَّثَنَا أَبُوْنُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رضى الله عنه يَقُوْلُ مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَجْمَعُ أَبَوَيْهِ لأَحَدٍ غَيْرَ سَعْدٍ .

৩৭৬২/১০১. আবু নুআইম র. ..... হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সা'দ রা. ব্যতীত অন্য কারো জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাঁর পিতা-মাতা (কুরবান হোন) এক সাথে উল্লেখ করতে আমি শুনিনি। (অর্থাৎ ارمى فِدَاكَ أَبِى وَأُمِّى হযরত সা'দ রা. ছাড়া কারো জন্য বলতে শুনিনি।)

উপকারিতা ঃ যেহেতু এ হাদীসটির সম্পর্ক পূর্বোক্ত ১০০ নং হাদীসের সাথে, আর পূর্বোক্ত হাদীস থেকে উহুদ যুদ্ধের উল্লেখ রয়েছে, সেহেতু শিরোনামের সাথে মিল হয়ে গেল। – উমদা

অথবা, বলা হবে, মাতাপিতা দুজনকে একত্রে উৎসর্গ করার সম্পর্ক উহুদ যুদ্ধের সাথে। অতএব, (শিরোনামের সাথে) মিল স্পষ্ট।

٣٧٦٣. حَدَّثَنَا يَسَرَةُ بْنُ صَفْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَلِيٍّ رضى الله عنه قَالَ مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ أَبَوَيْهِ لأَحَدٍ إِلاَّ لِسَعْدِ بْنِ مَالِكٍ رض فَإِنِّىْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ يَوْمَ أُحُدٍ يَا سَعْدُ! إِرْمِ فِدَاكَ أَبِىْ وَأُمِّىْ .

৩৭৬৩/১০২. ইয়াসারা ইবনে সাফওয়ান র. .... হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সা'দ ইবনে মালিক রা. ব্যতীত অন্য কারো জন্য নবী সা-কে তাঁর পিতা-মাতা (কুরবান হোন) এ কথা উল্লেখ করতে আমি শুনিনি (অর্থাৎ, فِدَاكَ أَبِى وَأُمِّى বলতে)। কেননা, উহুদ যুদ্ধের দিন আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, হে সা'দ! তুমি তীর নিক্ষেপ কর, আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য কুরবান হোন।

শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট।

উপকারিতা ঃ সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা.-এর পিতার নাম মালিক। এজন্য এ রেওয়ায়াতে আছে– إِلاَّ لِسَعْدِ بْنِ مَالِكٍ

ব্যাখ্যা ঃ আল্লামা আইনী র. ইমাম যুহরী র. সূত্রে বর্ণনা করেছেন, সে দিন হযরত সা'দ রা. ১০০০ তীর ছুড়েছেন।

একটি সন্দেহ ও এর নিরসন ঃ

কোন কোন রেওয়ায়াত দ্বারা জানা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যুবাইর রা.-এর উদ্দেশ্যে فِدَاكَ أَبِى وَأُمِّى বলেছেন। অথচ হযরত আলী রা. কর্তৃক সীমাবদ্ধতার সাথে একথা বর্ণনা করা বাহ্যত বিরোধের নিদর্শন। অর্থাৎ, হযরত আলী রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একমাত্র হযরত সা'দ রা. ছাড়া অন্য কারো জন্য এ বাক্য বলেননি।

উত্তর ঃ ১। হযরত আলী রা. শুধু নিজে শুনেননি এ কথা বলেছেন। বাস্তবে ঘটেনি তা বলেননি।

২। হতে পারে হযরত আলী রা. এর সীমিত করণের বিষয়টি উহুদ যুদ্ধের সাথে খাস।

৩। হযরত আলী রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে হযরত সা'দ রা.-এর উদ্দেশ্যে এই ইরশাদ শুনেছেন। আর হযরত যুবাইর রা. এর উদ্দেশ্যে শুনেছেন পরোক্ষভাবে, অন্যের মাধ্যমে। অতএব সীমাবদ্ধতা হল– প্রত্যক্ষের ছুরতে। والله اعلم

٣٧٦٤. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ عَنْ مُعْتَمِرٍ عَنْ اَبِيهِ قَالَ زَعَمَ اَبُو عُثْمَانَ اَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِى بَعْضِ تِلْكَ الاَيَّامِ الَّتِى يُقَاتِلُ فِيهِنَّ غَيْرُ طَلْحَةَ وَسَعْدٌ رض عَنْ حَدِيثِهِمَا .

৩৭৬৪/১০৩. মুসা ইবনে ইসমাঈল র. ..... হযরত আবু উসমান (নাহদী) র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে দিনগুলোতে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ করেছেন তার কোন এক সময়ে (অর্থাৎ, উহুদে) তালহা এবং সা'দ রা. ব্যতীত (অন্য কেউ) নবী করীম সা-এর সঙ্গে ছিলেন না। হাদীসটি আবু উসমান রা. তাদের উভয়ের (তালহা ও সা' রা.) নিকট থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল فِى بَعْضِ تِلْكَ الاَيَّامِ বাক্যে রয়েছে। কারণ, এখানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য উহুদ যুদ্ধ। بَعْضُ تِلْكَ الاَيَّامِ الَّتِى الخ ঃ কোন কোন কপিতে الَّذِى আছে। যেমন– টীকাতে সে কপি মওজুদ রয়েছে। অতএব, প্রথম ছুরত الَّتِى স্ত্রীলিঙ্গে تِلْكَ الاَيَّامِ ধর্তব্য হবে। الَّذِى অর্থাৎ পুরুষ লিঙ্গ অবস্থায় بَعْضُ শব্দের প্রতি লক্ষ্য করা হবে।

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল উহুদ যুদ্ধের পরাজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হযরত তালহা (ইবনে উবায়দুল্লাহ– আশারায়ে মুবাশশারার একজন।) এবং হযরত সা'দ রা. ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। কিন্তু কিতাবুল জিহাদের ৫৩৭ পৃষ্ঠায় হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. এর রেওয়ায়াত এসেছে–

لَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَاَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَىِ النَّبِيِّ ﷺ مُجَوِّبٌ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ لَهُ الخ .

حَجَفَةٌ ঃ ح অক্ষরটি আগে। এর অর্থ হল ঢাল।

এর সার নির্যাস হল– যখন সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছ থেকে এদিক ওদিক নিক্ষিপ্ত হতে শুরু করলেন তখন হযরত আবু তালহা রা. স্বীয় ঢাল দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হেফাজত করছিলেন। উভয়টির মধ্যে বাহ্যত বিরোধ রয়েছে।

উত্তর ঃ ১। হতে পারে হযরত আবু তালহা রা. এই পরাজয়ের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসেছেন।

২। হতে পারে হযরত তালহা এবং সা'দ রা.-কে খাস করা হয়েছে মুহাজির হিসেবে। অর্থাৎ, মুহাজিরগণের মধ্য থেকে এ দুজন ছাড়া আর কেউ অবশিষ্ট ছিলেন না। হযরত আবু তালহা রা. ছিলেন আনসারী।

৩। তাছাড়া, বিবরণের পার্থক্য অবস্থার পার্থক্যের কারণে হয়েছিল। - উমদাতুল কারী।

٣٧٦٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اَبِى الاَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ عَنْ محمدِ بنِ يوسفَ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ قَالَ صَحِبْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بنَ عَوفٍ وَطَلْحَةَ بنَ عُبَيدِ اللهِ وَالْمِقْدَادَ وَسَعْدًا رضى الله عنهم فَمَا سَمِعْتُ اَحَدًا مِنهُم يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِلَّا اَنِّى سَمِعْتُ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ عَن يَومِ اُحُدٍ.

৩৭৬৫/১০৪. আবদুল্লাহ্ ইবনে আবুল আসওয়াদ র. ..... হযরত সাইব ইবনে ইয়াযীদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি "আবদুর রহমান ইবনে 'আওফ, তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ্, মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ এবং সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা-এর সাহচর্য লাভ করেছি। তাদের কাউকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনিনি, তবে কেবল তাল্হা রা-কে উহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি।

উপকারিতা ঃ শিরোনামের সাথে মিল এই সর্বশেষ বাক্য তথা يُحَدِّثُ عَنْ يَومِ اُحُدٍ তে রয়েছে।

২। সাইব ইবনে ইয়াযীদ ছোট সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত। (উমদা, ফাত্হ)

৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যখন সাহাবায়ে কিরাম নিম্নোক্ত ইরশাদ শুনলেন-

اِنَّ كِذْبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكِذْبٍ عَلٰى اَحَدٍ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّءْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ مسلم.

"আমার সম্পর্কে মিথ্যাচার অন্য কারো সঙ্গে মিথ্যাচারের ন্যায় নয়। যে ব্যক্তি আমার প্রতি সম্বন্ধ করে অবাস্তব মিথ্যা বর্ণনা করবে সে যেন নিজের ঠিকানা জান্নামে তালাশ করে।"

এই ইরশাদের পরেই সাহাবায়ে কিরাম পবিত্র হাদীস বর্ণনা করতে খুব ভয় পেতেন এবং নেহায়েত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। প্রচুর পরিমাণ হাদীস বর্ণনা করা থেকে পরহেয করতেন। বাকি রইল হযরত তালহা রা. এর ব্যাপার। তিনি উহুদ যুদ্ধ সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করতেন। যেহেতু তিনি নিজে উহুদ যুদ্ধের ঘটনায় অংশীদার ছিলেন সেহেতু যারা এ সম্পর্কে জানতেন না তাদের নিকট এর বিবরণ দিয়েছেন। এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত তালহ রা. উহুদের দিন দুটি লৌহবর্ম পরেছিলেন।

٣٧٦٦. حَدَّثَنِى عَبْدُ اللهِ بنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ اِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيسٍ قَالَ رَاَيْتُ طَلْحَةَ شَلَّاءَ وَقٰى بِهَا النَّبِيَّ ﷺ يَومَ اُحُدٍ.

৩৭৬৬/১০৫. আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু শায়বা র. .... হযরত কায়েস (ইবনে আবু হাযিম) রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তাল্হা (ইবনে উবাইদুল্লাহ) রা-এর হাত অবশ (অবস্থায়) দেখেছি, যে হাত তিনি উহুদ যুদ্ধের দিন নবী সা-এর প্রতিরক্ষায় ব্যবহার করেছিলেন।

উপকারিতা ঃ শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট। شلاء শীনের উপর যবর, লাম তাশদীদ যুক্ত। سَمِعَ شَلَّا থেকে অবশ হয়ে যাওয়া, হাত অকর্মণ্য হওয়া।

২। হাফিজ আসকালানী র. ইকলীল সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, উহুদ যুদ্ধের দিন হযরত তালহা রা.-এর গায়ে ৩৯ অথবা ৪৫টি আঘাত লেগেছিল। দুটি আঙ্গুল তাঁর শহীদ হয়েছিল। (ফাতহুল বারী)

হযরত আয়েশা রা. থেকে একটি রেওয়ায়াত বর্ণিত আছে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. যখন যুদ্ধের কথা আলোচনা করতেন, তখন বলতেন, সেসব দিন ছিল হযরত তালহা রা.-এর। আমি সে প্রথম ব্যক্তি যে ফিরে এসে দেখে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পাশে থেকে যুদ্ধ করছে। আবু বকর রা. বলেন, মনে মনে আমি বললাম, আল্লাহ করুন, তিনি যেন তালহা হন অথবা আমার সম্প্রদায়ের কেউ। আমার ও তার মাঝে এক পৌত্তলিক ব্যক্তি ছিল, হঠাৎ দেখলাম, সে আবু উবাইদা। অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট পৌঁছলে তিনি বললেন, তোমরা দুজন স্বীয় সাথীর খবর নাও। অর্থাৎ, তালহার ফলে আমি দেখলাম, তার আঙ্গুল কেটে গেছে। আমরা তার অবস্থা ঠিক করলাম। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি তুমি বিসমিল্লাহ বলতে তবে অবশ্যই ফেরেশতা তোমাদেরকে আসমানের দিকে উঠিয়ে নিত। আর লোকজন তাকিয়ে দেখত। তারপর আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের প্রতিহত করেন। – (ফাতহুল বারী)

٣٧٦٧. حَدَّثَنَا اَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حدثنا عَبدُ الوَارِثِ قَالَ حدثنا عَبدُ العَزِيزِ عَن اَنسٍ رضى الله عنه قَالَ لَمَّا كَانَ يَومُ اُحدٍ اِنْهَزَم النَاسُ عَنِ النَبِىّ ﷺ وَاَبُو طَلحة بَينَ يَدَىِ النَبِىِ ﷺ جَوَّبَ عَلَيهِ بحَجْفَةٍ لَهٗ وكَانَ اَبُو طَلحَةَ رجلًا رَامِيًا شَدِيدَ النَزع كَسَرَ يَومَئذٍ قَوسَينِ اَوْ ثلاثًا، وكَانَ الرَجلُ يَمُرُّ مَعَهٗ بجَعْبَةٍ مِنَ النَبلِ، فَيَقولُ انْثُرهَا لِاَبى طَلحَةَ ـ قَالَ يُشرِفُ النَبِىُّ ﷺ يَنظُرُ اِلَى القَومِ، فَيَقولُ اَبُو طَلحة بِاَبِىْ اَنتَ وَاُمّىْ لَاتُشرِفُ يُصِيبُكَ سَهَمٌ مِنْ سِهَامِ القَومِ، نَحرِى دُونَ نَحرِكَ، وَلَقَدْ رايتُ عَائِشةَ بِنتَ اَبِىْ بَكرٍ وَاُمَّ سُلَيمٍ وَانهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ اَرىٰ خَدَمَ سُوقِهِمَا تَنقُزَانِ القِرَبَ عَلىٰ مُتُونِهِمَا تُفرِغَانِه فِى اَفْوَاهِ القَومِ ثُمَّ تَرجِعَانِ فَتَمْلَاٰنِهَا ثُمَّ تَجِيئَانِ فَتُفرِغَانِه فِى اَفْوَاهِ القَومِ، وَلَقَدْ وَقَعَ السَيفُ مِن اِبِى طَلْحَةَ اِمَّا مَرَّتَينِ وَاِمَّا ثَلَاثًا ـ

৩৭৬৭/১০৬. আবু মা'মার র. ...... হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন লোকজন (সাহাবীগণ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে ছেড়ে যেতে (অর্থাৎ পরাজয় দেখে সাহাবীগণ পালাচ্ছিলেন কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রণক্ষেত্রে স্বস্থানে বীরত্বের সাথে পরিপূর্ণ স্থির ছিলেন) আরম্ভ করলেও আবু তাল্হা রা. চামড়ার ঢাল হাতে দাঁড়িয়ে তাঁকে আড়াল করে রাখলেন (অর্থাৎ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে হেফাজত করছিলেন)। আবু তাল্হা রা. ছিলেন সুদক্ষ তীরন্দাজ, ধনুক খুব জোরে টেনে তিনি তীর ছুঁড়তেন। সেদিন (উহুদ যুদ্ধে) তিনি দু'টি অথবা তিনটি ধনুক ভেঙ্গেছিলেন। সেদিন যে কেউ (অর্থাৎ, মুসলমানদের যে কেউ) ভরা তীরদানী নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সা-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তাকেই তিনি বলেছেন, তীরগুলো খুলে আবু তাল্হার সামনে রেখে দাও।

বর্ণনাকারী আনাস রা. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা উঁচু করে যখনই শত্রুদের প্রতি তাকাতেন (আবু তালহা রা. এর ঢালের উপরে মাথা উঠিয়ে কাফির সম্প্রদায়ের দিকে তাকাতেন), তখনই আবু তাল্হা রা. বলতেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোন, আপনি মাথা উঁচু করবেন না। হঠাৎ কাফিরদের নিক্ষিপ্ত তীর আপনার শরীরে লেগে যেতে পারে। আমার বক্ষ আপনার বক্ষের সামনেই আছে। আপনার বক্ষ রক্ষা করার জন্য আমার বক্ষই রয়েছে, অর্থাৎ আপনার জন্য আমার জীবন কুরবান)। [আনাস রা. বলেন] আমি সেদিন হযরত আয়েশা বিনতে আবু বকর এবং উম্মে সুলাইম রা. (হযরত আনাস রা. এর মাতা)-কে দেখেছি, তাঁরা উভয়েই পায়ের কাপড় গুটিয়ে নিয়েছিলেন। আমি তাঁদের (আয়েশা ও উম্মে সুলাইম রা. এর) পায়ের অলঙ্কার দেখছিলাম। তাঁরা মশক ভরে পিঠে বহন করে পানি আনতেন এবং (আহত) লোকদের মুখে ঢেলে

দিতেন। আবার চলে যেতেন এবং মশক ভরে পানি এনে লোকদের মুখে ঢেলে দিতেন। সেদিন আবু তাল্‌হা রা-এর হাত থেকে দু'বার অথবা তিনবার (রাবীর সন্দেহ) তরবারিটি পড়ে গিয়েছিল।

উপকারিতা ঃ শিরোনামের সাথে মিল لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ বাক্যে।

এ হাদীসটি ৪০৩ ও ৫৩৭ নং পৃষ্ঠায় এসেছে।

مُجَوِّبٌ ইসমে ফায়েল ও মাফউল উভয়টি জায়েয আছে। তবে ইসমে ফায়েল অগ্রগণ্য। حَجَفَة হা এবং জীমের মধ্যে যবর। এর অর্থ হল ঢাল। جَعْبَة জীমের মধ্যে যবর, সীনের উপর জযম, বায়ের উপর যবর। অর্থাৎ, তুনীর।

উপকারিতা ঃ মুসলিমের রেওয়ায়াতে এতটুকু অতিরিক্ত আছে যে, তলোয়ার পড়ার কারণ হল– তন্দ্রা আসা। নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমা থেকে এটাই উদ্দেশ্য।

তথা إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً। (– উমদাতুল কারী)

৩৭৬৮. حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ فَصَرَخَ إِبْلِيسُ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ أَيْ عِبَادَ اللّٰهِ ! أُخْرَاكُمْ - فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأُخْرَاهُمْ، فَبَصُرَ حُذَيْفَةُ، فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ الْيَمَانِ - فَقَالَ أَيْ عِبَادَ اللّٰهِ! أَبِي أَبِي، قَالَ قَالَتْ فَوَاللّٰهِ مَا احْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ قَالَ عُرْوَةُ : فَوَاللّٰهِ مَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةَ بَقِيَّةُ خَيْرٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللّٰهِ، بَصُرْتُ عَلِمْتُ مِنَ الْبَصِيرَةِ فِي الْأَمْرِ وَأَبْصَرْتُ مِنْ بَصَرِ الْعَيْنِ وَيُقَالُ بَصُرْتُ وَأَبْصَرْتُ وَاحِدٌ -

৩৭৬৮/১০৭. উবাইদুল্লাহ্‌ ইবনে সাঈদ র. .... হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধে মুশরিকরা পরাজিত হয়ে গেলে অভিশপ্ত ইবলীস চীৎকার করে বলল, হে আল্লাহ্‌র বান্দারা, (হে মুসলমানগণ!) তোমরা পিছনের দল হতে বাঁচ (তোমাদের পেছন দিক থেকে আরেকটি দল আসছে)। এ কথা শুনে তারা পেছনের দিকে ফিরে গেল। তখন অগ্রভাগ ও পশ্চাদভাগের মধ্যে পরস্পর সংঘর্ষ হল (এর ব্যাখ্যা হল, শয়তানের উক্ত চিৎকারে মুসলমানদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয় এবং শয়তানের আওয়াজকে কোন মানুষের আওয়াজ মনে করে তারা পশ্চাদভাগে হামলা করে অথচ তারাও মুসলমানই ছিল, এভাবে মুসলমানগণ একে অপরের মুখোমুখী হয়ে তরবারী চালনা করলেন)। এ পরিস্থিতিতে হুযায়ফা রা. দেখতে পেলেন যে, তাঁর পিতা ইয়ামান রা.-এর সাথে (মুসলমানগণ কাফির মনে করে) লড়াই করছেন। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র বান্দারা!, (ইনি তো) আমার পিতা, আমার পিতা (তাকে আক্রমণ করবে না)। বর্ণনাকারী হযরত আয়েশা রা. বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, এতে তাঁরা বিরত হলেন না। বরং তাঁকে হত্যা করে ফেললেন। তখন হুযায়ফা রা. বললেন, আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। উরওয়া রা. বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, আল্লাহ্‌র সাথে মিলনের (মৃত্যুর) পূর্ব পর্যন্ত তার (হুযায়ফা রা.-এর) মধ্যে সর্বদা মঙ্গল বিদ্যমান ছিল। (অর্থাৎ, তিনি তার পিতার হত্যাকারীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।) بَصُرْتُ (সোয়াদে পেশ, রায়ে সাকিন) অর্থ عَلِمْتُ এটা بَصِيرَتٌ فِي الْأَمْرِ থেকে নির্গত যার অর্থ হল বিষয়টি আমি জেনেছি ও বুঝেছি। আর أَبْصَرَ এটা بَصَرُ الْعَيْنِ হতে নির্গত, যার অর্থ হল চোখ দ্বারা দেখা। কারো কারো উক্তি যে উভয়েরই অর্থ এক।

উপকারিতা ঃ শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট। এ হাদীসটি ৪৬৪ ও ৪৬৫ নং পৃষ্ঠায় এসেছে।

اُخرَیکُم অর্থাৎ, পেছনের দিক থেকে বাঁচো। এ শব্দটি এরূপ লোককে বলা হয় যার লড়াইকালে পেছন থেকে শত্রুর আক্রমণের ভয় হয়। উহুদের যুদ্ধে এ অবস্থা তখন হয়েছে যখন তীরন্দাজরা স্বস্থান ত্যাগ করেছিল এবং গনিমতের সম্পদ নেয়ার জন্য কাফিরদের ভিতরে ঢুকে পড়েছিল। فَبَصُرَ حُذَيفَةُ ঃ অর্থাৎ, হুযায়ফা রা. স্বীয় পিতাকে দেখে বললেন. اِبِی اِبِی - ইনি আমার পিতা। তাঁকে ছেড়ে দাও। ইনি মুসলমান, তোমাদের লোক।

ইবনে ইসহাক র. বর্ণনা করেছেন যে, হযরত হুযাইফা রা. এর পিতা ইয়ামান এবং সাবিত ইবনে ওয়াকাশ উভয়েই খুব বয়োঃবৃদ্ধ ছিলেন। এ জন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দুজনকে মহিলা ও শিশুদের সাথে রেখে দিয়েছেন। কিন্তু তারা দুজন মুসলমানদের পরাজয় দেখে শাহাদতের আগ্রহে মুসলমানদের সাথে যেয়ে মিলিত হন। সাবিত রা. কাফিরদের হাতেই শাহাদত লাভ করেন। কিন্তু হুযায়ফা রা.-এর পিতা ইয়ামানের গায়ে মুসলমানদেরই তলোয়ার লাগে অজানাবশত। হযরত হুযায়ফা রা. বললেন, তোমরা আমার আব্বুকে হত্যা করলে! মুসলমানরা বলল, আল্লাহর কসম! আমরা তাকে চিনতে পারিনি। ফলে হযরত হুযায়ফা রা. তাদের সত্যায়ন করে বলতে লাগলেন, আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হুযায়ফা রা.-কে রক্তপণ দিতে চাইলেন কিন্তু তিনি মুসলমানদের থেকে রক্তপণও মাফ করে দেন। এর ফলে অতিরিক্ত কল্যাণ ও সওয়াব লাভ করেন।

٢١٨١. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ - اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ -

২১৮১. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "যেদিন দু'দল (মুসলিম ও কাফির) পরস্পরে সম্মুখীন হয়েছিল সেদিন (উহদ দিবসে) তোমাদের মধ্য হতে যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল, তাদের কোন কৃতকর্মের জন্য শয়তানই তাঁদের পদস্খলন ঘটিয়েছিল। অবশ্য আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ ও পরম সহনশীল।" (৩ ঃ ১৫৫)

(ফলে মুখলিস মুসলমানদের থেকে অপরাধ হওয়ার সময়ও কোন শাস্তি দেননি, মাফ করে দিয়েছেন।)

উপকারিতা ঃ উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, এ আয়াতের সম্পর্ক উহুদের যুদ্ধের সাথে। হুলস্থুল করে পালানোর সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে শুধু ১৩ জন সাহাবী ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের এই পলায়নকে মাফ করে দিয়েছেন।

যারা এ আয়াত দ্বারা বদর যুদ্ধ উদ্দেশ্য করেছেন, তাদের এ উদ্দেশ্য এজন্যও ভুল যে, বদর যুদ্ধের সময় কোন মুসলমান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন ও পলায়ন সাব্যস্ত নয়। অবশ্য সূরা আনফালে وَمَا اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ আয়াতে বদর যুদ্ধ উদ্দেশ্য।

بَعْضِ مَاكَسَبُوْا ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর রা. এর সাথে ৫০ জন তীরন্দাজের মধ্যে শুধুমাত্র ১০ জন সেখানে অটল ছিলেন। আর বাকি ৪০ জন কেন্দ্র ছেড়ে চলে এসেছিলেন। এই কসুর কত বিরাট পরিবর্তন এনে দিল! আর এর ফলে কত বড় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হল!

٣٧٦٩. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ حَمْزَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ حَجَّ الْبَيْتَ فَرَاٰى قَوْمًا جُلُوْسًا فَقَالَ مَنْ هٰؤُلَاءِ الْقُعُوْدُ؟ قَالُوْا هٰؤُلَاءِ قُرَيْشٌ قَالَ مَنِ الشَّيْخُ؟ قَالُوْا ابْنُ عُمَرَ،

فَاتَاهُ فَقَالَ اِنِّى سَائِلُكَ عَنْ شَيْءٍ اَتُحَدِّثُنِى ؟ قَالَ اَنْشُدُكَ بِحُرْمَةِ هٰذَا الْبَيْتِ، اَتَعْلَمُ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَرَّيَوْمَ اُحُدٍ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَعْلَمُهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَدْرٍ فَلَمْ يَشْهَدْهَا؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَتَعْلَمُ تَخَلَّفَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَمْ يَشْهَدْهَا؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَكَبَّرَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : تَعَالَ لِاُخْبِرَكَ وَلِاُبَيِّنَ لَكَ عَمَّا سَأَلْتَنِى عَنْهُ، اَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ اُحُدٍ فَاَشْهَدُ اَنَّ اللّٰهَ عَفَا عَنْهُ، وَاَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَدْرٍ فَاِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَتْ مَرِيضَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ لَكَ اَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ، وَاَمَّا تَغَيُّبُهُ الرِّضْوَانَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عُثْمَانُ اِلَى مَكَّةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى هٰذِهِ يَدُ عُثْمَانَ، فَضَرَبَ بِهَا عَلٰى يَدِهِ فَقَالَ هٰذِهِ لِعُثْمَانَ ـ اِذْهَبْ بِهٰذَا الْاٰنَ مَعَكَ ـ

৩৭৬৯/১০৮. আবদান র. ..... হযরত উসমান ইবনে মাওহাব র. (মীম ও হা-য়ে যবর) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তি বাইতুল্লায় এসে সেখানে একদল লোককে বসা অবস্থায় দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এসব লোক কারা? লোকেরা বলল, এঁরা হচ্ছেন কুরাইশ গোত্রের লোক। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, এ বৃদ্ধ লোকটি কে? (অর্থাৎ মজলিসে যিনি পৃথক আসনে সমাসীন ও সকলের মধ্যমণি, তিনি কে ?) উপস্থিত সকলেই বললেন, ইনি হচ্ছেন (আবদুল্লাহ্) ইবনে উমর রা.। তখন লোকটি তাঁর (ইবনে উমর) কাছে গিয়ে বললেন, আমি আপনাকে কিছু কথা জিজ্ঞেস করব, আপনি আমাকে বলে দেবেন কি? (অর্থাৎ আপনি আমাকে পরিষ্কার ভাষায় উত্তর দিবেন। এখানে هَمْزَه اِسْتِفْهَام - اِسْتِفْلَام-এর জন্য। কোন কোন বর্ণনায় এই প্রশ্নের পর نَعَمْ ও উল্লেখ আছে।) এরপর লোকটি বললেন, আমি আপনাকে এই ঘরের (বাইতুল্লাহ) মর্যাদার কসম দিয়ে বলছি, উহুদ যুদ্ধের দিন উসমান ইবনে আফফান রা. পালিয়েছিলেন, এ কথা আপনি কি জানেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। লোকটি বললেন, তিনি বদরের রণাঙ্গনে অনুপস্থিত ছিলেন, সেথায় উপস্থিত ছিলেন না, যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি– এ কথাও কি আপনি জানেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। লোকটি পুনরায় বললেন, তিনি বায়আতে রিযওয়ানেও অনুপস্থিত ছিলেন– সেথায় উপস্থিত ছিলেন না–এ কথাও কি আপনি জানেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

বর্ণনাকারী বলেন, লোকটি তখন (খুশিতে) আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করল (যেহেতু এ মিসরী ব্যক্তি নিজের ধারণানুযায়ী উত্তর পেয়েছেন সে জন্য অত্যন্ত আনন্দ ও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন ও তাকবীর বলেছেন)। তখন ইবনে উমর রা. বললেন, এসো, এখন আমি তোমাকে সব ব্যাপারে অবহিত করছি এবং তোমার প্রশ্নগুলোর উত্তর খুলে বলছি। (১) উহুদ রণাঙ্গন থেকে তাঁর পালানোর ব্যাপার সম্বন্ধে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। (২) বদর যুদ্ধে তাঁর অনুপস্থিত থাকার কারণ হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ্ সা-এর কন্যা (রুকাইয়া) তাঁর স্ত্রী ছিলেন। তিনি ছিলেন অসুস্থ। তাই তাঁকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মতই তুমি সওয়াব লাভ করবে এবং গণিমতের অংশ পাবে। (অর্থাৎ তুমি রুকাইয়ার সেবা-শুশ্রূষা কর। আর বদরের অনুপস্থিতি যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হুকুমেই হয়েছিল তাই এটা তার উপস্থিতির চেয়ে অগ্রগণ্য)। (৩) বায়আতে রিযওয়ান থেকে তাঁর অনুপস্থিত থাকার কারণ হল এই যে, মক্কা উপত্যকায় উসমান ইবনে আফ্ফান রা. থেকে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন কোন ব্যক্তি থাকলে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মক্কা পাঠাতেন। (অর্থাৎ, মক্কায় তার আত্মীয়তা ও মর্যাদা সর্বাধিক ছিল, এজন্য তাকেই প্রেরণ করলেন যাতে তিনি তাদেরকে সংবাদ দেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু ওমরার জন্য এসেছেন, যুদ্ধের ইচ্ছা তার নেই।) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম এ জন্য উসমান রা-কে (মক্কা) পাঠালেন। তাঁর মক্কা গমনের পরই বায়আতে রিযওয়ান সংঘটিত হয়েছিল (অর্থাৎ, এখানেও উসমান রা. এর অনুপস্থিতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদেশেই হয়েছে)। তাই (বাইআত গ্রহণের সময়) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান হাতখানা উত্তোলন করে বলেছিলেন এটা উসমানের হাত এবং ডান হাত অপর (বাম) হাতে রেখে বলেছিলেন, উসমানের বাইয়াত। এরপর তিনি (আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রা.) বললেন, এই হল উসমান রা-এর অনুপস্থিতির মূল কারণ। এখন তুমি যাও এবং এ কথাগুলো মনে গেঁথে রেখো। (পূর্ববর্তী উত্তরগুলোর সাথে এই বিবরণও সংযুক্ত কর তাহলে চিন্তা-চেতনা পরিচ্ছন্ন হবে।)

উপকারিতা ঃ শিরোনামের সাথে মিল হাদীসের অর্থ দ্বারা স্পষ্ট। উহুদের আলোচনা এ হাদীসে বারবার এসেছে। এ হাদীসটি ৫২৩ নং পৃষ্ঠায় এসেছে।

উহুদের যুদ্ধে মক্কার কাফিরদের আকস্মিক আক্রমণে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। সাহাবায়ে কিরাম বিক্ষিপ্ত হয়ে যান। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বস্থানে অটল থাকেন। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে এ পরিমাণ পেরেশানী হল যে, অধিকাংশ সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছ থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যান। তাদের মধ্যে হযরত উসমান রা.ও ছিলেন। অতঃপর সামান্য কিছুক্ষণ পরেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবীগণকে স্বজোরে ডাক দিলেন তখন তারা একত্রিত হয়ে গেলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ ভুল ক্ষমা করে দেন। স্বীয় পবিত্র গ্রন্থে ক্ষমার ঘোষণা দেন।

এ যুদ্ধে মুসলমানদের যদিও অনেক লোকসান উঠাতে হয়েছে। কিন্তু এটা বলা ঠিক হবে না যে, উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় ঘটেছে। কারণ, মুসলমানরা হাতিয়ার অর্পণ করেননি এবং না তাদের শীর্ষ নেতা আকায়ে কায়েনাত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রণাঙ্গন ত্যাগ করেছেন। বিজয় ও পরাজয় নির্ভর করে সৈন্যবাহিনীর সাথে সেনা অধিনায়কের অস্ত্র ফেলে দেয়ার উপর। অবশেষে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আহ্বানে সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম সমবেত হন। তখন কাফিররাই রণাঙ্গন ত্যাগ করে।

উপকারিতা ঃ ৩। এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, বাইতুল্লাহ্র ইযযত সম্মানের কসম খাওয়া জায়েয আছে। কারণ, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. তা থেকে নিষেধ করেননি।

٢١٨٢. بَابٌ (هٰذَا بَابٌ فِى ذِكْرِ قَوْلِهٖ تَعَالٰى) إِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا تَلْوُوْنَ عَلٰى اَحَدٍ وَ الرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِىْ اُخْرَاكُمْ فَاَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا اَصَابَكُمْ، وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ، تُصْعِدُوْنَ تَذْهَبُوْنَ اَصْعَدَ وَصَعِدَ فَوْقَ الْبَيْتِ ـ

২১৮২. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ "স্মরণ কর, তোমরা যখন উপরের দিকে ছুটছিলে এবং পেছন দিকে ফিরে কারো প্রতি লক্ষ্য করছিলে না, আর রাসূল স. তোমাদেরকে পেছন দিক থেকে (এদিকে এসো, এদিকে এসো বলে) আহ্বান করছিলেন (তোমরা তা শুনইনি) ফলে তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) তোমাদেরকে পেরেশানী দিলেন (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে) পেরেশান করার কারণে। যাতে (বদলা বিপদের তোমাদের মধ্যে পরিপক্কতা ও অটলতা আসে ফলে) তোমরা যা হারিয়েছ অথবা যে বিপদ তোমাদের উপর এসেছে তার জন্য তোমরা দুঃখিত না হও। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা বিশেষভাবে অবহিত।" (৩ ঃ ১৫৩)

تُصْعِدُوْنَ ঃ অর্থাৎ, তোমরা চলে যাবে। উদ্দেশ্য হল تُصْعِدُوْنَ শব্দটি اِصْعَاد থেকে গৃহীত। যেটি যাওয়ার অর্থে ব্যবহৃত। صَعِدَ শব্দটি ثُلَاثِى । صَعِدَ فَوْقَ الْبَيْتِ থেকে গৃহীত। অর্থাৎ, ঘরের উপর আরোহণ করা। অর্থাৎ, صَعِدَ এর অর্থ চড়া বা আরোহণ করা। অতএব, ইমাম বুখারী র. বলেছেন যে, ছুলাছী এবং রুবাইর মধ্যে

পার্থক্য আছে। (ফাতহুল বারী) কিন্তু ইমাম বুখারী র. এর বর্ণনা পদ্ধতি দ্বারা বুঝা যায় أَصْعَدَ এবং صَعِدَ সমার্থক। অর্থাৎ, উভয়টির অর্থ ভূমির উপর চলা এবং উঁচু স্থানে আরোহণ করা। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ (ফাতহুল বারী)

৩৭৬৭. حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رضى الله عنهما قَالَ جَعَلَ النَّبِىُّ ﷺ عَلَى الرَّجَّالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ جُبَيْرٍ وَأَقْبَلُوا مُنْهَزِمِينَ فَذَالِكَ : إِذْ يَدْعُوهُمُ الرَّسُولُ فِى أُخْرَاهُمْ .

৩৭৬৭/১০৯. আমর ইবনে খালিদ র. .... হযরত বা'রা ইবনে আযিব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদ যুদ্ধের দিন আবদুল্লাহ্ ইবনে জুবাইর রা-কে পদাতিক বাহিনীর (যারা সংখ্যায় পঞ্চাশ জন ছিলেন) অধিনায়ক নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু তারা পরাজিত হয়ে (মদীনার দিকে) ছুটে গিয়েছিলেন। এটাই হচ্ছে, إِذْ يَدْعُو الرَّسُولُ فِى أُخْرَاكُمْ (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাদেরকে পেছনের দিক থেকে ডাকা ....) নাযিলের কারণ। এ হাদীসটি ৫৭৯ পৃষ্ঠায় এসেছে।

উপকারিতা ঃ সবিস্তারে এ হাদীসটি পূর্বে এসেছে। দ্রষ্টব্য ৮৬নং হাদীস। (বুখারী ৫৮২)

২১৮৩. بَابُ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا ، يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ، قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلّٰهِ يُخْفُونَ فِى أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا ، قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِى بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِى صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِى قُلُوبِكُمْ . وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ .

বুখারী ঃ পৃ– ৫৮২

২১৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ "এরপর দুঃখের পর তিনি তোমাদেরকে প্রদান করলেন প্রশান্তি– অর্থাৎ তন্দ্রা যা তোমাদের (মু'মিনদের) একদলকে আচ্ছন্ন করেছিল এবং (মুশরিকদের) একদল (এর মনে নিজের জানের ফিকির পড়া ছিল যে, এখান থেকে বেঁচে যেতে পারি কি না। তারা) জাহিলী যুগের অজ্ঞের (মুশকিরদের) ন্যায় আল্লাহ্ সম্বন্ধে অবান্তর ধারণা করে নিজেরাই নিজদেরকে উদ্বিগ্ন-উৎকণ্ঠিত করেছিল এই বলে যে, আমাদের কি কোন ইখতিয়ার আছে? উদ্দেশ্য হল যুদ্ধের পূর্বের আমাদের রায় কেউ শুনেনি। খামাখা সবাইকে মুসিবতে ফাঁসিয়েছে। বলুন, সমস্ত বিষয় আল্লাহ্‌রই ইখ্‌তিয়ারে, (সমস্ত বিষয় আল্লাহর কবজায়। তোমাদের মতানুসারে আমল হলেও আল্লাহর ফয়সালাই প্রবল থাকত। বিপদ যা আসার তা আসতই।) যা তারা আপনার কাছে প্রকাশ করে না, তারা তাদের অন্তরে তা গোপন রাখে, (অন্তরে মুশরিকী ধ্যান-ধারণা পোষণ করে–কিসের আল্লাহর মদদ ? আবার কিসের প্রতিদান দিবস ? সব বানানো কথা।) আর বলে, এ ব্যাপারে আমাদের কোন অধিকার থাকলে (আমাদের কথা মানলে) আমরা এ স্থানে নিহত হতাম না। বলুন, যদি তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান করতে তবুও নিহত হওয়া যাদের জন্য অবধারিত ছিল তারা নিজেদের মৃত্যুস্থানের দিকে বের হত, তা এ জন্য যে, আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে যা আছে (ঈমান) তা পরীক্ষা করেন ও তোমাদের অন্তরে যা আছে তা (ঈমান) পরিশোধন করেন।(কারণ, মুসিবতের ফলে মু'মিনের মনযোগ গায়রুল্লাহ থেকে সরে আল্লাহর

প্রতি কেন্দ্রিভূত হয়। যার ফলে ঈমান তেজ ও শক্তিশালী হয়, পরিশুদ্ধ হয়।) সবার অন্তরে যা আছে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত।"

وَقَالَ لِى خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيعٍ قَالَ حدثنا سَعِيدٌ عَن قَتَادَةَ عَن انسٍ عَن اَبِى طَلحة رضى الله عنهما قَالَ كُنتُ فِيمَن تَغشَّاهُ النُّعَاسُ يَومَ اُحُدٍ حَتّٰى سَقَطَ سَيفِى مِن يَدِى مِرَارًا يَسقُطُ وَاٰخُذُهُ وَيَسقُطُ فَاٰخُذُهُ ـ

১১০. (৩ ঃ ১৫৪) বর্ণনাকারী বলেন, খলীফা র. আমার নিকট .... হযরত আবু তাল্হা রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উহুদ যুদ্ধের দিন যারা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিলেন তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম একজন এমনকি (এ তন্দ্রার প্রবলতার কারণে অনিচ্ছাকৃত) আমার তরবারিটি আমার হাত থেকে কয়েকবার পড়ে গিয়েছিল। এমনি করে তরবারিটি পড়ে যেত, আমি তা উঠিয়ে নিতাম এবং তা আবার পড়ে যেত, আমি আবার তা উঠিয়ে নিতাম।

উপকারিতা ঃ শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট।

ইমাম বুখারী র. যেহেতু এ হাদীসটি আলোচনা রূপে এনেছেন সেহেতু حَدَّثَنَا অথবা اَخبَرَنَا শব্দ উল্লেখ করেননি। সেহেতু বুখারীর ব্যাখ্যাতা আল্লামা আইনী র. এটিকে হাদীসে গণ্য করেননি। কিন্তু হাদীসটি মুসনাদ. এর সনদ মুত্তাসিল। অতএব, ইচ্ছাকৃতভাবে আমি এ হাদীসে নম্বর দিয়েছি। আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য ১০৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

উপকারিতা ঃ ৩। ইবনে ইসহাক র. এর বিবরণ, আল্লাহ তা'আলার বিস্ময়কর অনুগ্রহ ছিল। তিনি মুখলিস মুসলমানদের উপর এরূপ তন্দ্রা নাযিল করলেন যেন কোন চিন্তা-ফিকির নেই। এরূপ ঘুমাচ্ছিলেন যে, হাত থেকে তলোয়ার পড়ে যাচ্ছিল। এর পরিপন্থী মুনাফিকরা চিন্তা-ফিকিরের কারণে অণু পরিমাণও প্রশান্তি লাভ করতে পারেননি। ভয়ে তারা ছিল কম্পমান।

٢١٨٤. بَابُ لَيسَ لَكَ مِنَ الاَمرِ شَيئٌ اَو يَتُوبَ عَلَيهِم اَو يُعَذِّبَهُم فَاِنَّهُم ظَالِمُونَ ـ

২১৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দেবেন, এ বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই। কারণ তারা জালিম। (৩ ঃ ১২৮)

এ অনুচ্ছেদটিতে উক্ত আয়াতের শানে নুযূলের বিবরণ দেয়া হয়েছে। কারো ইসলাম গ্রহণ বা কাফির থাকার ব্যাপারে আপনার (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) কোন দখল নেই। (চাই ইলমী দখল হোক বা ক্ষমতার। বরং এসব আল্লাহ তা'আলার ইলম ও কবজায় রয়েছে। আপনাকে সবর করতে হবে।) যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা তাদের তওবা কবুল করেন (ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দিয়ে) অথবা শাস্তি দেন (যদি কুফরীতে লিপ্ত থাকে)। কারণ, তারা জালিম (উভয় অবস্থাতেই বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার আয়ত্তাধীন।

উপকারিতা ঃ ইমাম বুখারী র.-এ অনুচ্ছেদে দুটি রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। ফলে দুটি কারণ জানা যায়। হাফিজ আসকালানী র.-এর এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন যে, উভয় রেওয়ায়াতের সম্পর্ক একই ঘটনা তথা উহুদ যুদ্ধের সাথে। উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আহত হওয়ার যে ঘটনা ঘটেছিল সেটি হযরত আনাস রা. এর বিবরণ। এর উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে লানত ও বদদোয়া করেছেন সেটি হযরত উমর রা. এর রেওয়ায়াত। এ দুটি ঘটনাতেই لَيسَ لَكَ مِنَ الخ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তাছাড়া, আরেকটি কারণ আছে। যেটি এ অনুচ্ছেদের শেষে উল্লেখ করা হবে। (ফাতহুল বারী)

قَالَ حُمَيْدٌ وَثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ شُجَّ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ فَقَالَ كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ فَنَزَلَتْ : لَيْسَ لَكَ مِنَ الاَمْرِ شَيْءٌ۔

"হুমাইদ এবং সাবিত র. আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, উহুদ যুদ্ধের দিন নবী করীম সা-কে আঘাত করে জখম করে দেওয়া হয়েছিল। (অর্থাৎ, তাঁর দাঁত শহীদ হয়েছে, মস্তকে আঘাত লেগে রক্ত প্রবাহ আরম্ভ হয়েছে।) তখন তিনি বললেন, যারা তাদের নবীকে আঘাত করে জখম করে দিয়েছে তারা কি করে উন্নতি ও সফলতা লাভ করবে। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতেই لَيْسَ لَكَ مِنَ الاَمْرِشَيْءٌ এ আয়াত নাযিল হয়েছিল।"

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের দিন আহত হয়েছেন (অর্থাৎ, তাঁর দাঁত মুবারক শহীদ হয়ে যায়, মস্তক মুবারক যখম হয়ে তা থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে আরম্ভ করে) তখন তিনি বললেন, সে জাতি কিভাবে সফলতা লাভ করতে পারে যে জাতি স্বীয় নবীকে আহত করেছে? এর উপর আয়াত নাযিল হয় لَيْسَ لَكَ مِنَ الاَمْرِشَيْءٌ

উপকারিতা ঃ ইমাম বুখারী র. হুমাইদ তাবীল ও সাবিত বুনানীর হাদীস প্রসঙ্গত উল্লেখ করেছেন। এ দুটি রেওয়ায়াত অন্যান্য কিতাবে (তিরমিযী, মুসলিম ইত্যাদিতে) মুত্তাসিল রূপে উল্লেখিত আছে। হুমাইদের এ হাদীসটি ইবনে ইসহাক মাগাযীতে উল্লেখ করেছেন যে, হুমাইদ আমাকে হযরত আনাস রা. এর হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত আনাস রা. বলেছেন, উহুদের যুদ্ধে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর (নিচের) রাবাঈ (সামনের চার দাঁতকে রাবাঈ বলে।) দাঁত শহীদ ; হয়েছে। চেহারা মুবারক আহত হয়ে রক্ত প্রবাহ শুরু হয়। জ্যোতির্ময় চেহারা থেকে তিনি রক্ত মুছতে আর বলতে লাগলেন, সে জাতি কিভাবে সাফল্য পেতে পারে যে জাতি তাদের নবীর চেহারা রক্তাক্ত করেছে, অথচ সে নবী তাদেরকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করেন! এর ফলে আল্লাহ্ তা'আলা لَيْسَ لَكَ مِنَ الاَمْرِشَيْءٌ আয়াত নাযিল করেন।

সাবিত বুনানীর হাদীসটিও অনুরূপ। ইমাম মুসলিম র. হাম্মাদ ইবনে মাসলামা– সাবিত–আনাস রা. সূত্রে মুত্তাসিল রূপে বর্ণনা করেছেন।

ইবনে হিশাম আবু সাঈদ খুদরী রা.-এর হাদীসে উল্লেখ করেছেন যে, উতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাস (সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা.-এর ভাই) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি একটি পাথর নিক্ষেপ করলে নিচের রাবাঈ দাঁত এবং নিচের ঠোঁট মুবারক জখম হয়। আবদুল্লাহ ইবনে শিহাব যুহরী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে তাঁর চেহারা মুবারক জখম করে। কুরাইশের প্রসিদ্ধ পালোয়ান আবদুল্লাহ ইবনে কুমাইয়া তাঁর উপর এত জোরে আক্রমণ চালায় যে, তাঁর গণ্ড মুবারক জখম হয়ে যায় এবং শিরস্ত্রাণের দুটি কড়ি গণ্ড মুবারকে প্রবিষ্ট হয়ে যায়। আবু সাঈদ খুদরী রা. এর সম্মানিত পিতা হযরত মালিক ইবনে সিনান রা. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা থেকে রক্ত চুষে গিলে ফেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আগুন কখনও তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। অর্থাৎ না ইহকালে না পরকালে।

মু'জামে তাবারানীতে হযরত আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, উহুদের দিন আবদুল্লাহ ইবনে কুমাইয়া রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে। ফলে তাঁর জ্যোতির্ময় চেহারা যখম হয়। দান্দান মুবারক শহীদ হয়, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ্ তোকে অপমান অপদস্থ করুন। ফলে আল্লাহ তা'আলা একটি পাহাড়ী ছাগল তার উপর চাপিয়ে দেন। এটি শিং দিয়ে তাকে গুতাতে থাকে এবং টুকরো টুকরো করে ফেলে। (ফাতহুল বারী)

নোট ঃ দাঁত শহীদ হওয়া দ্বারা সমূলে উপড়ে যাওয়া উদ্দেশ্য নয় বরং শুধু দাঁতের একটি টুকরো ভেঙ্গে পড়েছিল।

٣٧٧١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ السُّلَمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ عَنْ اَبِيهِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ مِنَ الْفَجْرِ يَقُولُ : اَللّٰهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ـ فَاَنْزَلَ اللهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِشَيْئٌ اِلٰى قَوْلِهِ : فَاِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ اَبِي سُفْيَانَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْعُو عَلٰى صَفْوَانَ بْنِ اُمَيَّةَ وَسُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو وَالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَنَزَلَتْ : لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِشَيْئٌ اِلٰى قَوْلِهِ : فَاِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ـ

৩৭৭১/১১১. ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবদুল্লাহ্ সুলামী র. .... হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ স-কে ফজরের নামাযের শেষ রাক'আতে রুকু থেকে মাথা উত্তোলন করে سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলার পর বলতে শুনেছেন, হে আল্লাহ্! আপনি অমুক, অমুক এবং অমুকের উপর লানত বর্ষণ করুন, (অর্থাৎ, সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা সাহল ইবনে আমর, হারিস ইবনে হিশামকে আপনার রহমত হতে দূরে রাখুন।) তখন আল্লাহ্ নাযিল করলেন. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِشَيْئٌ থেকে فَاِنَّهُمْ ظَالِمُونَ পর্যন্ত। (তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দেবেন, এ বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই .... কারণ, তারা জালিম। হানজালা র. ....সালিম ইবনে আবদুল্লাহ্ র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ স. সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া, সুহাইল ইবনে আমর এবং হারিস ইবনে হিশামের জন্য বদদোয়া করতেন। এ প্রেক্ষিতেই নাযিল হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতখানা। তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দেবেন, এ বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই। কারণ তারা যালিম।

উপকারিতা ঃ হাফিজ আসকালানী র. বলেন, তাঁরা তিন জন (সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া, সুহাইল ইবনে আমর ও হারিস ইবনে হিশাম) মক্কা বিজয়ের সময় ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রবল ধারণা, এ কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে বদদোয়া করতে নিষেধ করেছেন এবং এ আয়াত নাযিল হয়েছে। (ফাতহুল বারী ঃ ৭/২৮১)

মুসলিম শরীফে (১/২৩৭) হযরত আবু হুরায়রা রা. এর একটি হাদীস রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফির গোত্র তথা রি'ল, যাকওয়ান এবং উসাইয়ার বিরুদ্ধে বদদোয়া করতেন। অতঃপর لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ আয়াত নাযিল হলে তিনি বদদোয়া পরিহার করেন।

এবার প্রশ্ন হয়, রি'ল, যাকওয়ান এবং উসাইয়ার ঘটনা উহুদ যুদ্ধ পরবর্তী কালের। কারণ, এর সম্পর্ক বীরে মাউনার সাথে। এটি সফর মাসে চতুর্থ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছে।

১. হাফিজ আসকালানী র. এর এই উত্তর দিয়েছেন যে, لَمَّا نَزَلَتِ الْاٰيَةُ (এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে) এতটুকু বিষয় মুদরাজ (প্রবিষ্ট) মুনকাতি'। অতএব, শানে নুযুল সংক্রান্ত প্রথম রেওয়ায়াতগুলো সহীহ। অর্থাৎ, আয়াতের সম্পর্ক উহুদ যুদ্ধের সাথেই।

কিন্তু একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহলে বদদোয়া করলেন কেন?

২. এজন্য বিশুদ্ধতম উত্তর হল– হতে পারে তিনি সর্বনামগুলো খাস হওয়ার নিদর্শনে এ হুকুমকে উহুদে অংশগ্রহনকারীদের সাথে বিশেষিত মনে করেছিলেন। বিশেষত يَتُوبَ عَلَيْهِمْ দ্বারা তাদের ঈমান আনয়নের

সম্ভাবনার দিকে ইঙ্গিতও বুঝা যায়। অতএব, তিনি রি'ল ও যাকওয়ানের বিরুদ্ধে বদদোয়া করেছেন এবং পুনরায় সে আয়াতটি ওহীর মাধ্যমে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়, যাতে তিনি হুকুমের ব্যাপকতা জেনে নিতে পারেন।

৩. সামঞ্জস্য বিধানের জন্য এ উত্তরটিও সহীহ হতে পারে যে, উহুদ যুদ্ধের শুধু চার মাস পর সফর চতুর্থ হিজরীতে রি'ল ও যাকওয়ানের ঘটনা ঘটেছে। (বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহ বীরে মাউনাতে আসবে।) অতএব, হতে পারে এ আয়াতটি উভয় ঘটনার পরবর্তীতে অবতীর্ণ হয়েছে। যদি অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বা শানে নুযুলের কিছুকাল পরে আয়াত অবতীর্ণ হয় তবে তাও অযৌক্তিক নয়। মোটকথা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বদদোয়া করা বা এর ইচ্ছা করা ছিল ইজতিহাদ ভিত্তিক। না অহী দ্বারা এর অনুমতি প্রমাণিত ছিল, না নিষেধ। অতএব, নিষ্পাপতা সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন আবশ্যক হয় না।

٢١٨٥. بَابُ ذِكْرِ اُمِّ سَلِيْطٍ ـ

২১৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ উম্মে সালীতের আলোচনা

উপকারিতা ঃ ১। سَلِيْط সীনের উপর যবর, লামের নিচে যের। ২। উম্মে সালীত হযরত আবূ সাইদ খুদরী রা. এর আম্মা। তিনি প্রথমে আবূ সালীতের বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন। হিজরতের পূর্বেই আবূ সালীতের ইন্তিকাল হয়ে যায়। তখন উম্মে সালীত মালিক ইবনে সিনান খুদরী রা. এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. তাঁর ঘরে জন্ম নেন। হযরত উম্মে সালীত রা. সেসব মহিলা সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত, যাঁরা উহুদ যুদ্ধে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন।

٣٧٧٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حدثنا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَقَالَ ثَعْلَبَةُ بْنُ اَبِى مَالِكٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضى الله عنه قَسَمَ مُرُوطًا بَيْنَ نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ اَهْلِ الْمَدِينَةِ فَبَقِيَ مِنْهَا مِرْطٌ جَيِّدٌ ـ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ يَا اَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! اَعْطِ هٰذَا بِنْتَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ الَّتِى عِنْدَكَ يُرِيدُونَ اُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ، فَقَالَ عُمَرُ اُمُّ سَلِيطٍ اَحَقُّ بِهِ، وَاُمُّ سَلِيطٍ مِنْ نِسَاءِ الاَنْصَارِ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ، قَالَ عُمَرُ فَاِنَّهَا كَانَتْ تَزْفِرُ لَنَا الْقِرَبَ يَوْمَ اُحُدٍ ـ

৩৭৭২/১১২. ইয়াহ্ইয়া ইবনে বুকাইর রা. ..... হযরত সা'লাবা ইবনে আবু মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার উমর ইবনে খাত্তাব রা. কতগুলো চাদর মদীনাবাসী মহিলাদের মধ্যে বণ্টন করলেন। পরে একটি সুন্দর চাদর অবশিষ্ট রয়ে গেল। তার নিকট উপস্থিত লোকদের একজন বলে উঠলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন, এ চাদরখানা আপনার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাতনীকে দিয়ে দিন। এতে তার ইঙ্গিত ছিল আলী রা.-এর কন্যা উম্মে কুলসুমের দিকে। উমর রা. বললেন, উম্মে সালীত রা. তার চেয়েও অধিক হকদার। উম্মে সালীত রা. আনসারী মহিলা। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে বায়আত হয়ে। উমর রা. বললেন, উহুদের দিন এ মহিলা আমাদের জন্য মশক ভরে পানি এনেছিলেন।

উপকারিতা ঃ শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট। হাদীসটি ৪০৩ পৃষ্ঠায় এসেছে।

مُرُوْط ঃ মীম এবং রায়ের উপর পেশ। مِرْطٌ ঃ উল অথবা রেশমের চাদর। তাছাড়া, সেলাইবিহীন প্রতিটি কাপড়কেও বলে। تَزْفِرُ ঃ যা এবং ف সহকারে অর্থাৎ, বহন করে। ওজন ও অর্থ উভয় দিক দিয়েই দুটি এক রকম।

٢١٨٦. بَابُ قَتْلِ حَمْزَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

২১৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ হযরত হামযা রা-এর শাহাদত

এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ অর্থাৎ, হযরত হামযা রা. (প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচা) শহীদদের নেতা। (– উমদা)

٣٧٧٦. حَدَّثَنِىْ اَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبدِ اللهِ قَالَ حدثنا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدثنَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ عَبدِ اللهِ بْنِ ابى سَلَمَةَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ الفَضلِ عَنْ سُلَيمانَ بن يَسَارٍ عَن جَعفرِ بْنِ عَمرِو بنِ اُمَيَّةَ الضَّمْرِىِّ قَالَ خَرَجتُ مَعَ عُبَيدِ اللهِ بن عَدِىِّ بْنِ الخِيَارِ فَلَمَّا قَدِمنَا حِمْصَ قَالَ لِى عُبَيدُ اللهِ هَل لَكَ فِى وَحشِىٍّ نَسْأَلُهُ عَنْ قَتلِ حَمْزَةَ ؟ قُلتُ نَعَمْ وكَانَ وَحشِىٌّ يَسكُن حِمْصَ فَسألنَا عَنهُ فَقِيلَ لَنَا هُو ذالِكَ فِى ظِلِّ قصرِهِ كَانَّهٗ حَمِيتٌ. قَالَ فَجِئنَا حَتّٰى وَقَفْنَا عَلَيهِ بِيَسِيرٍ فَسَلَّمْنَا، فَرَدَّ السَّلَامَ، قَالَ وَعُبَيدُ اللهِ مُعتَجِرٌ بِعِمَامَتِهٖ مَايَرٰى وَحْشِىٌّ الَّاعَيْنَيهِ وَرِجلَيهِ . فَقَالَ عُبَيدُ اللهِ يَا وَحْشِىُّ! اَتعرِفُنِى قَالَ فَنظَرَ اِلَيهِ ثُم قَالَ لَا وَاللهِ اِلَّا اَنِّى اَعْلَمُ اَنَّ عَدِىَّ بنَ الخِيَارِ تَزَوَّجَ اِمرأَةً يُقَالُ لَهَا اُمُّ قِتَالٍ بِنتُ اَبِى العِيصِ، فَوَلَدَتْ لَهٗ غُلَامًا بِمَكَّةَ فَكُنتُ اَستَرضِعُ لَهٗ، فَحَمَلتُ ذٰلِكَ الغُلَامَ مَعَ اُمِّهٖ فَنَاوَلتُهَا اِيَّاهُ، فَلَكَانِّى نَظَرْتُ اِلٰى قَدَمَيكَ .

قَالَ فَكَشَفَ عُبَيدُ اللّٰهِ عَنْ وَجهِهٖ ثُمَّ قَالَ : اَلا تُخبِرُنَا بِقَتلِ حَمْزَةَ؟ قَالَ نَعَمْ : اِنَّ حَمْزَةَ قَتَلَ طُعَيْمَةَ بنَ عَدِىِّ ابنِ الخِيَارِ بِبَدرٍ . فَقَالَ لِى مَولَاىَ جُبَيرُ بْنُ مُطْعِمٍ اِنْ قَتَلتَ حَمْزةَ بِعَمِّى فَاَنتَ حُرٌّ. قَالَ فَلَمَّا اَنْ خَرَجَ النَّاسُ عَامَ عَيْنَيْنِ وَعَيْنَيْنِ جَبَلٌ مِنْ جِبَالِ اُحُدٍ، بَيْنَهٗ وَبَيْنَهٗ وَادٍ . خَرَجتُ مَعَ النَاسِ اِلَى القِتَالِ، فَلَمَّا اصطَفُّوا لِلقِتَالِ خَرَجَ سِبَاعٌ فَقَالَ هَلْ مِن مُبَارِزٍ؟ قَالَ فَخَرَجَ اِلَيهِ حَمْزَةُ بنُ عَبدِ المُطَّلِبِ فَقَالَ يَا سِبَاعُ ! يَا ابنَ اُمِّ اَنمَارٍ! مُقَطِّعَةِ البُظُورِ! اَتُحَادُّ اللهَ وَرَسُولَهٗ ﷺ ؟ قَالَ ثُمَّ شَدَّ عَلَيهِ كَامسِ الذَاهِبِ، قَالَ وَكَمَنْتُ لِحَمْزَةَ تَحتَ صَخْرَةٍ، فَلَمَّا دَنَا مِنِّى رَمَيتُهٗ بِحَرْبَتِى فَاَضَعُهَا فِى ثُنَّتِهٖ حَتّٰى خَرَجَتْ مِن بَينِ وَرِكَيهِ قَالَ فَكَانَ ذَالِكَ العَهْدُ بِهٖ .

فَلَمَّا رَجَعَ النَّاسُ رَجَعْتُ مَعَهُم فَاَقَمتُ بِمَكَّةَ حَتّٰى فَشَا فِيهَا الاِسلَامُ، ثُمَّ خَرَجتُ اِلَى الطَّائِفِ فَاَرسَلُوا اِلٰى رَسُولِ اللهِ ﷺ رَسُولًا فَقِيلَ لِى اِنَّهٗ لَايَهِيجُ الرُّسُلَ . قَالَ فَخَرَجتُ مَعَهُم حَتّٰى قَدِمتُ

عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا رَاٰنِىْ قَالَ اَنْتَ وَحْشِىٌّ ؟ قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ اَنْتَ قَتَلْتَ حَمْزَةَ ؟ قُلْتُ قَدْ كَانَ مِنَ الْاَمْرِ مَا بَلَغَكَ، قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تُغَيِّبَ وَجْهَكَ عَنِّىْ ؟ قَالَ فَخَرَجْتُ فَلَمَّا قُبِضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَخَرَجَ مُسَيْلَمَةُ الْكَذَّابُ، قُلْتُ لَاَخْرُجَنَّ اِلٰى مُسَيْلَمَةَ لَعَلِّىْ اَقْتُلُهُ فَاُكَافِىْ بِهٖ حَمْزَةَ ـ قَالَ فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ فَكَانَ مِنْ اَمْرِهٖ مَاكَانَ ـ قَالَ فَاِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِىْ ثَلْمَةِ جِدْرٍ، كَاَنَّهٗ جَمَلٌ اَوْرَقُ ثَائِرُ الرَّاْسِ ـ قَالَ فَرَمَيْتُهٗ بِحَرْبَتِىْ فَاَضَعُهَا بَيْنَ ثَدْيَيْهِ حَتّٰى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ ـ قَالَ وَوَثَبَ اِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَضَرَبَهٗ بِالسَّيْفِ عَلٰى هَامَتِهٖ ـ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْفَضْلِ فَاَخْبَرَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ اَنَّهٗ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ فَقَالَتْ جَارِيَةٌ عَلٰى ظَهْرِ بَيْتٍ وَاَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَتَلَهُ الْعَبْدُ الْاَسْوَدُ ـ

৩৭৭৩/১১৩. আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ র. .... হযরত জাফর ইবনে আমর ইবনে উমাইয়া যামরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উবাইদুল্লাহ্ ইবনে আদী ইবনে খিয়ার র.-এর সাথে সফরে বের হলাম। আমরা যখন হিম্স নামক স্থানে পৌঁছলাম তখন উবাইদুল্লাহ্ র. আমাকে বললেন, ওয়াহ্শীর কাছে যেতে তোমার ইচ্ছা আছে কি? (অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কাফিরাবস্থায় উহুদের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রিয় চাচা হযরত হামযা রা. -কে শহীদ করে ছিলেন, আমরা তাকে হামযা রা.-এর শাহাদত বরণ করার ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করব)। আমি বললাম, হ্যাঁ 'যাব' (অর্থাৎ, ঠিক আছে যাওয়া যেতে পারে)। ওয়াহ্শী তখন হিম্স শহরে বসবাস করতেন। আমরা তার সম্পর্কে (লোকদেরকে) জিজ্ঞেস করলাম। আমাদেরকে বলা হল (অন্য বর্ণনায় আছে, আমরা যখন লোকদের কাছে ওয়াহশীর ঠিকানা জিজ্ঞেস করলাম, তখন এক ব্যক্তি আমাদেরকে বলল সে অধিক মদ্যপানকারী যদি তাকে নেশাবাস্থায় পাও, তাহলে কোন কিছু জিজ্ঞেস না করে ফিরে এসো, আর যদি সুস্থাবস্থায় পাও তাহলে যা ইচ্ছে জিজ্ঞেস করতে পার।) ঐ তো তিনি তার প্রাসাদের ছায়ার মধ্যে কাল বর্ণের পশমহীন মশকের মত স্থির হয়ে বসে আছেন (তার ঠিকানা বলা হল)। বর্ণনাকারী জা'ফর বলেন, আমরা গিয়ে তার থেকে অল্প কিছু দূরে থামলাম এবং তাকে সালাম করলাম। তিনি আমাদের সালামের উত্তর দিলেন। জাফর র. বর্ণনা করেন, তখন উবাইদুল্লাহ্ র. তার মাথা পাগড়ি দ্বারা এমনভাবে আবৃত করে রেখেছিলেন যে, ওয়াহ্শী তার দুই চোখ এবং দুই পা ব্যতীত আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না।

এমতাবস্থায় উবাইদুল্লাহ্ র. ওয়াহশীকে লক্ষ্য করে বললেন, হে ওয়াহ্শী! আপনি আমাকে চিনেন কি? বর্ণনাকারী জা'ফর বলেন, তিনি তখন তাঁর দিকে তাকালেন এবং এরপর বললেন, না, আল্লাহ্র কসম! আমি আপনাকে চিনি না। তবে আমি এতটুকু জানি যে, আদী ইবনে খিয়ার উম্মে কিতাল বিনতে আবুল ঈস নামক এক মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। মক্কায় তার একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আমি তার দাই (দুগ্ধ দানকারীণী মহিলা) খোঁজ করছিলাম, তখন ঐ বাচ্চাকে তার (দুধ) মাতার নিকট নিয়ে গেলাম। দুধমাতার কাছে তাকে সোপর্দ করলাম। সে দিনের সে বাচ্চার পা দু'টির মত যেন আপনার পা দু'টি দেখতে পাচ্ছি।

(ইবনে ইসহাসের বর্ণনায় আছে যে, ওয়াহশী বলেছিল আল্লাহর কসম! যেদিন আমি তোমাকে তোমার মাতা সা'দিয়ার নিকট সোপর্দ করেছি তারপরে তোমাকে দেখিনি যিনি তোমাকে যি ত্বোয়া নামক স্থান দুধপান করিয়ে ছিলেন। তোমাকে সোপর্দের সময় তিনি উষ্ট্রে আরোহিত ছিল। যখন সে তোমাকে তার কোলে নিচ্ছিল তখন

তোমার পা আমি দেখেছিলাম অতপর, অদ্যবদি আমার সামনে দণ্ডায়মান হওয়া ছাড়া তোমাকে দেখিনি ফলে তোমাকে চিনেছি। এই কিতাবের বর্ণনায় لَكَأَنِّى نَظَرْتُ إِلَى قَدَمَيْكَ আছে। এখানে ওয়াহ্শী যে ছেলেকে সোপর্দ করেছিল তার সাথে এর পা দু'টিকে তুলনা করেছে অথচ এর মাঝে পঞ্চাশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। এর দ্বারা তার পূর্ণ বুদ্ধিমত্তা ও কিয়াফা বিদ্যায় পারদর্শীতা বুঝা যায়।)

বর্ণনাকারী বলেন, তখন উবাইদুল্লাহ্ র. তার মুখের পর্দা সরিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হামযা রা-এর শাহাদত সম্পর্কে আমাদেকে খবর দেবেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বদর যুদ্ধে হামযা রা. তুআইমা ইবনে 'আদী ইবনে খিয়ারকে হত্যা করেছিলেন। তাই আমার মনিব জুবাইর ইবনে মুতইম আমাকে বললেন, তুমি যদি আমার চাচার প্রতিশোধস্বরূপ হামযাকে হত্যা করতে পার তাহলে তুমি আযাদ। ওয়াহ্শী বলেন, যে বছর উহুদ পাহাড় সংলগ্ন আইনাইন পাহাড়ের উপত্যকায় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল– আইনাইন উহুদ পাহাড়ের বিপরীতে একটি পাহাড়ের নাম তাঁর ও উহুদের মাঝে একটি উপত্যকা আছে– সে যুদ্ধে আমি সকলের সাথে রওয়ানা হয়ে যাই। এরপর লড়াইয়ের জন্য সকলেই সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালে (কাফির সৈন্যদলের মধ্য থেকে) সিবা' (অর্থাৎ, কুরাইশদের সারি থেকে সিবা' ইবনে আব্দুল উয্যা) নামক এক ব্যক্তি ময়দানে এসে বলল, هَلْ مِنْ مُبَارِزٍ؟ - দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য কেউ প্রস্তুত আছ কি? ওয়াহ্শী বলেন, তখন হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব রা. (বীর বিক্রমে) তার সামনে গিয়ে বললেন, হে মেয়েদের খতনাকারিণী (হযরত হামযা রা. তাকে লজ্জাদান ও অপমান করার উদ্দেশ্যে এই কথা বললেন যে, তুমি তো ঐ মহিলার মেয়ে যে মক্কায় মেয়েদের খাত্না করাত) উম্মে আনমারের পুত্র সিবা! তুমি কি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করতে আসছ?

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি তার উপর প্রচণ্ড আঘাত করলেন, যার ফলে সে অতীত দিনের মত বিলীন হয়ে গেল। ওয়াহ্শী বলেন, আমি হামযা রা.-কে কতল করার উদ্দেশ্যে একটি পাথরের নিচে আত্মগোপন করে ওঁত পেতে বসেছিলাম। যখন তিনি আমার নিকটবর্তী হলেন তখন আমি আমার বর্শা (অস্ত্র) দ্বারা এমন জোরে আঘাত করলাম যে, তার মূত্রথলি ভেদ করে উভয় নিতম্বের মাঝখান দিয়ে তা বেরিয়ে গেল। (অর্থাৎ, তিনি শহীদ হলেন) ওয়াহ্শী বলেন, এটাই হল তাঁর শাহাদতের মূল ঘটনা। এরপর সবাই ফিরে এলে আমিও তাদের সাথে ফিরে এসে মক্কায় অবস্থান করতে লাগলাম। এরপর মক্কায় ইসলাম প্রসার লাভ করলে (মক্কা বিজয় হলে) আমি তায়েফ চলে এলাম।

(ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় আছে– فَلَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عَلَيْهِ وسلم مَكَّةَ هَرَبْتُ مِنْهَا إِلَى الطَّائِفِ –রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক মক্কা বিজয় হলে আমি মক্কা থেকে পালিয়ে তায়েফে চলে আসি। অতঃপর তায়েফের প্রতিনিধি দল ইসলাম গ্রহণের জন্য রওয়ানা হলে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম যে, এখন আমি কি করব? সম্ভবত সুদূর ইয়ামেনের দিকেই আমাকে পাড়ি জমাতে হবে।)

(ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় আছে, অতপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা বিজয় করলেন তখন আমি পালিয়ে তায়েফে গেলাম।) কিছুদিনের মধ্যে তায়েফবাসীগণ রাসূলুল্লাহ সা-এর কাছে দূত প্রেরণের ব্যবস্থা করলে আমাকে বলা হল যে, তিনি দূতদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন না। (অর্থাৎ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষ হতে দূতদেরকে কষ্ট দেয়া হয় না, তায়ালিসীর বর্ণনায় আছে তায়েফবাসী যখন দূত প্রেরণের ব্যবস্থা করল তখন যেন আমার জন্য জমিন সংকীর্ণ হয়ে গেল, আমি শামে পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম। তখন এক ব্যক্তি আমাকে বলল, তোমার ধ্বংস হোক! আরে বোকা মুসলমান হয়ে যাও। আল্লাহর কসম! যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট কালিমায়ে শাহাদত পড়ে তাকে তিনি ছেড়ে দেন।) তাই আমি তাদের সাথে রওয়ানা হলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে গিয়ে হাযির হলাম। তিনি আমাকে দেখে বললেন, তুমিই কি ওয়াহ্শী? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমিই কি হামযাকে হত্যা করেছিলে? আমি বললাম, আপনার কাছে যে সংবাদ পৌঁছেছে ব্যাপারটি তাই। তিনি বললেন,

আমার সামনে থেকে তোমার চেহারা কি সরিয়ে রাখতে পার? (আমার দৃষ্টি থেকে দূরে থাকতে পারবে?) ওয়াহ্শী বলেন, তখন আমি চলে আসলাম। (আমার খুব আফসোস হল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দর্শন লাভ হতে আমি বঞ্চিত হলাম। অবশেষে তিনি ওফাত লাভ করলেন।

অন্য বর্ণনায় আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, হে ওয়াহশী যাও আল্লাহর পথে জিহাদ কর যেমন তুমি লোকদিগকে আল্লাহর রাস্তায় যেতে বাধা দিতে) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফারে পর (নবুয়াতের মিথ্যাদাবিদার) মুসাইলামাতুল কায্যাব আবির্ভূত হলে আমি (মনে মনে) বললাম, আমি অবশ্যই মুসাইলামার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হব এবং তাকে হত্যা করে হামযা রা-কে হত্যা করার ক্ষতিপূরণ করব। (অর্থাৎ, খারাপ লোক হত্যা করে ভাল লোক হত্যার ক্ষতি পুরণ করব।) ওয়াহ্শী বলেন, তাই আমি লোকদের সাথে রওয়ানা করলাম। তার অবস্থা যা হওয়ার তাই হল। (মুসাইলামা ও সাহাবীগণের মাঝে যুদ্ধ হল মুসাইলামা মারা গেল, মুসলমানগণ বিজয় লাভ করল। এর পূর্ণ বিবরণ কিতাবুল ফিতানে আসবে ইনশাআল্লাহ্)

তিনি বর্ণনা করেন যে, এক সময় আমি দেখলাম (যুদ্ধের ময়দানে) যে, হালকা গোধুলি বর্ণের উটের ন্যায় উসকু-খুশকু চুলবিশিষ্ট এক ব্যক্তি একটি প্রাচীরের ভাঙ্গা স্থানে (আঁড়ালে) দাঁড়িয়ে আছে। ওয়াহ্শী বর্ণনা করেন, তখন সাথে সাথে আমি আমার বর্শা দ্বারা তার উপর আঘাত করলাম। ঐ (তীর দ্বারা যাদ্বারা হামযা রা.কে শহীদ করেছিলাম) এবং তার বক্ষের উপর এমনভাবে বসিয়ে দিলাম যে, তা দু কাঁধের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। এরপর আনসারী এক সাহাবী এসে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তরবারি দ্বারা তার মাথার খুলিতে প্রচণ্ড আঘাত হানলেন। (এর ব্যাখ্যা হল ওয়াহশীর তরবারীর আঘাতে মুসাইলামা মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছিল তখন এক আনসারী সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ তাকে অসি দ্বারা হত্যা করলেন।) সুলাইমান ইবনে ইয়াসার বলেন, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-কে বলতে শুনেছেন যে, (মুসাইলামার মৃত্যুর পর) এক মেয়ে ঘরের ছাদের উপর দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল যে, আমীরুল মু'মিনীন (মুসাইলামা)-কে এক কালো ক্রীতদাস হত্যা করেছে।

উপকারিতা ঃ শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট।

رَجُلٌ مِنَ جَمَلٌ أَوْرَقُ ঃ মেটো রংয়ের উট। অর্থাৎ, যুদ্ধের ধুলোবালির কারণে একদম ভূত হয়ে গিয়েছিল। الْأَنْصَارِ ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনে আসিম মাযনী। যেমন– ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ এবং ওয়াকিদীর বিবরণ। فَقَالَتْ جَارِيَةٌ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ الخ ঃ এতে এ কথার সমর্থন হয় যে, মুসাইলামাতুল কাযযাবকে হযরত ওয়াহশী রা. হত্যা করেছেন। কিন্তু সে মহিলা যে মুসাইলামা সম্পর্কে আমীরুল মু'মিনীন শব্দ বলেছে এটি প্রশ্ন সাপেক্ষ বিষয়। কারণ, মুসাইলামার দাবি ছিল নবুওয়াত ও রিসালত। তাছাড়া, তখন পর্যন্ত আমীরুল মু'মিনীন উপাধি ছিলই না। এ উপাধি সর্বপ্রথম হযরত উমর ফারুক রা.কে দেয়া হয়। স্পষ্ট বিষয় যে, এ ঘটনা মুসাইলামা কাযযাবের অনেক পরের। অতএব, এটি চিন্তার বিষয়।

মাসাইল উৎসারণ ঃ ১। এ হাদীস দ্বারা এ বিষয়টি বুঝা গেল যে, ইসলাম গ্রহণ করার ফলে অতীতের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। যেমন– হাদীসে আছে– الإِسْلَامُ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ।

২। লড়াইয়ে নিজের হেফাজত ও রক্ষার খেয়াল রাখা চাই।

৩। রণক্ষেত্রে কোন শত্রুকে মামুলি ও তুচ্ছ মনে না করা চাই। কারণ, হযরত হামযা রা. সিবা'কে মেরে ফেরার সময় অবশ্যই ওয়াহশীকে দেখে থাকবেন। কিন্তু মামুলি ও তুচ্ছ মনে করে সেদিকে মনোযোগ দেননি। অতঃপর যা হবার তাই হয়েছে।

ইবনে ইসহাক র. উল্লেখ করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হামযা রা. এর তালাশে বের হলেন। তাঁকে তিনি পেলেন বাতনে ওয়াদীতে। লাশ তাঁর বিকৃত অর্থাৎ, নাক কান কর্তিত। এমতাবস্থায় তাঁর লাশ পেয়ে তিনি আবেগ-আপ্লুত হয়ে পড়েন। তিনি বললেন, যদি হামযার বোন সফিয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব

পেরেশান, উদ্বিগ্ন-উৎকণ্ঠিত না হতেন এবং আমার পর এ পদ্ধতি মাসনুন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা না হত, তাহলে আমি তাঁকে এভাবেই রেখে দিতাম। যাতে হিংস্র প্রাণী ও পাখিগুলো তাঁর লাশ টেনে খেত। তারপর কিয়ামত দিবসে হিংস্র প্রাণী ও পাখির পেট থেকে তাঁর পুনরুত্থান ঘটত।

ইবনে হিশাম আরেকটু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, হযরত জিবরাঈল আ. অবতীর্ণ হয়ে বলেছেন, হযরত হামযা রা. এর নাম আসমানে أَسَدُ اللّٰهِ وَأَسَدُ رَسُوْلِهِ (আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের সিংহ) লেখা হয়েছে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে স্থানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, আল্লাহ্র কসম! যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে কাফিরদের উপর বিজয় দান করেন তাহলে আপনার পরিবর্তে ৭০ জন কাফিরের লাশ বিকৃত করব। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখনও সে স্থান থেকে সরেননি। এমতাবস্থায়ই আয়াত নাযিল হল–

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِيْنَ -

"যদি তোমরা প্রতিশোধ নাও তবে সে পরিমাণই বদলা নাও, যতটুকু তোমাদের কষ্ট দেয়া হয়েছে। আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর তবে অবশ্যই সেটা ধৈর্যধারণকারীদের জন্য ভাল। – সূরা নাহল।

আপনি ধৈর্যধারণ করুন। আপনার ধৈর্যধারণ শুধু আল্লাহর মদদ ও তাওফীকে আপনি তাদের ব্যাপারে পেরেশান হবেন না এবং না তাদের ধোঁকাবাজির ফলে মন ছোট করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা ধৈর্যধারণকারী ও নেককারদের সাথে আছেন।

তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন, শপথের কাফ্ফারা দিয়েছেন এবং নিজের সংকল্প রহিত করে দিয়েছেন।

٢١٨٧. بَابُ مَا اَصَابَ النَّبِىَّ ﷺ مِنَ الْجِرَاحِ يَوْمَ اُحُدٍ -

২১৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সা-এর আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার বর্ণনা

উপকারিতা ঃ এর কিছু আলোচনা لَيْسَ لَكَ مِنَ الاَمْرِ شَيْئٌ অনুচ্ছেদে এসে গেছে। রেওয়ায়াতগুলোর সারমর্ম হল– ১। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জ্যোতির্ময় চেহারা জখম হয়েছে। ২। দান্দান মুবারক ভেঙ্গেছে। ৩-৪। গণ্ড মুবারক ও নিচের ঠোঁটে জখম হয়েছে। ৫। হাঁটু ছিলে গেছে। (ফাতহুল বারী)

٣٧٧٤. حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى قَوْمٍ فَعَلُوْا بِنَبِيِّهٖ يُشِيْرُ اِلٰى رَبَاعِيَتِهٖ اِشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى رَجُلٍ يَقْتُلُهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

৩৭৭৪/১১৪. ইসহাক ইবনে নাস্‌র র. ..... হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর (ভাঙ্গা) দাঁতের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন, যে সম্প্রদায় তাদের নবীর সাথে এরূপ আচরণ করেছে তাদের প্রতি আল্লাহ্র গযব অত্যন্ত ভয়াবহ এবং যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্র রাসূল আল্লাহ্র পথে (জিহাদরত অবস্থায়) হত্যা করেছে (উবাই ইবনে খাল্‌ফ) তার প্রতিও আল্লাহ্র গযব অত্যন্ত ভয়াবহ।

উপকারিতা ঃ ১। শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে يُشِيْرُ اِلٰى رَبَاعِيَتِهِ الخ বাক্যে। অর্থাৎ, দান্দান মুবারক যখম হয়েছে উহুদ যুদ্ধের দিন।

২। এ হাদীসটি সাহাবীর মুরসাল। তাছাড়া এর পরবর্তীতে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর হাদীসটিও সাহাবীর মুরসাল। কারণ, হযরত আবু হুরায়রা ও ইবনে আব্বাস রা. উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। স্পষ্ট বিষয়, পরবর্তীতে কোন সাহাবী থেকে শুনেই এটা তাঁরা বর্ণনা করেছেন।

رَبَاعِيَتُهُ ঃ রায়ের উপর যবর, বা তাশদীদ শূন্য। (ফাতহুল বারী)

আওযাঈ র. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের যুদ্ধের দিন যখম হওয়ার পর কোন কিছু নিয়ে রক্ত মুছতে আরম্ভ করেন। যদি রক্তের কিছু অংশ জমিনে পড়ত তাহলে আসমান থেকে আযাব অবতীর্ণ হত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ قَوْمِى فَاِنَّهُمْ لاَيَعْلَمُوْنَ "হে আল্লাহ! আমার জাতিকে ক্ষমা করে দাও। কারণ, তারা জানে না।"

٣٧٧٥. حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الأُمَوِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اِشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى مَنْ قَتَلَهُ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، اِشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى قَوْمٍ دَمَّوْا وَجْهَ نَبِىِّ اللّٰهِ ـ

৩৭৭৫/১১৫. মাখলাদ ইবনে মালিক রা. ..... হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তিকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র পথে হত্যা করেছেন, তার জন্য আল্লাহ্‌র ভীষণতর গযব অবতীর্ণ হয়েছে। আর যে সম্প্রদায় আল্লাহ্‌র নবীর চেহারাকে রক্তে রঞ্জিত করে দিয়েছে তাদের প্রতিও আল্লাহ্‌র ভয়াবহ গযব এসেছে।

উপকারিতা ঃ অর্থাৎ, উহুদের যুদ্ধে। শিরোনামের সাথে মিল এখানেই।

بَابٌ اَىْ هٰذَا بَابٌ ।

২১৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ এটি পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদের পরিচ্ছেদের ন্যায়। অধিকাংশ কপিতে এখানে بَابٌ শব্দটি নেই।

٣٧٧٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ اَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ وَهُوَ يَسْأَلُ عَنْ جُرْحِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَمَا وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَعْرِفُ مَنْ كَانَ يَغْسِلُ جُرْحَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَنْ كَانَ يَسْكُبُ الْمَاءَ وَبِمَا دُوْوِىَ ـ قَالَ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَغْسِلُهُ وَعَلِىٌّ يَسْكُبُ الْمَاءَ بِالْمِجَنِّ ـ فَلَمَّا رَاَتْ فَاطِمَةُ اَنَّ الْمَاءَ لَايَزِيْدُ الدَّمَ اِلَّاكَثْرَةً اَخَذَتْ قِطْعَةً مِنْ حَصِيْرٍ، فَاَحْرَقَتْهَا فَاَلْصَقَتْهَا فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَئِذٍ وَجُرِحَ وَجْهُهُ وَكُسِرَتِ الْبَيْضَةُ عَلٰى رَأْسِهِ ـ

৩৭৭৬/১১৬. কুতাইবা ইবনে সাঈদ র. ..... হযরত সাহ্ল ইবনে সা'দ রা. থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ক্ষত-বিক্ষত হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন (অর্থাৎ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উহুদের দিনের ক্ষত সম্বন্ধে)। উত্তরে তিনি বলেছেন, আল্লাহ্‌র কসম, সে সময় যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জখম ধুয়েছিলেন এবং যিনি পানি ঢালছিলেন তাদেরকে আমি খুব

ভালভাবেই চিনি (অর্থাৎ, আমার পরিপূর্ণ স্মরণ আছে।) এবং কোন্ বস্তু দিয়ে চিকিৎসা করা হয়েছিল এ সম্পর্কেও আমি অবগত আছি। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সা-এর কন্যা ফাতিমা রা. তা ধুয়ে দিচ্ছিলেন এবং আলী রা. ঢালে করে পানি এনে ঢালছিলেন। ফাতিমা রা. যখন দেখলেন যে, পানি দ্বারা রক্ত পড়া বন্ধ না হয়ে কেবল তা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন তিনি একখণ্ড চাটাই নিয়ে তা জ্বালিয়ে তার ছাই জখমের উপর লাগিয়ে দিলেন। এতে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেল। এ ছাড়া সেদিন রাসূলুল্লাহ সা-এর ডান দিকের একটি দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল। চেহারা জখম হয়েছিল এবং লৌহ শিরস্ত্রাণ ভেঙ্গে (গিয়ে মাথায় বিদ্ধ হয়ে) গিয়েছিল।

উপকারিতা ঃ তাবারানী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, মুশরিকরা যখন উহুদ যুদ্ধ থেকে ফিরে যায় তখন মুসলমান মহিলারা সাহাবায়ে কিরামের খবর নেয়ার উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে বেরিয়ে আসেন। তন্মধ্যে মহিলাদের নেত্রী হযরত ফাতিমা রা.ও ছিলেন। তিনি এসে যখন দেখলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জ্যোতির্ময় চেহারা থেকে রক্ত ঝরছে তখন হযরত আলী রা. ঢালে করে পানি ভরে আনতেন আর হযরত ফাতিমা রা. তা ধুয়ে পরিষ্কার করছিলেন। কিন্তু রক্ত কিছুতেই থামছিল না। যখন দেখলেন রক্ত আরও ঝরেই চলছে, তখন একটি চাটাইয়ের টুকরা এনে পুড়িয়ে এর ছাই জখমের উপর লাগালেন, তখন রক্ত বন্ধ হল।

এক রেওয়ায়াতে আছে, উহুদ যুদ্ধের দিন ইবনে কুমাইয়া প্রিয়নবী সা-কে আহত করে বলল, আমার কাছ থেকে এ জখম নাও। আমি কুমাইয়ার সন্তান। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদদোয়া দিয়ে বললেন, আল্লাহ তোকে লাঞ্ছিত-অপমানিত করুন। বর্ণনাকারীর বিবরণ, ইবনে কুমাইয়া বাড়িতে গিয়ে বকরীগুলো নিয়ে পাহাড়ে গেলে এক জংলি ছাগল এসে তার উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করে। শিং দিয়ে গুতিয়ে তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলে।

মাসায়েল উৎসারণ

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল– ১। রোগীর চিকিৎসা করা জায়েয আছে। ২। চিকিৎসা করা তাওয়াক্কুল পরিপন্থী নয়। ৩। আম্বিয়া আ. এরও দৈহিক রোগব্যাধি ও শারীরিক কষ্ট-তকলীফ হয়। যাতে তাদের দরজা বুলন্দ হয় এবং তাদের অনুসারীগণ তাদেরকে দেখে বুঝতে পারেন যে, এঁরা আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র এবং মুখলিস বান্দা। তাদের কেউ পূর্ণ এখতিয়ারের অধিকারী এবং খোদা নন। তাদের মু'জিযাগুলোকে নবুওয়াত ও রিসালাতের প্রমাণ মনে করবে।

٣٧٧٧. حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ اِشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى مَنْ قَتَلَهُ نَبِيٌّ وَاشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى مَنْ دَمّٰى وَجْهَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

৩৭৭৭/১১৭. আমর ইবনে আলী র. .... হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আল্লাহ্র গযব অত্যন্ত কঠোর ঐ ব্যক্তির জন্য, যাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হত্যা করেছেন এবং যে ব্যক্তি (অর্থাৎ, আবদুল্লাহ ইবনে কুমাইয়্যাহ্) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারাকে রক্তে রঞ্জিত করেছে তার জন্যও আল্লাহ্র গযব অত্যন্ত ভয়াবহ।

উপকারিতা ঃ ১১৪ ও ১১৫ নম্বর হাদীস দ্রষ্টব্য।

٢١٨٩. بَابُ الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ

২১৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ যারা আহত হবার পরও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছেন তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার (এখানে এই আয়াতের শানে নুযূলের বিবরণ হবে)

হামরাউল আসাদ যুদ্ধ

উহুদ যুদ্ধ সমাপ্তির পর কুরাইশের কাফিররা যখন উহুদ রণাঙ্গন থেকে ফিরে গেল, তখন পথিমধ্যে এই ধারণা সৃষ্টি হল যে, আমরা বিরাট ভুল করেছি। বিজয়ী হওয়ার পর আমরা ফিরে এসেছি। আমাদের উচিত ছিল একটি আক্রমণ চালিয়ে মুসলমানদের খতম করে দেয়া। ফলে পুনরায় ফিরে আসা ও দ্বিতীয়বার আক্রমণ চালানোর পরামর্শ নিতে হবে। কুরাইশের কাফিরদের এই পরামর্শ হয়েছে ১৫ই শাওয়াল শনিবার দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর, রবিবার রাতে। সকালে হযরত বিলাল রা. ফজরের আযান দেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনেন। অতঃপর তার সংবাদদাতা এ সংবাদ দিলেন যে, কুফফারে কুরাইশের সৈন্য বাহিনী এখনও মক্কায় ফিরে যায়নি বরং রাওহা নামক স্থানে যেয়ে অবস্থান করেছে এবং পুনরায় আক্রমণের পরামর্শ করেছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎক্ষণাৎ হযরত আবু বকর ও উমর রা.-কে তলব করে পরামর্শ করলেন। তাঁরা আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি নিজে শত্রুদের পশ্চাৎধাবন করুন। সেসব কাফিরের পিছনে আপনি লোক পাঠান। সেসব কাফিরকে যেন সুযোগ দেয়া না হয়, যাতে আমাদের পরিবার-পরিজনের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে। এই পরামর্শের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বিলাল রা-কে পাঠিয়ে ঘোষণা দিলেন যে, তোমরা শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবনে বের হওয়ার জন্যে প্রস্তুতি নাও। শুধু তারাই যাবে যারা গতকাল উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল।

ফলে হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি প্রাণ উৎসর্গ করার জন্য উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতে অসীম আগ্রহ রাখি। কিন্তু উহুদ যুদ্ধে ওজর এসে গিয়েছিল– সম্মানিত পিতা তখন উহুদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে যাচ্ছিলেন। তখন আমাকে আমার বোনদের খবর নেয়ার জন্য রেখে এসেছেন। মহিলাদেরকে সম্পূর্ণ একাকী রেখে যাওয়া সমীচীন নয়। আবার তোমাকে অনুমতি দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে জিহাদে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে যাব– তাও হতে পারে না। হতে পারে শাহাদতের সৌভাগ্য আমার হয়ে যাবে। ফলে পিতার হুকুমের কারণে আমাকে বোনদের তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্যে থেকে যেতে হল। আব্বুকে আল্লাহ তা'আলা এই নেয়ামত দ্বারা সম্মানিত করেছেন। তিনি উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেছেন। এবার আমাকে আপনার সাথে যাবার অনুমতি দিন। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। এই রওয়ানা দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উদ্দেশ্য ছিল কুরাইশের কাফিররা যেন মনে না করে যে, মুসলমানরা দুর্বল ও হীনবল হয়ে পড়েছে। সাহাবায়ে কিরাম আহত ও অর্ধমৃত হওয়া সত্ত্বেও এবং আরামের সুযোগ না পাওয়া সত্ত্বেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ ঘোষণায় বেরিয়ে পড়লেন।

رشته درگردنم افگنده دوست * می برد هرجاکه خاطر خواه اوست -

১৬ই শাওয়াল রবিবার দিন মদীনা থেকে বেরিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামরাউল আসাদ নামক স্থানে গিয়ে অবস্থান করলেন। এ স্থানটি মদীনা শরীফ থেকে প্রায় আট মাইল দূরে অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামরাউল আসাদে অবস্থান করছিলেন। এমতাবস্থায় খুযাআ গোত্রের মা'বাদ খুযাঈ নামক এক ব্যক্তি উহুদের পরাজয়ের খবর শুনে সান্ত্বনা প্রদানের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে হাজির হল। অথচ সে লোকটি কখনো মুসলমান ছিল না। কিন্তু মুসলমানদের বড়ই সহমর্মী ও মিত্র

ছিল। যাই হোক সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সেসব সাহাবীদের ব্যাপারে সান্ত্বনা প্রদান করল যারা উহুদ যুদ্ধে শাহাদত লাভ করেছেন। মা'বাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিদায় নিয়ে কুরাইশের কাফির সৈন্যবাহিনীতে পৌঁছে। এখনও তারা রাওহা নামক স্থানে অবস্থান করে পরামর্শ করছিল। মা'বাদ আবু সুফিয়ানের সাথে মিলিত হল। আবু সুফিয়ান নিজের মত প্রকাশ করল যে, আমার মনস্থ হল পুনরায় মদীনায় আক্রমণ করা। মা'বাদ বলল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বিশাল বাহিনী নিয়ে তোমাদের মুকাবিলা ও পশ্চাদধাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়েছেন। আমি সে বিশাল বাহিনী হামরাউল আসাদ নামক স্থানে দেখে এসেছি। তারা পূর্ণ রসদপত্র নিয়ে তোমাদের পশ্চাদধাবনে বেরিয়েছে। একথা শুনা মাত্রই আবু সুফিয়ান ভীষণ প্রভাবিত হল– ভয় পেয়ে গেল এবং মক্কা ফিরে গেল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে তিন দিন অবস্থান করে শুক্রবার দিন মদীনায় তাশরীফ আনেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন–اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا الاية। (ফাতহুল বারী)

٣٧٧٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حدثنا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ، قَالَتْ لِعُرْوَةَ يَا ابْنَ اُخْتِىْ ! كَانَ اَبُوْكَ مِنْهُمْ الزُّبَيْرُ وَاَبُوْ بَكْرٍ لَمَّا اَصَابَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا اَصَابَ يَوْمَ اُحُدٍ وَانْصَرَفَ عَنْهُ الْمُشْرِكُوْنَ خَافَ اَنْ يَرْجِعُوْا قَالَ مَنْ يَذْهَبُ فِىْ اِثْرِهِمْ ؟ فَانْتَدَبَ مِنْهُمْ سَبْعُوْنَ رَجُلاً ـ قَالَ كَانَ فِيْهِمْ اَبُوْ بَكْرٍ وَالزُّبَيْرُ ـ

৩৭৭৮/১১৮. মুহাম্মদ র. ..... আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত যে, তিনি উরওয়া রা-কে সম্বোধন করে বললেন, হে ভাগ্নে! জান? اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا الخ-"জখম হওয়ার পর যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছেন, তাদের মধ্যে যারা সৎকার্য করে এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করে চলে তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার–উক্ত আয়াতটিতে যাদের কথা বলা হয়েছে তাদের মধ্যে তোমার পিতা যুবাইর রা. এবং (তোমার নানা) আবু বকর রা-ও শামিল আছেন। (অর্থাৎ, তাঁরা ও উক্ত মহা-পুরস্কারের অধিকারী।) উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু ক্ষয়ক্ষতি এবং দুঃখ-যাতনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এ অবস্থায় (শত্রুসেনা) মুশরিকরা চলে গেলে তিনি আশংকা করলেন যে, তারা আবারও ফিরে আসতে পারে। তিনি বললেন, কে আছ যে, তাদের পেছনে ধাওয়া করার জন্য যাবে? এ আহ্বানে সত্তরজন সাহাবী সাড়া দিয়ে প্রস্তুত হলেন। উরওয়া র. বলেন, তাদের মধ্যে আবু বকর ও যুবায়র রা.-ও ছিলেন।

উপকারিতা ঃ সেসব মনীষীদের মধ্যে ছিলেন হযরত আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, আম্মার ইবনে ইয়াসির, তালহা, সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস ও আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. প্রমুখ।

٢١٩٠. بَابُ مَنْ قُتِلَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَ اُحُدٍ مِنْهُمْ : حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَالْيَمَانُ وَالنَّضْرُ بْنُ اَنَسٍ وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ ـ

২১৯০. অনুচ্ছেদ ঃ যে সব মুসলমান উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (হুযাইফার পিতা), ইয়ামান, নযর ইবনে আনাস এবং মুসআব ইবনে উমাইর রা.।

উপকারিতা ঃ ১। হযরত হামযা রা. সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদে ১৬৫ পৃষ্ঠায় ও ১১৩ নং হাদীসে এসেছে।

২। হযরত ইয়ামান রা. হযরত হুযাইফা রা.-এর পিতা। তাঁর আলোচনা ১০৭ নং হাদীসে এসেছে।

৩। নযর ইবনে আনাস রা.। মূল কিতাবে এরূপই আছে। কিন্তু সহীহ হল আনাস ইবনে নযর। যেমন– কোন কোন কিতাবে পাশে কপি চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে। কারণ, নযর ইবনে আনাস, হযরত আনাস ইবনে নযরের ছেলের নাম। তিনি তখন কমবয়স্ক ছিলেন। উহুদ যুদ্ধের পর দীর্ঘদিন পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁদের ছাড়াও উহুদ যুদ্ধে যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন– হযরত জাবির রা. এর পিতা হযরত আবদুল্লাহ, শীর্ষ তীরন্দাজ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর এবং ফিরিশতাদের গোসলপ্রাপ্ত হযরত হানজালা রা. প্রমুখ।

মন্তব্য, এ বিষয়ে সকল ইমাম একমত যে, আল্লার রাস্তায় জিহাদে শাহাদত অর্জনকারী ব্যক্তিকে তার রক্ত রঞ্জিত দেহে রক্তাক্ত কাপড়-চোপড়ে দাফন করতে হবে। তাকে গোসল দেয়া যাবে না। এ অবস্থায়ই তাকে কবরে রাখা হবে এবং এ অবস্থায়ই কিয়ামতে তার উত্থান হবে। –অনুবাদক।

٣٧٧٩. حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى عَنْ قَتَادَةَ قَالَ مَا نَعْلَمُ حَيًّا مِنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ، اَكْثَرَ شَهِيدًا اَعَزَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الاَنْصَارِ . قَالَ قَتَادَةُ وَحَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّهُ قُتِلَ مِنْهُمْ يَوْمَ اُحُدٍ سَبْعُونَ وَيَوْمَ بِئْرِ مَعُونَةَ سَبْعُونَ وَيَوْمَ الْيَمَامَةِ سَبْعُونَ . قَالَ فَكَانَ بِئْرُ مَعُونَةَ عَلٰى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَيَوْمُ الْيَمَامَةِ عَلٰى عَهْدِ اَبِى بَكْرٍ يَوْمُ مُسَيْلَمَةَ الْكَذَّابِ .

৩৭৭৯/১১৯. আম্‌র ইবনে আলী র. ..... হযরত কাতাদা র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন আরবের কোন জনগোষ্ঠীই আনসারীদের তুলনায় অধিক সংখ্যক শহীদ এবং কিয়ামতের দিন অধিক মর্যাদার হকদার হবে বলে আমরা জানি না। (অর্থাৎ, আমার জানা মতে সমস্ত গোত্র অপেক্ষা আনসারীরাই সবচেয়ে বেশি শহীদ হয়েছে। কিয়ামতের দিন তারাই সবচেয়ে বেশি সম্মানের অধিকারী হবে।) কাতাদা র. (উক্ত সনদে মাওসূললরূপে) বলেন, আনাস ইবনে মালিক রা. আমাকে বলেছেন, উহুদ যুদ্ধের দিন আনসারীদের সত্তর জন শহীদ হয়েছেন, বীরে মাউনার ঘটনায় তাদের সত্তর জন শহীদ হয়েছেন এবং ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন সত্তর জন। বর্ণনাকারী বলেন যে, বীরে মাউনার ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল রাসূলুল্লাহ সা-এর জীবদ্দশায় এবং ইয়ামামার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল (মিথ্যা নবী) মুসাইলামাতুল কায্‌যাবের বিরুদ্ধে আবু বকর রা-এর খিলাফত কালে।

উপকারিতা ঃ ১। শিরোনামের সাথে মিল হল, এখানে উহুদ যুদ্ধে ৭০ জন আনসারী সাহাবীর শাহাদতের উল্লেখ রয়েছে।

২। শুহাদায়ে উহুদের মধ্য থেকে ৬৫ জন ছিলেন আনসারী সাহাবী, ৪ জন মুহাজির। যেমন– ইবনে ইসহাক র. নাম উল্লেখ করে তাদের সংখ্যার বিবরণ দিয়েছেন। ইবনে মান্দাহ, উবাই ইবনে কা'ব রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উহুদ যুদ্ধে শাহাদত অর্জনকারী ৬৪ জন ছিলেন আনসারী সাহাবী, ৬ জন ছিলেন মুহাজির। যেহেতু ৭০ জন সাহাবীর মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন আনসারী গোত্রের, আর অন্যদের সংখ্যা ছিল নেহায়েত কম, সেহেতু অধিকাংশের জন্য পূর্ণটির হুকুম হিসেবে এখানে সবাই আনসার ছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩। এ হাদীসে আছে যে, ৭০ জন আনসারী বীরে মাউনায় শহীদ হয়েছেন। এর পূর্ণ বিস্তারিত বিবরণ বীরে মাউনার ঘটনা তথা সারিয়্যাতুল কুররায় রাজী' এর ঘটনার পর আসছে, যদ্বারা বুঝা যাবে যে, শহীদদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন হযরত আমির ইবনে ফুহাইরা, নাফি' ইবনে ওয়ারাকা প্রমুখও। যাঁরা ছিলেন মুহাজির। –ফাতহুল বারী।

৩৭৮০. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رضى الله عنهما اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلٰى اُحُدٍ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ ـ ثُمَّ يَقُولُ : اَيُّهُمْ اَكْثَرُ اَخْذًا لِلْقُرْاٰنِ ؟ فَاِذَا اُشِيْرَلَهُ اِلٰى اَحَدٍ قَدَّمَهُ فِى اللَّحْدِ وَقَالَ اَنَا شَهِيدٌ عَلٰى هٰؤُلاَءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوْا ـ

৩৭৮০/১২০. কুতাইবা ইবনে সাঈদ রা. ..... হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদ যুদ্ধের শহীদগণের দু'জনকে একই কাপড়ে (একই কবরে) দাফন করেছিলেন (অর্থাৎ, দু'জন সাহাবীকে একই কাফনের কাপড়ে আবৃত করতেন)। (কাফনে জড়ানোর পর) তিনি জিজ্ঞেস করতেন তাদের মধ্যে কে কুরআন শরীফ সম্বন্ধে অধিক জ্ঞাত? (বেশি হিফজকারী?) যখন কোন একজনের প্রতি ইঙ্গিত করা হত তখন তিনি তাকেই কবরে আগে নামাতেন (কিবলার দিকে তাকে রাখতেন যেন তিনি ইমাম। কারণ, তিনি কুরআনের ক্বারী (হাফিজ) আর পরবর্তী শহীদ যেন মুকতাদী) এবং বলতেন, কিয়ামতের দিন আমি তাদের জন্য সাক্ষী হব। (তাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিব।) সেদিন তিনি তাদেরকে তাদের রক্তসহ দাফন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তাদের জানাযার নামাযও আদায় করা হয়নি এবং তাদেরকে গোসলও দেয়া হয়নি।

উপকারিতা ঃ ১। শিরোনামের সাথে মিল খুঁজে বের করা যায় كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلٰى اُحُدٍ বাক্য থেকে।

এ হাদীসটি কিতাবুল জানাইযে ১৭৯, ১৮০, মাগাযীতে ৫৮৪ নং পৃষ্ঠায় এসেছে।

জানাযা নামায

শহীদদের জানাযা নামায সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম মালিক, শাফিঈ র. প্রমুখ শহীদদের উপর জানাযা নামায পড়তে নিষেধ করেন। ইমাম আজম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ র. ওয়াজিব বলেন।

স্মর্তব্য, মাযহাবের বিভিন্নতার কারণে মাযহাব বিবরণেও মতপার্থক্য হয়ে যায়। ইমাম তিরমিযী র. ইসহাক র.-কে ইমাম আজম র. এর সাথে বর্ণনা করেন। (দ্রষ্টব্য ঃ তিরমিযী ঃ ১২৩)

ইমাম আহমদ র. এর দুটি উক্তি আছে- ১। নিষেধ, ২। প্রমাণাদির বিরোধের কারণে নামায পড়াই মুস্তাহাব। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী র. এর তাকরীরে তিরমিযীতে আছে- وَقَالَ اَحْمَدُ الصَّلٰوةُ مُسْتَحَبَّةٌ وَيَجُوزُ تَرْكُهَا । অর্থাৎ, ইমাম আহমদ র. এর উক্তি মতে, নামায পড়া মুস্তাহাব, বর্জন করাও জায়েয আছে। (আল আরফুশ শাযী ঃ ৩৪৭)

ইমাম মালিক র.-এর মাযহাব সাধারণ গ্রন্থাবলীতে শাফিঈদের মাযহাবের ন্যায় নামায নিষেধই পাওয়া যায়। তবে মুদাওওয়ানার টীকায় আছে, যদি কাফিররা আগ্রাসন চালায় তবে সে যুদ্ধের শহীদদের উপর জানাযা নামায হবে না। আর যদি মুসলমানরা আক্রমণ চালায় তবে তখন শহীদদের উপর জানাযা নামায হবে। যেহেতু উহুদ যুদ্ধে কাফিররা আক্রমণ চালিয়েছিল সেহেতু তাদের জানাযা নামায হয়নি।

মোটকথা, মুল মাযহাব দু'টি। ১। ইমামত্রয় বলেন, শহীদদের জানাযা নামায পড়া হবে না। আল্লামা আইনী র. লিখেন- فَذَهَبَ الشَّافِعِىُّ وَمَالِكٌ وَاَحْمَدُ وَاِسْحَاقُ فِى رِوَايَةٍ اِلٰى اَنَّ الشَّهِيدَ لاَيُصَلّٰى عَلَيْهِ كَمَا لاَيُغَسَّلُ وَاِلَيْهِ ذَهَبَ الظَّاهِرُ অর্থাৎ, ইমাম শাফিঈ, মালিক, আহমদ ও এক উক্তি অনুযায়ী ইসহাক র.-এর

মাযহাব হল, শহীদদের জানাযা নামায পড়া হবে না। যেমনিভাবে শহীদকে গোসল দেয়া হয় না। এ মাযহাবই অবলম্বন করেছেন আসহাবে জাহির। (উমদা) ঃ ৮/১৫২।

ইমামত্রয়ের প্রমাণাদি

১। হযরত জাবির রা.-এর উপরোক্ত রেওয়ায়াত। ইমাম বুখারী র. কিতাবুল জানাইযে (পৃ. ১৭৯/১৮০) এটি বর্ণনা করেছেন। এতে রয়েছে যে, শুহাদায়ে উহুদের জানাযার নামায পড়া হয়নি, যেমনিভাবে তাদের গোসল দেয়া হয়নি। তাছাড়া, এ হাদীসটি তিরমিযী শরীফের প্রথম খণ্ডে (পৃ. ১২৩) আছে।

২। হযরত আনাস ইবনে মালিক রা.-এর হাদীস إِنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوا دُفِنُوا بِدِمَائِهِم وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِم অর্থাৎ, উহুদের শহীদদেরকে গোসল দেয়া হয়নি। তাদেরকে স্বীয় রক্তাপ্লুত পোশাকে সমাহিত করা হয়েছে এবং এসব শহীদের জানাযা নামায পড়া হয়নি। (আবু দাউদ ঃ ২/৯৯)

৩। জানাযা নামায মূলত মৃতের সুপারিশ ও মাগফিরাতের জন্য একটি দোয়া। শহীদ জিহাদের ময়দানে শাহাদতের কারণে গোনাহ থেকে পাক-পবিত্র হয়ে গেছে। কারণ, তলোয়ার সমস্ত গুনাহকে মিটিয়ে দেয়। অতএব, এবার জানাযা নামাযের মাধ্যমে কারও মাগফিরাত ও সুপারিশের দোয়ার প্রয়োজন নেই।

৪। চতুর্থ প্রমাণ ইরশাদে রাব্বানী– لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِى سَبِيلِ اللّٰهِ أَمْوَاتًا الخ "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছেন তাদের তোমরা মৃত মনে কর না। বরং তারা সবাই জীবিত।"

স্পষ্ট বিষয় যে, জানাযা নামায হয় মৃতদের, জীবিতদের নয়।

দ্বিতীয় মাযহাব হল– জানাযা নামায পড়া হবে এবং শহীদদের উপর জানাযা নামায পড়া ওয়াজিব। এ মাযহাবই হল– ইমাম আজম, ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ র.-এর। এ মতই অবলম্বন করেছেন– ইমাম আওযাঈ, সুফিয়ান সাওরী, ইবনে আবু লায়লা ও এক রেওয়ায়াত মতে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র.। যেমন– আল্লামা ইবনে তারকুমানী র. লিখেন–

قَالَ فُقَهَاءُ الْكُوفَةِ ابْنُ أَبِى لَيْلَى وَالثَّوْرِىُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَفُقَهَاءُ الْبَصْرَةِ عُبَيْدُ اللّٰهِ ، الْحَسَنُ وَغَيْرُهُ وَفُقَهَاءُ الشَّامِ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى وَالْأَوْزَاعِىُّ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُصَلَّى عَلَى الشُّهَدَاءِ ـ

(আল জাওহারুন নাকী আলাস সুনানিল কুবরা– বায়হাকী ঃ ৪/১৩, উমদাতুল কারী ঃ ৮/১৫২।

হানাফী প্রমুখের প্রমাণাদি

১। পরবর্তী অনুচ্ছেদে আসছে হযরত উকবা ইবনে আমির রা. এর হাদীস–

إِنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ـ

অর্থাৎ, একদিন নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন এবং শুহাদায়ে উহুদের উপর এভাবে নামায পড়লেন, যেভাবে মৃতের নামায পড়া হয়। (বুখারী ঃ ২/৫৮৫, আবু দাউদ ঃ ২/১১১)

২। ٣٦١ : أبوداؤد عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ أَغَرْنَا عَلَى حَىٍّ مِنْ جُهَيْنَةَ الخ আবু সাল্লাম এক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন, আমরা জুহাইনার এক গোত্রের উপর আক্রমণ করি। একজন মুসলমান এক শত্রুর পশ্চাদানুসরণ করে তার উপর আক্রমণ চালায়। সে আক্রমণ শত্রুর উপর লাগেনি উল্টা তার উপর

লেগেছে। ফলে সে শহীদ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন– হে মুসলমানরা! এতো তোমাদের ভাই! অতঃপর লোকজন দৌড়ে এসে তাকে মৃত অবস্থায় পেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার রক্তাক্ত পোশাকে রেখে এর উপর নামায পড়লেন এবং দাফন করলেন। লোকজন জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে কি শহীদ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, সে শহীদ। আমি এর সাক্ষ্য দেই।

এতেও পরিষ্কার সুস্পষ্ট ভাষায় রয়েছে صَلَّى عَلَيْهِ শব্দ। অর্থাৎ, তিনি এ শহীদের জানাযা নামায পড়েছেন।

৩। হযরত মাওলানা শাহ আবদুল হক র. শরহে সফরুস সাআ'দাতে লিখেছেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. আমর ইবনে আস রা.-কে ৯০০০ এর এক বাহিনীসহ আইলা ও শাম অভিমুখে প্রেরণ করেছিলেন। তন্মধ্যে ১৩০ জন লোক শহীদ হয়ে যান। আমর ইবনে আ'স রা. এসব শহীদের জানাযা নামায পড়েন। (আসাহহুস সিয়ার ঃ ১৫৮, ফাতহুল কাদীর ঃ ১/৪৭৫)

৪। হযরত শাদ্দাদ ইবনুল হাদ রা. থেকে বর্ণিত, এক বেদুঈন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে হাজির হয়ে ঈমান আনয়ন করল। সে বলল, আমি এজন্যই ঈমান এনেছি যেন আমার গলায় তীর লাগে এবং আমি মরে জান্নাতে প্রবেশ রি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি তুমি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সত্যিকার লেনদেন কর তবে তিনি তোমার কথা সত্য করে দেখাবেন। কিছুক্ষণ পর লোকজন শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য উঠল। অতঃপর সে লোকটিকে আহত অবস্থায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত করা হল। তার গলাতেই তীর বিদ্ধ ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, একি সেই? লোকজন বলল, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন , আল্লাহ তা'আলার সাথে সে সত্য বলেছে। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা সেটাকে সত্য করে দেখিয়েছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কাফন দিয়ে জানাযা নামায পড়েছেন। (তাহাভী ঃ ১/২৪৪, নাসাঈ)

আল্লামা শাওকানী র. বলেন, যারা জানাযা নামায পড়তে নিষেধ করেন, তাদের নিকট আবু সাল্লাম রা. থেকে বর্ণিত, আবু দাউদের হাদীস ও শাদ্দাদ ইবনে হাদের এই রেওয়ায়াতের কোন উত্তর নেই এবং এসব সুস্পষ্ট রেওয়ায়াতের কারণে আল্লামা শাওকানী র. শহীদদের জানাযা নামাযকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

আল্লামা আইনী র. লিখেন, হানাফী উলামায়ে কিরামের মাযহাবের প্রাধান্যের ১০টি কারণ রয়েছে–

১। হযরত ইবনে উকবা আমির রা. এর হাদীস নামায প্রমাণকারী। এমনিভাবে যে সমস্ত হাদীস দ্বারা নামায প্রমাণিত হয় সেগুলোও ইতিবাচক। হযরত জাবির রা. এর হাদীস নেতিবাচক। মূলনীতির দিকে লক্ষ্য করলে বিরোধকালে ইতিবাচক হাদীসের প্রাধান্য হবে।

২। হযরত জাবির রা. স্বীয় পিতা ও তার চাচার শাহাদাতের কারণে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি মদীনায় চলে গেছেন, তাকে মদীনায় দাফনের ব্যবস্থা করার জন্য। কিন্তু তিনি যখন ঘোষণা শুনলেন যে, শহীদদেরকে তাদের শাহাদতগাহে দাফন করা হবে, তখন তিনি দ্রুত ফিরে আসেন। এজন্য তিনি জানাযা নামাযের সময় উপস্থিত ছিলেন না।

৩। হানাফীদের অনুকুল রেওয়ায়াত বিরোধীদের রেওয়ায়াতসমূহ অপেক্ষা বেশি।

৪। জানাযা নামায ফরযে কিফায়া। অতএব, রেওয়ায়াতের পারস্পরিক বিরোধের কারণে তা বর্জন করা যেতে পারে না। কিন্তু গোসলের জন্য বর্জন করা হয়েছে। এ সম্পর্কে রেওয়ায়াতের মধ্যে বিরোধ নেই।

৫। যদি শহীদদের উপর জানাযা নামায বিধিবদ্ধ না হত তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বর্ণনা করে দিতেন। যেমন– গোসল না দেয়ার হুকুম দিয়েছেন।

৬। এটাও হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ সা. নামায পড়েননি, সাহাবীগণ পড়েছেন।

৭। হতে পারে সেদিন পড়েননি, পরে পড়েছেন। কারণ, সেদিন তিনি মারাত্মক আহত ছিলেন। বিশেষতঃ স্বীয় চাচা হামযা রা. এর কারণে চিন্তিত ছিলেন। পরবর্তীতে এজন্য নামায পড়েছেন যে, শহীদদের দেহে পরিবর্তন

আসে না। এক রেওয়ায়াতে আছে, ৮ বছর পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের শহীদদের জানাযা নামায পড়েছেন।

৮। বহু রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য জায়গার শহীদদের জানাযা নামায পড়েছেন।

৯। নামায পড়ার রেওয়ায়াতের এই ব্যাখ্যা ঠিক নয় যে, নামায দ্বারা উদ্দেশ্য দোয়া। কারণ, রেওয়ায়াতে এরূপ আছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ নামায পড়েছেন যেরূপ মৃতদের উপর পড়া হয়। –বুখারী শরীফ

১০। নামায পড়াতেই রয়েছে সতর্কতা ও সওয়াব অর্জন। যেমন– ইরশাদে নববী রয়েছে– مَنْ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ। স্পষ্ট বিষয়, এতে কাউকেও খাস করা হয়নি। (উমদাতুল কারী ঃ ৮/১৫৫)

শাফিঈদের উত্তর

তাদের প্রথম প্রমাণ– হযরত জাবির রা. এর হাদীস এবং দ্বিতীয় প্রমাণ হযরত আনাস রা. এর হাদীসের শব্দগুলো হল– لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِم অর্থাৎ, এসব শহীদের জানাযা নামায পড়া হয়নি। আমরা বলব, এর উদ্দেশ্য হল, لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ كَصَلَوتِهِ عَلَى حَمْزَةَ حَيْثُ صَلَّى عَلَيْهِ مِرَارًا অর্থাৎ, হযরত হামযা রা. এর উপর যেরূপভাবে বারবার নামায পড়া হয়েছে, এরূপভাবে অন্য শহীদদের উপর নামায পড়া হয়নি। যেমন– ইবনে মাজাহ ও তাহাভী শরীফের রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুহাদায়ে উহুদের উপর পালা পালা করে নামায পড়েছেন। দশ দশজন সাহাবীকে হযরত হামযা রা.-এর পাশে রাখতেন। নামাযের পর তাদেরকে তুলে নিতেন। অন্যদেরকে তাদের জায়গায় রাখতেন। অথচ হযরত হামযা রা. কে স্বীয় স্থানে রেখে দেয়া হত। এমনিভাবে ৭০ বার হযরত হামযা রা. এর জানাযা নামায পড়া হয়েছে। (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ তাহাভী শরীফ।)

এর দ্বিতীয় উত্তর হল– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং নামায পড়েননি। কারণ, তিনি তখন মারাত্মকভাবে আহত ছিলেন। অন্যান্য সাহাবী পড়েছেন। যেমন– কোন কোন রেওয়ায়াতে لم يُصَلْ عَلَيْهِم বর্ণিত আছে مَعْرُوف শব্দে।

তৃতীয় প্রমাণের উত্তর হল– শাফিঈগণের তৃতীয় প্রমাণ ছিল, শাহাদাতের কারণে যেহেতু গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যায় সেহেতু দোয়ার প্রয়োজন থাকে না। এর উত্তর হল, বান্দা কামালাতের যত উচ্চ অপেক্ষা উচ্চ দরজাতে পৌঁছুক না কেন তা সত্ত্বেও দোয়া থেকে অমুখাপেক্ষী হয় না। কারণ, নৈকট্যের মরতবার কোন শেষ নেই। শাহাদাতের কারণে যদি অমুখাপেক্ষীতা এসে যেত তারপরেও হযরত আবু বকর, উমর রা. থেকে তো অগ্রসর হতে পারত না। তাঁদের তো জানাযা নামায হয়েছে। আরেকটু সামনে অগ্রসর হোন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জানাযা নামায পড়েছেন সাহাবায়ে কিরাম। স্পষ্ট বিষয় নবুওয়াতের মর্যাদা হাজার শাহাদাতের মর্যাদা অপেক্ষা উঁচু পর্যায়ের। সেখানে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও শীর্ষ রাসূলের কথা আর কি বলা যাবে!

চতুর্থ প্রমাণের উত্তর শাফিঈগণের চতুর্থ প্রমাণ ছিল শহীদগণ জীবিত। আর জানাযা নামায হয় মৃতদের। এর উত্তর স্পষ্ট যে, শহীদগণ জীবিত পরকালীন বিধানে, পার্থিব বিধানে নয়। অন্যথায় তাদের স্ত্রীগণের বিয়ে বৈধ হত না এবং তাদের ধন-সম্পদও উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে বণ্টিত হত না। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ مُحَمَّد عُثْمَان

وَقَالَ اَبُو الْوَلِيدِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ لَمَّا قُتِلَ اَبِي جَعَلْتُ اَبْكِي وَاَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ . فَجَعَلَ اَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يَنْهَوْنِي وَالنَّبِيُّ ﷺ لَمْ يَنْهَ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَبْكِيهِ اَوْ مَاتَبْكِيهِ مَازَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِاَجْنِحَتِهَا حَتّٰى رُفِعَ .

আবুল ওয়ালীদ (হিশাম ইবনে আবদুল মালিক তায়ালিসী)-শুবা- ইবনুল মুনকাদির (মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির) বর্ণনা করেছেন- আমি হযরত জাবির রা. থেকে শুনেছি, তিনি বর্ণনা করেছেন, যখন আমার পিতা (হযরত আবদুল্লাহ রা.) শহীদ হয়ে যান (উহুদ যুদ্ধে) তখন আমি কাঁদতে লাগলাম। তার চেহারা থেকে কাপড় উঠাতে লাগলাম (অর্থাৎ, কাপড় সরিয়ে তাঁর চেহারা দেখতে লাগলাম) তখন সাহাবায়ে কিরাম আমাকে নিষেধ করতে লাগলেন কিন্তু নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নিষেধ করেন নি। তিনি বললেন, তোমরা তাঁর জন্য কেঁদো না। অথবা তিনি বললেন, তোমরা তাঁর জন্য কাঁদছ? ফেরেশতারা রীতিমত স্বীয় পাখা দ্বারা তাকে তুলে নেয়া পর্যন্ত ছায়া দিচ্ছে।

এ হাদীসটি ১৬৬ ও ১৭২ পৃষ্ঠায় এসেছে।

উপকারিতা ঃ এ হাদীসটি ইমাম বুখারী র. এর তালীকের অন্তর্ভুক্ত। শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মিল স্পষ্ট। কারণ, হযরত আবদুল্লাহ হলেন, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. এর পিতা। যিনি উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন।

لَاتَبْكِيهِ ঃ বাহ্যত বুঝা যায়, এ সম্বোধন করা হয়েছে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা.-কে। বুখারীর ব্যাখ্যাতা আল্লামা কিরমানী র. সুস্পষ্ট ভাষায় এ কথাই বলেছেন। কিন্তু অধিকাংশ মুহাদ্দিস বলেন, এ সম্বোধন করা হয়েছে হযরত ফাতিমা বিনতে আমর রা.-কে। যিনি ছিলেন হযরত জাবির রা. এর ফুফু, হযরত আবদুল্লাহ রা.-এর বোন। যেমন- মুসলিম শরীফে (২/২৯৫) সুস্পষ্ট ভাষায় রয়েছে- وَجَعَلَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ عَمْرٍو تَبْكِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَبْكِيهِ । তাছাড়া, বুখারীর (পৃ. ১৭২) শব্দরাজি দ্বারাও স্পষ্ট এটাই। তাতে রয়েছে- فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ فَقَالُوا بِنْتُ عَمْرٍو الخ ـ তাছাড়া বুখারীর ১৬৬ নম্বর পৃষ্ঠার শব্দগুলো দ্বারাও এটাই স্পষ্ট। তাতে রয়েছে- فَجَعَلَتْ عَمَّتِي فَاطِمَةُ تَبْكِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَبْكِينَ الخ

এসব রেওয়ায়াত দ্বারা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সম্বোধন করা হয়েছে হযরত ফাতিমা বিনতে আমর রা. -কে।

لَا تَبْكِيهِ أَوْ مَا تَبْكِيهِ ঃ বর্ণনাকারীর সন্দেহ। مَا ইসতিফহামিয়া। এর অর্থ তুমি তার জন্য কেন কাঁদছ? আল্লামা কিরমানী র. এ উক্তি করেছেন। আল-খাইরুল জারী নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে, مَا نَافِيَة তথা নেতিবাচক। বুখারী শরীফের টীকায় এটাই আছে।

নোট ঃ বুখারী শরীফের (পৃ. ৫৮৪) টীকায় এবং উমদাতুল কারীতে যে অনুচ্ছেদের বরাত দেয়া হয়েছে তাতে আমি এ হাদীসটি পাইনি। বরং এটি ১৬৬ পৃষ্ঠায় اَلدُّخُولُ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ অনুচ্ছেদে রয়েছে।

৩৭৮১. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُرَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ أَنِّي هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ـ ثم هَزَزْتُهُ أُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَاكَانَ ـ فَإِذَا هُوَ مَاجَاءَ بِهِ اللَّهُ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ ـ وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرًا وَاللَّهُ خَيْرٌ فَإِذَا هُمُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ ـ

৩৭৮১/১২১. মুহাম্মদ ইবনে 'আলা র. ..... হযরত আবু মুসা আশ'আরী রা. সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি একখানা তরবারি নাড়া দিলাম, অমনি এর ধার ভেঙ্গে গেল। (আমি বুঝতে পারলাম) এটা উহুদ যুদ্ধে মু'মিনদের উপর আসন্ন বিপদেরই

ব্যাখ্যা বা প্রতিচ্ছবি ছিল। এরপর আমি তরবারিটিকে পুনরায় নাড়া দিলাম। এতে তা পূর্বের থেকেও অধিক সুন্দর হয়ে গেল। এর ব্যাখ্যা আল্লাহ্ তা'আলা (পরবর্তীকালে) আমাদের মক্কা বিজয় লাভ করা ও তাদের একতাবদ্ধ হওয়ার ছুরতে প্রকাশ করেছেন এবং স্বপ্নে আমি একটি গরুও দেখেছিলাম। (যেটি জবাই হচ্ছিল) উহুদ যুদ্ধে মু'মিনদের শাহাদত বরণ করাই হচ্ছে এর তাবীর। আল্লাহ্র প্রতিটি কাজ অতি উত্তম বা আল্লাহ্র সকল কাজ কল্যাণময়। (অর্থাৎ, মুযাফ উহ্য আছে। মানে صُنْعُ اللّٰهِ خَيْرٌ তথা আল্লাহর সব কাজ উত্তম ও হিকমতপূর্ণ হয়ে থাকে।)

উপকারিতা ঃ মিল স্পষ্ট। তলোয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য জুলফাকার।

তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার জন্য দেখুন হাদীস নং ৩৭।

٣٧٨٢. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ خَبَّابٍ رضى الله عنه قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ نَبْتَغِي وَجْهَ اللهِ فَوَجَبَ اَجْرُنَا عَلَى اللّٰهِ فَمِنَّا مَنْ مَضَى اَوْ ذَهَبَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ اَجْرِهِ شَيْئًا، كَانَ مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ اُحُدٍ فَلَمْ يَتْرُكْ اِلَّا نَمِرَةً، كُنَّا اِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ، وَاِذَا غُطِّيَ بِهَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ غَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ الاِذْخِرَ او قَالَ اَلْقُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الاِذْخِرِ وَمِنَّا مَنْ اَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا ـ

৩৭৮২/১২২. আহ্মদ ইবনে ইউনুস র. .... হযরত খাব্বাব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা প্রিয় নবী সা-এর সাথে হিজরত করেছিলাম। এতে আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করা। অতএব আল্লাহ্র কাছে আমাদের প্রতিদান ও সওয়াব নির্ধারিত হয়ে আছে। আমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ অতিবাহিত হয়ে গিয়েছেন অথবা (বর্ণনাকারী বলেছেন) কেউ চলে গিয়েছেন (অর্থাৎ, মৃত্যু হয়েছে।) যেমন কোন কোন বর্ণনায় আছে مات)। অথচ পার্থিব প্রতিদান থেকে তিনি কিছুই ভোগ করতে পারেননি। (তিনি এ দুনিয়া গণিমতের মালের কোন কিছুই ভোগ করেন নি) মুস'আব ইবনে উমাইর রা. হলেন তাদের মধ্যে একজন। উহুদ যুদ্ধের দিন তিনি শাহাদত লাভ করেছেন। একখানা ডোরাকাটা চাদর ব্যতীত তিনি আর কিছুই রেখে যাননি। (সে চাদরে তাঁর কাফনের ব্যবস্থা করা হয়) তদ্বারা আমরা তাঁর মাথা ঢাকলে পা দু'খানা বেরিয়ে যেত এবং পা দু'খানা ঢাকলে মাথা বেরিয়ে যেত। (অবশেষে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বললেন, এ কাপড় দ্বারা তার মাথা ঢেকে দাও এবং উভয় পা ইয্খির (এক প্রকার ঘাস) দ্বারা আবৃত করে দাও। অথবা বললেন (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম اِجْعَلُوْا-এর পরিবর্তে اَلْقُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الاِذْخِرِ বলেছেন, তাঁর উভয় পায়ের উপর ইয্খির ঢেলে দাও। আর আমাদের মধ্যে কেউ এমনও আছেন, যার ফল উত্তমরূপে পেকেছে, এখন তিনি তা সংগ্রহ করছেন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য, হাদীস নং ৯০। কারণ, উভয়টির সনদ ও মূলপাঠ একই। এ কারণেই আল্লামা আইনী র. বলেন, এর ক্ষেত্রেই প্রকৃত পুনরাবৃত্তির প্রয়োগ হয়। অতএব, বিষয়টি অনুধাবন করা উচিত। (উমদাতুল কারী ঃ ১৭/১৬৫)

٢١٩١. بَابُ أُحُدٍ يُحِبُّنَا قَالَهُ عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - أَيْ هَذَا بَابُ الخ

২১৯১. অনুচ্ছেদ ঃ উহুদ পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে। আব্বাস ইবনে সাহল র. আবু হুমাইদ রা. সূত্রে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

উপকারিতা ঃ ১। এটি বুখারীর তালীক।

২। আমাদের ভারতীয় কপিগুলিতে শুধু أُحُدٌ يُحِبُّنَا ই আছে। কিন্তু ফাতহুল বারী ও উমদাতুল কারী ইত্যাদিতে نُحِبُّهُ শব্দ অতিরিক্ত আছে। টীকাতে نُحِبُّهُ শব্দ অতিরিক্ত আছে। এটাই বিশুদ্ধতম কপি। কারণ, এ অনুচ্ছেদের অধীনে প্রথমে যে হাদীসটি আছে তাতে এ অতিরিক্ত অংশ বিদ্যমান রয়েছে। অতএব শিরোনামে থাকাও প্রবল।

নোট ঃ এরূপ অনেক জায়গা আছে যেখানে মুলপাঠের চেয়ে টীকার কপি বিশুদ্ধতম। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

৩। হাফিজ আসকালানী র. সুহাইলী সূত্রে উহুদ পাহাড়ের নামকরণের কারণ বর্ণনা করেছেন যে, এটি যুক্তসম্মিলিত কোন পাহাড় নয়। এটি সম্পূর্ণ আলাদা ও বিচ্ছিন্ন একটি পাহাড়। এজন্য এটিকে উহুদ বলে। যেটি احد থেকে নিষ্পন্ন। উহুদ শব্দটি إِسْم مُرتَجِل ।

৪। أُحُدٌ يُحِبُّنَا কেউ কেউ বলেছেন, مُضَاف উহ্য। এর দ্বারা উদ্দেশ্য, মদীনাবাসী আমাকে ভালবাসে। আবার ভালবাসার সম্বন্ধ প্রকৃত অর্থে উহুদের দিকে মেনে নেয়াও বৈধ হতে পারে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা উহুদের মধ্যে এ গুণ সৃষ্টি করে দিতে পারেন। আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। যেমন– পবিত্রতা বর্ণনা করার সম্বন্ধ নিষ্প্রাণ মাখলুকের দিকে প্রমাণিত আছে। তাছাড়া, উহুদ পাহাড়ের সাথে ভালবাসার কারণ এটাও যে, এটি জান্নাতী পাহাড়গুলোর একটি। এমনিভাবে উহুদ নামটি আহাদিয়ত (এককত্ব) থেকে গৃহীত, এর হরফগুলোতে রফা-পেশ এগুলোর উঁচু মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের দিকে ইঙ্গিতবাহী।

٣٧٨٣. حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ أَنَسًا رضى الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ -

৩৭৮৩/১২৩. নাস্‌র ইবনে আলী র. .... হযরত কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস রা-এর নিকট থেকে শুনেছি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (উহুদ পাহাড়ের দিকে ইঙ্গিত করে) বলেছেন, এ পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে এবং আমরাও একে ভালবাসি।

টীকা ঃ ১. মদীনা হেরেম হওয়ার অর্থ হল, এর তাজীম মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য। তবে মক্কা শরীফের মত এখানে অন্যায় করার কারণে কোন 'বদল' বা 'দম' দেয়া ওয়াজিব নয়। –অনুবাদক

٣٧٨٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ فَقَالَ هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ اللّٰهُمَّ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا -

৩৭৮৪/১২৪. আবদুল্লাহ্ ইবনে ইউসুফ র. ..... হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত যে, (খায়বর থেকে প্রত্যাবর্তনকালে মদীনার নিকটবর্তী হওয়ার পর) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে উহুদ পাহাড় পরিলক্ষিত হলে তিনি বললেন, এ পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে এবং আমরাও একে ভালবাসি। হে

আল্লাহ! ইব্‌রাহীম আ. মক্কাকে হেরেম শরীফ ঘোষণা দিয়েছেন এবং আমি দু'টি কংকরময় স্থানের মধ্যবর্তী জায়গাকে (মদীনাকে) হেরেম শরীফ ঘোষণা দিচ্ছি।

উপকারিতা ঃ ১। এ হাদীসটি ৪০৪ পৃষ্ঠায় গেছে।

২। মদীনা মুনাওয়ারার পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিকে প্রস্তরময় ময়দান রয়েছে। لَابَةٌ এর অর্থ হল, প্রস্তরময়–পাথুরে ময়দান।

৩। এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে যে, মদীনার হেরেমের আহকাম কি হুবহু তাই, যেগুলো হেরেমে মক্কার? না উভয়ের মাঝে কোন পার্থক্য আছে?

ইমাম আজম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, ইবনে মুবারক, সাওরী র. প্রমুখ বলেন যে, হেরেমে মক্কার মত হেরেমে মদীনার হুকুম নয়। কিন্তু ইমামত্রয়ের মতে, মদীনা মুনাওয়ারা মক্কা মুকাররমার মত হেরেম। (বুখারীর টীকা ঃ পৃ. ২৫১)

স্বপ্রমাণ বিস্তারিত আলোচনা بَابُ حَرَمِ الْمَدِينَةِ (বুখারী পৃ. ২৫১)-তে ইনশাআল্লাহ আসবে।

٣٧٨٥. حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ اَبِى حَبِيبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلّٰى عَلٰى اَهْلِ اُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ اِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : اِنِّى فَرَطٌ لَكُمْ وَاَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَاِنِّى لَاَنْظُرُ اِلٰى حَوْضِى الْاٰنَ، وَاِنِّى اُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْاَرْضِ، اَوْ مَفَاتِيحَ الْاَرْضِ، وَاِنِّى وَاللّٰهِ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِى وَلٰكِنِّى اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا .

৩৭৮৫/১২৫. আমর ইবনে খালিদ র. ..... হযরত উকবা (ইবনে আমির জুহানী) রা. থেকে বর্ণিত যে, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মদীনা থেকে) বের হয়ে (উহুদ প্রান্তরে গিয়ে) উহুদের শহীদগণের জন্য জানাযার নামাযের ন্যায় নামায আদায় করলেন। এরপর মিম্বরের দিকে ফিরে এসে বললেন, আমি তোমাদের অগ্রগামী ব্যক্তি এবং আমিই তোমাদের সাক্ষ্যদাতা। আমি এ মুহূর্তেই আমার হাউয (কাউছার) দেখতে পাচ্ছি। আমাকে পৃথিবীর ধনভাণ্ডারের চাবি দেয়া হয়েছে অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) বললেন مَفَاتِيحُ الْاَرْضِ তবে অর্থে কোন পার্থক্য নেই, তথা আমাকে পৃথিবীর চাবি দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্‌র কসম! আমার ইন্তিকালের পর তোমরা শির্‌কে লিপ্ত হবে– আমার এ ধরনের কোন আশংকা নেই। তবে আমি আশংকা করি যে, তোমরা পৃথিবীর ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে পড়বে। (অর্থাৎ, পার্থিব ধন-দৌলতের লোভে পড়ে পরস্পরে হিংসা-বিদ্বেষ রাখতে আরম্ভ করবে।)

উপকারিতা ঃ শিরোনামের সাথে মিল فَصَلّٰى عَلٰى اَهْلِ اُحُدٍ বাক্যে ব্যাখ্যার জন্য হাদীস নং ৮৫ দ্রষ্টব্য।

এ হাদীসটি ৫৭৮ নং পৃষ্ঠায় এসেছে।

٢١٩٢. بَابُ غَزْوَةِ الرَّجِيعِ وَرِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَبِئْرِ مَعُونَةَ وَحَدِيثِ عَضَلٍ وَالْقَارَةِ وَعَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ وَخُبَيْبٍ وَاَصْحَابِهِ، قَالَ ابْنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ اَنَّهَا بَعْدَ اُحُدٍ .

২১৯২. অনুচ্ছেদ ঃ রাজী', রি'ল, যাক্‌ওয়ান, বীরে মাউনার যুদ্ধ এবং আযাল, কারাহ্‌, আসিম ইবনে সাবিত, খুবাইব রা. ও তাঁর সঙ্গীদের ঘটনা। ইবনে ইসহাক র. বলেন, আসিম ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেছেন যে, রাজীর যুদ্ধ উহুদের যুদ্ধের পর সংঘটিত হয়েছিল।

ব্যাখ্যা ঃ হাফিজ আইনী র. ও হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী র. এর মতে আবু যর রা. এর রেওয়ায়াতে بَاب শব্দ নেই। উদ্দেশ্য হল, غَزْوَةُ الرَّجِيعِ ।

رَجِيع ঃ রায়ের উপর যবর, জীমের নিচে যের। ইয়া সাকিন। رَجِيع এর আভিধানিক অর্থ গোবর। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য বনু হুযাইলের স্থান। যেহেতু এ ঘটনাটি রাজী' নামক স্থানের নিকটবর্তী সংঘটিত হয়েছিল, সেহেতু এ ঘটনার নাম রাখা হয়েছে রাজী' যুদ্ধ। (উমদা, ফাতহ)

ইবনে কাসীর র. বলেছেন, রাজী' বনু হুযাইলের এটি পানির স্থান অর্থাৎ, রাজী' বনু হুযাইলের একটি পুকুরের নাম। উদ্দেশ্যে কোন পার্থক্য হবে না। অর্থাৎ, রাজী' একটি জায়গার নাম, যার দিকে এ ঘটনাটি সম্বন্ধযুক্ত।

وَرِعْل وَذَكْوَان ঃ অর্থাৎ রি'ল ও যাকওয়ান যুদ্ধ। رِعْل রায়ের নিচে যের, আইনের উপরে জযম, লামসহকারে। ذَكْوَان যালের উপর যবর। রি'ল এবং যাকওয়ান দুটি গোত্র। আরব গোত্রগুলোর মধ্য থেকে বনু সুলাইমের দুটি শাখা। بِئْر مَعُوْنَة ঃ মীমের উপর যবর, আইনের উপর পেশ, ওয়াও এর উপর জযম, নূনসহকারে। মাউনা একটি স্থানের নাম। এটি মক্কা এবং উসফানের মর্ধবর্তী স্থানে অবস্থিত।

রি'ল ও যাকওয়ানের অত্যাচারের ঘটনা এখানেই সংঘটিত হয়েছে। এজন্য এটাকে বীরে মাউনার ঘটনা বলে। এরই অপর নাম সারিয়্যাতুল কুররা। বীরে মাউনার ঘটনায় এর বিস্তারিত বিবরণ আছে। সারকথা এই যে, রাজী' যুদ্ধের ঘটনার সম্পর্ক আযল ও কারার সাথে, বীরে মাউনার সম্পর্ক রি'ল ও যাকওয়ানের সাথে।

ইমাম বুখারী র. আলাদা আলাদা দুটি ঘটনাকে একই অনুচ্ছেদে একই সাথে বর্ণনা করেছেন। কারণ, একই বছর ৪ হিজরীতে একই মাসে তথা সফর মাসে দুটি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

ওয়াকিদীর বিবরণ, বীরে মাউনার সংবাদ এবং রাজী'ওয়ালাদের সংবাদ একই রাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পান। হযরত আনাস রা. এর রেওয়ায়াত দ্বারা জানা যাবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু লাহইয়ান, বনু উসাইয়্যা প্রমুখের উপর একই সাথে বদদোয়া করেছেন। বিস্তারিত বিবরণ লক্ষ্য করুন।

রাজী'র ঘটনা

সফর মাসের শুরুতে আযল ও কারার কিছু সংখ্যক লোক রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হাজির হয়ে আরজ করল যে, আমাদের গোত্রের কিছুসংখ্যক লোক মুসলমান হয়ে গেছে। অতএব, এরূপ কিছু সংখ্যক লোক আমাদের সাথে প্রেরণ করুন, যারা আমাদের দীনি কথাবার্তা শিক্ষা দিবে এবং কুরআনের তালীম দিবে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে দশ জন লোক পাঠালেন। আমীর নিযুক্ত করলেন হযরত আসিম ইবনে সাবিত রা.-কে। কিন্তু ইবনে ইসহাক র.-এর বিবরণ হল, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে ৬ জন লোক পাঠান। আমীর নিযুক্ত করেন মারছাদ ইবনে আবু মারছাদ রা. কে। মুসা ইবনে উকবা র. এর উক্তিও এটাই। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ঃ ৪/৬৩) وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

তারা যখন রাজী' নামক স্থানে পৌঁছেন তখন সে সব গাদ্দার সাহাবায়ে কিরামের সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। হুযাইল গোত্রের ২০০ যুবক ডেকে আনে। তন্মধ্যে ১০০ ছিল তীরন্দাজ। সাহাবায়ে কিরাম সে সব কাফিরকে দেখে টিলার উপর আরোহণ করেন। কাফিররা সাহাবায়ে কিরামের দলকে ঘেরাও করে ফেলে। তারা বলে, তোমরা নিচে নেমে আস, আমরা তোমাদেরকে নিরাপত্তা দিব। আমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, একজনকেও হত্যা করব না। আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য শুধু তোমাদের মাধ্যমে মক্কাবাসীদের কাছ থেকে কিছু সম্পদ লাভ করা। হযরত আসিম রা. বললেন, আমি কাফিরের আশ্রয়ে কখনও নামব না এবং নিম্নোক্ত দোয়া করলেন– اَللّٰهُمَّ اَخْبِرْ عَنَّا رَسُوْلَكَ

"হে আল্লাহ! স্বীয় রাসূলকে আমাদের অবস্থার সংবাদ দাও।"

এরপর হযরত আসিম রা. ৭ জন সঙ্গীসহ কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে যান। অবশিষ্ট ৩ জন তথা হযরত যায়েদ ইবনে দাছনা, খুবাইব ইবনে আদী এবং আবদুল্লাহ ইবনে তারিক রা. কাফিরদের সাথে প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে টিলা থেকে নিচে নেমে আসেন। কাফিররা তাদের ৩ জনকেই বেঁধে ফেলে। তখনই আবদুল্লাহ ইবনে তারিক রা. বললেন, এটা হল প্রথম প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ। ভবিষ্যতে কি করবে তা জানা নেই। কিছুদূর যেয়েই জাহরান নামক স্থানে পৌঁছে আবদুল্লাহ ইবনে তারিক রা. হাত ছাড়াতে সক্ষম হয়েছেন। তলোয়ার হাতে নিয়ে নেন। কিন্তু কাফিররা পাথর মেরে তাকে শহীদ করে দেয়। হযরত খুবাইব রা. ও যায়েদ রা. কে মক্কা নিয়ে যায়। মক্কার কুরাইশদের নিকট ছিল হুযাইলের দুই কয়েদী। তাদের বিনিময়ে তারা এ দুজনকে বিক্রি করে দেয়।

সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া (যার পিতা উমাইয়া ইবনে খালফ বদর যুদ্ধে নিহত হয়) হযরত যায়েদ রা. কে স্বীয় পিতার পরিবর্তে হত্যার জন্য ক্রয় করে নেয়। হযরত খুবাইব রা. এর হাতে বদর যুদ্ধে হারিস ইবনে আমির মারা যায়। এজন্য হারিসের পুত্ররা হযরত খুবাইব রা.-কে স্বীয় পিতার পরিবর্তে হত্যার জন্য ক্রয় করে।

সাফওয়ান স্বীয় গোলাম নিসতাসের সাথে হযরত যায়েদ ইবনে দাছনা রা.-কে হত্যার উদ্দেশ্যে হেরেমের বাইরে তানঈমে পাঠিয়ে দেয়। হত্যালীলা দেখার জন্য কুরাইশের একটি দল তানঈমে সমবেত হয়। তন্মধ্যে ছিল আবু সুফিয়ান ইবনে হারবও। হযরত যায়েদ রা. কে হত্যার জন্য সামনে আনা হলে আবু সুফিয়ান বলল, যায়েদ! তোমাকে ছেড়ে দিয়ে মুহাম্মদকে তোমার পরিবর্তে হত্যা করলে আর তুমি ঘরে আরামে থাকলে কি সেটা পছন্দ করবে? হযরত যায়েদ রা.ঝাঝালো কণ্ঠে বললেন, আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর গায়ে একটি কাঁটা বিদ্ধ হবে আর আমি নিজের পরিবার পরিজনে থাকব এটাও আমার কাছে অসহনীয়। আবু সুফিয়ান বলল, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি এরূপ প্রেমিক ও প্রাণ উৎসর্গকারী কাউকে দেখিনি, যেরূপ মুহাম্মদের সাথীরা তাঁকে ভালবাসে। অতঃপর নিসতাস হযরত যায়েদ রা.-কে শহীদ করে দেয়। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। পরবর্তীতে নিসতাস ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

হযরত খুবাইব রা. মহররম মাস শেষ হওয়া পর্যন্ত তাদের হাতে বন্দি থাকলেন, যারা তাকে হত্যার জন্য মনস্থ করেছিল। হারিসের কন্যা যায়নাবের (পরবর্তীতে তিনি মুসলমান হয়ে যান) কাছ থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা লাভের উদ্দেশ্যে একটি ক্ষুর চেয়ে নেন। যায়নাব একটি ক্ষুর দিয়ে তার কাজে রত হয়। যায়নাবের বিবরণ, অল্প কিছুক্ষণ পরে দেখি, আমার বাচ্চা খুবাইবের হাটুর উপর বসে আছে। আর তার হাতে ক্ষুর। এ দৃশ্য দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। হযরত খুবাইব রা. এ অবস্থা দেখে বললেন, তুমি কি আশঙ্কা কর, আমি তোমার বাচ্চাকে হত্যা করব? কখনও নয়। ইনশাআল্লাহ কখনও আমার কাছ থেকে এরূপ কাজ হবে না। এরপর তিনি এ শিশুটিকে ছেড়ে দেন। হযরত খুবাইব রা. -কে হত্যার উদ্দেশ্যে হেরেমের বাইরে তানঈমে নিয়ে গেলেন। তিনি বললেন, আমাকে সামান্য এতটুকু সময় দাও যাতে দু'রাকআত নামায পড়তে পারি। লোকজন তাকে অনুমতি দিল। তিনি খুশূ-খুযূ ও বিনয়ের সাথে দু'রাকআত নামায আদায় করলেন। মুশরিকদের সম্বোধন করে বললেন, আমি মৃত্যুভয়ে দেরি করছি এটা যদি আমি মনে না করতাম তাহলে আরও সময় লাগিয়ে নামায পড়তাম। এরপর তিনি নিম্নোক্ত দোয়া করেন–

اَللّٰهُمَّ احْصِهِمْ عَدَدًا وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا ـ وَلَا تُبْقِ مِنْهُمْ اَحَدًا ـ

"হে আল্লাহ! তাদের এককে জন করে আপনি ধ্বংস করে দিন। তাদের একজনকেও আপনি ছেড়ে দিবেন না। এরপর কিছু কাব্য পাঠ করেন, যেগুলো হাদীসের অনুবাদে আসছে। এরপর হযরত খুবাইব রা.-কে শূলির উপর ঝুলিয়ে দেয়া হয় এবং তিনি শহীদ হয়ে যান। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন।"

٣٧٨٦. حَدَّثَنِى اِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِى سُفْيَانَ الثَّقَفِىِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ بَعَثَ النَّبِىُّ ﷺ سَرِيَّةً عَيْنًا وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ وَهُوَ جَدُّ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رض. فَانْطَلَقُوا حَتَّى اِذَا كَانَ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ، ذُكِرُوا لِحَىٍّ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو لِحْيَانَ فَتَبِعُوهُمْ بِقَرِيبٍ مِنْ مِائَةِ رَامٍ. فَاقْتَصُّوا اٰثَارَهُمْ حَتَّى اَتَوْا مَنْزِلاً نَزَلُوهُ، فَوَجَدُوا فِيهِ نَوَى تَمْرٍ تَزَوَّدُوهُ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَقَالُوا هٰذَا تَمْرُ يَثْرِبَ. فَتَبِعُوا اٰثَارَهُمْ حَتَّى لَحِقُوهُمْ. فَلَمَّا انْتَهٰى عَاصِمٌ وَاَصْحَابُهُ لَجَئُوا اِلٰى فَدْفَدٍ. وَجَاءَ الْقَوْمُ فَاَحَاطُوا بِهِمْ فَقَالُوا لَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ اِنْ نَزَلْتُمْ اِلَيْنَا اَنْ لاَ نَقْتُلَ مِنْكُمْ رَجُلاً، فَقَالَ عَاصِمٌ اَمَّا اَنَا فَلاَ اَنْزِلُ فِى ذِمَّةِ كَافِرٍ، اَللّٰهُمَّ اَخْبِرْ عَنَّا رَسُولَكَ، فَقَاتَلُوهُمْ فَرَمَوْهُمْ حَتَّى قَتَلُوا عَاصِمًا فِى سَبْعَةِ نَفَرٍ بِالنَّبْلِ. وَبَقِىَ خُبَيْبٌ وَزَيْدٌ وَرَجُلٌ اٰخَرُ، فَاَعْطَوْهُمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ فَلَمَّا اَعْطَوْهُمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ نَزَلُوا اِلَيْهِمْ. فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ حَلُّوا اَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَرَبَطُوهُمْ، فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ الَّذِى مَعَهُمَا هٰذَا اَوَّلُ الْغَدْرِ فَاَبٰى اَنْ يَصْحَبَهُمْ فَجَرَّرُوهُ وَعَالَجُوهُ عَلٰى اَنْ يَصْحَبَهُمْ فَلَمْ يَفْعَلْ فَقَتَلُوهُ، وَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبٍ وَزَيْدٍ حَتَّى بَاعُوهُمَا بِمَكَّةَ، فَاشْتَرٰى خُبَيْبًا بَنُو الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلٍ وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ يَوْمَ بَدْرٍ. فَمَكَثَ عِنْدَهُمْ اَسِيرًا حَتَّى اِذَا اَجْمَعُوا قَتْلَهُ اسْتَعَارَ مُوسٰى مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الْحَارِثِ لِيَسْتَحِدَّ بِهَا، فَاَعَارَتْهُ قَالَتْ فَغَفَلْتُ عَنْ صَبِىٍّ لِى فَدَرَجَ اِلَيْهِ حَتَّى اَتَاهُ فَوَضَعَهُ عَلٰى فَخِذِهِ، فَلَمَّا رَاَيْتُهُ فَزِعْتُ فَزْعَةً عَرَفَ ذَالِكَ مِنِّى وَفِى يَدِهِ الْمُوسٰى، فَقَالَ اَتَخْشَيْنَ اَنْ اَقْتُلَهُ ؟ مَا كُنْتُ لِاَفْعَلَ ذٰلِكَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى، وَكَانَتْ تَقُولُ مَا رَاَيْتُ اَسِيرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ. لَقَدْ رَاَيْتُهُ يَاْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِنَبٍ وَمَا بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ ثَمَرَةٌ، وَاِنَّهُ لَمُوثَقٌ فِى الْحَدِيدِ، وَمَا كَانَ اِلاَّ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللّٰهُ. فَخَرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَامِ لِيَقْتُلُوهُ، فَقَالَ دَعُونِى، اُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ اِلَيْهِمْ فَقَالَ لَوْلاَ اَنْ تَرَوْا اَنَّ مَابِى جَزَعٌ مِنَ الْمَوْتِ لَزِدْتُ، فَكَانَ اَوَّلَ مَنْ سَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْقَتْلِ هُوَ، ثُمَّ قَالَ : اَللّٰهُمَّ اَحْصِهِمْ عَدَدًا ثُمَّ قَالَ :

مَا اِنْ اُبَالِى حِينَ اُقْتَلُ مُسْلِمًا * عَلٰى اَىِّ شِقٍّ كَانَ لِلّٰهِ مَصْرَعِى.

وَذٰلِكَ فِى ذَاتِ الْاِلٰهِ وَاِنْ يَشَاْ * يُبَارِكْ عَلٰى اَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ.

ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَتَلَهُ، وَبَعَثَتْ قُرَيْشٌ إِلَى عَاصِمٍ لِيُؤْتَوْا بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ يَعْرِفُونَهُ، وَكَانَ عَاصِمٌ قَتَلَ عَظِيمًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ، فَبَعَثَ اللّٰهُ عَلَيْهِ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ، فَحَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ، فَلَمْ يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ ـ

৩৭৮৬/১২৬. ইব্‌রাহীম ইবনে মুসা রা. ...... হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মুশরিকদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য) (আসিম ইবনে সাবিত রা. আসিম ইবনে উমাইর ইবনে খাত্তাব রা.-এর নানা। তবে বুখারীর ব্যাখ্যাতা আল্লামা কিরমানী র. বলেন, নানা হলেন কারো কারো মতে। অধিকাংশের মতে তিনি মামা ছিলেন।-(উমদা।) আসিম ইবনে সাবিত আনসারী রা-এর নেতৃত্বে একটি গোয়েন্দা দল কোথাও প্রেরণ করলেন। যেতে যেতে তারা উসফান ও মক্কার মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছলে হুযাইল গোত্রের একটি শাখা বণু লিহ্ইয়ানের নিকট তাঁদের আগমনের কথা জানিয়ে দেওয়া হল। এ সংবাদ পাওয়ার পর বণু লিহ্ইয়ানের প্রায় একশ তীরন্দাজ সমভিব্যহারে তাদের প্রতি ধাওয়া করল। দলটি মুসলিম গোয়েন্দা দলের পদচিহ্ন অনুসরণ করে এমন এক স্থানে গিয়ে পৌঁছল, যে স্থানে অবতরণ করে সাহাবীগণ খেজুর খেয়েছিলেন। তারা সেখানে খেজুরের আঁটি দেখতে পেল যা সাহাবীগণ মদীনা থেকে পাথেয়রূপে এনেছিলেন। যা সেখানে বসে খাচ্ছিলেন। তখন তারা বলল, এগুলো তো ইয়াসরিবের (মদীনার) খেজুর (এর আঁটি)। এরপর তারা পদচিহ্ন ধরে খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত তাঁদেরকে ধরে ফেলল। আসিম ও তাঁর সাথীগণ বুঝতে পেরে যাত্রা বিরতি করে (অচল হয়ে) একটি উঁচু টিলায় উঠে আশ্রয় নিলেন (তার উপর উঠলেন)।

এবার শত্রুদল এসে তাঁদেরকে ঘিরে ফেলল এবং বলল, আমরা তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, যদি তোমরা নেমে আস তাহলে আমরা তোমাদের একজনকেও হত্যা করব না। আসিম রা. বললেন, আমি কোন কাফিরের প্রতিশ্রুতিতে আশ্বস্ত হয়ে এখন থেকে অবতরণ করব না। হে আল্লাহ! আমাদের এ সংবাদ আপনার রাসূলের নিকট পৌঁছিয়ে দিন। এরপর তারা মুসলিম গোয়েন্দা দলের প্রতি আক্রমণ করল এবং তীর বর্ষণ শুরু করল। এভাবে তারা আসিম রা-সহ সাতজনকে তীর নিক্ষেপ করে শহীদ করে দিল। এখন শুধু বাকী রইলেন খুবাইব রা., যায়েদ রা. এবং অপর একজন (আবদুল্লাহ্ ইবনে তারিক) রা.। পুনরায় তারা তাদেরকে ওয়াদা দিল। এই ওয়াদায় আশ্বস্ত হয়ে তাঁরা তাদের কাছে নেমে এলেন। এবার তারা তাঁদেরকে কাবু করে ফেলার পর নিজেদের ধনুকের তার খুলে এর দ্বারা তাঁদেরকে বেঁধে ফেলল। এ দেখে তাঁদের (যুবাইর ও যায়েদের) সাথী তৃতীয় সাহাবী (আবদুল্লাহ্ ইবনে তারিক) রা. বললেন, এটাই প্রথম গাদ্দারী। তাই তিনি তাদের সাথে যেতে অস্বীকার করলেন। তারা তাঁকে তাদের সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য বহু টানা-হেঁচড়া করল এবং বহু চেষ্টা করল। কিন্তু তিনি তাতে রাজি হলেন না। অবশেষে কাফিররা তাঁকে শহীদ করে দিল এবং খুবাইব ও যায়েদ রা-কে মক্কার বাজারে নিয়ে বিক্রি করে দিল। হারিস ইবনে আমির ইবনে নাওফাল এর ছেলেরা খুবাইব রা.-কে কিনে নিল। কেননা বদর যুদ্ধের দিন খুবাইব রা. হারিসকে হত্যা করেছিলেন। তাই তিনি তাদের নিকট বেশ কিছু দিন বন্দী অবস্থায় কাটান। অবশেষে তারা তাঁকে হত্যা করার দৃঢ় সংকল্প করলে তিনি নাভির নিচের পশম পরিষ্কার করার জন্য হারিসের কোন এক কন্যার (যায়নবের) নিকট থেকে একটি ক্ষুর চাইলেন। সে তাঁকে তা দিল। (পরবর্তীকালে মুসলমান হওয়ার পর) হারিসের উক্ত কন্যা বর্ণনা করছেন যে, আমি আমার একটি শিশু বাচ্চা সম্পর্কে অসাবধান থাকায় সে পায়ে হেঁটে তাঁর কাছে চলে যায় এবং তিনি তাকে স্বীয় উরুর উপর বসিয়ে রাখেন। এ সময় তাঁর হাতে ছিল সেই ক্ষুর। এ দেখে আমি অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি। খুবাইব রা. তা বুঝতে পেরে বললেন, এ সময় তার হাতে ক্ষুর ছিল তাকে মেরে ফেলব বলে তুমি কি ভয় পাচ্ছ? ইন্‌শা আল্লাহ্ আমি তা করব না। যায়নাব বারবার বলছিলেন–

مَارَأَيْتُ أَسِيرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِنَبٍ وَمَا بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ ثَمَرَةٌ وَانَّهُ لَمُوثَقٌ فِى الْحَدِيْدِ وَمَا كَانَ اِلَّارِزْقٌ رَزَقَهُ اللّٰهُ ـ

তিনি (হারিসের কন্যা) বলতেন, আমি খুবাইব রা. থেকে উত্তম বন্দী আর কখনো দেখিনি।

আমি তাকে আঙ্গুরের থোকা থেকে আঙ্গুর খেতে দেখেছি। অথচ তখন মক্কায় কোন ফলই ছিল না। অধিকন্তু তিনি তখন লোহার শিকলে আবদ্ধ ছিলেন। এ আঙ্গুর তার জন্য আল্লাহ্‌র তরফ থেকে প্রদত্ত রিযিক ব্যতীত আর কিছুই নয়। এরপর তারা তাঁকে হত্যা করার জন্য হারাম শরীফের বাইরে নিয়ে যায়। তিনি তাদেরকে বললেন, আমাকে দু'রাকআত নামায আদায় করার সুযোগ দাও। (নামায আদায় করে) তিনি তাদের কাছে ফিরে এসে বললেন, আমি মৃত্যুর ভয়ে শংকিত হয়ে পড়েছি, তোমরা যদি এ কথা মনে না করতে তাহলে আমি (নামাযকে) আরো দীর্ঘায়িত করতাম। হত্যার পূর্বে দু'রাকআত নামায আদায়ের সুন্নত প্রবর্তন করেছেন সর্বপ্রথম তিনিই। এরপর তিনি বদদোয়া করে বললেন, হে আল্লাহ্! তাদেরকে এক এক করে গুণে রাখুন। (অর্থাৎ, একে একে তাদেরকে ধ্বংস করুন, কাউকে ছেড়ে দেবেন না) এরপর তিনি দু'টি পঙক্তি আবৃত্তি করলেন–

مَااِنْ اُبَالِىْ حِيْنَ اُقْتَلُ مُسْلِمًا * عَلٰى اَىِّ شِقٍّ كَانَ لِلّٰهِ مَصْرَعِىْ ـ

"যেহেতু আমি মুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করছি তাই আমার কোন শঙ্কা নেই। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে কোন পার্শ্বেই আমি ঢলে পড়ি না কেন।"

وَذَالِكَ فِىْ فِىْ ذَاتِ الْاِلٰهِ وَاِنْ يَشَاءُ * يُبَارِكْ عَلٰى اَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ ـ

"আমি যেহেতু আল্লাহ্‌র পথেই মৃত্যুবরণ করছি, তাই তিনি ইচ্ছা করলে আমার ছিন্নভিন্ন প্রতিটি অঙ্গে বরকত দান করতে পারেন।"

এরপর উকবা ইবনে হারিস তাঁর দিকে এগিয়ে গেল এবং তাঁকে শহীদ করে দিল। কুরাইশ গোত্রের লোকেরা (অর্থাৎ, যখন কুরাইশদের নিকট আসিম রা. এর মৃত্যু সংবাদ পৌছল) আসিম রা-এর শাহাদতের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাঁর মৃতদেহ থেকে কিছু অংশ নিয়ে আসার জন্য (যাতে তারা তাকে চিনতে পারে) লোক পাঠিয়েছিল। কারণ আসিম রা. বদর যুদ্ধের দিন তাদের একজন বড় নেতাকে হত্যা করেছিলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা মেঘের মত এক ঝাঁক মৌমাছি পাঠিয়ে দিলেন, যা তাদের প্রেরিত লোকদের হাত থেকে আসিম রা-কে রক্ষা করল। ফলে তারা তাঁর দেহ থেকে কোন অংশ নিতে সক্ষম হল না।

উপকারিতা ঃ ১। শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট।

২। এ হাদীসটি জিহাদে (পৃ. ৪২৭) ও মাগাযীতে (পৃ. ৫৬৮, ৫৮৫, ১১০০) এসেছে।

৩। عُسْفَان ঃ আইনের উপর পেশ, সীনের উপর জযম। بَنُو لِحْيَان ঃ লামের নিচে যের, কারও কারও মতে যবর। লিহইয়ান হল, হুযাইলের পুত্র। বাকি ব্যাখ্যার জন্য হাদীস নং ৩৯ দেখুন।

٣٧٨٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حدثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ الَّذِى قَتَلَ خُبَيْبًا هُوَ اَبُو سَرْوَعَةَ ـ

৩৭৮৭/১২৭. আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ রা. ...... হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খুবাইব রা-এর হত্যাকারী হল আবু সারওয়াআ (উকবা ইবনে হারিস)।

উপকারিতা ঃ আবু সারওয়াআর নাম হল উকবা ইবনে হারিস।

৩৭৮৮. حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَبْعِينَ رَجُلاً لِحَاجَةٍ يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ، فَعَرَضَ لَهُمْ حَيَّانِ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ رِعْلٌ وَذَكْوَانُ عِنْدَ بِئْرٍ يُقَالُ لَهَا بِئْرُ مَعُونَةَ، فَقَالَ الْقَوْمُ : وَاللَّهِ مَا إِيَّاكُمْ أَرَدْنَا إِنَّمَا نَحْنُ مُجْتَازُونَ فِي حَاجَةٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَتَلُوهُمْ فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِمْ شَهْرًا فِي صَلاَةِ الْغَدَاةِ وَذَاكَ بَدْءُ الْقُنُوتِ، وَمَا كُنَّا نَقْنُتُ * قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ : وَسَأَلَ رَجُلٌ أَنَسًا عَنِ الْقُنُوتِ أَبَعْدَ الرُّكُوعِ، أَوْ عِنْدَ فَرَاغٍ مِنَ الْقِرَاءَةِ ؟ قَالَ لاَ : بَلْ عِنْدَ فَرَاغٍ مِنَ الْقِرَاءَةِ .

৩৭৮৮/১২৮. আবু মা'মার র. ..... হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক প্রয়োজনে (ইসলাম প্রচারের জন্য) সত্তরজন সাহাবীকে (এক জায়গায়) পাঠালেন, যাদের ক্বারী বলা হত। বনু সুলাইম গোত্রের দু'টি শাখারি'ল ও যাকওয়ান বীরে মাঊনা নামক একটি কূপের নিকট তাদেরকে আক্রমণ করলে তাঁরা বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমরা তোমাদের সাথে লড়াই করার উদ্দেশ্যে আসিনি (অর্থাৎ আমরা যুদ্ধের জন্য আসিনি)। আমরা তো কেবল নবী করীম সা-এর নির্দেশিত একটি কাজের জন্য এ পথ দিয়ে যাচ্ছি। এতদ্‌সত্ত্বেও তারা তাদেরকে হত্যা করে দিল। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মাস পর্যন্ত ফজরের নামাযে তাদের জন্য বদদোয়া করলেন। এভাবেই কুনূত (কুনূতে নাযিলা) পড়া আরম্ভ হয়। (রাবী বলেন, এর পূর্বে আমরা) কখনো আর কুনূত (এ নাযিলা) পড়িনি। আবদুল আযীয র. বলেন, এক ব্যক্তি আনাস রা-কে জিজ্ঞেস করলেন, কুনূত কি রুকুর পর পড়তে হবে, না কিরা'আত শেষ করে পড়তে হবে? (অর্থাৎ, রুকুর পূর্বে) উত্তরে তিনি বললেন, না, কিরা'আত শেষ করে পড়তে হবে। (অর্থাৎ, রুকুর পূর্বে।)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে সারিয়্যাতুল কুররা তথা বীরে মাঊনার ঘটনা রয়েছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য লক্ষ্য করুন–

বীরে মাঊনার ঘটনা

সফর মাস চতুর্থ হিজরী মুতাবিক ৬২৬ খ্রিস্টাব্দে এ ঘটনা ঘটেছে। মালাইবুল আসিন্নাহ্‌ নামে খ্যাত আবু বারা আমির ইবনে মালিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। কিন্তু আবু বারা না ইসলাম গ্রহণ করে, না ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে। বরং সে আরজ করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যদি কিছু সংখ্যক সাহাবীকে নজদবাসীর নিকট পাঠান এবং তারা দীনের দাওয়াত দেয় তবে আমি আশা করি তারা ইসলাম গ্রহণ করবে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি নজদীদের ব্যাপারে আশঙ্কা করি। আবু বারা বলল, আপনি একদম ভয় করবেন না। আমি দায়-দায়িত্ব নিচ্ছি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন কারী রূপে প্রসিদ্ধ ৭০ জন সাহাবীকে তাদের সাথে পাঠিয়ে দেন। অধিনায়ক নিযুক্ত করেন মুনযির ইবনে আমর সাইদী রা.-কে। কারীদের এ দলটি ছিল নেহায়েত পবিত্র স্বভাবের। তাঁরা দিনে লাকড়ি সংগ্রহ করতেন এবং বিকেলে এগুলো বিক্রি করে আসহাবে সুফফার জন্য খাবার আনতেন। রাতের কিছু অংশ দরসে কুরআনে আর কিছু অংশ তাহাজ্জুদে অতিক্রম করতেন।

কারীগণ যখন এখান থেকে যেয়ে বীরে মাঊনায় (এ স্থানটি বনু আমির এলাকা ও বনু সুলাইমের প্রস্তরময় ভূমির মাঝখানে অবস্থিত) পৌঁছেন, তখন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চিঠি আনাস রা. এর মামা হারাম ইবনে মিলহানের হাতে আমির ইবনে তুফাইলের নিকট প্রেরণ করেন। যে ছিল আবু বারার ভাতিজা এবং বনু আমিরের নেতা।

আমির ইবনে তুফাইল চিঠি পড়ার পূর্বেই এক ব্যক্তিকে তাকে হত্যা করার জন্য ইঙ্গিত দেয়। সে হারাম ইবনে মিলহান রা. কে শহীদ করে দেয়। হযরত হারাম ইবনে মিলহান রা. এর মুবারক জবানে তখন উচ্চারিত হল– اَللّٰهُ اَكْبَرُ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ অর্থাৎ আল্লাহ্ সবচেয়ে মহান, কা'বার প্রভুর কসম! আমি সফল হয়ে গেছি। এরপর সে আপন সম্প্রদায় বনু আমিরকে সে সব মুসলমানদের সবাইকে হত্যা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে, কিন্তু আবু বারার প্রতিশ্রুতি– চুক্তি ও নিরাপত্তার কারণে বনু আমির তা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল। তারা পরিষ্কার বলল, আমরা আমাদের নেতা আবু বারা-এর দায়-দায়িত্বকে হালকা বা হেয় করতে পারি না। তখন আমির ইবনে তুফাইল বনু সুলাইমকে উপরোক্ত কথা বলল, ফলে বনু সুলাইমের রি'ল, যাকওয়ান ও উসাইয়্যা গোত্র প্রস্তুত হয়ে গেল। তারা সবাই মিলে সমস্ত সাহাবায়ে কিরামকে ঘিরে ফেলল। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসিনি। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে একটি কাজের জন্য আদিষ্ট। আমরা সেখানেই যাচ্ছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও কাফিররা মানল না। বাধ্য হয়ে সাহাবায়ে কিরাম সামান্য প্রতিরোধ করলেন। কিন্তু তাদের সবাইকে শহীদ করে দেয়া হয়। শুধু কা'ব ইবনে যায়েদ আনসারী রা. যিনি মারাত্মকভাবে আহত হওয়া সত্ত্বেও শহীদদের মাঝখান থেকে কোনক্রমে বেঁচে যান। এরপর কিছুকাল জীবিত থাকেন। অতঃপর খন্দকের যুদ্ধে শহীদ হন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিঊন।

তাছাড়া আরও দুইজন সাহাবী বেঁচে যান। একজনের নাম ইবনে কাইয়্যিম র.-এর উক্তি মতে মুনযির ইবনে উকবা ইবনে আমির, আর ইবনে হিশাম র.-এর উক্তি অনুসারে মুনযির ইবনে মুহাম্মদ। অপরজনের নাম ছিল আমর ইবনে উমাইয়া যামরী রা.। তারা দু'জন পশু চরাতে গিয়েছিলেন জঙ্গলে। হঠাৎ করে আকাশের দিকে পাখি উড়তে দেখে তারা ঘাবড়ে গেলেন। বললেন, নিশ্চয়ই কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে। কাছে এসে ঠিকই দেখলেন সমস্ত সাথী রক্তস্নাত অবস্থায় শাহাদতের বিছানায় শায়িত আছে। উভয়ে পরামর্শ করলেন এখন কি করা যায়। আমর ইবনে উমাইয়া বললেন, মদীনায় চলে যাব, প্রিয়নবী সা-কে এর সংবাদ দিব। মুনযির রা. বললেন, সংবাদ তো পেয়ে যাবেন। কিন্তু শাহাদত কেন ছেড়ে দিব? মোটকথা, উভয়েই সামনে অগ্রসর হলেন। হযরত মুনযির রা. লড়াই করে শহীদ হয়ে গেলেন। আমর ইবনে উমাইয়্যা রা.-কে তারা গ্রেফতার করে আমির ইবনে তুফাইলের নিকট নিয়ে গেল। আমির তার মাথার চুল কেটে এই বলে ছেড়ে দিল যে, আমার মা একটি গোলাম আজাদ করার মান্নত করেছিলেন। অর্থাৎ, আমি এই মান্নত পুরণার্থে তোমাকে আজাদ করে দিচ্ছি।

আবু বারা ইবনে আমির ইবনে মালিক এ দুর্ঘটনায় মারাত্মক কষ্ট পেলেন। কারণ, তার নিরাপত্তায় তার ভাতিজা ত্রুটি করল।

এ যুদ্ধে হযরত সিদ্দীকে আকবর রা. এর আজাদকৃত গোলাম আমির ইবনে ফুহাইরা রা. শহীদ হন। তাঁর লাশ আসমানে তুলে নেয়া হয়। এ জন্য আমির ইবনে তুফাইল লোকজনকে জিজ্ঞেস করল, مَنِ الرَّجُلُ مِنْهُمْ لَمَّا قُتِلَ رَأَيْتُهُ رُفِعَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ حَتّٰى رَأَيْتُ السَّمَاءَ مِنْ دُوْنِهٖ -

"মুসলমানদের মধ্যে সে লোক কে যাকে হত্যার পর আমি দেখলাম তাকে আসমান ও জমিনের মাঝখানে তুলে নেয়া হল, এমনকি আসমান তার নিচে থেকে গেল?

বুখারী শরীফের রেওয়ায়াতে শুধু তিন হাদীসের পর ৫৮৭ পৃষ্ঠার মধ্যে আমির ইবনে তুফাইল বলল, لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدَ مَا قُتِلَ رُفِعَ اِلَى السَّمَاءِ حَتّٰى اِنِّىْ لَاَنْظُرُ اِلَى السَّمَاءِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْاَرْضِ ثُمَّ وُضِعَ সে ব্যক্তিকে হত্যা করার পর আমি দেখেছি যে, তার লাশ আসমান ও জমিনের মাঝে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। ফলে আসমান ও জমিনেন মাঝে ঝুলন্ত রয়েছে। অতঃপর জমিনের উপর রেখে দেয়া হয়েছে। আমর ইবনে উমাইয়া যখন বীরে মাঊনা থেকে রওয়ানা হন তখন পথিমধ্যে একটি গাছের নিচে বনু আমিরের দুব্যক্তি ঘুমিয়েছিল।

আমর ইবনে উমাইয়া মনে করল, এ গোত্রপতি আমির ইবনে তুফাইল ৭০ জন মুসলমানকে শহীদ করেছেন। ফলে এর প্রতিশোধে তিনি তাদের দু'জনকে হত্যা করেন। কিন্তু সে দু'জন মুশরিক ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ। আমর ইবনে উমাইয়া যামরী এ খবর জানতেন না। তিনি যখন মদীনা এলেন তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাদের দু'জনের রক্তপণ দেয়া জরুরি। বনু নযীর গোত্র যেহেতু বনু আমিরের মিত্র ছিল, তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রক্তপণ সংক্রান্ত আলোচনার জন্য বনু নযীরের নিকট তশরীফ নিলেন। যা বনু নযীরের সাথে যুদ্ধের কারণ হয়েছিল। বনু নযীরের যুদ্ধের জন্য দেখুন– পৃ. ৭৯।

৩৭৮৯. حَدَّثَنَا مُسلِمٌ حدثنَا هِشَامٌ حدثنا قَتَادَةُ عَن اَنَسٍ قَالَ قَنَتَ رَسولُ اللهِ (ص) شَهرًا بَعْدَ الرُكُوعِ يَدعُو عَلٰى اَحيَاءٍ مِنَ العَرَبِ .

৩৭৮৯/১২৯. মুসলিম র. .... হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মাস পর্যন্ত আরবের কয়েকটি গোত্রের প্রতি বদদোয়া করার জন্য নামাযে রুকুর পর কুনূত পাঠ করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসটির সাথে উপরে বর্ণিত, আবদুল আযীয র. কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত রেওয়ায়াতের সাথে বিরোধ রয়েছে। যে রেওয়ায়াতটি ইমাম বুখারী র. হাদীস নং ১২৮ এর অধীনে প্রাসঙ্গিকভাবে বর্ণনা করেছেন। আবদুল আযীয ইবনে সুহাইব র. তিনি, যিনি ১২৮ নং হাদীসের সনদে বিদ্যমান রয়েছেন। কারণ, আবদুল আযীযের পূর্বোক্ত রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা গেল, দোয়ায়ে কুনূত কিরাআত থেকে অবসর হওয়ার সময়, অর্থাৎ, রুকুর পূর্বে, আর ১২৯ নং হাদীসে হযরত আনাস রা. থেকেই কাতাদা বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুর পর কুনূত পড়েছেন, যাতে তিনি আরবের কোন কোন গোত্রের বিরুদ্ধে বদদোয়া করছিলেন।

বিরোধ নিরসন স্পষ্ট। সেটি হল আবদুল আযীযের রেওয়ায়াত বিতরের স্থায়ী কুনূত সংক্রান্ত। তথা দোয়ায়ে কুনূতের স্থান হল, কিরাআত থেকে অবসর হওয়ার সময় রুকুর পূর্বে। কারণ, তাতে শুধু এতটুকু রয়েছে যে, কেউ হযরত আনাস ইবনে মালিক রা.-এর নিকট দোয়ায়ে কুনূত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল যে, দোয়ায়ে কুনূত রুকুর পরে, নাকি কিরাআত থেকে অবসর হওয়ার সময়? হযরত আনাস রা. উত্তরে বললেন, بَلْ عِنْدَ فَرَاغٍ مِنَ الْقِرَأءَةِ –"বরং কিরাআত থেকে অবসর হওয়ার সময়।"

১২৯ নং দ্বিতীয় হাদীসটি কুনূতে নাযিলা সংক্রান্ত। যেটি হযরত আনাস রা. থেকে কাতাদা বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একমাস কুনূত পড়েছেন। তাতে তিনি আরবের কোন কোন গোত্রের বিরুদ্ধে বদদোয়া করছিলেন। অর্থাৎ, কুনূতে নাযিলা, যেটি শুধু বড় দুর্ঘটনা ও বিপদ আপদের সময় পড়া হয়। এ সংক্রান্ত আরও কিছু রেওয়ায়াত পরবর্তীতে আসছে।

কুনূতে নাযিলা

উপরোক্ত ১২৯ নং রেওয়ায়াত ও এর পরবর্তী অনেকগুলো রেওয়ায়াত এ ব্যাপারে একমত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারিয়্যাতুল কুররা অর্থাৎ, বীরে মাঊনার ঘটনার পর কারী সাহেবগণের ঘাতকদের বিরুদ্ধে এক মাস পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে ফজরের নামাযের পর রুকুতে (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বদদোয়া করেছেন। এসব সহীহ হাদীসের কারণে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, যখন উম্মতের উপর কোন মসিবত আসে তখন কুনূতে নাযিলা পড়া জায়েয আছে এবং রুকুর পূর্বে ও পরে উভয়রূপে পড়া বৈধ আছে। কিন্তু উত্তম হল, রুকুর পরে পড়া। যেমন– হযরত আনাস রা. এর উপরোক্ত রেওয়ায়াতে সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। ইমাম শাফিঈ র. এর মতে, কুনূতে নাযিলা সমস্ত নামাযে পড়া যেতে পারে।

হানাফীদের মাযহাব হল, শুধু ফজর নামাযে কুনূতে নাযিলা পড়া যেতে পারে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. থেকে এটাই বর্ণিত আছে। হানাফীদের দ্বিতীয় উক্তি হল, সশব্দে কিরাআত বিশিষ্ট সমস্ত নামাযে কুনূতে নাযিলা পড়া যেতে পারে। শামী র. প্রথম উক্তিটিকে প্রধান বলেছেন। অধিকাংশ মুহাদ্দিস, হযরত গাঙ্গূহী র., শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী র. বলেছেন যে হানাফীদের মতে মারাত্মক দুর্ঘটনা ও বিপদ-আপদের সময় সশব্দে ও নিঃশব্দে কিরাআত বিশিষ্ট সমস্ত নামাযে (কুনূতে নাযিলা) পড়া যায়। কারণ, বিভিন্ন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, সব নামাযে কুনূতে নাযিলা পড়া হয়েছে।

হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. এর এক রেওয়ায়াতে আছে– قَالَ كَانَ الْقُنُوتُ فِى الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ – বুখারী ঃ ১/১৩৬।

আরেকটি হাদীস হল হযরত আবু হুরায়রা রা. এর। তাতে রয়েছে–

فَكَانَ اَبُو هُرَيرَةَ يَقْنُتُ فِى الرَّكْعَةِ الاُخْرَةِ مِنْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ وَصَلٰوةِ الْعِشَاءِ وَصَلٰوةِ الصُّبْحِ بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ

বুখারী ঃ ১/১১০, মুসলিম।

আবু দাউদ র. হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাগাতার একমাস জোহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ফজর– সবগুলোতে শেষ রাক'আতে سمع الله لمن حمده এর পর কুনূতে নাযিলা পড়েছেন।

এ সব হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, ভীষণ জরুরতকালে সমস্ত নামাযে কুনূতে নাযিলা পড়া যায়। কোন কোন হানাফী যেমন– মুনইয়ার ব্যাখ্যাতা ইবনে আমীরুল হাজ বলেন, ফজর ছাড়া বাকি সমস্ত নামাযে কুনূত রহিত।

কিন্তু এর উপর প্রশ্ন হয় যে, শুধু সম্ভাবনা দ্বারা হুকুম রহিত হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত সুস্পষ্টভাবে রহিত হওয়ার প্রমাণ মওজুদ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত রহিত হওয়ার দাবি মেনে নেয়া যায় না। এখানে রহিত হওয়ার কোন প্রমাণ নেই। বস্তুত لَيْسَ لَكَ مِنَ الاَمْرِ شَيْئٌ আয়াত কুনূতে নাযিলাকে রহিত করে না। বরং কিছু লোকের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ইসলাম গ্রহণের ফয়সালা করে দিয়েছিলেন। এজন্য তাদের ব্যাপারে বদদোয়া করতে নিষেধ করেছেন। এর ফলে ব্যাপক আকারে কুনুতে নাযিলা রহিত হওয়া আবশ্যক হয় না। অন্যথায় সাহাবায়ে কিরাম তাঁদের যুগে কুনূতে নাযিলা পড়তেন না। অথচ সাহাবায়ে কিরাম থেকে তা পড়া প্রমাণিত আছে।

হযরত সিদ্দীকে আকবর রা. এর শাসনামলে মুসাইলামা কায্যাবের সাথে যুদ্ধ হয়। তিনি তখন কুনূতে দোয়া করেছেন। হযরত ওমর রা. আহলে কিতাবের সাথে মুকাবিলার সময় কুনূতে দোয়া করেছেন। হযরত আলী রা. ও মুআবিয়া রা. এর যুদ্ধ হয়েছে। তাঁরাও কুনূতে দোয়া করেছেন। অতএব, সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক আমল এর প্রমাণ যে, কুনূতে নাযিলা রহিত নয়।

এরূপভাবে ফজর ছাড়া অন্যান্য নামাযেও রহিত হওয়ার কোন প্রমাণ নেই। রহিত হওয়ার প্রবক্তাদের কাছে শুধু এই প্রমাণ রয়েছে যে, সাহাবায়ে কিরামের যুগে ফজরের নামায ছাড়া অন্য কোন নামাযে তা পড়া হয়নি। এতে বুঝা গেল, ফজর ছাড়া অন্য নামাযে এটি রহিত। কিন্তু এই কিয়াস সহীহ নয়। কারণ, অরহিত মারফূ সহীহ হাদীসগুলোর বিদ্যমানে সাহাবায়ে কিরামের না করা দ্বারা রহিত সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। কারণ, হতে পারে, সাহাবায়ে কিরাম এত ভীষণ জরুরত অনুভব করেননি। বরং শুধু ফজর নামাযেই কুনূত পড়া যথেষ্ট মনে করেছেন। সকালের তথা ফজরের নামাযে সাহাবায়ে কিরামের কুনূত পড়ার বিশেষ কারণ এই হতে পারে যে, এটি দীর্ঘায়িত করা বিধিবদ্ধ এবং এটি রাতের নামাযের সাথে মিলিত হয় এবং সেহরীর সময়, তাছাড়া কবুলিয়তের সময়ের নিকটবর্তী হয়, রহমত নাযিল হওয়ার সময় হয়, তখন রাতদিনের ফেরেশতারা সমবেত হয়। এজন্য এ

সময় কুনূত অধিক সঙ্গত। মোটকথা, সাধারণ বিপদাপদের জন্য ফজরের সময় আর কঠিন বিপদের সময় সমস্ত সশব্দে কিরাআত বিশিষ্ট নামাযে আর চরম কঠিন মুহূর্তে সমস্ত নামাযে কুনূত পড়া যায়।

বাহরুর রায়িকে আছে, বিপদের সময় জোরে কিরাআত বিশিষ্ট নামাযে কুনূতের অনুমতি আছে।

দুররে মুখতার গ্রন্থকার বলেন– لَايَقْنُتُ بِغَيْرِ الْوِتْرِ اِلَّا لِنَازِلَةٍ فَيَقْنُتُ الاِمَامُ فِى الْجَهْرِيَةِ وَقِيلَ فِى الْكُلِّ

অর্থাৎ, বিতর ছাড়া অন্যত্র কুনূত না পড়া উচিত। তবে মসিবতের সময় ইমাম সশব্দে কিরাআত বিশিষ্ট নামাযে কুনূতে নাযিলা পড়বেন। দ্বিতীয় উক্তি এটিও আছে যে, সব নামাযেই পড়বে।

যদিও আল্লামা শামী র. বলেন, সব নামাযে কুনূতে নাযিলা পড়া ইমাম শাফিঈ র. এর মত। হানাফীদের মতে, কুনূতে নাযিল ফজরের সাথে বিশেষিত। অন্য কোন নামাযে বৈধ নয়। তবে এটি শক্তিশালী নয়। যেমন– বাহরুর রায়িক ও দুররে মুখতারের ইবারত দ্বারা বুঝা গেল এবং শক্তিশালী অনেক হাদীস দ্বারা এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন– আগেই এসেছে।

ইমাম আজম আবু হানীফা র.-এর ইরশাদ রয়েছে– اِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِىْ সে অনুযায়ী এ উক্তিটিই প্রধান হওয়া উচিত। আল্লামা কাশ্মীরী র. বলেন, কোন কোন কিতাব দ্বারা শুধু জোরে কিরাআত বিশিষ্ট নামাযে আর কোন কোন গ্রন্থ দ্বারা সমস্ত নামাযে কুনূতে নাযিলা পাঠের বৈধতা বুঝা যায়। (মাআরিফে মাদানিয়া– ফয়যুল বারী, আরফুশশাযী)

কুনূতে নাযিলা রুকুর পরে এবং জোরে পড়া চাই। এটাই প্রধান উক্তি।

বাকি রইল বিতরে দোয়ায়ে কুনূত এবং সকালে তথা ফজর নামাযে দায়িমী কুনূতের মাসআলা। এ বিষয়ে কিতাবুস সালাতে বিস্তারিত আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ্।

৩৭৯. حَدَّثَنِى عَبْدُ الاَعْلٰى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حدثنا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ انسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عنه اَنَّ رِعْلاً وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِى لِحْيَانَ اِسْتَمَدُّوا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلٰى عَدُوٍّ ـ فَاَمَدَّهُمْ بِسَبْعِيْنَ مِنَ الاَنْصَارِ كُنَّا نُسَمِّيهِم القُرَّاءَ فِى زَمَانِهِمْ، كَانُوا يَحْتَطِبُوْنَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّوْنَ بِاللَّيْلِ، حَتّٰى كَانُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قَتَلُوهُم وَغَدَرُوا بِهِمْ، فَبَلَغَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو فِى الصُّبْحِ عَلٰى اَحْيَاءٍ مِنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ عَلٰى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِى لِحْيَانَ، قَالَ اَنَسٌ فَقَرَأْنَا فِيهِم قُرْاٰنًا ـ ثُمَّ اِنَّ ذٰلِكَ رُفِعَ بَلِّغُوا عَنَّا قَومَنَا اَنَّا لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِىَ عَنَّا اَنَّ نَبِىَّ اللهِ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا فِى صَلاَةِ وَاَرْضَانَا ـ وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنسِ بنِ مَالِكٍ رض حَدَّثَهُ اَنَّ الصُّبْحَ يَدْعُو عَلٰى اَحْيَاءٍ مِنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ عَلٰى رِعْلٍ وذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِى لِحْيَانَ ـ زَادَ خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا ابنُ زُرَيعٍ قَالَ حدثنا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادةَ قَالَ حَدَّثنا انَسٌ اَنَّ اُولٰئِكَ السَّبْعِيْنَ مِنَ الاَنْصَارِ قُتِلُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قُرْاٰنًا كِتَابًا نَحْوَهُ ـ

৩৭৯০/১৩০. আবদুল আলা ইবনে হাম্মাদ র. ..... হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত যে, রি'ল-যাকওয়ান, উসাইয়্যা ও বনু লিহইয়ানের লোকেরা (ইসলাম প্রসারের অভিপ্রায়ে) শত্রুর মুকাবিলা করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ সা-এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে সত্তরজন আনসার সাহাবী পাঠিয়ে তিনি তাদেরকে সাহায্য করলেন। সেকালে আমরা তাদেরকে ক্বারী নামে অভিহিত করতাম। (قُرَّاءُ এটা قَارِى শব্দের বহুবচন) তারা দিনের বেলা লাকড়ি কুড়াতেন (রোজগার করার জন্য) এবং রাতের বেলা নামাযে কাটাতেন। যেতে যেতে তাঁরা বী'রে মাউনার নিকট পৌঁছলে তারা (আমির ইবনে তুফাইলের আহ্বানে সুলাইম-এর লোকেরা) তাঁদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং তাঁদেরকে শহীদ করে দেয়। এ সংবাদ নবী করীম সা-এর কাছে পৌঁছলে তিনি এক মাস পর্যন্ত ফজরের নামাযে আরবের কতিপয় গোত্র তথা রিল, যাক্ওয়ান, উসাইয়্যা এবং বনু লিহ্ইয়ানের প্রতি বদদোয়া করে কুনূত পাঠ করেন। আনাস রা. বর্ণনা করেছেন যে, তাদের সম্পর্কিত কিছু আয়াত আমরা পাঠ করতাম। অবশ্য পরে এর তিলাওয়াত রহিত হয়ে যায়। (একটি আয়াত ছিল) بَلِّغُوا عَنَّا قَوْمَنَا اِنَّا قَدْ لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِىَ عَنَّا وَاَرْضَانَا অর্থাৎ, আমাদের কওমের লোকদেরকে (মুসলিমদেরকে) জানিয়ে দাও। আমরা আমাদের প্রভুর সান্নিধ্যে পৌঁছে গিয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমাদেরকেও সন্তুষ্ট করেছেন। (অর্থাৎ, তিনি আমাদেরকে তাঁর অগণিত নেয়ামত দিয়েছেন।)

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَهُ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا فِى صَلٰوةِ الصُّبْحِ يَدْعُو عَلٰى اَحْيَاءِ الْعَرَبِ عَلٰى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِى لِحْيَانَ ـ

কাতাদা র. হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাঁকে বলেছেন, আল্লাহ্র নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মাস পর্যন্ত ফজরের নামাযে আরবের কতিপয় গোত্র– তথা রি'ল, যাক্ওয়ান, উসাইয়্যা এবং বনু লিহ্ইয়ানের প্রতি বদদোয়া করে কুনুত পাঠ করেছেন।

زَادَ خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدثنَا اَنَسٌ اَنَّ اُولٰئِكَ السَّبْعِينَ مِنَ الاَنْصَارِ قُتِلُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ ـ

[ইমাম বুখারী র-এর উস্তাদ] খলীফা র. এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে যুরাই র. সাঈদ ও কাতাদা র-এর মাধ্যমে আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা ৭০ জন সকলেই ছিলেন আনসার। তাঁদেরকে বীরে মাউনা নামক স্থানে শহীদ করা হয়েছিল। [ইমাম বুখারী র.] বলেন, قُرْآنًا كِتَابًا نَحْوَهُ এখানে قُرآن শব্দটি কিতাব বা অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ ১। উপরোক্ত হাদীসে কাতাদার দু'টি রেওয়ায়াত একত্রিত করা হয়েছে। প্রথম রেওয়ায়াত সাঈদ-কাতাদা-আনাস, দ্বিতীয় রেওয়ায়াতটিও কাতাদা-আনাস রা. সূত্রে। তাতে এতটুকু অতিরিক্ত আছে–

عَنْ يَزِيدَ بِنْ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ اَبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ الخ ـ

২। রি'ল ও যাকওয়ানের সাথে সারিয়্যাতুল কুররায় বনু লিহইয়ানের উল্লেখ ভুল। কারণ, বনু লিহইয়ানের সম্পর্ক রাজী' এর ঘটনার সাথে। পূর্বে বিষয়টি এসেছে। (ফাত্হুল বারী)

قُرْآنًا كِتَابًا نَحْوَهُ এর দ্বারা উদ্দেশ্য, কুরআনের তাফসীর করতে হবে কিতাবুল্লাহ দ্বারা। বুখারী ঃ ১/৩৯৩ তে আছে

فَاَخْبَرَ جِبْرِيلُ النَّبِيَّ ﷺ اَنَّهُمْ قَدْ لَقُوا رَبَّهُمْ فَرَضِيَ عَنْهُمْ وَاَرْضَاهُمْ فَكُنَّا نَقْرَأُ اَنْ بَلِّغُوا قَوْمَنَا اَنْ قَدْلَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَاَرْضَانَا ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ الخ

অর্থাৎ, সাহাবায়ে কিরামের দোয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জিবরাঈল আ.-এর মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এর সংবাদ দিয়েছেন যে, সাহাবায়ে কিরাম স্বীয় প্রতিপালকের সাথে মিলিত হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। তিনি স্বীয় নেয়ামত দ্বারা সেসব সাহাবায়ে কিরামকে সন্তুষ্ট করেছেন।

৩৭৯১. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِي طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنِي اَنَسٌ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ خَالَهُ اَخٌ لِاُمِّ سُلَيْمٍ فِي سَبْعِينَ رَاكِبًا وَكَانَ رَئِيسُ الْمُشْرِكِينَ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ خَيَّرَ بَيْنَ ثَلَاثِ خِصَالٍ فَقَالَ يَكُونُ لَكَ اَهْلُ السَّهْلِ وَلِيَ اَهْلُ الْمَدَرِ اَوْ اَكُونُ خَلِيفَتَكَ اَوْ اَغْزُوكَ بِاَهْلِ غَطَفَانَ بِاَلْفٍ وَاَلْفٍ فَطُعِنَ عَامِرٌ فِي بَيْتِ اُمِّ فُلَانٍ فَقَالَ غُدَّةٌ كَغُدَّةِ الْبَعِيرِ فِي بَيْتِ امْرَأَةٍ مِنْ اٰلِ فُلَانٍ ائْتُونِي بِفَرَسِي، فَمَاتَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ، فَانْطَلَقَ حَرَامٌ اَخُو اُمِّ سُلَيْمٍ وَهُوَ وَرَجُلٌ اَعْرَجُ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ قَالَ كُونَا قَرِيبًا حَتَّى اٰتِيَهُمْ فَاِنْ اٰمَنُونِي كُنْتُمْ وَاِنْ قَتَلُونِي اَتَيْتُمْ اَصْحَابَكُمْ، فَقَالَ اَتُؤْمِنُونِي اُبَلِّغْ رِسَالَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ وَاَوْمَؤُا اِلَى رَجُلٍ فَاَتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ فَطَعَنَهُ .

قَالَ هَمَّامٌ اَحْسِبُهُ حَتَّى اَنْفَذَهُ بِالرُّمْحِ . قَالَ اللهُ اَكْبَرُ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَلُحِقَ الرَّجُلُ فَقُتِلُوا كُلُّهُمْ غَيْرَ الْاَعْرَجِ كَانَ فِي رَأْسِ جَبَلٍ فَاَنْزَلَ اللهُ عَلَيْنَا ثم كَانَ مِنَ الْمَنْسُوخِ : اِنَّا قَدْلَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَاَرْضَانَا ، فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِمْ ثَلَاثِينَ صَبَاحًا عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَبَنِي لِحْيَانَ وَعُصَيَّةَ الَّذِينَ عَصَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ .

৩৭৯১/১৩১. মুসা ইবনে ইসমাঈল র. ...... হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মামা উম্মে সুলাইমের (আনাসের মা) ভাই [হারাম ইবনে মিলহান রা.]-কে সত্তরজন অশ্বারোহীসহ (আমির ইবনে তুফাইলের নিকট) পাঠালেন (অর্থাৎ, সত্তর জন ক্বারীর দলে হযরত আনাস রা. -এর মামাও ছিলেন)। এর কারণ হল, মুশরিকদের দলপতি আমির ইবনে তুফাইল (পূর্বে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিল। সে বলেছিল, পল্লী এলাকায় আপনার কর্তৃত্ব থাকবে এবং শহর এলাকায় আমার কর্তৃত্ব থাকবে (শহুরেদের উপর আমার হুকুমত থাকবে আর গ্রাম্যদের উপর আপনার শাসন।)। অথবা আমি আপনার খলীফা হব বা গাতফান গোত্রের দুই হাজার সৈন্য নিয়ে আমি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। (ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বিরুদ্ধে বদ দোয়া করেন)।

এরপর আমির উম্মে ফুলানের (অর্থাৎ, সালূল গোত্রের এক মহিলার) গৃহে মহামারিতে আক্রান্ত হল। (অর্থাৎ, আমিরের কানের গোড়ায় ফোঁড়া দেখা দেয়)। সে বলল, অমুক গোত্রের মহিলার বাড়িতে জওয়ান উটের যেমন

ফোঁড়া হয় আমারও তেমন ফোঁড়া হয়েছে। তোমরা আমার ঘোড়া নিয়ে আস। তারপর (ঘোড়ায় আরোহণ করে) অশ্বপৃষ্ঠেই সে মৃত্যুবরণ করে। فَانْطَلَقَ حَرَامُ الخ এর عطف . بَعَثَ خَالَهُ-এর উপর। মাঝখানের আলোচনা প্রাসঙ্গিক এসেছে।

উম্মে সুলাইম রা-এর ভাই হারাম [ইবনে মিলহান রা.], এক খোঁড়া ব্যক্তি (নাম কাব ইবনে যায়েদ) ও কোন এক গোত্রের অপর তৃতীয় এক ব্যক্তি (মুনযির ইবনে মুহাম্মদ) সহ সে এলাকার দিকে রওয়ানা করলেন। (হারাম ইবনে মিলহান রা. (বনু আমির পর্যন্ত পৌঁছে) তার দুই সাথী (কাব ইবনে যায়েদ ও মুনযির ইবনে মুহাম্মদ)-কে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা নিকটেই অবস্থান কর। আমিই তাদের নিকট যাচ্ছি। তারা যদি আমাকে নিরাপত্তা দেয়, তাহলে তোমরা এখানেই থাকবে। আর যদি তারা আমাকে শহীদ করে দেয় তাহলে তোমরা তোমাদের নিজেদের সাথীদের কাছে চলে যাবে এবং এ অবস্থার কথা বলবে। এরপর তিনি (আমিরের নিকট গিয়ে) বললেন, তোমরা (আমাকে) নিরাপত্তা দিবে কি? দিলে আমি রাসূলুল্লাহ্ সা-এর একটি পয়গাম তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতাম! তিনি তাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পয়গাম পৌছাতে লাগলেন। এমতাবস্থায় তারা এক ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করলে সে পেছন দিক থেকে এসে তাঁকে বর্শা দ্বারা আঘাত করল। হাম্মাম র. বলেন, আমার মনে হয় আমার শায়খ [ইসহাক র.] বলেছিলেন যে, বর্শা দ্বারা আঘাত করে এপার ওপার করে দিয়েছিল। (আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে) হারাম ইবনে মিলহান রা. বললেন, اَللّٰهُ اَكْبَرُ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ - আল্লাহু আকবর, কাবার প্রভুর শপথ! আমি সফলকাম হয়েছি। (অর্থাৎ, শাহাদাত নসীব হয়ে গেছে) এরপর উক্ত (হারামের সঙ্গী) লোকটি (অপেক্ষমান সাথীদের সাথে) মিলিত হলেন। তারা হারামের সঙ্গীদের উপর আক্রমণ করলে খোঁড়া ব্যক্তি ব্যতীত সকলকেই শহীদ করে দিল। খোঁড়া লোকটি পাহাড়ের চূড়ায় উঠলেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রতি (একখানা) আয়াত নাযিল করলেন যা পরে মনসুখ হয়ে যায়। আয়াতটি ছিল এই ঃ اِنَّا قَدْ لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَاَرْضَانَا – "আমরা আমাদের প্রতিপালকের সান্নিধ্যে পৌঁছে গিয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমাদেরকেও সন্তুষ্ট করেছেন।" তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ত্রিশ দিন পর্যন্ত রিল, যাবওয়ান, উসাইয়া ও বনু লিহইয়ানের বিরুদ্ধে ফজরের নামাযে বদ দোয়া করেছেন, যারা আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের নাফরমানী করেছিল।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল স্পষ্ট। কারণ, পূর্ণ ঘটনা সারিয়্যাতুল কুররার। যেটি বীরে মাঊনায় সংঘটিত হয়েছে।

হাদীসটি ৩৯৩ পৃষ্ঠায় এসেছে।

وَالصَّوَابُ فَانْطَلَقَ حَرَامٌ هُوَ وَرَجُلٌ اَعْرَجُ ঃ আল্লামা আইনী র. লিখেন– وَهُوَ رَجُلٌ اَعْرَجُ। অর্থাৎ, লিপিকারের ভুলের কারণে এখানে هُوَ এবং واو এর মধ্যে আগপিছ হয়ে গেছে। কারণ, হযরত হারাম রা. ল্যাংড়া ছিলেন না। যেমন– পরবর্তী ইবারত قَالَ كُوْنَا قَرِيْبًا এর সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, হযরত হারাম ছাড়া আরও দু'জন লোক ছিলেন। তাছাড়া এক রেওয়ায়াতে আছে– فَانْطَلَقَ وَحَرَامٌ رَجُلَانِ مَعَهُ رَجُلٌ اَعْرَجُ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِيْ فُلَانٍ الخ এর দ্বারাও পরিস্কার স্পষ্ট হয়ে যায় যে, اعرج (ল্যাংড়া) হারামের সিফত নয়। অতএব, সহীহ হল, মুল ইবারত হবে هُوَ وَرَجُلٌ اَعْرَجُ (উমদাতুল কারী) فلحق الرجل এর বিভিন্ন অর্থ হতে পারে।

১। এ لَحِقَ শব্দটি সীগায়ে মারুফ। رَجُلٌ এর ফায়েল। رَجُلٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হযরত হারামের সাথী। এমতাবস্থায় উহ্য ইবারত হবে فَلَحِقَ الرَّجُلُ بِالْمُسْلِمِيْنَ । এদিকে লক্ষ্য করেই তরজমা করা হয়েছে।

২। হতে পারে رَجُلٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হযরত হারামের সাথী। কিন্তু لُحِقَ শব্দটি সীগায়ে মাজহূল। এমতাবস্থায় অর্থ হবে সে লোকটিকে হারামের সাথে মিলানো হয়েছে।

৩। হতে পারে رَجُل দ্বারা উদ্দেশ্য, হযরত হারামের ঘাতক। আর لَحِقَ শব্দটি সীগায়ে মারুফ। অর্থাৎ, لَحِقَ رَجُل بِالْمُشْرِكِيْنَ। "ঘাতক নিজে মুশরিকদের সাথে মিলে যায়। অতঃপর সমস্ত পৌত্তলিক মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে সমস্ত সাহাবায়ে কিরামকে শহীদ করে দেয়।"

৪। চতুর্থ সম্ভাবনা হল رَجْلٌ শব্দটির ج এর মধ্যে জযম হয়ে رَاجِل-এর বহুবচন হবে। অর্থাৎ,পৌত্তলিকদের পদাতিক বাহিনী মুসলমানদেরকে পেয়ে যায়। অতঃপর সমস্ত মুসলমানকে শহীদ করে দেয়।

৩৭৯২. حَدَّثَنِى حِبَّانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ حدثنى ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَنَسٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ـ يَقُولُ لَمَّا طُعِنَ حَرَامُ بْنُ مِلْحَانَ وكَانَ خَالَهُ يَوْمَ بِيْرِ مَعُوْنَةَ قَالَ بِالدَّمِ هٰكَذَا فَنَضَحَهُ عَلٰى وَجْهِهٖ وَرَاسِهٖ ثم قَالَ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ـ

৩৭৯২/১৩২. হিব্বান র. .... হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁর মামা হারাম ইবনে মিলহানকে বীরে মাঊনার দিন বর্শা বিদ্ধ করা হলে তিনি এভাবে দু'হাতে রক্ত নিয়ে (অর্থাৎ, যখমের জায়গা হতে) নিজের চেহারাও মাথায় মেখে বলেন, কা'বার প্রভুর কসম! আমি সফলকাম হয়েছি।

ব্যাখ্যা ঃ قَالَ بِالدَّمِ এখানে قَوْل শব্দটিকে কর্মের অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। এর অর্থ হল আঘাতের স্থান থেকে রক্ত নিয়ে তার চেহারায় ও মাথায় মাখিয়ে দিয়েছে।

৩৭৯৩. حَدَّثَنِى عُبَيْدُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَائِشَة رضـ قَالَتْ اِسْتَاذَنَ النَّبِىَّ ﷺ اَبُو بكرٍ فِى الْخُرُوجِ حِيْنَ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الاذَى، فَقَالَ لَهُ اَقِمْ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ! اَتَطْمَعُ اَنْ يُوذَنَ لَكَ ؟ فَكَانَ رَسولُ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ اِنِّى لَاَرْجُو ذٰلِكَ ـ قَالَتْ فَانْتَظَرَهُ اَبُو بَكْرٍ فَاَتَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَومٍ ظُهْرًا فَنَادَاهُ فَقَالَ اَخْرِجْ اُخْرُجْ مَنْ عِنْدَكَ ـ فَقَالَ اَبُو بَكْرٍ اِنَّمَا هُمَا ابْنَتَاىَ ـ فَقَالَ اَشَعَرْتَ اَنَّهُ قَدْ اُذِنَ لِىْ فِى الْخُرُوجِ؟ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ! الصُّحْبَةَ ـ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ الصُّحْبَةُ ـ قَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ! عِنْدِى نَاقَتَانِ قَدْ كُنتُ اَعْدَدْتُهُمَا لِلْخُرُوجِ ـ فَاَعْطَى النَّبِىَّ ﷺ اِحْدٰهُمَا وَهِىَ الْجَدْعَاءُ فَرَكِبَا فَانْطَلَقَا حَتّٰى اَتَيَا الْغَارَ وَهُوَ بِثَوْرٍ فَتَوَارَيَا فِيْهِ ـ فَكَانَ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ غُلَامًا لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الطُّفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ اَخُو عَائِشَةَ لِاُمِّهَا، وَكَانَتْ لِاَبِى بَكْرٍ مِنْحَةٌ، فَكَانَ يَرُوحُ بِهَا وَيَغْدُو عَلَيْهِم وَيُصْبِحُ فَيَدَّلِجُ اِلَيْهِمَا ثُمَّ يَسْرَحُ فَلَايَفْطُنُ بِهِ اَحَدٌ مِنَ الرِّعَاءِ فَلَمَّا خَرَجَا خَرَجَ مَعَهُمَا يُعْقِبَانِهٖ حَتّٰى قَدِمَا الْمَدِينَةَ فَقُتِلَ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ يَوْمَ بِئْرِ مَعُوْنَةَ ـ

৩৭৯৩/১৩৩. উযাইদ ইবনে ইসমাঈল র. .... হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (মক্কার কাফিরদের) অত্যাচার চরম আকার ধারণ করলে আবু বকর রা. (মক্কা থেকে) হিজরতের জন্য প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে বললেন, (আরো কিছুদিন) অবস্থান কর। তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি আপনাকে আল্লাহর পক্ষ হতে অনুমতি দেয়ার আশা করেন? তিনি বললেন,

আমি তো তাই আশা করি। হযরত আয়েশা রা. বলেন, আবু বকর রা.এর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। একদিন জোহরের সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে ঘরের ভিতরে এসে তাঁকে আবু বকর রা.-কে ডেকে বললেন, তোমার কাছে যারা আছে তাদেরকে সরিয়ে দাও। (যাতে অন্য কেউ আমাদের কথা শুনতে না পারে) তখন আবু বকর রা. বললেন, এরা তো আমার দু'মেয়ে (আয়েশা ও আসমা। পর কেউ নয়)। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি জান, হিজরতের ব্যাপারে আমাকে অনুমতি দেয়া হয়েছে? উত্তরে তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সঙ্গ কামনা করি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, তোমার সঙ্গ হবে। আবু বকর রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার কাছে দু'টি উটনী আছে। এখান থেকে হিজরত করে বের হয়ে যাওয়ার জন্যই এ দু'টিকে আমি প্রস্তুত করে রেখেছি। এরপর তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দুটি উটের একটি উট প্রদান করলেন। এ উটটি ছিল জাযআ' (কান-নাক কাটা)। তাঁরা উভয়ে সওয়ার হয়ে রওয়ানা হলেন এবং গারে সাওরে পৌঁছে সেখানে আত্মগোপন করলেন।

আমির ইবনে ফুহাইরা আয়েশা রা.-এর বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইবনে তুফাইল ইবনে সাখ্বারার গোলাম। আবু বকর রা.-এর একটি দুধের গাভী ছিল। তিনি (আমির ইবনে ফুহাইরা) সেটিকে সকাল-সন্ধ্যা মক্কাবাসীদের সাথে চড়াতে নিয়ে যেতেন। তিনি প্রত্যুষ যাপন করতেন মক্কাবাসীদের সাথে এবং রাতের শেষাংশে তাদের (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর রা. এর) নিকট আসতেন। (দুধ পান করানোর জন্য। কেননা, গারে সাওরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খাদ্য–এ উটের দুধই ছিল) অতপর আমির এভাবে উট চড়াতেন, কোন রাখালই এ বিষয়টি বুঝতে পারত না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর রা. গারে সাওর থেকে বের হলে তিনিও তাদের সাথে রওয়ানা হলেন। তাঁরা দু'জনই তাঁকে পালাক্রমে উটের পিছনে বসাতেন। অতঃপর, তাঁরা মদীনা পৌঁছে যান। আমির ইবনে ফুহাইরা পরবর্তীকালে বীরে মাউনার দুর্ঘটনায় শাহাদত বরণ করেন।

ব্যাখ্যা ঃ ১। শিরোনামের সাথে মিল এই সর্বশেষ অংশে। এখানে ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্যও এটাই বর্ণনা করা যে, আমির ইবনে ফুহাইরা আগের মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

২। হাফিজ আসকালানী র. বলেন, এ হাদীসে 'আবদুল্লাহ ইবনে তুফাইল ইবনে সাখবারা' রয়েছে। এতে ওলট-পালট হয়ে গেছে। সহীহ হল– 'তুফাইল ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সাখবারা'। বুখারীর টীকাতে (৫৮৭) অনুরূপ রয়েছে। [এ হাদীসটি ৫৫১ নং পৃষ্ঠাতে সবিস্তারে এসেছে।]

وَعَنْ اَبِىْ اُسَامَةَ قَالَ قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ فَاَخْبَرَنِىْ اَبِىْ قَالَ لَمَّا قُتِلَ الَّذِيْنَ بِبِئْرِ مَعُوْنَةَ وَاُسِرَ عَمْرُو بْنُ اُمَيَّةَ الضَّمْرِىُّ قَالَ لَهُ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ مَنْ هٰذَا؟ اَوْ اَشَارَ اِلٰى قَتِيْلٍ - فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ اُمَيَّةَ هٰذَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ، فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدَ مَا قُتِلَ رُفِعَ اِلَى السَّمَاءِ حَتّٰى اَنِّىْ لَاَنْظُرُ اِلَى السَّمَاءِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْاَرْضِ ثُمَّ وُضِعَ - فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ خَبَرُهُمْ فَنَعَاهُمْ، فَقَالَ اِنَّ اَصْحَابَكُمْ قَدْ اُصِيْبُوْا وَاِنَّهُمْ قَدْ سَأَلُوْا رَبَّهُمْ فَقَالُوْا رَبَّنَا اَخْبِرْ عَنَّا اِخْوَانَنَا بِمَا رَضِيْنَا عَنْكَ وَرَضِيْتَ عَنَّا، فَاَخْبَرَهُمْ عَنْهُمْ وَاُصِيْبَ يَوْمَئِذٍ فِيْهِمْ عُرْوَةُ بْنُ اَسْمَاءَ بْنِ الصَّلْتِ، فَسُمِّىَ عُرْوَةُ بِهِ وَمُنْذِرُ بْنُ عَمْرٍو سُمِّىَ بِهِ مُنْذِرًا -

(অন্য সনদে) আবু উসামা র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হিশাম ইবনে উরওয়া র. বলেন, আমার পিতা উরওয়া ইবনে যুবাইর রা. আমাকে বলেছেন, বীরে মাউনার যুদ্ধে ক্বারীগণ শহীদ হলে আমর ইবনে উমাইয়া যাম্‌রী বন্দী হলেন। তাঁকে আমির ইবনে তুফাইল (নিহত আমির ইবনে ফুহাইরার লাশ দেখিয়ে) জিজ্ঞেস করল,

এ ব্যক্তি কে? আমর ইবনে উমাইয়া বললেন, ইনি হচ্ছেন আমির ইবনে ফুহাইরা। তখন সে (আমির ইবনে তুফাইল) বলল, আমি দেখলাম, নিহত হওয়ার পর তার লাশ আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। এমনকি আমি তার লাশ আসমান জমিনের মাঝে ঝুলন্তাবস্থায় দেখেছি। এরপর তা রেখে দেয়া হল (জমিনের উপর)। শহীদগণের এ সংবাদ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌঁছলে (জিবরাঈল আ. তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন) তিনি সাহাবীগণকে তাদের শাহাদতের সংবাদ জানিয়ে বললেন, তোমাদের সাথীগণ শহীদ হয়েছে। মৃত্যুর পূর্বে তারা তাদের প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করে বলেছিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট এবং আপনিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট–এ সংবাদ (কুরআনের মাধ্যমে) আমাদের ভাইদের কাছে পৌঁছে দিন। তাই মহান আল্লাহ্ তাঁদের এ সংবাদ মুসলমানদের কাছে পৌঁছিয়ে দিলেন। ঐ দিনের নিহতদের মধ্যে উরওয়া ইবনে আসমা ইবনে সালত রা.-ও ছিলেন। তাই বহুদিন পর যুবাইর রা.-এর ছেলে হলে উরওয়া ইবনে আসমার এ নামেই স্বীয় সাহেবজাদা উরওয়া (ইবনে যুবাইর)-এর নামকরণ করা হয়েছে (শুভ লক্ষণরূপে)। আর মুনযির ইবনে আমর রা.-ও এ দিন শাহাদতবরণ করেছিলেন। তাই এ নামেই (যুবাইর রা.-এর দ্বিতীয় সাহেবজাদা) মুনযির-এর নামকরণ করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ ১। وَعَنْ اَبِى اُسَامَةَ এর আতফ ইমাম বুখারী র.-এর উক্তি حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ এর উপর। ইমাম সাহেব র. শুধু মাওসূল ও মুরসালকে পৃথক করার জন্য এটিকে আলাদা বর্ণনা করেছেন। কারণ, প্রথম হাদীস অর্থাৎ, হিজরত সংক্রান্ত হাদীসে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রা. রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর হিজরতের ঘটনা বর্ণনা করেন। কিন্তু দ্বিতীয় হাদীসটিতে অর্থাৎ, বীরে মাঊনা সংক্রান্ত হাদীসে হযরত আয়েশা রা.-এর উল্লেখ নেই।

২। উভয়টির মাঝে মিল স্পষ্ট। কারণ, আমির ইবনে ফুহাইরার অংশগ্রহণের বর্ণনা রয়েছে যে, হিজরতেও তিনি শরীক ছিলেন, আর বীরে মাঊনার ঘটনায় এরূপ অংশগ্রহণ করেছেন যে, তিনি সফলকাম হয়ে গেছেন।

৩। হযরত আমির ইবনে ফুহাইরা রা.-এর লাশ মুবারক আসমানের দিকে ফিরিশতা কর্তৃক উঠানোতে তাঁর মহান শানের প্রকাশ এবং কাফিরদের মধ্যে প্রভাব ও ভীতি সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য।

٣٧٩٤. حَدَّثَنِى مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِىُّ عَنْ اَبِى مِجْلَزٍ عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَنَتَ النَّبِىُّ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوْعِ شَهْرًا يَدْعُو عَلٰى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَيَقُوْلُ : عُصَيَّةُ عَصَتِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ .

৩৭৯৪/১৩৪. মুহাম্মদ র. .... হযরত আনাস (ইবনে মালিক) রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মাস পর্যন্ত নামাযে রুকুর পরে কুনূত পাঠ করেছেন। এতে তিনি রি'ল, যাক্ওয়ান গোত্রের জন্য বদদোয়া করেছেন। তিনি বলেন, উসাইয়্যা গোত্র আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করেছে। এ হাদীসটি ১৩৬নং পৃষ্ঠায় এসেছে।

বিস্তারিত ঘটনা বীরে মাঊনায় এসেছে। ১২৮ নং হাদীসের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

٣٧٩٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رض قَالَ دَعَا النَّبِىُّ ﷺ عَلَى الَّذِيْنَ قُتِلُوْا يَعْنِى اَصْحَابَ بِئْرِ مَعُوْنَةَ ثَلَاثِيْنَ صَبَاحًا حِيْنَ يَدْعُو عَلٰى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَلِحْيَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ﷺ قَالَ اَنَسٌ فَاَنْزَلَ

اللّٰه تعالٰى لنبيّه ﷺ فى الّذين قتلوا اصحاب بئر معونة قرانا قرأناه حتّى نسخ بعد. بلّغوا قومنا فقد لقينا ربّنا فرضى عنّا ورضينا عنه.

৩৭৯৫/১৩৫. ইয়াহ্ইয়া ইবনে বুকাইর র. .... হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যারা বীরে মাউনার নিকট নবী করীম সা.-এর সাহাবীগণকে শহীদ করেছিল সে হত্যাকারী রি'ল, যাক্ওয়ান, বনী লিহ্ইয়ান এবং উসাইয়্যা গোত্রের প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ত্রিশদিন পর্যন্ত ফজরের নামাযে বদদোয়া করেছেন। তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করেছে। আনাস রা. বর্ণনা করেছেন যে, বীরে মাউনা নামক স্থানে যারা শাহাদতলাভ করেছেন তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তাঁর নবীর প্রতি আয়াত নাযিল করেছিলেন। আমরা তা পাঠ করতাম। অবশ্য পরে এর তিলাওয়াত রহিত হয়ে গিয়েছে। (আয়াতটি হল এই) بلّغوا قومنا فقد لقينا ربّنا فرضى عنّا ورضينا عنه অর্থাৎ আমাদের কাওমের কাছে এ সংবাদ পৌঁছিয়ে দাও যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের সান্নিধ্যে পৌঁছে গিয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি।এ হাদীসটি ৩৯৫ নং পৃষ্ঠায় এসেছে।

٣٧٩٦. حدّثنا موسى بن اسماعيل قال حدّثنا عبد الواحد قال حدّثنا عاصم الاحول قال سألت انس بن مالك رضى الله عنه عن القنوت فى الصلاة، فقال نعم، فقلت كان قبل الركوع اوبعده ؟ قال قبله، قلت فانّ فلانا اخبرنى انّك قلت بعده؟ قال كذب انّما قنت رسول اللّٰه ﷺ بعد الركوع شهرا انّه كان بعث ناسا يقال لهم القرّاء وهم سبعون رجلا الى ناس من المشركين وبينهم وبين رسول اللّٰه ﷺ عهد قبلهم فظهر هؤلاء الّذين كان بينهم وبين رسول اللّٰه ﷺ عهد فقنت رسول اللّٰه ﷺ بعد الركوع شهرا يدعو عليهم.

৩৭৯৬/১৩৬. মূসা ইবনে ইসমাঈল র. ..... আসিম আহ্ওয়াল র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আনাস ইবনে মালিক রা-কে নামাযে (দোয়া) কুনূত পড়তে হবে কি না– এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেন, হ্যাঁ পড়তে হবে। আমি বললাম, রুকুর আগে পড়তে হবে, না পরে? তিনি বললেন, রুকুর আগে। আমি বললাম, অমুক ব্যক্তি (মুহাম্মদ ইবনে সীরীন। যেমন, বুখারীর ১৩৬ পৃষ্ঠায় আছে) আপনার সূত্রে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আপনি রুকুর পর কুনূত পাঠ করার কথা বলেছেন। তিনি বললেন, সে ভুল বলেছে। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাত্র একমাস পর্যন্ত রুকুর পর কুনূত পাঠ করেছেন। এর কারণ ছিল এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্তরজন ক্বারীর একটি দলকে মুশরিকদের নিকট কোন এক কাজে পাঠিয়েছিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাদের মধ্যে চুক্তি ছিল (অর্থাৎ, নিরাপত্তা ও হেফাজতের প্রতিশ্রুতি মুশরিকরা দিয়েছিল)। তারা (আক্রমণ করে সাহাবীগণের উপর) বিজয়ী হল (বিশ্বাসঘাতকতা করে)। তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের (যাদের মাঝেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাঝে চুক্তি ছিল) প্রতি বদদোয়া করে নামাযে রুকুর পর এক মাস পর্যন্ত কুনূত (নাযিলা) পাঠ করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ عهد শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়– ১। কসম, ২। নিরাপত্তা, ৩। হেফাজতের দায়দায়িত্ব ইত্যাদি।

এক রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ সা-এর সাথে যে গোত্র চুক্তি করেছিল, হেফাজত ও নিরাপত্তার দায়দায়িত্ব নিয়েছিল সেটি ছিল বনু আমির গোত্র। যার নেতা ছিলেন আবু বারা। যারা সাহাবায়ে কিরামকে (কারীগণকে) শহীদ করেছিল, সেটি ছিল অন্য গোত্র। অর্থাৎ, বনু সুলাইম গোত্র। যার নেতা ছিল আমির ইবনে তুফাইল। এর বিশদ বিবরণ বীরে মাউনার ঘটনায় এসেছে।

٢١٩٣. بَابُ غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ وَهِيَ الأَحْزَابُ

২১৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ খন্দকের যুদ্ধ। এটিই আহ্যাবের যুদ্ধ।

قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ كَانَتْ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ

মূসা ইবনে উকবা র. (ওফাত ১৪১ হিজরী) বর্ণনা করেছেন যে,

এ যুদ্ধ ৪র্থ হিজরী সনের শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল।

নামকরণের কারণ ঃ এ যুদ্ধের দু'টি নাম। যেহেতু হেফাজতের জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশে মদীনার পাশে খন্দক তথা পরিখা খনন করা হয়েছিল সেহেতু এটিকে গাযওয়ায়ে খন্দক বলে।

দ্বিতীয় নাম আহযাব। আহযাব শব্দটি হিযবুনের বহুবচন। এর অর্থ আসে দল। এ যুদ্ধে কাফিরদের অনেক গোত্র ও অনেক দল সম্মিলিত ফ্রন্ট তৈরি করে মুসলমানদের খতম করে দেয়ার চুক্তি করে মদীনায় আগ্রাসন চালিয়েছিল। এজন্য এ যুদ্ধের নাম রাখা হয়েছে গাযওয়ায়ে আহযাব। (ফাতহুল বারী ঃ ৭/৩০১)

খন্দকের যুদ্ধ হয়েছে শাওয়াল পঞ্চম হিজরী মুতাবিক ৬২৭ খ্রিস্টাব্দে।

এ যুদ্ধ কবে সংঘটিত হয়েছে এ নিয়ে মতবিরোধ হয়েছে। ইমাম বুখারী র. মূসা ইবনে উকবার উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে চতুর্থ হিজরীতে। কারণ, ১৩৭ নং হাদীসে আসছে যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. উহুদ যুদ্ধের সময় ১৪ বছর বয়সী ছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দেননি। কিন্তু খন্দকের যুদ্ধের সময় তাঁর বয়স ছিল ১৫ বছর। তখন তিনি তাঁকে অনুমতি দেন। এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, উহুদ ও খন্দক যুদ্ধের মাঝে শুধু ১ বছরের বিরতি ছিল। সর্বজন স্বীকৃত বিষয় হল, উহুদ যুদ্ধ হয়েছে তৃতীয় হিজরীতে। অতএব খন্দকের যুদ্ধ চতুর্থ হিজরীতে হওয়া প্রমাণিত হল।

এই প্রমাণের প্রতি লক্ষ্য করে ইমাম বুখারী র. ও ইবনে হাজম র. এর মতে, মুসা ইবনে উকবা র. এর উক্তি প্রধান।

দ্বিতীয় উক্তি হল- ইমামুল মাগাযী মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক র. এর। এটি হল খন্দকের যুদ্ধ শাওয়াল পঞ্চম হিজরীতে সংঘটিত হয়। মাগাযী ও সীরাতের সমস্ত ইমাম এ ব্যাপারে একমত। আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম র. এবং হাফিজ যাহাবী র. বলেন, এ উক্তিটিই বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য। মাগাযী ও সীরাতের অধিকাংশ ইমাম সহীহ বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়াতের উত্তর দেন যে, হতে পারে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. উহুদ যুদ্ধের সময় পূর্ণ ১৪ বছর বয়সী ছিলেন না। বরং তখন ছিল ১৪ বছরের শুরু। আর খন্দক যুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন ১৫ বছর বয়স্ক। কিংবা ১৫ বছর থেকে ১/২ মাস বেশি। এ হিসেবে উহুদ ও খন্দক যুদ্ধের মাঝে দু'বছরের বিরতি হতে পারে। কারণ, বছর গণনায় ভাংতি মাসগুলোর আলোচনা না করা তখন অযৌক্তিক নয়।

তাছাড়া, উহুদ যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন কালে আবু সুফিয়ান বলেছিল, আগামী বছর বদরে তোমাদের সাথে আমাদের মুকাবিলা হবে। এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে মক্কায় ফিরে আসে। পরবর্তী বছর প্রতিশ্রুতি পূরণের সময় এলে আবু সুফিয়ান এই বলে রাস্তা থেকে ফিরে যায় যে, অভাব ও দুর্ভিক্ষের সময়, এটি যুদ্ধের জন্য সমীচীন নয়। অতঃপর এর ১ বছর পরে ১০ হাজারের একটি বাহিনী নিয়ে মদীনায় আক্রমণ চালায়। যেটাকে বলে গাযওয়ায়ে

আহযাব এবং গাযওয়ায়ে খন্দক। এতে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, উহুদ ও আহযাব যুদ্ধের মাঝে দুই বছরের বিরতি ছিল। এটা সীরাত ও মাগাযী বিশেষজ্ঞ ইমাম ও আলিমগণের উক্তির সমর্থক। (ফাতহুল বারী)

এ যুদ্ধের কারণ হল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু নযীর গোত্রের ইয়াহুদীদের মদীনা থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছিলেন। এরপর তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। তাদের একটি দল, খায়বরে বসবাস করে। খায়বরবাসী যখন জানতে পারল যে, উহুদ যুদ্ধে মক্কার কুরাইশদের বিজয় হয়েছে, এটাও জানা গেছে যে, আবু সুফিয়ান পুনরায় যুদ্ধের হুমকি দিয়েছে, তখন হুয়াই ইবনে আখতাব প্রমুখ বনু নযীর নেতা এবং বনু ওয়াইলের নেতা আবু আম্মার ওয়াইলীর একটি দল নিয়ে মক্কায় পৌঁছে। কুরাইশকে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে যুদ্ধ করার জন উদ্বুদ্ধ করল। কিনানা ইবনে রাবী যে, বনু গাতফানকে উদ্বুদ্ধ করে ও মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত করে বনু গাতফানকে ঘুষরূপে প্রলুব্ধ করল যে, খায়বরের খেজুর বাগানে যে পরিমাণ খেজুর আসবে প্রতি বছর এর অর্ধেক আমরা তোমাদেরকে দেব। এতদশ্রবণে উয়াইনা ইবনে হিসন ফাযারী প্রস্তুত হয়ে গেল। কুরাইশ তো প্রথম থেকেই তৈরি ছিল। কিন্তু কুরাইশ নেতারা ইয়াহুদীদের উপর আস্থা পোষণ করত না। কুরাইশ নেতারা মনে করত যে, যেরূপভাবে মুসলমান আমাদের প্রতিমা পূজাকে কুফরী বলে এবং এর জন্য আমাদের ধর্মকে খারাপ মনে করে, ইয়াহুদীদেরও এ ধারণাই। অতএব, তাদের ঐক্য-সহযোগিতা ও আনুকুল্যের কি আশা রাখা যায়? অতএব তারা ইয়াহুদীদেরকে জিজ্ঞেস করল, আপনার জানেন, আমাদের মাঝে ও মুহাম্মদের মাঝে ধর্মীয় মতবিরোধ আছে। আপনারা তো হলেন, আহলে কিতাব ও আলিম। প্রথমে আমাদেরকে বলুন, আপনাদের মতে, আমাদের দীন উত্তম, না তাদের দীন উত্তম? আমাদের উভয়ের মাঝে কার ধর্মমত ভাল? ইয়াহুদীরা তাদের স্বীয় জ্ঞান ও মনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী কুরাইশকে উত্তর দিল, তোমাদের দীন মুহাম্মদের দীন অপেক্ষা উত্তম। তোমাদের দীন প্রাচীন ও আগের। এসব ইয়াহুদী সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا نَصِيْبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰؤُلَاءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا ... وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا.

“আপনি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি, যাদেরকে (তাওরাতের ইলমের) একটি অংশ দেয়া হয়েছে। (অতঃপর তা সত্ত্বেও) তারা প্রতিমা ও শয়তানের প্রতি বিশ্বাস রাখে? (কারণ, মুশরিকদের দীন ছিল প্রতিমা পূজা এবং শয়তানের অনুসরণ। অতএব, এরূপ দীনকে উত্তম বলা দ্বারা শয়তান ও প্রতিমার সত্যায়ন আবশ্যক হয়।) -পারা ৫ ঃ রুকু ৪

এ উত্তর শুনে এরা কিছুটা প্রশান্ত হয়। কিন্তু তারপরও বিষয়টি এ পর্যায়ে এল যে, আগন্তুক ইয়াহুদী নেতা এবং বনু ওয়াইলের সর্দাররা কুরাইশ নেতাদের সাথে একত্রে মসজিদে হারামে যেয়ে বাইতুল্লাহ্র দেয়াল বুকে লাগিয়ে আল্লাহ্র সামনে এ প্রতিজ্ঞা করতে হবে ও প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, আমাদের কোন একজন ব্যক্তিও যতক্ষণ পর্যন্ত জীবিত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে।

এরূপভাবে পারস্পরিক চুক্তি অনুযায়ী মক্কার কুরাইশের ৪ হাজার সৈন্য, ৩০০ ঘোড়া, ১ হাজার উট নিয়ে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মক্কা থেকে বের হয়। এ সৈন্য বাহিনী মাররুজজাহরান নামক স্থানে পৌঁছলে বনু গাতফান, আশজা', ফাযারা প্রমুখ গোত্রগুলো এসে অন্তর্ভুক্ত হয়। যাদের সর্বমোট সংখ্যা ছিল ১০ হাজার। (ফাতহুল বারী ঃ ৭/৩০১)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করলেন। হযরত সালমান ফারেসী রা. পরামর্শ দিলেন, এমতাবস্থায় উন্মুক্ত ময়দানে মুকাবিলা করা সমীচীন নয়। বরং হেফাজতের জন্য পরিখা খনন করা উচিত। যাতে শত্রুরা পার হয়ে আসতে না পারে। সবাই এ

পরামর্শ পছন্দ করলেন এবং দ্রুত পরিখা খননের কাজ আরম্ভ করে দেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং এর সীমা ঠিক করলেন। রেখা টেনে দশ দশজনকে ১০ গজ ১০ গজ ভূমি বণ্টন করে দিলেন। (ফাতহুল বারী ঃ ৭/৩০৫)

এক রেওয়ায়াতে আছে, প্রতি ১০ জনকে ৪০ গজ পরিখা খননের দায়িত্ব দেয়া হয়। দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় সাড়ে তিন মাইল।

ইবনে সাঈদ র. বলেন, ছয় দিনে পরিখা খনন করা হয়। (তাবাকাতে ইবনে সা'দ ঃ ২/৪৮)

হাফিজ আসকালানী র. দিনের সংখ্যা নিয়ে চারটি উক্তি বর্ণনা করেছেন। ১। ১৫ দিন , ২। ২০ দিন, ৩। ২৪ দিন, ৪। ১ মাস। (ফাতহুল বারী ঃ ৭/৩০২)

সাহাবায়ে কিরামের সাথে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও পরিখা খননে অংশগ্রহণ করেন। সর্বপ্রথম নিজ হস্ত মুবারকে ভূমিতে কোদাল মারেন এবং পড়েন–

بِسْمِ اللّٰهِ وَبِهِ بَدَيْنَا * وَلَوْ عَبَدْنَا غَيْرَهُ شَقِيْنَا ـ

'আমরা আল্লাহ্‌র নামে ও তাঁর সাহায্যে সূচনা করেছি। যদি তাঁকে ছাড়া আর কারো প্রার্থনা করি তবে আমরা হয়ে যাব দুর্ভাগা।'

فَحَبَّذَا رَبًّا وَحَبَّذَا دِيْنًا ،

"তিনি কতই না উত্তম প্রতিপালক! এবং (তাঁর জীবন বিধান) কতই না উত্তম দীন!"

পরিখা খনন এরূপ সময়ে আরম্ভ হয় যখন ছিল শীতকাল। ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত। কয়েকদিনের ভুখা। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পেট মুবারকে পাথর বাঁধা। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীগণ নেহায়েত আগ্রহ ও স্বতস্ফূর্ততার সাথে পরিখা খননের কাজে রত ছিলেন। নিজেরাই মাটি উঠিয়ে আনতেন আর কাব্য আবৃতি করতেন।

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا * عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا

"আমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে বাই'আত হয়েছি। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা জীবিত থাকব ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ অব্যাহত রাখব।"

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে ইরশাদ করলেন –

اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْاٰخِرَةِ * فَاغْفِرْ لِلْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ ـ

"হে আল্লাহ্! নিঃসন্দেহে জীবন তো প্রকৃত অর্থে আখেরাতেরই। অতএব, আনসার ও মুহাজিরগণকে ক্ষমা কর।"

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন–

اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ لَاخَيْرَ اِلَّاخَيْرُ الْاٰخِرَةِ * فَبَارِكْ فِى الْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ ـ

"হে আল্লাহ্! প্রকৃত কল্যাণ কেবলমাত্র পরকালেরটিই। অতএব, আনসার এবং মুহাজিরগণের মাঝে তুমি বরকত দাও।"

বারা ইবনে আযিব রা. বর্ণনা করেন, (১৪৪ নং হাদীসে আসছে) খন্দকের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং মাটি তুলে আনছিলেন। এমনকি পেট মুবারক ধূলিময় হয়ে যায়। বালুতে ঢেকে যায় তাঁর পেট। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছিলেন–

وَاللهِ لَوْلَا اللّٰهُ مَا اهْتَدَيْنَا * وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا .

"আল্লাহ্‌র শপথ! যদি আল্লাহ্‌র হেদায়াত (তাওফীক) না হত, তাহলে আমরা হেদায়াত পেতাম না, না সদকা দিতাম, না নামায পড়তাম।"

فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا * وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

"অতএব, হে আল্লাহ! আমাদের প্রতি আপনি আন্তরিক প্রশান্তি নাযিল করুন! এবং শত্রুদের সাথে আমাদের মুকাবিলা হলে আমাদের দৃঢ়পদ রাখুন।"

إِنَّ الْأُولٰى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا * إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا .

"নিঃসন্দেহে শত্রুরা আমাদের উপর জুলুম করেছে। যখন এরা ফিতনা করার ইচ্ছা করবে, তখন আমরা তা প্রত্যাখ্যান করব।"

সর্বশেষ শব্দ أَبَيْنَا তে তিনি উচ্চ স্বরে أَبَيْنَا أَبَيْنَا বলছিলেন।

হযরত জাবির রা.-এর বিবরণ, (হাদীসটি ১৪১ নং-এ আসছে) পরিখা খননের এক পর্যায়ে একটি শক্ত ও তৈলাক্ত বিশাল পাথর বেরিয়ে এল। তখন হযরত সালমান রা. রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হাজির হয়ে এ ঘটনার বিবরণ দিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, থামো, আমি নিজেই নামছি। ক্ষুধার কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পেটে তখন পাথর বাঁধা। তিনি নিজ হস্ত মুবারকে কোদাল নিয়ে বিশাল পাথরের উপর আঘাত হানলেন। তখন এ বিশাল পাথর একটি বালুস্তূপে পরিণত হল। (বুখারী ঃ পৃ. ৫/৮৮, হাদীস নং ১৪১)

মুসনাদে আহমদ ও নাসাঈর বিবরণ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোদাল হাতে নিয়ে বিসমিল্লাহ পড়ে তিনবার আঘাত হানলেন। প্রতিটি আঘাতে তা থেকে এরূপ জ্যোতি বেরুচ্ছিল যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছিলেন, আল্লাহু আকবার। অতঃপর সাহাবায়ে কিরামও বলছিলেন, আল্লাহু আকবার। তারপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, জিবরাঈল আমীন আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, উম্মত এ শহরগুলো বিজয় করবে। (ফাতহুল বারী ঃ ৭/৩০৪)

এ যুদ্ধে সাহাবার সংখ্যা ছিল ৩ হাজার। সারাদিন সাহাবায়ে কিরাম শক্তি পরীক্ষা করছিলেন। অতঃপর যখন পাথর কেউ ভাংতে পারলেন না তখন সরকারে দোআলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা ভাঙ্গলেন। এটা ছিল বিরাট মুজিযা।

گذارے بیس دن اور بیس راتیں اس مشقت میں *
رخ شامی پہ خندق کھودلی ارباب ہمت نے ۔
مگراك مرحلے پر ہوگئ حائل چٹان ایسی *
اسے کوئی بشر توڑے کسی میں تھی نہ جان ایسی ۔
لگاکر ضرب پتھر پرجوان وپیر سب ہارے *
پیمبرکی طرف تکنے لگے اللہ کے پیارے ۔
کیانظارہ حسن صابری کاچشم شاہد نے *
کہ پتھر باندہ رکھا تھا شکم پر ہم مجاہد نے ۔

تبسم لب پر آیا اور شکم سے پیرہن سرکا * ہوآئینہ سب پر حوصلہ صبر پیمبرکا ۔
عجب عالم نظرآئے یہاں فاقہ گذاروں کے * کہ دوپتھر بندھے پیٹ پر محبوب باری کے ۔
کئی دن سے میسرتھانہ کچھ جزآب حضرت کو *
کسی نے بھی نہ پایا تھا مگربے تاب حضرت کو ۔

দ্বিতীয় মুজিযা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দকে নেমে সে পাথর ভাঙ্গলেন যা কেউ ভাঙ্গতে পারছিলেন না, তখন ক্ষুধার অবস্থা ছিল এই পর্যায়ে যে, তিন দিন পর্যন্ত তিনি ও সাহাবায়ে কিরাম কোন কিছুই খেতে বা পান করতে পারছিলেন না। হযরত জাবির রা.ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ক্ষুধার এ অবস্থা দেখে তিনি সহ্য করতে পারলেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুমতি নিয়ে তিনি বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীকে বললেন, আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ভীষণ ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখেছি। তোমার কাছে কি কিছু আছে? এতদশ্রবণে স্ত্রী একটি থলে বের করলেন, যাতে এক ছা (সাড়ে তিন সের) যব ছিল। ঘরে ছিল বকরীর একটি বাচ্চা। হযরত জাবির রা. বললেন, আমার স্ত্রী যব পিষলেন, আমি সে ছাগলছানাটি জবাই করলাম। গোশত বানিয়ে তিন পাথরের একটি চুলা তৈরি করে তা ডেগে তুলে দিলাম। গোশতের টুকরোগুলো যখন প্রায় গলার উপক্রম হল এবং আটা গোলানোর পর পাকানোর উপযুক্ত হল, তখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে উপস্থিত হওয়ার জন্য রওয়ানা করলাম। তখন স্ত্রী বলল, দেখুন! এমন যেন না হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর (সব বা অধিকাংশ) সাথীদের নিয়ে আসেন, (আর খানা কম হবার কারণে) আমাকে অপমান করেন।

আমি দরবারে রিসালাতে উপস্থিত হয়ে চুপিসারে আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা সামান্য খাবার তৈরি করে রেখেছি। আপনি এবং আপনার সাথে কয়েকজনকে নিয়ে চলুন। তিনি বললেন, খানা কি পরিমাণ? আমি পূর্ণ বিস্তারিত বিবরণ দিলাম। তিনি বললেন, এতো অনেক খাবার। আরও বললেন, তোমার স্ত্রীকে যেয়ে বল, আমি যতক্ষণ না আসব ততক্ষণ পর্যন্ত যেন হাড়ি চুলা থেকে না নামায় এবং রুটি পাকাতে শুরু না করে। ততক্ষণাৎ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা দিলেন, হে পরিখা খননকারীরা! দ্রুত চল, জাবির খাবার তৈরি করেছে। আমি তাড়াতাড়ি (সবার আগে) ঘর অভিমুখে রওয়ানা করলাম। স্ত্রীকে বললাম, এইতো সমস্ত মুহাজির, আনসার মুসলমান উপস্থিত হয়েছেন। প্রথমত স্ত্রী খুবই বিগড়ে যায় এবং উল্টাসিধা কিছু বলে, অতঃপর যখন আমি বললাম, তুমি যা বলেছিলে (খাবার অল্প) আমি সেসব কথা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে খুলে বলেছিলাম। এতদশ্রবণে সে বলতে লাগল, আল্লাহ্ এবং তদীয় রাসূলই খুব ভাল জানেন। আমরা তো বলে দিয়েছি, আমাদের কাছে কি আছে। হযরত জাবির রা. বলেন, আমার স্ত্রী এমন কথা বলল, যার ফলে আমার বড় পেরেশানী দূর হয়ে গেল। (কারণ, সে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, আমরা বলে দিয়েছি, খাবার সামান্য, তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে নিয়ে এসেছেন, তাহলে তিনি জানেন, আমাদের চিন্তার কোন কারণ নেই। বারবার সামান্য খাবারে অনেক বরকত হয়েছে। আজও হতে পারে।)

স্ত্রীর সাথে কথোপকথন চলছিল। ইতোমধ্যেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে তাশরীফ আনলেন। তিনি আগে আগে চলছিলেন, অন্যেরা ছিলেন পিছনে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা প্রবেশ কর এবং পরস্পরে সংকীর্ণতা সৃষ্টি কর না (ভীড় কর না)। আমার স্ত্রী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে আটা পেশ করল। তিনি তাতে লালা মুবারক দিলেন এবং বরকতের দোয়া করলেন। অতঃপর হাড়ির দিকে গেলেন তাতেও লালা মুবারক দিলেন ও বরকতের দোয়া করলেন। তারপর বললেন, তুমি নিজের সাথে রুটি পাকানোর জন্য আরেকজন পাকানেওয়ালী ডেকে নাও।

রুটি তৈরি আরম্ভ হল, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুটি ছিড়ে ছিড়ে এর উপর গোশত রেখে রেখে স্বীয় সাহাবায়ে কিরামকে দিচ্ছিলেন। যখন হাড়ি থেকে তরকারি আর চুলা থেকে রুটি নিচ্ছিলেন তখনই আবার তা ঢেকে ফেলছিলেন। তিনি রীতিমত রুটি ছিড়ে ছিড়ে তরকারি ভরে ভরে দিচ্ছিলেন। এমনিভাবে সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে খেলেন। আরও অনেক খানা বেচে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে) বললেন, এবার তা তুমি খাও (আবার প্রতিবেশীদেরকেও) উপঢৌকন রূপে পাঠিয়ে দাও। কারণ, লোকজন ক্ষুধার তাড়নায় ভীষণ অস্থির।

হযরত জাবির রা. বর্ণনা করেন, আমি আল্লাহ্র কসম খেয়ে বলছি, এক হাজার লোক খেয়ে চলে গেলেন আর আমাদের হাড়ি তখনও উৎরাচ্ছিল যেমন শুরুতে ছিল। আমাদের আটা থেকে রুটি পাকানো হচ্ছিল যেমন শুরুতে হচ্ছিল। (বুখারী ঃ পৃ. ৫৮৮, ফাতহুল বারী ঃ ৭/৩০৫)

মোটকথা, মুসলমানরা পরিখা খনন করে অবসর হল, কুরাইশের কাফিররা ১০ হাজারের বিশাল বীর বাহিনী নিয়ে মদীনায় পৌঁছল। উহুদ পাহাড়ের নিকট তারা অবস্থান করল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের ৩ হাজারের এক বাহিনী সাথে নিয়ে মুকাবিলার জন্য সিলা পাহাড়ের নিকট যেয়ে অবস্থান করলেন। পরিখা উভয় দলের মাঝে প্রতিবন্ধক ছিল। মহিলা ও শিশুদেরকে একটি দুর্গে হেফাজতে থাকার নির্দেশ দেন।

২০ দিন পর্যন্ত কাফিরদের অবরোধ রইল। খন্দকের কারণে হাতাহাতি লড়াই ও মুকাবিলার সুযোগ এল না। অবশ্য উভয় পক্ষ থেকে তীরন্দাজী অব্যাহত রইল। এই তীর ছোড়াছুড়িতে হযরত সা'দ ইবনে মুআয রা. এর এক হাতে তীর লাগে। ফলে অনেক রক্ত ক্ষরণ হয়। হযরত সা'দ রা. আহত হলেন। কাফিররা ছিল হয়রান-কিংকর্তব্যবিমূঢ়। পরিখার এ কৌশল ও ব্যবস্থা তারা কখনো প্রত্যক্ষ করেনি । পরিখার আশেপাশে তারা চক্কর দিচ্ছিল আর হয়রান হচ্ছিল। অবশেষে, তাদের প্রসিদ্ধ নিপুণ অশ্বারোহী আমর ইবনে আবদূদ, ইকরামা ইবনে আবু জাহল, হুবাইরা ইবনে আবু ওয়াহাব এবং কবি যিরার মুকাবিলার জন্য বেরিয়ে এল। পরিখার নিকট সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় চক্কর লাগাল। একটি সংকীর্ণ জায়গা দেখে পেরিয়ে এসে লড়াই কামনা করল। হযরত আলী রা. কয়েকজন মুসলমানসহ এসে পৌঁছলেন। সেখানে যুদ্ধ হল, হযরত আলী রা. আমর ইবনে আবদূদকে হত্যা করলেন। আর আল্লাহু আকবার তাকবীর ধ্বনি দিলেন। মুসলমানরা অনুধাবন করতে পারল যে, আল্লাহ্ তা'আলা বিজয় দান করেছেন। অবশিষ্ট লোক পালিয়ে গেল। নাওফাল ইবনে আবদুল্লাহ নামক এক কাফির রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হত্যার উদ্দেশ্যে সামনে অগ্রসর হল। সে ছিল ঘোড়ার উপর সওয়ার। লাফিয়ে পরিখা অতিক্রম করতে চেয়ে নিজেই পরিখায় পড়ে যায়। গর্দান ভেঙ্গে অবশেষে মরে যায়।

আক্রমণের এ দিনটি ছিল নেহায়েত কঠিন। সারাদিন পাথর বর্ষণ ও তীরন্দাজি অব্যাহত রইল। সেদিনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের চার ওয়াক্ত নামায কাযা হয়ে যায়। অবরোধ দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। সাহাবায়ে কিরাম অনেক বিপদে ঘিরে পড়েছিলেন। বাহ্যত কোন আশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি ছিল না। আল্লাহ তা'আলা অদৃশ্য মেহেরবানী দ্বারা সাহায্যের এক বিস্ময়কর মাধ্যম সৃষ্টি করলেন। বনু গাতফান গোত্রের এক নেতা নুআইম ইবনে মাসঊদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُولُ اللّٰهِ। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমার ইসলাম গ্রহণের খবর কাফিররা জানে না। অনুমতি হলে, আমি কোন একটি কৌশল অবলম্বন করব, যার ফলে এ অবরোধ শেষ হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার জন্য অনুমতি দেয়া হল। সম্ভাব্য কৌশল ও ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পার। فَاِنَّ الْحَرْبَ خِدْعَةٌ – "কারণ, লড়াই হল, ধোকা (কৌশল অবলম্বনের নাম)। এতে ধোকা দেয়া জায়েয আছে। তিনি প্রথমে গেলেন বনু কুরাইজায়। সেখানে তিনি তাদের আপনজন এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল– এ কথা প্রকাশ করার পর বললেন, তোমরা তো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছ ঠিক, কিন্তু চিন্তা করা উচিত এর ফলাফল কি হবে? কুরাইশ এবং

গাতফানের কি? বিজয় হলে তো ভাল, কিন্তু পরাজয় হলে তো সবাই চলে যাবে। এরপর তোমাদের এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সম্পর্ক থাকবে। তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে? বনু কুরাইজা জিজ্ঞেস করল, তাহলে তোমার কি রায়? তিনি বললেন, প্রথমে প্রশান্ত হও। কুরাইশ এবং গাতফানের কিছু লোককে বন্ধক রাখ। যদি তারা তা করে তবে তোমরা অংশগ্রহণ কর। সবাই বলল, বাস্তবিক, এটা খুবই যথার্থ ও জরুরি ব্যাপার।

নুআইম ইবনে মাসঊদ এরপর কুরাইশের কাছে এসে তাদেরকে বললেন, আমি একটি কথা শুনেছি এবং সে কথাটুকু তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া কর্তব্য মনে করি। শুনেছি ইয়াহুদীরা আপন কৃত কর্মের উপর লজ্জিত। তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে সংবাদ পাঠিয়েছে, আমরা যদি কুরাইশ এবং গাতফানের কিছু নেতাকে গ্রেপ্তার করে আপনার কাছে অর্পণ করতে পারি তবে কি আপনারা সম্মত হবেন? মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে তাঁর সম্মতি প্রকাশ করেছেন। এবার ইয়াহুদীদের ইচ্ছে হল– আপনাদের কাছ থেকে বন্ধক রূপে কিছু লোক চাইবে। তাদেরকে তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট অর্পণ করবে। নুআইম ইবনে মাসঊদ এরপর এ কথাগুলোই গাতফানের নিকট বললেন, এরপর কুরাইশ ও গাতফান ইকরামা ইবনে আবু জাহল প্রমুখকে বনু কুরাইজার কাছে এই বলে প্রেরণ করল যে, অনেক দিন হয়ে গেছে লড়াই তাড়াতাড়ি শেষ হওয়া উচিত। তোমরাও বেরিয়ে এস। সবাই মিলে আক্রমণ করব। বনু কুরাইজা উত্তর দিয়ে পাঠাল যে, আগামী কাল শনিবার। তোমরা জান আমরা শনিবার দিন কোন কাজ করতে পারি না। তাছাড়া, আমরা তোমাদের সাথে মিলে যুদ্ধও করতে পারব না যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এ প্রশান্তি না আসবে যে, তোমরা কোন অবস্থাতে আমাদেরকে মুহাম্মদের মুকাবিলায় একাকী ছেড়ে চলে যাবে না। মানসিক প্রশান্তির ছুরত হল কুরাইশ এবং গাতফান তাদের কিছু নেতাকে আমাদের কাছে বন্ধক রাখবে। এই জবাবে কুরাইশ এবং গাতফানের দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেলে যে, নুআইম ইবনে মাসঊদ যা কিছু বলেছেন সেগুলো সম্পূর্ণ যথার্থ। তারা অতঃপর লোক পাঠাল যে, আমরা বন্ধক রাখতে পারব না। তোমরা যুদ্ধ করতে হলে আস। এই উত্তরে বনু কুরাইজা বুঝতে পারল যে, নুআইম যা কিছু বলেছে সেগুলো সব সঠিক। এমনিভাবে এসব কাফিরদের মধ্যে মারাত্মক মতবিরোধ সৃষ্টি হল।

অতঃপর অদৃশ্য অনুগ্রহ থেকে আর একটি সাহায্য হল যে, আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশতা বাহিনী পাঠালেন। রাত্রি বেলায় প্রচণ্ড তুফান এল। কুরাইশের সমস্ত তাবু– ডেরা উপড়ে গেল, রশি ইত্যাদি সব ছিড়ে গেল। হাড়ি-পাতিল বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল, চুলাগুলো নিভে গেল। সমস্ত লোক পেরেশান ও হুশ হারিয়ে ফেলল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কেউ যেন দেখে আসে কাফিরদের কি অবস্থা এবং তারা কি করতে চায়। কিন্তু এখানেও ঠাণ্ডায় প্রতিটি ব্যক্তি উদ্বিগ্ন ছিল। কেউ প্রস্তুত হল না। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রা. কে নাম ধরে ডেকে পাঠালেন। তিনি যেয়ে দেখলেন সমস্ত কাফির হুশ হারিয়ে ফেলেছে এবং সেখানেই আছে। আবু সুফিয়ান কুরাইশকে বলল, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! বনু কুরাইজা আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করেছে। প্রচণ্ড ঝড়-তুফান আমাদের তাবু উপড়ে ফেলেছে, আমাদের জন্তুগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে, এখনিই তাড়াতাড়ি চল। এ কথা বলেই আবু সুফিয়ান উটের উপর আরোহণ করল। সমস্ত কাফির রওয়ানা দিল। কাফিররা যখন ফেরত রওয়ানা দিল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

الآنَ نَغزُوهُم وَلَايَغزُونَنَا نَحنُ نَسِيرُاِلَيهِم

অর্থাৎ, ভবিষ্যতে আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। তারা আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসবে না। আমরা তাদের দিকে অভিযান চালাব। (বুখারী ঃ পৃ. ৫৯০)

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ইরশাদও করলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা পূবালী হাওয়ার মাধ্যমে আমার সাহায্য করেছেন। আর পশ্চিমা হাওয়ার মাধ্যমে ধ্বংস করেছেন আদ সম্প্রদায়কে।

নোট ঃ এ যুদ্ধের সময় সম্পর্কে বয়ানুল কুরআন সূরা আহযাব অবশ্যই পাঠ করা উচিত।

৩৭৯৭. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ أخبرني نَافِعٌ عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشَرَةَ فَلَمْ يُجِزْهُ وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشَرَةَ فَأَجَازَهُ ـ

৩৭৯৭/১৩৭. ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম র. ..... হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত যে, উহুদ যুদ্ধের দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (সৈন্য নির্বাচনের জন্য) বাছাই করলেন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দেননি। তখন তাঁর বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। তবে খন্দক যুদ্ধের দিন তিনি (যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য) বাছাই করে তাঁকে অনুমতি দিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল পনের বছর।

ব্যাখ্যা ঃ عَرَضَهُ শব্দটি عَرْضَ الْجُنْدَ থেকে গৃহীত। যার অর্থ হল, সৈন্যদের বাছাই করেছেন। মুসলিমের রেওয়ায়াতে আছে– عَرَضَنِي يَوْمَ أُحُدٍ الخ অর্থাৎ, উহুদের দিন তিনি আমার খবর নিয়েছেন।

৩৮৯৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضى الله عنه قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِي الْخَنْدَقِ وَهُمْ يَحْفِرُونَ وَنَحْنُ نَنْقُلُ التُّرَابَ عَلَى أَكْتَادِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ لَاعَيْشَ إِلَّاعَيْشُ الْآخِرَةِ ـ فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ـ

৩৭৯৮/১৩৮. কুতাইবা র. .... হযরত সাহ্ল ইবনে সাদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, পরিখা খননের কাজে আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছিলাম। তাঁরা পরিখা খনন করছিলেন আর আমরা কাঁধে করে মাটি বহন করছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাদের জন্য দোয়া করে) বলছিলেন–

اَللّٰهُمَّ لَاعَيْشَ إِلَّاعَيْشُ الْآخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ـ

'হে আল্লাহ্, আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। আপনি মুহাজির এবং আনসারীদেরকে ক্ষমা করে দিন।'

এ হাদীসটি ৫৩৫ পৃষ্ঠায় গেছে। তাছাড়া, ৩৯৭ পৃষ্ঠাতে হযরত আনাস রা. থেকে অনুরূপ রেওয়ায়াত আছে।

৩৭৯৯. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حدثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى الْخَنْدَقِ فَإِذَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ ذٰلِكَ لَهُمْ فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالْجُوعِ قَالَ :

اَللّٰهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ ـ فَاغْفِرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةِ ـ

فَقَالُوا مُجِيبِينَ لَهُ :

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا * عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا ـ

৩৭৯৯/১৩৯. আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ র. ..... হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ স. বের হয়ে পরিখা খননের স্থানে উপস্থিত হন। এ সময় মুহাজির এবং আনসারীগণ ভোরে তীব্র

শীতের মধ্যে পরিখা খনন করছিলেন। তাদের কোন গোলাম ছিল না যারা তাদের পক্ষ হতে এ কাজ-আন্জাম দিবে। (সাহাবীগণের কোন চাকর বাকর ছিল না। এজন্য নিজেরাই শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সওয়াবের নিয়তে প্রচণ্ড শীতে কাজ করছিলেন।) যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের অনাহার ও কষ্ট ক্লেশ দেখতে পান, তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন ; তাই আপনি আনসার ও মুহাজিরদেরকে ক্ষমা করে দিন। সাহাবীগণ এর উত্তরে বললেন, "আমরা সে সব লোক, যারা জিহাদে আত্মনিয়োগ করার ব্যাপারে মুহাম্মদ সা-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছি, যতদিন আমরা জীবিত থাকব ততদিন পর্যন্ত।"

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট। এ হাদীসটি জিহাদে ৩৯৭ পৃষ্ঠায় এসেছে।

কাব্য আবৃত্তি দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উদ্দেশ্য ছিল, সাহাবায়ে কিরাম কয়েকদিন পর্যন্ত কষ্ট করে যেন মন খারাপ না করেন এবং পরকালের সফল জীবনকে সামনে রেখে কাজ অব্যাহত রাখেন, আল্লাহ তা'আলার রহমত ও মাগফিরাতের আশা রাখেন। সাহাবায়ে কিরামও উত্তরে এ কথা প্রকাশ করলেন যে, আজীবন তারা আল্লাহ্র পথে জিহাদের জন্য প্রস্তুত। এ হাদীস দ্বারা এটাও জানা গেল যে, মেহনত ও কষ্টের কাজগুলোতে কবিতা আবৃত্তি করলে আবেগ ও জোশ সৃষ্টি হয়। যেমন– বর্তমানেও এই অভিজ্ঞতা পরিলক্ষিত হয়।

٣٨٠٠/١٤٠. حَدَّثَنَا اَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حدثنا عَبدُ الوَارِثِ عَنْ عَبدِ العَزِيزِ عَنْ اَنسٍ رضى الله عنه قَالَ جَعَلَ المُهَاجِرُونَ والاَنْصَارُ يَحفِرُونَ الخَندقَ حَولَ المَدِينَةِ وَيَنقُلُونَ التُرابَ عَلى مُتُونِهِمْ وَهُم يَقُولُونَ :

نَحنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا * عَلَى الجِهَادِ مَا بَقِينَا اَبدًا ـ

قَالَ يَقُولُ النَبِىُّ ﷺ وَهُوَ يُجِيبُهُم :

اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ لاَخَيرَ اِلَّاخَيرُ الاٰخِرةِ ـ فَبَارِكْ فِى الاَنصَارِ والمُهَاجِرَةِ ـ

قَالَ وَيُوتُونَ بِمِلْءِ كَفَّى مِنَ الشَعِيرِ فَيُصنَعُ لَهُم بِاِهَالَةٍ سَنِخَةٍ تُوضَعُ بَينَ يَدِى القَوم، وَالقَومُ جِيَاعٌ وَهِىَ بَشِعَةٌ فِى الحَلقِ وَلَهَا رِيحٌ مُنتِنٌ ـ

৩৮০০/১৪০. আবু মা'মার র. .... হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসার ও মুহাজিরগণ মদীনার চারপাশে পরিখা খনন করছিলেন এবং নিজ নিজ পিঠে মাটি বহন করছিলেন। আর (আনন্দ কণ্ঠে) কাব্য আবৃত্তি করছিলেন, "আমরা তো সে সব লোক যারা মুহাম্মদ সা-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছি, যতদিন আমরা জীবিত থাকব ততদিন জিহাদ করব। বর্ণনাকারী বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এ কথার উত্তরে বলতেন, اَللّٰهُمَّ لاَخَيرَ اِلَّاخَيرُ الاٰخِرةِ الخ – হে আল্লাহ! আখিরাতের কল্যাণ ব্যতীত আর কোন কল্যাণ নেই, তাই আনসার ও মুহাজিরদের কাজে বরকত দান করুন। বর্ণনাকারী [আনাস রা.] বর্ণনা করছেন যে, (পরিখা খননের সময়) তাদেরকে এক মুষ্টি ভরে যব দেওয়া হত। তা বাসি, স্বাদবিকৃত চর্বিতে মিশিয়ে খানা পাকিয়ে ক্ষুধার্ত মুসলমানদের সামনে পরিবেশন করা হত। অথচ এ বিস্বাদ খাদ্য, খাদ্যনালীতে আটকে যাবার উপক্রম ছিল (গলধকরণ করা ছিল কঠিন) এবং তা ছিল দুর্গন্ধময়।

ব্যাখ্যা ঃ يُوتَونَ ঃ মাজহুলের সীগা। كَفَّى مِنَ الشَعِير ঃ আল্লামা আইনী র. লিখেন যে, এতে তিন ধরনের কপি পাওয়া যায়। ১। অধিকাংশ কপির মূল পাঠে كَفَّى দ্বিবচন। যেটি মূলত كَفَّين ছিল। ইয়ায়ে মুতাকাল্লিমের দিকে ইযাফতের কারণে দ্বিবচনের নূন পড়ে গেছে।

২। একবচনের সীগা। ইয়ায়ে মুতাকাল্লিম সহকারে অর্থাৎ كَفِّى ফায়ের নিচে যেরসহ।

৩। كَفٌّ مِنَ الشَّعِيْرِ ইযাফত ছাড়া। (উমদাতুল কারী ঃ ১৭/১৭৮)

يُصْنَعُ ঃ অর্থাৎ, পাকায়– রান্না করে। اِهَالَةٌ ঃ হামযার নিচে যের, তাশদীদ বিহীন হা অর্থাৎ, চর্বি। سَنِخَةٌ ঃ সীনের উপর যবর, নূনের নিচে যের, খায়ের উপর যবর, পরবর্তীতে স্ত্রী লিঙ্গবোধক তা। অর্থাৎ, দুর্গন্ধযুক্ত, যা বিস্বাদ হয়ে গেছে। بَشِعَةٌ ঃ বায়ের উপর যবর, সীনের নিচে যের, এরূপ বাসি জিনিস যা গলধঃকরণ করা কষ্টকর।

٨٠١. حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ اَيْمَنَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ جَابِرًا رضى الله عنه فَقَالَ اِنَّا يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْفِرُ فَعَرَضَتْ كُدْيَةٌ شَدِيْدَةٌ فَجَاءُوْا النَّبِىَّ ﷺ فَقَالُوا هٰذِهِ كُدْيَةٌ عَرَضَتْ فِى الْخَنْدَقِ؟ فَقَالَ اَنَا نَازِلٌ ثم قَامَ وَبَطْنُهُ مَعْصُوْبٌ بِحَجَرٍ . وَلَبِثْنَا ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ لَانَذُوْقُ ذَوَاقًا . فَاَخَذَ النَّبِىُّ ﷺ الْمِعْوَلَ فَضَرَبَ فَعَادَ كَثِيْبًا اَهْيَلَ اَوْ اَهْيَمَ، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اِئْذَنْ لِىْ اِلَى الْبَيْتِ، فَقُلْتُ لِاِمْرَاَتِىْ رَاَيْتُ بِالنَّبِىِّ ﷺ شَيْئًا مَا فِىْ ذٰلِكَ صَبْرٌ، فَعِنْدَكِ شَىْءٌ ؟ قَالَتْ عِنْدِىْ شَعِيْرٌ وَعَنَاقٌ فَذَبَحْتُ الْعَنَاقَ وَطَحَنَتِ الشَّعِيْرَ حَتّٰى جَعَلْنَا اللَّحْمَ فِى الْبُرْمَةِ، ثُمَّ جِئْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَالْعَجِيْنُ قَدِ انْكَسَرَ وَالْبُرْمَةُ بَيْنَ الْاَثَافِىِّ قَدْ كَادَتْ اَنْ تَنْضَجَ . فَقُلْتُ طُعَيِّمٌ لِىْ فَقُمْ اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! وَرَجُلٌ اَوْ رَجُلَانِ، قَالَ كَمْ هُوَ؟ فَذَكَرْتُ لَهُ قَالَ كَثِيْرٌ طَيِّبٌ . قَالَ قُلْ لَهَا : لَاتَنْزِعُ الْبُرْمَةَ، وَلَا الْخُبْزَ مِنَ التَّنُّوْرِ حَتّٰى اٰتِىَ، فَقَالَ قُوْمُوا فَقَامَ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْاَنْصَارُ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلٰى اِمْرَاَتِهٖ قَالَ وَيْحَكِ جَاءَ النَّبِىُّ ﷺ بِالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَمَنْ مَعَهُمْ، قَالَتْ هَلْ سَاَلَكَ؟ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ ادْخُلُوْا وَلَا تَضَاغَطُوْا، فَجَعَلَ يَكْسِرُ الْخُبْزَ، وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّحْمَ، وَيُخَمِّرُ الْبُرْمَةَ وَالتَّنُّوْرَ اِذَا اَخَذَ مِنْهُ، وَيُقَرِّبُ اِلٰى اَصْحَابِهٖ، ثُمَّ يَنْزِعُ فَلَمْ يَزَلْ يَكْسِرُ الْخُبْزَ، وَيَغْرِفُ حَتّٰى شَبِعُوْا وَبَقِىَ بَقِيَّةٌ قَالَ كُلِىْ هٰذَا وَاَهْدِىْ، فَاِنَّ النَّاسَ اَصَابَتْهُمْ مَجَاعَةٌ .

৩৮০১/১৪১. খাল্লাদ ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া র. ...... হযরত আইমান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবির রা-এর নিকট গেলে তিনি বললেন, খন্দক যুদ্ধের দিন আমরা পরিখা খনন করছিলাম। এ সময় একখণ্ড কঠিন পাথর বেরিয়ে আসলে (যা ভাঙ্গা যাচ্ছিল না এবং কারো কারো কোদাল ভেঙ্গে যায়) সাহাবায়ে কিরাম নবী করীম সা-এর কাছে এসে বললেন, খন্দকের মাঝে একখণ্ড শক্ত পাথর বেরিয়েছে (আমরা তা ভাংতে পারছি না)। এ কথা শুনে তিনি বললেন, আমি নিজে খন্দকে অবতরণ করব। এরপর তিনি দাঁড়ালেন। এ সময় তাঁর পেটে একটি পাথর বাঁধা ছিল। আর আমরাও তিন দিন পর্যন্ত অনাহারী ছিলাম। কোন কিছুর স্বাদও গ্রহণ করিনি। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একখানা কোদাল হাতে নিয়ে প্রস্তরখণ্ডে আঘাত করলেন। ফলে তৎক্ষণাৎ তা চূর্ণ হয়ে বালুকারাশিতে পরিণত হল। (রাবীর সন্দেহ যে, তিনি اهيل বলেছেন না اهيم বলেছেন, তবে উভয়ের অর্থ একই।) তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে (অল্প সময়ের জন্য) বাড়ি যাওয়ার জন্য অনুমতি দিন। (তিনি অনুমতি দিলে বাড়ি পৌঁছে) আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, নবী করীম সা-এর মধ্যে আমি

এমন কিছু দেখলাম যা আমি সহ্য করতে পারছি না। তোমার নিকট কোন খাবার দ্রব্য আছে কি? সে বলল, আমার কাছে কিছু যব ও একটি বকরীর ছানা আছে। তখন বকরীর বাচ্চাটি আমি যবাই করলাম। এবং সে (আমার স্ত্রী) যব পিষে দিল।

এরপর গোশ্ত ডেকসিতে দিয়ে আমি নবী আকরাম সা-এর কাছে আসলাম। এ সময় আটা খামির হচ্ছিল এবং ডেকচি চুলার উপর ছিল ও গোশ্ত প্রায় রান্না হয়ে আসছিল। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার (বাড়িতে) সামান্য কিছু খাবার আছে। আপনি একজন বা দুইজন সাথে নিয়ে চলুন। তিনি বললেন, কি পরিমাণ খাবার আছে? আমি তার নিকট সব খুলে বললে তিনি বললেন, এ তো অনেক ও উত্তম। এরপর তিনি আমাকে বললেন, তুমি তোমার স্ত্রীকে গিয়ে বল, সে যেন আমি না আসা পর্যন্ত উনান থেকে ডেকচি ও রুটি না নামায়। এরপর তিনি বললেন, তোমরা সকলে উঠ! (জাবির তোমাদেরকে খাবার দাওয়াত দিয়েছে) তখন মুহাজির ও আনসারীগণ উঠলেন (এবং চলতে লাগলেন)। জাবির রা. তার স্ত্রীর নিকট গিয়ে বললেন, তোমার সর্বনাশ হোক! (এখন কি হবে?) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো মুহাজির, আনসার এবং তাঁদের অন্য সাথীদের নিয়ে চলে আসছেন। তিনি (জাবিরের স্ত্রী) বললেন, তিনি কি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (উপস্থিত হয়ে) বললেন, তোমরা সকলেই প্রবেশ কর এবং ভিড় করো না। এ বলে তিনি রুটি টুকরো করে এর উপর গোশ্ত দিয়ে সাহাবীগণের মধ্যে তা বিতরণ করতে শুরু করলেন। (এগুলো পরিবেশন করার সময়) তিনি ডেকচি এবং উনান ঢেকে রেখেছিলেন। এমনি করে তিনি রুটি টুকরো করে হাত ভরে বিতরণ করতে লাগলেন। এতে সকলে পেট ভরে খাবার পরেও কিছু থেকে যায়। তাই তিনি (জাবিরের স্ত্রীকে) বললেন, এ তুমি খাও এবং অন্যকে হাদিয়া দাও। কেননা, লোকদেরও ক্ষুধা পেয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ এক রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশে আমরা পরিখা খনন করছিলাম। ইতিমধ্যে একটি শ্বেতপাথর সামনে এল। এ পাথরটির কারণে আমাদের কোদাল ভেঙ্গে গেল। অতএব, আমরা চিন্তা করলাম, এটি ছেড়ে সামনে অগ্রসর হব। অতঃপর চিন্তা করলাম, বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে পেশ করা উচিত। অতএব, দরবারে রিসালতে (হযরত সালমান রা. এর মাধ্যমে) এ বিষয়টি আরজ করলাম। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিসমিল্লাহ্ পড়ে কোদাল মারলেন। তখন তা থেকে এক রশ্মি চমকে উঠল, পাথরটির এক-তৃতীয়াংশ ভেঙ্গে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহু আকবার বললেন, মুসলমানরাও আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিল। রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করলেন, আমাকে শাম রাজ্যের চাবিগুলো দিয়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্র কসম, আমি এর লালমহল এখন অবলোকন করছি। জিবরাঈল আ. আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আমার উম্মত মুলকে শাম বিজয় করবে।

অতঃপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয়বার কোদাল মারলেন, তখন সে পাথরের দুই-তৃতীয়াংশ বিদীর্ণ হল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে বললেন, আমাকে পারস্য রাজ্যের চাবিগুলো প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ্র শপথ! আমি মাদাইনের শ্বেতমহল (হোয়াইট হাউজ) প্রত্যক্ষ করছি। অতঃপর তিনি তৃতীয়বার কোদাল মারলে অবশিষ্ট পাথরও ভেঙ্গে যায়। তিনি আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে বললেন, আমাকে ইয়ামানের চাবিগুলো দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্র শপথ! আমি এখন এ স্থান থেকে সান'আ শহরের দ্বারগুলো দর্শন করতে পারছি। (ফাতহুল বারী ঃ ৭/৩০৫)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে চাবি প্রদান করা দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল সেসব রাজ্য বিজিত হওয়ার সুসংবাদ প্রদান। আলহামদুলিল্লাহ্, তাঁর এ ভবিষ্যদ্বাণীগুলো পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েছে। كُدْيَةٌ - কাফের উপর পেশ, দালের উপর জযম, অতঃপর ইয়া। অর্থাৎ, শক্ত মাটি, কঠিন পাথর। বিশুদ্ধতম ও বেশিরভাগ কপি এটিই। যদিও কোন কোন কপিতে كَبْدَةٌ কাফের উপর যবর, দালের পূর্বে বায়ের উপর জযম আছে। অর্থতে বিশেষ পার্থক্য হবে না। অর্থাৎ শক্ত ভূমির একটি টুকরা। তাছাড়া, আরও কপি আছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, উমদাতুল কারী। كَثِيبًا কাফের উপর যবর, ছায়ের নিচে যের। বালু। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন

كَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا - পারা, ২৯, সূরা মুযযাম্মিল। أَوْ أَهْيَم ঃ বর্ণনাকারীর সন্দেহ। অর্থ একই। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ – পারা ২৭, সূরা ওয়াকি'আ।

٣٨٠٢. حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حدثنِي ابُو عَاصِمٍ قَالَ اخبرنا حَنْظَلَةُ بْنُ ابى سفيان قَالَ اَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاء قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا حُفِرَ الْخَنْدَقُ رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ ﷺ خَمَصًا شَدِيدًا فَانْكَفَيْتُ إِلَى امْرَأَتِي فَقُلْتُ هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ ؟ فَإِنِّي رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ خَمَصًا شَدِيدًا - فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ، فَذَبَحْتُهَا وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ فَفَرَغَتْ إِلَى فَرَاغِي وَقَطَعْتُهَا فِي بُرْمَتِهَا ثُمَّ وَلَّيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ لاتَفْضَحْنِي بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَبِمَنْ مَعَهُ - فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا، وَطَحَنْتُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ كَانَ عِنْدَنَا، فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ - فَصَاحَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ! إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُورًا فَحَيَّ هَلًا بِكُمْ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لا تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ وَلَا تَخْبِزُنَّ عَجِينَكُمْ حَتَّى أَجِيءَ، فَجِئْتُ وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْدُمُ النَّاسَ حَتَّى جِئْتُ امْرَأَتِي، فَقَالَتْ بِكَ وَبِكَ فَقُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ، فَأَخْرَجَتْ لَهُ عَجِينًا فَبَصَقَ فِيهِ وَبَارَكَ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنَا فَبَصَقَ فِيهِ وَبَارَكَ ثُمَّ قَالَ ادْعُ خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعِي وَاقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ فَلَا تُنْزِلُوهَا وَهُمْ أَلْفٌ، فَأُقْسِمُ بِاللهِ لَأَكَلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ -

৩৮০২/১৪২. আম্‌র ইবনে আলী র. ...... হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন পরিখা খনন করা হচ্ছিল, তখন আমি নবী করীম সা-কে ভীষণ ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখতে পেলাম। তখন আমি আমার স্ত্রীর কাছে ফিরে গেলাম এবং তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কাছে কোন কিছু আছে কি? আমি রাসূলুল্লাহ্ সা-কে দারুণ ক্ষুধার্ত দেখেছি। (এ কথা শুনে) তিনি একটি চামড়ার পাত্র এনে তা থেকে এক সা (২৩৪ তোলা) পরিমাণ যব বের করে দিলেন। আমাদের গৃহপালিত একটি বকরীর বাচ্চা ছিল। আমি সেটি যবাই করলাম। আর সে (আমার স্ত্রী) যব পিষে দিল। আমি আমার কাজ শেষ করার সাথে সাথে সেও তার কাজ শেষ করল। আমি তার গোশত কেটে কেটে ডেকচিতে ভরলাম। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ সা-এর কাছে ফিরে চললাম। তখন সে (স্ত্রী) বলল, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের নিকট লজ্জিত করবেন না। (এত বেশী লোক আনবেন না, যার ফলে খানা কম পড়ে লজ্জিত হতে হয়।) এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ সা-এর নিকট গিয়ে চুপে চুপে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আমাদের একটি বকরীর বাচ্চা যবেহ করেছি এবং আমার স্ত্রী এক সা' যব পিষেছে যা আমাদের ঘরে ছিল। আপনি আরো কয়েকজনকে সাথে নিয়ে আসুন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চ স্বরে সবাইকে বললেন, হে পরিখা খননকারীরা! জাবির খানার ব্যবস্থা করেছে। এসো, তোমরা সকলেই (কাজ রেখে দ্রুত) চলো। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার আসার পূর্বে তোমাদের ডেকচি নামাবে না এবং খামির থেকে রুটিও তৈরি করবে

না। আমি (বাড়িতে) আসলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামসহ তাশরীফ আনলেন। এরপর আমি আমার স্ত্রীর নিকট আসলে সে বলল, আল্লাহ্ তোমার এমন করুন, এমন করুন। (তুমি এ কি করলে? এতগুলো লোক নিয়ে আসলে? অথচ খাদ্য একেবারে সামান্য অর্থাৎ, ভালমন্দ কিছু বললেন।) আমি বললাম, তুমি যা বলেছ আমি তাই করেছি। এরপর সে রাসূলুল্লাহ্ সা-এর সামনে আটার খামির বের করে দিলে তিনি তাতে মুখের লালা মিশিয়ে বরকতের জন্য দোয়া করলেন। এরপর তিনি ডেকচির দিকে এগিয়ে গিয়ে তাতে মুখের লালা মিশিয়ে এর জন্য দোয়া করলেন। তারপর বললেন, (হে জাবির!) একজন রুটি প্রস্তুতকারীণীকে ডাক। সে আমার কাছে বসে রুটি প্রস্তুত করুক এবং ডেকচি থেকে পেয়ালা ভরে গোশ্ত পরিবেশন করুক। তবে (চুলা থেকে) ডেকচি নামাবে না। তাঁরা (আগন্তুক সাহাবায়ে কিরাম) ছিলেন সংখ্যায় এক হাজার। আমি আল্লাহ্র কসম করে বলছি, তাঁরা সকলেই তৃপ্তিসহকারে খেয়ে অবশিষ্ট খাদ্য রেখে চলে গেলেন। অথচ আমাদের ডেকচি পূর্বের ন্যায় তখনও টগবগ করছিল এবং আমাদের আটার খামির থেকেও পূর্বের মত রুটি তৈরি হচ্ছিল।

এ হাদীসটি সংক্ষিপ্ত আকারে ৪৩২ পৃষ্ঠায় এসেছে।

ব্যাখ্যা ঃ خَمَصًا ঃ খায়ের উপর যবর, মীমের উপর যবর, অতঃপর ছোয়াদ। অর্থাৎ ক্ষুধা। بُهَيْمَةً ঃ বায়ের উপর পেশ। بُهْمَةً ঃ এর তাসগীর (ক্ষুদ্রার্থবোধক শব্দ)। অর্থাৎ, বকরীর ছোট একটি বাচ্চা। دَاجِنٌ ازباب نَصَرَ দাজনা دَجْنًا دُجُونًا ঃ জীমের নিচে যের। অবস্থান করা, প্রতিপালিত হওয়া। دَاجِنٌ ঃ গৃহপালিত বকরীর বাচ্চা। تَعَالَ লামের উপর যবর। সীগায়ে আমর। অর্থাৎ, এস বা আসুন। تَعَالَىٰ يَتَعَالَىٰ تَعَالِيًا। অর্থ হল উঁচু হওয়া। سُوْر ঃ সীনের উপর পেশ, ওয়াও এর উপর জযম, হামযা ছাড়া। কেউ কেউ লিখেছেন, ফারসী ভাষায় দাওয়াতের খানাকে سُور বলে। হামযা সহকারে سُؤْر এর অর্থ হল, ঝুটা–এঁটো। حَيَّ هَلًا بِكُمْ - ইসমে ফে'ল। অর্থাৎ এগিয়ে এসো, তাড়াতাড়ি কর। এ থেকেই রয়েছে حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ - এস নামাযের জন্য, তাড়াতাড়ি কর। এতে বিভিন্ন ধরনের কয়েকটি লুগাত রয়েছে। حَيَّهَلَ حَيَّهَلَا - অতিরিক্ত আলিফসহ। حَيَّهَلًا - নাকিরার জন্য তানভীনসহ। حَيَهَلًا - ইয়া ইত্যাদিতে তাশদীদ ছাড়া। –উমদা।

হাদীস শরীফের পূর্ণ বিস্তারিত বিবরণ খন্দক যুদ্ধে এসেছে।

٣٨٠٣. حَدَّثَنِى عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها اِذْ جَاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الاَبْصَارُ قَالَتْ كَانَ ذَالِكَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ.

৩৮০৩/১৪৩. উসমান ইবনে আবু শায়বা র. .... হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, اِذْ جَاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ الاية তথা যখন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল উঁচু অঞ্চল ও নিচু অঞ্চল হতে এবং তোমাদের চক্ষু বিস্ফারিত হয়েছিল .... (৩৩ ঃ ১০), এ আয়াতখানা খন্দকের যুদ্ধে নাযিল হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ এ আয়াতটি সূরা আহযাবের ১০ নম্বরে আছে। এবার আয়াতে কারীমার স্পষ্ট অনুবাদ লক্ষ্য করুন।

اِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللّٰهِ الظُّنُونَا.

"সে সময়টুকু স্মরণ কর, যখন সে শত্রুরা তোমাদের কাছে এসে পৌঁছে ছিল উপর দিক থেকে এবং নিচের দিক থেকে। (অর্থাৎ, কোন গোত্র মদীনার নিচের দিক থেকে আর কোন গোত্র মদীনার উঁচু দিক থেকে) আর

যখন চোখগুলো (ভয়ের কারণে) বিস্ফারিত হয়ে আসছিল কলিজা মুখে বের হয়ে আসার উপক্রম হয়েছিল এবং তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপারে বিভিন্ন রকমের ধারণা করছিলে। (যেমন– কঠিন পরিস্থিতিতে স্বভাবত বিভিন্ন ধরনের ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণা এসে থাকে। অনিচ্ছাকৃতভাবে এসব হওয়ার কারণে তাতে কোন গুনাহ নেই। এবং না এটি পরবর্তীতে আসন্ন ঈমানদারদের উক্তির পরিপন্থী। সেটি হল هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ـ কারণ, এতে هٰذا শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে বিভিন্ন বাহিনীর আগমনের দিকে। যেহেতু এর সংবাদ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছিল, সেহেতু এটা ছিল নির্ধারিত। কিন্তু এ ঘটনার পরিণতি বাতলে দেয়া হয়নি। সেহেতু এতে বিভিন্ন রকমের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়ে থাকে। তথা বিজয়ের সম্ভাবনাও হত, পরাজয়ের সম্ভাবনাও হত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য যুদ্ধের ঘটনাটি পুনরায় পড়ুন। আরও বিস্তারিত দেখার জন্য অধ্যয়ন করুন বয়ানুল কুরআন।

٣٨٠٤. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ رضى الله عنه قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَنْقُلُ التُّرَابَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتّٰى اَغْمَرَ بَطْنَهُ او اَغْبَرَ بَطْنَهُ يَقُوْلُ :

وَاللّٰهِ لَوْ لَا اللّٰهُ مَا اهْتَدَيْنَا * وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا ـ

فَاَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا * وَثَبِّتِ الْاَقْدَامَ اِنْ لَاقَيْنَا ـ

اِنَّ الْاُوْلٰى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا * اِذَا اَرَادُوْا فِتْنَةً اَبَيْنَا ـ

وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ اَبَيْنَا اَبَيْنَا ـ

৩৮০৪/১৪৪. মুসলিম ইবনে ইব্‌রাহীম র. ...... হযরত বারা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দক যুদ্ধে মাটি খননের সময় মাটি বহন করেছিলেন। এমনকি মাটি তাঁর পেট ঢেকে ফেলেছিল অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) তাঁর পেট (চামড়া মুবারক) ধূলায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। এ সময় তিনি বলছিলেন–

وَاللّٰهِ لَوْ لَا اللّٰهُ مَا اهْتَدَيْنَا * وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

'আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ হেদায়াত না করলে আমরা হেদায়াত পেতাম না, দান-সদকা করতাম না এবং নামাযও আদায় করতাম না।'

فَاَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا * وَثَبِّتِ الْاَقْدَامَ اِنْ لَاقَيْنَا ـ

'সুতরাং (হে আল্লাহ্!) আমাদের প্রতি রহমত নাযিল করুন এবং আমাদেরকে শত্রুর সাথে মুকাবিলা করার সময় দৃঢ়পদ রাখুন।'

اِنَّ الْاُوْلٰى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا * اِذَا اَرَادُوْا فِتْنَةً اَبَيْنَا ـ

'নিশ্চয়ই মক্কাবাসীরা আমাদের প্রতি বিদ্রোহ করেছে। যখনই তারা ফিতনার প্রয়াস পেয়েছে তখনই আমরা উপেক্ষা করেছি। শেষের কথাগুলো বলার সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চ স্বরে ابينا ابينا "উপেক্ষা করেছি", "উপেক্ষা করেছি" বলে উঠেছেন।'

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসটি জিহাদের ৩৯৮ পৃষ্ঠায় এসেছে।

١٤٥/٣٨٠٥. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حدثنِى الحَكَمُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ نُصِرتُ بِالصَّبَا، وَاُهلِكَتْ عَادٌ بِالدُّبُورِ ـ

৩৮০৫/১৪৫. মুসাদ্দাদ র. ...... হযরত ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে পুবালি বায়ু দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে, আর আদ জাতিকে পশ্চিমা বায়ু দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল হল পুবালী হাওয়ার মাধ্যমে সাহায্য এসেছিল খন্দক যুদ্ধে। যেমন– আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِم رِيْحًا الخ – সূরা আহযাব ঃ আয়াত–৯

١٤٦/٣٨٠٦. حَدَّثَنِى اَحمدُ بْنُ عُثمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُرَيحُ بنُ مَسلمةَ قَالَ حَدثنِى اِبرَاهِيمُ بنُ يُوسفَ قَالَ حَدثنِى اَبِى عَنْ اَبِى اِسحَاقَ قَالَ سَمِعتُ البَرَاءَ يُحَدِّثُ قَالَ لَمَّا كَانَ يومُ الاَحزابِ، وَخَنْدَقَ رَسولُ اللّهِ ﷺ رَايتُه يَنقُلُ مِنْ تُرَابِ الخَندقِ، حَتّٰى وَارٰى عَنِّى الغُبَارُ جِلْدَةَ بَطنِهِ، وكَانَ كَثِيرَ الشَّعرِ، فَسَمِعتُهُ يَرتَجِزُ بِكَلِمَاتِ ابنِ رَوَاحَةَ، وَهُوَ يَنقُلُ مِنَ التُّرَابِ يَقولُ ـ

اَللّٰهُمَّ لَوْ لَا اللّٰهُ مَا اهْتَدَيْنَا * وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلا صَلَّيْنَا ـ

فَاَنزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا * وَثَبِّتِ الاَقدامَ اِن لاَقَيْنَا ـ

اِنَّ الاُ ولٰى قَدْ بَغَوا عَلَيْنَا * وَاِنْ اَرَادُوا فِتنَةً اَبَيْنَا ـ

قَالَ ثُمَّ يَمُدُّ صَوْتَه بِاٰخِرِهَا ـ

৩৮০৬/১৪৬. আহ্মাদ ইবনে উসমান রা. ...... হযরত বারা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আহ্যাব (খন্দক) যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নিজেও) পরিখা খনন করেছেন। আমি তাঁকে খন্দকের মাটি বহন করতে দেখেছি। এমনকি মাটি (ধূলাবালি) পড়ার কারণে তার পেটের চামড়া ঢাকা পড়ে গিয়েছে। তিনি অধিক পশম বিশিষ্ট ছিলেন (সিনা থেকে পেট পর্যন্ত ঘন পশমের একটি রেখা ছিল)। সে সময় আমি নবী আকরাম সা-কে মাটি বহন করা অবস্থায় ইবনে রাওয়াহার কবিতা আবৃত্তি করতে শুনেছি। তিনি বলছিলেন–

اَللّٰهُمَّ لَوْ لَا اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا * وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا ـ

'হে আল্লাহ্! আপনি যদি হেদায়াত না করতেন তাহলে আমরা হেদায়াত পেতাম না, আমরা সদকা করতাম না এবং আমরা নামাযও আদায় করতাম না।'

فَاَنزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا * وَثَبِّتِ الاَقْدَامَ اِنْ لاَقَيْنَا ـ

'সুতরাং আমাদের প্রতি আপনার রহমত নাযিল করুন এবং দুশমনের মুকাবিলা করার সময় আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখুন।'

اِنَّ الاُوْلٰى قَدْ بَغَوا عَلَيْنَا * اِذَا اَرَادُوا فِتنَةً اَبَيْنَا ـ

قَالَ ثُمَّ يَمُدُّ صَوْتَهُ بِاٰخِرِهَا ـ

'অবশ্য মক্কাবাসীরাই আমাদের উপর জুলুম করেছে। তারা ফিত্না বিস্তার করতে চাইলে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করেছি।'

বর্ণনাকারী (বারা) বলেন, শেষ পঙক্তিটি আবৃত্তি করার সময় তিনি তা প্রলম্বিত করে পড়তেন।

ব্যাখ্যা ঃ এ রেওয়ায়াত দ্বারা বাহ্যত বুঝা যায়, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সিনা মুবারকে অনেক পশম ছিল। অথচ হযরত আলী রা. এর হাদীসে আছে– طَوِيلُ الْمَسْرُبَةِ তথা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বুকে একটি সরু লম্বা পশমের ধারা ছিল। অপর রেওয়ায়াতে আছে– ذُومَسْرُبَةٍ শব্দ।

ইমাম তিরমিযী র.-এর ব্যাখ্যা করেন– وَالْمَسْرُبَةُ هُوَ الشَّعْرُ الدَّقِيقُ الَّذِى كَانَّهُ قَضِيْبٌ مِنَ الصَّدْرِ اِلَى السُّرَّةِ ـ দ্বারা।

অর্থ হল– পশমের সরু রেখা। (ঘন পশমের একটি রেখা ছিল) যেন বুক থেকে নিয়ে নাভি পর্যন্ত একটি রেখা ছিল। এই ব্যাখ্যা দ্বারা উভয় রেওয়ায়াতের মাঝে কোন বিরোধ থাকে না। কারণ, শামায়েলে তিরমিযী দ্বারা বুঝা গেল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বুকের পশমগুলো বিক্ষিপ্ত ছিল না। বরং একটি সরু রেখা ছিল। আর বুখারী শরীফের كَثِيرُ الشَّعْرِ শব্দের উদ্দেশ্য ছিল একটি সরু রেখা সত্ত্বেও তাঁর পশমগুলো ছিল ঘন।

٣٨٠٧. حَدَّثَنِى عَبدَةُ بنُ عَبدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الصَّمَدِ عَن عَبدِ الرَّحمٰنِ هُوَ ابنُ عَبدِ اللّٰهِ بنِ دِينَارٍ عَن اَبِيهِ اَنَّ ابنَ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ اَوَّلُ يَومٍ شَهِدتُهُ يَومُ الخَندَقِ ـ

৩৮০৭/১৪৭. আবদা ইবনে আবদুল্লাহ র. ..... হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যে যুদ্ধে প্রথম অংশগ্রহণ করেছি তা ছিল খন্দকের যুদ্ধ।

٣٨٠٨. حَدَّثَنِى اِبرَاهِيمُ بنُ مُوسٰى قَالَ اَخبَرَنَا هِشَامٌ عَن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِىِّ عَن سَالِمٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ وَاَخبَرَنِى ابنُ طَاؤسَ عَن عِكرِمَةَ بنِ خَالِدٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ رض قَالَ دَخَلتُ عَلٰى حَفصَةَ وَنَسوَاتُهَا تَنطُفُ ـ قُلتُ قَد كَانَ مِن اَمرِ النَّاسِ مَاتَرَينَ فَلَم يَجعَل لِى مِنَ الاَمرِ شَئٌ، فَقَالَتِ الحَقَّ، فَاِنَّهُم يَنتَظِرُونَكَ، وَاَخشٰى اَن يَكُونَ فِى احتِبَاسِكَ عَنهُم فُرقَةٌ، فَلَم تَدَعهُ حَتّٰى ذَهَبَ ـ فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ خَطَبَ مُعَاوِيَةُ، قَالَ مَن كَانَ يُرِيدُ اَن يَتَكَلَّمَ فِى هٰذَا الاَمرِ فَليُطلِع لَنَا قَرنَهُ فَلَنَحنُ اَحَقُّ بِهِ مِنهُ وَمِن اَبِيهِ، قَالَ حَبِيبُ بنُ مَسلَمَةَ فَهَلَّا اَجَبتَهُ ؟ قَالَ عَبدُ اللهِ فَحَلَلتُ حُبوَتِى وَهَمَمتُ اَن اَقُولَ اَحَقُّ بِهٰذَا الاَمرِ مِنكَ مَن قَاتَلَكَ وَاَبَاكَ عَلَى الاِسلَامِ، فَخَشِيتُ اَن اَقُولَ كَلِمَةً تُفَرِّقُ بَينَ الجَمعِ وَتَسفِكُ الدَّمَ وَيُحمَلُ عَنِّى غَيرُ ذٰلِكَ، فَذَكَرتُ مَا اَعَدَّ اللهُ فِى الجِنَانِ، قَالَ حَبِيبٌ حُفِظتَ وَعُصِمتَ * قَالَ مَحمُودٌ عَن عَبدِ الرَّزَّاقِ وَنَوسَاتُهَا ـ

৩৮০৮/১৪৮. ইব্রাহীম ইবনে মুসা র. ..... হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি উম্মুল মু'মিনীন হাফসা রা.-এর নিকট গেলাম। সে সময় তাঁর চুলের বেণি থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরছিল। আমি তাঁকে বললাম, আপনি তো দেখছেন, নেতৃত্বের ব্যাপারে লোকজন কি কাণ্ড করছে। (হযরত আলী ও মুয়াবিয়া রা.-এর মাঝে সিফফীনের যে যুদ্ধ হয়েছে তা আপনি জানেন।) হুকুমত ও নেতৃত্বের কিছুই আমাকে দেয়া হয়নি। তখন তিনি বললেন, আপনি গিয়ে তাদের সাথে যোগ দিন। (পরামর্শ সভায় যান।) কেননা, তাঁরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। আপনি তাদের থেকে দূরে সরে থাকার কারণে আরো বেশী বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হতে পারে বলে আমি আশংকা করছি। হাফসা রা. তাঁকে (এ কথা) বলতে থাকেন। (অবশেষে) তিনি (সেখানে) গেলেন। এরপর লোকজন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে (মজলিস সমাপ্ত হলে) মুআবিয়া রা. বক্তৃতা দিয়ে বললেন, নেতৃত্ব ও খিলাফতের ব্যাপারে কারো কিছু বলার ইচ্ছা থাকলে সে আমাদের সামনে আসুক (ইঙ্গিত ছিল ইবনে উমর রা.-এর প্রতি)। এ ব্যাপারে আমরাই তাঁর ও তাঁর পিতার চাইতে অধিক হকদার। তখন হাবীব ইবনে মাসলামা র. তাঁকে বললেন, আপনি এ কথার জবাব দেননি কেন? তখন আবদুল্লাহ্ (ইবনে উমর রা.) বললেন, আমি তখন আমার গায়ের কাপড় খুলে নিয়েছিলাম (আস্তিন তুলে আঁচল সামলে নিলাম) এবং এ কথা বলার ইচ্ছা করলাম যে, এ বিষয়ে ঐ ব্যক্তিই অধিক হকদার যে ইসলামের জন্য আপনার ও আপনার পিতার সাথে লড়াই করেছেন। (অর্থাৎ, হযরত আলী রা. অধিক হকদার। কারণ, তিনি উহুদ ও খন্দক যুদ্ধে ইসলামের খাতিরে আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। অবশেষে আপনাদের দু'জনকে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।) তবে আমার এ কথায় (মুসলমানদের মাঝে) অনৈক্য সৃষ্টি হবে, অযথা রক্তপাত হবে এবং আমার এ কথার অপব্যাখ্যা করা হবে এ আশংকায় এবং আল্লাহ্ জান্নাতে (ধৈর্যশীলদের জন্য) যে নেয়ামত তৈরি করে রেখেছেন তার কথা স্মরণ করে আমি উক্ত কথা বলা থেকে বিরত থাকি। তখন হাবীব র. বললেন, এভাবেই আপনি (ফিতনা থেকে) রক্ষা পেয়েছেন এবং বেঁচে গিয়েছেন।

(অর্থাৎ, আপনি ঠিক করেছেন, নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে দূরদর্শিতা দেখিয়েছেন। এবং আপনার কার্য উদ্ধার হয়েছে।) মাহমদু র. আবদুর রাযযাক সূত্রে- وَنَوْسَاتُهَا বলেছেন। অর্থাৎ نَسْوَاتُهَا এর স্থলে।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদীসের وَهَمَمْتُ اَنْ اَقُوْلَ اَحَقُّ بِهٰذَا الْاَمْرِ مِنْكَ وَمَنْ قَاتَلَكَ وَاَبَاكَ عَلَى الْاِسْلَامِ অংশে। অর্থাৎ আমি ইচ্ছে করেছিলাম তাকে বলব, তোমার চেয়েও এই খিলাফতের অধিকযোগ্য সে ব্যক্তি, যিনি তোমার এবং তোমার পিতা আবু সুফিয়ানের বিরুদ্ধে ইসলামের খাতিরে যুদ্ধ করেছিলেন। কারণ, হযরত মুআবিয়া রা. এর পিতা আবু সুফিয়ান উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে কাফিরদের কমাণ্ডার ও অধিনায়ক ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। হযরত মুআবিয়া রা. اَحَقُّ بِهِ وَمِنْ اَبِيْهِ দ্বারা বংশগত আত্মীয়তা উদ্দেশ্য করেছেন। অথচ খিলাফতের ক্রম তরতীব আত্মীয়তার চেয়ে সম্পূর্ণ উল্টো। কারণ, হযরত আলী রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে আত্মীয়তার দিকে দিয়ে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. অপেক্ষা নিকটতম ছিলেন, হযরত মুআবিয়া রা. উমর রা. অপেক্ষা আত্মীয়তার দিক দিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটতম ছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর এ হাদীসের সম্পর্ক সিফফীনের যুদ্ধের সাথে। এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল হযরত আলী ও মুআবিয়া রা. এর মাঝে। অতএব, সিফফীন যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত চিত্র প্রথমে লক্ষ্য করুন।

সিফফীন যুদ্ধ

এ যুদ্ধের ভিত্তি ছিল, হযরত মুআবিয়া রা. হযরত উসমান রা. এর কিসাস নিতে চাচ্ছিলেন। হযরত আলী রা. বলছিলেন যে, বিলওয়াঈদের শক্তি এখনও বেশি। এখন তাদের কাছ থেকে কিসাস নেয়া যায় না। হযরত মুআবিয়া রা. বলছিলেন, আপনি মাঝখান থেকে সরে যান। আমি এক্ষুণি তাদের কাছ থেকে কিসাস নিচ্ছি। সাবাঈ দল স্বীয় সম্পর্ক তৈরিতে রত ছিল। উভয় দিক থেকে সে পার্টি ভীষণ অতিরঞ্জন করে লোকজনকে

উত্তেজিত করল। অবশেষে, সৈন্যবাহিনী নামানো হল এবং সালিশ বা তৃতীয় পক্ষের ফয়সালার মাধ্যমে বিষয়টির সমাপ্তি ঘটল। লড়াইয়ের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

যিলহজ্জ ৩৬ হিজরীতে ৮০ হাজার সৈন্য নিয়ে হযরত আলী রা. শাম অভিমুখে অগ্রসর হন। এ সেনাবাহিনীতে সাধারণ মুসলমানগণ ছাড়া ৭০জন বদরী সাহাবী, বাইয়াতের রিযওয়ানে প্রাণ উৎসর্গকারী ৭০০ সাহাবী এবং ৪০০ সাধারণ মুহাজির ও আনসারী সাহাবী ছিলেন।

এদিক থেকে হযরত মুআবিয়া রা. স্বীয় সৈন্যবাহিনী নিয়ে সিফফীন ময়দানে পৌছেন। ফোরাতের তীরে সৈন্যদের নামান। মাঝখানে সন্ধির আলোচনা অব্যাহত রইল কিন্তু তা ব্যর্থ হল।

জুমাদাল উলা ৩৭ হিজরীতে যুদ্ধ আরম্ভ হল। কিন্তু কোন বড় রক্তাক্ত যুদ্ধ হল না। কারণ, এক একটি দল ময়দানে আসত সকাল বিকাল মামুলি আক্রমণ হত। অতঃপর রজব মাস শুরু হওয়া মাত্রই হারাম মাসের সম্মানার্থে যুদ্ধ বিরতি দেয়া হয়। উম্মতের শুভাকাঙ্খীরা পুনরায় সন্ধির চেষ্টা শুরু করলেন। কিন্তু সন্ধির সমস্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। সফর ৩৮ হিজরীতে উভয় দল পূর্ণ শক্তি নিয়ে ময়দানে অবতরণ করেন। রক্তাক্ত যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এর ধারা কয়েকমাস পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

সারকথা হল, উভয় দলের মাঝে ৯০টি যুদ্ধ হয়। তন্মধ্যে ৪৫ হাজার শামী এবং ২৫ হাজার ইরাকী নিহত হয়।

তারীখে ইসলাম ঃ পৃ. ৩৩১ – ৩৩৩ – আবুল ফিদা ঃ ১/১৭৫।

পরাজয় প্রকাশ থেকে বাঁচার জন্য একটি রাজনৈতিক চাল ও যুদ্ধ মুলতবী

যুদ্ধ চিত্র উভয় দলের সামনে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। হযরত আলী রা. পরিপূর্ণরূপে অনুমান করতে পেরেছিলেন যে, এবার শামীরা যে কোন মুহূর্তেই ময়দান ত্যাগ করতে চাচ্ছে। কারণ, তখন শামীদের সংখ্য খুবই নগণ্য হয়ে গেছে। তারা হিম্মত হারিয়ে ফেলেছে। হযরত আলী রা. সৈনিকদের সামনে একটি আবেগময় উত্তেজনাকর ভাষণ রাখলেন। তিনি বললেন, হে লোকসকল! যুদ্ধ শেষ পর্যায় পৌঁছে গেছে। তোমাদের প্রতিপক্ষ শেষ নিঃশ্বাস নিচ্ছে। অতএব সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নাও। হযরত মুআবিয়া রা.ও স্বীয় সৈন্যবাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। তিনি পরাজয়ের আশঙ্কা করছিলেন, তখন স্বীয় বিশেষ উপদেষ্টা এবং আরবের প্রসিদ্ধ ও সর্বজনমান্য রাজনৈতিক চিন্তাবিদ হযরত আমর ইবনে আ'স রা. এর সাথে পরামর্শ করলেন। তিনি বললেন, এরূপ পরিস্থিতির জন্য আমি প্রথম থেকেই এ কৌশল চিন্তা করে রেখেছিলাম যে, আমরা লোকজনকে কুরআনকে ফয়সালাকারী বানানোর আহ্বান জানাব। তা গ্রহণ ও বর্জন উভয় ছুরতে হযরত আলী রা. এর সৈন্যবাহিনীতে বিভেদ সৃষ্টি হবে। অতএব, দ্বিতীয় দিন যখন শামী ও মুআবিয়া রা. এর সৈন্যবাহিনী ময়দানে এল তখন দামেশকের বড় মুসহাফ তথা কুরআন শরীফখানা ৫ জন শামী সামনে নেজার উপর তুলে নিয়েছিল। এর পিছনে হাজার হাজার লোক কুরআন শরীফ নেজার উপর উঁচু করে ধরেছিল। এই কৌশল হযরত মুআবিয়া রা. এর পরাজয় থেকে বাঁচার জন্য বহু বড় কার্যকর প্রমাণিত হল। হযরত আলী রা. এই রাজনৈতিক চাল খুব ভাল করেই বুঝতে পারলেন। তিনি পরিস্কারভাবে বললেন, এটা শুধু ধোঁকা। কিন্তু হযরত আলী রা. এর একটি বিরাট দলের উপর এই যাদু ক্রিয়া করেছিল। তারা বলল, শামীদেরকে এ কিতাবের পাবন্দ বানানোর জন্য তো আমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়ছিলাম। এবার যেহেতু তারা নিজেরাই আমাদেরকে এর আহ্বান জানাচ্ছে, সেহেতু আমরা তা প্রত্যাখ্যান করতে পারি না।

অপরদিকে হযরত আমীর মুআবিয়া রা. ঘোষণা করিয়ে দিলেন যে, লড়াই অনেক দীর্ঘ হয়ে গেছে এবং সীমাতিরিক্ত রক্তপাত হয়েছে। অতএব, এ ঝগড়া মিটানোর জন্য আমরা কুরআন শরীফকে সিদ্ধান্ত দাতা মানার আহ্বান জানিয়েছি। এটা তারা মেনে নিলে তো ভাল, অন্যথায় আমাদের প্রমাণ পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেছে। এ ঘোষণার সাথে হযরত আলী রা.কে লিখলেন যে, এই রক্তপাতের দায়দায়িত্ব আমার ও আপনার মাথায়। এবার আমি আপনাকে তা বন্ধ করা, সৌহার্দ্য, বন্ধুত্ব ও ভালবাসা প্রতিষ্ঠা এবং হিংসা-বিদ্বেষ ভুলিয়ে দেয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

এ চুক্তির উপর যুদ্ধবিরতি দেয়া হয়। উভয় দলের পক্ষ থেকে এক এক জন ফয়সল মনোনীত করা হয়। আমীর মুআবিয়া রা. এর দল হযরত আমর ইবনে আ'স রা. কে নিজেদের ফয়সল বানান। হযরত আলী রা. এর দল পেশ করে হযরত আবু মুসা আশআরী এর নাম। হযরত আলী রা. নিরুপায় হয়ে হযরত আবু মুসা আশআরী রা.কে ফয়সল বানানোর ব্যাপারে সম্মত হলেন। ফলে একটি বিস্তারিত চুক্তিনামা লিপিবদ্ধ করা হয়। এ চুক্তিনামায় উভয় পক্ষের বাছাই করা বিশিষ্ট লোকজনের দস্তখত হয়ে যায়। এ যুদ্ধ বিরতি ও চুক্তি লেখার পর মক্কা-মদীনার মহা মনীষী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে চিঠি লেখা হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. স্বীয় বোন উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা রা. এর সাথে পরামর্শ করেন। সিদ্ধান্ত ঘোষণার দিন দাওমাতুল জানদাল নামক স্থানে তাশরীফ নেন। এর আলোচনা এ হাদীসে এসেছে–

فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ اى بَعْدَ اَنْ اِخْتَلَفَ الحَكَمَانِ .

সিদ্ধান্ত ঘোষণায় উভয় ফয়সলের (সালিশ-বিচারকের) মতানৈক্যের পর লোকজন বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ–

উভয় ফয়সলের মাঝে বিস্তর আলোচনা হয়। অবশেষে উভয়ের বিচারক এ প্রস্তাবে একমত হন যে, হযরত আলী রা. ও মুআবিয়া রা. উভয়কে বরখাস্ত ও বর্জন করা হবে। মুসলমানদেরকে নতুনভাবে খলীফা নির্বাচনের অধিকার দেয়া হবে। এ সিদ্ধান্তের পর উভয় বিচারক সিদ্ধান্ত শোনানোর জন্য দাওমাতুল জানদালে আগমন করেন। যেহেতু এই সিদ্ধান্ত ছিল উম্মতের ভাগ্যের সেহেতু হাজার হাজার মুসলমান এবং বহু বড় বড় সাহাবায়ে কিরামও আগমন করেন। তন্মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.ও ছিলেন।

প্রথমত, হযরত আবু মুসা আশআরী রা. হযরত আমর ইবনে আ'স রা.কে বললেন, প্রথমে আপনি শুনান। কিন্তু আমর ইবনে আ'স রা. ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ লোক। তিনি বললেন, মর্যাদাগতভাবে আপনি আমার চেয়ে উত্তম। আপনার উপস্থিতিতে আমি এর ধৃষ্টতা দেখাতে পারি না। হযরত আবু মুসা রা. এর উপর এ যাদু কার্যকর হয়। তিনি মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে সিদ্ধান্ত ঘোষণা দিলেন–

পর সমাচার, হে লোকসকল! আমরা বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করেছি, উম্মতের ঐক্য ও সংশোধনের জন্য এ ছাড়া আর কোন পন্থা নজরে এল না। সে পন্থাটি হল– হযরত আলী ও মুআবিয়া রা. উভয়কে বরখাস্ত করে খিলাফতকে পরামর্শের উপর ছেড়ে দেয়া। সাধারণ মুসলমানরা যাঁকে যোগ্য মনে করবে তাকে নির্বাচন করবে। অতএব আমি হযরত আলী ও মুআবিয়া রা. উভয়কে বরখাস্ত করছি। ভবিষ্যতে আপনারা যাকে পছন্দ করেন তাকে নিজেদের খলীফা নিযুক্ত করুন।

এরপর, আমর ইবনে আ'স রা. স্বীয় ফয়সালা শুনালেন–

পর সমাচার, হে জনতা! আবু মুসা রা. এর স্বীয় ফয়সালা তিনি শুনিয়েছেন। তিনি নিজের লোককে বরখাস্ত করেছেন। আমিও তাকে বরখাস্ত করলাম। কিন্তু নিজস্ব ব্যক্তি মুআবিয়া রা. -কে বহাল রাখলাম।

এতদশ্রবণে হযরত আবু মুসা রা. চিৎকার করে বলে উঠলেন, এটা কি ধরনের বিশ্বাস ভঙ্গ? কিন্তু তখন কামানের তীর হাত থেকে ছুটে গেছে। এর ক্ষতিপূরণের কোন পন্থা ছিল না। ফলে তাঁরা দু'জনই স্ব স্ব পক্ষের খলীফা হয়ে যান।

বিঃ দ্রঃ সাহাবায়ে কিরাম সত্যের মাপকাঠি। তাঁরা সবাই পুর্ণ দীনদার ছিলেন। ক্ষমতার লিপ্সা ও পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের জন্য কখনো তাঁরা মিথ্যার আশ্রয় নেননি। উপরের বিবরণ ঐতিহাসিকদের থেকে নেয়া। এখানে যেভাবে দু'সাহাবীর বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে, তাতে হযরত আমর ইবনে আ'স রা.-এর আদালতের উপর আঘাত আসে। সমস্ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতানুসারে সাহাবায়ে কিরামের আদালত বিরোধী ঐতিহাসিক বিবরণ অগ্রহণযোগ্য। অতএব এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণের জন্য ওলামায়ে আহলে হকের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাদির আশ্রয়

নেয়া আবশ্যক। আমরা এখানে 'নাসরুল বারী' গ্রন্থকারের বিবরণ পদ্ধতিকে অসুন্দর মনে করি। বিস্তারিত আলোকপাতের সুযোগ ও সময় নেই বলে এ বিষয়ে আলোচনা থেকে বিরত রইলাম। – অনুবাদক

খিলাফত নির্বাচনের পর বিরোধিতা করা বিদ্রোহ

১। আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান রা. এর শাহাদাতের তিনদিন পর সমস্ত মুহাজির ও আনসার হযরত আলী রা. কে খলীফা মনোনীত করেন। সাধারণ সভায় তাঁর হাতে বায়আত নেই যাতে মদীনার সমস্ত বিশিষ্ট সাহাবী অংশগ্রহণ করেন।

২। আল্লাহ্‌র কিতাবের পর বিশুদ্ধতম গ্রন্থ হল বুখারী শরীফ। তাতে হাদীস রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– وَيْحَ عَمَّارٍ! تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ আফসোস! আম্মার রা.-কে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে। (বুখারী ঃ পৃ. ৬৪, ৩৯৪)

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রা. আনহু সিফফীনের যুদ্ধে হযরত আলী রা. এর সৈন্যবাহিনীতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত মুআবিয়া রা. এর সহযোগী বাহিনীর হাতে তিনি শহীদ হন। যেহেতু হযরত আম্মার রা. সংক্রান্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপরোক্ত হাদীস সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের মাঝে প্রসিদ্ধ ছিল, যে রেওয়ায়াতটি বুখারী শরীফ ছাড়া মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ এবং আবু দাউদ ইত্যাদিতে আছে এবং অনেক সাহাবী ও তাবিঈ যাঁরা হযরত আলী ও মুআবিয়া রা. এর যুদ্ধ সম্পর্কে দোদুল্যমান ছিলেন, তাঁরা হযরত আম্মার রা. এর শাহাদাতকে উভয়ের মাঝে কোন দল হকের উপর প্রতিষ্ঠিত আর কোন্‌টি বাতিলের উপর তা জানার একটি নিদর্শন সাব্যস্ত করেছিলেন। হাফিজ র. আল-ইসাবাতে (২/৫০২) লিখেছেন যে, হযরত আম্মার রা. এর শাহাদাতের পর এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, হকপন্থী হযরত আলী রা. এর দল এবং আহলে সুন্নত এ ব্যাপারে মতানৈক্যের পর একমত হয়ে গেল। হাফিজ ইবনে কাসীর র. আল বিদায়াতে (২/২৭০) লিখেছেন, হযরত আম্মার রা. এর শাহাদাত দ্বারা এ হাদীসের রাজ উন্মুক্ত হল যে, হযরত আম্মার রা.-কে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে। এর দ্বারা এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, হযরত আলী রা. হকের উপর ছিলেন। হযরত মুআবিয়া রা. ছিলেন বিদ্রোহী।

তারীখুল খামীস গ্রন্থকার খুলাসাতুল ওয়াফা নামক গ্রন্থ থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন– হযরত আমর ইবনে আ'স রা. ছিলেন হযরত মুআবিয়া রা. এর মন্ত্রী। হযরত আম্মার রা. কে শহীদ করে দেয়ার পর তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে বিরত হন। তাঁর অনুসরণে একটি বিরাট দল যুদ্ধবিরতি দেয়। ফলে হযরত মুআবিয়া রা. জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা যুদ্ধবিরতি দিলে কেন? হযরত আমর ইবনে আ'স রা. উত্তর দিলেন, আমরা এরূপ ব্যক্তিকে হত্যা করেছি, যার সম্পর্কে আমি স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি, তাঁকে হত্যা করবে বিদ্রোহী দল। হযরত মুআবিয়া রা. বললেন, চুপ হও! আমরা কি তাঁকে হত্যা করেছি? তাঁকে তো হত্যা করেছেন হযরত আলী রা. ও তাঁর সাথীরা। যাঁরা তাঁকে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠিয়েছেন। অতঃপর হযরত আলী রা.-এর নিকট এ কথা পৌঁছলে তিনি বললেন, যদি আমি তাকে হত্যা করে থাকি তবে তো হযরত হামযা রা.-কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হত্যা করে থাকবেন! কারণ, তিনি তাঁকে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন।

মোটকথা, বুখারী শরীফের উপরোক্ত হাদীস দ্বারা এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, চতুর্থ নম্বরে হযরত আলী রা.-এর খিলাফত বরহক ছিল। তাঁর বিরোধিতা ছিল বিদ্রোহ। যদিও ইজতিহাদী বিষয় হওয়ার কারণে হযরত মুআবিয়া রা. এবং তাঁর সাথীরা অভিযুক্ত হবেন না।

৩। উলামায়ে আহলে সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত এমন কোন আলিম অতিক্রান্ত হননি, যিনি হযরত উসমান রা. এর পর হযরত আলী রা.কে খলীফায়ে রাশিদ স্বীকৃতি দেননি, কিংবা তাঁর খিলাফতের বাইআত বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করেছেন।

৪। হিদায়া গ্রন্থকারও হিদায়ার দ্বিতীয় খণ্ডে আদাবুল কাজীতে হযরত আলী রা. এর খিলাফত যুগে হযরত মুআবিয়া রা. এর বিরোধিতাকে বিদ্রোহ সাব্যস্ত করেছেন এবং বলেছেন, وَالْحَقُّ كَانَ بِيَدِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي نَوْبَتِهِ

মোটকথা, হযরত মুআবিয়া রা. নিঃসন্দেহে সিফফীনের যুদ্ধে ভুলের উপর ছিলেন। কিন্তু একজন উঁচু মর্যাদাশীল সাহাবী ছিলেন। এজন্য বেয়াদবিমূলক কথাবার্তা থেকে পরহেয করা আবশ্যক। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

٣٨٠٩. حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ عَنْ سُلَيمَانَ بنِ صُرَدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَومَ الاَحْزَابِ نَغزُوهُم وَلاَ يَغزُونَنَا .

৩৮০৯/১৪৯. আবু নুআইম র. ...... হযরত সুলাইমান ইবনে সুরাদ (صُرَد - সোয়াদে পেশ রায়ে যবর) (রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দক যুদ্ধের দিন (যখন কাফির সৈন্যদল ব্যর্থ হয়ে প্রত্যাবর্তন করে তখন) নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, এখন থেকে আমরাই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, তারা আর আমাদের উপর আক্রমণ করতে সাহস পাবে না।

উপকারিতা ঃ এ কারণেই বাস্তবে তাই ঘটেছে। খন্দকের যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ সা. এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী কুরাইশের কাফিররা কখনও আর (যুদ্ধে) আসতে পারেনি। অবশেষে, আল্লাহ্ তা'আলা মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে মুসলমানদের সম্মান দান করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এটিও একটি বড় মুজিযা যে, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীগুলো যেমন সংবাদ দিয়েছেন ঠিক তেমনিই বাস্তবায়িত হয়েছে।

٣٨١٠. حَدَّثَنِي عَبدُ اللّٰهِ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسرَائِيلُ قَالَ سَمِعتُ اَبَا اِسْحٰقَ يَقُولُ سَمِعتُ سُلَيمَانَ بنَ صُرَدٍ يَقُولُ سَمِعتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ حِينَ اُجلِيَ الاَحزَابُ عَنهُ الاٰنَ نَغزُوهُم وَلاَ يَغزُونَنَا نَحنُ نَسِيرُ اِلَيهِم .

৩৮১০/১৫০. আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ র. .... হযরত সুলাইমান ইবনে সুরাদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আহযাব যুদ্ধের দিন কাফিরদের সম্মিলিত বাহিনীকে (ব্যর্থ অবস্থায়) মদীনা ছেড়ে ফিরে যেতে বাধ্য করা হলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে আমি বলতে শুনেছি যে, এখন থেকে আমরাই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। তারা আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করতে পারবে না। (সাহস হবে না) আর আমরা তাদের এলাকায় গিয়েই সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করব।

উপকারিতা ঃ اُجلِيَ الاَحزَابُ অধিকাংশ কপিতে হামযার উপর পেশ ও জীমের উপর জযমসহকারে। অর্থাৎ, মাজহুলের সীগা। ফাতহুল বারী এবং উমদাতুল কারীতে অনুরূপ রয়েছে। এতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কাফিররা ভীষণ উদ্বিগ্ন-উৎকণ্ঠিত হয়ে পালিয়েছে যেন তাদেরকে ভাগিয়ে দেয়া হয়েছে। শুধু আল্লাহ্ তা'আলার গায়েবী সাহায্যে– প্রথমত, হযরত নুআইম রা. এর সময়মত ইসলাম গ্রহণ করে কৌশল অবলম্বন করা, দ্বিতীয়ত, প্রচণ্ড তুফান।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য খন্দক যুদ্ধের ঘটনা পুনরায় অধ্যয়ন করুন।

দ্বিতীয় কপি اَجلَى الاَحزَابَ । অর্থাৎ, মারূফের সীগা। যেমন– হাশিয়াতে রয়েছে, অর্থাৎ, কাফিরদের গোটা বাহিনী ব্যর্থ– মনোরথ হয়ে পালিয়েছে।

বাস্তব এটাই হয়েছে। খন্দক যুদ্ধের এ ঘটনা ঘটেছে পঞ্চম হিজরীতে। ষষ্ঠ হিজরীতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরার উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে রওয়ানা করেন। কিন্তু কুরাইশের কাফিররা মক্কায় যেতে বারণ করে। সন্ধির বিষয়টি হুদায়বিয়ায় নিষ্পন্ন হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সপ্তম হিজরীতে মক্কা শরীফ তাশরীফ নিয়ে যান। উমরা করে ফিরে আসেন। এরপর কুরাইশের কাফিরদের পক্ষ থেকে সন্ধির বিরোধিতা হয় এবং মক্কা বিজয় হয়।

৩৮১১. حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حدثنا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ مَلَأَ اللّٰهُ عَلَيْهِم بُيُوتَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَارًا كَمَا شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطٰى حَتّٰى غَابَتِ الشَّمْسُ ـ

৩৮১১/১৫১. ইসহাক র. ..... হযরত আলী রা. সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত যে, তিনি খন্দকের যুদ্ধের দিন (কাফির মুশরিকদের প্রতি) বদদোয়া করে বলেছেন, আল্লাহ্ তাদের ঘরবাড়ি ও কবর আগুন দ্বারা ভরপুর করে দিন। কারণ, তারা আমাদেরকে (যুদ্ধে ব্যস্ত করে) মধ্যবর্তী (আসর) নামায থেকে বিরত রেখেছে, এমনকি সূর্য অস্ত গিয়েছে।

উপকারিতা ঃ ১। এ হাদীসটি জিহাদে ৪১০ পৃষ্ঠায় এসেছে। হাদীসের সাথে শিরোনামের মিল স্পষ্ট।

২। এখানে তো শুধু এক ওয়াক্ত নামায তথা আসর ছুটে যাওয়ার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু কোন কোন রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জোহর, আসর এবং মাগরিব এই তিন ওয়াক্ত নামায কাযা হয়েছিল।

৩৮১২. حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدثنا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى عَن اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضى الله عنه جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ جَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا كِدْتُ اَنْ اُصَلِّىَ حَتّٰى كَادَتِ الشَّمْسُ اَنْ تَغْرُبَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَنَا وَاللّٰهِ مَا صَلَّيْتُهَا ـ فَنَزَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بُطْحَانَ فَتَوَضَّا لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّانَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلّٰى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ ـ

৩৮১২/১৫২. মক্কী ইবনে ইব্রাহীম রা. ...... হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রা. থেকে বর্ণিত যে, খন্দক যুদ্ধের দিন সূর্যাস্তের পর (ফারুকেক আজম) উমর ইবনে খাত্তাব রা. এসে কুরাইশ কাফিরদের গালি দিতে আরম্ভ করলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (আজ) সূর্যাস্তের পূর্বে আমি নামায আদায়ের কাছেও যেতে পারিনি। (আসর পড়তে পারিনি অথচ সূর্য অস্তমিত হওয়ার নিকটবর্তী) তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর কসম! আমিও আজ এ নামায আদায় করতে পারিনি। [জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রা. বলেন] এরপর আমরা নবী আকরাম সা-এর সঙ্গে বুতহান উপত্যকায় গেলাম। এরপর তিনি নামাযের জন্য ওযু করলেন, আমরাও নামাযের জন্য ওযু করলাম। এরপর তিনি সূর্যাস্তের পর প্রথমে আসরের নামায এবং পরে মাগরিবের নামায আদায় করলেন।

উপকারিতা ঃ ১। এ হাদীসটি কিতাবুস সালাতে ৮৪ নং পৃষ্ঠায় এসেছে।

بُطْحَان ঃ বায়ের উপর পেশ। শব্দটি গাইরে মুনসারিফ। এটি মদীনার একটি উপত্যকা।

২। এ হাদীস দ্বারা কাযা ও ওয়াক্তিয়া নামাযের মাঝে তারতীব প্রমাণিত হয়। ইমাম বুখারী র.-এরও তারতীব ওয়াজিব হওয়ার দিকে ঝোঁক রয়েছে। ৮৪ নং পৃষ্ঠার শিরোনাম দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট।

٣٨١٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا رض يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الأَحْزَابِ مَنْ يَاتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ ؟ فَقَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا ، ثُمَّ قَالَ مَنْ يَاتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟ فَقَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا . ثم قَالَ مَنْ يَاتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟ فَقَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا ، ثم قَالَ : إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًا وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ .

৩৮১৩/১৫৩. মুহাম্মদ ইবনে কাসীর র. ..... হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আহযাব (খন্দক) যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কুরাইশ কাফিরদের খবর আমাদের নিকট এনে দিতে পারবে কে? যুবাইর রা. বললেন, আমি পারব। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন, কুরাইশদের খবর আমাদের নিকট কে এনে দিতে পারবে? তখনও যুবাইর রা. বললেন, আমি। তিনি পুনরায় বললেন, কুরাইশদের সংবাদ আমাদের নিকট কে এনে দিতে পারবে? এবারও যুবাইর রা. বললেন, আমি পারব। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রত্যেক নবীরই হাওয়ারী (বিশেষ সাহায্যকারী) ছিল। আমার হাওয়ারী হল যুবাইর।

উপকারিতা ঃ ১। এ হাদীসটি জিহাদে ৪২০– ৪২১ পৃষ্ঠায় এসেছে।

২। আল্লামা আইনী র. ওয়াকিদী র. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এখানে কাওম দ্বারা উদ্দেশ্য বনু কুরাইজা। কারণ, এ সম্প্রদায় চুক্তির পরিপন্থী কাজ করে কুরাইশের সহযোগিতা করেছে।

হযরত হুযাইফা রা. কে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফির সম্প্রদায়ের সংবাদ আনতে পাঠিয়েছেন, সেটি ভিন্ন ঘটনা। প্রচণ্ড তুফানের কারণে কাফিররা যখন হুশ হারিয়েছিল তখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ আনার জন্য হযরত হুযাইফা রা. কে পাঠিয়েছিলেন। (উভয়টি আলাদা ঘটনা।)

٣٨١٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حدثنا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَعَزَّ جُنْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَغَلَبَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ .

৩৮১৪/১৫৪. কুতাইবা ইবনে সাঈদ র. ..... হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (খন্দকের যুদ্ধের সময়) বলতেন, এক আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। তিনিই তাঁর বাহিনীকে (মুসলমানদেরকে) মর্যাদা দিয়েছেন, তাঁর বান্দা (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই সম্মিলিত শত্রু বাহিনীকে (আরব গোত্রগুলোকে) পরাস্ত করেছেন। তারপর আর কোন কিছুর বাস্তবতা ও মর্যাদা নেই।

উপকারিতা ঃ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলার মুকাবিলায় সারা সৃষ্টি অস্তিত্বহীনের ন্যায়। যেমন– আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ .

٣٨١٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ وَعَبْدَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رضى الله عنهما يقولُ : دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الأَحْزَابِ فَقَالَ : اَللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ! سَرِيعَ الْحِسَابِ! اِهْزِمِ الأَحْزَابَ، اَللَّهُمَّ اِهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ .

৩৮১৫/১৫৫. মুহাম্মদ (ইবনে সাল্লাম) র. ...... হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু আওফা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফিরদের সম্মিলিত বাহিনীর প্রতি বদদোয়া করে বলেছেন, কিতাব নাযিলকারী ও হিসেব গ্রহণে তৎপর হে আল্লাহ! আপনি কাফিরদের যৌথ বাহিনীকে পরাজিত করুন। হে আল্লাহ! তাদেরকে পরাজিত এবং ভীত ও কম্পিত করে দিন।

উপকারিতা ঃ ১। এ হাদীসটি জিহাদের ৪১১ পৃষ্ঠায় গেছে।

২। বুঝা গেল যদি বিনা লৌকিকতায় অনিচ্ছাকৃতভাবে ছন্দবদ্ধ ইবারত হয়ে যায় তবে এটা নিন্দনীয় বিষয় নয়। যে হাদীস দ্বারা নিষেধ বুঝা যায়, সেটি লৌকিকতা ও অনাবশ্যকীয় জিনিসকে আবশ্যকীয় বানানোর ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য হবে।

٣٨١٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رضى الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا قَفَلَ مِنَ الْغَزْوِ اَوِ الْحَجِّ اَوِ الْعُمْرَةِ يَبْدَأُ فيكبر ثَلَاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ يَقُوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ، اٰيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ ـ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ ـ

৩৮১৬/১৫৬. মুহাম্মদ ইবনে মুকাতিল র. ..... হযরত আবদুল্লাহ্ রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ, হজ বা উমরা থেকে ফিরে এসে প্রথমে তিনবার তাকবীর বলতেন। এরপর বলতেন– لا اله الا الله আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব এবং প্রশংসা একমাত্র তাঁরই। সব বিষয়ে তিনিই সর্বশক্তিমান। আমরা সফর হতে প্রত্যাবর্তনকরাই, তাঁরই কাছে তওবাকারী. তাঁরই ইবাদতকারী, আমাদের প্রভুর দরবারে সিজদা নিবেদনকারী, তাঁরই প্রশংসা বর্ণনাকারী হয়ে। আল্লাহ তাঁর ওয়াদা পূরণ করেছেন। তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই কাফিরদের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেছেন।

উপকারিতা ঃ ১। এ হাদীস জিহাদের ৪২০, ৪৩৩ – ৪৩৪ পৃষ্ঠায় এসেছে।

২। হাদীসের সাথে শিরোনামের মিল হাদীসের শেষাংশ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ দ্বারা স্পষ্ট হয়েছে।

٢١٩٤. بَابُ مَرْجِعِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْاَحْزَابِ وَمَخْرَجِهِ اِلٰى بَنِىْ قُرَيْظَةَ وَمُحَاصَرَتِهِ اِيَّاهُمْ ـ

২১৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ খন্দক যুদ্ধ থেকে নবী আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রত্যাবর্তন এবং বনু কুরাইজার প্রতি তাঁর অভিযান ও তাদের অবরোধ

বনু কুরাইজা যুদ্ধ ঃ ৫ হিজরী

প্রথমে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও বনু কুরাইজার মাঝে আগে থেকেই চুক্তি ছিল। কুরাইশরা ১০ হাজারের সৈন্যবাহিনী নিয়ে মদীনায় আক্রমণ চালানোর জন্য আসলে বনু কুরাইজা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে কুরাইশের সাথে মিলে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা যখন সম্মিলিত বাহিনীকে পরাস্ত করেন তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দক যুদ্ধ থেকে ফজরের নামাযের পর মদীনা শরীফে ফিরে আসেন।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম অস্ত্রশস্ত্র রেখে দেন। জোহরের সময় নিকটবর্তী হলে হযরত জিবরাঈল আমীন আ. একটি খচ্চরের উপর আরোহণ করে পাগড়ী বেঁধে আসেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে সম্বোধন করে বললেন, আপনি কি অস্ত্রশস্ত্র খুলে ফেলেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জিবরাঈল আ. বললেন, ফিরিশতারা তো এখনও অস্ত্রশস্ত্র ফেলেনি এবং তাঁরা এখনো ফিরেও আসেনি। আপনি তৎক্ষণাৎ বনু কুরাইজা অভিমুখে রওয়ানা হন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার সাহাবীরা এখন ক্লান্ত। জিবরাঈল আ. বললেন, আপনি এদিকে লক্ষ্য করবেন না, রওয়ানা হয়ে যান। আমি এক্ষুনি যেয়ে তাদের কম্পিত করে তুলব। এ কথা বলে জিবরাঈল আ. ফিরিশতাদের দলের সাথে বনু কুরাইজার দিকে রওয়ানা হন। বনু গানামের সমস্ত অলি-গলি ধূলায় ভরে যায়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে নির্দেশ দিলেন, বনু কুরাইজা ছাড়া যেন কেউ কোথাও নামায না পড়ে। রাস্তায় আসর নামাযের ওয়াক্ত হলে মতবিরোধ হল। কেউ বলল, আমরা বনু কুরাইজায় যেয়ে নামায পড়ব। আর কেউ কেউ বলল, আমরা এখনই নামায পড়ে নিচ্ছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উদ্দেশ্য, নামায ছিল কাযা করে দেয়া না হয় বরং উদ্দেশ্য ছিল দ্রুত যাওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট যখন এ বিষয়ে আলোচনা করা হল, তখন তিনি কারও প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেননি। দ্রষ্টব্য ঃ ১৫৬নং হাদীস। কারণ, প্রত্যেকের নিয়তই ভাল ছিল।

হাফিজ ইবনে কাইয়্যিম র. বলেন, যে হাদীসের বাহ্যিক শব্দের উপর আমল করেছে সেও সওয়াব লাভ করেছে, আর যে ইজতিহাদ করেছে সেও সওয়াব পেয়েছে। কিন্তু যারা বাহ্যিক শব্দের প্রতি লক্ষ্য করে বনু কুরাইজায় পৌঁছার পূর্বে আসর নামাযের ওয়াক্ত পেরিয়ে যাওয়ার পূর্বে আসর নামায আদায় করেনি তাদের শুধু এক ফযীলত অর্জিত হল। অর্থাৎ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশের উপর আমল করার সওয়াব হল। আর যারা ইজতিহাদ– উৎসারণ করল এবং মনে করল যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উদ্দেশ্য আসর নামায কাজা করে দেয়া নয় বরং উদ্দেশ্য হল দ্রুত পৌঁছা, সেজন্য তাঁরা আসর নামায রাস্তায় পড়ে নেয়, তাঁরা ইজতিহাদের বদৌলতে দু'টি ফযীলত অর্জন করল। এক ফযীলত নববী নির্দেশের উপর আমল, দ্বিতীয় ফযীলত সালাতে উস্তা তথা আসর নামাযের হেফাজত করা–যেটি মূলতঃ অসীম ফায়দেলকে অন্তর্ভুক্ত করে, যার হেফাজতের নির্দেশ কুরআনে কারীমে এসেছে–حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى

হাদীস শরীফে এসেছে, যার আসর নামায ছুটে গেল তার ধন-সম্পদ ও পরিবার পরিজন সবই বরবাদ হয়ে গেল।

এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু কুরাইজায় পৌঁছে ২৫ দিন পর্যন্ত তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখেন। ইতিমধ্যে তাদের নেতা কা'ব ইবনে আসাদ তাদেরকে সমবেত করে বললেন, আমি তোমাদের নিকট তিনটি বিষয় পেশ করছি। তন্মধ্যে যে কোন একটি ইচ্ছে অবলম্বন কর। তাহলে তোমরা এ মসিবত থেকে মুক্তি পাবে। ১। আমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি ঈমান আনব এবং তাঁর অনুগত হয়ে যাব।

فَوَ اللّٰهِ لَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ اَنَّهُ لَنَبِيٌّ مُرْسَلٌ وَاَنَّهُ لَلَّذِيْ تَجِدُوْنَهُ فِىْ كِتَابِكُمْ فَتَامَنُوْنَ عَلٰى دِمَائِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَنِسَائِكُمْ ـ

"কারণ, আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদের নিকট এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তিনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নবী ও রাসূল। কোন সন্দেহ নেই। তিনি সেই নবী যাঁকে তোমরা তাওরাতে লিপিবদ্ধ পাও। যদি তোমরা ঈমান আনয়ন কর তবে তোমাদের জান মাল, শিশু ও মহিলা সবই হেফাজত হয়ে যাবে।

বনু কুরাইজা বলল, আমরা আমাদের দীন পরিহার করব না। কা'ব বললেন, আচ্ছা! যদি এটা মঞ্জুর না কর তাহলে দ্বিতীয় বিষয়টি হল, শিশু ও মহিলাদেরকে হত্যা করে নিশ্চিন্ত হয়ে যাও এবং হাতে তলোয়ার ধারণ করে পূর্ণ সাহসিকতার সাথে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে মুকাবিলা কর। যদি ব্যর্থ হয়ে যাও তবে শিশু এবং মহিলাদের কোন চিন্তা থাকবে না। আর যদি সফল হয়ে যাও তবে রমণী বহু আছে, তাদের থেকে সন্তান-সন্তুতি জন্ম নেবে।

বনু কুরাইজা বলল, বিনা কারণে মহিলা এবং শিশুদের হত্যা করলে জীবনের স্বাদ খতম করে দেয়া হবে। কা'ব বললেন, আচ্ছা, যদি তাও মঞ্জুর না কর তবে তৃতীয় বিষয় হল, আজকে শনিবার দিন রাত। হতে পারে মুহাম্মদ এবং তাঁর সাথীরা গাফিল ও বেখবর। আমাদের ব্যাপারে তারা পূর্ণ প্রশান্ত যে, এ দিনটি হল ইয়াহুদীদের নিকট সম্মানিত। অতএব, তারা এ দিবসে আক্রমণ করবে না। মুসলমানদের এ বেখবরি ও গাফিলতী দ্বারা তোমরা উপকৃত হও। ঐক্যবদ্ধভাবে একযোগে তাদের উপর রাত্রে আক্রমণ চালাও। বনু কুরাইজা বলল, কা'ব তোমার জানা আছে, আমাদের পূর্ববর্তীদেরকে এ দিবসের বেহুরমতির কারণে বানর এবং শূকরে পরিণত করা হয়েছে। এরপর তুমি আমাদের এ নির্দেশ দিচ্ছ? মোটকথা, বনু কুরাইজা কা'বের একটি কথাও মানেনি।

অবশেষে, বাধ্য হয়ে বনু কুরাইজা প্রস্তুত হল যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নির্দেশ দিবেন তাই আমরা মেনে নেব। যেমনিভাবে খাযরাজ ও বনু নযীরে মৈত্রী সম্পর্ক ছিল, এমনিভাবে আউস এবং বনু কুরাইজার মাঝে মৈত্রী সম্পর্ক ছিল। এজন্য আউস রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আবেদন করল যে, খাযরাজের অনুরোধের ভিত্তিতে বনু নযীরের সাথে যে আচরণ করেছেন এরূপ আচরণ আমাদের অনুরোধের ভিত্তিতে বনু কুরায়জার সাথে করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তোমাদের ফয়সালা তোমাদেরই এক ব্যক্তি করে দিবেন– এর উপর কি তোমরা সম্মত? তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সা'দ ইবনে মুআয যে ফয়সালা করবেন সেটাই আমরা মেনে নেব।

সা'দ ইবনে মু'আয রা. খন্দকের যুদ্ধে আহত হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্যে মসজিদে নববীতে একটি তাবু নির্মাণ করেছিলেন, যাতে কাছে থেকে তাঁর শুশ্রূষা করা যায়। তিনি তাঁকে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। তিনি গাধার উপর আরোহণ করে এলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আসলে রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, قُومُوا اِلَى سَيِّدِكُمْ অর্থাৎ, তোমাদের নেতার সম্মানার্থে দাঁড়াও। তাঁকে সওয়ারী থেকে নামিয়ে বসানো হলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তারা তাদের সিদ্ধান্ত তোমার উপর অর্পণ করেছে। সা'দ রা. বললেন, আমি তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিচ্ছি, তাদের যোদ্ধা অর্থাৎ পুরুষদেরকে হত্যা করা হবে আর মহিলা ও অন্যান্য পুরুষদের কয়েদ করে গোলাম-বাঁদী বানান হবে। তাদের সমস্ত মালপত্র মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হবে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহ্‌র হুকুম অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। ফলে সমস্ত বনু কুরায়জাকে গ্রেপ্তার করে মদীনায় আনা হয় এবং এক আনসারী মহিলার বাড়িতে তাদের আটকে রাখা হয় বাজারে তাদের জন্য কতগুলো পরিখা খনন করা হয়। অতঃপর দু'জন চারজন করে সে বাড়ি থেকে বের করিয়ে আনা হত এবং সে পরিখাগুলোতে তাদের গর্দান উড়িয়ে দেয়া হত। হুয়াই ইবনে আখতাব এবং বনু কুরাইজা নেতা কা'ব ইবনে আসাদেরও গর্দান উড়িয়ে দেয়া হয়। তিরমিযী ইত্যাদিতে হযরত জাবির রা. থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তাদের সংখ্যা ছিল ৪০০।

মহিলাদের মধ্য থেকে বানানা নাম্নী এক রমণী ছাড়া আর কাউকে হত্যা করা হয়নি। সে রমণীর অপরাধ ছিল, সে কামরা থেকে চাক্কির অংশ নিক্ষেপ করেছিল যার ফলে খাল্লাদ ইবনে সুরাইদ রা. শহীদ হয়েছিলেন।

٣٨١٧. حَدَّثَنِى عَبدُ اللّٰهِ بنُ اَبِى شَيبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ عَنْ هُشَيمٍ عَن اَبِيهِ عَن عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ رَجَعَ النَّبِىُّ ﷺ مِنَ الخَندَقِ وَوَضَعَ السِلَاحَ وَاَغتَسَلَ، اَتَاهُ جِبرِيلُ

عَلَيهِ السَّلاَمُ فَقَالَ قَدْ وَضَعْتَ السِّلاَحَ ؟ وَاللّٰهِ مَا وَضَعْنَاهُ، اُخْرُجْ اِلَيهِم قَالَ اَيْنَ؟ قَالَ هَاهُنَا وَاَشَارَ اِلٰى بَنِى قُرَيظَةَ فَخَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ اِلَيهِمْ -

৩৮১৭//১৫৭. আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু শায়বা র. ...... হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে সমরাস্ত্র রেখে গোসল করেছেন মাত্র। এমতাবস্থায় তাঁর কাছে জিব্রাঈল আ. এসে বললেন, আপনি তো অস্ত্র শস্ত্র (খুলে) রেখে দিয়েছেন। আল্লাহ্র কসম! আমরা এখনো তা খুলিনি। চলুন তাদের বিরুদ্ধে (সসৈন্যে) লড়াই করার জন্য। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যেতে হবে? তিনি বনু কুরাইজা গোত্রের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, ঐদিকে। তখন নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে (সসৈন্যে) অভিযানে রওয়ানা হলেন।

٣٨١٨. حَدَّثَنَا مُوسٰى قَالَ حَدثنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ حُمَيدِ بنِ هِلاَلٍ عَنْ اَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ كَاَنِّىْ اَنظُرُ اِلَى الغُبَارِ سَاطِعًا فِىْ زُقَاقِ بَنِى غَنمٍ مُوكِبِ جِبْرِيلَ حِينَ سَارَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى بَنِىْ قُرَيظَةَ -

৩৮১৮/১৫৮. মুসা র. ..... হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বনু কুরাইজার মহল্লার দিকে যাচ্ছিলেন তখন [জিব্রাঈল আ-এর অধীন] ফিরিশতা বাহিনীও তাঁর সাথে যাচ্ছিলেন,] এমনকি (পথিমধ্যে) বনু গানম গোত্রের গলিতে জিব্রাঈল বাহিনীর গমনে উত্থিত ধূলারাশি এখনো যেন আমি দেখতে পাচ্ছি।

٣٨١٩. حَدَّثَنَا عَبدُ اللّٰهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ اَسمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيرِيَةُ بنُ اَسمَاءَ عَن نَافِعٍ عَن ابنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَومَ الاَحزَابِ لاَيُصَلِّيَنَّ اَحَدٌ العَصرَ اِلاَّ فِى بَنِى قُرَيظَةَ، فَاَدرَكَ بَعضَهُم العَصرَ فِى الطَّرِيقِ، وَقَالَ بَعضُهُم لاَنُصَلِّى حَتّٰى نَأتِيَهَا وَقَالَ بَعضُهُم بَل نُصَلِّى لَم يُرِدْ مِنَّا ذٰلِكَ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَلَم يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنهُمْ -

৩৯১৯/১৫৯. আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আসমা র. ...... হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহ্যাব যুদ্ধের দিন (যুদ্ধ সমাপ্তির পর প্রত্যাবর্তনকালে) বলেছেন, বনু কুরাইজার মহল্লায় না পৌঁছে কেউ যেন আসরের নামায আদায় না করে। পথিমধ্যে আসরের নামাযের সময় হয়ে গেলে (যারা পেছনে ছিলেন তাদের) কেউ কেউ বললেন, আমরা সেখানে পৌঁছার পূর্বে নামায আদায় করব না। (কারণ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনূ করাইজায় আসর পড়তে বলেছেন।) আবার কেউ কেউ বললেন, আমরা এখনই নামায আদায় করব। কেননা নবী আকরাম সা-এর নিষেধাজ্ঞার অর্থ এই নয় যে, রাস্তায় নামাযের সময় হয়ে গেলেও তা আদায় করা যাবে না (বরং দ্রুত বণু করাইজায় পৌছা উদ্দেশ্য।) বিষয়টি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উত্থাপন করা হলে তিনি তাদের কোন দলের প্রতিই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেননি।

উপকারিতা ঃ ১। এ হাদীসটি ১২৯নং পৃষ্ঠায় এসেছে।

২। বনু কুরাইজা যুদ্ধের শেষে হাফিজ ইবনে কাইয়্যিম র.-এর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পুনরায় দেখুন।

৩। বুখারীর এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, সেটি ছিল আসর নামায, আর মুসলিমের হাদীস দ্বারা বুঝা যায় সেটি ছিল জোহর নামায।

কোন কোন আলিম এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন যে, হতে পারে হুকুমের পূর্বে কিছু সংখ্যক লোক জোহরের নামায পড়েছেন আর কেউ কেউ পড়েননি। অতএব, যারা জোহর পড়েননি তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে– لَايُصَلِّيَنَّ اَحَدُ الظُّهرَ আর যারা জোহর নামায পড়েছেন তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে لَايُصَلِّيَنَّ اَحَدُ الْعَصْرَ

সামঞ্জস্য বিধানের দ্বিতীয় পদ্ধতি হল, হতে পারে সাহাবায়ে কিরামের একটি দল দ্বিপ্রহরের পূর্বে রওয়ানা হয়েছিল। অতঃপর দ্বিতীয় দল পরবর্তীতে রওয়ানা হয়েছে। অতএব, প্রথম দলটিকে জোহর আর দ্বিতীয় দলটিকে আসর নামায সম্পর্কে বলা হয়েছে।

৩৮২٠. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى الاَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ح وَحَدَّثَنِى خَلِيفَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعتُ اَبِى عَنْ اَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ كَانَ الرجلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِىِّ ﷺ النَّخَلاتِ حَتّٰى اِفْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ، وَاِنَّ اَهلِى اَمَرُونِى اَنْ اٰتِىَ النَّبِىَّ ﷺ فَاَسْأَلَهُ الَّذِينَ كَانُوا اَعْطَوهُ اَوْ بَعْضَهُ، وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ قَدْ اَعْطَاهُ اُمَّ اَيْمَنَ فَجَاءَتْ اُمُّ اَيْمَنَ، فَجَعَلتِ الثَّوْبَ فِى عُنُقِى تَقُولُ : كَلَّا وَالَّذِى لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَايُعْطِيكُم وَقَدْ اَعْطَانِيهَا اَوْ كَمَا قَالَتْ وَالنَّبِىُّ ﷺ يَقُولُ لَكِ كَذَا وَتَقُولُ كَلَّا وَاللّٰهِ حَتّٰى اَعْطَاهَا حَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ عَشَرَةَ اَمْثَالِهِ اَوْ كَمَا قَالَ -

৩৮২০/১৬০. ইবনে আবুল আসওয়াদ ও খলীফা র. ..... হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (ব্যয় নির্বাহের জন্য) সাহাবীগণ প্রিয় নবী সা-কে খেজুর বৃক্ষ হাদিয়া দিতেন। অবশেষে বণু নাযীর এবং বণু কুরাইজা বিজিত হল। আমার পরিবারের লোকেরা আমাকে আদেশ করল, যেন আমি নবী আকরাম সা-এর কাছে গিয়ে তাদের দেয়া সবগুলো খেজুর গাছ অথবা কিছু সংখ্যক খেজুর গাছ তাঁর নিকট থেকে ফেরত আনার জন্য আবেদন করি। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ গাছগুলো উম্মে আয়মান রা-কে দান করে দিয়েছিলেন– এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে আইমান রা.কে বলছিলেন তোমার জন্য এতটুকু। (অর্থাৎ, এর পরিবর্তে এতটকুটু নিয়ে নাও আর তার মাল তাকে ফেরত দাও।) এ সময় উম্মে আইমান রা. আসলেন এবং আমার গলায় কাপড় লাগিয়ে বললেন, এ কখনো হতে পারে না। সেই আল্লাহ্‌র কসম, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই খেজুর তোমাদেরকে দিবেন না অথচ তিনি তা আমাকে দান করেছেন। اَوْكَمَا قَالَتْ বর্ণনাকারীর সন্দেহে অর্থাৎ, অথবা এরূপ অন্য কোন শব্দ হযরত উম্মে আইমান রা. বর্ণনা করেছেন। এদিকে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছিলেন, তুমি ঐ গাছগুলোর পরিবর্তে আমার নিকট থেকে এ-ই এ-ই পাবে। কিন্তু উম্মে আইমান রা. বলছিলেন, আল্লাহর কসম! এ কখনো হতে পারে না। অবশেষে নবী আকরাম স. তাকে (অনেক বেশি) দিলেন।

لَفْظ حَسِبْتُ – حَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ ঃ বর্ণনাকারী সুলাইমান ইবনে তারফানের উক্তি। (অর্থাৎ, রাবী বলেন, আমার ধারণা যে, বর্ণনাকারী আনাস রা. বলেন, আমার মনে হয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে [উম্মে আয়মান রা-কে] বলেছেন, খেজুর গাছের দশগুণ।

أَوْكَمَا قَالَ ঃ অথবা অনুরূপ কোন কথা হযরত আনাস রা. বলেছেন। যেমন মুসলিম শরীফে আছে– او قَرِيبًا مِنْ عَشَرَةِ أَمْثَالِهِ ,

উপকারিতা ঃ ১। শিরোনামের সাথে মিল حَتَّى افْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ বাক্য থেকে গ্রহণ করা যায়।

এ হাদীসটি হেবাতে (পৃ. নং ৩৫৮), জিহাদে ৪৪১ পৃষ্ঠায় এসেছে।

৩। শুরুতে আনসারীগণ স্বীয় বাগানের কিছু গাছ মুহাজিরগণকে দিয়েছিলেন যাতে মৌসুমে তারাও ফল খেতে পারেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা যখন বনু কুরাইজা ও বনু নযীরের গনিমতের মাল দ্বারা মুসলমানদের সম্মানিত করলেন, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব গনিমত মুহাজিরদের মাঝে বন্টন করে মুহাজিরগণকে নির্দেশ দিলেন, এবার তোমরা তোমাদের আনসার ভাইদের গাছ তাদের ফেরত দাও। ফলে সবাই এ হুকুম তামিল করলেন। হযরত উম্মে আইমান রা. মনে করেছেন, বোধহয় আমি মূল গাছের মালিক হয়ে গেছি, অথচ সবাইকে শুধু ফল খাওয়ার জন্য দেয়া হয়েছিল, মূল গাছের মালিক বানান হয়নি। অতঃপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেহায়েত নম্রতা এবং পূর্ণ সৌজন্যও অনুগ্রহমূলক আচরণ করে ১০ গুণের উপর রাজি করান।

٣٨٦١. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حدثنا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ رضى الله عنه يَقُولُ نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ . فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى سَعْدٍ فَأَتَى عَلَى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ لِلْأَنْصَارِ قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ، فَقَالَ هَؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ . فَقَالَ تُقْتَلُ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ، قَالَ قَضَيْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ وَرُبَّمَا قَالَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ .

৩৮২১/১৬১. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার র. ..... হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সা'দ ইবনে মুআয রা-এর ফয়সালা মেনে নিয়ে বণু কুরাজযা গোত্রের লোকেরা দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসলে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'দ রা.কে আনার জন্য লোক পাঠালেন। এরপর তিনি গাধার পিঠে চড়ে আসলেন। তিনি মসজিদের (এখানে মসজিদ দ্বারা উদ্দেশ্য, নামাযের সে স্থান, যেটি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বণু কুরাইজা অবরোধকালে নামায আদায়ের জন্য নির্ধারিত ও মনোনীত করেছিলেন।) নিকটবর্তী হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসার সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন, قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ - তোমরা তোমাদের নেতা বা সর্বোত্তম ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য দাঁড়িয়ে যাও। অথবা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) তোমাদের চেয়ে উত্তম ব্যক্তির সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাও। (তিনি আসলে) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে লক্ষ্য করে বললেন, এরা (বণু করাইজার ইয়াহুদীরা) তোমার ফয়সালা মেনে নিয়ে দুর্গ থেকে নিচে নেমে এসেছে। তখন তিনি বললেন, তাদের যোদ্ধাদেরকে হত্যা করা হবে এবং তাদের মহিলা ও সন্তানদেরকে বন্দী করা হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে সা'দ! তুমি আল্লাহ্র হুকুম মুতাবিক ফয়সালা করেছ। কখনও রাবী بِحُكْمِ الْمَلِكِ শব্দটি বলেছেন। অতএব, যদি লামের মধ্যে যের হয় তখন অর্থ হবে বাদশাহর হুকুমানুযায়ী, অতএব এটি ১ম অর্থ থেকে আলাদা হবে না। বাদশাহর হুকুম অনুযায়ী মানে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী ১ম অর্থেরই অনুরূপ হবে। আর যদি লামে যবর হয় অর্থ হবে হে সা'দ! তুমি ফিরিশতা তথা জিবরাঈলের ফয়সালানুযায়ী ফয়সালা করেছ।

উপকারিতা ঃ এ হাদীসটি জিহাদে ৪২৭ নং পৃষ্ঠায় এসেছে।

٣٨٢٢. حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بنُ يَحيٰى قَالَ حَدثنَا عَبدُ اللهِ بنُ نُمَيرٍ قَالَ حدثنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ اُصِيبَ سَعدٌ يَومَ الخَندقِ رَمَاهُ رَجلٌ مِنْ قُرَيشٍ يُقَالُ لَهُ حِبَّانُ بْنُ العَرِقَةِ ـ رَمَاهُ فِى الاَكحَلِ فَضَرَبَ النَّبِىُّ ﷺ خَيمَةً فِى المَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ ـ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الخَندقِ وَضَعَ السِّلاحَ وَاغتَسَلَ فَاَتَاهُ جِبرِيلُ عَلَيهِ السَلامُ وَهُوَ يَنفُضُ رَأسَهُ مِنَ الغُبَارِ ـ فَقَالَ قَدْ وَضَعتَ السِّلاحَ؟ وَاللّٰهِ مَا وَضَعتُهُ ـ اُخرُجْ اِلَيهِم، قَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَاَينَ؟ فَاَشَارَ اِلٰى بَنِى قُرَيظَةَ ـ فَاَتَاهُم رَسولُ اللّٰهِ ﷺ فَنَزلُوا عَلٰى حُكمِهِ ـ فَرَدَّ الحُكمَ اِلٰى سَعدٍ، قَالَ فَاِنِّى اَحكُمُ فِيهِم اَنْ تُقتَلَ المُقَاتِلَةُ، اَنْ تُسبَى النِسَاءُ وَالذُّرِّيَّةُ، وَاَنْ تُقسَمَ اَموالُهُم ـ

قَالَ هِشَامٌ فَاَخبَرنِى عَن عَائِشةَ اَنَّ سعدًا قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعلَمُ انهُ لَيسَ اَحَدٌ اَحَبَّ اِلَىَّ اَنْ اُجَاهِدَهُمْ فِيكَ مِنْ قَومٍ كَذَّبُوا رَسُولَكَ ﷺ وَاَخرَجُوهُ، اَللّٰهُمَّ فَاِنِّى اَظُنُّ اَنَّكَ قَدْ وَضَعتَ الحَربَ بَينَنَا وَبَينَهُم، فَاِنْ كَانَ بَقِىَ مِنْ حَربِ قُرَيشٍ شَئٌ فَاَبقِنِى حَتّٰى اُجَاهِدَهُمْ فِيكَ، وَاِنْ كُنتَ وَضَعتَ الحَربَ فَافجُرهَا وَاجعَلْ مَوتَتِى فِيهَا، فَانفَجَرتْ مِنْ لَبَّتِهِ فَلَمْ يَرُعْهُم، وَفِى المَسجِدِ خَيمَةٌ مِنْ بَنِى غِفَارٍ اِلَّا الدمُ يَسِيلُ اِلَيهِمْ ـ فَقَالُوا يَا اَهلَ الخَيمَةِ! مَا هٰذَا الَّذِى يَاتِينَا مِنْ قِبَلِكُم؟ فَاِذَا سَعدٌ يَغذُو جُرحُهُ دَمًا فَمَاتَ مِنهَا رضى الله عنه ـ

৩৮২২/১৬২. যাকারিয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া র. .... হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধে সা'দ রা. আহত হয়েছিলেন। কুরাইশ গোত্রের হিব্বান ইবনে ইরকা নামক এক ব্যক্তি তাঁর উভয় বাহুর মধ্যবর্তী রগে তীর বিদ্ধ করেছিল। কাছে থেকে তার শুশ্রূষা করার জন্য নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে একটি তাবু তৈরি করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে যখন হাতিয়ার রেখে গোসল সমাপন করলেন তখন জিব্রাঈল আ. তাঁর মাথার ধূলোবালি ঝাড়তে ঝাড়তে রাসূলুল্লাহ্ সা-এর কাছে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, আপনি তো হাতিয়ার রেখে দিয়েছেন, কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম! আমি এখনো তা রেখে দেইনি। চলুন, তাদের প্রতি (তাদের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অভিযান চালান)। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন কোন দিকে? তিনি বণু কুরাইজা গোত্রের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু কুরাইজার মহল্লায় এলেন (তাদের অবরোধ করলেন। লাগাতার ১৫ দিন অবরোধের ফলে বনু কুরাইজা উদ্বিগ্ন-উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে)। পরিশেষে তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ফয়সালা মেনে নিয়ে (তিনি যে রায় দেন তা মেনে) দুর্গ থেকে নিচে নেমে এল। কিন্তু তিনি ফয়সালার ভার সা'দ রা-এর উপর অর্পণ করলেন।

তখন সা'দ রা. বললেন, তাদের ব্যাপারে আমি এই রায় দিচ্ছি যে, তাদের যোদ্ধাদেরকে হত্যা করা হবে, নারী ও সন্তানদেরকে বন্দী করা হবে এবং তাদের ধন-সম্পদ (মুসলমানদের মধ্যে) বণ্টন করে দেয়া হবে।

বর্ণনাকারী হিশাম র. বলেন, আমার পিতা [উরওয়া র.] আয়েশা রা. থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, সা'দ রা. (বনু কুরাইজার ঘটনার পর) আল্লাহ্‌র কাছে এ বলে দোয়া করেছিলেন, হে আল্লাহ্! আপনি তো জানেন,

যে সম্প্রদায় আপনার রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলেছে এবং দেশ থেকে বের করে দিয়েছে, আপনার সন্তুষ্টির জন্য তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার চেয়ে কোন কিছুই আমার কাছে অধিক প্রিয় নয়। হে আল্লাহ্! আমি মনে করি (খন্দক যুদ্ধের পর) আপনি তো আমাদের ও তাদের মধ্যে যুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছেন। তবে এখনো যদি কুরাইশদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ বাকী থেকে থাকে তাহলে আমাকে সে জন্য বাঁচিয়ে রাখুন, যেন আমি আপনার রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে পারি। আর যদি যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে থাকেন তাহলে ক্ষতস্থান থেকে তাজা রক্ত প্রবাহিত করুন এবং এতেই আমার মৃত্যু ঘটান। এরপর তাঁর বুকের ক্ষত হতে রক্তক্ষরণ হয়ে তা প্রবাহিত হতে লাগল। মসজিদে বণু গিফার গোত্রের একটি তাঁবু ছিল। তাদের দিকে রক্ত প্রবাহিত হয়ে আসতে দেখে তারা ভীত হয়ে বললেন, হে তাঁবুবাসীরা! আপনাদের দিক থেকে এসব কি আমাদের দিকে বয়ে আসছে? পরে তাঁরা দেখলেন যে, সা'দ রা-এর ক্ষত স্থান থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। অবশেষে এ জখমের কারণেই তিনি মারা যান। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

উপকারিতা ঃ ১। এ হাদীসটি ৬৬নং পৃষ্ঠায় গেছে।

২। أَكْحَلَ ঃ হামযার উপর যবর, কাফের উপর জযম এবং লামসহকারে। অর্থাৎ বাহুর মাঝখানের একটি শিরা। আল্লামা আইনী র. খলীল থেকে বর্ণনা করেন যে, এটি বেঁচে থাকার শিরা। কেটে গেলে এর রক্ত বন্ধ হয় না। لَبَّتُهُ ঃ লামের উপর যবর, বায়ের উপর তাশদীদ। অবশিষ্ট উপকারিভাগুলোর জন্য বনু কুরাইজার যুদ্ধ দ্রষ্টব্য।

৩৮২৩. حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى عَدِىٌّ أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِحَسَّانَ اُهْجُهُمْ اَوْ هَاجِهِمْ وَجِبْرِيلُ مَعَكَ، وَزَادَ اِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ اُهْجُ الْمُشْرِكِينَ فَاِنَّ جِبْرِيلَ مَعَكَ ـ

৩৮২৩/১৬৩. হাজ্জাজ ইবনে মিনহাল রা. ..... হযরত আদি র. থেকে বর্ণিত, তিনি বারা (ইবনে আযিব) রা-কে বলতে শুনেছেন যে, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাস্সান রা-কে বলেছেন, কবিতার মাধ্যমে তাদের (কাফিরদের) দোষক্রুটি বর্ণনা কর অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) তাদের দোষক্রুটি বর্ণনার জবাব দাও। (তোমার সাহায্যার্থে) জিব্রাঈল আ. তোমার সাথে থাকবেন। (অন্য এক সনদে) ইব্রাহীম ইবনে তাহ্মান র. ..... হযরত বারা ইবনে আযিয রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বণু কুরাইজার সাথে যুদ্ধের দিন হাস্সান ইবনে সাবিত রা-কে বলেছিলেন (কবিতার মাধ্যমে) মুশরিকদের দোষ-ক্রুটি বর্ণনা কর। এ ব্যাপারে জিব্রাঈল আ. তোমার সাথে আছেন। অর্থাৎ, জিবরাঈল আ. থেকে বিষয় আসবে।

উপকারিতা ঃ এ হাদীসটি ৪৫৬ –৪৫৭ পৃষ্ঠায় গেছে।

২১৯৫. بَابُ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ وَهِىَ غَزْوَةُ مُحَارِبِ خَصَفَةَ مِنْ بَنِى ثَعْلَبَةَ مِنْ غَطَفَانَ، فَنَزَلَ نَخْلاً وَهِىَ بَعْدَ خَيْبَرَ، لِاَنَّ اَبَا مُوسَى جَاءَ بَعْدَ خَيْبَرَ، وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيرٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رضى الله عنهما اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى بِاَصْحَابِهِ فِى الْخَوْفِ فِى غَزْوَةِ السَّابِعَةِ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رض صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ الْخَوْفَ بِذِى قَرَدٍ، وَقَالَ بَكْرُ بْنُ سَوَادَةَ حَدَّثَنِى زِيَادُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ اَبِى مُوسَى اَنَّ

جَابِرًا رض حَدَّثَهُمْ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِهِمْ يَوْمَ مُحَارِبٍ وَثَعْلَبَةَ، وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ سَمِعْتُ جَابِرًا رض خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى ذَاتِ الرِّقَاعِ مِنْ نَخْلٍ، فَلَقِيَ جَمْعًا مِنْ غَطَفَانَ فَلَمْ يَكُنْ قِتَالٌ، وَأَخَافَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ رَكْعَتَيِ الْخَوْفِ * وَقَالَ يَزِيدُ عَنْ سَلَمَةَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْقَرَدِ -

২১৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ যাতুর রিকার যুদ্ধ।

গাতফানের শাখা গোত্র বনু সালাবার অন্তর্গত খাসফার বংশধর মুহারিব গোত্রের সাথে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুহারিব শব্দটির ইযাফত খাসফার দিকে নির্ধারণ ও পার্থক্যের জন্য। যেহেতু আরবের অন্যান্য গোত্রে মুহারিব নামক লোক ছিল। যেমন– মুহারিব ইবনে ফিহির ইত্যাদি। অতএব مُحَارِبِ خَصَفَةَ বলে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, সে হল মুহারিব ইবনে খাসফা। তাকে মুহারিব ইবনে ফিহর থেকে পৃথক করার জন্য ইযাফত সহকারে মুহারিবু খাসফা বলা হয়েছে।

مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ مِن غَطْفَانَ

এ অংশটির অনুবাদ হল মুহারিব ইবনে খাসফার যুদ্ধ, যে মুহারিব ইবনে খাসফা সালাবার সন্তানদের অন্তর্ভূক্ত, গাতফান গোত্রের লোক। এর দ্বারা এ অর্থ বের হল যে, সালাবা মুহারিবের দাদা। অথচ এটা ঠিক নয়। কারণ, সালাবা হল গাতফানের সন্তান, আর গাতফানের বংশ নিম্নরূপ–

গাতফান ইবেন সাদ ইবনে কায়েস ইবনে গায়লান........আর বংশ নিম্নরূপ, মুহারিব ইবনে খাসফা ইবনে কায়েস। অতএব গাতফান এবং মুহারিব উভয়ই চাচাতো ভাই। যা নিম্নে তুলে ধরা হল ঃ

কায়েস

সা'দ	খাসফা
গাতফান	মুহারিব

অতএব বিশুদ্ধ মুলপাঠ হল নিম্নরূপ। যেটি মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক থেকে হাফিজ আসকালানী, আল্লামা আইনী ও আল্লামা সুয়ূতী র. প্রমুখ বর্ণনা করেছেণ। তারা বলেছেন– আসল ইবারত হওয়া উচিত নিম্নরূপ–

وَهِيَ غَزوةُ مُحَارِبِ خَصَفَةَ وبَنِي ثَعلَبَةَ غَطفَانَ অর্থাৎ যাতুর রিকা যুদ্ধের অপর নাম হল মুহারিবু খাসফা ও বনু সালাবার যুদ্ধ, যেটি গাতফান গোত্রের শাখা। অর্থাৎ, مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ এর পরিবর্তে وَاوْ عَاطِفَه তথা وَبَنِي ثَعْلَبَةَ

এ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাখল নামক স্থানে অবতরণ করেছিলেন। খায়বর যুদ্ধের পর এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। কেননা, আবু মুসা রা. খায়বর যুদ্ধের পর (হাবশা থেকে) এসেছিলেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে রাজা র. .... জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রা. থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সপ্তম যুদ্ধ তথা যাতুর রিকার যুদ্ধে তাঁর সাহাবীগণকে নিয়ে সালাতুল খাওফ আদায় করেছেন। ইবনে বকর ইবনে সাওয়াদা র....... জাবির রা. থেকে বর্ণিত যে, মুহারিব ও সালাবা গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে সালাতুল খাওফ আদায় করেছেন। ইবনে ইসহাক র. ..... জাবির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাখল নামক স্থান থেকে যাতুর রিকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গাতফান গোত্রের একটি দলের সম্মুখীন হন। কিন্তু সেখানে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি।

উভয় পক্ষ পরস্পর ভীতি প্রদর্শন করেছিল মাত্র। তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'রাক'আত সালাতুল খাওফ আদায় করেন। ইয়াযীদ র. সালামা রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি নবী আকরাম সা-এর সঙ্গে যীকারাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম।

নামকরণের কারণ ঃ ইমাম নববী র. ও ইবনে সা'দ র. বলেন, এটি একটি পাহাড়ের নাম, যেখানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ যুদ্ধে অবতরণ করেছিলেন। তাতে কাল, সাদা এবং লাল চিহ্ন ছিল।

ইবনে ইসহাক র. থেকে বর্ণিত যে, যাতুর রিকা' একটি বৃক্ষের নাম। কিন্তু স্বয়ং বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবু মুসা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, সওয়ারীর স্বল্পতার কারণে আমরা ছয় জন একটি উটের উপর পালা পালা করে আরোহণ করেছিলাম। চলতে চলতে আমাদের পা ফেটে গিয়েছিল। যেহেতু পায়ের উপর পট্টি লাগাতে হয়েছিল, সেহেতু এ যুদ্ধের নাম রাখা হয় ذَاتُ الرِّقَاعِ।

সামঞ্জস্য বিধানের জন্য বলা যেতে পারে যে, পট্টি ছাড়াও সে গাছ ও পাহাড়ের নাম ছিল রিকা।

এ যুদ্ধ কবে সংঘটিত হয়েছিল?

এ যুদ্ধ কবে সংঘটিত হয়েছিল– এ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। ইমামুল মাগাযী মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক র. বলেন, এ যুদ্ধটি বনু নযীর যুদ্ধের পর খন্দকের যুদ্ধের আগে চতুর্থ হিজরীতে জুমাদাল উলা মাসে সংঘটিত হয়।

فَعِنْدَ ابْنِ إِسْحَاقَ أَنَّهَا بَعْدَ بَنِى النَّضِيرِ وَقَبْلَ الْخَنْدَقِ سَنَةَ أَرْبَعٍ -

(ফাতহুল বারী)

ইবনে সা'দ ও ইবনে হাব্বান র. বলেন যে, এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে পঞ্চম হিজরীর মহররম মাসে।

কিন্তু ইমাম বুখারী র. বলেন, এটি যাতুর রিকা' ও খায়বর যুদ্ধের পর সপ্তম হিজরীতে সংঘটিত হয়েছে। পরবর্তীতে এ নিয়ে আলোচনা আসছে।

যাতুর রিকা' যুদ্ধ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ পেলেন বনু মুহারিব এবং বনু ছা'লাবা তাঁর বিরুদ্ধে মুকাবিলার জন্য সৈন্য সমাবেশ ঘটাচ্ছে। তখন তিনি ৪০০ সাহাবীর এক বাহিনী নিয়ে নজদ অভিমুখে রওয়ানা দেন। তিনি নজদে পৌঁছলে গাতফানের কিছু সংখ্যক লোক এসে মিলিত হয়। কিন্তু লড়াইয়ের সুযোগ হয়নি। রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকজনকে সালাতুল খাওফ (শংকার নামায) পড়ান।

প্রত্যাবর্তনকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ছায়াদার বৃক্ষের নিচে কাইলুলা বা দুপুরের বিশ্রাম করছেন। তলোয়ার ঝুলিয়ে রেখেছিলেন বৃক্ষের সাথে। এক পৌত্তলিক এসে তলোয়ার উন্মুক্ত করে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করল, বলুন, আমার হাত থেকে আপনাকে কে রক্ষা করবে? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেয়ায়েত প্রশান্তির সাথে বললেন, আল্লাহ।

এটি বুখারীর রেওয়ায়াত। ইবনে ইসহাক র. এর রেওয়ায়াতে আছে, জিবরাঈল আমীন তাঁর বুকে এক ঘুষি মারলে তৎক্ষণাৎ তার হাত থেকে তলোয়ার ছুটে পড়ে যায় এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা তুলে নেন। আর তিনি বলেন, বল, তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে? সে বলল, কেউ নেই। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আচ্ছা যাও। আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।

ওয়াকিদী র. বললেন, এ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে ফেলে এবং স্বীয় গোত্রে যেয়ে ইসলামের দাওয়াত দেয়। বহু লোক তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয়গ্রহণ করে। সহীহ বুখারীতে আছে, এ ব্যক্তির নাম ছিল গোরাস ইবনে হারিস।

فَنَزَلَ نَخْلًا وَهِيَ بَعْدَ خَيْبَرَ لِأَنَّ أَبَا مُوسَى الخ -

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাখ্‌ল নামক স্থানে অবতরণ করে সেখানে অবস্থান নেন (নাখ্‌ল একটি স্থানের নাম, এটি মদীনা শরীফ থেকে দু'দিনের দূরত্বে নজদে অবস্থিত) এ যুদ্ধটি হয়েছে খায়বর যুদ্ধের পরে। কারণ, আবু মুসা আশআরী রা. খায়বর যুদ্ধের পর সপ্তম হিজরীতে হাবশা থেকে মদীনায় আগমন করেছিলেন।

উপকারিতা ঃ ইমাম বুখারী র.-এর প্রমাণ হল, আসন্ন রেওয়ায়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় বিবরণ রয়েছে যে, হযরত আবু মুসা আশআরী রা. যাতুর রিকা' যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি ঘটনার বর্ণনাকারী। যদ্বারা বুঝা গেল, তিনি যাতুর রিকা' যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এবং এটাও জানা গেছে যে, তাঁর আগমন ঘটেছে খায়বরের পর। অতএব, যাতুর রিকা' যুদ্ধের ঘটনা খায়বরের পরে হওয়াই আবশ্যক। কারণ, রেওয়ায়াত আসবে, হযরত আবু মুসা আশআরী রা. বলেছেন, আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক খায়বর বিজয়ের পর তাঁর কাছে এলাম।

কেউ কেউ সামঞ্জস্য বিধানের জন্য বলেছেন, যাতুর রিকা' যুদ্ধ দু'টি লড়াইয়ের নাম। একটি হয়েছে খায়বরের পূর্বে অপরটি খায়বরের পর।

وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ ঃ হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রা. থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সপ্তম যুদ্ধ যাতুর রিকা' স্বীয় সাহাবায়ে কিরামকে সালাতুল খাওফ পড়িয়েছেন।

উপকারিতা ঃ غزوة ذات الرقاع শব্দটিতে যের হয়েছে। কারণ, এটি غَزْوَةُ السَّابِعَةِ শব্দ থেকে বদল।

উদ্দেশ্য হল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুদ্ধগুলোর মধ্যে সপ্তম হল, গাযওয়ায়ে যাতুর রিকা'। ১. বদর, ২. ওহুদ, ৩. খন্দক, ৪. বনু কুরাইজা, ৫. মুরাইসী', ৬. খায়বর, ৭. যাতুর রিকা'।

সালাতুল খাওফের বিধিবদ্ধতা

হযরত জাবির রা. এর এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, যাতুর রিকা' যুদ্ধে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতুল খাওফ আদায় করেছেন। অবশ্য সালাতুল খাওফ কোন বছর বিধিবদ্ধ হয়েছে-এ নিয়ে মতবিরোধ আছে। সংখ্যাগরিষ্ঠের মত হল- إِنَّ أَوَّلَ مَا صُلِّيَتْ فِى غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ সর্বপ্রথম সালাতুল খাওফ আদায় করা হয়েছে যাতুর রিকা' যুদ্ধে। তাছাড়া, মুসনাদে ইমাম আহমদ ও সুনানে বর্ণিত আছে যে, মারওয়ান ইবনুল হাকামের সামনে হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেছেন, আমরা নজদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সালাতুল খাওফ আদায় করেছি। বস্তুত হযরত আবু হুরায়রা রা. ইসলাম গ্রহণ করেছেন খায়বর যুদ্ধের নিকটবর্তী সময়। অতঃপর এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, সালাতুল খাওফের বিধিবদ্ধতা খন্দক যুদ্ধের পরে হয়েছে। আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম র.ও বলেন যে, সালাতুল খাওফের বিধিবদ্ধতা যাতুর রিকা' যুদ্ধে হয়েছে।

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতুল খাওফ আদায় করেছেন যীকারাদে।

উপকারিতা ঃ قَرَد ঃ কাফের উপর যবর, রায়ের উপর যবর। এটি একটি স্থানের নাম। মদীনা শরীফ থেকে সেখানে যেতে ১ দিন সময় লাগে। এ স্থানটি বিলাদে গাতফানের নিকটবর্তী।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর এ হাদীসটি ইমাম বুখারী র. তালীক তথা প্রাসঙ্গিকভাবে বর্ণনা করেছেন। নাসাঈ ও তাবারানী এটি তাখরীজ করেছেন মাওসূল রূপে।

وَقَالَ بَكْرُ بْنُ سَوَادَةَ ঃ বাক্‌র ইবনে সাওয়াদা (সীনের উপর ও ওয়াও এর উপর যবর) বর্ণনা করেন, হযরত জাবির রা. হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহারিব যুদ্ধে এবং ছা'লাবা দিবসে সাহাবায়ে কিরামকে নামায (সালাতুল খাওফ) পড়িয়েছেন। এটাই হল যাতুর রিকা' যুদ্ধ।

নোট ঃ এ হাদীস দ্বারা শিরোনামের ইবারত যে ভুল এটাও সুস্পষ্টভাবে বুঝা গেল। অর্থাৎ মুহারিব ও সা'লাবার মাঝে ওয়াওয়ে আতিফা আছে।

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ ঃ হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাতুর রিকা'র যুদ্ধের উদ্দেশ্যে নাখ্ল নামক স্থান থেকে বের হলেই বনু গাতফানের একটি দলের সম্মুখীন হন। তবে, যুদ্ধ হয়নি। লোকজন তখন একদল অপর দলকে ভয় দেখাচ্ছিল। পরস্পরে করছিল (অর্থাৎ, আকস্মিক এক দল অপর দলের উপর আক্রমণের আশংকা করছিল) এজন্য নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাক্আত সালাতুল খাওফ পড়েছেন।

উপকারিতা ঃ নাখ্ল নজদের একটি স্থানের নাম। হাফিজ আসকালানী র. বলেন, غَفَلَ مَنْ قَالَ إِنَّ الْمُرَادَ نَخْلُ الْمَدِيْنَةِ অর্থাৎ, যারা এখানে নাখ্ল দ্বারা মদীনার খেজুর বৃক্ষ উদ্দেশ্য করেছেন তারা ভুল করেছেন।

وَقَالَ يَزِيدُ عَنْ سَلَمَةَ ঃ ইয়াযীদ সালামা ইবনে আকওয়া' রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, আমি নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে কারাদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম।

উপকারিতা ঃ হযরত সালমা ইবনে আকওয়া রা. এর এ হাদীসটি পূর্ণাঙ্গরূপে ৬০৩ পৃষ্ঠায় আসছে। যার শিরোনামই হল بَابُ غَزْوَةِ ذَاتِ الْقَرَدِ। কিন্তু সেখানে সালাতুল খাওফের উল্লেখই নেই। ইমাম বুখারী র. বিভিন্ন আছর বর্ণনা করেছেন। কোন কোন আছর দ্বারা বুঝা যায়, সালাতুল খাউফ আদায় করা হয়েছে যাতুর রিকায়ে, আর কোনটি দ্বারা বুঝা যায় কারাদ যুদ্ধে। নিঃসন্দেহে দুটি আলাদা আলাদা যুদ্ধ।

বায়হাকী র. বলেছেন, আমার সামান্যতম সংশয়ও নেই যে, যীকারাদ যুদ্ধ ছিল, হুদাইবিয়া এবং খায়বরের পর। ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য, এ কথা স্পষ্ট করা যে, সালাতুল খাউফের সূচনায় তথা কখন প্রথম এটি আদায় করা হয়েছে– এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। তবে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন যুদ্ধে সালাতুল খাওফ আদায় করেছেন।

সালাতুল খাওফ

১। এর পূর্ণ ও বিস্তারিত আলোচনার জন্য প্রথম খণ্ডের বাবু সালাতিল খাওফ দ্রষ্টব্য। সারকথা হল, সালাতুল খাওফ বিভিন্ন পদ্ধতিতে পড়া হয়েছে।

ইমাম আজম আবু হানীফা রা. এর মতে, সালাতুল খাওফের ব্যাপারে হযরত ইবনে উমর রা. এর রেওয়ায়াত প্রধান। এটি বুখারীতে (১/১২৮) আবওয়াবু সালাতিল খাওফের প্রথম হাদীস। তাছাড়া এ হাদীসটি সিহাহ সিত্তায় সবাই তাখরীজ করেছেন।

ইমাম মালিক, শাফিঈ ও আহমদ র. হযরত সাহ্ল ইবনে হাছমা রা. এর রেওয়ায়াতটিকে প্রধান সাব্যস্ত করেছেন। এ হাদীসটি ৫৯২ পৃষ্ঠাতেই নিচে আসছে।

হানাফীদের মধ্যে সালাতুল খাওফের উত্তম পদ্ধতি হল, মুজাহিদদেরকে দু'ভাগে বিভক্ত করে একদলকে শত্রুদের সামনে রাখা হবে। দ্বিতীয় দলকে ইমাম সাহেব এক রাকআত পড়াবেন। অতঃপর, এই দল শত্রুদের সামনে চলে যাবে। শত্রুর সম্মুখে অবস্থিত প্রথম দল ইমামের পিছনে চলে আসবে। তাদেরকেও ইমাম সাহেব এক রাকআত পড়িয়ে সালাম ফিরাবেন এবং এ দল দুশমনের সম্মুখে চলে যাবে। প্রথম যে দলটি ইমামের পিছনে এক রাকআত পড়েছিল, সেটি এসে এক রাকআত পূর্ণ করবে লাহিকের ন্যায়। তারপর তারা চলে যাবে এবং দ্বিতীয় দল (ইমামের শেষ রাকআতওয়ালা) এসে স্বীয় রাকআত পূর্ণ করবে মাসবুকের ন্যায়। কিন্তু ইমামের সালামের পর যদি উভয় দল তরতীব মত স্ব স্ব স্থানে এ এক রাকআত পূর্ণ করে তবুও জায়েয আছে। (শামী)

এছাড়া এ পদ্ধতি মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর রেওয়ায়াত দ্বারাও প্রমাণিত। অতএব, হানাফীদের মাযহাব ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদ রা.-এর রেওয়ায়াত অনুযায়ী হল।

তাছাড়া কুরআনে হাকীমে আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ রয়েছে–

وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَاخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ ـ

এর নিকটবর্তীও হানাফীদের মাযহাব। কারণ, فَاِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُوْنُوْا -এর অর্থ হল প্রথম দল সিজদা থেকে অবসর হয়ে চলে যাবে। এটা হানাফীদের মাযহাব। ইমামত্রয়ের মাযহাবে সিজদা থেকে অবসর হয়ে স্বীয় নামায পূর্ণ করতে হয়।

শাফিঈ ও মালিকীদের মতে কিছুটা পার্থক্য আছে। সেটি হল, শাফিঈদের মতে দ্বিতীয় দলকে এক রাকআত পড়িয়ে ইমাম সাহেব অপেক্ষা করবেন। যখন তারা এক রাকআত পূর্ণ করে বৈঠকে বসবে, তখন ইমাম সাহেব সালাম ফিরাবেন। মালিকীদের মতে ইমাম সাহেব অপেক্ষা করা ব্যতীত সালাম ফিরাবেন।

ইমামত্রয় সাহ্ল ইবনে হাছমা রা. এর রেওয়ায়াতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ, এতে নড়াচড়া কম হয়। এর পরিপন্থী হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর রেওয়ায়াতে বর্ণিত পদ্ধতিতে নড়াচড়া বেশি, যা নামাযের শানের খেলাফ।

সূত্রের আধিক্যের কারণে এ রেওয়ায়াতটি অগ্রাধিকার যোগ্য– প্রাধান্য উপযোগী।

হানাফীগণ বলেন, হযরত ইবনে উমর রা. এর হাদীস কুরআনের আয়াতের সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল। বাকি রইল বেশি নড়াচড়ার বিষয়টি। এ স্থানে শরীয়ত অধিক নড়াচড়াকে জায়েয সাব্যস্ত করেছে। স্বয়ং আয়াতে নড়াচড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

২। হযরত ইবনে উমর রা. এর রেওয়ায়াতটি মারফু এবং বহু শক্তিশালী। বুখারী ও মুসলিম এটি উল্লেখ করেছেন। এর পরিপন্থী সাহ্ল ইবনে হাছমা রা. এর রেওয়ায়াতটি মাওকূফ। এর মারফু হওয়ার ব্যাপারে কালাম রয়েছে। ইতিহাসবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাতকালে সাহ্ল ইবনে হাছমা রা. এর বয়স ছিল ৮ বছর। অতএব, এ সালাতুল খাউফের সময় তার বয়স কতই হবে? অতএব, রেওয়ায়াতটি নিশ্চিতরূপে মুরসাল। বস্তুত শাফিঈদের মতে মুরসাল প্রমাণ নয়।

৩। তাছাড়া, ইবনে হাছমা রা.-এর রেওয়ায়াত অনুযায়ী অবশ্যই ইমামের পূর্বে মুকতাদীদের নামায থেকে অবসর হতে হয়। শরীয়তে যার কোন নজির পাওয়া যায় না।

৪। এতে কলবে মাওযূ (মূল বিষয়ের পরিপন্থী কাজ) আবশ্যক হয়। কারণ, ইমামকে মুকতাদীদের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। যেন ইমামকে অধীনস্থ হতে হয় যা ইমামের পদমর্যাদা পরিপন্থী। এর পরিপন্থী হযরত ইবনে উমর রা.-এর পদ্ধতিতে শুধু নড়াচড়া বেশি হয়। এর একাধিক নজির শরীয়তে পাওয়া যায়। যেমন– হযরত আবু বকর রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নামাযের অবস্থায় দেখে পিছনে সরে এসেছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে অগ্রসর হয়ে ইমামতি করেছেন। এরূপভাবে নামায অবস্থায় যদি অপবিত্রতা যুক্ত হয় তবে ওযু করার জন্য স্থানান্তর ও নড়াচড়ার অনুমতি প্রমাণিত আছে। কিন্তু ইমামের অপেক্ষা করা প্রমাণিত নয়। অতএব, বিষয়টি ভেবে দেখার মত।

٣٨٢٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رضى الله عنه قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ غَزَاةٍ وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ بَيْنَنَا بَعِيْرٌ نَعْتَقِبُهُ ـ فَنَقِبَتْ اَقْدَامُنَا وَنَقِبَتْ قَدَمَاىَ وَسَقَطَتْ اَظْفَارِىْ، وَكُنَّا نَلُفُّ عَلٰى اَرْجُلِنَا الْخِرَقَ، فَسُمِّيَتْ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ لِمَا كُنَّا نَعْصِبُ مِنَ الْخِرَقِ عَلٰى اَرْجُلِنَا، وَحَدَّثَ اَبُوْ مُوْسٰى بِهٰذَا ثُمَّ كَرِهَ ذَاكَ ـ قَالَ مَا كُنْتُ اَصْنَعُ بِاَنْ اَذْكُرَهُ كَاَنَّهُ كَرِهَ اَنْ يَكُوْنَ شَىْءٌ مِنْ عَمَلِهِ اَفْشَاهُ ـ

৩৮২৪/১৬৪. মুহাম্মদ ইবনে আ'লা র. .... হযরত আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক যুদ্ধে আমরা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে রওয়ানা করলাম। আমরা ছিলাম ছয়জন। আমাদের একটি মাত্র উট ছিল। পালাক্রমে আমরা এর পিঠে আরোহণ করতাম। (হেঁটে হেঁটে) আমাদের পা ফেটে যায়। আমার পা দু'টিও ফেটে গেল, খসে পড়ল নখগুলো (কারণ, জমি ছিল প্রস্তর ও বালুকাময়)। এ কারণে আমরা আমাদের পায়ে নেকড়া জড়িয়ে বাঁধলাম। এ জন্য এ যুদ্ধকে যাতুর রিকা (رُقْعَة বলে কাপড়ের টুকরাকে। পায়ে কাপড়ে পট্টি বাধার কারণে এই নাম হয়েছে। নামকরণের কারণে এ হাদীসের উল্লেখ হয়।) যুদ্ধ বলা হয়। কেননা এ যুদ্ধে আমরা আমাদের পায়ে নেকড়া দ্বারা পট্টি বেঁধেছিলাম। আবু মুসা রা. উক্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীতে তিনি এ ঘটনা বর্ণনা করতে অপছন্দ করেন। তিনি বলেন, আমি এভাবে বর্ণনা করা ভাল মনে করি না। সম্ভবত তিনি তার কোন (নেক) আমল প্রকাশ করাকে অপছন্দ করতেন।

উপকারিতা ঃ বুঝা গেল নিজের নেক আমলগুলোকে গোপন রাখা উত্তম। কিন্তু কোন কোন সময় উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদানের উদ্দেশ্যে নেক আমল প্রকাশ করা নিশ্চিতরূপেই উত্তম হবে। কারণ, আমল নির্ভর করে নিয়তের উপর।

٣٨٢٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَاةَ الْخَوْفِ أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً ثم ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى، فَصَلَّى بِهِم الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثم سَلَّمَ بِهِمْ * وَقَالَ مُعَاذٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رض قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِنَخْلٍ فَذَكَرَ صَلَاةَ الْخَوْفِ، قَالَ مَالِكٌ وَذٰلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي صَلٰوةِ الْخَوْفِ تَابَعَهُ اللَّيْثُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ زَيدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ غَزوةَ بَنِي أَنْمَارٍ.

৩৮২৫/১৬৫. কুতাইবা ইবনে সাঈদ র. ...... হযরত সালিহ্ ইবনে খাওয়াত রা. এরূপ একজন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন, যিনি যাতুর রিকার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সা-এর সাথে সালাতুল খাওফ (এভাবে) আদায় করেছেন। তিনি বলেছেন, একদল লোক (নামায আদায়ের জন্য) রাসূলুল্লাহ সা-এর সাথে কাতারে দাঁড়ালেন এবং অপর দলটি রইলেন শত্রুর সম্মুখীন। এরপর তিনি তার সাথে দাঁড়ানো দলটি নিয়ে এক রাক'আত নামায আদায় করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মুকতাদীগণ তাদের নামায পুরা করে ফিরে গেলেন (আলাদা আলাদা অবশিষ্ট এক রাক'আত পূর্ণ করলেন। অতপর তারা শত্রুর সম্মুখে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। এরপর দ্বিতীয় দলটি এলে তিনি তাদেরকে নিয়ে অবশিষ্ট রাকআত আদায় করে স্থির হয়ে বসে রইলেন। এবার মুকতাদীগণ তাদের নিজেদের নামায সম্পূর্ণ করলে তিনি তাদেরকে নিয়ে সালাম ফিরালেন।

মুআয র. .... হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমরা নাখল নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ সা-এর সঙ্গে ছিলাম। এরপর জাবির রা. সালাতুল খাওফের কথা উল্লেখ করেন। এ হাদীস সম্পর্কে ইমাম মালিক র. বলেছেন, সালাতুল খাওফ সম্পর্কে আমি যত পদ্ধতি শুনেছি, তন্মধ্যে এ পদ্ধতিটিই সবচেয়ে উত্তম। লাইস র. এই রেওয়ায়াতে মুআযের অনুসরণ করেছেন, عَنْ هِشَامٍ عَنْ زَيدِ بْنِ أَسْلَمَ - কাসিম ইবনে মুহাম্মদ যায়েদ ইবনে

আসলাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাযওয়ায়ে বনু আনমারে সালাতুল খাওফ আদায় করেছেন। এই বর্ণনায় মুআয রা-এর অনুসরণ করেছেন।

নোট ঃ এই হিশাম যার কাছ থেকে লাইস বর্ণনা করেছেন, তিনি হলেন হিশাম ইবনে সা'দ ঊনী। তবে উপরোক্ত হিশাম তিনি নন। যার কাছ থেকে মুআয হাদীস বর্ণনা করেছেন। কারণ, তিনি হলেন হিশাম দাসতাওয়াঈ।

উপকারিতা ঃ ১। এসব মুতাবিআত দ্বারা ইমাম বুখারী র.-এর উদ্দেশ্য কি? প্রবল ধারণা, ইমাম বুখারী র. বলতে চান, হযরত জাবির রা. এর সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত সমস্ত রেওয়ায়াত প্রমাণ করে যে, সালাতুল খাওফ পড়া হয়েছিল যাতুর রিকা' যুদ্ধে। যা كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ بِنَخْلٍ দ্বারা পরিষ্কার স্পষ্ট। কিন্তু হাফিজ আসকালানী র. বলেন, لٰكِنَّ فِيْهِ نَظَرٌ। যার সার নির্যাস হল, আবু যুবাইর সূত্রে বর্ণিত হিশামের রেওয়ায়াতের পূর্বাপর প্রমাণ করছে যে, এটি দ্বিতীয় হাদীস এবং অন্য যুদ্ধ সংক্রান্ত। হযরত জাবির রা. থেকে বণিত, আবু যুবাইর রা. এর রেওয়ায়াত উসফানের ঘটনা সংক্রান্ত। এটি হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, সুনান গ্রন্থকারগণ আবু আইয়াশ যুরাকী থেকে এবং তিরমিযী র. হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, সালাতুল খাওফ প্রথমে উসফান যুদ্ধে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদায় করেন। এ দু'টি রেওয়ায়াতের সারকথা হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবহান ও উসফানের মাঝে অবতরণ করেন। কাফিরদের সেনাপ্রধান ছিলেন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ। মুসলমানরা জোহর নামায পড়ে অবসর হলে কাফিররা আফসোস করল, আমরা একটি সুযোগ নষ্ট করে দিলাম। অতঃপর খালিদ কাফিরদের সাথে পরামর্শ করেন যে, আসরের নামায মুসলমানদের নিকট স্বীয় ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি অপেক্ষাও প্রিয়। যখন তারা আসর নামায আরম্ভ করবে তখন আমরা সম্মিলিতভাবে একজোটে আক্রমণ করব। হযরত জিবরাঈল আ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ পরামর্শ সম্পর্কে সংবাদ দেন এবং সাহাবায়ে কিরামকে দু'ভাগে বিভক্ত করে সালাতুল খাওফ আদায়ের প্রথম নির্দেশ দেন। এবার যদি সালাতুল খাওফের নির্দেশ উসফান যুদ্ধে হয়ে থাকে, যেটি সর্বসম্মতিক্রমে খন্দক যুদ্ধের পরে হয়েছে, আবার যাতুর রিকাকে খন্দক যুদ্ধের পূর্বে মেনে নেয়া হয়, যেমন– সীরাত ও মাগাযী বিশেষজ্ঞগণের রায়– তাহলে বিরাট প্রশ্ন উত্থাপিত হবে। সেটি হল, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাতুর রিকা' যুদ্ধে সালাতুল খাওফ কিভাবে পড়লেন? ফলে ইমাম বুখারী র. এসব প্রমাণের আলোকে নিজের রায়কে মজবুত করতে চান যে, যাতুর রিকা' যুদ্ধ হয়েছে খায়বরের পর। এসব প্রমাণ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম র.ও বলেন যে, যাতুর রিকা' যুদ্ধ উসফান ও খায়বর যুদ্ধের পরে হয়েছে।

বাকি রইল আরেকটি প্রশ্ন। সেটি হল, তাহলে ইমাম বুখারী র. যাতুর রিকা' যুদ্ধের আলোচনা খায়বর যুদ্ধের পূর্বে কেন করলেন? এর জবাব শুধু এটাই হতে পারে যে, বুখারীর বর্ণনাকারীগণ থেকে তরতীব বা ক্রম বিন্যাসে গড়বড় হয়েছে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ -

২। قَالَ مَالِكٌ وَذَالِكَ اَحْسَنُ مَاسَمِعْتُ ঃ উপস্থিত ব্যক্তি থেকে সালিহ ইবনে খাওয়াতের রেওয়ায়াতের সূত্রটি ইমামত্রয়ের নিকট প্রধান। ইমাম মালিক র. বলেছেন যে, এ সূত্রটি সবচেয়ে উত্তম। ইমাম মালিক র. এর এ বক্তব্য দ্বারা পরিষ্কার স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইমাম মালিক র. সালাতুল খাওফের বিভিন্ন পদ্ধতি শুনেছিলেন। বাস্তবতাও এটাই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সালাতুল খাওফের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণিত আছে। কেউ কেউ এটাকে বিভিন্ন অবস্থার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। আর কেউ কেউ উদারতা ও এখতিয়ারের উপর প্রয়োগ করেছেন। অর্থাৎ, বর্ণিত পদ্ধতিগুলোর মধ্য থেকে যে কোন এক পদ্ধতিতে আদায় করলে সেটা জায়েয আছে। আইম্মায়ের মুজতাহিদীনের ফতওয়াও এটাই যে, ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত পদ্ধতিতে আদায় করুক অথবা সাহল ইবনে হাছমা রা. এর বর্ণিত পদ্ধতিতে– সবই জায়িয। মতবিরোধ শুধু উত্তমতার ক্ষেত্রে।

عَمَّنْ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ঃ দ্বারা উদ্দেশ্য কে? এখানে দু'টি মত রয়েছে। হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী র. বলেন, قِيلَ اِنَّ اسْمَ هٰذَا الْمُبْهَمِ سَهْلُ بْنُ حَثْمَةَ । অতঃপর বলেন, هٰذَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ وَلٰكِنَّ الرَّاجِحَ اَنَّهُ اَبُوهُ خَوَّاتُ بْنُ جُبَيْرٍ সারকথা হল, বর্ণনাকারীর পিতা হযরত খাওয়াত ইবনে জুবাইর হন অথবা সাহ্ল হাছমা রা. উভয়ই সাহাবী। সাহাবী যদি অজ্ঞাত বা অস্পষ্ট হন তবে রেওয়ায়াতের ব্যাপারে কোন সমস্যা বা ত্রুটি সৃষ্টি হবে না। কারণ, সমস্ত সাহাবী দীনের অনুসারী- আদিল।

বাকি হানাফী ও শাফিঈদের মাযহাব আমরা বর্ণনা করে এসেছি।

٣٨٢٦. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ يَحْيَى عَنِ الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِى حَثْمَةَ قَالَ يَقُومُ الاِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ وطَائِفَةٌ مِنْ قِبَلِ الْعَدُوِّ وُجُوهُهُم اِلَى الْعَدُوِّ . فَيُصَلِّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ثم يَقُومُونَ فَيَركَعُونَ لاَنفُسِهِمْ رَكْعَةً، وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ فِى مَكَانِهِمْ، ثم يَذْهَبُ هٰؤُلاءِ اِلٰى مَقَامِ اُولٰئِكَ فَيَجِئُ اُولٰئِكَ فَيَركَعُ بِهِمْ رَكْعَةً فَلَهُ ثِنْتَانِ، ثُمَّ يَركَعُونَ ويَسْجُدونَ سَجْدَتَيْنِ .

৩৮২৬/১৬৬. মুসাদ্দাদ র. ..... হযরত সাহ্ল ইবনে আবু হাসমা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন (সালাতুল খাওফে) ইমাম কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবেন। (মুজাহিদ) মুকতাদীদের একদল থাকবেন তাঁর সাথে। এবং অন্যদল শত্রুদের মুখোমুখী হয়ে তাদের মুকাবিলায় দাঁড়িয়ে থাকবেন। তখন ইমাম তাঁর পেছনে ইকতিদাকারী লোকদের নিয়ে এক রাক'আত নামায এক (রাকআতের পর) আদায় করবেন। এরপর ইকতিদাকারীগণ নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে এক রুকু ও দু'সিজদাসহ আরো এক রাক'আত নামায আদায় করে ঐ দলের স্থানে গিয়ে দাঁড়াবেন। এরপর তারা এসে ইকতিদা করার পর ইমাম তাদের নিয়ে আরো এক রাক'আত নামায আদায় করবেন। এভাবে ইমামের দু'রাক'আত নামায পূর্ণ হয়ে যাবে। এরপর মুকতাদীগণ এক রুকু দু' সিজ্দাসহ আরো এক রাক'আত নামায আদায় করবেন (ইমামের অনুসরণ ব্যতীত)।

উপকারিতা ঃ ১। এই রেওয়ায়াতটি ইমামত্রয়ের প্রমাণ। এ রেওয়ায়াতে ইমাম কর্তৃক বসে বসে মুকতাদীদের নামায শেষ হওয়ার অপেক্ষার উল্লেখ নেই।

২। এই মুতাবাআতের উদ্দেশ্য হল, বনু আনমার ও যাতুর রিকা' যুদ্ধ একটিই।

٣٨٢٧. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حدثنا يَحيَى عَنْ شُعبَةَ عَن عَبدِ الرَحمٰنِ بنِ القَاسِمِ عَن اَبِيهِ عَن صَالِحِ بنْ خَوَّاتٍ عَنْ سَهلِ بنِ اَبِى حَثْمَةَ عَنِ النَبِيِّ ﷺ مِثلَهُ .

৩৮২৭/১৬৭. মুসাদ্দাদ র. ..... হযরত সাহ্ল ইবনে আবু হাসমা রা. সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٨٢٨. حَدَّثَنِى مُحمدُ بنُ عُبَيدِ اللهِ قَال حَدَّثَنِى ابنُ اَبِى حَازِمٍ عَنْ يَحْيَى سَمِعَ القَاسِمَ اَخبَرنِى صَالِحُ بنُ خَوَّاتٍ عَنْ سَهلٍ حَدَّثَهُ قَولَهُ .

৩৮২৮/১৬৮. মুহাম্মদ ইবনে উবাইদুল্লাহ র. ..... হযরত সাহ্ল রা. থেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (পূর্ব বর্ণিত) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٨٢٩. حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي سَالِمٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ فَصَافَفْنَا لَهُمْ ـ

৩৮২৯/১৬৯. আবুল ইয়ামান র. .... হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে নজ্‌দ এলাকায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। এ যুদ্ধে আমরা শত্রুর মুখোমুখী হয়েছিলাম এবং তাদের প্রতিরোধ করার জন্য তাদের সামনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

উপকারিতা ঃ যেহেতু ইমাম বুখারী র. ইবনে উমর রা. এর এ হাদীসটি পূর্ণাঙ্গ রূপে বাবুল খাওফের ১২৮ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন, সেহেতু শুধু একটি অংশ বর্ণনা করেই ইঙ্গিতের উপর ক্ষ্যান্ত করেছেন। পূর্ণাঙ্গ হাদীসটির জন্য দ্রষ্টব্য বুখারী ঃ ১২৮। সালাতুল খাওফের ক্ষেত্রে হানাফীদের আমল এরই উপর অব্যাহত। নজদ অভিমুখে জিহাদ দ্বারা উদ্দেশ্য যাতুর রিকা' যুদ্ধ।

٣٨٣٠. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيهِ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى بِاِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ وَالطَّائِفَةُ الْاُخْرٰى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَقَامُوا فِي مَقَامِ اَصْحَابِهِمْ فَجَاءَ اُولٰئِكَ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَةً ثم سَلَّمَ عَلَيْهِم ثم قَامَ هٰؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ وَقَامَ هٰؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ وَقَامَ هٰؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ ـ

৩৮৩০/১৭০. মুসাদ্দাদ র. .... হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সৈন্যদেরকে দু'দলে বিভক্ত করে) একদল সাথে নিয়ে নামায (সালাতুল খাওক) আদায় করেছেন। অন্যদলকে এ সময় নিয়োজিত রেখেছেন শত্রুর মুকাবিলায়। তারপর (যে দল তাঁর সঙ্গে এক রাক'আত নামায আদায় করেছেন) তাঁরা শত্রুর মুকাবিলায় নিজ সাথীদের স্থানে চলে গেলেন। অন্যদল (যারা শত্রুর মুকাবিলায় দাঁড়িয়েছিলেন) চলে আসলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নিয়ে এক রাক'আত নামায আদায় করে সালাম ফিরালেন। এরপর তাঁরা তাদের বাকী আরেক রাক'আত আদায় করলেন (এবং শত্রুর মুকাবিলায় গিয়ে দাঁড়ালেন)। এবার পূর্বের দলটি এসে নিজেদের অবশিষ্ট রাক'আতটি পূর্ণ করল।

٣٨٣١. حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حدثنا سِنَانٌ وَاَبُو سَلَمَةَ اَنَّ جَابِرًا اَخْبَرَهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ وَحَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ قَالَ حدثنِى اَخِى عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ محمدِ بْنِ اَبِى عَتِيقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ اَبِى سِنَانٍ الدُّؤَلِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رضى الله عنهما اَخْبَرَهُ اَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قَفَلَ مَعَهُ ـ فَاَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ فِى وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ ـ فَنَزَلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِى الْعِضَاهِ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ ـ وَنَزَلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ تَحْتَ سَمُرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ ـ

قَالَ جَابِرٌ فَنِمْنَا نَوْمَةً ثم إِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُوْنَ فَجِئْنَاهُ فَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ جَالِسٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ هٰذَا إِخْتَرَطَ سَيْفِي وَأَنَا نَائِمٌ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِي يَدِهِ صَلْتًا، فَقَالَ لِي مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قُلْتُ اَللّٰهُ . فَهَاهُوَ ذَا جَالِسٌ . ثم لَمْ يُعَاقِبْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

وَقَالَ أَبَانٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذَاتِ الرِّقَاعِ فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَسَيْفُ النَّبِيِّ ﷺ مُعَلَّقٌ بِالشَّجَرَةِ فَاخْتَرَطَهُ . فَقَالَ أَتَخَافُنِي؟ قَالَ لَا قَالَ فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي ؟ قَالَ اللّٰهُ فَتَهَدَّدَهُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ، ثم تَأَخَّرُوا وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعٌ وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ .

وَقَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ اِسْمُ الرَّجُلِ غَوْرَثُ بْنُ الْحَارِثِ وَقَاتَلَ فِيهَا مُحَارِبُ خَصَفَةَ . وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِنَخْلٍ فَصَلَّى الْخَوْفَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَزْوَةَ نَجْدٍ صَلَاةَ الْخَوْفِ وَإِنَّمَا جَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَيَّامَ خَيْبَرَ .

৩৮৩১/১৭১. আবুল ইয়ামান র. ...... হযরত জাবির থেকে বর্ণিত, তিনি নাজ্‌দ এলাকায় রাসূলুল্লাহ্ সা-এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

১৭২. (অন্য এক সনদে) ইসমাঈল র. .... হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি নজ্‌দ এলাকায় (যাতুর রিকায়) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধ শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সেখান থেকে) প্রত্যাবর্তন করলে তিনিও তাঁর সাথে প্রত্যাবর্তন করলেন। পথিমধ্যে কাঁটা বিশিষ্ট (বাবলা) গাছে ভর্তি এক উপত্যকায় মধ্যাহ্নের সময় তাঁরা আসলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানেই অবতরণ করলেন। সাহাবীগণ সবাই ছায়াদার গাছের খোঁজে উপত্যকার মাঝে ছড়িয়ে পড়লেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বাবলা গাছের নিচে অবস্থান করে তরবারিখানা গাছে লটকিয়ে রাখলেন।

জাবির রা. বলেন, সবেমাত্র আমরা ঘুমিয়েছি। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ডাকতে আরম্ভ করলেন। আমরা সকলেই তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম। তখন তাঁর কাছে এক বেদুঈন বসা ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি নিদ্রিত ছিলাম, এমতাবস্থায় সে আমার তরবারিটি হস্তগত করে কোষমুক্ত অবস্থায় তা আমার উপর উঁচিয়ে ধরলে আমি জাগ্রত হই অথচ তা তার হাতে কোষমুক্ত ছিল। তখন সে আমাকে বলল, এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? আমি বললাম, আল্লাহ! দেখ না, এ-ই তো সে বসা আছে। (এ জঘন্যতম অপরাধের পরও) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করেননি।

وَقَالَ أَبَانُ حَدَّثَنَا ‌: এখান থেকে তা'লীক রূপে হযরত জাবির রা. এর উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করছেন।

আবান র. ..... হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যাতুর রিকার যুদ্ধে আমরা নবী আকরাম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা একটি ছায়াদার বৃক্ষের কাছে গিয়ে পৌঁছলে প্রিয় নবী সা-এর আরামের জন্য আমরা তা ছেড়ে দিলাম। এমন সময় এক মুশরিক ব্যক্তি এসে গাছের সাথে লটকানো নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর তরবারিখানা হাতে নিয়ে তা তাঁর উপর উঁচিয়ে ধরে বলল, তুমি আমাকে ভয় পাও? তিনি বললেন, না। এরপর সে বলল, এখন তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে কে? তিনি বললেন, আল্লাহ! এরপর প্রিয় নবী সা-এর সাহাবীগণ তাকে ধমক দিলেন। এরপর নামাযের ইকামত দেয়া হল। তিনি মুসলমানদের একটি দলকে নিয়ে দু'রাকআত নামায আদায় করলেন। তারা পিছন থেকে হটে গেলে অপর দলটি নিয়ে তিনি আরো দু'রাকআত নামায় আদায় করলেন। এভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর হল চার রাকআত এবং সাহাবীদের হল দু'রাকআত নামায।

(অন্য এক সূত্রে) মুসাদ্দাদ র. ..... আবু বিশ্‌র রা. থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি যে লোকটি তলোয়ার উঁচু করেছিল তার নাম হল গোরাস ইবনে হারিস। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অভিযানে খাসফার বংশধর মুহারিব গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।

আবু যুবাইর র. ..... জাবির রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, নাখ্‌ল নামক স্থানে আমরা প্রিয় নবী সা-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি এ সময় সালাতুল খাওফ আদায় করেছেন। আবু হুরায়রা রা. বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে নজদের যুদ্ধে সালাতুল খাওফ পরেছি। আবু হুরায়রা রা. খায়বার যুদ্ধের সময় নবী করীম সা-এর কাছে এসেছিলেন। হাদীসটি জিহাদে এসেছে।

উপকারিতা ঃ শিরোনামের সাথে মিল হল, নজদ অভিমুখে যুদ্ধ করা দ্বারা উদ্দেশ্য যাতুর রিকা' যুদ্ধই। আরবের দু'টি অংশ রয়েছে, একটি নিচু সমতল। এটিকে বলে তিহামা। আর উঁচু অংশকে বলে নজদ। এটি ইরাক দিককার এলাকা।

ওয়াকিদী র. বর্ণনা করেন, গোরাস ইবনে হারিস পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আল্লামা খাত্তাবী র. বর্ণনা করেন, গোরাস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বীরত্ব ও অটলতা দেখে প্রত্যক্ষ করতে পারল যে, এরূপ কোন শক্তি রয়েছে যেটি আক্রমণ থেকে প্রতিবন্ধক। অতঃপর সে অস্ত্র ফেলে দেয়। আর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত জিবরাঈল আ. তার বুকে আঘাত করলে ভয়ে তাঁর হাত থেকে তলোয়ার পড়ে যায়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তলোয়ার হাতে নিয়ে বললেন, এবার বল, আমার হাত থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে? সে উত্তর দিল, কেউ নেই। অতঃপর তিনি তাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, যাও। তারপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীগণ একত্রিত হয়ে গেলেন। গোরাস ইসলাম গ্রহণ করে স্বীয় সম্প্রদায়ে ফিরে যায় এবং অনেক লোককে ইসলামে প্রবেশ করায়।

প্রশ্ন হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসাফির ছিলেন। তাসত্ত্বেও চার রাক'আত কিভাবে পড়লেন?

উত্তর হল, কাওম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে দু'রাকআত আদায় করেছিল। অর্থাৎ এক জামাআত এক রাকআত, অপর জামাআত দু'রাকআত আদায় করেছেন। কিন্তু গণনাকারী দু'রাকআতকে দু' দু' রাকআত মনে করে একত্রিত করে দিয়েছেন।

٢١٩٦. بَابُ غَزْوَةِ بَنِى الْمُصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةَ وَهِىَ غَزْوَةُ الْمُرَيْسِيْعِ

২১৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ খুযা'আর শাখা বণু মুসতালিকের যুদ্ধ। এটাই মুরাইসী'-এর যুদ্ধ

اى هٰذَا بَابٌ فِى بَيَانِ غَزْوَةِ بَنِى الْمُصْطَلِقِ ঃ মুসতালিক শব্দটির মীমের উপর পেশ, সোয়াদ এর উপর জযম, তোয়ার উপর যবর, লামের নিচে যের। অর্থাৎ, এটি বনু মুসতালিক যুদ্ধের বিবরণ। مِنْ خُزَاعَةَ ঃ খায়ের উপর পেশ, যা তাশদীদ বিহীন। অর্থাৎ, বনু মুসতালিক খুযা'আর একটি শাখা।

এ যুদ্ধের অপর নাম হল, গাযওয়ায়ে মুরাইসী'। মুরাইসী' শব্দটির মীমের উপর পেশ, রায়ের উপর যবর, সীনের উপর জযম, শেষে আইন। মুরাইসী' একটি ঝর্না বা পুকুরের নাম। এখানে বনু মুসতালিকের সাথে যুদ্ধ হয়েছে।

وَقَالَ ابْنُ إِسْحٰقَ وَذٰلِكَ سَنَةَ سِتٍّ ۔ ঃ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক র. বলেছেন, এ যুদ্ধ হয়েছে ষষ্ঠ হিজরীতে।

উপকারিতা ঃ বায়হাকী র. প্রমুখ বর্ণনা করেছেন যে, এ যুদ্ধ হয়েছে শা'বান পঞ্চম হিজরীতে। وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ سَنَةَ أَرْبَعٍ ۔ মূসা ইবনে উকবা র. বর্ণনা করেছেন, এ যুদ্ধ হয়েছে চতুর্থ হিজরীতে।

উপকারিতা ঃ আল্লামা আইনী র. বলেছেন, এটা লিপিকারের ভুল। سَنَةَ خَمْسٍ ۔ শব্দের পরিবর্তে سَنَةَ أَرْبَعٍ ۔ লেখা হয়েছে। কারণ, মূসা ইবনে উকবার মাগাযীতে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত আছে যে, এ যুদ্ধ হয়েছে পঞ্চম হিজরীতে। হাফিজ আসকালানী র. বলেন, এটাই বিশুদ্ধতম। কারণ, এ যুদ্ধে সা'দ ইবনে মুআযের অংশগ্রহণের কথা বুখারী শরীফে আছে। বহু সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, হযরত সা'দ ইবনে মু'আয রা. খন্দক যুদ্ধ থেকে অবসর হয়ে বনু কুরাইজা যুদ্ধ কালে ওফাত লাভ করেছেন। যেটি পঞ্চম হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। অতএব, যদি মুরাইসী' যুদ্ধ ছয় হিজরীতে বনু কুরাইজা যুদ্ধের এক বছর পর মেনে নেয়া হয়, তবে মুরাইসী'তে হযরত সা'দ ইবনে মুআয রা. এর অংশগ্রহণ কিভাবে সহীহ হতে পারে? অতএব বিশুদ্ধ হল, মুরাইসী' যুদ্ধ পঞ্চম হিজরীতে সংঘটিত হয়েছে। ইবনে সা'দ র. এর মতও এটাই।

وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ خَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى الْمُرَيْسِيعِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ لِلَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ سَنَةَ خَمْسٍ ۔ (উমদাতুল কারী ঃ ৪/৪)

وَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَانَ حَدِيثُ الْإِفْكِ فِي غَزْوَةِ الْمُرَيْسِيعِ ۔

নোমান ইবনে রাশিদ যুহরী সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, (হযরত আয়েশা রা. এর বিরুদ্ধে) অপবাদের ঘটনা ঘটেছিল মুরাইসী' যুদ্ধে।

উপকারিতা ঃ ইফকের ঘটনা অর্থাৎ, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. এর বিরুদ্ধে অপবাদের ঘটনা ঘটেছিল মুরাইসী' যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে।

বনু মুসতালিক যুদ্ধ ঃ এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল শাবান পঞ্চম হিজরীতে।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট সংবাদ পৌঁছল বনু মুসতালিক নেতা হারিস ইবনে আবু যিরার অনেক সৈন্য সমবেত করেছে এবং মুসলমানদের উপর আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুরাইদা ইবনে হুসাইব আসলামী রা. কে এ বিষয়টি যাঁচাই করার জন্য পাঠিয়ে দেন। বুরাইদা রা. এসে বর্ণনা করলেন, সংবাদ সঠিক। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে অভিযানে বের হওয়ার নির্দেশ দিলেন। এবার মুনাফিকরাও গনিমতের সম্পদের লোভে (যুদ্ধে) অংশগ্রহণ করে। অথচ ইতিপূর্বে তারা কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা রা. কে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করে পবিত্র স্ত্রীগণের মধ্য থেকে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা ও উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা রা. কে সাথে নিয়ে ২রা শাবান সোমবার দিন মদীনা থেকে বেরিয়ে পড়েন। পথিমধ্যে এক গোয়েন্দার সাথে সাক্ষাত ঘটে। তাকে কাফিররা গোয়েন্দাগিরীর জন্য নিযুক্ত করেছিল। হযরত উমর রা. তাকে গ্রেফতার করে রাসূলুল্লাহ্ সা. এর অনুমতিতে হত্যা করেন। কাফিররা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রওয়ানা ও গোয়েন্দা হত্যার সংবাদ পায় তখন তাদের মনে ভীতি ছেয়ে যায়, বিভিন্ন গোত্রের লোক বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। হারিসের সাথে শুধু তার গোত্রের লোকজন থেকে যায়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুসলিম সৈন্যবাহিনী নিয়ে পৌঁছলেন তখন কাফিররা তাদের চতুষ্পদ

জন্তুগুলোকে পানি পান করাচ্ছিল। মুসলিম সৈন্যরা হঠাৎ আক্রমণ চালায়। যেমন– বুখারীতে (১/৩৪৫) আছে إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ اغَارَ عَلىٰ بَنِى الْمُصْطَلِقِ وَهُم غَارُوْنَ وانْعَامُهُم تَسْقِى عَلَى الْمَاءِ . - নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু মুসতালিকের উপর হঠাৎ আক্রমণ চালায় তখন লোকজন ছিল বেখবর। তারা তাদের জন্তুগুলোকে পানি পান করাচ্ছিল। তারা আক্রমণ বরদাশত করতে পারেনি। তাদের দশ জন নিহত হয়, অবশিষ্ট নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ সবাইকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের মাল-আসবাব নিয়ে নেয়া হয়। ২ হাজার উট এবং ৫ হাজার বকরী গনিমতরূপে লাভ হয়। এ যুদ্ধে কোন মুসলমান শহীদ হননি। শুধু কালব ইবনে আউফের এক ব্যক্তি হিশাম ইবনে সাবাবা স্বয়ং হযরত উবাদা ইবনে সামিত রা. এর হাতে শহীদ হন। হযরত উবাদা রা. তাঁকে শত্রুর লোক মনে করে ভুলবশত হত্যা করে দেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুয়াইরিয়া রা.

বনু মুসতালিকের ২০০ পরিবার গ্রেফতার হয়েছে। এ সব কয়েদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বনু মুসতালিক নেতা হারিস ইবনে আবু যিরারের কন্যা হযরত জুয়াইরিয়া রা.ও। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন গনিমত বণ্টন থেকে অবসর হন তখন হযরত জুয়াইরিয়া রা. তাঁর দরবারে এসে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি বনু মুসতালিক নেতার (হারিসের) কন্যা। বণ্টনে আমি সাবিত ইবনে কায়েস রা. এর ভাগে পড়েছি। সাবিত আমাকে মুকাতাব বানিয়েছেন। (অর্থাৎ, আমি যদি এত টাকা পরিশোধ করতে পারি, তবে আমি মুক্ত হয়ে যাব)। কিন্তু আমি এ অর্থ আদায় করতে পারছি না। কিতাবতের বিনিময়ে আপনার কাছ থেকে সাহায্যের আশা নিয়ে এসেছি। আপনি আমাকে সাহায্য করুন। যাতে আমি সে অর্থ পরিশোধ করতে পারি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এরচেয়েও সদাচরণ আমি তোমার সাথে করব। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর চেয়ে সদাচরণ কি? তিনি বললেন, কিতাবতের বিনিময় পরিশোধ করে আমি তোমার সাথে আক্‌দ করব। তিনি ভীষণ খুশি হলেন। বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি সাবিত ইবনে কায়েস রা.কে ডাকিয়ে অর্থ পরিশোধ করে দিলেন এবং হযরত জুয়াইরিয়া রা.কে আজাদ করে তার সাথে আক্‌দ করলেন।

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে সবাই বনু মুসতালিকের সমস্ত কয়েদিকে মুক্ত করে দেন। কারণ, তারা এখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আত্মীয় হয়ে গেছেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেন, আমি জুয়াইরিয়া রা. অপেক্ষা কোন রমণীকে স্বীয় সম্প্রদায়ের জন্য অধিক বরকতময় দেখিনি। কারণ, তাঁর কারণে এক দিনে শত পরিবার আজাদ হয়ে গেছে। (আবু দাউদ– আবওয়াবুল ইতাক ঃ ২/২০০)

মুনাফিকদের দুষ্টামি-ষড়যন্ত্র

এ সফরে মুনাফিকদের একটি দল শরীক ছিল। প্রতিটি স্থানে তারা নিজস্ব দুষ্টামি ও ষড়যন্ত্র আর ফিতনাবাজির বহিঃপ্রকাশ ঘটাত। এ কারণে এখনও মুসলিম সেনাবাহিনী সে মুরাইসীর পানির নিকট সমবেত ছিল, তখনই একটি অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে। এক মুহাজির ও আনসারীর মাঝে পারস্পরিক ঝগড়া হয়। মুহাজিরগণের মধ্য থেকে বনু গিফারের এক ব্যক্তি ছিল হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রা. এর শ্রমিক। নাম তার জাহজাহ ইবনে মাসউদ। সিনান ইবনে ওয়াবার আলজুহানী ইবনে খাজরাজের মিত্র ছিলেন। তাদের দু'জনের মধ্যে পানির বালতি পূর্ণ করার ব্যাপারে বাদানুবাদ হয়ে যায়। জাহজাহ সিনানকে একটি লাথি মারে। সিনান আনসারীগণকে হে আনসার! বলে মদদের জন্য আহ্বান করে। আর জাহজাহ মুহাজিরগণকে সাহায্যের জন্য ডাক দেয়। উভয় দল সমবেত হয়। কথা বেড়ে যায়। এমনকি মুসলমানদের উভয় দলে হত্যা ও লড়াইয়ের উপক্রম হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ পেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ অকুস্থলে পৌঁছে মারাত্মক অসন্তোষের সাথে বললেন, مَابَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ অর্থাৎ, বর্বরতার এ ধ্বনি কিসের? স্থানীয় এবং বংশীয় সম্প্রদায়িকতাকে

বুনিয়াদ বানিয়ে সাহায্য ও প্রতিরোধ হতে আরম্ভ করছে! তিনি বললেন, دعوها فَاِنَّهَا مُنْتِنَةٌ -তোমরা এ শ্লোগান বর্জন কর। কারণ, এ শ্লোগান দুর্গন্ধময়, কদর্য। বংশীয় সাম্প্রদায়িতকার ভিত্তিতে পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা কুফর ও জাহিলিয়াতের ধ্বনি। তিনি আরও বললেন, মুসলমানদের প্রতিটি বিষয়ে দেখা উচিত, মজলুম কে? আর জালিম কে? মুসলমান চাই মুহাজির হোক বা আনসার এবং যে কোন গোত্র আর খান্দানেরই হোক না কেন তাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব হল মজলুমকে জুলুম থেকে রক্ষা করা এবং জালিমকে বাধা দেয়া। চাই সে আপন পিতা অথবা আপন ভাইই হোক না কেন। এই বংশীয় ও দেশীয় সাম্প্রদায়িকতা- জাতীয়তা, বর্বরতামূলক ও দুর্গন্ধময় শ্লোগান। যার ফলে দুর্গন্ধ ছাড়া আর কিছুই লাভ হয় না।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ ইরশাদ শুনা মাত্রই ঝগড়া খতম হয়ে যায়। এ ব্যাপারে জাহজাহ্ নামক মুহাজিরের বাড়াবাড়ি প্রমাণিত হয়। হযরত উবাদা ইবনে সামিত রা. এর বুঝানোর ফলে সিনান ইবনে ওয়াবরা রা. মাফ করে দেন। ঝগড়া ঝাটিতে লিপ্ত জালিম ও মজলুম পুনরায় ভাই ভাই হয়ে যান। বিষয়টি এখানেই শেষ হয়ে যায়।

কিন্তু এ সফরে মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইও ছিল। তার হাতে সুযোগ এসে যায়। সে বলল, বিষয়টির উদাহরণ তো তেমনই হল سَمِّنْ كَلْبَكَ يَاكُلُكَ - اَنَا وَاللّٰهِ لَئِنْ رَجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ - অর্থাৎ, কুকুরকে (খাইয়ে) মোটা কর যাতে তোমাকে খেতে (আঘাত করতে) পারে। আল্লাহর শপথ! আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করতে পারলে সম্মানিত ব্যক্তি অপদস্থকে অবশ্যই বহিষ্কার করবে।

যেন এই অভিশপ্ত নিজেকে সবচেয়ে সম্মানিত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সবচেয়ে লাঞ্ছিত, অপদস্থ বলল। (নাউযুবিল্লাহ) সে এই ঘটনা দ্বারা লোকজনকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিরুদ্ধে উসকে দিতে চাইল। যখন সে এরূপ বাজে বকছিল তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম রা.। তিনি এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আলোচনা করলেন। তখন সেখানে হযরত উমর ফারুক রা.ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি ক্ষুব্ধ হলেন। জালাল এসে গেল। তিনি দাঁড়িয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অনুমতি দিন, এখনই এ মুনাফিককে হত্যা করে দিই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, থাম। লোকজন বাস্তব অবস্থা বুঝবে না। তারা মনে করবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সাথী-সঙ্গীদেরকে হত্যা করছেন। প্রচণ্ড রৌদ্রের সময় ছিল। এমন সময় সাধারণত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর করতেন না। কিন্তু সেদিন তখনই রওয়ানা করার নির্দেশ দেন। হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর রা. শিষ্টাচারের সাথে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো এমন সময় সফর করতেন না। আজকে সফর করেছেন! উত্তরে তিনি বললেন, তুমি জান না, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই কি বলেছে? হযরত উসাইদ রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাকে বকতে দিন। সে মনে করছে, আপনি তার নেতৃত্ব ছিনিয়ে নিয়েছেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারাদিন চলতে থাকলেন। রাত হল। সারারাত সফর অব্যাহত রাখলেন। সকাল হয়ে গেল। দ্বিতীয় দিন সাহাবায়ে কিরাম মঞ্জিলে নেমেই নিদ্রামগ্ন হলেন। রাতদিন লাগাতার সফর করে সবাই ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উদ্দেশ্য ছিল, এ মুনাফিকের আলোচনার চর্চা যেন বেশি হতে না পারে। অন্যথায় আবার মুহাজির ও আনসারীদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয় কি না। আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে আনসারীগণ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এরূপ করলে কেন? সে অস্বীকার করল, আমি এরূপ বলিনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে এসে শপথ করে বলল, আমি এরূপ কথা বলিনি।

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম রা. ছিলেন কমবয়স্ক। লোকজন মনে করল, তিনি ভুল করেছেন। আনসারীগণ তাকে বলতে লাগলেন, তুমি একজন সম্মানিত নেতার উপর অপবাদ দিয়ে এ কি হাঙ্গামা সৃষ্টি করেছ! হযরত

যায়েদ রা. এ অভিযোগের ফলে খুব পেরেশান হলেন। তার মন ছোট হয়ে গেল। কিন্তু এরপর সূরা মুনাফিকূনের কতগুলো আয়াত নাযিল হল। এগুলোতে হযরত যায়েদ রা. এর উক্তির সত্যায়ন হল, সত্য-মিথ্যা স্পষ্ট হয়ে গেল।

এ মুনাফিককে যখন কুরআনে কারীম মিথ্যা প্রতিপন্ন করল এবং সাহাবায়ে কিরাম যথার্থ অবস্থা জানতে পারলেন, তখন সে মদীনার সর্বত্র লাঞ্ছিত-অপমানিত হল। লোকজন মনে করলেন, এবার তাকে হত্যা করা হবে। তার ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এসে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি শুনেছি, আপনি আমার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে হত্যা করতে চান? আপনি যদি এরূপ মনস্থ করে থাকেন তবে আমাকে নির্দেশ দিন, আমি তার মস্তক আপনার খেদমতে উপস্থিত করি। খাযরাজে আমি পিতার সবচেয়ে অনুগত ছেলে হিসেবে প্রসিদ্ধ। কিন্তু আমি মুসলমান, আপনার হুকুম অগ্রগণ্য। আপনি যদি অন্য কাউকে নির্দেশ দেন তাহলে হতে পারে পিতার ঘাতককে দেখে আমার অন্তরে সহযোগিতার মানসিকতা সৃষ্টি হবে। আল্লাহ্ না করুন একজন কাফিরের পরিবর্তে একজন মুসলমানকে হত্যা করে জাহান্নামী যেন না হয়ে যাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তুমি প্রশান্ত থাক, আমি আবদুল্লাহ্‌র সাথে কঠোর আচরণ করতে চাই না।

অপবাদের ঘটনা

এই মুরাইসী' যুদ্ধে ইফকের ঘটনা ঘটে। ইফক মানে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রা. এর বিরুদ্ধে অপবাদ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নীতি ছিল যখন যুদ্ধে যেতেন তখন উম্মাহাতুল মু'মিনীনের নামে লটারী দিতেন। লটারীতে যার নাম আসত তাকে সাথে নিয়ে যেতেন। এ যুদ্ধে সাথে ছিলেন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.। বিজয়ের পর প্রত্যাবর্তন কালে মদীনার নিকটবর্তী এক স্থানে অবস্থান করলেন। হযরত আয়েশা রা. নিজের হাজত সারার জন্য সৈন্যবাহিনী থেকে দূরে ময়দানে চলে যান। ফিরে আসার সময় দেখলেন, গলার হার নেই। বস্তুত এ হারটি তিনি স্বীয় বোন আসমা রা. থেকে ধার করে এনেছিলেন। এটি তালাশ করতে গেলেন, অতঃপর সে স্থানে ফিরে এলেন, তখন সেখান থেকে কাফেলা রওয়ানা দেয়ার নির্দেশ হয়ে গিয়েছিল।

যেহেতু পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছিল সেহেতু হাওদায় তাদেরকে আরোহণ করানো হত। নামানোর সময় হাওদাসহ নামানো হত। আর হাওদার উপর থাকত পর্দা ঝুলান।

হযরত আয়েশা রা. এর হাওদা তোলার জন্য যেসব লোক নিযুক্ত ছিলেন, তারা এসে মনে করলেন, হযরত আয়েশা রা. হাওদাতে আছেন। ফলে এই মনে করে তারা উটের উপর হাওদা রেখে রওয়ানা করলেন। কারও সন্দেহও জাগেনি যে, এ হাওদা শূন্য। কারণ, হযরত আয়েশা রা. ছিলেন কমবয়স্কা, হালকা পাতলা। তাছাড়া, কয়েকজন মিলে হাওদা উত্তোলন করতেন। ওজন দ্বারা কিছুই আন্দাজ করতে পারেননি। হযরত আয়েশা রা. ফিরে এসে দেখলেন ময়দান পরিষ্কার। এবার তিনি কি করবেন? তিনি মনে করলেন, মনযিলে গিয়ে পৌঁছে যখন তাঁকে পাবেন না, তখন কেউ তাকে তালাশ করতে আসবেন। আল্লাহর মরজির উপর ভরসা করে চাদর মুড়ি দিয়ে তিনি শুয়ে পড়লেন। রাত্র বাকি ছিল। ঘুম এসে গেল।

তিনি নিজে বলেন, আমার ঘুম ভাঙ্গল সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল রা.-এর إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ দ্বারা। হযরত সাফওয়ান রা. পিছনে থাকতেন কাফেলার পতিত জিনিস তুলের নেয়ার জন্য। তিনি এসে দেখে চিনে ফেললেন। কারণ, পর্দার হুকুম অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। তিনি দেখা মাত্রই ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়লেন। এতো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র সহধর্মিণী! অতঃপর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে? আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহম করুন। আমি কোন উত্তর দিলাম না। হযরত আয়েশা রা. বলেন–

وَاللّٰهِ مَا كَلَّمَنِى كَلِمَةً وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اِسْتِرْجَاعِهِ ـ

“আল্লাহ্‌র শপথ! সাফওয়ান কোন কথা আমার সাথে বলেন নি। তাঁর জবান থেকে আমি ইন্নালিল্লাহ ছাড়া আর কোন কথা শুনিনি।”

তিনি আমার নিকট উট নিয়ে এসে বললেন, আপনি আরোহণ করুন। এই বলে তিনি পিছনে সরে গেলেন। আমি উটের উপর আরোহণ করলাম। তিনি উটের রশি ধরে রওয়ানা হলেন। দ্রুত চলতে লাগলেন যাতে তাড়াতাড়ি সৈন্যদের সাথে মিলিত হতে পারেন। দিনের বেলা অনেকটুকু হয়েছে। লোকজন একটি মনযিলে গিয়ে পৌঁছেছেন। এমতাবস্থায় পৌঁছল আমার উট।

লোকজনের মধ্যে কানাঘুষা শুরু হল, বিশেষত খবিস মুনাফিক আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই মনগড়া কথা বানিয়ে লোকজনের মধ্যে খুব ছড়াল। সবার সাথে এ নিয়ে আলোচনা-চর্চা করত। কিছু লাগাত, কিছু বাড়াত। তার সাথীরা সর্বত্র এর চর্চা করত। অথচ আমি এসব কিছুই জানতাম না।

হযরত আয়েশা রা. বলেন, মদীনায় পৌঁছে আমি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লাম। সেখানে সর্বদিকে এর চর্চা হতে লাগল। এমনকি কিছু সত্যিকার মুসলমানও মুনাফিকদের ধোকায় পড়ে যায় এবং এই বালায় লিপ্ত হয়। যাদের নাম নিম্নরূপঃ

১। হযরত হাসসান ইবনে সাবিত রা.– প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রসিদ্ধ কবি।

২। মিসতাহ ইবনে উসাসা রা. – হযরত সিদ্দীকে আকবর রা.-এর খালাত বোনের সন্তান অর্থাৎ, খালার নাতি।

৩। উম্মুল মু'মিনীন হযরত যায়নব বিনতে জাহাশ রা.-এর বোন হামনা বিনতে জাহাশ রা.।

হযরত আয়েশা রা. বলেন, আমি এসব আলোচনার কিছুই জানতাম না। না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আলোচনা করেছেন, না আমার মাতা-পিতা আমাকে কিছু বলেছেন, না অন্য কেউ। কিন্তু আমি লক্ষ্য করছিলাম, অন্য সময় আমার রোগ-ব্যাধি হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যে অনুগ্রহ ও মেহেরবানী ছিল এবার তেমনটি ছিল না। আসতেন, কুশলাদি জিজ্ঞেস করতেন, আবার চলে যেতেন। এ পরিবর্তনের কারণ আমি বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু এর কষ্ট আমার হচ্ছিল।

এক রাতে মিসতাহ ইবনে উছাছার আম্মার সাথে জরুরি হাজত সারার জন্য আমি মদীনার বাইরে জঙ্গলের দিকে গেলাম। কারণ, তখনকার দিনে দুর্গন্ধের কারণে ঘর-বাড়িতে বাথরুম তৈরি করা হত না। মহিলারা শুধু রাতের বেলায় হাজত (প্রস্রাব-পায়খানা) পূরণ করার জন্য বাইরে যেতেন। পক্ষান্তরে, মিসতাহের মা ছিলেন আবু রিহ্ম ইবনে মুত্তালিব ইবনে আবদে মানাফের কন্যা। তাঁর মা ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এর খালা। পথিমধ্যে চাদরে তাঁর পা ফেঁসে যায়। তখন তাঁর মুখ থেকে বের হয়, মিসতাহ ধ্বংস হোক, আমি বললাম, আপনি বদরী একজন মনীষীকে কেন ভাল-মন্দ বলছেন? মিসতাহের মা বললেন, হে সাদাসিধে রমণী! মিসতাহ কি বাজে বকছে, তুমি তো ঘটনার কিছুই জান না দেখছি! আমি বললাম, কি? তখন তিনি সব হাল-অবস্থা খুলে বললেন। আমার তো হুঁশ হারাবার উপক্রম। বললাম, আপনি কি সত্য বলছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, বিলকুল সত্য!

আমি ফিরে ঘরে এলাম। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলে আমি তাঁর নিকট, স্বীয় মাতা-পিতার নিকট যাবার অনুমতি প্রার্থনা করলাম। যাতে তাদের মাধ্যমে বিষয়টির তত্ত্বানুসন্ধান করতে পারি। তিনি আমাকে অনুমতি দিয়ে দিলেন। আমি মা-বাবার নিকট চলে এলাম। আম্মাকে জিজ্ঞেস করলাম, এ কি ঘটনা? এত কথা আমার সম্পর্কে হচ্ছে, আর আপনারা আমার নিকট কিছুই উল্লেখ করলেন না? তিনি বললেন, বেটি! ধৈর্য্য ধারণ কর। সতীনওয়ালী মহিলাদের সাথে এমন আচরণই হয়। আমি বললাম, লোকজন কি বাস্তবেই এরূপ বলেছে? লোকজনের মুখ থেকে একথা বের হয়েছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত কি এরূপ কথাবার্তা পৌঁছেছে? আমার আব্বা কি এসব শুনেছেন? এসব বলেই অনিচ্ছাকৃতভাবে আমি কাঁদতে

লাগলাম। সারারাত কাঁদতে থাকলাম। সকাল হয়ে গেল, কিন্তু চোখের অশ্রু বন্ধ হল না, হল না নিদ্রা। রোগ আরও বৃদ্ধি পেল। আরেক ঘরে আব্বাজান কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করছিলেন। আমার কান্নার ফলে তিনিও কাঁদতে আরম্ভ করলেন, আর বললেন, আয়েশা! সবর কর। দেখ, আল্লাহ্ কি নির্দেশ দেন।

হযরত আয়েশা রা. এর রোগের সংবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেতেন, কিন্তু অন্তরে পেরেশানী ছিল, অধিকাংশ সময় ঘরে একাকী এবং চিন্তামগ্ন থাকতেন। এ সময়ের মধ্যে এ সম্পর্কে কোন ওহীও নাযিল হয়নি। ফলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরামর্শের জন্য লোকজনকে ডাকলেন। হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার পরিবার সম্পর্কে ভাল ছাড়া আর কিছুই জানি না। এসব মিথ্যা অপবাদ।

হযরত আলী রা. হযরত উসামা রা. এর ন্যায় পরিষ্কার ভাষায় পবিত্রতা বর্ণনা করেননি। বরং রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট পেরিশানী ও চিন্তার কথা লক্ষ্য করে আরজ করলেন–

يَارَسُولَ اللهِ! لَمْ يُضَيِّقِ اللهُ عَلَيكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ؛ وَاِنْ تَسْأَلِ الْجَارِيَةَ تُصْدُقْكَ ـ

“ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা আপনার ব্যাপারে সংকীর্ণতা সৃষ্টি করেননি। তিনি ছাড়া আরও অনেক রমণী আছেন। আপনি যদি ঘরের বাঁদীর নিকট জিজ্ঞেস করেন, তবে সে সত্য সত্য বলবে।”

অর্থাৎ আপনি বাধ্য নন। বিচ্ছেদ আপনার এখতিয়ারাধীন। কিন্তু প্রথমে ঘরের বাঁদী দ্বারা বিষয়টি সম্পর্কে যাচাই করুন। সে আপনাকে সত্য কথা বলে দিবে। কারণ, বাঁদী ও সেবিকা পুরুষদের তুলনায় ঘরোয়া অবস্থা সম্পর্কে বেশি ওয়াকিফহাল হয়ে থাকে।

এতদশ্রবণে, হযরত বুরাইদা রা. কে ডাকা হল, তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি হযরত আয়েশা রা. এর কোন অপছন্দনীয় আচরণ দেখিনি। অবশ্য বাতিল ও কমবয়স্কা রমণী ঘুমিয়ে পড়েন। বকরী এসে গোলানো আটার খামীরা খেয়ে ফেলে। এ ঘটনা সহীহ বুখারী শরীফে আছে।

আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম র. লিখেন, যখন শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কিরামের সামনে বিষয়টি আলোচিত হল, তখন হযরত আবু আইউব আনসারী রা.ও অন্যান্য সাহাবী বললেন, سُبْحَانَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ “পবিত্রতা আল্লাহ্‌র। এতো ডাহা অপবাদ!”

মাওলানা শাহ্ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী র. কোন কোন সীরাত বিশেষজ্ঞ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর ও উসমান ইবনে আফফান রা. বলেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মহান আল্লাহ তা'আলা আপনার পরিবারকে এরূপ অপবিত্র কাজে জড়িয়ে ফেলবেন তা হতে পারে না। হযরত আলী রা. পিছনে তাই বললেন। সিহাহে হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়নব বিনতে জাহাশ রা. কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি স্বীয় কান এবং চোখকে এ থেকে বাঁচাতে চাই। না দেখে শুনে দেখেছি শুনেছি বলতে চাই না। আল্লাহ্‌র কসম, আয়েশা রা. সম্পর্কে আমি ভাল ছাড়া কিছুই জানি না। অথচ হযরত যায়নব রা. রূপ সৌন্দর্যে, মান-মর্যাদায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট নিজেকে আমার সমান করতেন। কিন্তু যুহদ ও তাকওয়ার কারণে মিথ্যা ও অপবাদে জড়াননি। তাঁর বোন হামনা বিনতে জাহাশ তাঁর সাথে লড়তেন যে, এখন কিছু বল না কেন?

মোটকথা, এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে তাশরীফ নিয়ে যান। খুৎবা পড়েন এবং বলেন, কে আছে আমাদের সাহায্য করার মত সে ব্যক্তির (আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর) ব্যাপারে যে আমার পরিবার সম্পর্কে আমাকে মারাত্মক কষ্ট দিয়েছে। অথচ আল্লাহ্‌র কসম, আমি আমার পরিবার সম্পর্কে ভাল ছাড়া আর কিছুই জানি না এবং এর সম্পর্কে এরূপ ব্যক্তির (সাফওয়ান ইবনে মুআত্তালের) আলোচনা করলেন, যার সম্পর্কে ভাল ছাড়া আর কিছুই জানা নেই। এতদশ্রবণে আউস গোত্রের নেতা হযরত সা'দ ইবনে

মু'আয রা. উঠে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি হাজির। সে লোকটি যদি আমাদের আউস গোত্রের হয় তবে বলুন, আমরা তার গর্দান উড়িয়ে দেব। আর যদি খাযরাজ গোত্রের সদস্য হয় তবে আপনি হুকুম দিলে আমরা তা তামিল করব।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল খাযরাজ গোত্রের লোক। এজন্য খাযরাজ নেতা সা'দ ইবনে উবাদা রা. মনে করলেন, সা'দ ইবনে মু'আয রা. আমাদের দিকে ইঙ্গিত করছেন। কারণ, অপবাদকারীরা খাযরাজ গোত্রের লোক। ফলে তিনি আবেগপ্রবণ হয়ে গেলেন। তিনি সা'দ ইবনে মু'আয রা.-কে সম্বোধন করে বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! তুমি তাকে কখনও হত্যা করতে পারবে না। (উদ্দেশ্য ছিল, যদি সে আমাদের গোত্রের লোক হয়, তবে আমরা তাকে হত্যা করার সৌভাগ্য অর্জন করব)।

সা'দ ইবনে মু'আয রা. এর চাচাত ভাই উসাইদ ইবনে হুযাইর রা. দাঁড়িয়ে সা'দ ইবনে উবাদা রা.-কে সম্বোধন করে বললেন, আপনি ভুল বলছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হত্যার নির্দেশ দিলে আমরা অবশ্যই হত্যা করব। চাই সে ব্যক্তি খাযরাজ গোত্রের হোক অথবা অন্য কোন গোত্রের, কেউ আমাদেরকে বারণ করতে পারবে না। আর আপনারা কি মুনাফিকদের পাহারাদারী করেন? ফলে কথা বেড়ে গেল। উভয় পক্ষ থেকে লোকজন রণপ্রস্তুতি নিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বর থেকে নেমে এসে লোকজনকে থামালেন। হযরত আয়েশা রা. বললেন, আউস ও খাযরাজের এই ঘটনা যখন আমার মায়ের ঘরে আমি জানতে পারলাম তখন কাঁদতে কাঁদতে আমার অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। আমার রোগ এবং এ ঘটনার এক মাস হয়ে গেল। এ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন ওহী এল না। একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ এনে সালাম করলেন, কুশল জিজ্ঞেস করলেন। অতঃপর আমার কাছে এসে বসলেন। প্রথমে তিনি আল্লাহর হামদ ছানা করলেন। অতঃপর বললেন, আয়েশা! তোমার সম্পর্কে এসব কথা আমি জানতে পেরেছি। তুমি যদি পবিত্র হও, তবে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তোমার পবিত্রতা প্রকাশ করবেন। আর যদি তুমি গুনাহে লিপ্ত হও তবে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তওবা কর। আল্লাহর দিকে রুজু হও। কারণ, বান্দা যখন স্বীয় অপরাধ স্বীকার করে তওবা করে তখন আল্লাহ তা'আলা তার অপরাধ ক্ষমা করে দেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিজের বক্তব্য শেষ করলেন, তখন আমার চোখের অশ্রু বিলকুল শুকিয়ে গেল। আমি আমার মাতা-পিতাকে বললাম, আপনারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে উত্তর দিন। তাঁরা বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! কি উত্তর দিব তা আমাদের বুঝে আসে না। সত্য হল, আবু বকর পরিবারের উপর যে মুসিবত এ দিন গুলোতে গুজরে গেল, এরূপ কখনও গুজরেনি।

হযরত আয়েশা রা. বললেন, আমি ভাল করে অনুধাবন করছিলাম যে, আমি পবিত্র। আমার প্রশান্তি ছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই স্বীয় রাসূলের নিকট সত্য প্রকাশ করবেন। কিন্তু আমি নিজেকে কখনও এতটুকু যোগ্য মনে করিনি যে, আমার পবিত্রতা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এরূপ আয়াত নাযিল হবে যেগুলো সর্বদা তিলাওয়াত হতে থাকবে। আমি মনে করছিলাম, স্বপ্নযোগে অথবা অন্য কোন ভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অবহিত করে দেয়া হবে। যখন আমি দেখলাম, আমার মাতা-পিতা নীরব তখন আমি বললাম, আমি কম বয়স্কা রমণী। কুরআন শরীফও বেশি পড়িনি। কিন্তু আমি জানতাম, যে সব কথা আপনারা শুনেছেন সেগুলো আপনাদের অন্তরে জমে গেছে। আপনারা এটাকে সত্য মনে করেছেন। এবার যদি আমি বলি, আমি পবিত্র, তবে আপনারা বিশ্বাস করবেন না। আর আমার বক্তব্যকে সত্য মনে করবেন না। কিন্তু যদি আমি আপনার সামনে মেনে নিয়ে এসব বাজে কথা স্বীকার করি, অথচ আল্লাহ জানেন, আমি এ থেকে পবিত্র, তবে আপনি এটাকে সত্য মনে করবেন। অতএব, আমি এখন তাই বলছি যা ইউসুফ আ. এর পিতা বলেছিলেন– فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُونَ -

হযরত আয়েশা রা. বলেন, ভীষণ চিন্তা-পেরেশানী এবং অস্থিরতার কারণে তখন বহু চেষ্টা সত্ত্বেও হযরত ইয়াকুব আ. এর নাম স্মরণে আসছিল না। সেহেতু 'ইউসুফ আ. এর পিতা' বললাম। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেন, একথা বলে আমি বালিশের উপর ঝুঁকে পড়লাম। তিনি বলেন, এ সব কথার পরে পরিবারের কেউ এখনও বাইরে বের হননি। এমতাস্থায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হওয়ার নিদর্শনাদি শুরু হয়ে যায়। গণ্ড মুবারক থেকে মোতির ন্যায় ঘাম বের হতে শুরু হয়। এ দেখে আমি খুবই প্রশান্ত হয়ে গেলাম। বুঝতে পারলাম এবার আল্লাহ তা'আলা সত্য প্রকাশ করবেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাথার নিচে বালিশ রেখে দিলাম। কিন্তু আমার মাতা-পিতার অবস্থা ছিল যেন, তাদের প্রাণ বের হবার উপক্রম। তাদের ধারণা ছিল, আল্লাহ্ জানেন, সত্য কি প্রকাশিত হয়?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হুঁশ এলে তিনি বললেন, আয়েশা! শুভ সংবাদ নাও, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে অপবাদ থেকে পবিত্র করেছেন। তোমার পবিত্রতার সাক্ষ্য দিয়েছেন। তোমার শানে পবিত্র কুরআনে অনেক আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। মা-বাবা বললেন, আয়েশা! উঠ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শুকরিয়া আদায় কর। আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম, আমি তাঁর শুকরিয়া আদায় করব না। আমি মহান আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা আদায় করব, যিনি আমাকে এ অপবাদ থেকে বাঁচিয়েছেন এবং আমার সম্পর্কে কুরআন নাযিল করেছেন। অতঃপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে তাশরীফ আনলেন। খুৎবা পড়লেন। যে সব আয়াত অবতীর্ণ হল, সেসব আয়াত তথা সূরা নূরের ১০টি আয়াত তিলাওয়াত করে শুনালেন।

অতঃপর অপবাদদাতাদের মধ্য থেকে হাসসান ইবনে সাবিত রা., মিসতাহ ইবনে উছাছা রা. এবং হামনা বিনতে জাহাশ রা. কে অপবাদের দণ্ডরূপে ৮০টি করে বেত্রাঘাত লাগান হয়।

হযরত মিসতাহ ইবনে উছাছা রা. শৈশবে ইয়াতীম হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন মুখাপেক্ষী। হযরত আবু বকর রা. তাঁর (লালন-পালনের) দায়িত্ব পালন করতেন। কিন্তু অপবাদের ঘটনার পর তিনি শপথ করলেন, এবার আর তার সাহায্য করব না। ফলে আয়াত নাযিল হয়– وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ الخ সূরা নূর– আয়াত ঃ ২২।

এবং এ ধরনের কসম খেতে নিষেধ করে দেয়া হয়। হযরত আবু বকর রা. পুনরায় তাঁর সাহায্য-সহযোগিতা করতে আরম্ভ করেন এবং কখনও মদদ বন্ধ না করার কসম খান।

হাসসান ইবনে সাবিত রা. কে হযরত আয়েশা রা এর সামনে কেউ মন্দ বললে তিনি তা করতে নিষেধ করতেন। কারণ, হাসসান রা. কাফিরদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রশংসা করেছেন। অতএব, তোমরা তাকে মন্দ বল না।

উপকারিতা ঃ ১। সূরা নূরের এসব আয়াতের আলোকে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. এর ফযীলত ও মর্যাদা স্পষ্ট। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পবিত্র করেছেন এবং পাক বলেছেন। মাগফিরাত ও রিযিকের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যার ফলে হযরত আয়েশা রা. এর মাগফিরাত অকাট্য ও নিশ্চিত হওয়া বুঝা যায়।

২। وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ আয়াত দ্বারা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এর ফযীলত স্পষ্ট হয়। আল্লাহ তা'আলা যাকে ফযল ও মর্যাদার অধিকারী বলেছেন। তাঁর ফযল-মর্যাদা ও কামাল সম্পর্কে সন্দেহের কি অবকাশ?

৩। অপবাদের ঘটনা থেকে হযরত সিদ্দীকে আকবর রা. এর পূর্ণ পরহেযগারী ও চূড়ান্ত পর্যায়ের তাকওয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ, এ ঘটনা এক মাসের বেশি সময় পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়। কিন্তু কন্যার পক্ষে তার সাহায্যে একটি হরফও মুখ থেকে উচ্চারিত হয়নি। ভীষণ চিন্তা ও পেরেশানীতে শুধু একবার হযরত আবু বকর রা. এর জবান থেকে উচ্চারিত হল–

وَاللّٰهِ مَا قِيلَ لَنَا هٰذَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَكَيْفَ بَعْدَ مَا اَعَزَّنَا اللّٰهُ بِالْاِسْلَامِ .

"আল্লাহ্র শপথ! এমন কথা তো আমাদের সম্পর্কে বর্বরতার যুগেও বলা হয়নি। অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলা ইসলাম দ্বারা আমাদের সম্মান দান করেছেন, তারপর এটা কিভাবে সম্ভব!" (ফাতহুল বারী ঃ ৮/৩৬৯)

৪। অপবাদ সংক্রান্ত এসব আয়াত ও হাদীস দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, অদৃশ্য জ্ঞান আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া আর কেউ রাখে না। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মাস পূর্ণ দোদুল্যমানতায় থাকেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবহিত করা ব্যতীত প্রকৃত অবস্থা স্পষ্ট হয়নি।

তায়াম্মুমের হুকুম অবতরণ

ইবনে সা'দ ও আল্লামা ইবনে আবদুল বার র. প্রমুখ বলেন, এ যুদ্ধে (বনু মুসতালিক যুদ্ধে- যাকে মুরাইসী' যুদ্ধও বলে) হযরত আয়েশা রা. এর হার হারিয়ে যাওয়ার ফলে তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ হয়। যেমন- বুখারী শরীফের কিতাবুততায়াম্মুমের প্রথম হাদীসে এই ঘটনা রয়েছে। হযরত আয়েশা রা. বলেন, আমরা কোন সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিলাম। আমরা বাইদা নামক স্থান অথবা যাতুল জাইশে পৌঁছলে আমার হার হারিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তালাশে থেকে যান এবং তার সাথে সবাই অবস্থান করেন। সেখানে পানি ছিল না। ফলে সবাই পেরেশান হয়ে যায়। কেউ কেউ হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এর কাছে এসে অভিযোগ করলেন, আপনি দেখেন, আয়েশা কি করেছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এবং গোটা দলটিকে এরূপ জায়গায় আটকে দিয়েছেন যেখানে পানি নেই।

হযরত আয়েশা রা. বলেন, হযরত আবু বকর রা. আমার কাছে এলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাটুর উপর মাথা মুবারক রেখে নিদ্রা যাচ্ছিলেন। হযরত আবু বকর রা. (অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে গিয়ে) বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে এবং সমস্ত লোকজনকে এরূপ জায়গায় আটকে দিয়েছ, যেখানে পানি নেই, না লোকজনের কাছে পানি আছে। হযরত আয়েশা রা. বললেন, অতঃপর তিনি আমার উপর ক্ষুব্ধ হয়ে আরও যা কিছু বলার ছিল বললেন এবং আমার কোমরে ঘুষি মারতে লাগলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা চিন্তা করে নড়াচড়া করতে পারছিলাম না। সকালে তিনি উঠলে সেখানে পানি ছিল না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ করেন। তখন সবাই তায়াম্মুম করে নামায পড়লেন।

হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর রা. বলেন, مَاهِىَ بِاَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَاآلَ اَبِى بَكْرٍ! অর্থাৎ, হে আবু বকর পরিবার! এ তায়াম্মুমের হুকুম অবতরণ তোমাদের প্রথম বরকত নয়, বরং তোমাদের বরকতে আরও অনেক আসানীর হুকুম অবতীর্ণ হয়েছে।

হযরত উসাইদ রা. এবং অন্যান্য লোক হার তালাশ করতে গিয়েছিলেন। না পেয়ে তারা ফিরে এলেন। অতঃপর হযরত আয়েশা রা. এর উট উঠলে তার নিচে হারটি পাওয়া যায়।

আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম এবং অন্যান্য তত্ত্বজ্ঞানী আলিমের উক্তি হল, তায়াম্মুমের আয়াত বনু মুসতালিক যুদ্ধে নয় বরং এরপর অন্য কোন সফরে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত সিদ্দীকা রা.-এর হার দ্বিতীয়বার হারিয়ে যায়। প্রথমবার বনু মুসতালিক যুদ্ধে হার হারিয়ে যাওয়ার ফলে হযরত আয়েশা রা. নিজে তালাশ করতে গেলেন, যাতে অপবাদের ঘটনা ঘটে। দ্বিতীয়বার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু লোককে তালাশ করতে পাঠান। যাদের নেতৃত্বে ছিলেন হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর রা.। এই দ্বিতীয়বার তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ হয়। যেমন মু'জামে তাবারানীতে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. থেকে বর্ণিত আছে, একবার আমার হার হারিয়ে যায়, যার ফলে অপবাদকারীরা যা কিছু বলার বলেছিল। এরপর দ্বিতীয় সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে গেলাম। আমার হার হারিয়ে গেল। এটি তালাশ করতে এরূপ জায়গায় থামতে হল যেখানে পানি ছিল না। তখন আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ করেন যে, পানি না পেলে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করো। তায়াম্মুমের অনুমতি ও সুযোগ নাযিল হওয়ার কারণে হযরত আবু বকর রা.-এর বিশেষ আনন্দ হল এবং আয়েশরা রা.-কে সম্বোধন করে তিনবার বললেন, اِنَّكِ لَمُبَارَكَةٌ، اِنَّكِ لَمُبَارَكَةٌ، اِنَّكِ لَمُبَارَكَةٌ "হে কন্যা! নিঃসন্দেহে তুমি বরকতময়ী।' তিনবার এ কথাটি বলেন।

এই রেওয়ায়াত দ্বারা পরিষ্কার স্পষ্ট হয় যে, তায়াম্মুমের আয়াত বনু মুসতালিক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়নি। বরং এরপর অন্য কোন যুদ্ধে এবং সফরে দ্বিতীয়বার এরূপ স্থানে হার হারিয়েছিল যেখানে পানি ছিল না। সকালের (ফজরের) নামাযের সময় হয়ে গেলে তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ হয়। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

৩৮৩২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيٰى بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ اَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَاَيْتُ اَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِىَّ . فَجَلَسْتُ اِلَيْهِ فَسَاَلْتُهُ عَنِ الْعَزْلِ قَالَ اَبُو سَعِيدٍ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِى غَزْوَةِ بَنِى الْمُصْطَلِقِ فَاَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْىِ الْعَرَبِ . فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ . وَاَحْبَبْنَا الْعَزْلَ . فَاَرَدْنَا اَنْ نَعْزِلَ وَقُلْنَا نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ اَظْهُرِنَا قَبْلَ اَنْ نَسْاَلَهُ . فَسَاَلْنَاهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ اَنْ لَاتَفْعَلُوا ، مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلَّا وَهِىَ كَائِنَةٌ .

৩৮৩২/১৭৩. কুতাইবা ইবনে সাঈদ র. .... হযরত ইবনে মুহাইরীয র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি মসজিদে প্রবেশ করে আবু সাঈদ খুদরী রা-কে দেখতে পেয়ে তার কাছে গিয়ে বসলাম এবং তাকে আযল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। আবু সাঈদ খুদরী রা. বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে বনু মুস্‌তালিকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। এ যুদ্ধে আরবের বহু বন্দী আমাদের হস্তগত হয়। (তন্মধ্যে অনেক রমণীও ছিল) মহিলাদের প্রতি আমাদের মনে খাহেশ হল (সহবাসের ইচ্ছে জাগল) এবং বিয়ে-শাদী ব্যতীত এবং স্ত্রীহীন অবস্থা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়াল। তাই আমরা আয্‌ল করা পছন্দ করলাম এবং তা করার মনস্থ করলাম। (অর্থাৎ, সঙ্গমের ইচ্ছে জাগল, কিন্তু যেহেতু উম্মে ওয়ালাদ বিক্রি করা জায়িয নেই সেহেতু গর্ভসঞ্চার থেকে বাঁচার জন্য আযলের চিন্তা করলাম।) তখন আমরা বলাবলি করতে লাগলাম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে বিদ্যমান। এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস না করেই আমরা আয্‌ল করতে যাচ্ছি? (এটা সমীচীন নয়।) আমরা তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এরূপ না করলে তোমাদের কি ক্ষতি? জেনে রাখ, কিয়ামত পর্যন্ত যতগুলো প্রাণের আগমন ঘটবার আছে, ততগুলোর আগমন অবশ্য ঘটবেই।

উপকারিতা ঃ এ হাদীসটি বুয়ূয়ে পৃষ্ঠা ২৯৭, অতঃপর ৫৯৩, ৩৪৫, ৯৭৭ ও ১১০১ এ এসেছে।

আযল ও এর বিধান

আযল হল, রমণীর সাথে মিলনকালে বীর্যপাতের সময় নিকটবর্তী হলে, পুরুষের লজ্জাস্থান মহিলার লজ্জাস্থান থেকে বের করে বাইরে বীর্যপাত করা। যাতে গর্ভসঞ্চার না হয়।

আযলের মাসআলায় ইমামগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। কারণ, যে মহিলার সাথে সঙ্গমকালে আযল করা হবে তার তিনটি প্রকার রয়েছে।

১। স্বাধীন স্ত্রী অর্থাৎ, স্বাধীন রমণীর সাথে অনুমতি ছাড়া আযল করা জায়িয নেই। এ ব্যাপারে ইমামগণের ঐকমত্য রয়েছে। ইমাম নববী শাফিঈ র. বলেন, اَمَّازَوْجَتُهُ الْحُرَّةُ فَاِنْ اَذِنَتْ فِيهِ لَمْ يُحَرَّمْ . (শরহে মুসলিম

ঃ ১/৪৬৪) অর্থাৎ, যদি স্বাধীনা স্ত্রী আযল করতে সম্মত হয় ও অনুমতি দিয়ে দেয় তবে নিঃসন্দেহে তা জায়েয আছে। কিন্তু যদি রাজি না হয় তবে শাফিঈদের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। বিশুদ্ধতম উক্তি হল, জায়েয আছে। কারণ, শাফিঈদের মতে, সঙ্গমে স্ত্রীর কোন অধিকার নেই।

হানাফী ও মালিকীদের মতে, স্বাধীনা মহিলার সাথে আযল করা অনুমতি ছাড়া নিষিদ্ধ। যেমন– ইমাম মালিক র. বলেন, قَالَ مَالِكٌ لَايَعْزِلُ الرَجلُ الْمَرأةَ الْحُرَّةَ اِلَّا بِاِذْنِهَا ـ (আওজায ঃ ৪/৫৭১)

আল্লামা আইনী হানাফী র. বলেন, وَتَفْصِيلُ الْقَوْلِ فِيهِ اَنَّ الْمَرأةَ اِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَقَدْ رَعٰى فِيهِ ابْنُ عَبْدُ الْبَرِّ فِى التَمْهِيدِ اَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِى اَنَّهُ لَا يَعْزِلُ عَنْهَا اِلَّا بِاِذْنِهَا ـ। (উমদাতুল কারী, কিতাবুন নিকাহ ঃ ১৯৫)

২। স্বীয় মালিকানাধীন বাঁদীর সাথে আযল করা বিনা অনুমতিতেও সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয আছে। কারণ, সঙ্গমে তার কোন অধিকার নেই।

৩। বাঁদী বিবাহিতা হলে, অর্থাৎ অপরের বাঁদী বিয়ে করলে যদি সে বাঁদী নিজ সম্মতিতে ও আগ্রহের ফলে অনুমতি দেয় তবে সর্বোত্তম পদ্ধতিতে আযল জায়েয। যেহেতু বিবাহিতা স্বাধীনা মহিলার সাথে অনুমতি হলে আযল করা জায়েয সেহেতু বাঁদীর সাথে আযল করা উত্তম পন্থাই জায়েয হবে। অবশ্য এতে মতবিরোধ রয়েছে যে, বিবাহিতা বাঁদীর অনুমতির প্রয়োজন আছে? নাকি তার মনিবের অনুমতির প্রয়োজন? ইমাম আজম আবু হানীফা র. ও ইমামে দারুল হিজরত হযরত মালিক র. মতে, বাঁদীর মনিবের অনুমতির প্রয়োজন। এটি ইমাম আহমদ র. এর থেকে প্রধান রেওয়ায়াত। কারণ, আযল সন্তানের উদ্দেশ্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। এটা মনিবের হক। অতএব, তাঁর সম্মতি ধর্তব্য হবে।

ইমাম আবু ইউসুফ র. ও মুহাম্মদ র.-এর মত বিবাহিতা বাঁদীর সাথে আযল করার ব্যাপারে স্বয়ং বাঁদীর অনুমতির প্রয়োজন। এটি ইমাম আহমদ র. থেকে একটি রেওয়ায়াত।

ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ র. স্বাধীনা নারীর উপর কিয়াস করেন। কারণ, স্বয়ং স্ত্রীর নিকট অনুমতির প্রয়োজন হয়। তবে এ কিয়াস সঠিক নয়। কারণ, বিবাহিতা বাঁদীর উপর তার মনিবের অধিকার রয়েছে। এর পরিপন্থী স্বাধীনা রমণী। তার উপর মনিবের কোন অধিকার নেই। হাফিজ র. বলেছেন–

فِى حَدِيثِ الْبَابِ اَشَارَ ﷺ اِلَى اَنَّ الاَوْلٰى تَرْكُ الْعَزلِ لِانَّهُ اِنَّمَا كَانَ خَشْيَةَ حُصُولِ الْوَلَدِ فَلَافَائِدَةَ فِى ذٰلِكَ لِاَنَّ اللهَ تَعَالٰى اِنْ كَانَ قَدَّرَ خَلْقَ الْوَلِدِ لَمْ يَمْنَعِ الْعَزْلُ ذَالِكَ فَقَدْ يَسْبِقُ الْمَاءُ وَلَايَشْعُرُ الْعَازِلُ فَيَحْصُلُ الْعُلُوقُ وَيَلْحَقُهُ الْوَلَدُ وَلَارَادَّ لِمَا قَضَى اللهُ ـ

'আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিত করেছেন যে, উত্তম হল, আযল পরিহার করা। কারণ, আযল করা হয় সন্তান লাভের ভয়ে। অতএব, এতে কোন ফায়দা নেই। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা যদি তাকদীরে সন্তান সৃষ্টি লিখে থাকেন, তবে আযল তার জন্য প্রতিবন্ধক হতে পারবে না। বীর্য আগেই তার বেখেয়ালে চলে যাবে, অথচ আযলকারী বুঝতেও পারবে না। ফলে গর্ভসঞ্চার হবে এবং সন্তান হয়ে যাবে। আল্লাহ্র ফয়সালাকে প্রত্যাখ্যান করার মত কেউ নেই।'

ইমাম নববী র. প্রায় তাই লিখেছেন–

وَتُدَلُّ الاَحَادِثُ عَلَي الْكَرَاهَةِ كَمَا فِى حَدِيثِ اِبِى سَعِيدِ الْخُدرِىِّ قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الْعَزِلِ فَقَالَ لَا عَلَيكُمْ اَلَّا تَفْعَلُوا ذَاكُم فَاِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ ـ

(শরহে মুসলিম ঃ ১/৪৬৫)

হাদীসসমূহ মাকরূহ প্রমাণ করে। যেমন– হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা.-এর হাদীসে রয়েছে–

"তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আযল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, এটা না করলেও তোমাদের কোন অসুবিধা নেই। কারণ, এটা তো তাকদীরের বিষয়।" (মুসলিম ঃ পৃ. ৪৬৫)

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, আযল হল, গোপন জীবন্ত কবরস্থ করা। وَأْدٌ خَفِي এর অর্থ হল, জীবন্ত কবরস্থ করা। যেহেতু বীর্যে রূহ নেই, সেহেতু এটি প্রকৃত অর্থে জীবন্ত কবরস্থ করা নয় সেহেতু এটাকে গোপন জীবন্ত কবরস্থ করা বলা হয়েছে। অতএব, এটা মাকরূহ হবে অর্থাৎ, মাকরূহে তানযীহি।

একটি প্রশ্ন ও এর উত্তর ঃ জুযামা বিনতে ওয়াহাবের হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আযলকে গোপনে জীবন্ত কবরস্থ করা বলেছেন। অথচ আবু দাউদের হাদীসে আছে, যখন ইয়াহুদীরা এ আযলকে ছোট কবরস্থ করা বলত, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহুদীদের উক্তি খণ্ডন করে বলেছেন, كَذَبَتِ الْيَهُوْدُ তথা ইয়াহুদীরা মিথ্যা বলেছে।

এর এক উত্তর হল, গোপন জীবন্ত কবরস্থ করা হযরত জাবির রা. এর হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় উত্তর হল, যার সম্পর্কে কোন হুকুম অবতীর্ণ হয়নি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে আহলে কিতাবের আনুকুল্য অবলম্বন করতেন। ذَالِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ। অতঃপর যখন আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অবহিত করলেন, তখন তিনি বললেন, كَذَبَتِ الْيَهُوْدُ অতএব, কোন বিরোধ ও প্রশ্ন রইল না।

٣٨٣٣. حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ نَجْدٍ . فَلَمَّا أَدْرَكَتْهُ الْقَائِلَةُ وَهُوَ فِى وَادٍ كَثِيْرِ الْعِضَاهِ فَنَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَاسْتَظَلَّ بِهَا وَعَلَّقَ سَيْفَهُ . فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِى الشَّجَرِ يَسْتَظِلُّوْنَ، وَبَيْنَا نَحْنُ كَذَٰلِكَ إِذْ دَعَانَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَجِئْنَا، فَإِذَا أَعْرَابِيٌّ قَاعِدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ إِنَّ هٰذَا أَتَانِىْ وَأَنَا نَائِمٌ فَاخْتَرَطَ سَيْفِى فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِى مُخْتَرِطٌ صَلْتًا، قَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّى قُلْتُ اَللّٰهُ فَشَامَهُ ثُمَّ قَعَدَ فَهُوَ هٰذَا. قَالَ وَلَمْ يُعَاقِبْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

৩৮৩৩/১৭৪. মাহমুদ র. ...... হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নজদের যুদ্ধে আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছি। কাঁটা গাছে ভরা উপত্যকায় প্রচণ্ড গরম লাগলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গাছের নিচে অবতরণ করে তার ছায়ায় আশ্রয় নিলেন এবং তরবারিটি (গাছের সাথে) লটকিয়ে রাখলেন। সাহাবীগণ সকলেই গাছের ছায়ায় আশ্রয় নেয়ার জন্য বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়লেন। আমরা এ অবস্থায় ছিলাম, হঠাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ডাকলেন। আমরা তাঁর নিকট গিয়ে দেখলাম, এক বেদুঈন তাঁর সামনে বসে আছে। তিনি বললেন, আমি ঘুমিয়েছিলাম। এমন সময় সে আমার কাছে এসে আমার তরবারিটি নিয়ে উঁচিয়ে ধরল। ঘুম ভেঙ্গে গেলে আমি দেখলাম, সে মুক্ত তলোয়ার হস্তে আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বলছে, এখন তোমাকে আমার থেকে কে রক্ষা করবে? আমি বললাম, আল্লাহ। ফলে সে এত ভীত হল যে, তরবারিটি খাপে ঢুকিয়ে বসে যায়। সে তো এ-ই ব্যক্তি। বর্ণনাকারী জাবির রা. বলেন, (এ ধরনের অপরাধ করা সত্ত্বেও) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করেননি।

উপকারিতা ঃ এ হাদীসটি এ পৃষ্ঠায়ই তথা ৫৯৩ পৃষ্ঠায় এসেছে। দ্রষ্টব্য ঃ হাদীস নং ১৭২।

ব্যাখ্যা ঃ এটি হল, যাতুর রিকা' যুদ্ধের ঘটনা। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, ১৭২ নং হাদীস।

এবার একটি প্রশ্ন হয়, যেহেতু এর স্থান গাযওয়ায়ে যাতুর রিকা' ছিল এবং সেখানে হাদীসটি এসেছেও, সেহেতু এ অনুচ্ছেদে এ হাদীসটি কেন এবং কিভাবে এসে গেল?

এর এক উত্তর হল, কোন কোন কপিতে এ হাদীসটি এখানে নেই। বরং পূর্বেকার অনুচ্ছেদেই আছে।

কেউ কেউ এই উত্তর দিয়েছেন। এ হাদীসটি টীকায় ছিল। লিপিকার এটিকে এ অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন।

٢١٩٧. بَابُ غَـزْوَةِ اَنْـمَارٍ

২১৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ আনমারের যুদ্ধ অর্থাৎ, বনু আনমার যুদ্ধের বিবরণ

ব্যাখ্যা ঃ হাফিজ আসকালানী ও আল্লামা আইনী র. বলেন, এ যুদ্ধের স্থান ছিল বনু মুসতালিক যুদ্ধের পূর্বে। কারণ, এর সাথে সাথেই পরবর্তীতে আসছে بَابُ حَدِيْثِ الاِفْكِ। স্পষ্ট বিষয়, অপবাদের ঘটনার সম্পর্ক বনু মুসতালিক যুদ্ধের সাথে, আনমার যুদ্ধের সাথে নয়। বনু আনমারের এলাকা বনু ছালাবারই নিকটবর্তী। অতএব, বনু আনমার 'মুহারিব ও ছালাবা একটিই যুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এ কারণে সীরাত গ্রন্থাবলীতে আনমার যুদ্ধ নামক আলাদা কোন যুদ্ধ নেই। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

٣٨٣٤. حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُرَاقَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الاَنْصَارِىِّ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فِى غَزْوَةِ اَنْمَارٍ يُصَلِّى عَلٰى رَاحِلَتِهٖ مُتَوَجِّهًا قِبَلَ الْمَشْرِقِ مُتَطَوِّعًا ـ

৩৮৩৪/১৭৫. আদম র. ..... হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ আনসারী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আনমার যুদ্ধে সাওয়ারীতে আরোহণ করে পূর্ব দিকে মুখ করে নফল নামায আদায় করতে দেখেছি।

উপকারিতা ঃ ১। অর্থাৎ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ারীর উপর নফল নামায পড়ছিলেন। সওয়ারীর উপর পূর্ব দিকে অর্থাৎ, কিবলা ভিন্ন অন্য দিকে ছিল তাঁর রুখ।

২। এ হাদীসটি সালাতে এসেছে ১ম খণ্ডে ১৪৮ পৃষ্ঠায়।

৩। مُتَطَوِّعًا ঃ হাল হিসেবে এর উপর নসব হয়েছে ـ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ শব্দ থেকে।

২১৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ অপবাদ সংক্রান্ত হাদীস ٢١٩٨. بَابُ حَدِيْثِ الْاِفْكِ

ব্যাখ্যা ঃ বনু মুসতালিক যুদ্ধ সংক্রান্ত অনুচ্ছেদে এসেছে যে, অপবাদের ঘটনা ঘটেছিল এ যুদ্ধ থেকেই প্রত্যাবর্তনকালে। এর বিস্তারিত বিবরণ এসেছে বনু মুসতালিক যুদ্ধে।

الاِفْكُ وَالاَفَكُ بِمَنْزِلَةِ النِّجْسِ وَالنَّجَسِ يُقَالُ اِفْكُهُمْ وَاَفْكُهُمْ وَاَفَكُهُمْ ـ

অর্থাৎ, এতে দুটি লোগাত রয়েছে। প্রসিদ্ধ লোগাত হল, হামযার নিচে যের, ফায়ের উপর জযম। দ্বিতীয় লোগাত হল, হামযা এবং ফা উভয়টিতে যবর। যেমন–نَجَس এবং نَجَس

ইমাম বুখারী র. আভিধানিক তাহকীক করতে গিয়ে উভয়টির নজির পেশ করেছেন যে, اِفْك এবং اَفَك উভয়টি ইসম। এর নজির হল, نِجْس এবং نَجَس।

يُقَالُ إِفْكُهُم ঃ এতে ইমাম বুখারী র. প্রসিদ্ধ লুগাতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। কারণ, কুরআন শরীফের- بَلْ اَضَلُّوا عَنهُم وَذٰلِكَ إِفكُهُم وَمَا كَانُوا يَفتَرُونَ আয়াতে (পারা, ২৬, রুকু -৪) প্রসিদ্ধ কিরাআত হামযার নিচে যের এবং ফায়ের উপর জযম ই আছে। কাফের উপর পেশ হবার কারণ হল, إِفْك শব্দটি ذَالِكَ এর খবর। অবশ্য শায কিরাআত হল, اَفَكَهُم । আলিফ এবং ফা উভয়টিতে যবরসহকারে অর্থাৎ, মাটির সীগাহ। অর্থাৎ তাদেরকে ফিরিয়ে রেখেছে। তাছাড়া, ফায়ের উপর তাশদীদ সহকারেও এই কিরাআত আছে। অর্থা اَفَّكَهُم ও বর্ণিত আছে।

فَمَنْ قَالَ اَفَكَهُم ঃ অর্থাৎ, মাযী। এর অর্থ হল, ফেরানো।

يَقُولُ صَرَفَهُم عَنِ الإِيمَانِ وَكَذَّبَهُم كَمَا قَالَ يُوفَكُ عَنهُ مَنْ اُفِكَ

يصرف عَنهُ مَنْ صَرَفَ অর্থাৎ, إِفْك অর্থ- ফিরিয়েছে। যেমন বলে, তাকে ঈমান থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে এবং তাদেরকে মিথ্যাও ভুল সংবাদ দিয়েছে। যেমন ইরশাদ রয়েছে- يُوفَكُ عَنهُ مَنْ اُفِكَ । (পারা ঃ ২৬, সূরা যারিয়াত)

উদ্দেশ্য হল কুরআন থেকে তাদেরকেই ফেরানো হয় যাদেরকে অনাদিকালে ফেরানো হয়েছে। অর্থাৎ, অনাদি কালের বঞ্চিত ব্যক্তিই কুরআন থেকে বিরত থাকে।

মোটকথা, ইমাম বুখারী অধিকাংশ সময় সার্বিক ও আভিধানিক তাত্ত্বিক আলোচনা করেন এবং প্রচুর তাহকীক করেন যখন কুরআনে হাকীমের কোন শব্দ পেয়ে যান। যদ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায়, ইমাম বুখারী র. যেরূপভাবে হাদীসের হাফিজ ছিলেন, অনুরূপভাবে বরং তার চেয়েও বড় অভিজ্ঞ হাফিজ ছিলেন কুরআনের।

৩৮৩৫. حَدَّثَنَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ عَبدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ سَعدٍ عَن صَالِحٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى عُروَةُ بنُ الزُّبَيرِ وَسَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ وَعَلقَمَةُ بنُ وَقَّاصٍ وَعُبَيدُ اللهِ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ بنِ مَسعُودٍ عَن عَائِشَةَ رضى الله عنها زَوجِ النَّبِىِّ ﷺ حِينَ قَالَ لَهَا اَهلُ الإِفكِ مَا قَالُوا وَكُلُّهُم حَدَّثَنِى طَائِفَةً مِن حَدِيثِهَا وَبَعضُهُم كَانَ اَوعٰى لِحَدِيثِهَا مِن بَعضٍ، وَاَثبَتَ لَهُ اِقتِصَاصًا، وَقَد وَعَيتُ عَن كُلِّ رَجُلٍ مِنهُم الحَدِيثَ الَّذِى حَدَّثَنِى عَن عَائِشَةَ وَبَعضُ حَدِيثِهِم يُصَدِّقُ بَعضًا، وَاِن كَانَ بَعضُهُم اَوعٰى لَهُ مِن بَعضٍ ـ

قَالُوا : قَالَت عَائِشَةُ رض كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اَرَادَ سَفَرًا اَقرَعَ بَينَ اَزوَاجِهِ وَاَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهمُهَا فَخَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَهُ ـ قَالَت عَائِشَةُ فَاَقرَعَ بَينَنَا فِى غَزوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ فِيهَا سَهمِى ـ فَخَرَجتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعدَ مَا اُنزِلَ الحِجَابُ ـ فَكُنتُ اُحمَلُ فِى هَودَجٍ وَاُنزَلُ فِيهِ، فَسِرنَا حَتّٰى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِن غَزوَتِهِ تِلكَ وَقَفَلَ دَنَونَا مِنَ المَدِينَةِ قَافِلِينَ اٰذَنَ لَيلَةً بِالرَّحِيلِ ـ فَقُمتُ حِينَ اٰذَنُوا بِالرَّحِيلِ فَمَشَيتُ حَتّٰى جَاوَزتُ الجَيشَ، فَلَمَّا قَضَيتُ شَأنِى

أَقْبَلْتُ إِلَى رَحْلِي، فَلَمَسْتُ صَدْرِي، فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزْعِ ظَفَارٍ قَدِ انْقَطَعَ، فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ ۔ قَالَتْ وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يُرَحِّلُونَ بِي فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي ، فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ عَلَيْهِ، وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَهْبُلْنَ وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ ، إِنَّمَا يَأْكُلْنَ الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ ، فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ خِفَّةَ الْهَوْدَجِ حِينَ رَفَعُوهُ وَحَمَلُوهُ وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ ، فَبَعَثُوا الْجَمَلَ فَسَارُوا وَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ، وَلَيْسَ بِهَا مِنْهُمْ دَاعٍ وَلَا مُجِيبٌ ، فَتَيَمَّمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ وَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ ۔

وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي، فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ ، فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي ، وَكَانَ رَآنِي قَبْلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي، وَوَاللّٰهِ مَا تَكَلَّمْنَا بِكَلِمَةٍ وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ، وَهَوَى حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِئَ عَلَى يَدِهَا فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَرَكِبْتُهَا ، فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِيَ الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ مُوغِرِينَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ وَهُمْ نُزُولٌ ، قَالَت فَهَلَكَ فِيَّ مَنْ هَلَكَ وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَ الْإِفْكِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ، قَالَ عُرْوَةُ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ كَانَ يُشَاعُ وَيُحَدَّثُ بِهِ عِنْدَهُ فَيُقِرُّهُ وَيَسْتَمِعُهُ وَيَسْتَوْشِيهِ ۔ وَقَالَ عُرْوَةُ أَيْضًا لَمْ يُسَمَّ مِنْ أَهْلِ الْإِفْكِ أَيْضًا إِلَّا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَمِسْطَحُ بْنُ أُثَاثَةَ وَحَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ فِي نَاسٍ آخَرِينَ، لَا عِلْمَ لِي بِهِمْ غَيْرَ أَنَّهُمْ عُصْبَةٌ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : وَإِنَّ كِبْرَ ذٰلِكَ يُقَالُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولٍ ۔ قَالَ عُرْوَةُ كَانَتْ عَائِشَةُ تَكْرَهُ أَنْ يُسَبَّ عِنْدَهَا حَسَّانُ وَتَقُولُ إِنَّهُ الَّذِي قَالَ ۔

فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي * لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ

قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَاشْتَكَيْتُ حِينَ قَدِمْتُ شَهْرًا، وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَصْحَابِ الْإِفْكِ لَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ، وَهُوَ يَرِيبُنِي فِي وَجَعِي أَنِّي لَا أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ اللُّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي ۔ إِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَيَّ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ

كَيْفَ تِيكُمْ ثُمَّ يَنْصَرِفُ ، فَذَالِكَ يَرِيبُنِي وَلَا اَشْعُرُ بِالشَّرِّ حَتّٰى خَرَجْتُ حِيْنَ نَقَهْتُ، فَخَرَجَتْ مَعِيْ اُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ وَكَانَ مُتَبَرَّزَنَا ، وَكُنَّا لَا نَخْرُجُ اِلَّا لَيْلًا اِلٰى لَيْلٍ، وَذٰلِكَ قَبْلَ اَنْ تَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِيْبًا مِنْ بُيُوْتِنَا ،

قَالَتْ وَاَمْرُنَا اَمْرُ الْعَرَبِ الْاُوَلِ فِى الْبَرِّيَّةِ قِبَلَ الْغَائِطِ وَكُنَّا نَتَاَذّٰى بِالْكُنُفِ اَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوْتِنَا ۔ قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ اَنَا وَاُمُّ مِسْطَحٍ وَهِيَ اِبْنَةُ اَبِيْ رُهْمِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَاُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ خَالَةُ اَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ، وَابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ اُثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، فَاَقْبَلْتُ اَنَا وَاُمُّ مِسْطَحٍ، قِبَلَ بَيْتِيْ حِيْنَ فَرَغْنَا مِنْ شَاْنِنَا، فَعَثَرَتْ اُمُّ مِسْطَحٍ فِيْ مِرْطِهَا ، فَقَالَتْ تَعِسَ مِسْطَحٌ، فَقُلْتُ لَهَا بِئْسَ مَا قُلْتِ ، اَتَسُبِّيْنَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا؟ فَقَالَتْ اَيْ هَنْتَاهُ ! وَلَمْ تَسْمَعِيْ مَا قَالَ ؟ قَالَتْ وَقُلْتُ مَا قَالَ؟ فَاَخْبَرَتْنِيْ بِقَوْلِ اَهْلِ الْاِفْكِ، قَالَتْ فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلٰى مَرَضِيْ فَلَمَّا رَجَعْتُ اِلٰى بَيْتِيْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تِيكُمْ، فَقُلْتُ لَهٗ اَتَاْذَنُ لِيْ اَنْ اٰتِيَ اَبَوَيَّ، قَالَتْ وَاُرِيْدُ اَنْ اَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا ۔ قَالَتْ فَاَذِنَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ لِاُمِّيْ يَا اُمَّتَاهُ! مَاذَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ! قَالَتْ يَا بُنَيَّةُ ! هَوِّنِيْ عَلَيْكِ ، فَوَاللّٰهِ لَقَلَّمَا كَانَتْ اِمْرَاَةٌ قَطُّ وَضِيْئَةً عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا لَهَا ضَرَائِرُ اِلَّا كَثَّرْنَ عَلَيْهَا ، قَالَتْ فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللّٰهِ اَوَ لَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهٰذَا ؟ قَالَتْ فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتّٰى اَصْبَحْتُ لَا يَرْقَاُ لِيْ دَمْعٌ وَلَا اَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، ثُمَّ اَصْبَحْتُ اَبْكِيْ ۔

قَالَتْ وَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ وَاُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِيْنَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ يَسْاَلُهُمَا وَيَسْتَشِيْرُهُمَا فِيْ فِرَاقِ اَهْلِهٖ، قَالَتْ فَاَمَّا اُسَامَةُ فَاَشَارَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالَّذِيْ يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ اَهْلِهٖ وَبِالَّذِيْ يَعْلَمُ لَهُمْ فِيْ نَفْسِهٖ، فَقَالَ اُسَامَةُ اَهْلَكَ وَلَا نَعْلَمُ اِلَّا خَيْرًا ، وَاَمَّا عَلِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! لَمْ يُضَيِّقِ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيْرٌ ، وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ، قَالَتْ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَرِيْرَةَ، فَقَالَ اَيْ بَرِيْرَةُ ! هَلْ رَاَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يُرِيْبُكِ، قَالَتْ لَهٗ بَرِيْرَةُ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا رَاَيْتُ عَلَيْهَا اَمْرًا قَطُّ اَغْمِصُهٗ غَيْرَ اَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيْثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجِيْنِ اَهْلِهَا فَتَاْتِى الدَّاجِنُ فَتَاْكُلُهٗ ۔ قَالَتْ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ يَوْمِهٖ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ

اللّٰهِ بنْ اُبَيٍ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ! مَنْ يَعْذِرُنِى مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَنِى عَنْهُ اَذَاهُ فِى اَهْلِىْ ، وَاللّٰهِ مَا عَلِمتُ عَلَي اَهْلِىْ اِلَّا خَيْرًا ، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمتُ عَلَيهِ اِلَّا خَيْرًا ـ وَمَا يَدخُلُ عَلىٰ اَهْلِىْ اِلَّا مَعِىْ ، قَالَتْ فَقَامَ سَعدُ بنُ مُعَاذٍ اَخُوبَنِى عَبدِ الاَشْهَلِ، فَقَالَ اَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ! اَعْذِرُكَ، فَاِنْ كَانَ مِنَ الاَوسِ ضَرَبتُ عُنقَهُ وَاِنْ كَانَ مِنْ اِخْوَانِنَا مِنَ الخَزرَجِ اَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا اَمرَكَ ـ قَالَتْ : وَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الخَزرَجِ وَكَانَتْ اُمُّ حَسَّانَ بِنتُ عَمِّهِ مِنْ فَخِذِهِ وَهُوَ سَعْدُ بنُ عُبَادَةَ وَهُوَ سَيِّدُ الخَزرَجِ ـ قَالَتْ وَكَانَ قَبلَ ذٰلِكَ رَجُلًا صَالِحًا وَلٰكِن احْتَمَلَتْهُ الحَمِيَّةُ ، فَقَالَ لِسَعدٍ كَذَبتَ لَعَمْرُ اللّٰهِ لَاتَقتُلُهُ وَلَا تَقدِرُ عَلىٰ قَتلِهِ وَلَوْ كَانَ مِنْ رَهطِكَ مَا أَحْبَبْتَ اَنْ يُقْتَلَ ـ فَقَامَ اُسَيدُ بنُ حُضَيرٍ هُوَ ابنُ عَمِّ سَعدٍ، فَقَالَ لِسَعدِ بنِ عُبَادَةَ كَذَبتَ لَعَمرُ اللّٰهِ لَنَقتُلَنَّهُ، فَاِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ المُنَافِقِينَ، قَالَتْ فَثَارَ الحَيَّانِ الاَوسُ وَالخَزرَجُ حَتّٰى هَمُّوا اَنْ يَقتَتِلُوا ، وَرَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَى المِنبَرِ ـ قَالَتْ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ، حَتّٰى سَكَتُوا وَسَكَتَ ـ

قَالَتْ فَبَكَيتُ يَومِى ذٰلِكَ كُلَّهُ لَايَرقَأُلِى دَمعٌ وَلَا اَكتَحِلُ بِنَومٍ، قَالَتْ وَاَصبَحَ اَبَوَاىَ عِندِى وَقَدْ بَكَيتُ لَيلَتَينِ وَيَومًا وَلَا اَكتَحِلُ بِنَومٍ وَلَا يَرقَأُ لِى دَمعٌ حَتّٰى اِنِّى لَاَظُنُّ اَنَّ البُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِى، فَبَينَا اَبَوَاىَ جَالِسَانِ عِندِى وَ اَنَا اَبكِى، فَاستَاذَنَتْ عَلَيَّ اِمرَاَةٌ مِنَ الاَنصَارِ، فَاَذِنتُ لَهَا فَجَلَسَتْ تَبكِى مَعِى ـ قَالَتْ فَبَينَا نَحنُ عَلىٰ ذَالِكَ دَخَلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَلَينَا ، فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ ـ قَالَتْ وَلَمْ يَجلِسْ عِندِى مُنذُ قِيلَ مَا قِيلَ قَبلَهَا ، وَقَدْ لَبِثَ شَهرًا لَايُوحٰى اِلَيهِ فِى شَانِى بِشَيءٍ ـ قَالَتْ : فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعدُ : يَا عَائِشَةُ! اِنَّهُ بَلَغَنِى عَنكِ كَذَا وَكَذَا ، فَاِنْ كُنتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللهُ وَاِنْ كُنتِ اَلْمَمْتِ بِذَنبٍ فَاستَغفِرِى اللّٰهَ وَتُوبِى اِلَيهِ، فَاِنَّ العَبدَ اِذَا اعتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيهِ، قَالَتْ : فَلَمَّا قَضٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمعِى حَتّٰى مَا اُحِسُّ مِنهُ قَطرَةً، فَقُلتُ لِاَبِى اَجِبْ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ عَنِّى فِيمَا قَالَ، قَالَ فَقَالَ اَبِى : وَاللّٰهِ مَا اَدرِى مَا اَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقُلتُ لِاُمِّى اَجِيبِى رَسُولَ ﷺ فِيمَا قَالَ، قَالَتْ اِىْ وَاللّٰهِ مَا اَدرِى مَا اَقُولُ لِرَسُولِ ﷺ فَقُلتُ ـ وَاَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ لَا اَقرَأُ مِنَ القُرانِ كَثِيرًا اِنِّى وَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمتُ لَقَدْ سَمِعتُم هٰذَا الحَدِيثَ حَتّٰى استَقَرَّ فِى اَنفُسِكُمْ،

وَصَدَّقْتُم بِهِ، فَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ اِنِّى بَرِيئَةٌ لَاتُصَدِّقُونِى ، وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِامْرٍ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنِّى مِنْهُ بَرِيئَةٌ لَتُصَدِّقُنِّى ، فَوَاللّٰهِ لَا اَجِدُلِى وَلَكُمْ مَثَلًا اِلَّا اَبَا يُوسُفَ حِينَ قَالَ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُونَ،

ثُمَّ تَحَوَّلْتُ وَاضْطَجَعْتُ عَلٰى فِرَاشِى وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنِّى حِينَئِذٍ بَرِيئَةٌ وَاِنَّ اللّٰهَ مُبَرِّئِى بِبَرَاءَتِى وَلٰكِنْ وَاللّٰهِ مَا كُنْتُ اَظُنُّ اَنَّ اللّٰهَ مُنْزِلٌ فِى شَأْنِى وَحْيًا يُتْلٰى لِشَأْنِى فِى نَفْسِى كَانَ اَحْقَرَ مِنْ اَنْ يَتَكَلَّمَ اللّٰهُ فِىَّ بِاَمْرٍ وَلٰكِنْ كُنْتُ اَرْجُو اَنْ يَرَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِى النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِى اللّٰهُ بِهَا، فَوَاللّٰهِ مَارَامَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَجْلِسَهُ وَلَا خَرَجَ اَحَدٌ مِنْ اَهْلِ الْبَيْتِ حَتّٰى اُنْزِلَ عَلَيْهِ، فَاَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ حَتّٰى اِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِنَ الْعَرَقِ مِثْلُ الْجُمَانِ، وَهُوَ فِى يَوْمٍ شَاتٍ مِنْ ثِقْلِ الْقَوْلِ الَّذِى اُنْزِلَ عَلَيْهِ ـ قَالَتْ فَسُرِّىَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَضْحَكُ ـ فَكَانَتْ اَوَّلُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا اَنْ قَالَ يَا عَائِشَةُ ! اَمَّا اللّٰهُ فَقَدْ بَرَّأَكِ ـ قَالَتْ فَقَالَتْ لِى اُمِّى قُومِى اِلَيْهِ ، فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لَا اَقُومُ اِلَيْهِ فَاِنِّى لَا اَحْمَدُ اِلَّا اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَتْ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّ الَّذِينَ جَاؤُا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ الْعَشْرَ الْاٰيَاتِ ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ هٰذَا فِى بَرَاءَتِى،

قَالَ اَبُو بَكْرِنِ الصِّدِّيقُ رض وَكَانَ يُنْفِقُ عَلٰى مِسْطَحِ ابْنِ اُثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ وَاللّٰهِ لَا اُنْفِقُ عَلٰى مِسْطَحٍ شَيْئًا اَبَدًا بَعْدَ الَّذِى قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : وَلَا يَأْتَلِ اُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ اِلٰى قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ ـ قَالَ اَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رض بَلٰى وَاللّٰهِ اِنِّى لَاُحِبُّ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لِى فَرَجَعَ اِلٰى مِسْطَحٍ النَّفَقَةَ الَّتِى كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ ـ وَقَالَ وَاللّٰهِ لَا اَنْزِعُهَا مِنْهُ اَبَدًا ـ قَالَتْ عَائِشَةُ رض وَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ سَاَلَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ عَنْ اَمْرِى ، فَقَالَ لِزَيْنَبَ مَاذَا عَلِمْتِ اَوْ رَاَيْتِ ؟ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللّٰهِ ! اَحْمِى سَمْعِى وَبَصَرِى وَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ اِلَّا خَيْرًا، قَالَتْ عَائِشَةُ وَهِىَ الَّتِى كَانَتْ تُسَاوِينِى مِنْ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ فَعَصَمَهَا اللّٰهُ بِالْوَرَعِ ـ قَالَتْ وَطَفِقَتْ اُخْتُهَا حَمْنَةُ تُحَارِبُ لَهَا، فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ ـ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَهٰذَا الَّذِى بَلَغَنِى مِنْ حَدِيثِ هٰؤُلَاءِ الرَّهْطِ ثُمَّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ رض وَاللّٰهِ اِنَّ الرَّجُلَ الَّذِى قِيلَ لَهُ مَا قِيلَ لَيَقُولُ سُبْحَانَ اللّٰهِ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا كَشَفْتُ مِنْ كَنَفِ اُنْثٰى قَطُّ ـ قَالَتْ ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ ـ

৩৮৩৫/১৭৬. আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ র. ..... হযরত ইবনে শিহাব বর্ণনা করেন যে আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেন। উরওয়া ইবনে যুবায়র, সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব, আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস ও উবাইদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে উতবা ইবনে মাসউদ রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত যে, যখন অপবাদ রটনাকারীগণ তাঁর প্রতি অপবাদ রটিয়েছিল। রাবী যুহরী র. বলেন, তারা প্রত্যেকেই (উল্লিখিত চারজন) হাদীসটির অংশবিশেষ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি স্মরণ রাখা ও সঠিকভাবে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তাদের কেউ কেউ একে অন্যের চেয়ে অধিকতর অগ্রগামী ও নির্ভরযোগ্য। আয়েশা রা. সম্পর্কে তারা আমার কাছে যা বর্ণনা করেছেন আমি, তাদের প্রত্যেকের কথাই যথাযথভাবে স্মরণ রেখেছি। যদিও তাদের একজনের বর্ণিত হাদীস অপর জনের তুলনায় উত্তম সনদে সংরক্ষিত আছে, তবুও তাদের একজনের বর্ণিত হাদীসের অংশবিশেষ অপরের বর্ণিত হাদীসের অংশবিশেষের সত্যায়ন করে।

বর্ণনাকারীগণ বলেন, হযরত আয়েশা রা. বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরের ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি তাঁর স্ত্রীগণের মাঝে (নামের জন্য) লটারী দিতেন। এতে যার নাম আসত তাকেই তিনি সাথে করে সফরে বের হতেন। আয়েশা রা. বলেন, এমনি এক যুদ্ধে (মুরাইসীর যুদ্ধ) তিনি যাবার ইচ্ছা করলে আমাদের ব্যাপারে লটারী দিতেন, এতে আমার নাম বেরিয়ে আসে। তাই আমিই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে সফরে বের হলাম। এ ঘটনাটি পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পর সংঘটিত হয়েছিল। তখন আমাকে হাওদাসহ সাওয়ারীতে উঠানো ও নামানো হত। (অর্থাৎ, নামানোর সময় হাওদার ভিতরে থাকত' বাইরে বের হত না) এমনি করে আমরা চলতে থাকলাম। অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এ যুদ্ধ থেকে অবসর হলেন, তখন তিনি (বাড়ির দিকে) ফিরলেন। ফেরার পথে আমরা মদীনার নিকটবর্তী হলে (এক জায়গায় অবতরণ করলেন) তিনি একদিন রাতের বেলা রওয়ানা হওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। রওয়ানা হওয়ার ঘোষণা দেয়ার পর আমি উঠলাম এবং (প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য) পায়ে হেঁটে সেনা (ছাউনী) অতিক্রম করে (একটু দূরে) গেলাম। এরপর প্রয়োজন সেরে আমি আমার সওয়ারীর কাছে ফিরে এসে বুকে হাত দিয়ে দেখলাম যে, (ইয়ামানের অন্তর্গত) যিফার শহরের পুঁতি দ্বারা তৈরি করা আমার গলার হারটি ছিড়ে কোথায় পড়ে গিয়েছে। তাই আমি ফিরে গিয়ে আমার হারটি তালাশ করতে আরম্ভ করলাম। হার তালাশ করতে করতে আমার আসতে বিলম্ব হয়ে যায়। হযরত আয়েশা রা. বলেন, যে সমস্ত লোক উটের পিঠে আমাকে উঠিয়ে দিতেন তারা এসে আমার হাওদা উঠিয়ে তা আমার উটের পিঠে তুলে দিলেন, যার উপর আমি আরোহণ করতাম। তারা মনে করেছিলেন যে, আমি এর মধ্যেই আছি, কারণ (খাদ্যাভাবে) মহিলাগণ তখন খুবই হালকা পাতলা গড়নের হতেন তাঁরা মোটাও ছিলেন না। তাদের দেহ মাংসল ছিল না। তাঁরা খুবই স্বল্প পরিমাণ খানা খেতে পেতেন। তাই তারা যখন হাওদা উঠিয়ে উপরে রাখেন তখন তা হাল্কা হওয়ায় বিষয়টিকে কোন প্রকার অস্বাভাবিক মনে করেননি। অধিকন্তু আমি ছিলাম একজন অল্প বয়স্কা কিশোরী। এরপর তারা উট হাঁকিয়ে নিয়ে চলে যায়। সৈন্যদল রওয়ানা হওয়ার পর আমি আমার হারটি খুঁজে পাই এবং নিজস্ব স্থানে (অবস্থান স্থলে) ফিরে এসে দেখি তাঁদের (সৈন্যদের) কোন আহ্বায়ক এবং কোন উত্তরদাতা তথায় নেই (উদ্দেশ্য কেউই ছিল না)। (নিরুপায় হয়ে) তখন আমি পূর্বে যেখানে ছিলাম সেখানে বসে রইলাম। ভাবছিলাম, তাঁরা আমাকে দেখতে না পেলে অবশ্যই আমাকে নেয়ার জন্য আমার কাছে ফিরে আসবেন। ঐ স্থানে বসে থাকা অবস্থায় ঘুম চেপে আসলে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

বনু সুলামী গোত্রের যাকওয়ান শাখার সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল রা. [যাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফেলে যাওয়া আসবাবপত্র কুড়িয়ে নেয়ার ও ক্লান্ত লোককে নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন] সৈন্যদলের পিছু পিছু আসতেন। তিনি প্রত্যুষে আমার অবস্থানস্থলের কাছে পৌঁছে একজন ঘুমন্ত মানুষের ছায়া দেখে (নিকটে এসে) আমার দিকে তাকানোর পর আমাকে চিনে ফেললেন। তিনি আমাকে দেখেছিলেন পর্দার

বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে। তিনি আমাকে চিনতে পেরে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন' পড়লে আমি তা শুনতে পেয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠলাম (অর্থাৎ, তিনি নিকটে এসে আমাকে চিনে ইন্নালিল্লাহি .. পড়ে বললেন এতো উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রা.! ইনি কিভাবে এখানে রয়ে গেলেন ? আমি ইন্তালিল্লাহ শুনে জেগে উঠলাম) আমি তৎক্ষণাৎ চাদর টেনে আমার চেহারা ঢেকে ফেললাম। আল্লাহ্র কসম! আমি কোন কথা বলিনি এবং তাঁর থেকে ইন্নালিল্লাহ..... পাঠ ছাড়া আর কোন কথাই শুনতে পাইনি। এরপর তিনি সওয়ারী থেকে অবতরণ করলেন এবং সওয়ারীকে বসিয়ে তার সামনের পা নিচু করে দিলেন (অর্থাৎ, উটের সামনের পা বাঁকিয়ে দিলেন যাতে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রা. সহজে এর পিঠে আরোহণ করতে পারেন) আমি গিয়ে তাতে পা রেখে আরোহণ করলাম। পরে তিনি আমাকেসহ সওয়ারীকে টেনে আগে আগে চলতে লাগলেন, পরিশেষে ঠিক দ্বিপ্রহরে প্রচণ্ড গরমের সময় আমরা গিয়ে সেনাদলের সাথে মিলিত হলাম। সে সময় তারা (সৈন্যদল) একটি জায়গায় অবতরণ করেছিলেন। হযরত আয়েশা রা. বলেন, এরপর যাদের ধ্বংস হওয়ার ছিল তারা (আমার প্রতি অপবাদ আরোপ করে) ধ্বংস হয়ে গেল। তাদের মধ্যে এ অপবাদ আরোপের ব্যাপারে যে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সে হচ্ছে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সালুল। বর্ণনাকারী উরওয়া রা. বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, সে (আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সালুল) অপবাদের কথাগুলো প্রচার এবং তার সামনে এগুলো আলোচনা করা হত আর অমনি সে এগুলোকে বিশ্বাস করত (অর্থাৎ, সেগুলোকে সত্যায়ন করত), খুব ভালভাবে শ্রবণ করত এবং তার প্রসার করত। উরওয়া র. আরো বর্ণনা করেছেন যে, অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তিদের মধ্যে হাস্সান ইবনে সাবিত, মিসতাহ ইবনে উসাসা এবং হামনা বিনতে জাহাশ রা. ব্যতীত আর কারো নাম উল্লেখ করা হয়নি। তারা (অপবাদ আরোপকারী) গুটিকয়েক ব্যক্তির একটি দল ছিল, এতটুকু ব্যতীত তাদের সম্পর্কে আমার আর কিছু জানা নেই। যেমন (আল কুরআনে) মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন– إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ – যারা অপবাদ আরোপ করেছিল তারা একটি দল ছিল। এ ব্যাপারে যে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তাকে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সাল্দা বলে ডাকা হত।

বর্ণনাকারী উরওয়া র. বলেন, হযরত আয়েশা রা-এর এ ব্যাপারে হাস্সান ইবনে সাবিত রা-কে গালমন্দ করা পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন, হাস্সান ইবনে সাবিত রা. তো ঐ ব্যক্তি যিনি তার এক কবিতায় বলেছেন, فَإِنَّ أَبِي الخ। আমার মান সম্মান এবং আমার বাপ দাদা মুহাম্মদ সা-এর মান সম্মান রক্ষায় ঢাল হয়েছে।'

হযরত আয়েশা রা. বলেন, এরপর আমরা মদীনায় আসলাম। মদীনায় আগমন করার পর এক মাস পর্যন্ত আমি অসুস্থ থাকলাম। এদিকে অপবাদ রটনাকারীদের কথা নিয়ে লোকদের মধ্যে আলোচনা ও চর্চা হতে লাগল। কিন্তু এসবের কিছুই আমার জানা ছিল না। তবে আমার সন্দেহ হচ্ছিল এবং তা আরো দৃঢ় হচ্ছিল আমার এ অসুখের সময়। কারণ এর অসুখের পূর্বে আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যেরূপ স্নেহ-ভালবাসা লাভ করতাম আমার এ অসুখের সময় তা আমি পাচ্ছিলাম না। শুধু এতটুকু ছিল যে, তিনি আমার কাছে এসে সালাম করে কেবল "তুমি কেমন আছ" জিজ্ঞেস করে চলে যেতেন। তাঁর এ আচরণই আমার মনে চরম সন্দেহের উদ্রেক করে। কিন্তু এ জঘন্য অপবাদ সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতাম না। অবশেষে যখন কিছুটা সুস্থ হলাম তখন একদিন উম্মে মিসতাহ রা. (মিসতাহর মা) আমার সাথে হাজত পূর্ণ করার তথা পায়খানার জন্য অর্থাৎ, আবাদীর বাইরে জঙ্গলের) দিকে বের হলেন এবং তখন এটাই আমাদের মলমূত্র ত্যাগের স্থান ছিল। আর প্রকৃতির ডাকে আমাদের বের হওয়ার অবস্থা এই ছিল যে, এক রাতে বের হলে আমরা আবার পরের রাতে বের হতাম। (অর্থাৎ, ঐ যুগে মহিলাগণ প্রাকৃতিক প্রয়োজনে শুধু রাতেই জঙ্গলের দিকে বের হতেন) এ (জঙ্গলে যাওয়া) ছিল আমাদের ঘরের পার্শ্বে পায়খানা তৈরি করার পূর্বের ঘটনা। আমাদের অবস্থা প্রাচীন আরবীয় লোকদের অবস্থার মত ছিল। তাদের মত আমরাও পাজত সারার জন্য ঝোঁপঝাড়ে চলে যেতাম। এমনকি (অভ্যাস না থাকার কারণে) বাড়ির পার্শ্বে পায়খানা তৈরি করলে আমরা খুব কষ্ট পেতাম।

হযরত আয়েশা রা. বলেন, একদা আমি এবং উম্মে মিসতাহ (যিনি ছিলেন আবু রুহম ইবনে মুত্তালিব ইবনে আবদে মানাফের কন্যা, যার মা সাখর ইবনে আমির-এর কন্যা ও আবু বকর সিদ্দীকের খালা এবং উম্মে মিসতাহ এর ছেলে হলেন মিসতাহ ইবনে উসাসা ইবনে আব্বাদ ইবনে মুত্তালিব।) প্রাকৃতিক প্রয়োজন পুরনার্থে একত্রে বের হলাম। আমরা আমাদের কাজ থেকে ফারিগ হওয়ার পর বাড়ি ফেরার পথে উম্মে মিসতাহ তার কাপড়ে জড়িয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে বললেন, মিসতাহ ধ্বংস হোক। আমি তাকে বললাম, আপনি খুব খারাপ কথা বলছেন। আপনি কি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এক ব্যক্তিকে গালি দিচ্ছেন? (অর্থাৎ, তিনি তো বদরী সাহাবী) তিনি আমাকে বললেন, ওগো অবলা, সে তোমার সম্পর্কে কি বলে বেড়াচ্ছে তুমি তো তা শোননি ? হযরত আয়েশা রা. বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, সে আমার সম্পর্কে কি বলেছে? তখন তিনি অপবাদ রটনাকারীদের কথাবার্তা সম্পর্কে আমাকে জানালেন।

হযরত আয়েশা রা. বর্ণনা করেন, এরপর আমার পুরানো রোগ আরো বেড়ে গেল। আমি বাড়ি ফেরার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে আসলেন এবং সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেমন আছ? হযরত আয়েশা রা. বলেন, আমি আমার পিতা-মাতার কাছে গিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক খবর জানতে চাচ্ছিলাম, তাই আমি রাসূলুল্লাহ্ সা-কে বললাম, আপনি কি আমাকে আমার পিতা-মাতার কাছে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেবেন? হযরত আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে অনুমতি দিলেন। তখন (বাড়িতে গিয়ে) আমি আমার আম্মাকে বললাম, আম্মাজান, লোকজন কি আলোচনা করছে? তিনি বললেন, বেটি, এ বিষয়টি হালকা করে ফেল (ঘাবড়ে যেও না)। আল্লাহ্র কসম, সতীন আছে এমন স্বামী সোহাগিনী সুন্দরী রমণীকে তাঁর সতীনরা বদনাম করবে না, এমন খুব কমই হয়ে থাকে। (অর্থাৎ, এমন নারীর বহু দোষ চর্চা হয়) হযরত আয়েশা রা. বলেন, আমি বিস্ময়ের সাথে বললাম, সুবহানাল্লাহ্। (সতীনের সাথে এর কি সম্পর্ক) লোকজন কি এমন গুজবই রটিয়েছে? হযরত আয়েশা রা. বর্ণনা করেন, রাতভর আমি কাঁদলাম। কাঁদতে কাঁদতে ভোর হয়ে গেল। এর মধ্যে আমার অশ্রুও বন্ধ হল না, আমি একটুও ঘুমাতে পারলাম না। এরপর ভোরবেলাও আমি কাঁদছিলাম।

তিনি আরো বলেন যে, এ সময় ওহী নাযিল হতে বিলম্ব হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রীর (আমার) বিচ্ছেদের বিষয়টি সম্পর্কে পরামর্শ ও আলোচনা করার নিমিত্তে আলী ইবনে আবু তালিব এবং উসামা ইবনে যায়েদ রা-কে ডেকে পাঠালেন। হযরত আয়েশা রা. বলেন, উসামা রা. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীদের (উদ্দেশ্য হযরত আয়েশা রা. নিজেই) পবিত্রতা এবং তাঁর কাছে আহলে বাইত সম্বন্ধে যা জানা ছিল সে মুতাবিক পরামর্শ দিল। অতঃপর সে বলল, আপনার স্ত্রী সম্বন্ধে আমি ভাল ছাড়া মন্দ জানি না। হযরত আলী রা. বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ তো আপনার জন্য সংকীর্ণতা রাখেননি। তিনি (আয়েশা) ব্যতীত আরো বহু মহিলা রয়েছেন। তবে আপনি এ ব্যাপারে দাসী [বারীরা রা.]-কে জিজ্ঞেস করুন। সে আপনার কাছে সত্য কথাই বলবে। হযরত আয়েশা রা. বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারীরা রা-কে ডেকে বললেন, হে বারীরা! তুমি তাঁর মধ্যে এমন কোন সন্দেহমূলক আচরণ দেখেছ কি? যা তার সতীত্বে সন্দেহ সৃষ্টি করে! বারীরা রা. তাঁকে বললেন, সেই আল্লাহ্র শপথ, যিনি আপনাকে সত্য বিধানসহ পাঠিয়েছেন, আমি তার মধ্যে কখনো এমন কিছু দেখিনি যার দ্বারা তাঁকে দোষী বলা যায়, তবে তাঁর ব্যাপারে শুধু এতটুকু বলা যায় যে, তিনি হলেন অল্প বয়স্কা যুবতী, রুটি তৈরি করার জন্য আটা খামির করে রেখে ঘুমিয়ে পড়তেন। আর বকরী এসে অমনি তা খেয়ে ফেলত (অর্থাৎ, অল্প বয়স্কা হওয়াতে কিছু গাফিলতি ছিল)।

হযরত আয়েশা রা. বলেন, (এ কথা শুনে) সেদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে সাথে উঠে গিয়ে মিম্বরে বসে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই-এর ব্যাপারে সাহায্যের আহ্বান জানিয়ে বললেন, হে মুসলিম সম্প্রদায়, যে আমার স্ত্রীর ব্যাপারে অপবাদ ও বদনাম রটিয়ে আমাকে কষ্ট দিয়েছে তার এ অপবাদ থেকে আমাকে কে সাহায্য করবে? আল্লাহ্র কসম, আমি আমার স্ত্রী সম্পর্কে ভাল ছাড়া আর কিছুই জানি না। আর তাঁরা (অপবাদ

রটনাকারীরা) এমন এক ব্যক্তির (সাফওয়ান ইবনে মু'আত্তাল) নাম উল্লেখ করছে যার সম্বন্ধেও আমি ভাল ছাড়া কিছু জানি না। সে তো আমার সাথেই আমার ঘরে যেত। হযরত আয়েশা রা. বলেন, (এ কথা শুনে) বণু আবদুল আশহা সা'দ (ইবনে মুআয) রা. উঠে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনাকে সাহায্য করব (অর্থাৎ, আপনাকে যারা কষ্ট দিয়েছে তাদের বদলা নিব)। সে যদি আউস গোত্রের লোক হয় তা হলে তার শিরশ্ছেদ করব। আর যদি সে আমাদের ভাই খাযরাজের লোক হয় তাহলে তার ব্যাপারে আপনি যা বলবেন তাই পালন করব।

হযরত আয়েশা রা. বলেন, এ সময় হাস্‌সান ইবনে সাবিত রা.-এর মায়ের চাচাতো ভাই (বংশীয় ভাই আপন ভাই নয়) খাযরাজ গোত্রের সর্দার সা'দ ইবনে উবাদা রা. দাঁড়িয়ে এ কথার প্রতিবাদ করলেন। হযরত আয়েশা রা. বলেন ঃ এ ঘটনার পূর্বে তিনি একজন সৎ ও নেককার লোক ছিলেন। কিন্তু (এ সময়) গোত্রীয় অহমিকায় উত্তেজিত হয়ে তিনি সা'দ ইবনে মুআয রা-কে বললেন, তুমি মিথ্যা কথা বলছ। আল্লাহ্‌র কসম, তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না এবং তাকে হত্যা করার ক্ষমতাও তোমার নেই। যদি সে (অপরাধী) তোমার গোত্রের লোক হত তাহলে তুমি তার হত্যা হওয়া কখনো পছন্দ করতে না। তখন সা'দ ইবনে মুআয রা-এর চাচাতো ভাই উসাইদ ইবনে হুযাইর রা. সা'দ ইবনে উবাউদা রা-কে বললেন, বরং তুমিই মিথ্যা কথা বললে। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করব। তুমি হলে মুনাফিক। তাই মুনাফিকদের পক্ষ অবলম্বন করে তাদের প্রতি উত্তর দিচ্ছ। আয়েশা রা. বলেন, এ সময় আউস ও খাযরাজ উভয় গোত্র খুব উত্তেজিত হয়ে উঠে। এমনকি তারা পরস্পরে যুদ্ধের সংকল্প পর্যন্ত করে বসে। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

হযরত আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের থামিয়ে শান্ত করাতে লাগলেন। অবশেষে সবাই নিশ্চুপ হয়ে গেল এবং তিনি নিজেও চুপ হয়ে গেলেন। হযরত আয়েশা রা. বলেন, আমি সেদিন সারাক্ষণ কেঁদে কাটালাম। অশ্রুঝরা আমার বন্ধ হয়নি এবং একটু ঘুমও আমার আসেনি। তিনি বলেন, সকালে আমার পিতা-মাতা আমার নিকট আসলেন। অথচ আমি দু'রাত একদিন যাবত ক্রন্দন করছিলাম, যে সময় আমার অশ্রুও বন্ধ হয়নি, ঘুমও আসেনি, মনে হচ্ছিল যে, কাঁদতে কাঁদতে কলিজা ফেটে যাবে। এখনও আমার পিতা-মাতা আমার নিকট বসাছিলেন, এমতাবস্থায় একজন আনসারী মহিলা আমার কাছে আসার অনুমতি চাইলে আমি তাকে আসার অনুমতি দিলাম। সে এসে বসল এবং আমার সাথে কাঁদতে আরম্ভ করল। তিনি বলেন, আমরা ক্রন্দরত ছিলাম, ঠিক এ সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে এসে সালাম করলেন এবং আমাদের পাশে বসে গেলেন।

হযরত আয়েশা রা. বলেন, অপবাদ রটানোর পর আমার কাছে এসে এভাবে তিনি আর কখনো বসেননি। এদিকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ একমাস কাল অপেক্ষা করার পরও আমার বিষয়ে তাঁর নিকট কোন ওহী আসেনি।

আয়েশা রা. বলেন, বসার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালিমা শাহাদাত পড়লেন। এরপর বললেন, যা হোক, আয়েশা! তোমার সম্বন্ধে আমার কাছে অনেক কথাই পৌঁছেছে, যদি তুমি এর থেকে মুক্ত হও তাহলে শীঘ্রই আল্লাহ্ তোমাকে এ অপবাদ থেকে মুক্ত করে দেবেন। আর যদি তুমি কোন গুনাহ্ করে থাক তাহলে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তার নিকট তওবা কর। কেননা, বান্দা গুনাহ স্বীকার করে তওবা করলে আল্লাহ্ তা'আলা তার তওবা কবুল করেন। হযরত আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কথা বলে শেষ করলে আমার অশ্রুপাত বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি এক ফোঁটা অশ্রুও আমি আর অনুভব করলাম না। তখন আমি আমার আব্বাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলছেন আমার পক্ষ হতে আপনি তার জবাব দিন। আমার আব্বা বললেন, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ সা-কে কি জবাব দিব আমি তা জানি না। তখন আমি আমার আম্মাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলছেন, আপনি তার জবাব দিন। আম্মা বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! রাসূলুল্লাহ্ সা-কে কি জবাব দিব আমি তা জানি

না। তখন আমি ছিলাম অল্প বয়স্কা কিশোরী। কুরআনও বেশি পড়তে পারতাম না। তথাপিও এ অবস্থা দেখে আমি নিজেই বললাম, আমি জানি আপনারা এ অপবাদের ঘটনা শুনেছেন, আপনারা তা বিশ্বাস করেছেন এবং বিষয়টি আপনাদের মনে সুদৃঢ় হয়ে আছে এবং আপনারা তা সত্যায়ন করেছেন। এখন যদি আমি বলি যে, এর থেকে আমি পবিত্র এবং আমি নিষ্কলুষ তাহলে আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আমি এ অপরাধের কথা স্বীকার করে নেই যা সম্পর্কে আল্লাহ্ জানেন যে, আমি এর থেকে পবিত্র, তাহলে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন। আল্লাহর কসম, আমি ও আপনারা যে অবস্থার শিকার হয়েছি এর জন্য (নবী) ইউসুফ আ-এর পিতার (ইয়াকুব আ.-এর) কথার উদাহরণ ব্যতীত আমি কোন উদাহরণ খুঁজে পাচ্ছি না। তিনি বলেছিলেন ঃ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ الخ "সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই উত্তম। তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে আল্লাহ্ই একমাত্র আমার আশ্রয়স্থল।"

এরপর আমি মুখ ফিরিয়ে আমার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম (কারণ, আমি অসুস্থ এবং দুর্বল ছিলাম।) আল্লাহ্ তা'আলা জানেন যে, সে মুহূর্তেও আমি সম্পূর্ণ পবিত্র ও দোষমুক্ত ছিলাম। অবশ্যই আল্লাহ্ আমার পবিত্রতা প্রকাশ করে দেবেন আমি সতী থাকার কারণে (এ কথার প্রতি আমার বিশ্বাস ছিল) তবে আল্লাহ্র কসম, আমি কখনো ধারণা করিনি যে, আমার ব্যাপারে আল্লাহ্ ওহী নাযিল করবেন, যা সর্বদা পঠিত হবে (অর্থাৎ কুরআন শরীফের আয়াত)। আমার ব্যাপারে আল্লাহ্ নিজে কোন কথা বলবেন, আমি নিজেকে এতখানি যোগ্য মনে করিনি, বরং আমি নিজেকে এর চেয়ে অধিক অযোগ্য বলে মনে করতাম। তবে আমি আশা করতাম যে, হয়তো রাসূলুল্লাহ্ সা-কে এমন স্বপ্ন দেখানো হবে, যার দ্বারা আল্লাহ্ আমার পবিত্রতা প্রকাশ করে দেবেন। আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনো তাঁর বসার জায়গা ছাড়েননি এবং ঘরের লোকদের থেকেও কেউ ঘর থেকে বাইরে যাননি। এমতাবস্থায় তাঁর উপর ওহী নাযিল হতে শুরু হল। ওহী নাযিল হওয়ার সময় তাঁর যে বিশেষ কষ্ট হত তখনও সে অবস্থা তাঁর হল। এমনকি প্রচণ্ড শীতের দিনেও ওহীর ভারত্বের কারণে তাঁর দেহ থেকে মোতির দানার মত বিন্দু বিন্দু ঘাম গড়িয়ে পড়ত। এটা ঐ বাণীর গুরুভারের কারণে, যা তাঁর প্রতি নাযিল হচ্ছে।

আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ অবস্থা দূরীভূত হলে তিনি হাসিমুখে প্রথমে যে কথাটি বললেন, তা হল, আয়েশা! আল্লাহ্ তোমার পবিত্রতা জাহির করে দিয়েছেন। হযরত আয়েশা রা. বলেন, এ কথা শুনে আমার আম্মা আমাকে বললেন, তুমি উঠে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্য দাঁড়াও। আমি বললাম, আল্লাহর কসম, আমি এখন তাঁর সামনে দাড়াব না। মহান আল্লাহ্ ব্যতীত আমি কারো প্রশংসা করব না (কেননা, তিনি আমার দোষমুক্তির বার্তা নাযিল করেছেন)।

হযরত আয়েশা রা. বললেন, আল্লাহ্ (আমার পবিত্রতা ঘোষণা করে) যে দশটি আয়াত নাযিল করেছেন, তা হ'ল এই, اِنَّ الَّذِيْنَ جَاۤءُوْا بِالْاِفْكِ الخ "যারা এ অপবাদ রটনা করেছে (তারা তো তোমাদেরই একটি দল; এ ঘটনাকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না; বরং এও তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে তাদের কৃত পাপকর্মের ফল এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার জন্য আছে কঠিন শাস্তি। এ কথা শোনার পর মু'মিন পুরুষ এবং নারীগণ কেন নিজেদের বিষয়ে সৎ ধারণা করেনি এবং বলেনি, এটা তো সুস্পষ্ট অপবাদ। তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, সেহেতু তারা আল্লাহর বিধানে মিথ্যাবাদী। দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমরা যাতে লিপ্ত ছিলে তার জন্য কঠিন শাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করত। যখন তোমরা মুখে মুখে এ মিথ্যা ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না এবং যাকে তোমরা তুচ্ছ ব্যাপার বলে ভাবছিলে, অথচ আল্লাহর কাছে তা ছিল খুবই গুরুতর ব্যাপার এবং এ কথা শোনামাত্র তোমরা কেন বললে না যে, এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের জন্য উচিত নয়। আল্লাহ্ পবিত্র,

মহান! এ তো এক গুরুতর অপবাদ। আল্লাহ্ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক তাহলে কখনো অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করবে না, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বিবৃত করেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখিরাতের মর্মন্তুদ শাস্তি। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউই অব্যাহতি পেত না। আল্লাহ্ দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু। (২৪ ঃ ১১-২০)

এরপর আমার পবিত্রতা ঘোষণা করে আল্লাহ্ এ আয়াতগুলো নাযিল করলেন। আত্মীয়তা এবং দারিদ্রের কারণে আবু বকর সিদ্দীক রা. মিস্তাহ্ ইবনে উসাসাকে আর্থিক ও বৈষয়িক সাহায্য করতেন। কিন্তু হযরত আয়েশা রা. সম্পর্কে তিনি যে অপবাদ রটিয়েছিলেন (অর্থাৎ, তিনিও অপবাদ আরোপকারীদের একজন ছিলেন) এ কারণে আবু বকর সিদ্দীক রা. কসম করে বললেন, আমি আর কখনো মিসতাহকে আর্থিক কোন সাহায্য করব না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন– وَلَا يَاتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ .... غَفُورٌ رَحِيمٌ পর্যন্ত। তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহ্র রাস্তায় যারা গৃহত্যাগ করেছে তাদেরকে কিছুই দিবে না। তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে এবং তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। শোন! তোমরা কি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করেন? আল্লাহ্ ক্ষমাশীল; পরম দয়ালু। (২৪ ঃ ২২)

(এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর) হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. বলে উঠলেন, হ্যাঁ, আল্লাহ্র কসম! অবশ্যই আমি পছন্দ করি যেন আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করে দেন। এরপর তিনি মিসতাহ্ রা-এর জন্য যে অর্থ খরচ করতেন তা পুনঃ দিতে শুরু করলেন এবং বললেন, আল্লাহ্র কসম, আমি তাঁকে এ অর্থ দেওয়া আর কখনো বন্ধ করব না।

হযরত আয়েশা রা. বললেন, আমার এ বিষয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়নাব বিনতে জাহাশ রা.-কেও জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি যায়নাব রা-কে বলেছিলেন, তুমি আয়েশা রা. সম্পর্কে কী জান অথবা বলেছিলেন তুমি কী দেখেছ? (অর্থাৎ, তোমার কি মত) তখন উম্মুল মু'মিনীন যায়নাব রা. বলেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি আমার চোখ ও কানকে সংরক্ষণ করেছি। (যে তার দিকে অবাস্তব কিছু সম্বন্ধ করবনা।) আল্লাহ্র কসম! আমি তাঁর সম্পর্কে ভাল ছাড়া আর কিছুই জানি না। হযরত আয়েশা রা. বলেন, নবী করীম সা-এর স্ত্রীগণের মধ্যে তিনি আমার সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। (সৌন্দর্য ও বংশগত দিক দিয়ে) আল্লাহ্ তাঁকে আল্লাহ্-ভীতির ফলে (এই অপবাদে অংশগ্রহণ থেকে) রক্ষা করেছেন। হযরত আয়েশা রা. বলেন, অথচ তাঁর বোন হামনা রা. তাঁর পক্ষ অবলম্বন করে অপবাদ রটনাকারীদের মত অপবাদ রটনা করে বেড়াচ্ছিলেন। ফলে তিনি ধ্বংসপ্রাপ্তদের সাথে ধ্বংস হয়ে গেলেন।

বর্ণনাকারী ইবনে শিহাব র. বলেন, এই হল সেই হাদীসের বিশদ বিবরণ যা সকল রাবীদের কাছ হতে আমার নিকট পৌঁছেছে।

উরওয়া র. বলেন, হযরত আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কসম! যে ব্যক্তি (সাফওয়ান ইবনে মুয়া'ত্তাল) সম্পর্কে অপবাদ দেওয়া হয়েছিল, তিনি এসব কথা শুনে (অর্থাৎ, তার উপর আরোপিত অপবাদ শুনে) বলতেন, আল্লাহ্ মহান। ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, আমি কোন (পর) স্ত্রীলোকের কাপড় খুলেও কোনদিন দেখিনি। হযরত আয়েশা রা. বলেন, এই ঘটনার পরে তিনি আল্লাহ্র পথে শাহাদত লাভ করেছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ অপবাদ সংক্রান্ত এ হাদীসটি বুখারীতে ৩৫৯ পৃষ্ঠায়, বিস্তারিতভাবে ৩৬৩ – ৩৬৫, ৫৯৩ এবং ৬৯৬ পৃষ্ঠায় এসেছে।

শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট।

فِى غَزْوَة ঃ উদ্দেশ্য বনু মুসতালিক যুদ্ধ। এটাকে মুরাইসী' যুদ্ধও বলে, যার বিস্তারিত বিবরণ বনু মুসতালিক যুদ্ধে এসছে। مِنْ جَزْعِ ظَفَارٍ ঃ

جَزْعٍ জীমের উপর যবর, যায়ের উপর জযম। ঝিনুক পাথরের রং।

جَزْعٍ শব্দটি ظَفَارٍ এর দিকে মুযাফ হয়েছে। জিফার হল, ইয়ামানের একটি শহর।

حَمْنَة হায়ের উপর যবর, মীমের উপর জযম, নূন সহকারে। বিনতে জাহ্শ। তিনি মুসআব ইবনে উমাইর রা.-এর স্ত্রী ছিলেন। তাঁর স্বামী থাকা অবস্থায় উহুদ যুদ্ধে তাঁকে শহীদ করে দেয়া হয়। অতঃপর তাঁকে বিয়ে করেন তালহা ইবনে আবদুল্লাহ রা.।

نَقِهْتُ ঃ কাফের উপর যবর এবং যের উভয়টিই হতে পারে। অর্থাৎ, আমি যখন রোগ থেকে সেরে উঠলাম। অর্থাৎ, শব্দটি بَاب فَتَحَ وَسَمِعَ حِينَ اَفَقْتُ . مِنَ الْمَرَضِ থেকে। এর অর্থ হল সুস্থ্যতা লাভ করা এবং দুর্বলতা অবশিষ্ট থাকা।

كَيْفَ تِيكُمْ ঃ تَا এবং تِهِ ইসমে ইশারা স্ত্রী লিঙ্গের জন্য ব্যবহৃত হয়। সম্বোধনের জন্য কাফ মিলানো হয়। বলা হয় تِيكَ . تِيكُمَا . تِيكُمْ।

كُنُف ঃ কাফ এবং নূন উভয়টিতে পেশ। كَنِيف এর বহুবচন। এর প্রয়োগও সেসব দেয়াল ও গর্তের উপর হয় যেগুলো গোপন করতে পারে (আড়াল), পায়খানা।

هَنْتَاه ঃ হায়ের উপর যবর, নূনের উপর জযম ও যবর উভয়টিই হতে পারে। শেষের হায়ে পেশও দেয়া হয়, আবার জযমও দেয়া হয়। এ শব্দটি نِدَاء এর সাথে খাস। এর অর্থ হল, হে অমুক! আর কেউ কেউ বলেছে, بَلْهَاءُ। প্রকাশ থাকে যে, بَاب سَمِعَ بَلَهَ থেকে بَلَهًا وَبَلَاهَةً এর অর্থ হল, দুর্বল বিবেকের অধিকারী হওয়া, দুর্বল রায়ের অধিকারী হওয়া। সীগায়ে সিফাত اَبْلَهَ। স্ত্রী লিঙ্গ بَلْهَاءُ

أَهْلَكَ ঃ আল্লামা কিরমানী র. বলেছেন, এতে রফা, নসব উভয়টিই হতে পারে। আমি বলব, রফার কারণ হল, এটি মুবতাদা, এর খবর উহ্য। মূলত ইবারতটি ছিল هِيَ اَهْلَكَ مَا بِهَا شَيْئٌ। নসবের কারণ হল, এতে اَلْزِم উহ্য রয়েছে।

لَمْ يُضَيِّقِ اللّٰهُ عَلَيْكَ ঃ হযরত আলী রা. এর উক্তি। هٰذَا لَمْ يَكُنْ عَدَاوَةً وَلَا بُغْضًا وَلٰكِن لِمَارَأٰى اِنْزِعَاجُ النَّبِى ﷺ بِهٰذَا الاَمْرِ تَقَلْقُه ঃ এর দ্বারা উদ্দেশ্য, তার অন্তরকে প্রশান্তি দেয়া, বিষয়টিকে তাঁর নিকট সহজ করে দেয়া।

বিস্তারিত আলোচনা ও ব্যাখ্যার জন্য অপবাদের ঘটনা দ্রষ্টব্য।

٣٨٣٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَمْلٰى عَلَيَّ هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ مِنْ حِفْظِهِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ قَالَ لِى الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ اَبَلَغَكَ اَنَّ عَلِيًّا كَانَ فِيمَنْ قَذَفَ عَائِشَةَ، قُلْتُ لَاوَلٰكِنْ قَدْ اَخْبَرَنِى رَجُلَانِ مِنْ قَوْمِكَ اَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَاَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ عَائِشَةَ رضى قَالَتْ لَهُمَا كَانَ عَلِيٌّ مُسَلِّمًا فِى شَأْنِهَا . فَرَاجَعُوهُ ، فَلَمْ يَرْجِعْ وَقَالَ مُسَلِّمًا بِلَاشَكٍّ فِيهِ وَعَلَيْهِ كَانَ فِى اَصْلِ الْعَتِيقِ كَذَالِكَ .

৩৮৩৬/১৭৭. আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মাদ র. ...... হযরত যুহরী র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, ওয়ালীদ ইবনে আবদুল মালিক (ইবনে মারওয়ান উমরী) র. আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার নিকট কি এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, হযরত আয়েশা রা-এর প্রতি অপবাদ আরোপকারীদের মধ্যে হযরত আলী রা-ও শামিল ছিলেন? আমি বললাম, না, তবে আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান ও আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান ইবনে হারিস নামক তোমার গোত্রের দুই ব্যক্তি আমাকে জানিয়েছে যে, হযরত আয়েশা রা. তাদের দু'জনকে বলেছেন যে, আলী রা. তার ব্যাপারে স্বীকৃতি দানকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। (অর্থাৎ, অপবাদ শুনে নীরব ছিলেন। মুখলিস সাহাবায়ে কিরামের ন্যায় অপবাদকারীদের রদ করেননি যে, এটা হযরত সিদ্দীকা রা. এর প্রতি অপবাদ ও ডাহা মিথ্যা। বরং হযরত আলী রা. নিরপেক্ষ ছিলেন।)

অতঃপর বর্ণনাকারীগণ হযরত যুহরী র. এর নিকট আরও যাচাইয়ের জন্য দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন, তখন যুহরী র. কোন উত্তর দিলেন না। যুহরী নিঃসন্দেহে مُسَلِّمًا শব্দ বর্ণনা করেছেন। (অর্থাৎ مُسِيْئًا এর স্থলে) এবং عَلَيْهِ শব্দ তিনি বৃদ্ধি করেছেন। তথা যুহরী র. ওয়ালীদকে তাছাড়া অতিরিক্ত উত্তর দেননি।

ব্যাখ্যা ঃ فَرَا جَعُوهُ ঃ আল্লামা কিরমানী র. এবং আল্লামা আইনী র. বলেন, বর্ণনাকারীগণ বারবার যুহরীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। فَلَمْ يَرْجِعْ ঃ অর্থাৎ, যুহরী ওয়ালীদকে কোন উত্তর দেননি। এর কারণ, প্রবল ধারণা অনুযায়ী এই যে, ওয়ালীদ শাসক ছিলেন। যদি অন্য কেউ হত তাহলে যুহরী কিছুটা কঠোর ভাষা ব্যবহার করতেন। প্রকাশ থাকে যে, আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের চার ছেলে ছিলেন– সুলাইমান, হিশাম, ওয়ালীদ ও ইয়াযীদ। প্রথম দু'জন নেককার, শেষোক্ত দু'জন খবীস। অবশ্য তারা সবাই ছিলেন খলীফা। (ফয়যুল বারী ঃ ৪/১০৮)

ফাতহুল বারী গ্রন্থকার আল্লামা হাফিজ আসকালানী র. বলেন, আমার ধারণা মতে, বারবার জিজ্ঞেস করার সম্পর্ক হিশাম ইবনে ইউসুফের সাথে। অর্থাৎ, শিষ্যরা হিশাম ইবনে ইউসুফের নিকট আরও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ চেয়েছেন। তখন তিনি কোন উত্তর দেননি।

مُسَلَّمًا ঃ এ শব্দটিতে তিনটি রেওয়ায়াত রয়েছে–

১। তাশদীদ যুক্ত লামে যের। এমতাবস্থায় এটি تَسْلِيْم থেকে গৃহীত হবে। অর্থ হবে হযরত আলী রা. অপবাদ স্বীকারকারী ছিলেন। অর্থাৎ, তিনি অপবাদকারীদের কথা প্রত্যাখ্যান করেননি। বরং নীরব থাকেন।

২। লামের উপর যবর। অর্থাৎ, হযরত আলী রা. হযরত আয়েশা রা. এর ব্যাপারে সম্পূর্ণ দোষমুক্ত ও নিরাপদ ছিলেন। অপবাদকারীদের দলে অংশগ্রহণ করেননি।

৩। এক রেওয়ায়াতে শব্দ আছে مُسِيْئًا অর্থাৎ, হযরত আলী রা. ছিলেন ভুলের শিকার। কারণ, অপবাদকারীদের উক্তি জোরদারভাবে খণ্ডন ও রদ করেননি। হযরত উসামা রা. যেমন পরিষ্কারভাবে বলেছেন, হযরত আয়েশা রা. আপনার অর্ধাঙ্গিণী। তাঁর সম্পর্কে আমরা ভাল ছাড়া আর কিছু জানি না, হযরত আলী রা. এরূপ পবিত্রতা পেশ করেননি। বরং হযরত আলী রা. এর দৃষ্টি ছিল শুধু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চিন্তা-পেরেশানীর প্রতি। এজন্য তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলেন, يَا رَسُولَ اللّٰهِ! لَمْ يُضَيِّقِ اللّٰهُ عَلَيْكَ। অর্থাৎ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি সংকীর্ণতা সৃষ্টি করেননি। রমণী অনেক আছে, কোন কমতি নেই। বিচ্ছেদ আপনার এখতিয়ারে। কিন্তু প্রথমে ঘরের বাঁদীর নিকট যাচাই করুন। সে আপনাকে সম্পূর্ণ সত্য কথা বলে দিবে।

মোটকথা, হযরত আলী রা. কখনও অপবাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। হযরত আলী রা. এর নীরবতার ফলে কিছুসংখ্যক মারওয়ানীর বিকৃতি ও অপব্যাখ্যার সুযোগ হাতে এসেছে। এই নীরবতা ও জোড়ালো রদ না করার কারণে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. এর মনে কিছুটা কুধারণা সৃষ্টি হয়েছিল। যার কারণ সম্পূর্ণ স্পষ্ট ছিল।

সেটি হল কমবয়স্কা হওয়া। তদ্বারা এত বড় অপবাদের ফলে সামান্য থেকে সামান্যতম সন্দেহের কারণে কু-ধারণা সৃষ্টি হওয়া কোন অযৌক্তিক নয়। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রা. এবং অন্যান্য পুত-পবিত্র স্ত্রীর প্রতি অপবাদকারীদের হুকুম কুরআন মজীদের এ সব আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর যে ব্যক্তি সাইয়্যিদুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পুত-পবিত্র অর্ধাঙ্গিণী–আসমান থেকে পুত-পবিত্র বলে যার সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে– সে আয়েশা সিদ্দীকা রা. এর প্রতি অপবাদ দিবে, সে উম্মতের সর্বসম্মতিক্রমে কাফির ও মুরতাদ। কারণ, সে সুস্পষ্টভাবে কুরআনে কারীমকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী ও তা অস্বীকারকারী। যেমনিভাবে হযরত মরিয়ম সিদ্দীকা বিনতে ইমরান আ. এর পবিত্রতা সম্পর্কে সন্দেহ করা কুফরী, এরূপভাবে আয়েশা সিদ্দীকা বিনতে উম্মে রুমানের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কেও সংশয় রাখা নিঃসন্দেহে কুফরী। যেরূপভাবে কল্যাণহীন-অশুভ ব্যর্থ ইয়াহুদীরা হযরত মরিয়ম সিদ্দীকা আ. এর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করার ফলে অভিশপ্ত ও ক্রোধাপতিত হয়েছে, তেমনিভাবে রাফিযী শিয়ারা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা বিনতে সিদ্দীকের প্রতি অপবাদ আরোপের কারণে অভিশপ্ত ও ক্রোধাপতিত হয়েছে। সিদ্দীকা রা.-এর প্রতি অপবাদ আরোপকারীরা হল, উম্মতে মুহাম্মদীয়ার ইয়াহুদী।

কোন এক রাফিযী আহলে বাইতের কোন এক ইমামের সামনে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. এর প্রতি ভর্ৎসনা করল। তিনি তৎক্ষণাৎ স্বীয় গোলামকে তার গর্দান উড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন এবং বলেন–

هٰذَا رَجُلٌ طَعَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى الْخَبِيْثَاتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبَاتِ، اُولٰئِكَ مُبَرَّؤُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ ـ فَاِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ خَبِيْثَةً فَالنَّبِيُّ ﷺ خَبِيْثٌ فَهُوَ كَافِرٌ، فَاضْرِبُوْا عُنُقَهُ، فَضَرَبُوْا عُنُقَهُ وَاَنَا حَاضِرٌ ـ

"যে ব্যক্তি হযরত আয়েশা রা. এর প্রতি অপবাদ দিল, বস্তুত সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি ভর্ৎসনা করল। কারণ, আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ রয়েছে, খবীস রমণী খবীস পুরুষের জন্য .... । অতএব, নাউযুল্লিাহ, যদি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. খবীস হন তবে নাউযুবিল্লাহ, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরও অবশ্যই খবীস হওয়া আবশ্যক হবে। আর যে খবীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে খবীস বলবে সে নিঃসন্দেহ কাফির এবং হত্যাযোগ্য। অতএব তার গর্দান উড়িয়ে দাও। এই বাণীর পর সে রাফিযীর গর্দান উড়িয়ে দেয়া হয়। তার গর্দান যখন উড়িয়ে দেয়া হয় তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম।' (রেওয়ায়াত লালকাঈর)

এরূপভাবে হাসান ইবনে যায়েদ রা. এর সামনে এক ইরাকী উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.-এর শানে বাজে বকতে আরম্ভ করে। তখনই হযরত হাসান ইবনে যায়েদ উঠে প্রচণ্ড জোরে এক ডাণ্ডা দিয়ে তার মাথায় আঘাত হানেন। সাথে সাথে মাথার মগজ বেরিয়ে যায়। ফলে দুনিয়া থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করে। (আসসারিমুল মাসলূল আলা শাতিমির রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম– হাফিজ ইবনে তাইমিয়া র.)

এমনিভাবে পবিত্র সহধর্মিণীগণ সম্পর্কে কু-ধারণা পোষণকারীও কাফির এবং তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। যেমন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পূর্বোক্ত বক্তব্য দ্বারা স্পষ্ট হয় যে তিনি প্রকাশ্যে মিম্বরে ইরশাদ করেছেন।

يَامَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ! مَنْ يَعْذِرُنِيْ مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَنِيْ اَذَاهُ فِيْ اَهْلِ بَيْتِيْ ـ

"হে মুসলিম সম্প্রদায়! কে আছে যে, এই শত্রুর মুকাবিলায় আমার সাহায্য করবে যে, আমাকে আমার পরিবার বিষয়ে কষ্ট দিয়েছে।"

এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায়, যে ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিবারের মধ্য থেকে কারও ব্যাপারে কোন অপবিত্র শব্দ জবান থেকে বের করে চাই তিনি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. ই হোন অথবা অন্য কোন সহধর্মিণী– সেটা তাঁর জন্য কষ্ট-তাকলিফের কারণ। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রাসূলকে কষ্ট দেয় সে নিঃসন্দেহে কাফির। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا ـ اِلٰى قَوْلِهٖ تَعَالٰى مَلْعُوْنِيْنَ اَيْنَمَا ثُقِفُوْا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا الاية ـ

বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য আসসারিমুল মাসলূল ঃ ৪১–৫০।

'কে আছে যে, আমাকে সে ব্যক্তির মুকাবিলায় সাহায্য করবে যে, আমাকে আমার পরিবারের ব্যাপারে কষ্ট দিয়েছেন'– প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ কথা বলার সাথে সাথেই হযরত সা'দ ইবনে মুআয রা. দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা তাকে হত্যা করার জন্য মনে-প্রাণে উপস্থিত।

এ কারণেই উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে এক মত যে, যে ব্যক্তি সাধারণ মুসলমানদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ দিবে সে ফাসিক ও বদকার। আর যে খবীস তার খবীসীপনার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর পবিত্র স্ত্রীগণের প্রতি অপবাদ দিবে সে নিঃসন্দেহে মুরতাদ ও কাফির।

তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রীগণকে কুরআনে কারীমে উম্মাহাতুল মু'মিনীন (মুসলমানদের জননী) আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗ اُمَّهَاتُهُمْ ـ

'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানদারদের নিকট তাদের প্রাণ অপেক্ষা নিকটতর। নবীর স্ত্রীগণ ঈমানদারদের জননী'।

নাউযুবিল্লাহ..... আল্লাহ্ তা'আলা কোন ভ্রষ্টা এবং বদকার মহিলাকে এ মহান উপাধিতে স্বীয় অবিনশ্বর কালামে ভূষিত করতে পারেন? কখনোও নয়, কক্ষনোও নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর উক্তি রয়েছে– مَابَغَتْ اِمْرَأَةُ نَبِىٍّ قَطُّ কোন নবীর স্ত্রী কখনও ব্যাভিচার করেননি। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

তাছাড়া, যে নবীকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রেরণ করা হয়েছে জাহিরী -বাতিনী-অশ্লীলতার মূল উৎপাটনের উদ্দেশ্যে এবং তিনি দুনিয়াতে এসে কয়েক দিনের মধ্যেই একটি পূর্ণমহাদেশ এবং রাষ্ট্রের আত্মমর্যাদাবোধহীনতা, নির্লজ্জতাকে লাজুকতা ও আত্মমর্যাদাবোধ দ্বারা এবং তাদের অপকর্মকে পবিত্রতা দ্বারা বদলে ফেলেছেন, এরূপ পবিত্র ও মনোনীত পাক-পবিত্র রাসূল সম্পর্কে কি এই কল্পনা হতে পারে যে, নাউযুবিল্লাহ...... তাঁর পরিবারই তা থেকে পবিত্র হননি। সুবহানাল্লাহ! এটা ডাহা মিথ্যা অপবাদ। সুস্পষ্ট মিথ্যাচার।

তাছাড়া, আল্লাহ জাল্লা শানুহু যাকে নবুওয়াত-রিসালাত, প্রেম-ভালবাসা ও দানের মহান পদমর্যাদায় সমাসীন করেছেন এবং স্বীয় মনোনীত মুকাদ্দাস– পবিত্র, সন্তোষভাজন ও নির্বাচিত পছন্দনীয় বান্দা বানিয়েছেন। জিবরাঈল ও মিকাঈল পবিত্রতা এবং মালাকিয়তকে তার দ্বিতীয় এবং সহকারী বানিয়েছেন। তাঁর পবিত্রতার শানের পরিপন্থী হল– সমস্ত মাখলুকের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ও সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী স্ত্রীত্ব ও সঙ্গদানের জন্য কোন খবীস ও

অপকর্মকারিণীকে নিযুক্ত করে দেয়া। এ কারণে আল্লাহ্ তা'আরা ইরশাদ করেছেন–

وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُم مَا يَكُونُ لَنَا اَنْ نَتَكَلَّمَ بِهٰذَا سُبْحَانَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ـ

'তোমরা শুনামাত্রই কেন বললে না যে, আমাদের জন্য এরূপ কোন কথা মুখে উচ্চারণ করাই সঙ্গত নয়। তোমাদের বলা উচিত ছিল পবিত্রতা তোমার। এটাতো মহা অপবাদ।' (–সূরা নূর)

এ স্থানে সুবহানাকা শব্দ এনে ইঙ্গিত করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা পুত-পবিত্র। তাঁর পবিত্র রাসূলের স্ত্রী ব্যাভিচারিণী বানাতে পারেন না। অতএব, তোমাদের জন্য ফরয ও আবশ্যক হল, এটা শুনা মাত্রই سُبْحَانَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ বলা। যেমন– হযরত সা'দ ইবনে মুআয, আবু আইউব আনসারী এবং যায়েদ ইবনে হারিসা রা. এ সংবাদ শুনা মাত্রই তৎক্ষণাৎ তাদের মুখ থেকেই এ কথা মুখনিঃসৃত হল– سُبْحَانَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ। (দুররে মনসূর ঃ ৫/৩৪)

ফাতহুল বারীতে হযরত আবু আইউব আনসারী এবং সা'দ ইবনে মুআয রা. ছাড়া যায়েদ ইবনে হারিসার পরিবর্তে হযরত উসামা রা. এর নাম উল্লেখিত হয়েছে।

মোটকথা, উদ্দেশ্য হল– নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রীর ব্যাপারে যে এরূপ অশোভনীয় কথা বলবে তার দিকে তাকানই জায়েয নেই। কারও স্ত্রীকে বদকার ও পাপাচারিণী বলার অর্থ হল– তার স্বামী দায়ূস। যে ব্যক্তি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. কে অভিযুক্ত মনে করে সে যেন মনে করে পর্দার আড়ালে পবিত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সে কি বলছে? যার কল্পনা করলেও অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে।

(সীরাতে মুস্তফা ঃ প্রথম খণ্ড)

٣٨٣٧. حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدُ ابْنُ اِسْمَاعِيْلَ ابْنِ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ الْمُغِيْرَةَ الْجُعْفِىُّ رحمة الله عليه قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى ابْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْعَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَسْرُوْقُ بْنُ الاَجْدَعِ ، قَالَ حَدَّثَتْنِىْ اُمُّ رُوْمَانَ وَهِىَ اُمُّ عَائِشَةَ رضى الله عنهما قَالَتْ بَيْنَا اَنَا قَاعِدَةٌ اَنَا وَعَائِشَةُ اِذْ وَلَجَتْ اِمْرَأَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ، فَقَالَتْ فَعَلَ اللّٰهُ بِفُلَانٍ وَفَعَلَ، فَقَالَتْ اُمُّ رُوْمَانَ وَمَا ذَاكَ؟ قَالَتْ اِبْنِىْ فِيْمَنْ حَدَّثَ الْحَدِيْثَ، قَالَتْ وَمَا ذَاكَ؟ قَالَتْ كَذَا وَكَذَا ـ قَالَتْ عَائِشَةُ رض سَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ؟ قَالَتْ نَعَمْ ، قَالَتْ وَاَبُوْ بَكْرٍ؟ قَالَتْ نَعَمْ ، فَخَرَّتْ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا، فَمَا اَفَاقَتْ اِلَّا وَعَلَيْهَا حُمّٰى بِنَافِضٍ، فَطَرَحْتُ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا فَغَطَّيْتُهَا، فَجَاءَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ مَاشَانُ هٰذِهِ؟ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اَخَذَتْهَا الْحُمّٰى بِنَافِضٍ، قَالَ فَلَعَلَّ فِىْ حَدِيْثٍ تُحَدِّثَ بِهِ ؟ قَالَتْ نَعَمْ، فَقَعَدَتْ عَائِشَةُ رض فَقَالَتْ وَاللّٰهِ لَئِنْ حَلَفْتُ لَاتُصَدِّقُوْنِّىْ، وَلَئِنْ قُلْتُ لَاتَعْذِرُوْنِّىْ ، مَثَلِىْ وَمَثَلُكُمْ كَيَعْقُوْبَ وَبَنِيْهِ، وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ، قَالَتْ فَانْصَرَفَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عُذْرَهَا ، قَالَتْ بِحَمْدِ اللّٰهِ لَابِحَمْدِ اَحَدٍ وَلَا بِحَمْدِكَ ـ

৩৮৩৭/১৭৮. মূসা ইবনে ইসমাঈল র. ..... হযরত আয়েশা রা-এর মা উম্মে রুমান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও আয়েশা রা. বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় একজন আনসারী মহিলা আসল (এসে অনুমতি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল।) বলতে লাগল, আল্লাহ্ অমুককে ধ্বংস করুন। (অর্থাৎ, অপবাদ আরোপকারীদের জন্য বদদোয়া করলেন।) এ কথা শুনে উম্মে রুমান রা. বললেন, তুমি কি বলছ? সে বলল, যারা এ কথা (অর্থাৎ, অপবাদ সৃষ্টি করেছে) রটিয়েছে তাদের মধ্যে আমার ছেলেও আছে। উম্মে রুমান রা. পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, কি অপবাদ রটিয়েছে? সে বলল এই এই অপবাদ রটিয়েছে (অপবাদ আরোপকারীদের কথা বর্ণনা করলেন।) হযরত আয়েশা রা. বললেন, (এ কথা কি) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনেছেন? সে বলল, হ্যাঁ। হযরত আয়েশা রা. বললেন, আবু বকর (আমার পিতা)ও কি শুনেছেন? সে বলল, হ্যাঁ। এ কথা শুনে হযরত আয়েশা রা. বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। হুঁশ ফিরে আসলে তাঁর কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসল। এরপর আমি তার কাপড় দিয়ে তাঁকে ঢেকে দিলাম। এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর কি অবস্থা? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাঁর কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসেছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হয়তো সে অপবাদের কারণে যা আলোচিত হচ্ছে। তিনি বললেন, হ্যাঁ। এ সময় হযরত আয়েশা রা. উঠে বসলেন এবং বললেন, আল্লাহ্র কসম! (আমার পবিত্রতার ব্যাপারে) আমি যদি কসম করি, তাহলেও আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না, আর যদি আমি ওযর পেশ করি (যে আমার হার হারানোর কারণে সেনাদলের পিছনে রয়ে গিয়েছিলাম।) তবুও আমার ওযর আপনারা কবুল করবেন না, আমার এবং আপনাদের উদাহরণ নবী ইয়াকুব আ. এবং তাঁর ছেলেদের মতই। তিনি বলেছিলেন, "তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে আল্লাহ্ই একমাত্র আমার সাহায্যস্থল।" উম্মে রুমান রা. বলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কিছু না বলেই চলে গেলেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর [আয়েশা রা.-এর] পবিত্রতা বর্ণনা করে আয়াত নাযিল করলেন। হযরত আয়েশা রা. বললেন, একমাত্র আল্লাহ্রই প্রশংসা করি-শুকরিয়া জানাই আর কারো না, আপনারও না।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট। কারণ, এ হাদীসের সাথে সম্পর্ক হল, অপবাদের ঘটনা সংক্রান্ত বিস্তারিত ও সুদীর্ঘ হাদীসের। দ্রষ্টব্য হাদীস নং ১৭৬।

এ হাদীসটি ৪৭৯ নং পৃষ্ঠায়ও এসেছে।

٣٨٣٨. حَدَّثَنِى يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها كَانَتْ تَقْرَأُ : اِذْ تَلِقُوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُ الْوَلْقُ الْكَذِبُ ـ قَالَ ابْنُ اَبِى مُلَيْكَةَ وَكَانَتْ اَعْلَمَ مِنْ غَيْرِهَا بِذَالِكَ ، لِاَنَّهٗ نَزَلَ فِيْهَا ـ

৩৮৩৮/১৭৯. ইয়াহ্ইয়া রা. .... হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত যে, তিনি (সূরা নূরের) আয়াতাংশ تَلِقُوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ পড়তেন (লামের নিচে যের, তাশদীদ বিহীন কাফের উপর পেশ) এবং বলতেন وَلْق অর্থ اِذْتَلِقُوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ (অর্থাৎ, যখন তোমরা স্বীয় জবানে মিথ্যা বলতে আরম্ভ কর)। ইবনে আবু মুলাইকা র. বলেছেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যা হযরত আয়েশা রা. অন্যদের চাইতে বেশি জানতেন। কেননা, এ আয়াত তারই ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল হল, اِذْ تَلَقُّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ দ্বারা সে অপবাদই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, এ রেওয়ায়াতটি সে সুদীর্ঘ ও বিস্তারিত রেওয়ায়াতের সংক্ষেপ। تَلِقُوْنَهٗ ঃ হযরত আয়েশা রা. এর কিরাআতের ছুরতে وَلْق থেকে গৃহীত হবে। بَابْ ضَرَبَ وَلْق وَلْقًا মানে মিথ্যা বলা, তাড়াতাড়ি মিথ্যাচার করা। تَلِقُوْنَ আসলে শব্দটি ছিল تَوْلِقُوْنَ। يَعِدُ এবং تَعِدُ এর মূলনীতি অনুসারে ওয়াও পড়ে গেছে। প্রসিদ্ধ কিরাআত হল,

تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ (লামের উপর যবর, কাফের উপর তাশদীদ)। এ ছুরতে নাকিস ইয়ায়ী لَقِيَ يَلْقَى থেকে গৃহীত হবে। যার অর্থ হল পাওয়া, দেখা, সাক্ষাৎ করা। إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ تَلَقِّى ঃ ক্রিয়ামূল থেকে। মূলত শব্দটি ছিল تَتَلَقَّوْنَهُ একটি তা ফেলে দেয়া হয়েছে। অর্থ হবে যখন তোমরা তোমাদের জবানে সে কথা নিতে শুরু করেছ। মানে (মিথ্যা) কথা শুনে যাচাই-বাছাই করা ব্যতীত স্বীয় জবানে বর্ণনার পর বর্ণনা করতে থাক।

৩৮৩৯. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذَهَبْتُ أَسُبُّ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لاَتَسُبَّهُ ، فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَتْ عَائِشَةُ رض اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ﷺ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ قَالَ كَيْفَ بِنَسَبِي؟ قَالَ لأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعَرَةُ مِنَ الْعَجِينِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ (ابْنُ عُقْبَةَ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ فَرْقَدٍ سَمِعْتُ هِشَامًا عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَبَبْتُ حَسَّانَ وَكَانَ مِمَّنْ كَثَّرَ عَلَيْهَا .

৩৮৩৯/১৮০. উসমান ইবনে আবু শায়বা র. ...... হিশামের পিতা [উরওয়া র.] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা রা-এর সম্মুখে হাস্‌সান (ইবনে সাবিত) রা-কে গালি দিতে আরম্ভ করলে তিনি বললেন, তাঁকে গালি দিও না। কেননা, তিনি রাসূলুল্লাহ সা-এর পক্ষ অবলম্বন করে (কাফেরদের) প্রতিরোধ করতেন। হযরত আয়েশা রা. বলেছেন, হাস্‌সান ইবনে সাবিত রা. কবিতার মাধ্যমে মুশরিকদের নিন্দাবাদ করার জন্য নবী করীম সা-এর কাছে অনুমতি চাইলে তিনি বললেন, তুমি কুরাইশদের নিন্দাসূচক কবিতা রচনা করলে আমার বংশকে কি করে রক্ষা করবে? (যখন মুশরিকদেরকে নিন্দাবাদ জানাবে তখন আমার বংশকে কিভাবে রক্ষা করবে কেননা, কুরাইশ মুশরিকদের সাথে আমার বংশ মিলে যায় ও তাদেরকে নিন্দাবাদ করলে আমার বাপ-দাদার নিন্দাবাদ আবশ্যক হয়ে পড়ে।) তিনি বললেন, আমি আপনাকে তাদের থেকে এমনিভাবে পৃথক করে রাখব যেমনিভাবে আটার খামির থেকে চুলকে টেনে বের করা হয়।

(ইমাম বুখারী র. স্বীয় অপর উস্তাদ মুহাম্মদ ইবনে উকবা র. থেকে এরূপভাবে বর্ণনা করেছেন–)

মুহাম্মদ র. বলেছেন, উসমান ইবনে ফারকাদ র. আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আমি হিশাম র-কে তার পিতা উরওয়া রা. থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি হাস্‌সান ইবনে সাবিত রা-কে গালি দিয়েছি। কেননা, তিনি ছিলেন হযরত আয়েশা রা-এর প্রতি অপবাদ রটনাকারীদের অন্যতম।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল হল, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসে হযরত হাসসান রা. এর আলোচনা রয়েছে। عبدة ঃ বায়ের উপর জযম। তিনি হলেন সুলাইমান কিলাবীর ছেলে। তার নাম ছিল আবদুর রহমান। কিন্তু নামের উপর আবদা উপাধি প্রবল হয়ে গেছে।

এ হাদীসটি বুখারীর ৫০০, ৫৯৭, ৯০৮–৯০৯ পৃষ্ঠায় আছে।

৩৮৪০. حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الضُّحَي عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رضى الله عنها وَعِنْدَهَا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يُنْشِدُهَا شِعْرًا يُشَبِّبُ بِأَبْيَاتٍ لَهُ وَقَالَ :

حَصَانٌ رَزَانٌ مَاتُزَنُّ بِرِيبَةٍ * وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ ـ

فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ لٰكِنَّكَ لَسْتَ كَذَالِكَ ـ قَالَ مَسْرُوقٌ فَقُلْتُ لَهَا لِمَ تَاذَنِى لَهُ اَنْ يَّدْخُلَ عَلَيْكَ، وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَالَّذِىْ تَوَلّٰى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ـ قَالَتْ وَاَىُّ عَذَابٍ اَشَدُّ مِنَ الْعَمٰى؟ فَقَالَتْ لَهُ اِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ اَوْ يُهَاجِى عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ـ

৩৮৪০/১৮১. বিশ্‌র ইবনে খালিদ র. ...... হযরত মাসরূক র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা রা-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তাঁর কাছে হাস্‌সান ইবনে সাবিত রা. উম্মুল মু'মিনীনের নিকট তাঁর নিজের রচিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনাচ্ছেন। (আয়েশা রা.-এর গুণাবলী বর্ণনা করছেন।) তিনি আয়েশা রা-এর প্রশংসা করে বলছেন,

حصان الخ (অনুবাদ) "তিনি সতী, ব্যক্তিত্বসম্পন্না ও জ্ঞানবতী, তাঁর প্রতি কোন সন্দেহই আরোপ করা যায় না। তিনি এমন অবস্থায় প্রত্যুষ যাপন করেন যে, তিনি অভুক্ত থাকেন, সাদাসিদে মহিলাদের গোশ্‌ত না খেয়ে। (অর্থাৎ, গীবত করেন না। কারণ, গীবতকারী গীবতকৃতের গোশ্‌ত ভক্ষণকারী।) এ কথা শুনে হযরত আয়েশা রা. বললেন, কিন্তু আপনি তো এরূপ নন (কেননা, আপনি অপবাদ আরোপকারীদের একজন, সেহেতু আপনি গীবত করে লোকদের গোশ্‌ত ভক্ষণ করেছেন।)

মাসরূক র. বলেছেন, আমি হযরত আয়েশা রা-কে বললাম, আপনি কেন তাকে আপনার কাছে আসতে অনুমতি দেন? অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন, "তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে বড় বোঝা বহন করেছে তথা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার জন্য আছে কঠিন শাস্তি। হযরত আয়েশা রা. বলেন, অন্ধত্ব থেকে কঠিন শাস্তি আর কি হতে পারে? (হযরত হাসানা শেষ বয়সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।) তিনি তাঁকে আরো বলেন যে, হাস্‌সান ইবনে সাবিত রা. রাসূলুল্লাহ্ সা-এর পক্ষ হয়ে কাফেরদের সাথে মুকাবিলা করতেন অথবা তিনি বলেছেন, কাফিরদের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক কবিতা রচনা করতেন।

ব্যাখ্যা ঃ ১। শিরোনামের সাথে মিল হল, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসে হযরত হাসসান রা. এর আলোচনা রয়েছে।

২। এ হাদীসটি বুখারীর ৫৯৭, ৬৯৯ পৃষ্ঠায় এসেছে।

৩। وَالَّذِىْ تَوَلّٰى كِبْرَهُ আয়াত শীর্ষ মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল। অপবাদের ঘটনা দ্বারা এটা বুঝা যায়। হযরত আয়েশা রা. হযরত হাসসান রা. সম্পর্কে কোন মন্দচারিতা ভাল মনে করতেন না। হযরত হাসসান রা. থেকে অপবাদে অংশগ্রহণের ভুল অবশ্যই হয়েছিল। কিন্তু যেসব সাহাবী এতে ভুলক্রমে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা সবাই তওবা করে ফেলেছিলেন। তাদের তওবাও কবুল হয়েছিল। কিন্তু যাই হোক, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. এর প্রতি অনেক বড় অপবাদ লাগানো হয়েছিল। যদিও ভুলক্রমে অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপারে হযরত আয়েশা রা. এর ব্যাপারে অন্তর পরিষ্কার হয়ে গেছিল, যেমন– বিভিন্ন ঘটনা দ্বারা স্পষ্ট। কিন্তু এ ধরনের আলোচনা হলে মন পেরেশান হয়ে যাওয়া একটি কুদরতী ও স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। এখানেও হযরত আয়েশা রা. দু'একটি (অসন্তোষমূলক) বাক্য প্রবল ধারণা অনুযায়ী সে প্রতিক্রিয়ায়ই বলেছেন।

২১৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ হুদাইবিয়ার যুদ্ধ। ٢١٩٩. بَابُ غَزْوَةِ الْحُدَيْبِيَةِ

لِقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ـ

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ মু'মিনরা যখন বৃক্ষের নিচে আপনার নিকট (জিহাদে অটল থাকার) বাইআত হল তখন আল্লাহ্ মুসলমানদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন........ (সূরা ফাত্‌হ– ৪৮ ঃ ১৮) (আয়াতের শেষ পর্যন্ত)

ব্যাখ্যা ঃ এই বাই'আত দ্বারা উদ্দেশ্য হল, বাই'আতে হুদাইবিয়া। এই বাই'আতকে বাই'আতে রিযওয়ানও বলা হয়। কারণ, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এই বাই'আতে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে স্বীয় সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়েছেন।

সহীহ্ মুসলিমে হযরত উম্মে বিশ্‌র রা. থেকে মারফূ আকারে বর্ণিত আছে–

لَا يَدْخُلُ النَّارَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنْ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ اَحَدٌ مِنَ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا تَحْتَهَا ـ

"আসহাবে শাজারা তথা বাই'আতে রিযওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের কেউ ইনশাআল্লাহ জাহান্নামে যাবে না, যারা সে বৃক্ষের নিচে বাই'আত হয়েছে। এ বাই'আতে অংশগ্রহণকারীদের উদাহরণ যেন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী। যেমন– তাদের সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের শুভ সংবাদ রয়েছে, এরূপভাবে বাই'আতে রিওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের জন্য এ শুভ সংবাদ এসেছে। এসব সুসংবাদ এর প্রমাণ যে তাদের জীবন সমাপ্তি ঘটবে ঈমান ও পছন্দনীয় নেক আমলের উপর। কারণ, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির এ ঘোষণা এরই জামানত দিচ্ছে।

এ আয়াতটি রাফিযীদের উক্তির সুস্পষ্ট খণ্ডন করছে। যারা হযরত আবু বকর, উমর এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম রা. এর উপর কুফর এবং মুনাফিকীর অভিযোগ ও অপবাদ দিচ্ছে।

হুদাইবিয়ার ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ

হুদাইবিয়া একটি কূপের নাম। যার সাথে একটি আবাদ গ্রাম রয়েছে। এ গ্রামটি এ নামেই প্রসিদ্ধ। এ গ্রামটি মক্কা মুয়াজ্জমা থেকে ৯ মাইল দূরে অবস্থিত। বর্তমানে এ হুদাইবিয়া স্থানটিকে শুমাইসা বলা হয়। এর কিছু অংশ হেরেমের অন্তর্ভুক্ত, আর কিছু অংশ হিল্লের। এ ঘটনাটি এখানেই ঘটেছে। যার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ–

৬ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারায় একটি স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি স্বীয় কিছুসংখ্যক সাহাবীকে নিয়ে মক্কা মুয়াজ্জমায় নিরাপদে প্রশান্তির সাথে প্রবেশ করেছেন এবং ওমরা করে কোন কোন সাহাবী মাথা মুণ্ডিয়েছেন। আর কেউ কেউ মাথার চুল ছাটিয়েছেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামের নিকট এই স্বপ্ন বর্ণনা করলেন। স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনে সবাই মক্কা মুয়াজ্জমায় যেয়ে বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করার জন্য এরূপ আগ্রহী ছিলেন যে, তৎক্ষণাৎই প্রস্তুতি শুরু করে দেন। সাহাবায়ে কিরামের একটি দল প্রস্তুত হলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এর জন্য মনস্থ করলেন। যেহেতু নবীর স্বপ্ন হল ওহী, সেহেতু এ পরিস্থিতি বাস্তবে ঘটা ছিল সুনিশ্চিত। কিন্তু স্বপ্নে এ ঘটনার জন্য কোন বিশেষ বছর অথবা মাস নির্ধারণ করা হয়নি। সেহেতু এক সম্ভাবনা ছিল এ বছরই এ উদ্দেশ্য অর্জিত হবে। ফলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিলকদের প্রথম তারিখে ৬ষ্ঠ হিজরীতে সোমবার দিন মদীনা মুনাওয়ারা থেকে উমরার উদ্দেশ্যে মক্কা মুয়াজ্জমা যাবার ইচ্ছা করলেন। ১৪০০ মুহাজির ও আনসার ছিলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সফরসঙ্গী। (কোন কোন রেওয়ায়াতে সংখ্যায় ১৫০০ বর্ণনা করা হয়েছে।) যেহেতু যুদ্ধের ইচ্ছা ছিল না, সেহেতু তীর তলোয়ার ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধাস্ত্র সাথে নিয়ে যাননি। এ কথা স্পষ্টভাবে ভালরূপে প্রকাশ করে দেয়া হয় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ সফরের

উদ্দেশ্য শুধু উমরা করা। যুদ্ধের কোন ইচ্ছে তাঁর একেবারেই নেই। তিনি যুলহুলাইফা পৌঁছে উমরার ইহ্রাম বাঁধলেন। কুরবানীর পশুর ইশআর ও তাকলীদ করলেন। ইশআর হল, বড় জন্তু যেমন- উটের কুঁজ এতটুকু চিরে দেয়া যার ফলে রক্ত প্রবাহিত হয়। তাকলীদ হল, জুতা ইত্যাদি বেঁধে হার বানিয়ে বকরী ইত্যাদির গলায় দেয়া। এ দু'টি জিনিস-এর নিদর্শন হত যে, এটি কুরবানীর পশু।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্র ইবনে সুফিয়ানকে গোয়েন্দা বানিয়ে মক্কা মুয়াজ্জমায় পাঠালেন, যাতে তিনি মক্কার কুরাইশদের হাল অবস্থা ও মতামত জেনে তাঁকে অবহিত করেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশতাত নামক পুকুরের নিকট পৌঁছলে তাঁর গোয়েন্দা এসে তাঁকে অবহিত করলেন যে, আপনার সংবাদ পাওয়া মাত্রই কুরাইশরা সৈন্যবাহিনী সমবেত করেছে। হাবশীদেরকে একত্রিত করেন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে মুকাবিলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তারা প্রতিশ্রুতি দেয় যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বাইতুল্লাহ্ শরীফে প্রবেশ করতে দিবে না। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামের নিকট পরামর্শ করলেন, তোমাদের রায় কি? যারা কুরাইশের সাহায্য করেছে তাদের বাড়িতে আক্রমণ করে দেয়া? যাতে তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, নাকি আমরা বাইতুল্লায় প্রবেশ করব? আর যারা প্রতিরোধ করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব? হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কারো বিরুদ্ধে মুকাবিলা করার জন্য বেরিয়ে আসিনি। কিন্তু যদি কেউ আমাদের ও বাইতুল্লাহর মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে আসে তবে আমরা অবশ্যই যুদ্ধ করব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওয়ানা করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু বললেন, খালিদ ইবনে ওয়ালীদ মুকাদ্দামাতুল জাইশের (অগ্রবাহিনীর) ২০০ সওয়ারী নিয়ে গামীম নামক স্থানে পৌঁছে গেছে। অতএব, তোমরা রাস্তা পরিবর্তন করে চল। নতুন পথ বড়ই মুশকিল এবং রাস্তাটি ছিল উঁচু-নিচু। সাহাবায়ে কিরাম হুকুম তামিল করলেন এবং সে পথে চলে হুদাইবিয়া গিয়ে পৌঁছলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উট কাসওয়া সেখানে গিয়ে বসে পড়ল। লোকজন সেখানে এটিকে উঠানোর জন্য চেষ্টা করল। কিন্তু এটি উঠেনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর কসম, যিনি হস্তি বাহিনীকে মক্কা থেকে বারণ করেছিলেন তিনি এটিকে আটকে দিয়েছেন, অন্যথায় এটি এরূপ উট নয়। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর কসম, আমি সেসব বিষয় গ্রহন করব যেগুলোতে হেরেমের সম্মান হবে। অতঃপর কাসওয়াকে উঠিয়ে দেয়া হল। উট চলতে লাগল। সবশেষে তিনি হুদাইবিয়া নামক স্থানে অবস্থান করলেন। সেখানে যে পুরান কূপটি ছিল তাতে পানি ছিল খুবই কম। এ পানি খুব দ্রুত শেষ হয়ে গেল। সবাই সফর করে পথ অতিক্রম করে এসেছেন। তারা পানির পিপাসায় পেরেশান হয়ে যান। العطش العطش! পিপাসা! পিপাসা! বলতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় তুনীর থেকে তীর বের করে দিয়ে বললেন, এটি এখানে নিক্ষেপ কর। সেখানে নিক্ষেপ করার পরই প্রচুর পানি বের হল। ফলে, গোটা সেনাবাহিনী পানি পান করে তৃপ্ত হল

এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনস্থ করলেন, কাউকে কুরাইশের কাছে পাঠাবেন। ফলে উমর ইবনে খাত্তাব রা.-কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পয়গাম দিয়ে পাঠানোর জন্য মনস্থ করলেন। হযরত উমর রা. ওযর পেশ করলেন। তিনি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি জানেন মক্কাবাসী আমার প্রতি কতটা ক্রুদ্ধ এবং আমার কতটা দুশমন? মক্কায় আমার গোত্রের এমন কেউ নেই যে, আমাকে বাঁচাতে পারে। আপনি যদি উসমান রা.-কে পাঠান, যার মক্কায় অনেক নিকটাত্মীয় আছে, তবে বেশি ভাল হবে। ফলে হযরত উসমান রা.-কে তিনি ডেকে নির্দেশ দিলেন। আবু সুফিয়ান এবং মক্কার নেতাদেরকে আমাদের পয়গাম পৌঁছে দাও যে, আমরা শুধু উমরার নিয়তে এসেছি, লড়াই করার উদ্দেশ্যে নয়, মক্কায় যে সব মুসলমান

রয়েছে তাদেরকে শুভ সংবাদ শুনাও। তারা যেন ঘাবড়ে না যায়। অতি শীঘ্রই আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে মক্কায় বিজয়ী করে দেবেন।

হযরত উসমান রা. স্বীয় এক প্রিয় আপন ব্যক্তি আবান ইবনে সাঈদের আশ্রয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বার্তা পৌঁছান ও দুধল মুসলমানদের সুসংবাদ শুনান।

সবাই সর্বসম্মতিক্রমে উত্তর দিল যে, এবছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করতে পারবেন না। তুমি ইচ্ছা করলে তওয়াফ করতে পার। হযরত উসমান রা. বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ছাড়া কখনও তওয়াফ করব না। কুরাইশ এ কথা শুনে নীরব হয়ে যায় এবং হযরত উসমান রা.-কে আটকে রাখে। হযরত উসমান রা.-কে আটকে রাখা হয় আর এদিকে এ সংবাদ প্রসিদ্ধ হয়ে যায় যে, উসমান গনি রা.-কে হত্যা করা হয়েছে।

বাইআতুর রিযওয়ান

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে ভীষণ মনোকষ্ট হল। সেখানেই বাবলা গাছের নিচে সাহাবায়ে কিরামকে একত্রিত করলেন যাতে সবাই মিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে জিহাদের জন্য বাইআত হন। সাহাবায়ে কিরাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে বাইআত হলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দেহে প্রাণ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা জিহাদ ও লড়াই অব্যাহত রাখব। মরে যাব কিন্তু পালিয়ে যাব না।

সর্বপ্রথম আবু সিনান আসাদী রা. বাইআত হন। সালামা ইবনে আকওয়া' রা. তিন বার বাইআত হন– শুরুতে, মাঝে ও শেষে। হযরত উসমান গনী রা. যেহেতু প্রিয়নবী এর নির্দেশে মক্কা গিয়েছিলেন, সেহেতু তাঁর পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে স্বীয় হাতের উপর অপর হাত মেরে বললেন এটা উসমানের বাইআত। এটা হযরত উসমান রা.-এর বিশেষ ফযীলত ছিল যে, তিনি স্বীয় হাতকে উসমান রা. এর হাত সাব্যস্ত করে তাঁর পক্ষ থেকে বাইআত হন।

কুরাইশ যখন এ বাইআতের কথা জানতে পারল, তখন ভীত সন্ত্রস্ত ও প্রভাবিত হয়ে পড়ল এবং সন্ধির জন্য আলোচনা ও শুনানির ধারা আরম্ভ করল। ফলে বুদাইল ইবনে ওয়ারাকা খুযা'আ গোত্রের কিছু লোককে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এল। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আন্তরিক ছিল। কেউ কেউ বলেন, গোপনে মুসলমান ছিল। কেউ কেউ বলেন, মুসলমান তো হয়নি, কিন্তু মক্কাবাসীদের কথাবার্তা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অবহিত করত। তিহামার অধিবাসী তাঁর আপন গোত্র খুযা'আ ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষপাতি।

বুদাইল এসে বর্ণনা করল যে, কুরাইশ হুদাইবিয়ার আশেপাশে বিশাল সৈন্য সমাবেশ করেছে। তারা আপনাকে বাইতুল্লাহ শরীফ থেকে বারণ করার জন্য এবং আপনার মুকাবিলা করার জন্য মনস্থ করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমরা তো কারো সাথে যুদ্ধ করতে আসিনি। এসেছি শুধু উমরার নিয়তে। বস্তুত লড়াই কুরাইশকে নেহায়েত দুর্বল করে দিয়েছে। তারা ইচ্ছে করলে একটি সময়ের জন্য সন্ধি করে যুদ্ধ এড়াতে পারে। আমাদেরকে আরবের অন্যান্য মুশরিকের মুকাবিলায় ছেড়ে দাও। যদি আল্লাহর ফযলে আমরা বিজয়ী হই তাহলে অন্য লোকদের মত, এ ধর্মে প্রবিষ্ট হতে পারবে। আর যদি মেনে নেই আরব বিজয়ী হয়েছে তবে তাদের উদ্দেশ্য অর্জন হবে। কিন্তু আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই এ দীনকে বিজয়ী করবেন। যদি তারা এ বিষয়টি মেনে না নেয়, তাহলে সে সত্তার কসম, যার কব্জায় আমার প্রাণ, এ দীনের জন্য আমরা তাদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত মুকাবিলা করব, যতক্ষণ আমার গর্দান না যায়, অথবা আল্লাহ্র হুকুম বাস্তবায়িত হয়। বুদাইল বলল, আমি যাচ্ছি. আপনার বাণী কুরাইশ পর্যন্ত পৌঁছাব। দেখুন, তারা কি বলে? এরপর

সে কুরাইশের নিকট চলে যায় এবং বলে, আমি মুহাম্মদ সা-এর কাছ থেকে কিছু কথা শুনেছি। অনুমতি দিলে আমি তা বর্ণনা করব। এতদশ্রবণে ইকরামা ইবনে আবু জাহল, হাকাম ইবনে আস প্রমুখ যুবক বলল, তার কথা এখানে বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই, আমরা এগুলো শুনতে চাই না। কিন্তু কুরাইশের বর্ষীয়ান ও চিন্তাবিদ–রায়ের অধিকারী লোকজন বলল, বল, সেসব কথা কি? বুদাইল যা কিছু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছ থেকে শুনল সেগুলো বর্ণনা করল। এতদশ্রবণে উরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফী উঠে বলল, যদি মুহাম্মদ এসব কথা বলে, তবে এগুলো পছন্দসই ও সঙ্গত। এগুলো গ্রহণ করা উচিত। তবে তোমরা অনুমতি দিলে আমি নিজে মুহাম্মদের সাথে সাক্ষাৎ করে দেখতে পারি তার উদ্দেশ্য ও স্বার্থ কি?

উরওয়া ইবনে মাসউদ ছিল বড় সম্মানিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। তার সম্পর্ক ছিল বড়ই ব্যাপক। তখন সে ছিল কাফির। অবশ্য পরে ইসলাম গ্রহণ করেছে। সবাই বলল, আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি যাও। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুদাইলকে যা বলেছিলেন তাই তাকে বললেন। উরওয়া বলল, হে মুহাম্মদ! আপনি যদি স্বজাতিকে ধ্বংসও করে দেন তবে সেটা আর এমন কি ভাল কাজ করলেন? এর পূর্বে কি কোন আরব স্বজাতিকে এরূপভাবে ধ্বংস করেছে বলে আপনি শুনেছেন? আমরা তো কোন অভিজাত ব্যক্তিকে আপনার কাছে দেখছি না। এসব নিম্নশ্রেণীর বাজে লোক সমবেত হয়েছে, বেশি দিন যাবে না, এরা সবাই আপনাকে একা ছেড়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে যাবে।

উরওয়ার এ কথা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর কাছে অপছন্দ হল। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, اُمْصُصْ بَظْرَ اللَّاتِ اَنَفر অর্থাৎ, যা বেটা! স্বীয় লাতের লজ্জাস্থান চাট। তুই কি জানিস, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আমাদের ভালবাসা কিরূপ? আমরা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে রেখে পালিয়ে যাব? অসম্ভব!

লাত ছিল সাকীফ গোত্রের প্রতিমার নাম। আরবদের মধ্যে এটি (লাতের লজ্জাস্থান চাট) ছিল মারাত্মক গালি। উরওয়ার বিস্ময়কর কষ্ট হল। সে জিজ্ঞেস করল, এ কে? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবু বকর। উরওয়া বলল, আমাদের উপর আপনার এহ্সান রয়েছে, যার প্রতিদান আমরা দেইনি। অন্যথায় আমি আপনার এ কটূক্তির উত্তর দিতাম।

বর্বরতার যুগে উরওয়ার উপর একবার রক্তপণ আবশ্যক হয়েছিল। হযরত সিদ্দীকে আকবর রা. ১০টি যুবতী গাভী দিয়ে তার সাহায্য করেছিলেন। এটি তারই দিকে ইঙ্গিত।

উরওয়া এ কথা বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। সে যখন এ আলোচনা করছিল যখন হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা রা. শিরস্ত্রাণ পরে তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। উরওয়া তখন কথা বলত, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাড়িতে হাত লাগাত, যেরূপ সাধারণ আরবদের নিয়ম ছিল। হযরত মুগীরা রা. তলোয়ারের (লাগাল) দ্বারা উরওয়ার হাতে আঘাত করে বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাড়ি থেকে হাত পৃথক রাখ। উরওয়া মস্তক উত্তোলন করে জিজ্ঞেস করল, এ কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ হল তোমার ভাতিজা মুগীরা ইবনে শুবা। উরওয়া বলল, গাদ্দার! আমি তোর গাদ্দারীর সংশোধনের জন্য চেষ্টা করেছি, এখনও তা অব্যাহত রেখেছি, আর এই তোর আচরণ!

উরওয়ার ইঙ্গিত এদিকে ছিল যে, মুগীরা ইবনে শু'বা এবং বনু মালিকের ১৩ জন ব্যক্তি ইস্কান্দারিয়ায় মুকাওকাসের নিকট গিয়েছিল (বনু মালিক ছিল সাকীফ গোত্রের একটি শাখা।) সেখানে মুকাওকাস মুগীরার উপর তাদেরকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন এবং অনেক পুরস্কার প্রদান করেছিলেন। ফলে মুগীরা মনোকষ্ট পান। তিনি মনক্ষুণ্ন হন, পথিমধ্যে একদিন শরাব পান করে তারা সবাই উদাসীন ও বেখবর হয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। তিনি সবাইকে এমতাবস্থায় হত্যা করে দেন এবং মুগীরা তাদের সবার মাল ও আসবাবপত্র নিয়ে মদীনায় চলে আসেন

এবং মুসলমান হয়ে যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমার ইসলামতো সঠিক, কিন্তু এ মালের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। এ সংবাদ যখন বনু মালিকের নিকট পৌঁছল, তখন তারা মুগীরার খান্দান থেকে কিসাস নেয়ার জন্য প্রস্তুত হল। যুদ্ধের সামানপত্র তৈরি হল, কিন্তু উরওয়া ইবনে মাসউদ মাঝখানে পড়ে বনু মালিককে দিয়ত তথা রক্তপণের উপর রাজি করে ফেলে। এটা হল এদিকে ইঙ্গিত।

উরওয়া এভাবে আলোচনা করছিলেন, কিন্তু পুরনো অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। সে চোখের কিনারায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবায়ে কিরামের কর্মপদ্ধতি খুব ভাল করে পর্যালোচনা করছিলেন। সাহাবায়ে কিরামের তাজিম ও সম্মান দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছিল। ফিরে এসে বলল, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আমি কায়সার, কিসরা এবং নাজাশির কাছেও গিয়েছি। তাদের আদব-শিষ্টাচারও দেখেছি। কিন্তু আল্লাহ্র শপথ! আমি এমন কোন সম্রাট দেখিনি যার সহচররা তাকে এমন সম্মান করে যেমন, মুহাম্মদের সহচররা তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করে। যদি তাঁর থুথুও তাদের হাতে পড়ে তবুও তারা তাদের চেহারা ও শরীরে তা মেখে ফেলে। যে কোন কথা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুখ থেকে নিঃসৃত হয়, সবাই তা বাস্তবায়নের জন্য ভেঙ্গে (উদগ্রীব হয়ে) পড়ে। ওযু করলে অবশিষ্ট পানি নেয়ার জন্য এরূপ চেষ্টা করে যেন যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে কথা বললে, নিচু স্বরে কথা বলে। সম্মান ও মাহাত্ম্যের কারণে তাঁর চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখে না। হে কুরাইশ! মুহাম্মদ কোন নিরর্থক কথা বলেননি। তিনি যা বলেন, সেগুলো সঙ্গত। অতএব, তোমরা এগুলো মেনে নাও।

এরপর হুলাইস নামক বনু কিনানার এক ব্যক্তি উঠে বলল, আমাকে অনুমতি দিন, আমি মুহাম্মদের সাথে একটু আলোচনা করে দেখি। কুরাইশ অনুমতি দিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটিকে সামনে থেকে দেখে বললেন, সে অমুক ব্যক্তি! তার সম্প্রদায় কুরবানীর প্রতি আসক্ত, কুরবানীর পশু তার সামনে আন। সাহাবায়ে কিরাম লাব্বাইক বলে তার সাদর সম্ভাষণে এগিয়ে যান। কুরবানীর পশুগুলো তার সামনে হাঁকিয়ে নেন। সে যখন দেখল, উপত্যকার দিক থেকে উটের এক বিশাল পাল আসছে আর সবগুলোর গলায় হার দেয়া আছে, তখন তার চোখ থেকে অশ্রু বইতে আরম্ভ করে। সে বলল, সুবহানাল্লাহ! এরূপ সম্প্রদায়কে বাইতুল্লাহ থেকে বারণ করা কখনও সঙ্গত নয়। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাৎ পর্যন্ত না করে ফিরে গিয়ে কুরাইশের নিকট পরিস্থিতির বিবরণ দেয়। কুরাইশ বলল, তুমি বেদুঈন, তোমার জ্ঞান নেই। তুমি বসে যাও। ফলে হুলাইস ক্রুদ্ধ হল, সে বলল, হে কুরাইশ! আমাদের সাথে তোমাদের এই চুক্তি নেই এবং এর ভিত্তিতে আমরা মিত্রও হইনি। আল্লাহ্র ঘর থেকে কি সে লোককে বারণ করা হবে, যে এর সম্মান প্রদর্শনের জন্য আসে? কসম সে সত্তার! যার কব্জায় হুলাইসের প্রাণ, তোমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সুযোগ দাও, তিনি যা করতে চান তা যেন করে যান। অন্যথায় আমরা গোটা দল নিয়ে যাচ্ছি। কুরাইশ হুসাইসকে আন্তরিকতা প্রদর্শন করতে আরম্ভ করল এবং বলল, তুমি একটু নীরব থাক, আমাদেরকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সঙ্গত ফয়সালা করতে দাও।

এরপর এল মুকরিয ইবনে হাফস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে বললেন, এ হল মুকরিয ইবনে হাফস। সে বদকার লোক। সে কথা শুরু করলেই এল সুহাইল ইবনে আমর। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে বললেন, হ্যাঁ, এবার কুরাইশ একে পাঠিয়েছে। মনে হয় তারা সন্ধির ইচ্ছে করেছে। সুহাইল ইবনে আমর এসে সন্ধির উপর আলোচনা শুরু করল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমরা শুধু এতটুকু চাই যে, তোমরা আমাদের ও বাইতুল্লাহর মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ো না। যাতে আমরা বাইতুল্লাহ্ শরীফ তওয়াফ করতে পারি। সুহাইল বলল, গোটা আরব বলবে, আমরা ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আপনাদেরকে ছেড়ে দিয়েছি। এটা হতে পারে না। হ্যাঁ, আগামী বছর এসে আপনারা তাওয়াফ করতে পারবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা মেনে নিলেন। সুহাইল অতঃপর আরেকটি শর্ত পেশ করল যে, কুরাইশের কোন ব্যক্তি স্বীয় অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত আপনাদের কাছে গেলে আপনাদের ধর্মাবলম্বী হলেও

তাকে আমাদের কাছে ফেরত দিতে হবে। কিন্তু আপনাদের কোন ব্যক্তি কুরাইশের কাছে এলে তাকে কুরাইশ ফেরত দিবে না। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, সুবহানাল্লাহ্! এটা কি করে হতে পারে? যে মুসলমান সে আমাদের কাছে আসবে, তাকে আমরা কিভাবে ফেরত দিতে পারি? কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ শর্তও মেনে নেন।

এসব শর্ত সিদ্ধান্তকৃত হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রা. কে চুক্তি লেখার নির্দেশ দেন এবং বলেন, সর্বপ্রথম লিখ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ যেহেতু আরবদের রীতি ছিল লিপির শুরুতে তারা بِاسْمِكَ اَللّٰهُمَّ লিখত, সেহেতু সুহাইল বলল, আমি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম জানি না। যে লিপিবদ্ধটি আমাদের রীতিরূপে চলে আসছে তথা بِاسْمِكَ اَللّٰهُمَّ তাই লিখুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে بِاسْمِكَ اَللّٰهُمَّ লিখ। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, লিখ, هٰذَا مَا قَاضٰى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ অর্থাৎ, এটি সে চুক্তিনামা যার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সুহাইল বলল, যদি আমরা আপনাকে আল্লাহ্র রাসূল মানতাম, তাহলে না আপনাকে বাইতুল্লাহ থেকে বারণ করতাম, না আপনার বিরোধিতা করতাম। আপনি শুধু মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ লিখান (অর্থাৎ, সন্ধিপত্রে এরূপ কোন শব্দ না হওয়া উচিত যেটি কোন পক্ষের ধর্মবিশ্বাস পরিপন্থী।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি আল্লাহ্র রাসূল, যদিও তোমরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছ। অতঃপর এটা মঞ্জুর করে হযরত আলী রা. -কে বললেন, যা লিখেছ তা মিটিয়ে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ লিখে দাও। হযরত আলী রা. আরজ করলেন, আমি কক্ষনো এরূপ করতে পারব না। আপনার নাম আমি মিটাতে পারব না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি আমাকে সে স্থানটি দেখিয়ে দাও, যেখানে রাসূলুল্লাহ লিখেছ। হযরত আলী রা. আঙ্গুল রেখে সে স্থানটি বাতলে দেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বহস্তে সে শব্দটি মিটিয়ে দেন।

এরপরবর্তী বর্ণনাগুলো বিভিন্ন রকম। কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ লিখেছেন। আর কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আলী রা.-কে দিয়েছেন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ লিখতে। কাজী ইয়ায রা. বলেন, প্রধান হল, মুজিযারূপে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং লিখেছেন। শায়েখ ইবনে হাজার র. বলেন, সত্য হল, কোন কোনে রেওয়ায়াতে আছে– فَكَتَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ শব্দ। এখানে তিনি লেখার নির্দেশ দিয়েছেন, যেমন– كِتَابَتْ শব্দে রূপক সম্বন্ধ উদ্দেশ্য। কারণ, কুরআনে অনেক নস এবং মুতাওয়াতির প্রচুর হাদীস দ্বারা নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মি ছিলেন বলে স্পষ্ট বুঝা যায়। আর এ ঘটনায় হযরত আলী রা. এর হাতে সন্ধিনামা লিপিবদ্ধ করানো মাশহুর অনেক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়। তবে, মুজিযারূপে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক স্বকলমে এ শব্দ লিখে দেয়াও অসম্ভব নয়। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ শর্তগুলো নিম্নরূপ–

সন্ধির শর্তাবলী

১. ১০ বছর পর্যন্ত পরস্পরে যুদ্ধ বিরতি থাকবে।

২. কুরাইশের যে ব্যক্তি স্বীয় অভিভাবক ও মনিবের অনুমতি ছাড়া মদীনা যাবে তাদেরকে মুসলমান হয়ে গেলেও ফেরত দেয়া হবে।

৩. মুসলমানদের মধ্য থেকে যে মদীনা থেকে মক্কায় আসবে তাকে ফেরত দেয়া হবে না।

৪. এ মধ্যবর্তী সময়ে কেউ অপরের উপর তলোয়ার উত্তোলন করতে পারবে না এবং কেউ কারও সাথে খেয়ানত করবে না।

৫. মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বছর উমরা না করেই মদীনায় ফিরে যাবেন, মক্কা প্রবেশ করবেন না। আগামী বছর শুধু ৩ দিন মক্কায় থেকে উমরা করে মদীনায় ফিরে যাবেন এবং তলোয়ার ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র সাথে থাকবে না। তলোয়ারগুলো থাকবে কোষবদ্ধ বা গিলাফবদ্ধ।

৬. জোটবদ্ধ গোত্রগুলোর এখতিয়ার থাকবে যার চুক্তি এবং সন্ধিতে অংশগ্রহণ করতে চায় তাতে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

ফলে বনু খুযা'আ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চুক্তিতে আর বনু বকর কুরাইশের চুক্তিতে অংশগ্রহণ করেন। বনু খুযা'আ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিত্র ও চুক্তিকারী হয়। আর বনু বকর হয় কুরাইশের মিত্র বা তাদের সহচুক্তিকারী।

সন্ধিপত্র কেবলমাত্র লেখা হচ্ছিল, এমতাবস্থায় সুহাইল ইবনে আমরের ছেলে আবু জান্দাল ইবনে সুহাইল পায়ে শৃঙ্খল নিয়ে কয়েদ থেকে বেরিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খিদমতে এসে উপস্থিত হন। তিনি মুসলমান হয়েছিলেন, মক্কার কাফিররা তাকে বিভিন্ন প্রকার কষ্ট দিচ্ছিল। শৃঙ্খলে বেঁধে রেখেছিল, কোনক্রমে সুযোগ পেয়ে তখন তিনি এখানে এসে পৌঁছেন। তাকে দেখেই সুহাইল বলল, হে মুহাম্মদ ! সর্বপ্রথম কথা হল, আবু জান্দালকে সন্ধিপত্র অনুযায়ী ফেরত দেয়া উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এখনও তো সন্ধিনামা পরিপূর্ণ লেখা হয়নি। অর্থাৎ, লেখা ও দস্তখত হয়ে যাওয়ার পর থেকে তা কার্যকর হওয়া উচিত।

সুহাইল বলল, তবে তো সুনিশ্চিতরূপে কোন কথার উপর কখনও সন্ধি হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার খাতিরে এটার অনুমতি দাও। সুহাইল বলল, আমি কক্ষনো অনুমতি দিব না। অবশেষে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু জান্দালকে সুহাইলের হাতে অর্পণ করেন। হযরত আবু জান্দাল আক্ষেপপূর্ণ ভাষায় বলেন, হে মুসলিম সম্প্রদায়! আমাকে শত্রুর কাছে অর্পণ করছ? অথচ আমি যে ধরনের বিপদ ভোগ করেছি সেগুলো সম্পর্কে তোমরা জান। তখন মুসলমানদের মধ্যে যে অস্থির (উত্তেজনাপূর্ণ) অবস্থা বিরাজ করবে তা স্পষ্ট। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবু জান্দাল! সবর কর, নিশ্চিত বিশ্বাস রাখ, শীঘ্রই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মুক্তির কোন পন্থা বের করবেন।

কিন্তু সাধারণ মুসলমানদের কাছে তার ফেরত দান খুবই কষ্টকর মনে হল। হযরত উমর রা. নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না। আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি সত্য নবী নন? তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে। হযরত উমর রা. বললেন, তবে কেন এই জিল্লতি বরদাশত করব? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং সত্য নবী। আমি তাঁর হুকুমের খেলাফ করতে পারি না। তিনি আমার সাহায্যকারী-মদদগার।

হযরত উমর রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি বলেননি, আমরা বাইতুল্লাহ্ তাওয়াফ করব? তিনি বললেন, আমি এ বছরই তাওয়াফ করব- সে কথা কখন বললাম?

এরপর হযরত উমর রা. হযরত আবু বকর রা. এর কাছে গিয়ে ঠিক এ প্রশ্নগুলোই করলেন, তিনিও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ন্যায় ঠিক এ উত্তরগুলোই দিলেন এবং অতিরিক্ত আরও বললেন, হে উমর! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণে আমৃত্যু সুদৃঢ় থাক। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি হকের উপর প্রতিষ্ঠিত।

হযরত উমর রা. বলেন, পরবর্তীতে আমি আমার এই গোস্তাখীর জন্য খুবই লজ্জিত হই। এর প্রায়শ্চিত্তে অনেক নামায পড়ি, রোযা রাখি এবং সাদকা-খয়রাত করি।

گفتگوئے عاشقاں درکاررب * جوشش عشقست نے ترک ادب ۔

সহীহ্ মুসলিমে হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'আমাদের মধ্য থেকে যে তাদের কাছে চলে যাবে, তাকে ফেরত দেয়া হবে না'– এই শর্তের উপর কিভাবে সন্ধি করা যায়? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, আমাদের যে তাদের সাথে গিয়ে মিলিত হবে, এরূপ লোকের কোন প্রয়োজন আমাদের নেই। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে নিক্ষেপ করে দিয়েছেন। আর তাদের যে ব্যক্তি মুসলমান হয়ে আমাদের কাছে আসবে, যদিও চুক্তি অনুযায়ী তাকে ফেরত দেয়া হবে, কিন্তু ভয়ের কোন কারণ নেই, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই শীঘ্র মুক্তির কোন পথ করে দেবেন।

মোটকথা, এসব শর্ত-শরায়েত সহকারে সন্ধিনামা পূর্ণাঙ্গ হয়। দ্বি-পাক্ষিক দস্তখতও হয়।

সন্ধি পূর্ণাঙ্গ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে কুরবানী ও মাথা মুণ্ডানোর নির্দেশ দেন। এটা ছিল যেন ইহ্রাম খতম করা ও তাওয়াফ মুলতবী করার নির্দেশ। কিন্তু সন্ধির শর্তগুলোর কারণে সাহাবায়ে কিরাম এতটাই বিষণ্ন, ভগ্নহৃদয় ও হতোদ্যম ছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ৩ বার নির্দেশ দেয়া সত্ত্বে একজন সাহাবীও (নির্দেশ পালনে) উঠলেন না।

এ পরিস্থিতি দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উম্মে সালামা রা. এর নিকট গিয়ে অভিযোগরূপে এ ঘটনা বললেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা রা. আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ সন্ধি মুসলমানদের নিকট খুবই ভারী মনে হয়েছে যার ফলে তারা ভগ্নহৃদয় ও হতোদ্যম। সাহাবায়ে কিরামের ওজর রয়েছে। আপনি কাউকে কিছু বলবেন না, আপনি নিজেই স্বীয় উটগুলো কুরবানী করে মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলুন। তারা আপনাকে দেখে আপনা আপনিই অনুসরণ করবেন। ফলে বাস্তব ঘটনা তাই ঘটে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কুরবানী করা মাত্রই সবাই কুরবানী আরম্ভ করে দেন।

সুস্পষ্ট বিজয়

প্রায় দু'সপ্তাহ অবস্থানের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদাইবিয়া থেকে ফেরত রওয়ানা হন। পথিমধ্যেই সুরায়ে ফাত্হ অবতীর্ণ হয়– إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا الخ 'নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।'... ....।'

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে সমবেত করে সূরায়ে ফাত্হ শুনালেন। সাহাবায়ে কিরাম এ সন্ধিকে স্বীয় পরাজয় মনে করলেন, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন সুস্পষ্ট বিজয়। সাহাবায়ে কিরাম শুনে বিস্ময়ের সুরে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা কি বিজয়? তিনি উত্তরে বললেন, সে সত্তার শপথ! যার কব্জায় আমার প্রাণ, নিঃসন্দেহে এটি মহাবিজয়। (সীরাতে মুস্তফা– আহমদ, আবু দাউদ ও হাকিম)

ইমাম যুহরী র. বললেন, হুদাইবিয়ার বিজয় এরূপ মহাবিজয় ছিল যে, ইতিপূর্বে এরূপ বিজয় নসীব হয়নি। পারস্পরিক যুদ্ধের কারণে একজন অপরজনের সাথে মিলতে পারত না। সন্ধির কারণে যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়, নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়, যারা ইসলামের কথা প্রকাশ করতে পারত না, তারা প্রকাশ্যে ইসলামী বিধিবিধান পালন করতে আরম্ভ করে। পরস্পরে কথাবার্তা বলার সুযোগ হয়। ইসলামী বিষয়াবলীর উপর আলোচনার সুযোগ হয়। কুরআনে কারীম শুনতে পারে। যার ফল এই দাঁড়ায় যে, হুদাইবিয়ার সন্ধি থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত এত প্রচুর পরিমাণ লোক ইসলাম গ্রহণ করে যে, নবুওয়াতের সূচনা থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত এত সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেননি।

ইসলাম তো উন্নত নৈতিক চরিত্র ও উত্তম আমলের উৎস এবং সমস্ত সৌন্দর্যের সমষ্টি ছিলই। কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম যে ফাযায়িল, গুণ-মর্যাদা, সৌন্দর্য ও নৈতিক চরিত্রের জীবন্ত চিত্র ছিলেন– এ পর্যন্ত শত্রুতা, ঘৃনা এবং হিংসা-বিদ্বেষের চোখগুলো এসব অনুধাবনে প্রতিবন্ধক ছিল।

چشم بد اندیش که برکنده باد * عیب نماید ہنرش درنظر ۔

এবার সন্ধির কারণে শত্রুতা ও ঘৃণার পর্দা চোখের সামনে থেকে সরে যায়। ফলে ইসলামের মনোমুগ্ধকর চিত্রগুলো তাদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে আরম্ভ করে।

مرد حق کی پیشانی کانور * کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور۔

সন্ধির পূর্বে মক্কার কাফিররা وَلٰكِنْ لَا يَشْعُرُوْنَ-এর বাস্তব নমুনা ছিল। ফলে ইসলাম ও মুসলমানদের জ্যোতি তাদের থেকে ছিল গোপন ও লুকায়িত। সন্ধির কারণে যখন শত্রুতা ও ঘৃণা অন্তর থেকে দূরীভূত হল, তখন তারা হল অনুভূতিসম্পন্ন। হককানী লোকদের ললাটের জ্যোতি তারা প্রত্যক্ষ করতে পারল।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনা মুনাওয়রায় পৌঁছেন তখন আবু বাসীর পৌত্তলিকদের কয়েদ ও বন্দী থেকে পালিয়ে মদীনায় পৌঁছেন। কুরাইশ তৎক্ষণাৎ দু'ব্যক্তিকে তার পিছনে পাঠান তাকে আনার জন্য। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুক্তি অনুযায়ী আবু বসীরকে সে দু'জনের নিকট অর্পণ করেন। আবু বসীরকে বললেন, আমি চুক্তির খেলাফ করতে পারব না। উত্তম হল, তুমি তাদের সাথে ফিরে যাও। আবু বাসীর আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাকে মুশরিকদের দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন, যারা আমাকে দীন থেকে ফিরিয়ে দিতে চায় এবং আমাকে বিভিন্ন প্রকার কষ্ট দেয়? তিনি বললেন, ধৈর্যধারণ কর। আল্লাহ্র কাছে আশা রাখ, শীঘ্রই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মুক্তির পন্থা তৈরি করবেন। তারা দু'জন আবু বসীরকে নিয়ে রওয়ানা হয়। যুলহুলায়ফা পর্যন্ত পৌঁছে একটু বিশ্রামের জন্য সেখানে অবস্থান করে, সাথে থাকা খেজুরগুলো খেতে আরম্ভ করে, আবু বসীর তাদের একজনকে বলল, আপনার তলোয়ারটি খুব উত্তম মনে হচ্ছে। সে তলোয়ার কোষমুক্ত করে বলল, আল্লাহ্র শপথ! এটি নেহায়েত উত্তম তলোয়ার। বহুবার আমি তা পরীক্ষা করেছি। আবু বসীর বললেন, আচ্ছা, তাহলে আমাকেও একটু দেখান। ফলে সে তলোয়ারটি আবু বসীরকে দিয়ে দেয়। আবু বসীর তৎক্ষণাৎ তার উপর আক্রমণ করে বসে। ফলে সে (মরে) একদম ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

দ্বিতীয় ব্যক্তি এ অবস্থা দেখে পালায়। তৎক্ষণাৎ মদীনায় এসে পৌঁছে এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে এসে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার সাথীকে হত্যা করা হয়েছে। আমিও মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছিলাম। এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হাজির হলেন আবু বসীর। তিনি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আপনার চুক্তি পূর্ণ করেছেন। আপনি তো আমাকে তাদের নিকট অর্পণ করেছিলেন। আল্লাহ্ আমাকে তাদের হাত থেকে রেহাই দিয়েছেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি জানেন, আমি যদি পুনরায় মক্কায় যাই, তাহলে তারা আমাকে দীন ইসলাম থেকে ফিরে যেতে বাধ্য করবে। আমি যা কিছু করেছি, তা শুধু এজন্যই করেছি। আমার এবং তাদের মাঝে তো কোন চুক্তি নেই। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মারাত্মক লড়াইয়ের উস্কানীদাতা। যদি কেউ তার সাথী হত! আবু বসীর বুঝে ফেললেন, আমি এখানে থাকলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কাফিরদের নিকট অর্পণ করবেন। এজন্য তিনি মদীনা থেকে বেরিয়ে সমুদ্র তীরে গিয়ে অবস্থান নেন, যে পথে কুরাইশের বনিক দল শামে আসত। মক্কার অসহায় মুসলমানরা যখন একথা জানতে পারল তখন তারা চুপিসারে আবু বসীরের কাছে এসে পৌঁছতে লাগল। সুহাইব ইবনে আমরের ছেলে আবু জান্দালও সেখানে পৌঁছলেন। এমনিভাবে সেখানে ৭০ জনের বিরাট এক দল হয়ে গেল। কুরাইশের যে কাফেলা সেখান দিয়ে যেত তাদের পেছনে লেগে যা মালে গনিমত তারা লাভ করত, তা দিয়ে তাদের কাল কাটাতেন। কুরাইশ বাধ্য হয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে লোক পাঠাল, আমরা আল্লাহ্ এবং আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে আপনার নিকট আবেদন করছি, আপনি আবু বসীর ও তাঁর দলকে মদীনায় ডেকে আনুন। যে কেউ আমাদের মধ্য থেকে মুসলমান হয়ে আপনার কাছে চলে আসবে আমরা তার পিছে লাগব না।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি চিঠি লিখিয়ে আবু বসীরের নিকট প্রেরণ করলেন। যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চিঠি তাঁর কাছে পৌঁছে তখন তিনি মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে। তখন তিনি ইহকাল ত্যাগ করছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পত্র আবু বসীরকে প্রদান করা হল। তিনি চিঠি পড়ছিলেন আর আনন্দিত হচ্ছিলেন। এভাবেই আবু বসীর আল্লাহ্‌র নিকট তাঁর প্রাণ অর্পণ করলেন। তখন চিঠিটি ছিল তাঁর হাতে। আবু জান্দাল ইবনে সুহাইল আবু বসীরের দাফন-কাফনের কাজ সম্পাদন করেন এবং সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। তাঁর কাছেই একটি মসজিদ তৈরি করেন। এরপর আবু জান্দাল স্বীয় সাথীদের সবাইকে নিয়ে মদীনায় উপস্থিত হন।

সুহাইল ইবনে আমর যখন এ ব্যক্তির হত্যার সংবাদ পায়, যাকে আবু বসীর হত্যা করেছিলেন, সে ছিল সুহাইলের গোত্রের, ফলে সুহাইল চাইল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এর রক্তপণ দাবি করবে। আবু সুফিয়ান বলল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে এর রক্তপণের দাবী হতে পারে না। কারণ, তিনি তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন। আবু বসীরকে তোমাদের দূতের নিকট অর্পণ করেছেন। আবু বসীর তাঁর নির্দেশে তাকে হত্যা করেনি। বরং নিজ থেকে হত্যা করেছে। এ রক্তপণের দাবী আবু বসীরের খান্দান ও গোত্র থেকেও হতে পারে না। কারণ, সে তাদের ধর্মাবলম্বী নয়। (ফাতহুল বারী, কিতাবুশ শুরূত)

পারস্পরিক চুক্তির পর যেসব মুসলমান মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনায় এসেছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে চুক্তি অনুযায়ী ফেরত দেন। এরপর কিছুসংখ্যক মুসলমান মহিলা মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় পৌঁছেন। মক্কাবাসী চুক্তি অনুযায়ী তাদের ফেরত দাবী করে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাদের ফেরত দিতে নিষেধ করেন এবং একথা স্পষ্ট করে দেন যে, ফেরত দানের শর্ত পুরুষদের সাথে বিশেষিত ছিল, মহিলারা এ শর্তের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এ কারণে কোন কোন রেওয়ায়াতের শব্দ হল, لَايَاتِيه رَجُل অর্থাৎ, আপনার কাছে যে কোন পুরুষ এলে আপনি তাদের ফেরত দিবেন। স্পষ্ট বিষয় যে, رَجُلٌ শব্দ এর অর্থ পুরুষ। এটি মহিলাদেরকে অন্তর্ভুক্ত কিভাবে করবে? মক্কার পৌত্তলিকরা মহিলাদেরকেও এতে অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তা অস্বীকার করেন এবং বিশেষভাবে এ সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ করেন–

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اِذَاجَاءَ كُم الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ الخ ـ

'হে ঈমানদাররা! যখন মুসলমান মহিলারা হিজরত করে তোমাদের কাছে আসে, তখন তোমরা তাদের পরীক্ষা কর (কি জন্য হিজরত করে তোমাদের কাছে এসেছে।) সূরা মুমতাহানা আয়াত নং ১০-১১।

এরপর কাফিররাও নীরব হয়ে যায় এবং মহিলাদের ফেরত দাবী ত্যাগ করে।

٣٨٤١. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِى صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رضى الله عنه قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَاَصَابَنَا مَطَرٌ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَصَلّٰى لَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الصُّبْحَ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ اَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ قُلْنَا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ ، فَقَالَ قَالَ اللّٰهُ اَصْبَحَ مِنْ عِبَادِىْ مُؤْمِنٌ بِىْ وَكَافِرٌ بِىْ ، فَاَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِرَحْمَةِ اللّٰهِ وَبِرِزْقِ اللّٰهِ وَبِفَضْلِ اللّٰهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِىْ كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ ، وَاَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَجْمِ كَذَا فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ كَافِرٌ بِىْ ـ

৩৮৪১/১৮২. খালিদ ইবনে মাখলাদ র. ...... হযরত যায়িদ ইবনে খালিদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুদাইবিয়ার যুদ্ধের বছর আমরা রাসূলুল্লাহ্ সা-এর সঙ্গে বের হলাম। এক রাতে খুব বৃষ্টি হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামায আদায় করলেন। এরপরে আমাদের দিকে ফিরে বললেন, তোমরা জান কি তোমাদের রব কি বলেছেন? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূলই অধিক জানেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, সকাল হলে আমার কিছু বান্দা এমন অবস্থায় প্রত্যুষ যাপন করছে যে আমার প্রতি তাদের ঈমান ছিল। আর কেউ কেউ আমাকে অস্বীকার করাবস্থায় প্রত্যুষ যাপন করেছে। যারা বলেছে, আল্লাহ্‌র রহমত, আল্লাহ্‌র করুণা এবং আল্লাহ্‌র রিযিক প্রদানের পূর্বাভাস হিসাবে আমাদের প্রতি বৃষ্টি হয়েছে, তারা আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী মু'মিন এবং নক্ষত্রের প্রভাব অস্বীকারকারী (কাফির)। আর যারা বলেছে যে অমুক তারকার (প্রভাবে) কারণে বৃষ্টি হয়েছে, তারা তারকার প্রতি ঈমান আনয়নকারী এবং আমাকে অস্বীকারকারী-কাফির।

শিরোনামের সাথে মিল خَرَجْنَا عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ বাক্যে।

এ হাদীসটি সালাতে ১৪১ নং পৃষ্ঠায় এসেছে।

এ হাদীস দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, বৃষ্টি হয় আল্লাহ্‌র নির্দেশে। এর সম্বোধন তারকারাজির দিকে করা জায়েয নেই। এমনিভাবে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন মাখলুকের দিকে করাও বৈধ নয়। বৃষ্টি আল্লাহ্ তা'আলার একটি বড় নেয়ামত। যার সাথে মানব ও সমস্ত প্রাণীর জীবন সম্পৃক্ত। অতএব, বৃষ্টির সম্বোধন তারকারাজির দিকে করা মানে আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামতকে অস্বীকার করা ও কুফরী করা।

٣٨٤٢. حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا رضى الله عنه أَخْبَرَهُ قَالَ اِعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتِىْ كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَةً مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِى ذِى الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ .

৩৮৪২/১৮৩. হুদ্‌বা ইবনে খালিদ রা. .... হযরত আনাস (ইবনে মালিক) রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারটি উমরা পালন করেছেন। তিনি হজ্জের সাথে যে উমরাটি পালন করেছিলেন (তা যিলহজ্জ মাসে পালন করেছিলেন।) সেটি ব্যতীত সবকটিই যিলকদ মাসে পালন করেছেন। হুদাইবিয়া নামক স্থানে তিনি যে উমরাটি পালন করেছিলেন তা ছিল যিলকদ মাসে (৬ষ্ঠ হিজরীতে)। (২য় উমরা) হুদায়বিয়ার পরবর্তী বছর যে উমরাটি পালন করেছিলেন, সেটি ছিল (উমরাতুল কাযা ৭ম হিজরী) যিলকদ মাসে এবং (৩য় উমরা) হুনাইনের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ যে জি'রানা নামক স্থানে বণ্টন করেছিলেন, সেখান থেকে যে উমরাটি করা হয়েছিল তাও ছিল যিলকদ মাসে (৮ম হিজরীতে) আর (৪র্থ উমরা) তিনি হজ্জের সাথে একটি উমরা পালন করেন (অর্থাৎ, বিদায় হজ্জের সাথে দশম হিজরীতে)।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ শব্দে। এ হাদীসটি হজ্জে ২৩৯ পৃষ্ঠায় এসেছে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উমরা

বুখারীর ৫৯৭ পৃষ্ঠার এ হাদীসটি এবং ২৩৯ পৃষ্ঠার হাদীসটি দ্বারা বুঝা গেল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার বার উমরা করেছেন। তাছাড়া, মুসলিম শরীফে ৪০৯ পৃষ্ঠায় হযরত আনাস রা. থেকে একটি রেওয়ায়াত রয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারটি উমরা আদায় করেছেন। হজ্জের সাথে আদায়কৃত উমরাটি ছাড়া বাকী সবগুলো করেছেন যিলকদ মাসে।

একটি হল, উমরায়ে হুদাইবিয়া, যেটি ৬ হিজরীতে হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরার নিয়ত করে ইহ্‌রাম বেঁধে রওয়ানা করে হুদাইবিয়া পর্যন্ত পৌঁছেন। কিন্তু কাফিররা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

ফলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করতে পারেননি। এজন্য তওয়াফ এবং সাঈর ন্যায় উমরার ২টি রুকন আদায় করতে পারেননি। হুদাইবিয়াতেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ কুরবানীর পশুগুলো কুরবানী করে, মাথা মুণ্ডিয়ে ইহরাম থেকে বেরিয়ে যান। বিস্তারিত পূর্ণ বিবরণ পূর্বে এসেছে। দ্রষ্টব্য হুদাইবিয়ার ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ।

প্রতিবন্ধকতার কারণে তথা অবরুদ্ধ হওয়ার কারণে যদিও উমরার রুকনগুলো আদায় করতে পারেননি। কিন্তু নিয়ত, ইহরাম এবং কুরবানীর পশু কুরবানী করার কারণে এটিকে স্বতন্ত্র উমরা গণ্য করা হয়েছে।

দ্বিতীয়টি হল, উমরাতুল কাযা, যেটি হুদাইবিয়ার দ্বিতীয় বছর মক্কার কাফিরদের সাথে সিদ্ধান্তকৃত শর্ত অনুযায়ী করা হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরবর্তী বছর সপ্তম হিজরীতে উমরার জন্য বের হন। এবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করেন। উমরার বিধানগুলো সম্পাদন করেন। তিন দিন মক্কা মুয়াজ্জমায় অবস্থান করে মদীনায় ফিরে আসেন।

তৃতীয়টি হল, উমরায়ে জি'রানা, যেটি মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ করে আদায় করেছেন। এবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না ইহ্‌রাম বেঁধেছেন, না উমরা বা হজ্জের নিয়ত করেছেন। হালকা যুদ্ধের পর মক্কা বিজিত হয়েছে, তিনি সেখান থেকে হুনাইন এবং তায়েফ যুদ্ধের জন্য তাশরীফ নেন। এ দুটি যুদ্ধ থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি জি'রানায় গনিমতের সম্পদ বন্টন করেন। সেখান থেকে এক রাত্রে ইশার নামাযের পর ইহরাম বেঁধে মক্কা তাশরীফ নেন। রাত্রেই উমরা করে অর্থাৎ, সকাল হবার পূর্বেই মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে যান। এমনকি কোন কোন সাহাবী এ উমরা সম্পর্কে জানতেও পারেননি। যেমন বুখারী শরীফের ৪৪৫ পৃষ্ঠায় হযরত নাফি' র. থেকে বর্ণিত আছে–

قَالَ نَافِعٌ وَلَمْ يَعْتَمِرْ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ وَلَوِ اعْتَمَرَ لَمْ يَخْفَ عَلَى عَبْدِ اللهِ ـ

অর্থাৎ, নাফি' র. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জি'রানা থেকে উমরা করেননি। যদি তিনি উমরা করতেন, তবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে তা গোপন থাকত না।

অথচ আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর সেখানে অনুপস্থিতি কিংবা ভুল-বিস্মৃতির সম্ভাবনা আছে। কারণ, জি'রানা থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উমরা অনেক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন– হযরত আনাস ইবনে মালিক রা.-এর রেওয়ায়াত ৫৯৭ ও ২৩৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে। ইমাম নববী র. বলেন, উলামায়ে কিরাম বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. এর অস্বীকার বিস্মৃতি অথবা সন্দেহের উপর প্রযোজ্য। আমার মত হল, জি'রানার উমরা ছিল শুধু রাতের ব্যাপার। এ কারণে কোন কোন সাহাবী এটি জানতে পারেননি। অতএব হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. ও এটি জানতে পারেননি। والله اعلم

চতুর্থ উমরা ছিল, দশম হিজরীতে বিদায় হজ্জের সাথে।

٣٨٤٣. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ انْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ أُحْرِمْ ـ

৩৮৪৩/১৮৪. সাঈদ ইবনে রাবী' র. ..... হযরত আবু কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুদাইবিয়ার যুদ্ধের বছর আমরা নবী করীম সা-এর সঙ্গে রওয়ানা করেছিলাম। এ সময় তাঁর সকল সাহাবী ইহ্‌রাম বেঁধেছিলেন, কিন্তু আমি ইহ্‌রাম বাঁধিনি।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট হল, عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ শব্দে।

এ হাদীসটি বিস্তারিত আকারে আবওয়াবুল উমরাতে ২৪৫ পৃষ্ঠায় এসেছে।

একটি সন্দেহ ও এর নিরসন

মীকাত থেকে ইহ্‌রাম বাঁধা ব্যতীত সামনে অগ্রসর হওয়া জায়েয নেই। অতঃপর আবু কাতাদা রা. কিভাবে ইহরাম ছাড়া সামনে অগ্রসর হলেন। যেমন তিনি নিজে বলেন, সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম ইহরাম বেঁধেছেন, কিন্তু আমি ইহরাম বাঁধিনি।

১. এর উত্তর হল, হতে পারে সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম মীকাতের পূর্বে ইহ্‌রাম বেঁধেছেন আর আবু কাতাদা ইহরাম বাঁধেননি। কারণ, মীকাতের পূর্বে ইহরাম বাঁধা জায়েয আছে।

২. দ্বিতীয় উত্তর হল, সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম যেহেতু উমরার নিয়তে মক্কা থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন সেহেতু ইহরাম বাঁধা জরুরি ছিল। কিন্তু আবু কাতাদার নিয়ত মক্কা যাবার ছিল না। ইহরাম আবশ্যক হল, মক্কায় প্রবেশ করার জন্য। ইমাম তাহাবী র. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে হাদীস বর্ণনা করেন بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ اَبَا قَتَادَةَ عَلَى الصَّدَقَةِ এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, আবু কাতাদা সাদকা (উসূলের) জন্য আদিষ্ট ছিলেন। তিনি মক্কা যাবার ছিলেন না। এজন্য ইহরাম বাঁধার প্রয়োজন ছিল না।

٣٨٤٤. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَّاءِ رضى الله عنه قَالَ تَعُدُّوْنَ اَنْتُمُ الْفَتْحَ فَتْحَ مَكَّةَ وَقَدْ كَانَ فَتْحُ مَكَّةَ فَتْحًا وَنَحْنُ نَعُدُّ الْفَتْحَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ. كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ اَرْبَعَ عَشَرَةَ مِائَةً وَالْحُدَيْبِيَةُ بِئْرٌ، فَنَزَحْنَاهَا، فَلَمْ نَتْرُكْ قَطْرَةً، فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَاَتَاهَا فَجَلَسَ عَلٰى شَفِيْرِهَا، ثُمَّ دَعَا بِاِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ، فَتَوَضَّاَ ثم مَضْمَضَ وَدَعَا ثُمَّ صَبَّهُ فِيْهَا، فَتَرَكْنَاهَا غَيْرَ بَعِيْدٍ، ثم اِنَّهَا اَصْدَرَتْنَا مَاشِئْنَا نَحْنُ وَرِكَابُنَا.

৩৮৪৪/১৮৫. উবাইদুল্লাহ ইবনে মুসা র. ..... হযরত বারা (ইবনে আযিব) রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়কে (অর্থাৎ, বরকতময় আয়াত اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِيْنًا কে) তোমরা মূল বিজয় বলে মনে করছ। অথচ মক্কা বিজয়ও একটি বিজয়। কিন্তু হুদাইবিয়ার দিনে অনুষ্ঠিত বাইয়াতে রিযওয়ানকে আমরা মৌল বিজয় বলে মনে করি। সে সময় আমরা চৌদ্দ'শ সাহাবী নবী করীম সা-এর সঙ্গে ছিলাম। হুদাইবিয়া একটি কূপ। আমরা তা' থেকে পানি উঠাতে উঠাতে তার মধ্যে এক বিন্দুও অবশিষ্ট রাখিনি। আর এ সংবাদ (পানি শেষ হয়ে গেছে এবং লোকজন ও জন্তুগুলো পিপাসার্ত– এ খবর) নবী করীম সা-এর কাছে পৌঁছলে তিনি এসে সে কূপের পাড়ে বসলেন। এরপর এক পাত্র পানি আনিয়ে ওযু করলেন এবং কুল্লি করলেন। পরিশেষে দোয়া করে অবশিষ্ট পানি কূপের মধ্যে ফেলে দিলেন। আমরা অল্প কিছুক্ষণ পর্যন্ত কূপের পানি উঠানো বন্ধ রাখলাম। এরপর আমরা ইচ্ছামত পান করলাম, আমাদের নিজেদের পশুগুলোকেও প্রচুর পানি (কূপ থেকে বের করে) পান করালাম।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল হল, يَوْمَ الْحُدَيْبِيَه শব্দে।

হুদাইবিয়ার সন্ধি ও সুস্পষ্ট বিজয়

সন্ধির শর্ত-শরায়েতের সময় থেকে আয়াতে মুবারকা অবতীর্ণ হওয়া পর্যন্ত অধিকাংশ সাহাবী এ সন্ধিকে লাঞ্ছনাময় মনে করতেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এ সন্ধিকে বলেছেন, সুস্পষ্ট বিজয়। যেমন– সন্ধির ঘটনাবলী প্রমাণ করছে যে, ইসলামের প্রচার-প্রসার ও সমস্ত ইসলামী বিজয়ের বুনিয়াদ হল, এই সন্ধি। এই সন্ধি মক্কা বিজয়ের কারণ হয়। এটি ইসলাম প্রসারের কারণ সাব্যস্ত হয়। ইসলাম যে উত্তম আদর্শের ভিত্তি রেখেছে এবং

ইসলামের কারণে সাহাবায়ে কিরাম উত্তম চরিত্রের যে উঁচু মরতবায় পৌঁছেছেন। এর সম্পর্কে কুরাইশ এবং অন্যান্য শত্রুগোত্র অবহিত হতে পারছিল না। সার্বক্ষণিক যুদ্ধ ও লড়াইয়ের কারণে তারা প্রশান্ত চিত্তে ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে কোন যথার্থ রায় কায়েম করতে পারছিল না। এ সন্ধির পর প্রশান্তির সাথে একেক জন অপরের সাথে মিলে। তখন তারা দেখল, স্বয়ং আমাদেরই একটি দল অল্পদিনে ইসলামী শিক্ষা লাভ করে মানবতা ও আভিজাত্যের কিরূপ উঁচু মর্তবায় পৌঁছে গেছে! এর তাৎক্ষণিক ফল এ হল যে, কুরাইশ ও সমস্ত গোত্রগুলো ইসলামী নৈতিক চরিত্র ও কাজকর্ম দেখে প্রভাবিত হয়। এবং শুধু দুই বছর সময়ে এত লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে যে, নবুওয়াত থেকে নিয়ে ৬ হিজরী পর্যন্ত ১৯ বছরেও তা হয়নি। ফলে হুদাইবিয়ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১৪০০ সাহাবী সাথে নিয়ে বেরিয়েছিলেন। এর ২ বছর পর মক্কা বিজয়ের জন্য ১০ হাজারের বিশাল বাহিনী নিয়ে বের হন।

এই সন্ধির কারণে দ্বিতীয় আরেকটি বিরাট ব্যাপার এই হল, এতদিন পর্যন্ত গোটা ইসলামী শক্তি কুরাইশের সাথে যুদ্ধে জড়িয়েছিল। এই সন্ধির ফলে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর প্রতি মনোযোগ দেয়ার সুযোগ হয়। মদীনায় ফিরে এসেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীর রাজা-বাদশাহদের নিকট ইসলামী দাওয়াতের চিঠিপত্র প্রেরণ করেন। এর অর্থ এই ছিল যে, এবার কুরাইশ ও বিভিন্ন গোত্রের পরিবর্তে ইসলামী শক্তি কায়সার ও কিসরার ন্যায় বিশাল শক্তির সাথে মুকাবিলার যোগ্য হয়ে গেছে।

٣٨٤٥. حَدَّثَنِى فَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَعْيَنَ اَبُوْ عَلِيٍّ الْحَرَّانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْاِسْحَاقَ قَالَ اَنْبَأَنَا الْبَرَّاءُ بْنُ عَازِبٍ رضى الله عنهما اَنَّهُمْ كَانُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ اَلْفًا وَاَرْبَعَمِائَةٍ وَ اَكْثَرَ، فَنَزَلُوْا عَلَى بِئْرٍ، فَنَزَحُوْهَا، فَاَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، فَاَتَى الْبِئْرَ وَقَعَدَ عَلَى شَفِيْرِهَا، ثم قَالَ ائْتُوْنِى بِدَلْوٍ مِنْ مَائِهَا، فَاُتِيَ بِهِ، فَبَصَقَ فَدَعَا، ثم قَالَ دَعُوْهَا سَاعَةً، فَاَرْوَوْا اَنْفُسَهُمْ وَرِكَابَهُمْ حَتَّى ارْتَحَلُوْا .

৩৮৪৫/১৮৬. ফযল ইবনে ইয়াকুব র. .... হযরত আবু ইসহাক র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে হযরত বারা' ইবনে আযিব রা. সংবাদ দিয়েছেন যে, হুদাইবিয়ার যুদ্ধের দিন তাঁরা চৌদ্দশ কিংবা তার চেয়েও অধিক লোক রাসূলুল্লাহ্ সা-এর সঙ্গে ছিলেন। তখন তারা একটি কূপের পার্শ্বে (হুদাইবিয়ার নিকট) অবতরণ করেন এবং তা থেকে পানি উত্তোলন করতে থাকেন। (এতে সব পানি নিঃশেষ হয়ে যায়, কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি) তারা রাসূলুল্লাহ্ সা-এর কাছে এসে এ সংবাদ জানালেন। তখন তিনি কূপটির কাছে এসে এর পাড়ে বসলেন। এরপর বললেন, আমার কাছে এই কূপের এক বালতি পানি নিয়ে আস। তখন তা নিয়ে দেয়া হলো। তিনি এতে মুখের পানি ফেললেন এবং দোয়া করলেন। এরপর তিনি বললেন, এ থেকে কিছুক্ষণের জন্য তোমরা পানি উঠানো বন্ধ রাখ। (অর্থাৎ, কিছুক্ষণের জন্য বিলম্ব কর।) এরপর সকলেই নিজেদের ও বাহন পশুগুলোর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি দ্বারা যাত্রা করার পূর্ব পর্যন্ত পরিতৃপ্ত করালেন এবং পরে চলে গেলেন। (অর্থাৎ, যতক্ষণ অবস্থান করছিলেন ততক্ষণ পর্যন্ত পানি দিয়ে পিপাসা নিবারণ করছিলেন।)

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ শব্দে। এ হাদীসটিও ভিন্ন সনদে হযরত বারা ইবনে আযিব রা. এর।

٣٨٤٦. حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ رضى الله عنه قَالَ عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ؟ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ النَّاسُ نَحْوَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا لَكُمْ؟ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّأُ بِهِ وَلَا نَشْرَبُ إِلَّا مَا فِي رَكْوَتِكَ. قَالَ فَوَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ فِي الرَّكْوَةِ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ، قَالَ فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّأْنَا، فَقُلْتُ لِجَابِرٍ كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً.

৩৮৪৬/১৮৭. ইউসুফ ইবনে ঈসা র. .... হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুদাইবিয়ার দিন লোকজন পিপাসার্ত হয়ে পড়লেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পেয়ালা একটি ছিল মাত্র। তিনি তা দিয়ে ওযু করলেন। তখন লোকেরা তাঁর প্রতি এগিয়ে আসলে (অর্থাৎ, এসে পানির অভিযোগ করলেন) পানির অভিযোগ করলে তিনি তাদেরকে বললেন, কি হয়েছে তোমাদের? (কেন আসছ?) তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার পেয়ালার পানি ব্যতীত আমাদের কাছে এমন কোন পানি নেই, যা দ্বারা আমরা ওযু করব এবং যা আমরা পান করব।

বর্ণনাকারী জাবির রা. বলেন, এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মুবারক হাতখানা ঐ চর্ম পাত্রে রাখলেন। অমনি তার আঙ্গুলগুলোর মধ্যস্থল থেকে ঝরনাধারার মত পানি উথলে উঠতে লাগল। জাবির রা. বলেন, আমরা সে পানি পান করলাম এবং তা দিয়ে ওযু করলাম। [সালিম র. বলেন] আমি জাবির রা-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা সেদিন কতজন লোক ছিলেন? তিনি বললেন, আমাদের সংখ্যা এক লাখ হলেও এ পানিই আমাদের জন্য যথেষ্ট হত। আমরা ছিলাম তখন পনেরশ লোক মাত্র।[১]

১. উল্লেখ্য, হুদায়বিয়ার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ সা-এর সাথে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের সংখ্যা কোন হাদীসে চৌদ্দশ, কোন হাদীসে পনেরশ আবার কোন হাদীসে তেরশ'র কথা উল্লেখ আছে। আসলে সংখ্যা কত, এ প্রশ্নের জবাবে আল্লামা কিরমানী র. বলেছেন, যারা বৃদ্ধ, যুবক ও কিশোর সকলকে গণনা করেছেন, তাঁরা বলেছেন পনেরশ, আর যারা বৃদ্ধ ও যুবকদেরকে গণনা করেননি তারা বলেছেন চৌদ্দশ, আর যারা শুধু বৃদ্ধদেরকে গণনা করেছেন, তাঁরা বলেছেন তেরশ। মূলত এ কথার মধ্যে কোন সংঘাত নেই। এর জবাবে আল্লামা নববী র. বলেছেন, সাহাবীদের সংখ্যা চৌদ্দশ'র কিছু বেশি ছিল। কেউ ভগ্নাংশসহ পনেরশ উল্লেখ করেছেন। আবার কেউ ভগ্নাংশ বাদ দিয়ে চৌদ্দশ বর্ণনা করেছেন। আর যারা তেরশ উল্লেখ করেছেন, মূলত তাদের সংখ্যা জানা ছিল না। –অনুবাদক।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ শব্দে। এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ৫৯৮ পৃষ্ঠায় এসেছে। বাবু আলামাতিন নবুওয়াতে ৫০৫ নং পৃষ্ঠায় গেছে।

প্রশ্নোত্তর ঃ বাহ্যত হযরত জাবির রা.-এর সাথে হযরত বারা ইবনে আযিব রা.-এর হাদীসে (১৮৬ নং হাদীসের) বিরোধ বুঝা যায়। কারণ, হযরত জাবির রা.-এর হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেয়ালায় হাত দেন। তখন হস্ত মুবারকের আঙ্গুলগুলো থেকে ঝর্নার ন্যায় পানি বের হতে আরম্ভ হয়। অথচ হযরত বারা ইবনে আযিব রা. এর পূর্বোক্ত হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বালতি দিয়ে কূপ থেকে পা উঠিয়ে মুখে পানি নিক্ষেপ করেছেন (কুলি করেছেন)। ফলে পাানি প্রচুর হয়ে যায়।

উত্তর ঃ ১. ঘটনা একাধিক বার হয়েছে। কিতাবুল আশরিবায় উল্লেখিত রয়েছে যে, হযরত জাবির রা. এর হাদীসে আঙ্গুলগুলো থেকে পানি বের হওয়ার ঘটনা তখনকার, যখন আসর নামাযের উদ্দেশ্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করার জন্য মনস্থ করেছেন। পক্ষান্তরে হযরত বারা রা. এর হাদীস হল, সাধারণ প্রয়োজনের জন্য।

২. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উযু করেছেন, তখন আঙ্গুলগুলো থেকে ঝর্নার ন্যায় পানি প্রবাহিত হতে আরম্ভ করে। সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম উযু করেন ও পানি পান করেন। অতঃপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন, পেয়ালার অবশিষ্ট পানি কূপে নিক্ষেপ কর। এর ফলে কূপে পানির প্রাচুর্য দেখা দেয়।

٣٧٤٧. حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ قُلْتُ لِسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ بَلَغَنِىْ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ كَانَ يَقُوْلُ كَانُوْا اَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً، فَقَالَ لِىْ سَعِيْدٌ حَدَّثَنِىْ جَابِرٌ كَانُوْا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً اَلَّذِيْنَ بَايَعُوا النَّبِىَّ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ تَابَعَهُ اَبُوْ دَاؤُدَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ قَتَادَةَ وَتَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ.

৩৮৪৭/১৮৮. সাল্‌ত ইবনে মুহাম্মদ র. ..... হযরত কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব র-কে বললাম, আমি শুনতে পেয়েছি যে, হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রা. বলতেন, তাঁরা (হুদাইবিয়ার সন্ধিতে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের সংখ্যা চৌদ্দশ ছিল। তখন সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব রা. আমাকে বললেন, জাবির রা. আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, হুদাইবিয়ার যুদ্ধে যাঁরা নবী করীম সা-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন, তাদের সংখ্যা ছিল পনেরশ। সাল্‌ত ইবনে মুহাম্মদের অনুসরণ করেছেন আবু দাউদ তায়ালিসী। আবু দাউদ বলেন, কুররা র-এর মাধ্যমে কাতাদা র. থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার র. তাঁর অনুরূপ বর্ণনা (মুতাবা'আত) করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল يَوْمُ الْحُدَيْبِيَةِ শব্দে।

প্রশ্নোত্তর ঃ বাহ্যত হুদাইবিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা সংক্রান্ত রেওয়ায়াতগুলোতে বিরোধ রয়েছে। স্বয়ং হযরত জাবির রা. এর দু'টি রেওয়ায়াতে বিরোধ বুঝা যায়। একটি হল, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব সূত্রে বর্ণিত, হযরত জাবির রা. এর রেওয়ায়াত। সেটি হল, হুদাইবিয়ার উমরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিলেন ১৫০০ ব্যক্তি। কাতাদা সূত্রে বর্ণিত, হযরত জাবির রা. এর হাদীসে আছে, তখন লোক ছিলেন ১৪০০। তাছাড়া, সাথে সাথেই তৎপরবর্তী অর্থাৎ ১৮৯ নং হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা রা. থেকে বর্ণিত আছে, আসহাবে শাজারা অর্থাৎ, হুদাইবিয়ায় অংশগ্রহণকারী লোক ছিলেন ১৩০০।

উত্তর ঃ মূলতঃ মানুষ ছিলেন ১৪০০ এরও অধিক। যেমন– ১৮৬ নং হাদীসে হযরত বারা ইবনে আযিব রা. এর রেওয়ায়াতে اَكْثَر শব্দে এসেছে। অতএব, যিনি ভাংতিকে পূর্ণ ধরেছেন, তিনি ১৫০০ বলেছেন, যিনি ভাংতিকে বাদ দিয়েছেন, শুধু শ হিসেবে এনেছেন তিনি বলেছেন ১৪০০।

বাকি রইল, ১৩০০ রেওয়ায়াতের বিষয়টি।

১. এর উত্তর হল– আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু আওফা রা. স্বীয় জানা মুতাবিক বলেছেন, আর যিনি অতিরিক্ত সম্পর্কে জানতেন তিনি সে অতিরিক্তের কথা বর্ণনা করেছেন। মূলনীতি হল– নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর অতিরিক্ত অংশ গ্রহণযোগ্য।

২. দ্বিতীয় উত্তর হল– প্রথম দিকে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বের হওয়ার সময় ছিলেন ১৩০০। এরপর আরও কিছুসংখ্যক লোক এসে মিলিত হলে হন ১৪০০। এরপর আরও কিছুসংখ্যক লোক মিলিত হলে হন ১৫০০।

৩. আর একটি উত্তর হল, মুজাহিদদের সংখ্যা হল, ১৪০০। সেবক ও মহিলাদেরসহ সংখ্যা হল ১৫০০। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

٣٨٤٨. حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حدثنا سُفيَانُ قَالَ عَمرٌو سَمِعتُ جَابِرَ بنَ عَبدِ اللهِ رضى الله عنهما قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَومَ الحُدَيبِيَةِ اَنتُم خَيرُ اَهلِ الاَرضِ وَكُنَّا اَلفًا واربعمائة وَلَو كُنتُ اَبصِرُ اليَومَ لَارَيتُكُم مَكَانَ الشَجَرَةِ * تَابَعَهُ الاَعمَشُ سَمِعَ سَالِمًا سَمِعَ جَابِرًا اَلفًا وَاَربعمائة ـ وَقَالَ عُبَيدُ اللهِ بنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِى حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن عَمرِو بنِ مُرَّةَ حَدَّثَنِى عَبدُ اللهِ بنُ اَبِى اَوفَى رضى الله عنهما كَانَ اَصحَابُ الشَجَرَةِ اَلفًا وثلاثمائة وكَانَت اَسلَمُ ثُمُنَ المُهَاجِرِينَ تَابَعَهُ مُحمدُ بنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُو داؤد حَدَّثَنَا شُعبَةُ ـ

৩৮৪৮/১৮৯. আলী র. ...... হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদাইবিয়ার যুদ্ধের দিন আমাদেরকে বলেছেন, পৃথিবীবাসীদের মধ্যে তোমরাই সর্বোত্তম। সেদিন আমরা ছিলাম চৌদ্দশ। আজ আমি যদি চোখে দেখতাম, তাহলে আমি তোমাদেরকে সে বৃক্ষ-স্থানটি দেখিয়ে দিতাম। (এর দ্বারা এটাও বুঝা গেল যে, হযরত জাবির রা. শেষ বয়সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।)

تَابَعَهُ الاَعمَشُ : আমাশ র. হাদীসটি সালিম রা-এর মাধ্যমে জাবির রা. থেকে সুফিয়ান (ইবনে উয়াইনা) র-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, হুদায়বিয়ার সন্ধির দিন সাহাবীদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দশ। (অর্থাৎ, হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় সাহাবাগণের সংখ্যা চৌদ্দশত ছিল) ইমাম বুখারী র. এই মুতাবাআত পূর্ণ সনদ সহকারে কিতাবুল আশরিবায়ে লিখেছেন। দ্রষ্টব্য (২/৮৪২)

وَقَالَ عُبَيدُ اللهِ بنُ مُعَاذٍ الخ উবায়দুল্লাহ্ ইবনে মুআয র. ..... আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু আওফা (আসলামী) রা. বর্ণনা করেন যে, গাছের নিচে বাইআত (বাইআতে রিযওয়ানে উপস্থিত) গ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিল ১৩০০। সৈন্যদের মধ্যে আসলাম গোত্রের সাহাবীগণের সংখ্যা ছিল মুহাজিরগণের মোট সংখ্যার এক-অষ্টমাংশ।

تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ : অর্থাৎ, উবাইদুল্লাহ ইবনে মুআযের মুতাবাআত করেছেন, মুহাম্মদ ইবনে বাশশার। তার থেকে আবু দাঊদ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার থেকে বর্ণনা করেছেন শু'বা।

আসহাবে শাজারার ফযীলত

এ হাদীসে اَنتُم خَيرُ اَهلِ الاَرضِ (তোমরা পৃথিবীবাসীর মধ্যে সর্বোত্তম) আসহাবে শাজারা তথা বাইআতে রিযওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের শ্রেষ্ঠত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ। নিঃসন্দেহে তখন অর্থাৎ, ৬ হিজরীতে মুসলমান আসহাবে শাজারা ব্যতীত মক্কা-মদীনা ইত্যাদিতে বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসহাবে শাজারার বিশেষ ফযীলত বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া, মুসলিম শরীফে উম্মে মুবাশশির রা. থেকে মারফূ' আকারে বর্ণিত আছে, আসহাবে শাজারার কেউ ইনশাআল্লাহ্ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। (মুসলিম ঃ ৩০৩)

নিঃসন্দেহে তাদের জান্নাতী হওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত। তাছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ব্যাপারে স্বীয় সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়েছেন– لَقَد رَضِىَ اللهُ عَنِ المُؤمِنِينَ اِذ يُبَايِعُونَكَ تَحتَ الشَجَرَةِ ـ (সূরা ফাত্হ)

আল্লাহ্র সন্তুষ্টির ঘোষণা মানে এর জামানাত যে, এরা সবাই আমৃত্যু ঈমান ও নেক আমলের উপর কায়েম থাকবেন। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ ও সবকিছু সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। যদি কারও সম্পর্কে তিনি জানতেন

যে, তারা কখনও ঈমান থেকে ফিরে যাবে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি নিজের সন্তুষ্টি ঘোষণা করতে পারতেন না।

ইবনে আবদুল বার র. ইসতী'আবের ভূমিকায় এ আয়াতটি উল্লেখ করে বলেন, وَمَنْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لَمْ يَسْخَطْ عَلَيْهِ اَبَدًا অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা যার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান তার প্রতি কখনও অসন্তুষ্ট হন না।

শিয়াদের ভ্রান্ত প্রমাণ

কোন কোন শিয়া এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, এতে হযরত উসমান রা. এর উপর হযরত আলী রা. এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। কারণ, হযরত আলী রা. বৃক্ষের নিচে বায়আতে উপস্থিত ছিলেন। অতএব, তিনি ছিলেন اَنْتُمْ خَيْرُ اَهْلِ الْاَرْضِ -এর সম্বোধিত ব্যক্তি। কিন্তু এর পরিপন্থী হযরত উসমান রা.। তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।

তবে শিয়াদের এ প্রমাণ ভ্রান্ত ও বাতিল। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসমান রা.-কে নিজেই মক্কা পাঠিয়েছিলেন। অতএব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসমান রা.-এর পক্ষ থেকে নিজেই বাইআত হয়েছেন। বরং এ বিশেষ ফযীলত হযরত উসমান রা. এরই ছিল যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় হস্ত মুবারককে হযরত উসমান রা.-এর হস্ত সাব্যস্ত করে তাঁর পক্ষ থেকে বায়আত হয়েছেন এবং ইরশাদ করেছেন, এ হল উসমানের বাইআত। অতএব, নিঃসন্দেহে হযরত উসমান রা. আসহাবে শাজারার অন্তর্ভুক্ত বাস্তবিক ছিলেন এবং সম্বোধিত ব্যক্তি ছিলেন اَنْتُمْ خَيْرُ اَهْلِ الْاَرْضِ -এর।

৩৮৪৯. حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا عِيسٰى عَنْ اِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ اَنَّهُ سَمِعَ مِرْدَاسًا الْاَسْلَمِىَّ يَقُولُ، وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ يُقْبَضُ الصَّالِحُونَ الْاَوَّلُ فَالْاَوَّلُ وَتَبْقٰى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ لَايَعْبَاُ اللّٰهُ بِهِمْ شَيْئًا .

৩৮৪৯/১৯০. ইব্রাহীম ইবনে মূসা র. .... হযরত কায়েস র. থেকে বর্ণিত যে, তিনি হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন বৃক্ষের নিচে বাইআত গ্রহণকারী (হুদাইবিয়া যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের তিনিও একজন।) সাহাবী হযরত মিরদাস আসলামী রা.কে বলতে শুনেছেন যে, তিনি বলেন, পুণ্যবান লোকদেরকে একের পর এক উঠিয়ে নেওয়া হবে। (অর্থাৎ, পুন্যবানদের রূহ কবজা করা হবে যে বেশি পুণ্যবান হবে তাকে প্রথম এর পর যিনি পুণ্যবান তাকে, এভাবে একের পর এক।) এরপর অবশিষ্ট থাকবে খেজুর ও যবের ছালের মত কতিপয় নিম্নস্তরের বদকার লোক, (নিম্ন মর্যাদার ও মন্দ) যাদের কোন পরওয়া আল্লাহ্ করবেন না। (আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাদের কোন মূল্য হবে না)

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ বাক্যে।

مِرْدَاس ঃ মীমের নিচে যের, রায়ের উপর জযম, দালের উপর যবর। তিনি হলেন, ইবনে মালিক আসলামী কূফী রা.। তাঁর এ হাদীসটি মাওকুফ। বুখারী এ হাদীসটি রিকাকে ৯৫২ পৃষ্ঠায় এনেছেন।

الْاَوَّلُ উহ্য ফেলের কারণে মারফূ'। মূলতঃ উহ্য ইবারত হবে يَذْهَبُ الْاَوَّلُ আর فَالْاَوَّلُ শব্দটি তার উপর আত্ফ। সারমর্ম হল, ভূ-পৃষ্ঠ থেকে আগে আগে একে একে নেককাররা চলে যাবেন। حفالة ঃ হায়ের উপর পেশ, ফা তাশদীদ বিহীন অর্থাৎ, নেককারদের দুনিয়া ত্যাগের পর ভূ-পৃষ্ঠে নিম্নমানের খেজুরের ন্যায় নিম্নস্তরের অপদার্থ কিছু লোক থেকে যাবে। (উমদাতুল কারী)

٣٨٥٠. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَشَرَةَ مِائَةً مِنْ اَصْحَابِه فَلَمَّا كَانَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْىَ وَاَشْعَرَ وَاَحْرَمَ مِنْهَا لَا اُحْصِى كَمْ سَمِعْتُهُ مِنْ سُفْيَانَ حَتّٰى سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا اَحْفَظُ مِنَ الزُّهْرِيِّ الْاِشْعَارَ وَالتَّقْلِيدَ فَلَا اَدْرِى يَعْنِى مَوْضِعَ الْاِشْعَارِ وَالتَّقْلِيدِ اَوِ الْحَدِيثَ كُلَّهُ ـ

৩৮৫০/১৯১. আলী ইবনে আবদুল্লাহ র. ..... হযরত মারওয়ান (ইবনুল হাকাম) এবং মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রা. থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ই বলেছেন যে, হুদাইবিয়ার বছর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাজারেরও অধিক সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে মদীনা থেকে যাত্রা করলেন। যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছে তিনি হাদীর (কুরবানীর পশুর) গলায় কিলাদা বাঁধলেন, (কুরবানীর পশুর) কুঁজ কাটলেন এবং সেখান থেকে উমরার ইহরাম বাঁধলেন। ইমাম বুখারীর শায়েখ আলী ইবনে মাদানী বলেন, এ হাদীস সুফিয়ান থেকে কতবার শুনেছি তার সংখ্যা আমি নির্ণয় করতে পারছি না। আমি এই হাদীস সুফিয়ান হতে বহুবার শুনেছি। একবার এ রকমও তাঁকে বলতে শুনেছি, যুহরী থেকে কুরবানীর পশুর গলায় কিলাদা বাধা এবং ইশআর করার কথা আমার স্মরণ নেই। রাবী আলী ইবনে মাদীনী বলেন, সুফিয়ান এ কথা বলে কি বোঝাতে চেয়েছেন তা আমি জানি না। তিনি কি এ কথা বলতে চেয়েছেন যে, যুহরী থেকে ইশআর ও কিলাদা পড়ানোর কথা তাঁর স্মরণ নেই, না পুরা হাদীসটি স্মরণ না থাকার কথা বলতে চেয়েছেন?

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ শব্দে। এ হাদীসটি কিতাবুল হজ্জে ২২৯-২৩০ পৃষ্ঠায় গেছে।

الْاِشْعَارَ وَالتَّقْلِيدَ মা'তূফ মা'তূফ আলাইহি মিলে মানসুব। কারণ, এটি لَا اَحْفَظُ এর মাফঊল।

٣٨٥١. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ حدثنا اِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ اَبِى بِشْرٍ وَرْقَاءَ عَنِ ابْنِ اَبِى نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى لَيْلٰى عَنْ كَعْبِ ابْنِ عُجْرَةَ رض اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰهُ وَقَمْلُهُ يَسْقُطُ عَلٰى وَجْهِه، فَقَالَ اَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟ قَالَ نَعَمْ، فَاَمَرَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ، لَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ اَنَّهُمْ يَحِلُّونَ بِهَا وَهُمْ عَلٰى طَمَعٍ اَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ الْفِدْيَةَ، فَاَمَرَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ اَوْ يُهْدِىَ شَاةً اَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ ـ

৩৮৫১/১৯২. হাসান ইবনে খালাফ র. ..... হযরত কাব ইবনে উজরা রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এমতাবস্থায় দেখলেন যে, উকুন (তার মাথা থেকে) মুখমণ্ডলে ঝরে পড়ছে। তখন তিনি বললেন, যে তোমার মাথার কীট (উকুন)গুলো কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? তিনি (কা'ব ইবনে উজরারা) বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদাইবিয়ায় অবস্থানকালে তাঁর মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলার জন্য নির্দেশ দেন। (তিনি উমরার এহরাম বাধা অবস্থায় ছিলেন।) হুদাইবিয়াতেই তাদেরকে ইহরাম থেকে হালাল

হয়ে যেতে হবে এ কথা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে এখনো বর্ণনা করেননি। বরং সাহাবীগণের এই আশা ছিল যে তারা মক্কাতে প্রবেশ করবে। তাই আল্লাহ্ ফিদিয়ার হুকুম নাযিল করলেন। (যে ইহরামের অবস্থায় মাথামুণ্ডন করলে কি কি আবশ্যক হয়?) এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ছয়জন মিসকীনকে এক ফারাক (প্রায় বারো সের) খাদ্য খাওয়ানোর অথবা একটি বকরী কুরবানী করার অথবা তিন দিন রোযা পালন করার নির্দেশ দিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ বাক্যে। এ হাদীসটি হজ্জে ২৪৪ পৃষ্ঠায় এসেছে।

فَرَقٌ ফা ও রায়ের উপর যবর। ষোল রতলের একটি পরিমাপ। (উমদাতুল কারী ঃ ১৭/২১৭)

৩৮৫২. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضى الله عنه إِلَى السُّوقِ ، فَلَحِقَتْ عُمَرَ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ ، فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! هَلَكَ زَوْجِي وَتَرَكَ صِبْيَةً صِغَارًا وَاللهِ مَا يُنْضِجُونَ كُرَاعًا وَلاَ لَهُمْ زَرْعٌ وَلاَ ضَرْعٌ، وَخَشِيتُ أَنْ تَأْكُلَهُمُ الضَّبُعُ وَأَنَا بِنْتُ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءَ الْغِفَارِيِّ، وَقَدْ شَهِدَ أَبِي الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَوَقَفَ مَعَهَا عُمَرُ وَلَمْ يَمْضِ، ثُمَّ قَالَ : مَرْحَبًا بِنَسَبٍ قَرِيبٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى بَعِيرٍ ظَهِيرٍ كَانَ مَرْبُوطًا فِي الدَّارِ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ غِرَارَتَيْنِ مَلأَهُمَا طَعَامًا، وَحَمَلَ بَيْنَهُمَا نَفَقَةً وَثِيَابًا ثم نَاوَلَهَا بِخِطَامِهِ، ثُمَّ قَالَ اقْتَادِيهِ فَلَنْ يَفْنَى حَتَّى يَأْتِيَكُمُ اللهُ بِخَيْرٍ، فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! أَكْثَرْتَ لَهَا قَالَ عُمَرُ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ وَاللهِ إِنِّي لأَرَى أَبَا هَذِهِ وَأَخَاهَا قَدْ حَاصَرَا حِصْنًا زَمَانًا، فَافْتَتَحَاهُ ثُمَّ أَصْبَحْنَا نَسْتَفِيءُ سُهْمَانَهُمَا فِيهِ .

৩৮৫২/১৯৩. ইসমাঈল ইবনে আবদুল্লাহ্ র. ...... হযরত আসলাম র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রা-এর সঙ্গে বাজারে বের হলাম। সেখানে একজন যুবতী মহিলা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার স্বামী ছোট ছোট কতকগুলো বাচ্চা রেখে ইন্তিকাল করেছেন। আল্লাহ্র কসম, তাদের আহারের জন্য পাকানোর মত কোন বকরীর খুরাও নেই এবং নেই কোন ফসলের ব্যবস্থা ও দুধেল পশু (উট, বকরী)। (দুর্ভিক্ষ অর্থাৎ, দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্রের কারণে তারা পাছে ধ্বংস না হয়ে যায়।) তাদেরকে খেয়ে ফেলবে বলে আমার আশংকা হচ্ছে অথচ আমি হলাম খুফাফ ইবনে আয়মান গিফারীর কন্যা। আমার পিতা নবী করীম সা-এর সঙ্গে হুদাইবিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ কথা শুনে উমর রা. তাকে অতিক্রম না করে পার্শ্বে দাঁড়ালেন এবং সামনে বাড়লেন না। এরপর বললেন, তোমার গোত্রকে ধন্যবাদ। তাঁরা তো আমার খুব নিকটেরই মানুষ। (অর্থাৎ, সুসংবাদ গ্রহণ কর তারা তো আমার খুব নিকটের মানুষ বটে।) এরপর তিনি বাড়িতে এসে আস্তাবলে বাঁধা উটের থেকে একটি মোটা তাজা উট এনে দুই বস্তা খাদ্য এবং এর মধ্যে কিছু নগদ অর্থ ও বস্ত্র রেখে এগুলো উক্ত উটের পৃষ্ঠে উঠিয়ে দিয়ে মহিলার হাতে এর লাগাম দিয়ে বললেন, তুমি এটি টেনে নিয়ে যাও। এগুলো শেষ হওয়ার পূর্বেই হয়তো আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এর চেয়ে উত্তম কিছু দান করবেন (তিনি ওয়াদা করলেন যে, এগুলো শেষ হলে আরো দেব।) তখন এক ব্যক্তি বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি তাকে খুব বেশি দিলেন। উমর রা. বললেন, তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুন। আল্লাহ্র কসম, আমি দেখেছি এ মহিলার আব্বা ও ভাই দীর্ঘদিন পর্যন্ত একটি দুর্গ অবরোধ করে রেখেছিলেন এবং পরে

তা জয়ও করেছিলেন। (যেন ঘটনা আমার চোখের সামনেই ঘটেছিল) এরপর ঐ দুর্গ থেকে অর্জিত তাদের অংশ থেকে আমরাও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের দাবি করি (গণিমতের মাল থেকে বণ্টন করছিলাম এবং কিছু অংশ আমরা নিজেরা গ্রহণ করি এবং কিছু অংশ তাদেরকে দেই।)

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল وَقَدْ شَهِدَ اِلَى الْحُدَيْبِيَةِ বাক্যে। زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ যায়েদের পিতা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রা. এর আজাদকৃত দাস। হযরত উমর রা. তাকে ১১ হিজরীতে মক্কায় ক্রয় করেছিলেন। صِبْيَةٌ ঃ ছোয়াদের নিচে যের, বায়ের উপর জযম, صَبِيٌّ এর বহুবচন। مَايُنْضِجُوْنَ كُرَاعًا ঃ ইয়ার উপরে পেশ, নূনের উপর জযম, দোয়াদের উপরে যের, পরবর্তীতে জীম। كُرَاعَ ঃ বকরী ইত্যাদির পায়া। অর্থাৎ, তাদের নিকট বকরী ইত্যাদির পায়াও ছিল না, যা রান্না করবে। اَنْ تَاكُلَهُمُ الضَّبُعُ ঃ দোয়াদের উপর যবর, বায়ের উপর পেশ, পরবর্তীতে আইন। দুর্ভিক্ষের বছর। ضَبُعٌ ঃ হায়েনাকেও বলা হয়। خُفَافُ بْنُ اِيْمَاءَ ঃ খায়ের উপর পেশ, প্রথম ফা তাশদীদ বিহীন। ইবনে ঈমা ঃ হামযার নিচে যের।

খাইরুল জারী গ্রন্থকার লিখেছেন, এ মহিলার নাম জানা যায়নি। তার স্বামী ও সন্তান-সন্তুতির নামও জানা গেল না। এতটুকু জানা যায় যে, এ মহিলার স্বামী ছিলেন সাহাবী। এ মহিলা হলেন সাহাবীর কন্যা। স্পষ্ট এটাই যে, তার স্বামীও সাহাবী। এ মহিলার পিতা খুফাফ যে সাহাবী তাও জানা ও প্রসিদ্ধ। আল্লামা আইনী র. বলেন, আবু উমর বলেছেন, বলা হয়, খুফাফ, তাঁর পিতা ঈমা ও দাদা রাহযা সবাই সাহাবী। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন। যায়েদ ইবনে হারিসার পিতা হারিসার ছেলে উসামা। অতঃপর উসামার সন্তানরাও সাহাবীর মর্যাদা লাভ করেছেন।

قَدْ حَاصَرَا حِصْنًا ঃ হতে পারে, দুর্গ অবরোধের ঘটনা ঘটেছে খায়বরে।

٣٨٥٣. حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ اَبُوْ عَمْرٍو الْفَزَارِىُّ قَالَ حدثنا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُ الشَّجَرَةَ ثم اَتَيْتُهَا بَعْدُ ، فَلَمْ اَعْرِفْهَا قَالَ مَحْمُوْدٌ ثم اُنْسِيْتُهَا بَعْدُ -

৩৮৫৩/১৯৪. মুহাম্মদ ইবনে রাফি' র. .... হযরত মুসায়্যিব (ইবনে হুয্ন) রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (যে বৃক্ষের নিচে বাইআত গ্রহণ করা হয়েছিল) আমি সে বৃক্ষটি দেখেছিলাম। কিন্তু এরপর যখন সেখানে আসলাম তখন আর তা চিনতে পারলাম না। মাহমুদ (বুখারীর উস্তাদ মাহমুদ ইবনে গায়লান র. স্বীয় রেওয়ায়াতে) বর্ণনা করেন, (মুসায়্যিব ইবনে মুয্ন বলেছেন) পরে আমাকে সে গাছটি ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল لَقَدْ رَاَيْتُ الشَّجَرَةَ বাক্যে। কারণ, এ গাছটি ছিল হুদাইবিয়ায়।

٣٨٥٤. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ اِنْطَلَقْتُ حَاجًّا فَمَرَرْتُ بِقَوْمٍ يُصَلُّوْنَ، قُلْتُ مَا هٰذَا الْمَسْجِدُ؟ قَالُوْا هٰذِهِ الشَّجَرَةُ حَيْثُ بَايَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ، فَاَتَيْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَاَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ سَعِيْدٌ حَدَّثَنِى اَبِى اَنَّهُ كَانَ فِيْمَنْ بَايَعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، قَالَ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ نَسِيْنَاهَا فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهَا ، فَقَالَ سَعِيْدٌ اِنَّ اَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَمْ يَعْلَمُوْهَا وَعَلِمْتُوْهَا اَنْتُمْ! فَاَنْتُمْ اَعْلَمُ! -

৩৮৫৪/১৯৫. মাহমুদ র. .... হযরত তারিক ইবনে আবদুর রহমান র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হজ্জ করতে যাওয়ার পথে নামাযরত এক কাওমের নিকট দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করছিলাম, তখন আমি তাদেরকে বললাম, এ জায়গাটি কিরূপ নামাযের স্থান? তাঁরা বললেন, এটি সেই বৃক্ষ যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাহাবীদের থেকে) বায়আতে রিযয়ান গ্রহণ করেছিলেন। এরপর আমি সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব র-এর কাছে গেলাম এবং এ ব্যাপারে তাঁকে সংবাদ দিলাম। তখন সাঈদ (ইবনে মুসায়্যিব) র. বললেন, আমার পিতা (মুসাইয়্যিব) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, বৃক্ষটির নিচে যাঁরা রাসূলুল্লাহ সা-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। মুসায়্যিব রা. বলেছেন, পরবর্তী বছর আমরা যখন সেখানে গেলাম তখন আমরা আর ঐ বৃক্ষটিকে নির্দিষ্ট করতে পারলাম না, স্থান ভুলে গেলাম। আমাদের তালাশ করা সত্ত্বেও স্থান আর চিনতে পারলাম না। সাঈদ র. বললেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ (এখানে উপস্থিত হয়ে বায়আত গ্রহণ করা স্বত্ত্বেও) তা চিনতে পারলেন না, আর তোমরা তা চিনে ফেলেছ? তাহলে তোমরা কি তাঁদের চেয়েও অধিক বিজ্ঞ?

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল تَحْتَ الشَّجَرَةِ শব্দে। مَا هٰذَا الْمَسْجِدُ-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মসজিদে শাজারা। কারণ, সাহাবায়ে কিরাম এ বৃক্ষের নিচে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। فَاَنْتُمْ اَعْلَمُ ঃ অর্থাৎ, তোমরা সাহাবায়ে কিরামের চেয়েও অধিক বিজ্ঞ। এ কথাটি বলা হয়েছিল ঠাট্টারূপে।

৩৮৫৫. حَدَّثَنَا مُوسٰى قَالَ حَدثنَا اَبُو عَوَانَةَ قَالَ حدثنَا طَارِقٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيهِ اَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَرَجَعْنَا اِلَيْهَا الْعَامَ الْمُقْبِلَ فَعَمِيَتْ عَلَيْنَا .

৩৮৫৫/১৯৬. মুসা র. ..... হযরত মুসায়্যিব রা. থেকে বর্ণিত, বৃক্ষের নিচে যাঁরা বায়আত (বায়আতে রিযওয়ান) হয়েছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। তিনি বলেন, পরবর্তী বছর আমরা আবার সে গাছের স্থানে উপস্থিত হলে আমরা গাছটিকে চিনতে পারলাম না। বৃক্ষটি আমাদের কাছে সন্দেহপূর্ণ হয়ে গেল। (অর্থাৎ, চিনতেই পারলাম না সেটি কোন গাছটি ছিল ?)

৩৮৫৬. حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَارِقٍ ذُكِرَتْ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ الشَّجَرَةُ فَضَحِكَ فَقَالَ اَخْبَرَنِى اَبِى وَكَانَ شَهِدَهَا .

৩৮৫৬/১৯৭. কাবীসা র. .... হযরত তারিক র. থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব র-এর কাছে সে গাছটির কথা, উল্লেখ করা হলে তিনি হেসে বললেন, আমার পিতা আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি বৃক্ষের নিচে বায়আতে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ বুখারীর টীকাকার ফাতহুল বারী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিবের অস্বীকার ছিল এরূপ লোকের ব্যাপারে যে, বৃক্ষটি চিনি বলে মনে করে স্বীয় পিতা মুসাইয়্যিবের উক্তির উপর নির্ভর করে। কারণ, সেসব সাহাবী দ্বিতীয় বছর সে বৃক্ষটি চিনতে পারেননি। এর দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না যে, হযরত মুসাইয়্যিবের নিকট সে বৃক্ষটি সম্পূর্ণরূপে অস্পষ্ট ছিল। কারণ, এ বুখারীর মাগাযীর হাদীসে ১৮৯ পৃষ্ঠায় হযরত জাবির রা. এর রেওয়ায়াত এসেছে- لَوْكُنْتُ اَبْصِرُ الْيَوْمَ لَاَرَيْتُكُمْ مَكَانَ الشَّجَرَةِ। এর দ্বারা পরিষ্কার বুঝা গেল যে, হযরত জাবির রা. এর নিকট সে বৃক্ষটির স্থান সম্পূর্ণ স্মরণ ছিল। যেহেতু দীর্ঘদিন পর শেষ বয়সে সাহাবীর স্মরণ ছিল, অতএব, স্পষ্ট বিষয় যে, সাহাবায়ে কিরাম সে গাছটির স্থান জানতেন। অবশ্য হযরত উমর ফারুক রা. যখন দেখলেন লোকজন এ বৃক্ষের কাছে এসে নামায পড়ে, তখন হযরত উমর রা. লোকজনকে ভয় দেখালেন এবং সে বৃক্ষটি কাটিয়ে দিলেন।

৩৮৫৭. حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِىْ اَيَاسٍ قَالَ حدثنا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ اَوْفٰى وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِم فَاَتَاهُ اَبِىْ بِصَدَقَتِهٖ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ اَبِىْ اَوْفٰى -

৩৮৫৭/১৯৮. আদম ইবনে আবু ইয়াস র. .... হযরত আমর ইবনে মুররা র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বৃক্ষের নিচে বায়আতকারী (অর্থাৎ, তিনি বৃক্ষের নিচে বায়আত গ্রহণকারীদের অন্যতম) সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু আওফাকে বলতে শুনেছি, তিনি বর্ণনা করেছেন, কোন সম্প্রদায় নবী সা-এর কাছে সাদ্কার অর্থ নিয়ে আসলে তিনি তাদের জন্যে দোয়া করে বলতেন, "হে আল্লাহ্! আপনি তাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।" এ সময় আমার পিতা (আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা রা.) তাঁর কাছে সাদকার অর্থ নিয়ে আসলে তিনি বললেন, "হে আল্লাহ্! আপনি আবু আওফার বংশধরদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।"

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল كَانَ مِنْ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ বাক্যে। এ হাদীসটি যাকাতে ২০৩ পৃষ্ঠায় গেছে।

৩৮৫৮. حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ اَخِيْهِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحَرَّةِ وَالنَّاسُ يُبَايِعُوْنَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْظَلَةَ فَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ عَلٰى مَا يُبَايِعُ ابْنُ حَنْظَلَةَ النَّاسَ؟ قِيْلَ لَهُ عَلَى الْمَوْتِ - قَالَ لَا اُبَايِعُ عَلٰى ذٰلِكَ اَحَدًا بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ شَهِدَ مَعَهُ الْحُدَيْبِيَةَ -

৩৮৫৮/১৯৯. ইসমাঈল র. ...... হযরত আব্বাদ ইবনে তামীম র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হার্রার ঘটনার দিন যখন লোকজন আবদুল্লাহ্ ইবনে হানজালা রা.-এর হাতে (ইয়াযীদের বিরুদ্ধে) বাই'আত গ্রহণ করছিলেন, তখন (আবদুল্লাহ) ইবনে যায়েদ রা. জিজ্ঞেস করলেন, ইবনে হানজালা রা. লোকদেরকে কিসের উপর বাই'আত করছেন? তখন তাঁকে বলা হল, মৃত্যুর উপর বাই'আত গ্রহণ করছেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে এ ব্যাপারে আমি আর কারো হাতে বাই'আত হব না। তিনি (আবদুল্লাহ্ ইবনে যায়েদ রা.) হুদাইবিয়ার সন্ধিতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন (যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সাহাবায়ে কিরাম বাই'আত হয়েছিলেন, যাকে বলে বায়আতে রিযওয়ান)।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল وَكَانَ شَهِدَ مَعَهُ الْحُدَيْبِيَةَ বাক্যে। এ হাদীসটি জিহাদে ৪১৫ নং পৃষ্ঠায় এসেছে। حَرَّة ঃ হায়ের যবর, রায়ের উপর তাশদীদ, এটি হল মদীনার প্রস্তরময় ভূমি। ইয়াওমুল হাররা হল, হাররার যুদ্ধ দিবস।

হাররার ঘটনা

ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়ার শাসনামলে ৬৩ হিজরীতে মক্কা ও মদীনাবাসী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.-কে খলীফাতুল মুসলিমীন স্বীকৃতি দেন এবং তাঁর হাতে বাই'আত হন। সমস্ত উমাইয়্যা গভর্নর এবং শাসকদেরকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করেন। মদীনাবাসী ইয়াযীদের বাই'আত রহিত করে আবদুল্লাহ ইবনে হানজালা রা. কে নিজেদের আমীর নিযুক্ত করেন। মদীনায় বনু উমাইয়ার যে সব লোক বসবাস করত সেসব বনু উমাইয়াকে বহিষ্কার করে দেন। শামে ইয়াযীদের নিকট সে সংবাদ পৌঁছলে সে মুসলিম ইবনে উকবাকে ১০ হাজার সৈন্যসহ পাঠিয়ে দেয় এবং দিক নির্দেশনা দেয় যে, প্রথমে মদীনাবাসীকে আনুগত্যের আহ্বান জানাবে। তারা অস্বীকার করলে অতঃপর তলোয়ার উত্তোলন করবে এবং তাদের পরাস্ত করার পর তিন দিন পর্যন্ত মদীনায় লুণ্ঠন চালাবে।

এক উক্তি অনুযায়ী ১০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। তৃতীয় উক্তি হল, ২৭ হাজার সৈন্য মুসলিম ইবনে উকবার অধীনস্থ ছিল। তন্মধ্যে ১২ হাজার ছিল অশ্বারোহী আর ১৫ হাজার ছিল পদাতিক বাহিনী। (উমদাতুল কারী)

মদীনাবাসী স্বীয় সৈন্যদের ৪টি দলে বিভক্ত করেন। সবচেয়ে বড় দলের অধিনায়ক নিযুক্ত করেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হানজালা রা.-কে। তিন দিন পর্যন্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। মদীনাবাসী অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন। কিন্তু সরকারি প্রচুর সৈন্যের মুকাবিলা করা ছিল কঠিন। ফলে অবশেষে মারাত্মক শোচনীয় পরাজয় ঘটে। এ যুদ্ধে বড় বড় ও অভিজাত মুহাজির ও আনসার প্রায় ৭০০ জন শহীদ হন। তন্মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে হানজালা, ফযল ইবনে আব্বাস এবং আবদুল্লাহ ইবনে মুতী' রা. প্রমুখ শহীদ হন। তাছাড়া, আযাদকৃত দাস এবং সাধারণ লোক শহীদ হয় প্রায় ১০ হাজার। (উমদাতুল কারী)

পরাস্ত করার পর শামী সৈন্যরা মদীনাতুর রাসূলে লুটপাট চালায় ও গণহত্যা অব্যাহত রাখে। মহিলাদের সম্ভ্রমহানির অবস্থা এই ছিল যে, সে দিনগুলোতে এক হাজার রমণী গর্ভবতী হয়। (উমদা)

মদীনায় লুটতরাজ করার পর মুসলিম ইবনে উকবা ইবনে যুবাইর রা.-এর মুকাবিলার জন্য মক্কাভিমুখে রওয়ানা হয়। কিন্তু মক্কা পৌঁছার পূর্বেই তার সময় এসে যায়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর রা. স্বীয় খিলাফত আমলে হযরত হোসাইন রা.-এর ঘাতকদেরকে বেছে বেছে হত্যা করান। বিশেষত শিমার যুল জওশন এবং উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ প্রমুখকে। অবশেষে আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের শাসন আমলে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ সাকাফীর হাতে জুমাদাসসানী ৭৩ হিজরীতে লড়াই করে শহীদ হন।

٣٨٥٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْمُحَارِبِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ. قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِىِّ ﷺ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ يُسْتَظَلُّ فِيهِ.

৩৮৫৯/২০০. ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়ালা মুহারিবী র. .... ইয়াস ইবনে সালামা ইবনে আকওয়া রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বৃক্ষের নিচে অনুষ্ঠিত বাইআতে অংশগ্রহণকারী আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে জুম'আর নামায আদায় করে যখন বাড়ি ফিরতাম তখনও প্রাচীরের নিচে এ পরিমাণ ছায়া পড়ত না, যার ছায়ায় বসে আরাম করা যায়।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল وَكَانَ أَصْحَابُ الشَّجَرَةِ বাক্যে। এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন।

يَحْيَى بْنُ يَعْلَى ঃ ইয়ার উপর যবর, সীনের উপর জযম, লামের উপর যবর ও কসর। হামযার নিচে যের, ইয়া তাশদীদ শূন্য।

এ হাদীস দ্বারা সেসব লোক প্রমাণ পেশ করেছেন যারা সূর্য হেলার পূর্বে জুম'আর নামায জায়িয বলেন। তবে এ প্রমাণ এজন্য ঠিক নয় যে, এ হাদীসে শর্তযুক্ত ছায়া অস্বীকার করা হয়েছে যে, এতটুকু ছায়া হত না যার মধ্যে মানুষ বসে ছায়া অর্জন করতে পারে। স্পষ্ট বিষয় যে, এতটুকু ছায়া এক মিছল হলে পরেই হবে। অতএব এক মিছল অস্বীকার করা দ্বারা ব্যাপক ছায়ার অস্তিত্ব অস্বীকার করার উপর প্রমাণ পেশ করা ভুল। বিস্তারিত আলোচনার জন্য কিতাবুল জুম'আর অপেক্ষা করুন ও দোয়া করুন।

٣٨٦٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى عُبَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ عَلَى أَىِّ شَىْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ؟ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ.

৩৮৬০/২০১. কুতাইবা ইবনে সাঈদ র. .... ইয়াযীদ ইবনে আবু উবাইদ র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সালামা ইবনে আকওয়া রা.-কে জিজ্ঞেস করলাম, হুদাইবিয়ার দিন আপনারা কিসের উপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর হাতে বাই'আত হয়েছিলেন? তিনি বললেন, মৃত্যুর উপর।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল يَومُ الحُدَيبِيَةِ শব্দে। মৃত্যুর উপর বাই'আত দ্বারা উদ্দেশ্য পলায়ন না করা। অর্থাৎ, মরে যাব কিন্তু পালিয়ে যাব না।

٣٨٦١. حَدَّثَنِي اَحمَدُ بنُ اَشكَابٍ قَالَ حَدثنَا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيلٍ عَنِ العَلَاءِ بنِ المُسَيَّبِ عَن اَبِيهِ قَالَ لَقِيتُ البَرَاءَ بنَ عَازِبٍ رضى الله عنهما فَقُلتُ طُوبٰى لَكَ صَحِبتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَبَايَعتَهُ تَحتَ الشَّجَرةِ فقَالَ يَا ابنَ اَخِي! اِنَّكَ لَاتَدرِي مَااَحدَثنَا بَعدَهُ -

৩৮৬১/২০২. আহমদ ইবনে আশকাব র. .... হযরত মুসায়্যিব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি হযরত বারা ইবনে আযিব রা-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে বললাম, আপনার জন্য সুসংবাদ, আপনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহচর্য লাভ করেছেন এবং বৃক্ষের নিচে তাঁর হাতে বাই'আতও হয়েছেন। তখন তিনি বললেন, ভাতিজা! তুমি তো জান না, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর আমরা কি নতুন কাজ শুরু করেছি।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল تَحتَ الشَّجَرةِ শব্দে। طُوبٰى لَكَ ঃ অর্থাৎ, তোমার জন্য মুবারকবাদ। তুমি আনন্দিত হও। আরেক অর্থ হল طُوبٰى জান্নাতের একটি বৃক্ষের নাম। مَا اَحدَثنَا بَعدَهُ ঃ হযরত বারা ইবনে আযিব রা. বিনয়ের ভিত্তিতে একথা বলেছেন, অথবা এ বাক্য দ্বারা মুসলমানদের পারস্পরিক ফিতনার দিকে ইঙ্গিত। (বুখারীর টীকা ঃ পৃ. ৫৯৯)

٣٨٦٢. حَدَّثَنَا اِسحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ صَالِحٍ قَالَ حَدثنَا مُعَاوِيَةُ هُوَ ابنُ سَلَّامٍ عَن يَحيَى عَن اَبِي قِلَابَةَ اَنَّ ثَابِتَ بنَ الضَّحَّاكِ اَخبَرَهُ اَنَّهُ بَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ تَحتَ الشَّجَرةِ -

৩৮৬২/২০৩. ইসহাক র. .... হযরত আবু কিলাবা র. থেকে বর্ণিত যে, সাবিত ইবনে যাহ্হাক রা. তাকে জানিয়েছেন, তিনি গাছের নিচে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর হাতে বাই'আত হয়েছেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল تَحتَ الشَّجَرةِ শব্দে। مُعَاوِيَةُ بنُ سَلَّامٍ ঃ লামের উপর তাশদীদ। قِلَابَة ঃ কাফের নিচে যের।

٣٨٦٣. حَدَّثَنِي اَحمَدُ بنُ اِسحَاقَ قَالَ حَدثنَا عُثمَانُ بنُ عُمَرَ قَالَ اَخبرَنَا شُعبَةُ عَن قَتَادَةَ عَن اَنَسِ بنِ مَالِكٍ رضى الله عَنهُ : اِنَّا فَتَحنَا لَكَ فَتحًا مُبِينًا - قَالَ الحُدَيبِيةُ قَالَ اَصحَابُهُ هَنِيئًا مَرِيئًا - فَمَا لَنَا، فَاَنزَلَ اللهُ : لِيُدخِلَ المُؤمِنِينَ وَالمُؤمِنَاتِ جَنَّاتٍ، قَالَ شُعبَةُ فَقَدِمتُ الكُوفَةَ فَحَدَّثتُ بِهٰذَا كُلِّهِ عَن قَتَادَةَ، ثم رَجَعتُ فَذَكَرتُ لَهُ فقَالَ اَمَّا اِنَّا فَتَحنَا لَكَ فَعَن اَنَسٍ وَاَمَّا هَنِيئًا مَرِيئًا فَعَن عِكرِمَةَ -

৩৮৬৩/২০৪. আহমদ ইবনে ইসহাক র. ..... হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِيْنًا "নিশ্চয়ই আমি আপনাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়"। তিনি বলেন ঃ এ আয়াতটির ব্যাখ্যা করতে যেয়ে বলেছেন– فَتْحًا مُبِيْنًا (সুস্পষ্ট বিজয়)[১] বলে হুদাইবিয়ার সন্ধিকেই বোঝানো হয়েছে। (আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ বললেন, (আপনার জন্য তো) এটা খুশী ও আনন্দের ব্যাপার যে, আপনার ক্ষমার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। (অর্থাৎ, لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ এ আয়াতের মাধ্যমে তো আপনার পূর্ব পরের সকল গুনাহ মাফের ঘোষণা দেয়া হয়েছে।) কিন্তু আমাদের জন্য কিছু আছে কি? (অর্থাৎ, এ বিজয়ে আমাদের কি অর্জিত হল?) তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ "এটা এ জন্য যে, তিনি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীগণকে জান্নাতে দাখিল করবেন।" শু'বা র. বলেন, এরপর আমি কুফায় পৌঁছলাম এবং কাতাদা থেকে বর্ণিত হাদীসটির সবটুকু বর্ণনা করলাম, এরপর কুফা থেকে ফিরে (অর্থাৎ, কুফা থেকে ফিরে কাতার নিকট পুনঃ উপস্থিত হলাম) সে কাতাদাকে সবকিছু জানালে তিনি বললেন, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ (এর অর্থ হুদাইবিয়ায় অনুষ্ঠিত বাই'আতে রিযওয়ান) আয়াতখানার তাফসীর আনাস রা. থেকে বর্ণিত। আর هَنِيْئًا مَرِيْئًا কথাটি ইকরামা রা. থেকে বর্ণিত।

[১] উল্লেখ্য, ৬ হিজরী মুতাবিক ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে ১৪০০ সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হন। মক্কার মুশরিকরা তাঁদেরকে উমরা করতে বাধা দিবে, এ আশংকায় তাঁরা মক্কার তিন মাইল উত্তরে হুদাইবিয়ায় শিবির স্থাপন করেন। এরপর আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মক্কাবাসীদের সাথে সন্ধি হয়। সন্ধির শর্তগুলো বাহ্যতঃ মুসলিমদের জন্য অবমাননাকর মনে হলেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শান্তির খাতিরে মেনে নিয়েছিলেন। সন্ধির শর্তানুযায়ী উমরা না করেই তাঁরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। পথিমধ্যে সূরাটি অবতীর্ণ হয়। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এ সন্ধিকে আল্লাহ্ স্পষ্ট বিজয় বলে ঘোষণা করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, কেবল বাহ্যিক বিজয়ই প্রকৃত বিজয় নয়। বরং জাহিরের বিপরীত অবস্থাতেও কখনো বিজয় নিহিত থাকে। – অনুবাদক

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল الْحُدَيْبِيَةَ শব্দে। এ হাদীসটি মাগাযীর ৬০০ পৃষ্ঠা ছাড়াও ৭১৬ পৃষ্ঠায় আছে।

٣٨٦٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيلُ عَنْ مَجْزَاَةَ بْنِ زَاهِرٍ الْاَسْلَمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ قَالَ اِنِّى لَاُوْقِدُ تَحْتَ الْقِدْرِ بِلُحُوْمِ الْحُمُرِ اِذْ نَادٰى مُنَادِى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ ـ وَعَنْ مَجْزَاَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ مِنْ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ اِسْمُهُ اُهْبَانُ بْنُ اَوْسٍ وَكَانَ اشْتَكٰى رُكْبَتَهُ فَكَانَ اِذَا سَجَدَ جَعَلَ تَحْتَ رُكْبَتِهِ وِسَادَةً ـ

৩৮৬৪/২০৫. আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ র. ...... হযরত মাজ্যা ইবনে যাহির আসলামী র.-এর পিতা "যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে হুদাইবিয়ার গাছের নিচে বাই'আত (বাই'আতে রিযওয়ান) গ্রহণ করেছিলেন" তাঁর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি ডেকচিতে করে গাধার গোশ্ত পাকাচ্ছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে তাঁর মুনাদী (ঘোষক আবু তালহা রা.) ঘোষণা দিয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে গাধার গোশ্ত খেতে নিষেধ করেছেন। (অন্য এক সনদে) মাজ্যা র. অপর এক ব্যক্তি থেকে অর্থাৎ, বৃক্ষের নিচে অনুষ্ঠিত বাইআতে রিযওয়ানে

অংশগ্রহণকারী সাহাবী উহবান ইবনে আউস রা. থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁর [উহবান ইবনে আউস রা.-এর] একটি হাঁটুতে আঘাত লেগেছিল। তাই তিনি নামায আদায় করার সময় হাঁটুর নিচে বালিশ রাখতেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ বাক্যে। أُهْبَانُ بْنُ أَوْسٍ ঃ হামযার উপর পেশ, হায়ের উপর জযম বা ও নূনসহকারে। তিনি সাহাবী। বাইআতে রিযওয়ানে অংশগ্রহণ করেছেন। গাধার গোশত হারাম হওয়ার ঘোষণা হয়েছিল খায়বর যুদ্ধে। এর বিস্তারিত বিবরণ গাযওয়ায়ে খায়বরে আসছে। এখানে ইমাম বুখারী র. এ হাদীসটি শুধু এজন্য লিখেছেন যে, তিনি বাই'আতে রিযওয়ানে উপস্থিত ছিলেন।

٣٨٦٥. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ أُتُوا بِسَوِيقٍ فَلَاكُوهُ * تَابَعَهُ مُعَاذٌ عَنْ شُعْبَةَ.

৩৮৬৫/২০৬. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার র. ...... গাছের নিচে অনুষ্ঠিত বাইআতে রিযওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবী হযরত সুওয়াইদ ইবনে নো'মান রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের জন্য ছাতু আনা হত। তাঁরা পানিতে গুলিয়ে তা খেয়ে নিতেন। মুআয র. শুবা র. থেকে ইবনে আবু আদী র. বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ বাক্যে। এ হাদীসটি এ মাগাযীর ৬০০ পৃষ্ঠা ছাড়াও তাহারাতে ৩৪ পৃষ্ঠায় এসেছে। لَاكُوهُ ঃ শব্দটি اللَّوْكُ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ হল কোন জিনিসকে চিবানো ও মুখে ঘুরানো। বিস্তারিত আলোচনা খায়বর যুদ্ধে ইনশাআল্লাহ আসবে।

٣٨٦٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَاذَانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو رضى الله عنه وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ هَلْ يُنْقَضُ الْوِتْرُ؟ قَالَ إِذَا أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِهِ فَلَا تُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ.

৩৮৬৬/২০৭. মুহাম্মদ ইবনে হাতিম ইবনে বাযী র. ...... হযরত আবু জামরা র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, গাছের নিচে অনুষ্ঠিত বাই'আতে রিযওয়ানে অংশগ্রহণকারী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবী আয়িয ইবনে আমর রা.-কে আমি জিজ্ঞেস করলাম, বিত্র নামায কি দ্বিতীয়বার আদায় করা যাবে? (অর্থাৎ, বিতরের নামায কি ২য় বার পড়া যায়? তিনি বললেন, রাতের প্রথম ভাগে একবার বিত্র আদায় করে থাকলে দ্বিতীয়বার রাতের শেষে (তাহাজ্জুদের পর) আর আদায় করবে না।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ শব্দে। أَبِي جَمْرَةَ ঃ জীম এবং রা সহকারে। তাঁর নাম হল, নাসর ইবনে ইমরান যুবাইয়ি। عَائِذ ঃ যাল সহকারে। ইবনে আমর। আইনের উপর যবর সহকারে। আইয ইবনে আমর সাহাবী। يُنْقَضُ الْوِتْرُ ঃ সীগায়ে মাজহুল। الْوِتْرُ ঃ শব্দটি এর দ্বারা মারফূ'।

মাসআলার সুরত

যদি কেউ ইশার নামাযের পর প্রথম রাতে বিতর পড়ে নেয়, অতঃপর নিদ্রা যেয়ে তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য জাগ্রত হয়, তাহলে কি এক রাকআত পড়ে বিতরকে চার রাকআত বানিয়ে বিতর ভেঙ্গে দিবে? যেমন– কোন কোন সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে নিম্নোক্ত এই রেওয়ায়াতের কারণে اِجْعَلُوا آخِرَ صَلٰوتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا 'রাতের নামাযে সর্বশেষ সালাত বানাও বিতরকে।'

হানাফীদের মাযহাব হাদীস শরীফ অনুযায়ী হয়েছে। তাতে আছে যে, প্রথম রাতে বিতর নামায পড়ে নিল তার তাহাজ্জুদের পর দ্বিতীয়বার বিতর পড়ার প্রয়োজন নেই। ইবনে আব্বাস রা. প্রমুখ থেকে এটাই প্রমাণিত। তাছাড়া, শাফিঈ ও মালিকীদেরও এটাই মাযহাব। (ফাত্হ ও উমদা)

এর বিস্তারিত বিবরণের জন্য কিতাবুস সালাত বাবুল বিত্র অধ্যয়ন করুন।

٣٨٦٧. حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيهِ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَسِيرُ فِى بَعْضِ اَسْفَارِهِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رض يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلًا - فَسَاَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ سَاَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، ثم سَاَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رض ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ يَا عُمَرُ! نَزَرْتَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذٰلِكَ لَايُجِيبُكَ، قَالَ عُمَرُ رض فَحَرَّكْتُ بَعِيرِى ثُمَّ تَقَدَّمْتُ اَمَامَ الْمُسْلِمِينَ وَخَشِيتُ اَنْ يَنْزِلَ فِىَّ قُرْاٰنٌ، فَمَا نَشِبْتُ اَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا يَصْرُخُ بِى - قَالَ فَقُلْتُ لَقَدْ خَشِيتُ اَنْ يَكُونَ قَد نَزَلَ فِىَّ قُرْاٰنٌ، وَجِئْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَقَدْ اُنْزِلَتْ عَلَىَّ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ لَهِىَ اَحَبُّ اِلَىَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَرَاَ : اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا -

৩৮৬৭/২০৮. আবদুল্লাহ্ ইবনে ইউসুফ র. .... হযরত আসলাম রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন এক সফরে (অর্থাৎ, হুদাইবিয়ার সফরে) রাত্রিকালে চলছিলেন। এ সফরে উমর রা.-ও তাঁর সাথে চলছিলেন। এক সময় উমর ইবনে খাত্তাব রা. তাঁকে কোন এক বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি কোন উত্তর করলেন না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তবুও তিনি তাঁকে কোন জবাব দিলেন না। এরপর আবার তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, এবারও তার কোন উত্তর দিলেন না। তখন উমর ইবনে খাত্তাব রা. নিজেকে লক্ষ্য করে (মনে মনে) বললেন, হে উমর! তোমাকে তোমার মা হারিয়ে ফেলুন। তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তিনবার পীড়াপীড়ি করলে (অর্থাৎ, কয়েকবার প্রশ্ন করলে যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পছন্দ হয়নি।) কিন্তু কোনবারই তিনি তোমাকে উত্তর দেননি। উমর রা. বললেন, এরপর আমি আমার উটকে তাড়া দিয়ে মুসলমানদের সামনে চলে যাই। কারণ, আমি আশংকা করছিলাম যে, হয়তো আমার সম্পর্কে কুরআন শরীফের কোন আয়াত অবতীর্ণ হতে পারে। এ কথা বলে আমি বেশি দেরি করিনি, এমতাবস্থায় শুনতে পেলাম এক ব্যক্তি চিৎকার করে আমাকে ডাকতে শুরু করলেন। উমর রা. বলেন, আমি বললাম, (মনে মনে চিন্তা করতে লাগলাম) আমার সম্পর্কে হয়তো কুরআন নাযিল হয়েছে। এ মনে করে আমি ভীত হয়ে পড়লাম। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে তাঁকে সালাম করলাম। তখন তিনি বললেন, আজ রাতে আমার প্রতি এমন একটি সূরা নাযিল হয়েছে যা আমার কাছে সূর্য উদিত পৃথিবী থেকেও অধিক প্রিয়। তারপর তিনি اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (নিশ্চয়ই আমি আপনাকে প্রকাশ্য বিজয় দান করেছি) তিলাওয়াত করলেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا বাক্যে। তাছাড়া, فِى بَعْضِ اَسْفَارِهِ দ্বারা হুদাইবিয়ার সফর উদ্দেশ্য।

এ হাদীসটি বুখারীর মাগাযীতে ৬০০ পৃষ্ঠায়, তাফসীরে ৭১৬ পৃষ্ঠায়, ফাযায়িলুল কুরআনে ৭৪৯ পৃষ্ঠায়।

فَمَانَشِبْتُ ঃ অর্থাৎ এরপর আর দেরি করিনি। بَابُ غَزْوَةِ الْحُدَيْبِيَةِ -এর শিরোনাম সুস্পষ্ট বিজয় দ্রষ্টব্য।

٣٨٦٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حدثنا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ حِيْنَ حَدَّثَ هٰذَا الْحَدِيْثَ حَفِظْتُ بَعْضَهُ وَثَبَّتَنِىْ مَعْمَرٌ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ يَزِيْدُ اَحَدُهُمَا عَلٰى صَاحِبِهٖ، قَالَا خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِىْ بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ اَصْحَابِهٖ، فَلَمَّا اَتٰى ذَا الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْىَ، وَاَشْعَرَهُ وَاَحْرَمَ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ، وَبَعَثَ عَيْنًا لَّهُ مِنْ خُزَاعَةَ، وَسَارَ النَّبِىُّ ﷺ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِغَدِيْرِ الْاَشْطَاطِ اَتَاهُ عَيْنُهُ، قَالَ اِنَّ قُرَيْشًا جَمَعُوْا لَكَ جُمُوْعًا وَقَدْ جَمَعُوْا لَكَ الْاَحَابِيْشَ الْاَشْطَاطَ، وَهُمْ مُقَاتِلُوْكَ وَصَادُّوْكَ عَنِ الْبَيْتِ وَمَانِعُوْكَ، فَقَالَ اَشِيْرُوْا اَيُّهَا النَّاسُ عَلَىَّ، اَتَرَوْنَ اَنْ اَمِيْلَ اِلٰى عِيَالِهِمْ وَذَرَارِىِّ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَصُدُّوْنَا عَنِ الْبَيْتِ، فَاِنْ يَاْتُوْنَا كَانَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ قَطَعَ عَيْنًا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، وَاِلَّا تَرَكْنَاهُمْ مَحْرُوْبِيْنَ، قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! خَرَجْتَ عَامِدًا لِهٰذَا الْبَيْتِ، لَاتُرِيْدُ قَتْلَ اَحَدٍ وَلَا حَرْبَ اَحَدٍ، فَتَوَجَّهْ لَهُ فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ، قَالَ امْضُوْا عَلٰى اسْمِ اللّٰهِ.

৩৮৬৮/২০৯. আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ র. .... হযরত সুফিয়ান (ইবনে উয়াইনা) র. বলেন, যুহরী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তখন আমি তার থেকে শুনেছি কিন্তু আমার কিছু অংশ স্মরণ ছিল, অতপর মা'মার (ইবনে রাশিদ) আমাকে (যুহরী র. থেকে শ্রবণকৃত হাদীসটি) স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন......। মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ও মারওয়ান ইবনে হাকাম র. থেকে বর্ণিত, তাঁরা একে অন্যের চেয়ে অধিক বর্ণনা করেছেন। তাঁরা উভয়ে বলেন, হুদাইবিয়ার বছর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাজারের অধিক সাহাবী সঙ্গে নিয়ে বের হলেন। তাঁরা যুল হুলায়ফা পৌঁছে কুরবানীর পশুর গলায় কিলাদা (হার) বাঁধলেন, ইশ'আর করলেন। সেখান থেকে উমরার জন্য ইহরাম বাঁধলেন, এবং তিনি খুযাআ গোত্রের এক ব্যক্তিকে গোয়েন্দা হিসেবে পাঠালেন। পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও সেদিকে রওয়ানা হলেন। যেতে যেতে গাদীরুল আশ্তাত নামক স্থানে পৌঁছার পর প্রেরিত গোয়েন্দা এসে তাঁকে বলল, কুরাইশরা বিরাট সৈন্যদল নিয়ে আপনার বিরুদ্ধে প্রস্তুত হয়ে আছে তারা আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বিভিন্ন গোত্র থেকে এসে গাদীরুল আশতাত নামক স্থানে জমায়েত হয়েছে। তারা আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করবে এবং বাইতুল্লাহ্র যিয়ারতে (উমরা থেকে) বাধা দিবে ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। তখন তিনি বললেন, হে লোক সকল! তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও এবং বল, যারা আমাদেরকে বাইতুল্লাহ্র যিয়ারতে বাধা দেয়ার ইচ্ছা করছে, আমি কি তাদের পরিবারবর্গ এবং সন্তান-সন্তুতিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব? (আক্রমণ করব?) তারা আমাদের (বিরুদ্ধে লড়াই করার সংকল্প করে) নিকট আসে, (তাহলে আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন) যিনি মুশরিকদের থেকে আমাদের একজন গোয়েন্দাকে নিরাপদে ফিরিয়ে এনেছেন। (অর্থাৎ, আমাদেরকে নিরাপদ রেখেছেন) আর যদি তারা আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই না করে তাহলে আমরা তাদের পরাজিত দলের মত ছেড়ে দিব (অর্থাৎ, তাদের পরিবার এবং অর্থ-সম্পদ থেকে বিরত থাকব এবং তাদেরকে তাদের পরিবার ও অর্থ-সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেব) তখন আবু বকর রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি তো বাইতুল্লাহ্র যিয়ারতের উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন, কাউকে হত্যা করা এবং কারো সাথে লড়াই করার উদ্দেশ্যে তো এখানে আসেননি। তাই বাইতুল্লাহ্র দিকে অগ্রসর হোন। যে আমাদেরকে তা থেকে

বাধা দিবে আমরা তার সাথে লড়াই করব। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (ঠিক আছে) চলো আল্লাহ্র নামে।

(ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামসহ চললেন। কাফিররা বাধা দিল। অতঃপর সন্ধি করে এই ষষ্ঠ হিজরীতে মদীনায় ফিরে আসেন এবং শর্ত অনুযায়ী সপ্তম হিজরীতে তাশরীফ এনে উমরাতুল কাযা সম্পাদন করেন।)

উল্লেখ্য, কুরবানীর পশু জখম করতঃ প্রবাহিত রক্ত দ্বারা তা কুরবানীর পশু হিসেবে চিহ্নিত করাকে ইশ্'আর বলা হয়। –অনুবাদক।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল عَامُ الْحُدَيْبِيَةِ শব্দে স্পষ্ট। এ হাদীসটি বুখারীর মাগাযীতে ৬০০ পৃষ্ঠায় রয়েছে। কিতাবুশশুরূতে বিস্তারিত ও সুদীর্ঘ আকারে ৩৭৭ পৃষ্ঠা থেকে ৩৮১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত গেছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য 'হুদাইবিয়ার যুদ্ধ অনুচ্ছেদ' দ্রষ্টব্য।

৩৮৬৯. حَدَّثَنِى اِسْحَاقُ قَالَ اَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ اَخِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ اَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ يُخْبِرَانِ خَبَرًا مِنْ خَبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ عُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَةِ، فَكَانَ فِيْمَا اَخْبَرَنِى عُرْوَةُ عَنْهُمَا اَنَّهُ لَمَّا كَاتَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلٰى قَضِيَّةِ الْمُدَّةِ، وَكَانَ فِيْمَا اشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو اَنَّهُ قَالَ لَا يَاْتِيْكَ مِنَّا اَحَدٌ وَاِنْ كَانَ عَلٰى دِيْنِكَ اِلَّا رَدَدْتَهُ اِلَيْنَا، وَخَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ ، وَاَبٰى سُهَيْلٌ اَنْ يُقَاضِىَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِلَّا عَلٰى ذٰلِكَ، فَكَرِهَ الْمُؤْمِنُوْنَ ذٰلِكَ وَامَّعَضُوْا فَتَكَلَّمُوْا فِيْهِ، فَلَمَّا اَبٰى سُهَيْلٌ اَنْ يُقَاضِىَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِلَّا ذٰلِكَ كَاتَبَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، فَرَدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبَا جَنْدَلِ بْنَ سُهَيْلٍ يَوْمَئِذٍ اِلٰى اَبِيْهِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، وَلَمْ يَاْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ اِلَّا رَدَّهُ فِىْ تِلْكَ الْمُدَّةِ وَاِنْ كَانَ مُسْلِمًا، وَجَاءَتِ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ، فَكَانَتْ اُمُّ كُلْثُوْمِ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ اَبِىْ مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهِىَ عَاتِقٌ، فَجَاءَ اَهْلُهَا يَسْاَلُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَرْجِعَهَا اِلَيْهِمْ حَتّٰى اَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِى الْمُؤْمِنَاتِ مَا اَنْزَلَ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَاَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ رضى الله عنها زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ : يَاۤاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ، وَعَنْ عَمِّهِ قَالَ بَلَغَنَا حِيْنَ اَمَرَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ ﷺ اَنْ يَرُدَّ اِلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا اَنْفَقُوْا عَلٰى مَنْ هَاجَرَ مِنْ اَزْوَاجِهِمْ وَبَلَغَنَا اَنَّ اَبَا بَصِيْرٍ فَذَكَرَهُ بِطُوْلِهِ -

৩৮৬৯/২১০. ইসহাক র. .... উরওয়া ইবনে যুবাইর রা. থেকে বর্ণিত যে, তিনি মারওয়ান ইবনে হাকাম এবং মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রা. উভয়ের থেকে হুদাইবিয়ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

উমরা আদায় করার ঘটনা বর্ণনা করতে শুনেছেন। তাঁদের থেকে উরওয়া রা. আমার (মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে শিহাব) নিকট যা বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুহাইল ইবনে আমর (কুরাইশদের প্রতিনিধি)-এর সঙ্গে হুদাইবিয়ার দিন নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সন্ধিনামা লিখেছিলেন। তাতে সুহাইল ইবনে আমরের আরোপিত শর্তসমূহের মধ্যে একটি শর্ত ছিল এই ঃ আমাদের থেকে যদি কেউ আপনার কাছে চলে আসে তবে সে আপনার দীনে বিশ্বাসী হলেও তাকে আমাদের কাছে ফেরত দিয়ে দিতে হবে (এবং তার ও আমাদের মধ্যে আপনি কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারবেন না।)

এ শর্ত মেনে না নিলে সুহাইল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সন্ধি করতেই অস্বীকৃতি প্রকাশ করে। এ শর্তটিকে মু'মিনগণ অপছন্দ করলেন এবং এতে তাঁরা অত্যন্ত মনক্ষুণ্ন হলেন ও এর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করলেন। কিন্তু যখন সুহাইল এ শর্ত ব্যতীত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে চুক্তি সম্পাদনে অস্বীকৃতি জানাল তখন এ শর্তের উপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সন্ধিপত্র লেখালেন। (অর্থাৎ, মেনে নিলেন ও লেখলেন) এবং আবু জানদাল ইবনে সুহাইল রা.-কে এ দিনেই তাঁর পিতা সুহাইল ইবনে আমরের কাছে (সন্ধির শর্তানুযায়ী) ফিরিয়ে দিলেন। সন্ধির মেয়াদকালে পুরুষদের মধ্যে যারাই (মক্কা থেকে পালিয়ে) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে চলে আসতেন, মুসলমান হলেও তিনি তাদেরকে ফিরিয়ে দিতেন। (অর্থাৎ, শর্তানুযায়ী কাফিরদের নিকট সোপর্দ করতেন।) এ সময় কিছুসংখ্যক মুসলিম মহিলা হিজরত করে চলে আসেন। উম্মে কুলছুম বিনতে উকবা ইবনে আবু মু'আইত রা. ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি হিজরতকারিণী একজন যুবতী মহিলা। তিনি হিজরত করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে পৌঁছলে তার পরিবারের লোকেরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে তাঁকে তাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাল। এ সময় আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন মহিলাদের সম্পর্কে যা নাযিল করার তা নাযিল করলেন। বর্ণনাকারী ইবনে শিহাব র. বলেন, আমাকে উরওয়া ইবনে যুবাইর রা. বলেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী হযরত আয়েশা রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী হিজরতকারিণী মু'মিন মহিলাদেরকে পরীক্ষা করতেন। আয়াতটি হল এই–

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ الخ

হে নবী! মু'মিন মহিলাগণ যখন আপনার নিকট আসে...... [শেষ পর্যন্ত (৬০ ঃ ১২)]।

(অন্য সনদে) ইবনে শিহাব র. তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদের কাছে এ বিবরণও পৌঁছেছে যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মুশরিক স্বামীর তরফ থেকে হিজরতকারী মুসলমান স্ত্রীকে দেওয়া মহরানা মুশরিক স্বামীকে ফিরিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। (অর্থাৎ, তারা যে মহর দিয়েছে তা ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন) আর আবু বাসীর রা.-এর ঘটনা সম্বলিত হাদীসও আমাদের নিকট পৌঁছেছে। এরপর তিনি আবু বাসীর রা.-এর ঘটনা সম্বলিত হাদীসটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল يَوْمُ الْحُدَيْبِيَةِ শব্দে। এটি উপরোক্ত হাদীসের দ্বিতীয় সনদ। ইসহাক দ্বারা উদ্দেশ্য ইমাম বুখারী র.-এর উস্তাদ ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ। اِبْنُ اَخِى اِبْنُ شِهَابٍ ঃ তাঁর নাম হল, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিম ইবনে শিহাব। তাঁর চাচা হলেন, মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে শিহাব যুহরী। পূর্ণ ব্যাখ্যার জন্য হুদাইবিয়ার যুদ্ধ দ্রষ্টব্য।

৩৮৭০. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما خَرَجَ مُعْتَمِرًا فِى الْفِتْنَةِ، فَقَالَ اِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ . فَاَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ اَجْلِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ .

৩৮৭০/২১১. 'কুতাইবা র. ...... হযরত নাফি' র. থেকে বর্ণিত যে, ফিতনার যামানায় (হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের সাথে যুদ্ধ করার অভিপ্রায়ে মক্কা আক্রমণের সময়) আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. উমরা পালন করার নিয়তে রওয়ানা হয়ে বললেন, যদি আমাকে বাইতুল্লাহ্‌র যিয়ারতে বাধা প্রদান করা হয় তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আমরা যা করেছিলাম এ ক্ষেত্রেও আমরা তাই করব রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু হুদাইবিয়ার বছর উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে যাত্রা করেছিলেন তাই তিনিও শুধু উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে যাত্রা করলেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল عَامُ الْحُدَيْبِيَةِ শব্দে। এ হাদীসটি বুখারীর ৬০১ ও ২৪৩ পৃষ্ঠায় আছে।

আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের শাসনামলে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ সাকাফীকে ৭১ হিজরীতে এক বিশাল বাহিনীসহকারে মক্কায় পাঠান হয়। এখানে ফিতনা দ্বারা উদ্দেশ্য এ সময়ের (ফাসাদ)-ই। অবশেষে ৭৩হিজরীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.-কে এ জালিম হাজ্জাজই শহীদ করে দেয়।

٣٨٧١. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ اَهَلَّ وَقَالَ اِنْ حِيلَ بَيْنِى وَبَيْنَهُ، لَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ النَّبِىُّ ﷺ حِيْنَ حَالَتْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَتَلَا : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ـ

৩৮৭১/২১২. মুসাদ্দাদ র. ...... ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত যে, ফিতনার বছর তিনি (উমরার) ইহ্‌রাম বেঁধে বললেন, যদি আমার আর তার (যিয়ারতে বাইতুল্লাহ্‌র) মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয় তাহলে কুরাইশ কাফিররা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও বাইতুল্লাহ্‌র (যিয়ারতের) মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করেছিলেন আমিও ঠিক তাই করব। এবং তিনি তিলাওয়াত করলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ "তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ সা-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"

ব্যাখ্যা ঃ এটি উপরোক্ত হাদীসের দ্বিতীয় সনদ। মিল গৃহীত হবে حَالَتْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ বাক্য থেকে কারণ, এই প্রতিবন্ধকতা এসেছিল হুদাইবিয়ায়। এ হাদীসটি হজ্জে ২৪৩ পৃষ্ঠায় এসেছে।

٣٨٧٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ قَالَ حَدثنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَاهُ اَنَّهُمَا كَلَّمَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رض ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ حَدثنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ بَعْضَ بَنِىْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَهُ لَوْ اَقَمْتَ الْعَامَ! فَاِنِّىْ اَخَافُ اَنْ لَاتَصِلَ اِلَى الْبَيْتِ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُوْنَ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ النَّبِىُّ ﷺ هَدَايَاهُ وَحَلَقَ وَقَصَّرَ اَصْحَابُهُ، وَقَالَ اُشْهِدُكُمْ اَنِّىْ اَوْجَبْتُ عُمْرَةً، فَاِنْ خُلِّىَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ وَاِنْ حِيلَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ، وَاِنْ حِيلَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ مَا اُرٰى شَانَهُمَا اِلَّا وَاحِدًا، اُشْهِدُكُمْ اَنِّىْ قَدْ اَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِىْ، فَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا وَسَعْيًا وَاحِدًا حَتّٰى حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا ـ

৩৮৭২/২১৩. আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আসমা ও মূসা ইবনে ইসমাঈল র. .... নাফি' র. থেকে বর্ণিত যে, হযরত আবদুল্লাহ রা.-এর কোন ছেলে তাঁকে [আবদুল্লাহ্ রা.-কে] লক্ষ্য করে বলেন, এ বছর আপনি মক্কা শরীফ যাওয়া স্থগিত রাখলেই (অর্থাৎ, উমরা করার জন্য না গেলেই) উত্তম হত। কারণ, আমি আশংকা করছি যে, আপনি বাইতুল্লাহ্ শরীফ পর্যন্ত যেতে পারবেন না। তখন আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. বললেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে রওয়ানা হয়েছিলাম (উমরার উদ্দেশ্যে)। পথে কুরাইশ কাফেররা বাইতুল্লাহ্‌র সন্নিকটে (বাইতুল্লাহর আগেই) প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কুরবানীর পশুগুলো যবেহ করে মাথা কামিয়ে ফেললেন। সাহাবীগণ চুল ছাঁটলেন। (এরপর তিনি বললেন) আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমার জন্য উমরা আদায় করা আমি ওয়াজিব করে নিয়েছি। যদি আমার ও বাইতুল্লাহর মাঝে রাস্তা ছেড়ে দেয়া হয়। (আমাকে বাইতুল্লাহ পর্যন্ত যেতে দেয়া হয়) তবে তওয়াফ করব আর যদি আমার ও বাইতুল্লাহ্‌র মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকা সৃষ্টি করা হয় (অর্থাৎ, আমাকে যেতে না দেয়া হয়) তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করেছেন আমি তাই করব। এরপর তিনি কিছুক্ষণ পথ চলে বললেন, আমি হজ্জ এবং উমরার বিষয়টি একই মনে করি। (অর্থাৎ, হজ্জ বা উমরার ইহরাম বাঁধার পর যদি তা আদায়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়, তাহলে তা থেকে হালাল হওয়া বৈধ হয়ে যায়) আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি আমার হজ্জকেও উমরার সাথে আমার জন্য ওয়াজিব করে নিয়েছি। এরপর তিনি উভয়ের জন্য একই তওয়াফ এবং একই সায়ী করলেন অবশেষে হজ্জ ও উমরার ইহ্‌রাম খুলে ফেললেন।[১]

উল্লেখ্য, হানাফী মতে হজ্জ ও উমরার ইহ্‌রাম একত্রে বাঁধা হলে হজ্জ ও উমরার জন্য আলাদা আলাদাভাবে তওয়াফ ও সায়ী করতে হয়।– অনুবাদক

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল গৃহীত হবে يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ বাক্য থেকে। কারণ, এটি হুদাইবিয়ারই ঘটনা।

٣٨٧٣. حَدَّثَنِى شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ سَمِعَ النَّضْرَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَخْرٌ عَنْ نَافِعٍ قَالَ اِنَّ النَّاسَ يَتَحَدَّثُونَ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ اَسْلَمَ قَبْلَ عُمَرَ وَلَيْسَ كَذٰلِكَ وَلٰكِنَّ عُمَرَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ اَرْسَلَ عَبْدَ اللّٰهِ اِلٰى فَرَسٍ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ يَأْتِىْ بِهِ لِيُقَاتِلَ عَلَيْهِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُبَايِعُ عِنْدَ الشَّجَرَةِ، وَعُمَرُ لَايَدْرِىْ بِذٰلِكَ، فَبَايَعَهُ عَبْدُ اللّٰهِ، ثُمَّ ذَهَبَ اِلَى الْفَرَسِ، فَجَاءَ بِهِ اِلٰى عُمَرَ، وَعُمَرُ يَسْتَلْئِمُ لِلْقِتَالِ فَاَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُبَايِعُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، قَالَ فَانْطَلَقَ فَذَهَبَ مَعَهُ حَتّٰى بَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَهِىَ الَّتِىْ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ اَسْلَمَ قَبْلَ عُمَرَ رض، وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حدثنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِىُّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ تَفَرَّقُوْا فِىْ ظِلَالِ الشَّجَرَةِ، فَاِذَا النَّاسُ مُحْدِقُوْنَ بِالنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ! اُنْظُرْ مَا شَانُ النَّاسِ؟ قَدْ اَحْدَقُوْا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَوَجَدَهُمْ يُبَايِعُوْنَ فَبَايَعَ ثُمَّ رجع اِلٰى عُمَرَ رض فَخَرَجَ فَبَايَعَ ـ

৩৮৭৩/২১৪. শুজা' ইবনে ওয়ালীদ র. ..... হযরত নাফি' রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকজন বলে থাকে যে, হযরত ইবনে উমর রা. হযরত উমর রা.-এর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। অথচ ব্যাপারটি এমন নয়। তবে (মূল ঘটনা ছিল এই যে) হুদাইবিয়ার দিন উমর রা. (তাঁর পুত্র) আবদুল্লাহ্ রা.-কে এক আনসারী সাহাবীর কাছে রাখা তাঁর ঘোড়াটি আনার জন্য পাঠিয়েছিলেন, যাতে তিনি এর উপর আরোহণ করে লড়াই করতে পারেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃক্ষের কাছে (লোকদেরকে) বাই'আত গ্রহণ করছিলেন। বিষয়টি উমর রা. তখনও জানতেন না। আবদুল্লাহ রা. তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করে পরে ঘোড়াটি আনার জন্য গেলেন এবং ঘোড়াটি নিয়ে উমর রা.-এর কাছে আসলেন। এ সময় উমর রা. যুদ্ধের পোশাক পরিধান করছিলেন। তখন আবদুল্লাহ্ রা. তাঁকে জানালেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাছের নিচে বাই'আত গ্রহণ করছেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন উমর রা. তাঁর [আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রা.] সাথে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করলেন। এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই লোকেরা এ কথা বলাবলি করছে যে, ইবনে উমর রা. উমর রা.-এর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

(অন্য সনদে) হিশাম ইবনে আম্মার র. .... হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত যে, হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে যে লোকজন ছিলেন তাঁরা সকলেই ছায়া লাভের জন্য বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন বৃক্ষের ছায়াতলে আশ্রয় নিলেন। আমি দেখলাম, এক সময় তাঁরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। তখন উমর রা. তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্ রা.-কে বললেন, হে আবদুল্লাহ্! দেখতো মানুষের কি হয়েছে? তাঁরা এভাবে ভিড় করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে কেন? ইবনে উমর রা. দেখতে পেলেন যে, তাঁরা বাই'আত গ্রহণ করছেন। তাই তিনিও বাই'আত গ্রহণ করলেন। এরপর উমর রা.-এর কাছে ফিরে গিয়ে বললেন। তখন তিনিও এসে বাই'আত গ্রহণ করলেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল يَوم الحُدَيبِيَةِ শব্দে। وَعُمَرُ يَستَلئِمُ ঃ এখানে ওয়াও হালের জন্য। এর অর্থ হল, তিনি লৌহবর্ম পরিধান করছিলেন। বাহ্যত এ হাদীসটি পূর্বোক্ত হাদীসের পরিপন্থী। সামঞ্জস্য বিধানের পন্থা হল, হযরত উমর রা. ইবনে উমর রা.-কে ঘোড়া আনার নির্দেশ দেন। অতঃপর দেখলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সাহাবায়ে কিরাম সমবেত হচ্ছেন, তখন বললেন, দেখতো সাহাবীগণ কেন একত্রিত হচ্ছেন? ফলে ইবনে উমর রা. প্রথমে সাহাবীগণের সমবেত হওয়ার বিষয়টি জানলেন। দেখলেন, সেখানে লোকজন বাইআত হচ্ছেন। ফলে তিনি নিজেও বাইআতে অংশগ্রহণ করেন। এরপর ঘোড়ার কাছে এসে ঘোড়া নিয়ে খেদমতে উপস্থিত হন এবং হযরত উমর রা.-কে এ বিষয়ে অবহিত করেন। তারপর উমর রা. গিয়ে বাইআত হন।

٣٨٧٤. حَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعلَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ قَالَ سَمِعتُ عَبدَ اللهِ بنَ أَبِي أَوفَى رضى الله عنهما قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ اعتَمَرَ فَطَافَ وَطُفنَا مَعَهُ وَصَلَّى وَصَلَّينَا مَعَهُ وَسَعَى بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ فَكُنَّا نَستُرُهُ مِن أَهلِ مَكَّةَ لَايُصِيبُهُ أَحَدٌ بِشَيءٍ.

৩৮৭৪/২১৫. ইবনে নুমাইর র. ..... হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু আওফা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (৭ম হিজরীতে উমরাতুল কাযা) আদায় করেন; তখন আমরাও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। তিনি তওয়াফ করলে আমরাও তাঁর সঙ্গে তওয়াফ করলাম। তিনি নামায আদায় করলে আমরাও তাঁর সঙ্গে নামায আদায় করলাম। তিনি সাফা-মারওয়ার মাঝে সায়ী করলেন। মক্কাবাসীদের কেউ যাতে কোন কিছু দ্বারা তাঁকে কষ্ট দিতে না পারে সেজন্য সর্বদা আমরা তাঁকে আড়াল করে রাখতাম।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের মিল হল, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা রা. হুদাইবিয়ার উমরায় বৃক্ষের নিচে বাইআতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এমনিভাবে উমরাতুল কাযায়ও শরীক ছিলেন। হাদীসটি মাগাযীর ৬০২ পৃষ্ঠা ছাড়াও ২৪১ পৃষ্ঠায় এসেছে।

٣٨٧٥. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ أَبُو وَائِلٍ لَمَّا قَدِمَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ مِنْ صِفِّينَ أَتَيْنَاهُ نَسْتَخْبِرُهُ، فَقَالَ اتَّهِمُوا الرَّأْيَ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ، وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَمْرَهُ لَرَدَدْتُ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، وَمَا وَضَعْنَا أَسْيَافَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا لِأَمْرٍ يُفْظِعُنَا إِلَّا أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ قَبْلَ هَذَا الأَمْرِ، مَا نَسُدُّ مِنْهَا خُصْمًا إِلَّا انْفَجَرَ عَلَيْنَا خُصْمٌ، لَا نَدْرِي كَيْفَ نَأْتِي لَهُ.

৩৮৭৫/২১৬. হাসান ইবনে ইসহাক র. ...... হযরত আবু হাসীন র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু ওয়াইল র. বলেছেন যে, হযরত সাহ্ল ইবনে হুনাইফ রা. যখন সিফ্ফীন (সিফফীন ইরাক ও শামের মধ্যবর্তী একটি স্থানের নাম। যেখানে হযরত আলী ও মু'আবিয়ার মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল) যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন যুদ্ধের খবরাখবর জানার জন্য আমরা তাঁর কাছে আসলে তিনি বলেন, নিজেদের মতামতকে সন্দেহযুক্ত মনে করবে। (অর্থাৎ, নিজের মত ও চিন্তার উপর আস্থা রেখোনা বরং সন্দেহযুক্ত মনে কর) আবু জানদাল রা.-এর ঘটনার দিন (অর্থাৎ, হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন) আমি আমাকে (আল্লাহর পথে) দেখতে পেয়েছিলাম। (অর্থাৎ, আমি দেখলাম আবু জান্দালের পা শিকলাবৃত, সে কোন মতে পালিয়ে মুসলমানদের নিকটে পৌঁছেছে! কিন্তু সন্ধি অনুযায়ী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কাফিরদের নিকট সোপর্দ করলেন। সে আমার মন চেয়েছিল তাকে কাফিরদের নিকট সোপর্দ না করে তাদের সাথে যুদ্ধ করা) সেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশ আমি উপেক্ষা করতে পারলে উপেক্ষা করতাম (কুরাইশের সাথে যুদ্ধ করতাম)। কিন্তু আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত। আর কোন দুঃসাধ্য কাজের জন্য আমরা যখনই আমরা (যুদ্ধের জন্য) তরবারি হাতে নিয়েছি সবগুলো কাজ তরবারি আমাদের সহজ করে দিয়েছে (অর্থাৎ, সকল দুঃসাধ্যকে সাধ্য করে দিয়েছে।) সিফ্ফীন যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত সকল যুদ্ধেই আমরা এ ধারণা করতাম। (অর্থাৎ, মুসলমানরা যখন ঐক্যবদ্ধ ছিল, তখন তরবারী দ্বারা দুঃসাধ্যকে সাধ্য করা যেত। কিন্তু এ বিষয়টি সিফফীন যুদ্ধের পূর্ববর্তী সকল বিষয় হতে ভিন্নতর।) কিন্তু এ যুদ্ধের অবস্থা এই যে,. আমরা একটি সমস্যা সামাল দিতে না দিতেই আরেকটি নতুন সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু কোন সমাধানের পথ আমাদের জানা নেই। (অর্থাৎ, এ বিষয়টির সমাধান কিভাবে হবে?)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের সাথে মিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আবু জান্দালের আগমন, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাঁকে কাফিরদের নিকট অর্পণ সবই ঘটেছে হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়। যার বিস্তারিত বিবরণ হুদাইবিয়ার যুদ্ধে এসেছে। সেখানে দ্রষ্টব্য।

اِتَّهِمُوا الرَّأْيَ ঃ যেটি সাহল ইবনে হুনাইফের উক্তি। এটি সাহল তখন বলেছিলেন যখন হযরত আলী রা. ও মুআবিয়া রা. এর মধ্যে হযরত উসমান রা.-এর শাহাদাতের পর যুদ্ধ হয়েছে। যে যুদ্ধ জঙ্গে সিফফীন নামে প্রসিদ্ধ। তাতে হযরত সাহল রা. নীরবতা অবলম্বন করেছেন। ফলে লোকজন তার নিন্দা করে। তখন সাহল রা. বললেন اِتَّهِمُوا الرَّأْيَ – তোমরা আমার প্রতি কি দোষারোপ করছ? তোমাদের স্বীয় রায়কে দোষারোপ কর। দেখ, যদি আমি হুদাইবিয়ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রায়ের খেলাফ করতে পারতাম তাহলে কাফিরদের বিরুদ্ধে খুব লড়তাম। আমার রায় এটাই ছিল, কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য করি। নিজের মতের কোন চিন্তা করিনি এবং নিজের রায়ের উপর ভরসা করিনি। বরং

দুর্বল মনে করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য করি। অবশেষে এর পরিণতি ভাল হয়। অনুরূপভাবে এখনও যুদ্ধের ব্যাপারে তাড়াহুড়া কর না। একটু নীরবতা অবলম্বন কর। খুব ভাল করে চিন্তা কর। কারণ, এটা হল, মুসলমানদের পারস্পরিক যুদ্ধ।

৩৮৭৬. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ ابْنِ عُجْرَةَ رضى الله عنه قَالَ أَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوْ انْسُكْ نَسِيكَةً، قَالَ أَيُّوبُ : لَا أَدْرِي بِأَيِّ هٰذَا بَدَأَ .

৩৮৭৬/২১৭. সুলাইমান ইবনে হার্‌ব র. ...... হযরত কা'ব ইবনে উজ্‌রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুদাইবিয়ার সন্ধিকালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আসলেন। সে সময় (আমার মাথার চুল থেকে) উঁকুন ঝরে ঝরে আমার মুখমণ্ডলে পড়ছিল। তখন নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার মাথার এ কীট (উকুন) তোমাকে কি কষ্ট দিচ্ছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, তুমি মাথা মুণ্ডিয়ে ফেল। আর এ জন্য (মাথা মুণ্ডানোর ফিদিয়া স্বরূপ) তিন দিন রোযা পালন কর অথবা ছয়জন মিসকীনকে খানা খাওয়াও অথবা একটি পশু কুরবানী কর। আইয়ুব র. বলেন, এ তিনটি থেকে কোন্‌টির কথা আগে বলেছিলেন তা আমার জানা নেই।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ শব্দে। হাদীস শরীফটি মাগাযীর ৬০২ পৃষ্ঠা ছাড়াও আবওয়াবুল উমরায় ২৪৪ নং পৃষ্ঠায় এসেছে।

৩৮৭৭. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رض قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ وَقَدْ حَصَرَنَا الْمُشْرِكُونَ . قَالَ وَكَانَتْ لِي وَفْرَةٌ، فَجَعَلَتِ الْهَوَامُّ تَسَاقَطُ عَلَى وَجْهِي، فَمَرَّ بِيَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟ قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ وَأُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ .

৩৮৭৭/২১৮. মুহাম্মদ ইবনে হিশাম আবু আবদুল্লাহ্ র. ..... হযরত কা'ব ইবনে উজ্‌রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুদাইবিয়ায় অবস্থানকালে মুহরিম অবস্থায় আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে ছিলাম। মুশরিকরা আমাদেরকে বাঁধা দিল (অর্থাৎ, বাইতুল্লাহ পর্যন্ত যেতে দিল না)। কা'ব ইবনে উজরা রা. বলেন, আমার কান পর্যন্ত মাথায় বাবরী চুল ছিল। (মাথার চুল থেকে) উঁকুনগুলো আমার মুখমণ্ডলের উপর ঝরে ঝরে পড়ছিল। এ সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, তোমার মাথার এ উঁকুনগুলো তোমাকে কি কষ্ট দিচ্ছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। কা'ব ইবনে উজ্‌রা রা. বলেন, এরপর আয়াত নাযিল হল, তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় কিংবা তার মাথায় কষ্টদায়ক বস্তু থাকে তবে রোযা কিংবা সাদ্‌কা অথবা কুরবানীর দ্বারা তার ফিদিয়া আদায় করবে। (২ ঃ ১৯৬)

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল بِالْحُدَيْبِيَةِ শব্দে। এটিও অন্য সনদে হযরত কা'ব ইবনে উজরা রা. এর হাদীস। وَفْرَةٌ ঃ ফায়ের উপর জযম। অর্থাৎ, যে চুল কানের লতি পর্যন্ত প্রলম্বিত।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চুল মুবারক

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চুল মুবারকের জন্য তিনটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলোকে একটি শব্দে একত্রিত করা হয়েছে। সেটি হল, "ولج" ঃ এ শব্দটির ক্রমবিন্যাসে অর্থের ক্রমবিন্যাসের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। অর্থাৎ, এখানে প্রথমে এসেছে ওয়াও। এর দ্বারা উদ্দেশ্য ওয়াফরা। অর্থাৎ, যে চুল কানের লতি পর্যন্ত প্রলম্বিত। এরপর হল লাম। এর দ্বারা উদ্দেশ্য লিম্মা– যে চুল ওয়াফরা থেকে বেড়ে গর্দান পর্যন্ত চলে আসে। সর্বশেষ হরফ হল, জীম। যদ্বারা ইঙ্গিত হল, জুম্মার দিকে। যে চুল কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কিন্তু কখনও কখনও একটির প্রয়োগ অপরটির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। নিদর্শন দ্বারা তা নির্ণয় করা হয়। ইমাম নববী র. বলেন–

أَمَّا اللِّمَّةُ فَهِيَ بِكَسْرِ اللَّامِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ وَجَمْعُهَا لِمَمٌ كَقِرْبَةٍ وَقِرَبٍ وَهِيَ الشَّعْرُ الْمُتَدَلِّي الَّذِي يُجَاوِزُ شَحْمَةَ الأُذُنَيْنِ فَإِذَا بَلَغَ الْمَنْكِبَيْنِ فَهُوَ جُمَّةٌ ـ

'লিম্মার লামের নিচে যের, মীমে তাশদীদ। এর বহুবচন لِمَمٌ। যেমন– قِرَبٌ ও قِرْبَةٌ। এটি হল, এরূপ চুল, যা কানের লতি অতিক্রম করে ঝুলে পড়ে। আর কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছে গেলে সেটি হল, জুম্মা। (শরহে মুসলিম ঃ ৯৫)

এখানে উর্দু লুগাতুল হাদীসে মাজমাউল বাহরাইন সূত্রে যে সংজ্ঞা লেখা হয়েছে সেটি নির্ভরযোগ্য নয়। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

২২০০. অনুচ্ছেদ ঃ উকল ও উরাইনা গোত্রের ঘটনা ২২০٠. بَابُ قِصَّةِ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ

উকল ও উরাইনার ঘটনা

عُكْلٌ ঃ আইনের উপর পেশ, কাফের উপর জযম। عُرَيْنَةُ ঃ আইনের উপর পেশ, রায়ের উপর যবর, ইয়ার উপর জযম, নূনের উপর যবর। উকল ও উরাইনা আরবের দুটি গোত্রের নাম।

উকল ও উরাইনার একটি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে এল। তাদের চারজন ছিল উরাইনা গোত্রের আর তিনজন ছিল উকল গোত্রের। আর একজন ছিল অন্য কোন গোত্রের। এরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে এসে মুসলমান হয়েছিল। কিছুদিন মদীনায় অবস্থানের পর তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলল, মদীনার আবহাওয়া আমাদের অনুকূল নয়। কারণ, আমরা উট, গাভী, বকরী প্রতিপালন করি। জঙ্গলে ও ময়দানে এসব জন্তু চরাই। শহরে ও আবাদিতে বসবাসের অভ্যাস আমাদের নেই।

কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে, তাদের পেট ফুলে গিয়েছিল, চেহারা হলুদ হয়ে গিয়েছিল। ফলে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আবেদন করল, আমাদেরকে জঙ্গলে-ময়দানে যাবার অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেহায়েত স্নেহপরবশ হয়ে অনুমতি দেন যে, সদকার উটগুলোর নিকট গিয়ে অবস্থান কর। সেগুলোর প্রস্রাব (ব্যবহার) ও দুধ পান কর। ফলে, সে দুধ ও প্রস্রাব ব্যবহারের ফলে তারা সবাই সম্পূর্ণ সুস্থ্য ও ভাল হয়ে যায়। কিন্তু ভাল হওয়ার পর তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রাখাল ইয়াসার রা.-কে হত্যা করে ফেলে এবং উটগুলো নিয়ে পালিয়ে যায়। ইসলামের পর তারা কাফির হয়ে যায়। কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে যে, রাখালের চোখে শলাই ঢুকিয়ে দেয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তাদের পশ্চাদ্ধাবনে লোক পাঠান। দোয়া করেন, আল্লাহ তা'আলা যেন তাদের পথ সংকীর্ণ করে দেন। অবশেষে তাই হয়। তারা পথ ভুলে যায় এবং তাদের পাকড়াও করা হয়। গ্রেফতার করে আনার পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের চোখে

শলাই ঢুকিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশে তাদের হাত-পা কেটে বালুকাময় ময়দানে ফেলে দেয়া হয়। এমনিভাবে তড়পাতে তড়পাতে তারা মারা যায়।

٣٨٧٨. حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حدثنا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا رضى الله عنه حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَتَكَلَّمُوا بِالْإِسْلَامِ، فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ، وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِذَوْدٍ وَرَاعٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهِ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا نَاحِيَةَ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، وَقَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ ﷺ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ، فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ، فَأَمَرَبِهِمْ فَسَمَرُوا أَعْيُنَهُمْ وَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَتُرِكُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالِهِمْ ـ قَالَ قَتَادَةُ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ ذٰلِكَ كَانَ يَحُثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ وَقَالَ شُعْبَةُ وَأَبَانُ وَحَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ مِنْ عُرَيْنَةَ، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَأَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَدِمَ نَفَرٌ مِنْ عُكْلٍ ـ

৩৮৭৮/২১৯. আবদুল আ'লা ইবনে হাম্মাদ র. .... কাতাদা র. থেকে বর্ণিত যে, হযরত আনাস রা. তাদেরকে বলেছেন, উকল এবং উরাইনা গোত্রের কতিপয় লোক মদীনাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে কালিমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করল। এরপর তারা নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলল, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমরা দুগ্ধ পশু চড়াতে অভ্যস্ত, আমরা মাঠের কৃষক ছিলাম না। (অর্থাৎ, আমরা পশু চড়াই ও দুধ পান করি) তারা মদীনার আবহাওয়া তাদের নিজেদের জন্য অনুকূল বলে মনে করল না। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে একজন রাখালসহ কতগুলো উট দিয়ে মদীনার বাইরে মাঠে চলে যেতে এবং ঐগুলোর দুধ ও পেশাব পান করার নির্দেশ দিলেন (আল্লাহ চাহেন তো সুস্থ্যতা দিবেন)। তারা (চারণ ভূমির দিকে) যেতে যেতে হার্‌রা নামক স্থানের পার্শ্বে পৌঁছে ইসলাম ত্যাগ করে পুনরায় কাফের হয়ে যায়। (অর্থাৎ, মুরতাদ হয়ে যায়।) এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রাখাল (ইয়াসার)-কে হত্যা করে উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে যায়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি তাদের অনুসন্ধানে তাদের পিছনে ধরে নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠিয়ে দেন। (তাদের পাকড়াও করে আনা হলে) তিনি তাদের প্রতি কঠিন দণ্ডাদেশ প্রদান করলেন। সাহাবীগণ লৌহ শলাকা দিয়ে তাদের চক্ষু উৎপাটিত করে দিলেন এবং তাদের হাত কেটে দিলেন। এরপর হার্‌রা এলাকার এক প্রান্তে তাদেরকে ফেলে রাখা হল। অবশেষে তাদের এ অবস্থায়ই তারা মরে গেল।

কাতাদা র. বলেন, আমাদের নিকটে এ রেওয়ায়াত পৌঁছেছে যে, এ ঘটনার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই লোকজনকে সাদ্‌কা প্রদান করার জন্য উৎসাহিত করতেন এবং লাশ বিকৃতি করতে নিষেধ করতেন। শু'বা, আবান এবং হাম্মাদ র. কাতাদা র. থেকে উরাইনা গোত্রের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। (অর্থাৎ, উকল্ গোত্রের নাম বলেন নি) ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আবু কাসীর ও আইয়ুব র. আবু কিলাবা র.-এর মাধ্যমে আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উক্‌ল গোত্রের কতিপয় লোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসেছিল।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট। এ হাদীসটি তাহারাতে ৩৬নং পৃষ্ঠায় এবং মাগাযীতে ৬০২ নং পৃষ্ঠায় আছে। ১০০৫ নং পৃষ্ঠায়ও আসবে। ضَرْع ঃ রায়ের উপর জযম। এর অর্থ হল স্তন। বহুবচন ضُرُوع। أَهْلُ ضَرْعٍ দ্বারা উদ্দেশ্য দুধওয়ালা জন্তু। رِيف ঃ রায়ের নিচে যের, ইয়ার উপর জযম। শস্যশ্যামল ক্ষেত। বহু বচন أَرْيَافٌ ورُيُوفٌ। এর উদ্দেশ্য হল, আমরা শহুরে নই, বরং গেঁয়ো ও জংলি।

প্রশ্ন ঃ এ হাদীসে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাশ বিকৃতি এবং আগুন দ্বারা শাস্তি দিতে নিষেধ করেছেন। তাহলো উরাইনা ও উকল গোত্রের সাথে লাশ বিকৃতি ও আগুন দ্বারা শাস্তির আচরণ কেন করা হল?

উত্তর ঃ ১. এ ঘটনাটি দণ্ডবিধি অবতীর্ণ হওয়া এবং লাশ বিকৃতি থেকে নিষেধের পূর্বেকার। অতএব, এটি রহিত। হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী র. বলেন, রহিত হওয়ার প্রমাণ, বুখারীর রেওয়ায়াত। হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্বে আগুন দিয়ে শাস্তি দেয়ার অনুমতি দিয়েছেন, অতঃপর তা থেকে নিষেধ করেছেন। প্রকাশ থাকে যে, হযরত আবু হুরায়রা রা. উরানীদের ঘটনার পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আসল এবং উঁচু মানের উত্তর এটাই।

২. কোন কোন আলিম বলেন, কিসাসরূপে অনুরূপ করা হয়েছিল। কারণ, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রাখাল, হযরত ইয়াসার রা.-এর সাথে অনুরূপই করেছিল। এরা যখন উঁট নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল তখন হযরত ইয়াসার রা. প্রতিরোধ করছেন, ফলে তারা হযরত ইয়াসার রা.-এর চোখে গরম শলাই ঢুকিয়ে দেয়, জিহ্বা এবং হাত-পা কেটে বিকৃত করে দেয়। ফলে فَاعْتَدُوا بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ আয়াতের হুকুম অনুযায়ী তাদেরকে শাস্তি দেয়া হয়।

৩. কোন কোন আলিম বলেন, এসব বদমাশের সাথে এ ধরনের আচরণ করা হয়েছে, শাসনরূপে ও কঠোরতা আরোপার্থে। যাতে অন্যান্য ফাসাদী লোক এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করে এবং লুটপাটের ধারা বন্ধ হয়ে যায়।

৩৮৭৯. حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حدثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ اَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حدثنا اَيُوبُ والْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُو رَجَاءٍ مَوْلٰى اَبِى قِلَابَةَ وَكَانَ مَعَهُ بِالشَّامِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ اِسْتَشَارَ النَّاسَ يَوْمًا مَا تَقُولُونَ فِى هٰذِهِ الْقَسَامَةِ؟ فَقَالُوا حَقٌّ - قَضٰى بِهَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَقَضَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ قَبْلَكَ، قَالَ اَبُو قِلَابَةَ خَلْفَ سَرِيرِهِ فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ فَاَيْنَ حَدِيثُ اَنَسٍ فِى الْعُرَنِيِّينَ، قَالَ اَبُو قِلَابَةَ اِيَّاىَ حَدَّثَهُ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ مِنْ عُرَيْنَةَ وَقَالَ اَبُو قِلَابَةَ عَنْ اَنَسٍ مِنْ عُكْلٍ ذَكَرَ الْقِصَّةَ -

৩৮৭৯/২২০. মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহীম র. .... হযরত আবু কিলাবার দাস আবু রাজা বর্ণনা করেন যে, তিনি আবু কিলাবার সাথে শামে ছিলেন। খলীফা উমর ইবনে আবদুল আযীয র. একদিন লোকদের কাছে কাসামাত সম্পর্কে পরামর্শ জানতে চেয়ে বললেন, তোমরা এ কাসামা সম্পর্কে কি বল? (অর্থাৎ, কাসামা সত্য ও হক কিনা? তোমাদের কি ধারণা?) তাঁরা বললেন, এটা সত্য এবং হক। আপনার পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং খোলাফায়ে রাশিদীন সকলেই কাসামাতের[১] নির্দেশ দিয়েছেন।

বর্ণনাকারী আবু রাজা বলেন, এ সময় আবু কিলাবা র. উমর ইবনে আব্দুল আযীয র.-এর খাটের পিছে ছিলেন। অতপর আমবাসা ইবনে সাঈদ বলেন, উরায়নীদের সম্পর্কে আনাস রা.-এর হাদীসটি কোথায়? (যে, সকলকে কিসাস স্বরূপ হত্যা করা হয়েছে, কাসামার হুকুম দেয়া হয়নি।) তখন আবু কিলাবা র. বললেন, হাদীসটি আমার জানা আছে। আনাস ইবনে মালিক রা. আমার কাছেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আবদুল আযীয ইবনে সুহাইব র. নিজ বর্ণনায় আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আনাস ইবনে মালিক রা. উরায়না গোত্রের কিছু লোকের কথা উল্লেখ করেছেন। (অর্থাৎ, শুধু উরাইনা গোত্রের উল্লেখ করেছেন।) আর আবু কিলাবা র. আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে উক্ল গোত্রের কথা উল্লেখ করে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। (অর্থাৎ, উরাইনা গোত্রের নাম উল্লেখ করেন নি)।

উল্লেখ্য, কোন জনপদে কোন নিহত ব্যক্তির লাশ এবং হত্যার আলামত পাওয়া গেলে এবং হত্যাকারীকে নির্দিষ্ট করা না গেলে তখন ঐ জনপদের লোকদের মধ্য থেকে হত্যাকারীকে চিহ্নিত করার জন্য যে শপথ নেয়া হয়ে থাকে তাকে কাসামা বলা হয়। – অনুবাদক

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট। أَبُورَجَاءٍ ঃ আবু কিলাবার আযাদকৃত দাসের নাম সুলাইমান। قَالَ حَدَّثَنِى ঃ অর্থাৎ, হাজ্জাজ বলেছেন, আমাকে আবু রাজা বর্ণনা করেছেন। عَنْبَسَةَ ঃ আইনের উপর যবর, নূনের উপর জযম, সীনের উপর জবর। قَسَامَةٌ ঃ কাফের উপর যবর, সীন তাশদীদ বিহীন। এটি ক্রিয়ামূল। এর অর্থ হল, শপথ করা। তাছাড়া ইসমে মাসদারও। অর্থ– কসম শপথ।

কাসামার পন্থা ও এর বিধান

কাসামার প্রচলন আরবদের মধ্যে বর্বরতার যুগ থেকে চালু ছিল। ইসলামও এটিকে কায়েম রাখে। (বুখারীর টীকা ঃ ৫৪২)

এর পন্থা হল, কোন মহল্লা অথবা দলে নিহত এক ব্যক্তির লাশ পাওয়া গেল। কিন্তু ঘাতক কে তার ঠিকানা পাওয়া যায়নি। এমতাবস্থায় ইমাম শাফিঈ র.-এর মতে, নিহতের অভিভাবকদেরকে ৫০ বার কসম দেয়া হবে যে, এ নিহত ব্যক্তির ঘাতক এরাই। আর যদি নিহতের অলি গার্জিয়ানের (অভিভাবকের) সংখ্যা ৫০ এর কম হয়। তবে এক ব্যক্তি থেকে কয়েকবার কসম নিয়ে ৫০ সংখ্যা পূর্ণ করবে। কিন্তু অবশ্যই যেন সেসব অভিভাবকের মধ্য থেকে কেউ শিশু অথবা মহিলা কিংবা পাগল না হয়। অতঃপর যখন তারা কসম খাবে তখন তাদের রক্তপণের অধিকার অর্জিত হবে।

হানাফীদের মতে, শরঈ কানুন অনুযায়ী এখানেও (কাসামার মাসআলায়ও) বাদীর (নিহতের অভিভাবকদের) উপর প্রমাণ পেশ করা আবশ্যক। যদি নিহতের অভিভাবকরা প্রমাণ পেশে অক্ষম হয়, তবে বিবাদী (হত্যার ক্ষেত্রে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে তাদের) মধ্য হতে ৫০ জন লোক থেকে কসম নেয়া হবে। যাদের মনোনীত করবে নিহতের উত্তরাধিকারী। তাদের প্রতিটি ব্যক্তি কসম খাবে যে, আমরা তাকে হত্যা করিনি, তার ঘাতক কে তাও আমরা জানি না। যদি তারা কসম খায় তবে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। অন্যথায় তাদের রক্তপণ দিতে হবে।

এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, কাসামায় (শপথে) যেহেতু নিশ্চিতভাবে ঘাতক জানা যায় না, সেহেতু শুধু সন্দেহের ভিত্তিতে কারও কাছ থেকে কিসাস নেয়া বৈধ নয়। যেমন হাদীস শরীফে আছে– اَلْقَسَامَةُ جَاهِلِيَّةٌ - শপথে হত্যা করা জাহিলী প্রথা এবং ভুল। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিতরূপে ঘাতক জানা যাবে না, শুধু সন্দেহের ভিত্তিতে তাকে হত্যা করা হবে জুলুম। তাছাড়া اَلْقَسَامَةُ تُوجِبُ الْعَقْلَ। তথা কাসামার দ্বারা রক্তপণ ওয়াজিব হয়, কিসাস নয়।

আলহামদুলিল্লাহ! নাসরুল বারীর ১৬নং পারা পূর্ণ হল।

মুহাম্মদ উসমান গনী বিহারী।

দারুত্তালীফ ওয়াত্তাসনীফ, চিলমিল, জেলা-বেগুসরাই, বিহার।

২২০১. অনুচ্ছেদ ঃ যাতুল কারাদের যুদ্ধ ٢٢٠١. بَابُ غَزْوَةِ ذَاتِ الْقَرَدِ

সীরাত ও মাগাযীর অধিকাংশ গ্রন্থে এটাকে যাতুলকারাদ যুদ্ধ লেখে। বুখারী শরীফের টীকায় একটি কপি আছে যীকারাদ। বুখারী শরীফের বিস্তারিত ও গৌরবময় ও সর্বালোচিত ব্যাখ্যা গ্রন্থ উমদাতুল কারীতেও আছে অনুরূপ। অর্থাৎ, بَابُ غَزْوَةِ ذِى قَرَدٍ

কিন্তু আমাদের ভারতীয় কপিগুলোর মূলগ্রন্থে শিরোনাম হল, ذَاتُ الْقَرَدِ এজন্য আমি শিরোনামে মূলগ্রন্থের অনুসরণ করেছি।

ذَاتُ الْقَرَدِ ঃ কাফ ও রায়ের উপর যবর দাল সহকারে। এটি একটি ঝর্ণার নাম। মদীনা শরীফ থেকে এক মঞ্জিল দূরে গাতফান অঞ্চলের নিকটবর্তী। এ যুদ্ধকে গাবার যুদ্ধও বলা হয়। এটি সে যুদ্ধ যাতে গাতফান গোত্রের পৌত্তলিকরা নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উটনীগুলোর উপর লুটপাট চালায়। এটি সংঘটিত হয় খায়বর যুদ্ধের তিন দিন পূর্বে।

وَهِىَ الْغَزْوَةُ الَّتِى اَغَارُوا عَلَى لِقَاحِ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ خَيْبَرَ بِثَلَاثٍ -

এটি হল খায়বর যুদ্ধের তিন দিন পূর্বে পৌত্তলিকরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুগ্ধবতীউটগুলো লুট করে নেয়ার সময়ে সংঘটিত যুদ্ধ

যাতুল কারাদের ঘটনা

যাতুল কারাদ অথবা যীকারাদ ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উটনীগুলোর চারণভূমি। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় গোলাম রাবাহকে স্বীয় উটগুলো দেখার জন্য পাঠিয়েছেন। তার সাথে ছিল সালামা ইবনে আকওয়া (আলিফের উপর যবর, কাফের উপর জযম, ওয়াও এর উপর যবর আইন সহকারে) রা.। সালামা রা.-এর নিকট ছিল তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা.-এর ঘোড়া, যার নাম ছিল আনাদদিয়া (আলিফ ও নূনের উপর যবর, তাশদীদযুক্ত দালের নিচে যের)। তারা খুব ভোরে ছিলেন রাস্তায়। এমতাবস্থায় উয়াইনা ইবনে হিস্ন ফাযারী ৪০ জন আরোহী নিয়ে এই চারণভূমিতে আক্রমণ করে। সে ২০টি দুধেল উটনী ধরে নিয়ে যায়। রাখালকে হত্যা করে এবং তার স্ত্রীকেও ধরে নিয়ে যায়।

হযরত সালামা ইবনে আকওয়া রা. সানিয়্যাতুল বিদায় পৌঁছলে এ দুর্ঘটনার খবর পান এবং শত্রুর আরোহী নজরে পরে। তিনি রাবাহকে বললেন, তুমি এই ঘোড়াটি নিয়ে গিয়ে তালহাকে দিয়ে দাও। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ দুর্ঘটনার সংবাদ শুনাও। আমি শত্রুর পিছু ধাওয়া করছি। হযরত সালামা রা. ছিলেন বড় যবরদস্ত সুনিপুন তীরন্দাজ। তখন তার কাছে ছিল তীর ও তলোয়ার। হযরত সালামা রা. সালা পাহাড়ের উপর আরোহণ করে চিৎকার করে আওয়াজ দিলেন– "يَاصَبَاحَاهْ" 'হায় সকাল!' যাতে এ দুঃসংবাদ সম্পর্কে মদীনায় জানাজানি হয়। ফলে এ চিৎকারে গোটা মদীনায় গুঞ্জরন উঠে। পূর্ণ মদীনা শহরে এর খবর হয়ে যায়। অতঃপর সালামা রা. শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবনে রওয়ানা হয়ে যান। একাকী পদাতিক শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবনে চলতে থাকেন। শত্রুর নিকট পৌঁছে তীর ছুঁড়তে থাকেন। আর নিম্নোক্ত কাব্য আবৃত্তি করতে থাকেন–

اَنَا ابْنُ الْاَكْوَعِ * وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ

'আমি আকওয়ায়ের সন্তান। আজকের দিবসে জানা হয়ে যাবে, কে কতটুকু মায়ের দুধ পান করেছে।'

কোন পৌত্তলিক তার দিকে রুখ ফেরালে তিনি গাছের আড়াল থেকে তীর ছুঁড়ে আহত করে দিতেন। কখনও পাহাড়ে চলে যেতেন, কখনও নজর থেকে লুকিয়ে যেতেন (আত্মগোপন করতেন)। দুই পাহাড়ের মধ্যখানে

অবস্থিত একটি সংকীর্ণ পথ দিয়ে তিনি চলছিলেন। যখন শত্রুরা সে রাস্তা দিয়ে রওয়ানা করল তখন তিনি গিয়ে তাদেরকে পাথর মারতে শুরু করলেন। মোটকথা, এরূপভাবে শত্রুকে তিনি ঘায়েল করে ফেললেন।

তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমস্ত উটনী আমি তাদের কাছ থেকে পুনরায় উদ্ধার করলাম। তারপর তাদের পশ্চাৎ ধাওয়া করলে এ অবস্থা হল যে, বোঝা হালকা করার জন্য তারা চাদর এবং নেজাগুলো ছুঁড়ে মারত। আমি এগুলোর উপর নিদর্শন স্বরূপ পাথর রেখে দিতাম। এরপর পশ্চাৎ ধাওয়া করতাম। ফলে ৩০টি চাদর এবং এ পরিমাণ নেজা তারা ছুড়ে ফেলে যায়। এভাবে তিনি একা শত্রুদের পশ্চাৎ ধাওয়া অব্যাহত রাখেন।

মদীনায় শোরহাঙ্গামা হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা থেকে পাঁচ অথবা সাত শত লোক নিয়ে রওয়ানা হন। খুব দ্রুত পথ অতিক্রম করে সেখানে পৌঁছেন। তিনি রওয়ানা হওয়ার পূর্বেও কয়েকজন আরোহী (যেমন মিকদাদ ইবনে আমর রা. প্রমুখ) পাঠিয়েছিলেন। তারা প্রথমে পৌঁছে তাদের মুকাবিলা করেন পৌত্তলিকদের ২ জন মারা যায়। মুসলমানদের মধ্য থেকে মুহরায ইবনে নাযলা রা. আবদুর রহমান ইবনে উয়াইনার সাথে মুকাবিলা করতে গিয়ে শহীদ হন। মুহরাযের উপাধি ছিল আখরাম। তাঁকে কুমাইরও বলা হয়। যাহোক আবু কাতাদা রা. সে আবদুর রহমান ইবনে উয়াইনাক হত্যা করেন।

এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে পৌঁছলে হযরত সালামা রা. তাঁর পবিত্র দরবারে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওরা সবগুলো পিপাসার্ত ও পেরেশান। আপনি আমাকে ১০০ লোক দিন। সবগুলোকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসব। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– يَا ابْنَ الاَكْوَعِ! اِذَا مَلَكْتَ فَاسْجِحْ অর্থাৎ, হে আকওয়ার সন্তান! তুমি যেহেতু কাবু পেয়েছ তাই নম্রতা অবলম্বন কর. সহজ আচরণ কর এবং মাফ করে দাও। এ হল, রাহমাতুল্লিল আলামিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দয়া ও মেহেরবানী আর বদান্যতা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বললেন, তারা বনু গাতফানে পৌঁছে গেছে।

নোট ঃ সমস্ত সীরাতবিদ এ যুদ্ধ হুদাইবিয়ার পূর্বে হয়েছে বলে লিখেন। তাঁরা এ ব্যাপারে একমত যে, এ যুদ্ধ হয়েছে রবিউল আউয়াল ৬ হিজরীতে। কিন্তু ইমাম বুখারী র. বলেন, এটি হয়েছে সপ্তম হিজরীতে খায়বর যুদ্ধের তিন দিন পূর্বে। মুসলিম শরীফ থেকেও এ কথাটি স্পষ্ট হয়ে যায়। এ কারণেই বিহারের গৌরবময় মুহাদ্দিস, ঐতিহাসিক স্বীয় প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ আসাহহুস সিয়ারের ২০২ পৃষ্ঠায় লেখেন– 'সহীহ হল, এই যুদ্ধটি হুদাইবিয়ার যুদ্ধের পরে হয়েছে। কোন কোন আলিম একাধিক ঘটনা সাব্যস্ত করে সামঞ্জস্য বিধানের পন্থা বের করেছেন। وَاللّٰهُ اَعلَمُ بِالصَّوَابِ

٣٨٨. حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيدَ بنِ اَبِىْ عُبَيدٍ قَالَ سَمِعتُ سَلَمَةَ بنَ الاَكْوَعِ يَقُولُ خَرَجتُ قَبلَ اَن يُؤذَنَ بِالاُولٰى وكَانَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَرعٰى بِذِى قَرَدٍ، قَالَ فَلَقِيَنِىْ غُلَامٌ لِعَبدِ الرَّحمٰنِ بنِ عَوفٍ فَقَالَ اَخَذَتْ لِقَاحَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ. قُلتُ مَنْ اَخَذَهَا؟ قَالَ غَطَفَانُ، قَالَ فَصَرَخْتُ ثَلَاثَ صَرَخَاتٍ يَا صَبَاحَاهْ! قَالَ فَاَسْمَعتُ مَا بَينَ لَابَتَىِ المَدِينَةِ، ثُمَّ اندَفَعتُ عَلٰى وَجْهِىْ حَتّٰى اَدرَكتُهُم وَقَدْ اَخَذُوا يَستَقُونَ مِنَ المَاءِ فَجَعَلتُ اَرمِيهِمْ بِنَبلِىْ وَكُنتُ رَامِيًا وَاَقُولُ : اَنَا ابنُ الاَكْوَعِ . اليَومُ يَومُ الرُّضَّعِ، وَاَرتَجِزُ حَتّٰى اِستَنقَذتُ اللِّقَاحَ مِنهُم وَاستَلَبتُ

مِنْهُم ثَلاثِيْنَ بُرْدَةً، قَالَ وَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَالنَّاسُ، فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ! قَدْ حَمَيْتُ الْقَوْمَ الْمَاءَ وَهُمْ عِطَاشٌ، فَابْعَثْ إِلَيْهِمُ السَّاعَةَ، فَقَالَ يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ! مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ قَالَ ثُمَّ رَجَعْنَا وَيُرْدِفُنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى نَاقَتِهِ حَتَّى دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ -

৩৮৮০/২২১. কুতাইবা ইবনে সাঈদ র. ...... হযরত সালমা ইবনে আকওয়া রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একবার) আমি ফজরের নামাযের আযানের পূর্বে (মদীনার বাইরে মাঠের দিকে) বের হলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দুগ্ধবতী উটনীগুলোকে যী-কারাদ নামক স্থানে চরানো হতো। সালামা রা. বলেন, তখন আমার সাথে আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা.-এর গোলামের সাক্ষাৎ হল। সে বলল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুগ্ধবতী উটনীগুলো লুণ্ঠিত হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে ওগুলো লুণ্ঠন করেছে? সে বলল, গাতফান গোত্রের লোকজন। তিনি বলেন, তখন আমি "ইয়া সাবাহা" বলে তিনবার উচ্চস্বরে চিৎকার দিলাম। তিনি বলেন, মদীনার উভয় পর্বতের মধ্যবর্তী সকল অধিবাসীর কানে আমার এ চিৎকার শুনিয়ে দিলাম। তারপর দ্রুতপদে সোজা সামনের দিকে (অর্থাৎ, ডানে বামে লক্ষ্য না করে সাধ্যানুযায়ী দ্রুততার সাথে সামনে আগ্রসর হলাম) অগ্রসর হলাম, অবশেষে তাদের (শত্রুদের) কাছে পৌঁছে গেলাম। এ সময়ে তারা উটগুলোকে পানি পান করাতে আরম্ভ করেছিল। আমি ছিলাম একজন দক্ষ তীরন্দাজ, তাই তখন তাদের দিকে তীর নিক্ষেপ করছিলাম আর এই কবিতা পাঠ করছিলাম–

أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ * الْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ

আমি হলাম আকওয়া-এর পুত্র, আজকের দিনটি অপমানিতদের সবচেয়ে নিকৃষ্ট। আমি এই রাজার কবিতা পড়ছিলাম অবশেষে আমি তাদের কাছ থেকে উটগুলোকে কেড়ে নিলাম এবং সে সঙ্গে তাদের ত্রিশখানা চাদরও কেড়ে নিলাম। তিনি বলেন, এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্য লোক সেখানে পৌঁছলে আমি বললাম, হে আল্লাহ্র নবী! কাফেলাটি পিপাসার্ত ছিল, আমি তাদেরকে পানি পান করতেও দেইনি। আপনি এখনই এদের পিছে ধাওয়া করার জন্য সৈন্য প্রেরণ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে ইবনুল আকওয়া! তুমি (তাদেরকে তাড়িয়ে দিতে) সক্ষম হয়েছ, এখন একটু শান্ত হও। সালামা রা. বলেন, এরপর আমি (মদীনার দিকে) ফিরে আসলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁর উটনীর পেছনে বসালেন এবং এ অবস্থায় আমরা মদীনায় প্রবেশ করলাম।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল تَرْعَى بِذِي قَرَدٍ বাক্যে স্পষ্ট।

এ হাদীসটি জিহাদে ৪২৭ নং পৃষ্ঠায় এসেছে। কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে, গাতফান ও ফাযারা উটগুলো পাকড়াও করেছিল। এতে কোন বিরোধ নেই, কারণ, ফাযারা গাতফানেরই একটি শাখা।

فَأَسْمَعْتُ مَابَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِيْنَةِ -এর দ্বারা বুঝা গেল, হযরত সালামা রা. এর স্বর ছিল অনেক বুলন্দ। তাছাড়া, এটি কারামতরূপে হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। বাকি বিস্তারিত বিবরণের জন্য যাতুল কারাদ যুদ্ধ দ্রষ্টব্য।

২২০২. অনুচ্ছেদ ঃ খায়বর যুদ্ধ ۲۲۰۲. بَابُ غَزْوَةِ خَيْبَرَ

خَيْبَرَ শব্দটি جَعْفَرَ এর সমওজনী। খায়বর একটি শহরের নাম। মদীনা শরীফ থেকে শামের দিকে আট বারেদ দূরে অবস্থিত। এতে অনেক দুর্গ ও ফসল রয়েছে। (উমদা) এক বারেদ হয় চার ফরসখে। এক ফরসখ হয় তিন মাইলে। যেমন– এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে – لَاتُقْصَرُ الصَّلٰوةُ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ

অর্থাৎ, চার বারেদের কম দূরত্বে নামায কসর করা জায়েয হবে না। (লুগাতুল হাদীস ঃ ১/৪৪) এই হিসেবে চার বারেদ ১৬ ফরসখ–৪৮ মাইল হয়। যা নামায কসর করার জন্য সফরের সীমা।

খায়বর যুদ্ধ ঃ ৭ হিজরী

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদাইবিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করলে সূরায়ে ফাত্হ অবতীর্ণ হয়। তাতে আল্লাহ্ তা'আলা খায়বর বিজয় সহ আরও অনেক গনিমতের প্রতিশ্রুতি দেন। খায়বর বিজয়ের ফলে মুসলমানদের আসানী হয় এবং মানসিক অবসরতা লাভ হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদাইবিয়া থেকে ফিরে যিলহজ্জের অবশিষ্ট সময় এবং মহররমের শুরু অংশ মদীনাতে কাটান। অতঃপর মহররমেই তিনি খায়বর আক্রমণ করেন, যেখানে বসবাস করত বিশ্বাসঘাতক ইয়াহুদীরা। কিন্তু ইমাম মালিক র. বলেন, খায়বর যুদ্ধ হয়েছে ৬ষ্ঠ হিজরীতে। ইবনে হাযম র. বলেন, এটিই নিঃসন্দেহে বিশুদ্ধ।

এই মতবিরোধের কারণ প্রবল ধারণা অনুযায়ী এই যে, কোন কোন লোক বছরের সূচনা মহররমের শুরু থেকে বলেন, এজন্য তাদের মতে, মহররমে ৭ম হিজরী শুরু হয়ে যায়। কেউ কেউ রবিউল আউয়াল থেকে শুরু ধরেন। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরত হয়েছে রবিউল আউয়াল মাসে। অতএব, তাঁদের মতে, মহররম এবং সফর ছিল ৬ হিজরীর। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহররম ৭ম হিজরীতে ১৪০০ পদাতিক এবং ২০০ আরোহীর এক বিশাল বাহিনী নিয়ে খায়বর অভিমুখে অভিযানে বের হন। পবিত্র স্ত্রীগণের মধ্য থেকে উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা রা. তাঁর সাথে ছিলেন। সালামা ইবনে আকওয়া রা. বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে রাত্রিবেলায় যাচ্ছিলাম তখন আমির ইবনে আকওয়া রা. নামক প্রসিদ্ধ কবি নিম্নোক্ত কাব্যগুলো আবৃত্তি করতে করতে সামনে থেকে অগ্রসর হচ্ছিলেন।

اَللّٰهُمَّ لَوْلاَ اَنْتَ مَااهْتَدَيْنَا * وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا ـ

'হে আল্লাহ! আপনার রহমত না হলে আমরা হেদায়াত পেতাম না এবং কোন সদকা-খয়রাত করতে পারতাম না, নামায পড়তে পারতাম না।'

فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَاابْقَيْنَا * وَثَبِّتِ الاَقْدَامَ اِنْ الاقَيْنَا ـ

'অতএব, আয় আল্লাহ্! আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন। আমরা আপনার প্রতি আমৃত্যু উৎসর্গিত। শত্রুদের সাথে মুকাবিলা হলে আপনি আমাদের দৃঢ়পদ রাখুন।'

وَالْقِيَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا * اَنَا اِذَا صِيْحَ بِنَا اَتَيْنَا ـ

'আয় আল্লাহ্! আমাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করুন। আমাদেরকে যখন জিহাদ ও লড়াইয়ের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন আমরা উপস্থিত হয়ে যাই।'

وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوْا عَلَيْنَا ـ

'যখন রণদামামা বাজানো হয় তখন লোকজন আমাদের উপর নির্ভর করে।'

এগুলো হল, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা.-এর কাব্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং এসব কাব্য গদ্যরূপে খন্দক যুদ্ধে পড়ছিলেন। আমিরের গলার স্বর ছিল সুমিষ্ট। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন এ কে? লোকজন বলল, আমির ইবনে আকওয়া। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন। কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে– يَغْفِرُهُ اللّٰهُ، يَرْحَمُهُ اللّٰهُ - আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করুন। তার প্রতি রহম করুন। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল, যুদ্ধে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে এ দোয়া দিতেন, তখন তিনি শহীদ হয়ে যেতেন। ফলে উমর

রা. আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তার জন্য তো জান্নাত আবশ্যক হয়ে গেছে। হায়! আপনি আমাদেরকে যদি তার দ্বারা আরও উপকৃত হতে দিতেন!

মোটকথা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বরের নিকটবর্তী এলাকা সাহবায় পৌঁছে সেখানে আসর নামায আদায় করেন। অতঃপর খানা আনতে বললেন, খানা ছিল শুধু ছাতু। তাই তিনি খেলেন, সাহাবায়ে কিরামও খেলেন। অতঃপর সবাই কুলি করে (নতুন) অযু না করে মাগরিব নামায পড়লেন। (বুখারী ঃ ১/৩৬, ২/৬০৩)

এবার রাত হয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রীতি ছিল, তিনি রাত্রে কারো উপর আক্রমণ করতেন না। সকালে অন্ধকারে তিনি ফজর নামায পড়েন। অতঃপর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হন। সকালেই ইয়াহুদীরা তাদের কোদাল ও টুকরী ইত্যাদি নিয়ে কাজে বের হল। দূর থেকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাহিনী দেখে চিৎকার করে উঠল– مُحَمَّدٌ وَاللّٰهِ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ অর্থাৎ, মুহাম্মদ। আল্লাহর কসম, মুহাম্মদ স্বীয় সমস্ত সৈন্যের সাথে আছেন।

পূর্ণ সৈন্যবাহিনীকে খামীস এজন্য বলে যে, এর পাঁচটি অংশ থাকে– ১. মুকাদ্দামা (সামনের অংশ), ২. মাইমানা (ডানের অংশ), ৩. মাইসারা (বামের অংশ), ৪. কালব (মধ্যের অংশ), ৫. সাকা (পিছের অংশ)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, اَللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ খায়বরে ইয়াহুদীদের ৮টি দুর্গ ছিল–১. নাতআ, ২. শিক, ৩. নাঈম, ৪. কাতীবা, ৫. ওয়াতীহ, ৬. সুলালিম, ৭. কিলআ কামূস (সাবুরের ওজনে)। সেটি ছিল খায়বরের একটি পাহাড়ের নাম। যার উপর ছিল আবুল হুকাইকের কিল্লা। ৮. কিলআয়ে সাব ইবনে মু'আয।

ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের বাহিনী দেখে সবাই দুর্গে পালিয়ে যায়। সাহাবায়ে কিরাম যখন কিল্লার দিকে রুখ করেন তখন সজোরে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তোমরা নিজেদের প্রতি রহম কর। কারণ, তোমরা কোন বধির এবং অনুপস্থিত সত্তাকে আহ্বান করছ না। তোমরা তো সে আল্লাহ্ তা'আলাকে আহ্বান করছ, যিনি তোমাদের ক্ষীণ আওয়াজকেও শুনেন এবং সর্বদা তোমাদের সাথে আছেন।

হযরত আবু মুসা আশআরী রা. বলেন, আমি اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ কালিমাটি হচ্ছে– জান্নাতের ভাণ্ডার। অতঃপর তিনি গোটা বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন তোমরা থেমে যাও। অতঃপর তিনি দোয়া করলেন, দোয়া শেষ হলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বিসমিল্লাহ। এবার সামনে অগ্রসর হও। ফলে তিনি সেসব কিল্লার উপর আক্রমণ চালান। এরপর একের পর এক সমস্ত কিল্লা বিজিত হয়।

বিষ মিশানোর ঘটনা

বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকদিন খায়বরেই অবস্থান করেন। দিবসগুলোতেই একদিন সাল্লাম ইবনে মিশকামের স্ত্রী যায়নব বিনতে হারিস একটি বকরী রান্না করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হাদিয়া দেয় এবং তাতে বিষ মিশিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা থেকে কিছু গোশ্ত মুখে পুড়েন, কিন্তু তিনি তখনই জানতে পারেন (বিষ মিশানোর বিষয়টি)। কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে, গোশ্তই বলে দিয়েছে যে, এতে বিষ মিশানো। তিনি থুথু ফেললেন। কিন্তু বিশ্র ইবনে বারা ইবনে মারূর রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে খানায় শরিক ছিলেন। তিনি কিছু খেয়ে ফেলেছিলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হাত বিরত রাখ। এ বকরীতে বিষ মিশানো।

কিন্তু এ বিষের প্রতিক্রিয়ায় তার ইন্তিকাল হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়নবকে ডেকে কারণ জিজ্ঞেস করেন। সে স্বীকার করে নিঃসন্দেহে তাতে বিষ মিশানো হয়েছে এবং এটা এজন্য মিশানো হয়েছে যে, আপনি যদি আল্লাহ্র প্রকৃত নবী হন তবে আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে অবহিত করবেন। আর যদি আপনি মিথ্যুক হন তবে আমরা আপনার থেকে মুক্তি পাব। এরপর যায়নব মুসলমান হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ছেড়ে দেন। পরবর্তীতে যখন বিশ্র ইবনে বারা ইবনে মারূর রা. এ বিষক্রিয়ার কারণে শহীদ হন তখন বিশ্রের কিসাসে তাকে হত্যা করা হয়।

এর তিন বছর পর ১১ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যখন ইনতিকাল হয় তখন বলতেন, খায়বরের বিষক্রিয়ার আছর আমার উপর প্রবল। এজন্য ইমাম যুহরী র. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহীদ হয়ে ওফাত লাভ করেন।

এ যুদ্ধে হালাল হারামের যে সব আহকাম অবতীর্ণ হয়েছে অথবা যেসব মাসায়েল এ যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট সেগুলো হাদীসের ব্যাখ্যায় ইনশাআল্লাহ্ আমরা বর্ণনা করব।

৩৮৮১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النُّعْمَانِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ وَهِيَ مِنْ أَدْنَى خَيْبَرَ صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَعَا بِالْأَزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ فَأَمَرَبِهِ فَثُرِّيَ فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ـ

৩৮৮১/২২২. আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসলামা র. ..... হযরত সুয়াইদ ইবনে নো'মান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি (সুওয়াইদ ইবনে নো'মান) খায়বরের বছর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে খায়বর অভিযানে বেরিয়েছিলেন। [সুয়াইদ রা. বলেন] যখন আমরা খায়বরের নিকটবর্তী এলাকার (খায়বরের ঢালু এলাকার) 'সাহ্বা' নামক স্থানে পৌঁছলাম, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায আদায় করলেন। তারপর সাথে করে আনা সফরের পাথেয় তলব করলেন। কিন্তু শুধু ছাতু আনা হল, ছাতুগুলোকে গুলতে আদেশ দিলেন অতপর গুলানো হলো। এরপর (তা থেকে) তিনিও খেলেন, আমরাও খেলাম। তারপর তিনি মাগরিবের নামাযের জন্য উঠে পড়লেন (যেহেতু আগে থেকেই ওযু ছিল এজন্য ওযু করেন নি) এবং তিনি শুধু কুল্লি করলেন। আমরাও কুল্লি করলাম। তারপর তিনি নতুন ওযু না করেই নামায আদায় করলেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল عَامَ خَيْبَرَ বাক্যে। এ হাদীসটি কিতাবুল উযুতে (১/৩৪) এসেছে।

بُشَيْرِ بِضَمِّ ঃ বায়ের উপর পেশ, শীনের উপর যবর, ইয়ার উপর জযম। এর বিস্তারিত বিবরণ কিতাবুত তাহারাতে ইনশাআল্লাহ আসবে।

৩৮৮২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضى الله عنه، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ، فَسِرْنَا لَيْلًا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرٍ يَا عَامِرُ! أَلَا تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا، فَنَزَلَ يَحْدُو بِالْقَوْمِ يَقُولُ :

اَللّٰهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا * وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا ـ

فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا ابْقَيْنَا * وَثَبِّتِ الاَقْدَامَ اِنْ لاَقَيْنَا ـ

وَاَلْقِيَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا * اِنَّا اِذَا صِيْحَ بِنَا اَبَيْنَا ـ

وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوْا عَلَيْنَا ـ

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ هٰذَا السَّائِقُ؟ قَالُوْا عَامِرُ بْنُ الاَكْوَعِ، قَالَ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَجَبَتْ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ! لَوْلاَ اَمْتَعْتَنَا بِهِ، فَاَتَيْنَا خَيْبَرَ، فَحَاصَرْنَاهُمْ حَتّٰى اَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ شَدِيْدَةٌ، ثُمَّ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا اَمْسَى النَّاسُ مَسَاءَ الْيَوْمِ الَّذِىْ فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ اَوْقَدُوْا نِيْرَانًا كَثِيْرَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا هٰذِهِ النِّيْرَانُ؟ عَلٰى اَىِّ شَيْءٍ تُوْقِدُوْنَ؟ قَالُوْا عَلٰى لَحْمٍ، قَالَ عَلٰى اَىِّ لَحْمٍ؟ قَالُوْا لَحْمُ حُمُرِ الاِنْسِيَّةِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَهْرِيْقُوْهَا وَاكْسِرُوْهَا، فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اَوْ نُهَرِيْقُهَا وَنَغْسِلُهَا؟ قَالَ اَوْ ذَاكَ، فَلَمَّا تَصَافَّ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفُ عَامِرٍ قَصِيْرًا، فَتَنَاوَلَ بِهِ سَاقَ يَهُوْدِيٍّ لِيَضْرِبَهُ فَرَجَعَ ذُبَابُ سَيْفِهِ فَاَصَابَ عَيْنَ رُكْبَةِ عَامِرٍ فَمَاتَ مِنْهُ، قَالَ فَلَمَّا قَفَلُوْا قَالَ سَلَمَةُ رَاٰنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ اٰخِذٌ بِيَدِىْ قَالَ مَالَكَ قُلْتُ فِدَاكَ اَبِىْ وَاُمِّىْ زَعَمُوْا اَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كَذَبَ مَنْ قَالَهُ وَاِنَّ لَهُ لاَجْرَيْنِ وَجَمَعَ بَيْنَ اِصْبَعَيْهِ اِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ قَلَّ عَرَبِيٌّ مَشَابِهَا مِثْلَهُ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ قَالَ نَشَأَ بِهَا ـ

৩৮৮২/২২৩. আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসলামা র. .... হযরত সালামা ইব্ন আকওয়া' রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে খায়বার অভিযানে বের হলাম। আমরা রাতের বেলা পথ অতিক্রম করছিলাম, এমন সময় কাফেলার জনৈক ব্যক্তি (উসাইদ ইবনে হুযাইর) আমির রা.-কে লক্ষ্য করে বলল, হে আমির! তোমার সমর সঙ্গীত থেকে আমাদেরকে কিছু শোনাবে না কি? আমির রা. ছিলেন একজন কবি। এই আহ্বানের পর তিনি সওয়ারী থেকে নেমে গেলেন এবং সঙ্গীতের তালে তালে গোটা কাফেলা হাঁকিয়ে চললেন। সঙ্গীতে তিনি বললেন– اَللّٰهُمَّ لَوْلاَ اَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا ঃ হে আল্লাহ্! আপনার তওফীক না হলে আমরা হেদায়াত লাভ করতাম না, সাদ্কা দিতাম না আর নামায আদায় করতাম না। তাই আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। যতদিন আমরা বেঁচে থাকবো ততদিন আপনার জন্য সমর্পিত-প্রাণ হয়ে থাকবো। আর আমরা যখন শত্রুর মুকাবিলায় যাব তখন আপনি আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখুন এবং আমাদের উপর 'সাকিনা' (শান্তি) ও স্থিরতা নাযিল করুন। আমাদেরকে যখন (বাতিলের দিকে) সজোর আওয়াজে ডাকা হয় আমরা তখন তা প্রত্যাখ্যান করি। আর এ কারণে তারা আজ চিৎকার দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে লোক-লস্কর জমা করে যুদ্ধের ময়দানে আসে। (উষ্ট্রি চালানোর সঙ্গীত শুনে উটগুলো যখন দ্রুত চলতে লাগল) তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উট হাঁকানো এ সঙ্গীতের গায়ক কে? তাঁরা বললেন, আমির ইবনুল আকওয়া। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ্ তাঁকে রহম করুন। কাফেলার একজন বলল ঃ হে আল্লাহ্র নবী! তাঁর জন্য (শাহাদত বা জান্নাত) নিশ্চিত হয়ে গেলো। (উদ্দেশ্য হল, আপনি তো তাকে ...... শাহাদাতের হকদার বানালেন, আহ্! আমাদেরকে যদি তাঁর কাছ থেকে আরো উপকার হাসিল করার সুযোগ দিতেন!

এরপর আমরা এসে খায়বর পৌঁছলাম এবং তাদেরকে অবরোধ করলাম। (অবরোধ দীর্ঘ মেয়াদীও কষ্ট সাধ্যছিল) অবশেষে এক পর্যায়ে আমাদেরকে কঠিন ক্ষুধার জ্বালাও সহ্য করতে হল। কিন্তু পরেই মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করলেন। কেল্লা বিজয়ের দিন সন্ধ্যায় মুসলমানগণ (রান্নাবান্নার জন্য) অনেক আগুন জ্বালালেন। (তা দেখে) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ সব কিসের আগুন? তোমরা কি পাকাচ্ছ? তাঁরা জানালেন, গোশ্ত পাকাচ্ছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কিসের গোশত? লোকজন উত্তর করলেন, গৃহপালিত গাধার গোশত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এগুলো ঢেলে দাও এবং ডেকচিগুলো ভেঙ্গে ফেল। একজন (সাহাবী) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! গোশ্তগুলো ঢেলে দিয়ে যদি পাত্রগুলো ধুয়ে নেই তাতে যথেষ্ট হবে কি? তিনি বললেন, তাও করতে পার। এরপর (দিনে) যখন সবাই যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন, আর আমির ইবনুল আকওয়া রা.-এর তরবারীখানা ছিলো খাটো, তা দিয়ে তিনি (ঝুকে) জনৈক ইয়াহূদীর পায়ের গোছায় আঘাত করলে তরবারীর তীক্ষ্ণ ভাগ ঘুরে গিয়ে তাঁর নিজের ঠিক হাঁটুতে লেগে ক্ষত হয়ে পড়ে। তিনি এ আঘাতের কারণে শাহাদত বরণ করেন। সালামা ইবনুল আকওয়া রা. বলেন, তারপর সব লোক খায়বর থেকে প্রত্যাবর্তন শুরু করলে এক সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখে আমার হাত ধরে বললেন, কি খবর? আমি বললাম, আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। কিছু লোকজন ধারণা করছে যে, (স্বীয় হস্তের আঘাতে মারা যাওয়ার কারণে অর্থাৎ, আত্মহত্যার কারণে) আমির রা.-এর আমল বাতিল হয়ে গিয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ কথা যে বলেছে সে ভুল বলেছে বরং তাঁর জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে। অতপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দু'টি আঙ্গুল একত্রিত করে সেদিকে ইঙ্গিত করে বললেন, সে কষ্ট স্বীকার করেছে এবং জিহাদও করেছে। অবশ্যই সে একজন কর্মতৎপর ব্যক্তি ও আল্লাহ্র রাস্তায় মুজাহিদ। তাঁর মত গুণসম্পন্ন আরব খুব কমই আছে। বর্ণনাকারী বলেন, আমাকে কুতাইবা র. হাতিম র. থেকে مَشَابِهَا এর পরিবর্তে نَشَابِهَا বর্ণনা করেছেন। (অর্থাৎ, আমিরের মত কোন আরব মদীনাতে জন্ম নেবে না।)

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল إِلَى خَيْبَرَ শব্দে। এ হাদীসটি সংক্ষিপ্ত আকারে ৩৩৬ পৃষ্ঠায় এসেছে।

هُنَيْهَاتِكَ ঃ হায়ের উপর পেশ, নূনের উপর যবর, ইয়া সাকিন, পরবর্তীতে হা। একবচন হল, هُنَيْهَةً তাসগীরসহ।

গৃহপালিত গাধার গোশত হারাম

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বরের গৃহপালিত গাধার গোশ্ত খেতে নিষেধ করেছেন। সাহাবায়ে কিরামের মধ্য থেকে কেউ কেউ বলেছেন, এর নিষেধের কারণ হল, এটি আরোহণের জন্তু। কেউ কেউ বলেছেন, এটি এদিক ওদিকের নাপাক খায়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটি নাপাক।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, গোশ্তগুলো ছুড়ে ফেলে দাও। পাত্রগুলো ভেঙ্গে ফেল। এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! গোশ্ত ফেলে দেয়া হোক আর পাত্রগুলো ধুয়ে ফেলা হোক। তিনি বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে, ধুয়ে ফেল। প্রথম হুকুমটি আমলের পূর্বেই রহিত হয়ে গেছে এবং এটাও জানা গেল যে, পাত্রের নাপাকী ধোয়ার ফলে দূরীভূত হয়ে যায়।

কোন কোন রেওয়ায়াতে حُمُرِ اَهْلِيَة শব্দ এসেছে। উভয়টির অর্থ একই। অর্থাৎ, প্রতিপালিত গাধার গোশ্ত।

٣٨٨٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ اَنَسٍ رضى الله عنه اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ اَتَى خَيْبَرَ لَيْلاً وَكَانَ اِذَا اَتَى قَوْمًا بِلَيْلٍ لَمْ يُغِرْبِهِمْ حَتَّى يُصْبِحَ، فَلَمَّا

أَصْبَحَ خَرَجَتِ الْيَهُودُ بِمَسَاحِيهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ .

৩৮৮৩/২২৪. আবদুল্লাহ্ ইবনে ইউসুফ র. ...... হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে খায়বরে পৌঁছলেন। আর তাঁর নিয়ম ছিল, তিনি যদি কোন গোত্রের (উপর আক্রমন করার জন্য) এলাকায় রাতে গিয়ে পৌঁছতেন, তাহলে ভোর না হওয়া পর্যন্ত তাদের উপর তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করতেন না (বরং অপেক্ষা করতেন)। ভোর হলে ইয়াহুদীরা তাদের ছোট কোদাল টুকরি নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসল, আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যখন (সৈন্যসহ) দেখতে পেল, তখন তারা (ভীত হয়ে) চিৎকার করে বলতে লাগল, মুহাম্মদ, আল্লাহ্র কসম, মুহাম্মদ তাঁর সেনাদল সহ এসে পড়েছে। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, খায়বর ধ্বংস হয়েছে। আমরা যখনই কোন গোত্রের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছি তখন সেই সতর্ককৃত গোত্রের রাত পোহায় অশুভভাবে।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট। হাদীসটি জিহাদে ৪১৩ –৪১৪ পৃষ্ঠায় এসেছে। এ হাদীসের অধিকাংশ সূত্রে تَكْبِير শব্দ অতিরিক্ত আছে। যেমন– এর পরবর্তী হাদীস দ্বারা বুঝা যাবে। অর্থাৎ, তিনি ইরশাদ করেছেন, اَللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ . মুহাদ্দিসীনে কিরাম বলেন, এ হাদীস দ্বারা تَفَاؤُل তথা শুভ হাল গ্রহণের বৈধতা প্রমাণিত হয়। কারণ, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কোদাল ইত্যাদি দেখেছেন, যেগুলো ইমারত ধ্বসানোর আসবাব– উপকরণ, তখন তিনি এর থেকে এ কথা উচ্চারণ করলেন যে, এবার খায়বর ধ্বংস হবে। مَسَاحِيُ ঃ শব্দটি مِسْحَاةٌ এর বহুবচন। ফসল উৎপাদনের আসবাব উপকরণ। যেমন– ফসলের কোদাল, বেলচা ইত্যাদি। مَكَاتِلُ ঃ শব্দটি مِكْتَل এর বহুবচন। এর অর্থ হল, টুকরি।

আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন খায়বর যুদ্ধ।

٣٨٨٤. أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه قَالَ صَبَّحْنَا خَيْبَرَ بُكْرَةً، فَخَرَجَ أَهْلُهَا بِالْمَسَاحِيِّ، فَلَمَّا بَصُرُوا بِالنَّبِيِّ ﷺ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ، فَأَصَبْنَا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، فَنَادَى مُنَادِى النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ .

৩৮৮৪/২২৫. সাদাকা ইবনে ফয্ল র. ..... হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা প্রত্যুষে খায়বর এলাকায় গিয়ে পৌঁছলাম। তখন সেখানকার অধিবাসীরা (ইয়াহুদীরা) ছোট কোদাল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। তারা যখন নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখতে পেলো তখন বলতে শুরু করল, এইতো মুহাম্মদ, আল্লাহ্র কসম, মুহাম্মদ তাঁর পূর্ণ সেনাদল সহ এসে পড়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এ কথা শুনে) আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করে বললেন, خَرِبَتْ خَيْبَرُ খায়বর ধ্বংস হয়েছে। আমরা যখনই কোন গোত্রের এলাকায় গিয়ে পৌঁছি, তখন সেই সতর্ককৃত গোত্রের রাত পোহায় অশুভভাবে। [আনাস রা. বলেন] এ যুদ্ধে আমরা (গনিমত হিসেবে) গাধার গোশ্ত লাভ করেছিলাম (আর তা পাকানোও হচ্ছিল)। এমন সময়ে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পক্ষ থেকে জনৈক ঘোষণাকারী ঘোষণা করলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে গাধার গোশ্ত খেতে নিষেধ করেছেন। কেননা তা নাপাক।

ব্যাখ্যা ঃ মিল স্পষ্ট। কারণ, এটি হযরত আনাস রা.-এর উপরোক্ত হাদীসের দ্বিতীয় সূত্র। এটাতে আল্লাহু আকবার অতিরিক্ত অংশ আছে। এ হাদীস দ্বারা এ মাসআলাটি বুঝা গেল যে, আল্লাহ ও রাসূলকে এক যমীরে (সর্বনামে) একত্রিত করা জায়েয আছে। যেমন– এ হাদীসে يَنْهَيَانِكُمْ শব্দ বলা হয়েছে।

একটি সন্দেহ ও এর অপনোদন

এ হাদীসে আছে, আমরা খায়বরে পৌঁছি সকালবেলা। অথচ এর পূর্বেকার ২২৪ নং হাদীসে গেছে খায়বরে পৌঁছি রাত্রিবেলায়। মুহাদ্দিসীনে কিরাম এর উত্তর দিয়েছেন যে, সৈন্যবাহিনী রাত্রেই পৌঁছে গিয়েছিল, কিন্তু কিছু দূরে রাত অতিক্রম করে সকালবেলায় আক্রমণের জন্য ময়দানে আসে। অতএব, কোন বিরোধ নেই।

٣٨٨٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ وَأَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَاءَهُ جَاءٍ، فَقَالَ أُكِلَتِ الْحُمُرُ، فَسَكَتَ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةُ فَقَالَ أُكِلَتِ الْحُمُرُ فَسَكَتَ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةُ فَقَالَ أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِى النَّاسِ إِنَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ ـ

৩৮৮৫/২২৬. আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব র. ..... হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে একজন আগন্তুক এসে বলল, (গনিমতের) গাধাগুলোর গোশত খেয়ে ফেলা হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ রইলেন। এরপর লোকটি দ্বিতীয়বার এসে বলল, গাধাগুলো খেয়ে ফেলা হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনো চুপ থাকলেন। লোকটি তৃতীয়বার এসে বলল, গৃহপালিত গাধাগুলো খতম করে দেওয়া হচ্ছে (অর্থাৎ, যদি গাধাগুলি এভাবে খাওয়া হয় তবে একে একে এগুলি শেষ হয়ে যাবে কিছুই বাকী থাকবে না)। তখন তিনি একজন ঘোষণাকারীকে হুকুম দিলেন, সে লোকজনের সামনে গিয়ে ঘোষণা দিল, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে গৃহপালিত গাধার গোশ্ত খেতে নিষেধ করেছেন। (ঘোষণা শুনে) ডেকচিগুলো উল্টিয়ে দেয়া হল। অথচ ডেকচিগুলোতে গাধার গোশ্ত তখন টগবগ করে ফুটছিল।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল হল এটি এর পুর্বোক্ত হাদীস তথা ২২৫ নম্বর হাদীসেরই দ্বিতীয় সনদ। অতঃপর এই ২২৬ নং হাদীসে ـ إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ তথা গৃহে প্রতিপালিত গাধার গোশত সংক্রান্ত আল্লাহ ও রাসূলের নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা হয়েছে খায়বর যুদ্ধেই।

٣٨٨٦. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الصُّبْحَ قَرِيبًا مِنْ خَيْبَرَ بِغَلَسٍ ثم قَالَ اللّٰهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ، فَخَرَجُوا يَسْعَوْنَ فِى السِّكَكِ، فَقَتَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُقَاتِلَةَ وَسَبَى الذُّرِّيَّةَ، وَكَانَ فِى السَّبْيِ صَفِيَّةُ، فَصَارَتْ إِلَى دِحْيَةَ الْكَلْبِىِّ، ثُمَّ صَارَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ لِثَابِتٍ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! أَنْتَ قُلْتَ لِأَنَسٍ مَا أَصْدَقَهَا؟ فَحَرَّكَ ثَابِتٌ رَأْسَهُ تَصْدِيقًا لَهُ ـ

৩৮৮৬/২২৭. সুলাইমান ইবনে হারব র. ..... হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বরের নিকটবর্তী এক স্থানে প্রত্যুষে সামান্য অন্ধকার থাকতেই ফজরের নামায আদায় করলেন। তারপর আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করে বললেন, খায়বর ধ্বংস হয়েছে। নিঃসন্দেহে আমরা যখনই কোন গোত্রের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছি তখনই সতর্ককৃত সেই গোত্রের সকাল হয় অশুভ রূপ নিয়ে। এ সময়ে খায়বর অধিবাসীরা (ইয়াহুদীরা ভয়ে) বিভিন্ন অলি-গলিতে দৌড়ে গিয়ে আশ্রয় নিতে আরম্ভ করল। অবশেষে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মধ্যকার যুদ্ধে সক্ষম লোকদেরকে হত্যা করলেন। আর শিশু (ও মহিলা)-দেরকে বন্দী করলেন। বন্দীদের মধ্যে ছিলেন সাফিয়্যা [বিনতে হুইয়াই রা.] প্রথমে তিনি দিহইয়াতুল কালবীর অংশে এবং পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অংশে বণ্টিত হন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে আযাদ করত: এই আযাদীকে মহর ধার্য করেন (এবং বিবাহ করে নেন)। আবদুল আযীয ইবনে সুহাইব র. সাবিত রা.-কে বললেন, হে আবু মুহাম্মদ! আপনি কি আনাস রা.-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর [সফিয়্যা রা.-এর] মহর কি ধার্য করেছিলেন? তখন সাবিত রা. 'হ্যাঁ-সূচক ইঙ্গিত করে মাথা নাড়লেন। (অর্থাৎ, হ্যাঁ, আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম)।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট এ হাদীসটি সালাতুল খাওফের ১২৯ পৃষ্ঠায় গেছে। এ হাদীসে হযরত সফিয়্যা রা. সংক্রান্ত ঘটনা সংক্ষেপে এসেছে। যার বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নরূপ–

হযরত সফিয়্যা রা.

কামুস নামক দুর্গ যখন বিজয় হয়, তখন এতে সফিয়্যা বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাব এবং তার দুই চাচাতো বোন গ্রেফতার হন। সফিয়্যা ছিলেন কিনানা ইবনে আবুল হুকাইকের স্ত্রী। তিনি ছিলেন নব পরিণিতা। সামান্য কাল আগেই তার বিয়ে হয়েছিল। গনিমত বন্টনের সময় তিনি এসেছিলেন দিহইয়া ইবনে খলীফা কালবী রা. এর ভাগে। এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত দিহইয়া রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে এসে একটি বাদীর আবেদন করলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– যাও বাঁদীদের মধ্য থেকে কোনো একজনকে নিয়ে যাও। হযরত দিহইয়া রা. হযরত সফিয়্যা রা. কে নিয়ে নেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে লাগলেন যে, সফিয়্যা হলেন সম্মানিত নেতার কন্যা এবং সুন্দরী। দিহইয়া কালবীর নিকট তার থাকা উচিত নয়। আপনি তাকে আপনার কাছে রাখুন। এর কারণে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে মনোমালিন্য হতে পারে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন দিহইয়া কালবী রা. এর কাছ থেকে তাকে নিয়ে নেন। এবং এর পরিবর্তে তার বোনদেরকে দিহইয়া কালবী রা.-এর নিকট অর্পন করেন।

হযরত সফিয়্যা রা. এর স্বপ্ন ঃ

হযরত সফিয়্যা রা.-এর চেহারায় ছিল নীল দাগ। এর কারণ তিনি এই বলেছেন যে, কিছুদিন পূর্বে আমি একটি স্বপ্ন দেখলাম, আমার কোলে চাঁদ এসেছে। স্বীয় স্বামীর নিকট এ ঘটনা বর্ণনা করলে, তিনি আমাকে একটি থাপ্পর মেরে বললেন, মদীনার সম্রাট কামনা করছ? অথচ এর পূর্বে আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানতাম না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মুক্ত করে দেন। এবং তার স্বাধীনতাকেই তার মহর সাব্যস্থ করেন। তিনি বলেন– عِتْقُهَا صَدَاقُهَا অর্থাৎ, তার মুক্তিই তার মহর। সাহবা নামক স্থানে প্রত্যাবর্তন কালে তার সাথে মধুকাল উদযাপিত হয়। তিন দিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে অবস্থান করেন। মধুকাল যাপনের পূর্বের দিন হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে না জানিয়ে তলোয়ার নিয়ে সারা রাত পাহারাদারী করেন। সকাল বেলায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন এরূপ করেছ? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আশংকা করছিলাম, এ রমণীর পিতা, ভাই, স্বামী এবং সমস্ত আত্মীয় স্বজন নিহত হয়েছে। আশংকা হয়েছে তারা কোনো ষড়যন্ত্র বা দুষ্টামি করে কিনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসি দিয়ে তার জন্য দুআ করলেন।

ওলীমা ও পর্দা

মধুকাল যাপনের দিন কিছু খেজুর এবং পনির দ্বারা তিনি ওলীমা খাওয়ান। সাহাবায়ে কিরামের সন্দেহ ছিল যে, তিনি উম্মুল মুমিনীন, নাকি বাঁদী? অতঃপর সিদ্ধান্ত হল– যদি পর্দা হয় তাহলে উম্মুল মুমিনীন, অন্যথায় দাসী। রওয়ানা কালে উটের উপর কাঁপড় টেনে পর্দা করা হয়। ফলে সবাই বুঝতে পারেন যে তিনি উম্মুল মুমিনীন।

৩৮৮৭. حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضى الله عنه لِأَنَسٍ يَقُوْلُ سَبَى النَّبِيُّ ﷺ صَفِيَّةَ فَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ ثَابِتٌ لِأَنَسٍ مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ أَصْدَقَهُ نَفْسَهَا فَأَعْتَقَهَا.

৩৮৮৭/২২৮. আদম র. .... হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (খায়বরের যুদ্ধে) নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সফিয়্যা রা-কে (প্রথমত) বন্দী করেছিলেন। পরে তিনি তাঁকে আযাদ করে বিয়ে করেছিলেন। সাবিত র. আনাস রা.-কে জিজ্ঞেস করলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মহর কি ধার্য করেছিলেন? আনাস রা. বললেন, স্বয়ং সফিয়্যা রা.-কেই মহর ধার্য করেছিলেন এবং তাঁকে আযাদ করে দিয়েছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল গৃহীত হবে سَبَى النَّبِيُّ ﷺ صَفِيَّةَ رض বাক্য থেকে। কারণ, হযরত সফিয়্যা রা.-কে খায়বর যুদ্ধে বন্দী করা হয়েছে।

এ হাদীসের ব্যাখ্যা বিবাহ পর্বে ইনশাআল্লাহ্ আসবে।

৩৮৮৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ عَنْ أَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضى الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِلْتَقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُوْنَ فَاقْتَتَلُوْا، فَلَمَّا مَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى عَسْكَرِهِ وَمَالَ الْآخَرُوْنَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ وَفِىْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ لَا يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً وَلَا فَاذَّةً إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ، فَقَالَ مَا أَجْزَأَ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ فُلَانٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا صَاحِبُهُ، قَالَ فَخَرَجَ مَعَهُ، كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ، قَالَ فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيْدًا، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ سَيْفَهُ بِالْأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ. قَالَ وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِىْ ذَكَرْتَ آنِفًا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذٰلِكَ، فَقُلْتُ أَنَا لَكُمْ بِهِ. فَخَرَجْتُ فِىْ طَلَبِهِ ثُمَّ جُرِحَ جُرْحًا شَدِيْدًا، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِى الْأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثم تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيْمَا يَبْدُوْ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيْمَا يَبْدُوْ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

৩৮৮৮/২২৯. কুতাইবা র. ..... হযরত সাহ্‌ল ইবনে সা'দ সাইদী রা. থেকে বর্ণিত যে, (খায়বর যুদ্ধে) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তার সৈন্যসহ) এবং পৌত্তলিকরা (খায়বরের ইয়াহুদী) মুখোমুখি হলেন। পরস্পরের মধ্যে তুমুল লড়াই হল। (দিনের শেষে) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সেনা ছাউনিতে ফিরে আসলেন (অর্থাৎ, ঐ দিন যুদ্ধ শেষে নিজের তাবুতে ফিরে আসলেন) আর অন্যরাও (ইয়াহুদীরা) তাদের ছাউনিতে ফিরে গেল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের মধ্যে এমন এক (কুযমান নামক) ব্যক্তি ছিল, যে তাঁর তরবারি থেকে একাকী কিংবা দলবদ্ধ কোন শত্রু সৈন্যকেই রেহাই দেয়নি। বরং পিছু ধাওয়া করে তাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করেছে। (সাহাবীগণের মধ্যে তার আলোচনা উঠল) তাঁদের কেউ বললেন, অমুক ব্যক্তি আজ যা করেছে আমাদের মধ্যে আর অন্য কেউ এমনটি করতে সক্ষম হয়নি। (অর্থাৎ, আজ আমাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তি যেমন বীরত্ব ও হিম্মতের সাথে যুদ্ধ করেছে এত বীরত্বের সাথে অন্য কেউ যুদ্ধ করেনি) তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, শুনে রাখ! লোকটি জাহান্নামী। (তখন সাহাবীগণের মাঝে ব্যাপারটি একটু বিস্ময়কর মনে হল, যে যদি এমন বীর বিক্রমে যুদ্ধকারী জাহান্নামী হয় তবে বেহেশতী কে?) তখন একজন বলল, (ব্যাপারটি) দেখার জন্য আমি তার সঙ্গী হব (যাতে তার প্রকৃত অবস্থা দেখতে পারি)। সাহ্‌ল ইবনে সা'দ সাইদী রা. বলেন, পরে তিনি ঐ লোকটির (যার সম্বন্ধে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহান্নামী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন) সাথে বের হলেন, লোকটি যখন থেমে যেত তিনিও তার সাথে থেমে যেতেন, আর যখন লোকটি দ্রুত চলত তিনিও তার সাথে দ্রুত চলতেন।

বর্ণনাকারী বলেন, এক সময়ে লোকটি মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হলো এবং (যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে) সে দ্রুত মৃত্যু কামনা করল। তাই সে (এক পর্যায়ে) তার তরবারির গোড়ার অংশ মাটিতে রেখে এর তীক্ষ্ণ ভাগ বুকের বরাবরে রাখল। এরপর সে তরবারির উপর নিজেকে সজোরে চেপে ধরে আত্মহত্যা করল। এ অবস্থা দেখে অনুসরণকারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ছুটে এসে বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কি ব্যাপার? তিনি বললেন, একটু পূর্বে আপনি যে লোকটির ব্যাপারে মন্তব্য করেছিলেন যে, লোকটি জাহান্নামী, আর তার সম্পর্কে এরূপ কথা সকলের কাছে আশ্চর্যকর অনুভূত হয়েছিল। তখন আমি তাঁদেরকে বলেছিলাম, আমি লোকটির অনুসরণ করে প্রকৃত ব্যাপারটি দেখব, কাজেই আমি ব্যাপারটির অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। এরপর (এক সময়ে দেখলাম,) লোকটি মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হল এবং দ্রুত মৃত্যু কামনা করল, তাই সে নিজের তরবারির হাতলের দিক মাটিতে বসিয়ে এর তীক্ষ্ণ ভাগ নিজের বুকের বরাবরে রাখল। এরপর তরবারির উপর নিজেকে সজোরে চেপে ধরে আত্মহত্যা করল। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অনেক সময় মানুষ (বাহ্যত) জান্নাতীদের ন্যায় আমল করতে থাকে, যা দেখে অন্যরা তাকে জান্নাতীই মনে করে। অথচ প্রকৃতপক্ষে সে জাহান্নামী। (শেষ জীবনে ইসলাম বিরোধী কাজ করার কারণে) আবার অনেক সময় মানুষ (বাহ্যত) জাহান্নামীদের মত আমল করতে থাকে যা দেখে লোকজনও সেইরূপই মনে করে থাকে, অথচ প্রকৃতপক্ষে সে জান্নাতী।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের মধ্যে মিল কোথায়? এ ব্যাপারে বড় বড় মুহাদ্দিসীনে কিরাম পেরেশান। এ জন্য আল্লামা আইনী র. বলেন, لَاوَجْهَ لِذِكْرِ هٰذَا الْحَدِيْثِ هُنَا لِاَنَّهُ لَيْسَ فِيْهِ تَعَلُّقٌ مَّا بِغَزْوَةِ خَيْبَرَ ظَاهِرًا অর্থাৎ, এ হাদীসে বাহ্যত খায়বর যুদ্ধের কোন উল্লেখ নেই। অতএব, এ হাদীসটিকে এখানে উল্লেখ করার কোন কারণ বুঝে আসছে না।

কিন্তু কোন কোন মুহাদ্দিস বলেন, এ পূর্ণ ঘটনা খায়বর যুদ্ধেরই। যেমন– পরবর্তীতে আসন্ন হাদীস এর প্রমাণ। এ বীরের নাম কুযমান (কাফের উপর পেশ, যায়ের উপর জযম)। যে আত্মহত্যা করেছিল। ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যক্তির পরিণতি জানতে পেরেছিলেন। তিনি যা বলেছিলেন, বাস্তবে

তাই ঘটেছিল। লোকটি আত্মহত্যা করে অবৈধভাবে মৃত্যুলাভ করেছে। অতএব, আসল চিন্তা হওয়া দরকার শেষ পরিণতি সম্পর্কে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের শুভপরিণতি নসীব করুন। আমীন!

৩৮৮৯. حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنه قَالَ شَهِدْنَا خَيْبَرَ فَقَالَ رسولُ اللهِ ﷺ لِرَجُلٍ مِمَّنْ مَعَهُ يَدَّعِى الاِسْلاَمَ هٰذَا مِن اَهلِ النَارِ، فَلَمَّا حضَرَ القِتَالُ قَاتَلَ الرَجلُ اَشَدَّ القِتَالِ حَتّٰى كَثُرَتْ بِهِ الجَرَاحَةُ، فَكَادَ بَعْضُ النَاسِ يَرْتَابُ، فَوَجَدَ الرَجلُ اَلَمَ الجَرَاحةِ فَاَهْوٰى بِيَدِهِ اِلٰى كِنَانَتِهِ، فَاسْتَخْرَجَ مِنهَا اَسْهُمًا، فَنَحَرَبِهَا نَفسَهُ ، فَاشْتَدَّ رِجَالٌ مِنَ المُسْلِمِينَ، فَقَالُوا يَا رَسولَ اللهِ! صَدَّقَ اللّٰهُ حَدِيثَكَ ، اِنْتَحَرَ فُلاَنٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَقَالَ قُمْ يَا فُلاَنُ فَاَذِّنْ اَن لاَيَدخُلُ الجَنَّةَ اِلَّا مُؤْمِنٌ ، اِنَّ اللّٰهَ يُؤَيِّدُ الدِينَ بِالرَجُلِ الفَاجِرِ، تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُهْرِيِّ وَقَالَ شَبِيبٌ عَنْ يُونُسَ عَن ابنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِى ابنُ المُسَيَّبِ وَعَبدُ الرحمٰنِ بنُ عَبدِ اللّٰهِ بنِ كَعبٍ اَنَّ اَبَا هُرَيرةَ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ النَبِيِّ ﷺ خَيْبَرَ وَقَالَ ابنُ المُبَارَكِ عَن يُونسَ عَنِ الزُهرِيِّ عَن سَعِيدٍ عَنِ النَبِيِّ ﷺ * تَابَعَهُ صَالِحٌ عَنِ الزُهْرِيِّ وَقَالَ الزُبَيدِيُّ اَخْبَرَنِى الزُهرِيُّ اَنَّ عَبدَ الرَحمٰنِ بنَ كَعبٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُبَيدَ اللهِ بنَ كَعبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى مَنْ شَهِدَ مَعَ النَبِيِّ ﷺ خَيْبَرَ قَالَ الزُهرِيُّ وَاَخْبَرَنِى عَبدُ اللهِ بنُ عَبدِ اللهِ وَسَعِيدٌ عَنِ النَبِيِّ ﷺ -

৩৮৮৯/২৩০. আবুল ইয়ামান র. .... হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খায়বর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাঁর সঙ্গীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি যে মুসলমান বলে দাবি করত, তার সম্পর্কে বললেন, লোকটি জাহান্নামী। এরপর যুদ্ধ আরম্ভ হলে লোকটি ভীষণভাবে যুদ্ধ চালিয়ে গেল, এমন কি তার দেহের অনেক স্থান ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল। এতে কারো কারো (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভবিষ্যদ্বাণীর উপর যে তিনি কিভাবে এমন ব্যক্তি সম্বন্ধে এ ধরনের ঘোষণা দিলেন যে এত সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে অর্থাৎ, এমন গাজী ব্যক্তি কিভাবে জাহান্নামী হবে?) সন্দেহের উপক্রম হল। (কিন্তু তারপরেই দেখা গেল) লোকটি আঘাতের যন্ত্রণায় অসহ্য হয়ে তূণীরের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে সেখান থেকে তীর বের করে আনল। আর তীরটি নিজের বক্ষদেশে ঢুকিয়ে আত্মহত্যা করল। তা দেখে কতিপয় মুসলমান দ্রুত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছুটে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ আপনার কথাকে সত্য প্রমাণিত করেছেন। ঐ লোকটি নিজেই নিজের বক্ষে তীর বিদ্ধ করে আত্মহত্যা করেছে। তখন তিনি বললেন, হে অমুক! দাঁড়াও, এবং ঘোষণা দাও যে, মু'মিন ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। অবশ্য আল্লাহ্ (কখনো কখনো) ফাসিক ব্যক্তি দ্বারাও দীনের সাহায্য করে থাকেন।

تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُهْرِيِّ মা'মার র. যুহরী র. থেকে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনায় শুআইব র.-এর অনুসরণ করেছেন। وَقَالَ شَبِيبٌ الخ শাবীব র. ..... আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে খায়বর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলাম.....। وَقَالَ ابنُ المُبَارَكِ (আবদুল্লাহ্)

ইবনে মুবারাক হাদীসটি ইউনুস–যুহরী-সাঈদ [ইবনুল মুসাইয়্যাব র.] সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে খায়বারে অংশগ্রহণকারী জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। যুহরী র. থেকে হাদীস বর্ণনায় সালিহ্ তার অনুসরণ করেছেন। وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ الخ (যুবায়দী আরো বলেন) যুহরী র. .... উবাইদুল্লাহ ইবনে কা'ব বলেন, আমাকে এমন ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা করেছেন যিনি নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে খায়বর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। যুহরী র. বলেন, এ হাদীসটিতে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্ এবং সাঈদ (ইবনুল মুসাইয়্যিব) র. সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ وَقَالَ شَبِيبُ الخ বুখারী শরীফের কোন কোন কপিতে খায়বরের পরিবর্তে এখানে حُنَيْنًا শব্দ রয়েছে। অর্থাৎ اِنَّ اَبَاهُرَيْرَةَ قَالَ شَهِدْنَامَعَ النَّبِى ﷺ حُنَيْنًا 'অর্থাৎ, আবু হুরায়রা রা. বলেছেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হুনাইনে অংশগ্রহণ করেছি।' এবং এর কারণ হল, আসল এবং সহীহ হল, হযরত আবু হুরায়রা রা. খায়বরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট তখন এসেছিলেন যখন খায়বর যুদ্ধ সমাপ্ত হয়েছিল। অতএব, শুআইব ও মা'মারের রেওয়ায়াতে যে খায়বর শব্দ এসেছে তাতে সন্দেহ থেকে যায়। ইমাম বুখারী র. শাবীব এবং ইবনে মুবারকের বিবরণগুলো দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, এগুলোতে খায়বরের স্থলে حُنَيْنًا শব্দ উল্লেখিত রয়েছে, কিন্তু কোন কোন কপিতে হুনাইন শব্দ নেই, বরং খায়বর শব্দ রয়েছে।

১. কেউ কেউ বলেছেন এটাই সহীহ। যেমন– ইমাম বুখারী র. শু'আইবের রেওয়ায়াত নিয়ে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, শু'আইব ও মা'মারের রেওয়ায়াত প্রধান। وَاللهُ اَعْلَمُ

২. আত্মহত্যা করা নিঃসন্দেহে হারাম। কিন্তু হারামে লিপ্ত হলে কাফির ও জাহান্নামী হওয়া আবশ্যক হয় না। অতএব, হতে পারে, এ লোকটি মুনাফিক, অর্থাৎ অন্তরে কুফর ও মুনাফিকী ছিল। বাহ্যত সে মুসলমান হয়েছিল। যে সম্পর্কে ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পেরেছেন। তাছাড়া, হতে পারে, আত্মহত্যার সময় সে এটাকে জায়েয মনে করে করেছিল।

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই ইরশাদ ছিল সতর্কবাণী ও ধমক রূপে। ইত্যাদি।

৩৮৯০. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِى عُثْمَانَ عَنْ اَبِىْ مُوسَى الاَشْعَرِىِّ رضى الله عنه قَالَ لَمَّا غَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ اَوْ قَالَ لَمَّا تَوَجَّهَ رَسُولُ اللهِ اَشْرَفَ النَّاسُ عَلٰى وَادٍ، فَرَفَعُوا اَصْوَاتَهُم بِالتَّكْبِيرِ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اِرْبَعُوا عَلٰى اَنْفُسِكُم ، اِنَّكُم لاَ تَدْعُونَ اَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا، اِنَّكُم تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُم ، وَاَنَا خَلْفَ دَابَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَسَمِعَنِى وَاَنَا اَقُولُ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ ، فَقَالَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ! قُلْتُ لَبَّيْكَ يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ اَلاَ اَدُلُّكَ عَلٰى كَلِمَةٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ، قُلْتُ بَلٰى يَا رَسُولَ اللهِ! فَدَاكَ اَبِىْ وَاُمِّى ، قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ ـ

৩৮৯০/২৩১. মুসা ইবনে ইসমাঈল র. .... হযরত আবু মুসা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খায়বার যুদ্ধের জন্য বের হলেন কিংবা রাবী বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খায়বর অভিমুখে যাত্রা করলেন, তখন (পথিমধ্যে) লোকজন একটি উপত্যকায় পৌঁছে এই বলে উচ্চৈস্বরে তাকবীর দিতে শুরু করল– আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবর, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু। (আল্লাহ মহান, আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই)। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা নিজেদের প্রতি সদয় হও। (অর্থাৎ,এত শক্তি ব্যায় করে তাকবীর বল না) কারণ তোমরা এমন কোন সত্তাকে ডাকছ না যিনি বধির বা অনুপস্থিত। বরং তোমরা তো ডাকছ সেই সত্তাকে যিনি সর্বাধিক শ্রবণকারী ও অতি নিকটে অবস্থানকারী, বরং তিনি তোমাদের সাথেই রয়েছেন। [আবু মুসা আশআরী রা. বলেন] আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সওয়ারীর পেছনে ছিলাম। তিনি আমাকে 'লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলতে শুনে বললেন, হে আবদুল্লাহ্ ইবনে কায়স! আমি বললাম, আমি হাযির ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি কথা শিখিয়ে দেব কি যা জান্নাতের ভাণ্ডারসমূহের মধ্যে একটি ভাণ্ডার? আমি বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অবশ্যই বলুন, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কথাটি হলো, 'লা-হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।'

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট। এ হাদীসটি জিহাদের ৪২০ পৃষ্ঠায় গেছে।

হাওকালার ব্যাখ্যা

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ এর অর্থ হল, বান্দা আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ও মদদ ব্যতীত তার নাফরমানী থেকে বাঁচতে পারে না এবং আল্লাহ্র সাহায্য ও শক্তি ব্যতীত কোন ব্যক্তি কোন নেক কাজ ও নেক আমলের শক্তি সামর্থ্য রাখে না। স্পষ্ট বিষয়, নিজের শক্তি সামর্থ্যকে তুচ্ছ মনে করে আল্লাহ্ তা'আলার শক্তি-সামর্থ্য, তাওফীক ও হেদায়াতের প্রতি দৃষ্টিপাত করাই উঁচু পর্যায়ের তাফভীয ও তাসলীম তথা আত্মসমর্পণ। যেটি জান্নাতের ভাণ্ডার ভাণ্ডারে যে জিনিস থাকে সেগুলো থাকে গোপন ও লুকায়িত। এ কারণে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ এর সওয়াব ও প্রতিদানের পরিমাণ কোন হাদীসে উল্লেখ নেই। যেহেতু এটি ভাণ্ডারের জিনিস সেহেতু এর প্রতিদানও গোপন রেখে দেয়া হয়েছে।

হযরত আবু মুসা আশআরী রা. খায়বর বিজয়ের পর হযরত জাফর রা.-এর সাথে এসেছিলেন। যেমন– রেওয়ায়াত আসছে। কিন্তু এ হাদীসে বাহ্যিক মূলপাঠ দ্বারা বুঝা যায়– আবু মুসা আশআরী রা.-এর আগমন তখন ঘটেছে যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বরের দিকে রওয়ানা করেছেন।

এর উত্তর হল, হাদীসটি সংক্ষিপ্ত। মূলপাঠ হল, لَمَّا تَوَجَّهَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ فَحَاصَرَهَا فَفَتَحَهَا فَرَجَعَ فَأَشْرَفَ النَّاسُ عَلَى وَادٍ الخ

৩৮৯১. حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ أَثَرَ ضَرْبَةٍ فِي سَاقِ سَلَمَةَ فَقُلْتُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ! مَا هٰذِهِ الضَّرْبَةُ؟ قَالَ هٰذِهِ ضَرْبَةٌ أَصَابَتْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ، فَقَالَ النَّاسُ أُصِيبَ سَلَمَةُ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَنَفَثَ فِيهِ ثَلَاثَ نَفَثَاتٍ فَمَا اشْتَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَةِ.

৩৮৯১/২৩২. মক্কী ইবনে ইবরাহীম র. ...... হযরত ইয়াযীদ ইবনে আবু উবাইদ র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত সালামা (ইবনে আকওয়া) রা.-এর পায়ের নলায় আঘাতের চিহ্ন দেখে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু মুসলিম! (এটি সালামার উপনাম।) এ আঘাতটি কিসের? তিনি বললেন, এটি খায়বর যুদ্ধে

প্রাপ্ত আঘাত। (যুদ্ধক্ষেত্রে আমাকে আঘাতটি মারার পর) লোকজন বলাবলি শুরু করে দিল যে, সালামা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু এরপর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে আসলাম। তিনি ক্ষতস্থানটিতে তিনবার ফুঁ দিয়ে দেন। ফলে আজ পর্যন্ত আমি এতে কোন ব্যথা অনুভব করিনি।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল يَوْمَ خَيْبَرَ শব্দে।

সুলাসিয়াতে বুখারী– বুখারীর তিন সূত্রে বর্ণিত হাদীস

এটি হল, ইমাম বুখারী র.-এর একটি সুলাসী হাদীস। অর্থাৎ, তিন সূত্রে বর্ণিত হাদীস। বুখারী শরীফে ২২টি সুলাসী রয়েছে। সুলাসী অর্থ হল, ইমাম বুখারী র. ও রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাঝে শুধু তিনটি মাধ্যম। একটি তাবে-তাবিঈ, দ্বিতীয়টি তাবিঈ, তৃতীয়টি সাহাবীর সূত্র। এ হাদীসটিকে অনেক উচ্চ পর্যায়ের মনে করা হয়। কারণ, সমস্ত সাহাবী আদিল– শরীয়তের পূর্ণ অনুসারী। আর তাবিঈ এবং তাবে-তাবিঈ সবাই সর্বোত্তম যুগের মনীষী। এ মাহাত্ম্য ও গুরুত্বের কারণে বুখারী শরীফের টীকায় নেহায়েত স্পষ্ট ও মোটা অক্ষরে তা চিহ্নিত করা হয়েছে। এ হাদীসেও মোটা কলমে লেখা হয়েছে– هٰذَا الْحَدِيْثُ الرَّابِعُ عَشَرَ مِنْ ثُلَاثِيَاتِ الْإِمَامِ الْبُخَارِي.

এই ২২টি সুলাসীর মধ্য থেকে ২০টিতে উস্তাদ হলেন হানাফী। অবশিষ্ট দু'জনও সম্ভবতঃ হানাফী হতে পারেন। এর ফলে ভালরূপেই ফিকহে হানাফীর মাহাত্ম্য বুঝা গেল। কারণ, ইমাম আজম আবু হানীফা র.-এর রেওয়ায়াতগুলো হল দুই সূত্র বিশিষ্ট।

৩৮৯২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلٍ قَالَ الْتَقَى النَّبِيُّ ﷺ وَالْمُشْرِكُوْنَ فِى بَعْضِ مَغَازِيْهِ، فَاقْتَتَلُوْا فَمَالَ كُلُّ قَوْمٍ اِلٰى عَسْكَرِهِمْ ، وَفِى الْمُسْلِمِيْنَ رَجُلٌ لَايَدَعُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ شَاذَّةً ولاَ فَاذَّةً اِلا اتَّبَعَهَا فَضَرَبَهَا بِسَيْفِهِ، فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا اَجْزَأَ اَحَدُهُم مَا اَجْزَأَ فُلَانٌ ، فَقَالَ اِنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ، فَقَالُوا اَيُّنَا مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ اِنْ كَانَ هٰذَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لَاَتَّبِعَنَّهُ ، فَاِذَا اَسْرَعَ وَاَبْطَأَ كُنْتُ مَعَهُ حَتّٰى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نِصَابَ سَيْفِهِ بِالْاَرْضِ وذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُم تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ. فَجَاءَ الرَّجُلُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، فَقَالَ وَمَا ذَاكَ؟ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فِيْمَا يَبْدُوا لِلنَّاسِ وَاِنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ؟ وَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ فِيْمَا يَبْدُوا لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ .

৩৮৯২/২৩৩. আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসলামা র. ..... হযরত সাহল (ইবনে সা'দ সাইদী) রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক যুদ্ধে (খায়বরে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুশরিকরা মুখোমুখি হলেন। পরস্পরের মধ্যে তুমুল লড়াই হল। (শেষে) সকলেই নিজ নিজ সেনা ছাউনীতে ফিরে গেল। মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিল, যে মুশরিকের কোন একাকী কিংবা দলবদ্ধ কোন শত্রুকেই তার আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে দেয়নি বরং সবাইকেই তাড়া করে তার তরবারির আঘাতে হত্যা করেছে। তখন (তার ব্যাপারে) বলা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল! অমুক ব্যক্তি আজ যে পরিমাণ আমল করেছে অন্য কেউ সে পরিমাণ করতে পারেনি। (অর্থাৎ,

অমুক ব্যক্তি আজ যেমন বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেছে এমন বীরত্বের সাথে কেউ যুদ্ধ করতে পারেনি।) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে ব্যক্তি তো জাহান্নামী। তাঁরা বলল, তাহলে আমাদের মধ্যে আর কে জান্নাতবাসী হতে পারবে যদি এ ব্যক্তিই জাহান্নামী হয়? তখন কাফেলার মধ্য থেকে একজন বলল, অবশ্যই আমি তাকে অনুসরণ করে দেখব (যে, তার পরিণাম কি ঘটে)। (তিনি বলেন,) লোকটি যখন দ্রুত চলত আর ধীরে চলত সর্বাবস্থায়ই আমি তার সাথে থাকতাম। পরিশেষে, লোকটি আঘাতপ্রাপ্ত হলো আর (আঘাতের যন্ত্রণায়) সে দ্রুত মৃত্যু কামনা করে তার তরবারির বাট মাটিতে স্থাপন করল এবং ধারাল ভাগ নিজের বুকের বরাবর রেখে এর উপর সজোরে ঝুঁকে পড়ে আত্মহত্যা করল। তখন (অনুসরণকারী) সাহাবী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহ্র রাসূল। তখন তিনি (প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার? তিনি তখন নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সব ঘটনা জানালেন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কেউ কেউ (দৃশ্যত) জান্নাতবাসীদের মত আমল করতে থাকে আর লোকজন তাকে অনুরূপই মনে করে থাকে অথচ প্রকৃতপক্ষে সে জাহান্নামী। আবার কেউ কেউ জাহান্নামীর মত আমল করে থাকে আর লোকজনও তাকে তাই মনে করে অথচ সে জান্নাতী।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের সাথে শিরোনামের মিল হল فِيْ بَعْضِ مَغَازِيْهِ শব্দে। কারণ, এই গাযওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য খায়বর যুদ্ধ। এটি হল, সাহল ইবনে সা'দ রা. এর হাদীসের দ্বিতীয় সূত্র। দেখুন হাদীস নং ২২৯।

৩৮৯৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْخُزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ نَظَرَ أَنَسٌ رض إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَرَأَى طَيَالِسَةً، فَقَالَ كَأَنَّهُمُ السَّاعَةَ يَهُودُ خَيْبَرَ ـ

৩৮৯৩/২৩৪. মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ খুযাঈ র. .... হযরত আবু ইমরান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক জুমুআর দিনে (বসরার মসজিদে) আনাস রা. লোকজনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন তাদের (মাথায়) চাদর, যার উপর ফুল অঙ্কিত ছিল, তখন তিনি বললেন, এ মুহূর্তে এদেরকে যেন খায়বরের ইয়াহুদীদের মত দেখাচ্ছে।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল يَهُودِ خَيْبَر শব্দে। طَيَالِسَة ঃ শব্দটি طَيْلَسَان এর বহুবচন। এর অর্থ হল, কাল চাদর, যেগুলো ইয়াহুদীরা বেশি ব্যবহার করত। এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, অমুসলমানদের সাথে সামস্য ও সাদৃশ্য থেকে পরহেজ করা উচিত। কারণ, হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. তাঁর অপছন্দনীয়তা প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া এক হাদীসে আছে– তোমরা ইয়াহুদীদের বিরোধিতা কর।

৩৮৯৪. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ رضى الله عنه قَالَ كَانَ عَلِيٌّ رضى الله عنه تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي خَيْبَرَ وَكَانَ رَمِدًا، فَقَالَ أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَحِقَ بِهِ، فَلَمَّا بِتْنَا اللَّيْلَةَ الَّتِي فُتِحَتْ قَالَ لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا أَوْ لَيَأْخُذَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، يُفْتَحُ عَلَيْهِ، فَنَحْنُ نَرْجُوهَا، فَقِيلَ هٰذَا عَلِيٌّ، فَأَعْطَاهُ فَفُتِحَ عَلَيْهِ ـ

৩৮৯৪/২৩৫. আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসলামা র. ...... হযরত সালামা (ইবনুল আকওয়া) রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, চক্ষু রোগে আক্রান্ত থাকার দরুন হযরত আলী রা. নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর থেকে খায়বর অভিযানে পেছনে ছিলেন (অর্থাৎ, তাঁর সাথে যেতে পারেননি)। [নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে এসে পড়লে] হযরত আলী রা. বলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে (যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে) আমি পেছনে বসে থাকব! সুতরাং তিনি গিয়ে তাঁর সাথে মিলিত হলেন। [সালামা রা. বলেন] খায়বার বিজিত হওয়ার পূর্ব রাতে তিনি [নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বললেন, আগামী কাল সকালে আমি এমন ব্যক্তির হাতে (ইসলামের) ঝাণ্ডা অর্পণ করব অথবা তিনি বলেছেন, আগামীকাল সকালে এমন এক ব্যক্তি ঝাণ্ডা গ্রহণ করবে যাকে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ভালবাসেন। আর তাঁর হাতেই খায়বর বিজিত হবে। কাজেই আমরা সবাই এ সৌভাগ্য পাওয়ার আশঙ্কা করছিলাম। তখন বলা হল, ইনি তো আলী রা.। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ঝাণ্ডা প্রদান করলেন এবং তাঁর হাতেই খায়বর বিজিত হল।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট। এ হাদীসটি জিহাদের ৪১৮ পৃষ্ঠায় গেছে। কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে– এ ঝাণ্ডার উপর লেখা ছিল لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ

٣٨٩٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى حَازِمٍ قَالَ اَخْبَرَنِى سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ رضى الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ لَاُعْطِيَنَّ هٰذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللهُ عَلٰى يَدَيْهِ ، يُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ، قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوْكُوْنَ لَيْلَتَهُمْ اَيُّهُمْ يُعْطَاهَا، فَلَمَّا اَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كُلُّهُمْ يَرْجُوْ اَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ اَيْنَ عَلِيُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ؟ فَقَالُوْا هُوَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! يَشْتَكِىْ عَيْنَيْهِ، قَالَ فَاَرْسِلُوْا اِلَيْهِ فَاُتِىَ بِهِ، فَبَصَقَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِىْ عَيْنَيْهِ، وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأَ حَتّٰى كَاَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَاَعْطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلِىٌّ يَا رَسُوْلَ اللهِ! اُقَاتِلُهُمْ حَتّٰى يَكُوْنُوا مِثْلَنَا؟ فَقَالَ انْفُذْ عَلٰى رِسْلِكَ حَتّٰى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ اِلَى الْاِسْلَامِ وَاَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللّٰهِ فِيْهِ، فَوَاللّٰهِ لَاَنْ يَهْدِىَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ .

৩৮৯৫/২৩৬. কুতাইবা ইবনে সাঈদ র. ..... হযরত সাহ্ল ইবনে সা'দ রা. থেকে বর্ণিত, খায়বরের যুদ্ধে একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আগামীকাল সকালে আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে ঝাণ্ডা অর্পণ করব যার হাতে আল্লাহ্ খায়বর বিজয় দান করবেন, যে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে ভালবাসে এবং যাকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ও ভালবাসেন। সাহ্ল রা. বলেন, (ঘোষণাটি শুনে) মুসলমানগণ এ জল্পনা-কল্পনার মধ্যেই রাত কাটাল যে, তাদের মধ্যে কে সৌভাগ্যবান যাকে অর্পণ করা হবে এ ঝাণ্ডা। সকাল হল, সবাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসলেন, আর প্রত্যেকেই মনে মনে এ ঝাণ্ডা লাভ করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আলী ইবনে আবু তালিব কোথায়? সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি তো চক্ষুরোগে আক্রান্ত অবস্থায় আছেন। তিনি বললেন, তাঁকে লোক পাঠিয়ে সংবাদ দাও। সে মতে তাঁকে আনা হল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উভয় চোঁখে থুথু লাগিয়ে তাঁর জন্য দোয়া করলেন। দো'আর বরকতে চোঁখ এরূপ সুস্থ হয়ে গেল, যেন কখনো চোখে কোন রোগই ছিল না। এরপর তিনি তাঁর হাতে ঝাণ্ডা অর্পণ করলেন। তখন হযরত আলী রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তারা আমাদের মত না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রাখব? অতঃপর নবী করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি স্থিতিশীলতার সাথে তাদের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে উপনীত হও, এরপর তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের প্রতি আহ্বান কর (যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে) ইসলামী বিধানে ওদের উপর যেসব হক বর্তায় সেসব সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করে দাও। কারণ, আল্লাহ্‌র কসম! তোমার দাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ যদি মাত্র একজন মানুষকেও হেদায়াত দেন তাহলে তা তোমার জন্য লোহিত বর্ণের (মূল্যবান) উটের মালিক হওয়া অপেক্ষাও অনেক উত্তম।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট। এ হাদীসটি জিহাদে ৪২২ পৃষ্ঠায় গেছে। এ হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা গেল যে, ইসলামের উদ্দেশ্য জিহাদ ও লড়াই নয়। বরং ইসলামের লক্ষ্য উদ্দেশ্য হল– আদল ও ইনসাফ, শান্তি ও নিরাপত্তা। কিন্তু এ ইনসাফ এবং নিরাপত্তার জন্য অনেক সময় জিহাদ ও লড়াই জরুরি হয়ে যায়। যেমন– ভয়ংকর জখমে অপারেশনের প্রয়োজন হয়। নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিদিন যখন কোন দুর্গের উপর আক্রমণের মনস্থ করতেন তখন বড় বড় মুহাজির ও আনসারীদের মধ্য থেকে কাউকে মনোনীত করতেন ইসলামী ঝাণ্ডা তার হাতে অর্পণ করার জন্য। এজন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কামুস নামক দুর্গ অবরোধ করেন তখন তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.-কে ঝাণ্ডা দিয়ে পাঠান। অথচ পরিপূর্ণ চেষ্টা-প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দুর্গ বিজয় হয়নি। তিনি ফেরত চলে আসেন। দ্বিতীয় দিন হযরত ফারুকে আজম রা.-কে ঝাণ্ডা দিয়ে প্রেরণ করেন। হযরত ফারুকে আজম রা. বিজয় না করে ফেরত চলে আসেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– আগামীকাল ঝাণ্ডা এরূপ ব্যক্তিকে দেব যে আল্লাহ ও রাসূলকে ভালবাসে এবং আল্লাহ্ ও রাসূলও তাকে ভালবাসেন। আল্লাহ তার হাতে বিজয় দিবেন। কিন্তু যেহেতু কামুস দুর্গের বিজয় ছিল তাকদীরে হযরত আলী রা.-এর হাতে সেহেতু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রা.-কে ডেকে ঝাণ্ডা তাঁর হাতে দেন। আল্লাহ্ তা'আলা তার হাতে দুর্গ বিজয় করিয়ে দেন। এজন্যই হযরত আলী রা. খায়বর বিজয়ীরূপে প্রসিদ্ধ হন।

٣٨٩٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ح وَحَدَّثَنِى اَحْمَدُ قَالَ حدثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الزُّهْرِىُّ عَنْ عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه قَالَ قَدِمْنَا خَيْبَرَ، فَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَىِّ بْنِ اَخْطَبَ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا، فَاصْطَفَاهَا النَّبِىُّ ﷺ لِنَفْسِهِ، فَخَرَجَ بِهَا حَتّٰى بَلَغْنَا سَدَّ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ بِهَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ، ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِى نِطَعٍ صَغِيْرٍ، ثُمَّ قَالَ لِىْ اٰذِنْ مَنْ حَوْلَكَ فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيْمَتُهُ عَلٰى صَفِيَّةَ، ثم خَرَجْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَرَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يُحَوِّىْ لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ ثم يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيْرِهٖ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ وَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلٰى رُكْبَتِهٖ حَتّٰى تَرْكَبَ.

৩৮৯৬/২৩৭. আবদুল গাফ্‌ফার ইবনে দাউদ ও আহমদ র. .... হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা খায়বরে এসে পৌঁছলাম। এরপর যখন আল্লাহ্ তাঁকে খায়বর দুর্গের বিজয় দান করলেন তখন তাঁর কাছে (ইয়াহুদী দলপতি) হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা সফিয়্যা রা.-এর সৌন্দর্যের কথা আলোচনা করা হল। তাঁর স্বামী (কিনানা ইবনুর রাবী এ যুদ্ধে) নিহত হয়। তিনি ছিলেন নববধূ। (অর্থাৎ, তিনি নব বিবাহিতা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নিজের জন্য মনোনীত করেন এবং তাঁকে সঙ্গে করে

(খায়বর থেকে) রওয়ানা হন। এরপর আমরা যখন সাদ্দুস্ সাহবা (খায়বর থেকে এক মন্‌যিল দূরে একটি স্থানের নাম) নামক স্থান পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলাম। তখন উম্মুল মু'মিনীন হযরত সফিয়্যা রা. তাঁর মাসিক ঋতুস্রাব থেকে পবিত্রতা লাভ করলেন। এ সময়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথে বাসরঘরে সাক্ষাৎ করলেন। তারপর একটি ছোট দস্তরখানে (খেজুর-ঘি ও পণির মেশানো এক প্রকার মিষ্টান্ন) হায়স নামক খানা সাজিয়ে আমাকে বললেন, তোমার আশে-পাশে যারা আছে সবাইকে ডাক। আর এটিই ছিল সফিয়্যা রা-এর সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিয়ের ওয়ালীমা। তারপর আমরা মদীনার দিকে রওয়ানা হলাম, আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাঁর পেছনের চাদর দ্বারা সাফিয়্যা রা.-কে আবৃত করতে দেখেছি। (যাতে পর্দা হয়) এরপর তিনি তাঁর সওয়ারীর ওপর হাঁটুদ্বয় মেলে বসলেন আর সফিয়্যা রা. নবী সা-এর হাঁটুর উপর পা রেখে সওয়ারীতে আরোহণ করলেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট। ইমাম বুখারী র. এ হাদীসটিকে দুই সনদে উল্লেখ করেছেন। এ হাদীসটি বুয়ূর ২৯৮ পৃষ্ঠায় গেছে। صَفِيَّةُ ঃ বিনতে হুয়াই। ইয়ার উপর যবর, হায়ের উপর পেশ, দ্বিতীয় ইয়ার উপর তাশদীদ। وَزَوْجُهَا ঃ কিনানা ইবনে রাবী' ইবনে আবুল حُقَيْقَ ঃ হায়ের উপর পেশ। يُحَوِّى لَهَا ঃ ইয়ার উপর পেশ, হায়ের উপর যবর, যের যুক্ত ওয়াও এর উপর তাশদীদ। কেউ কেউ এর তরজমা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবা অথবা কম্বল উটের কুঁজের চতুর্দিকে ঘিরে দিয়ে গাদ্দা বানিয়ে দিতেন। যাতে এর কুঁজ ঢেকে না যায়। পিঠ বরাবর ও সমান হয়ে যায়। এটাকে বলে حَوِيَّة । এর বহুবচন حَوَايَا ।

وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا ঃ হযরত সাফিয়্যা (বিশুদ্ধ হল সুফাইয়্যা। কিন্তু প্রসিদ্ধ হল সফিয়্যা –অনুবাদক) রা. এর সাবেক স্বামীর নাম ছিল কিনানা ইবনে রাবী'। তাকে খায়বর যুদ্ধে হত্যা করা হয়েছিল।

কিনানা ইবনে রাবী' হত্যা

এক দিকের সমস্ত দুর্গগুলোর উপর কব্জা হয়ে গেলে অপরদিক থেকে শুধু তিনটি কিল্লা– আল কাতীবা, ওয়াতীহ, আসসুলালিম অবশিষ্ট থেকে যায়। ইয়াহুদীরা সর্বদিক থেকে সংকুচিত হয়ে এসব কিল্লাতেই একত্রিত হয়ে যায়। অধিকৃত দুর্গগুলোর মাল-আসবাবপত্রও এখানে এনে জমা করেছিল। ১৪ দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে অবরোধ করে রাখেন। তারা লড়াই করতে বের না হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনস্থ করলেন মিনজানীক (ক্ষেপণাস্ত্রবিশেষ) স্থাপন করবেন। তারা এ সংবাদ শুনলে তাদের মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে গেলে বাধ্য হয়ে তারা সন্ধির আবেদন করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দরখাস্ত মঞ্জুর করলেন। ইয়াহুদীরা ইবনে আবুল হুকাইককে সন্ধির জন্য আলোচনার উদ্দেশ্যে পাঠান। অতঃপর এই শর্তে সন্ধি হয় যে, দুর্গের যত ইয়াহুদী আছে তারা সবাই দেশান্তরিত হয়ে যাবে এবং খায়বরের ভূমিগুলোকে একদম শূন্য করে দিবে। স্বর্ণ, রূপা, হাতিয়ার ও আসবাবপত্র সব এখানে রেখে যাবে। শুধু গায়ের কাপড় ব্যতীত কোন জিনিস নিতে পারবে না। এর ব্যতিক্রম হলে আমার জিম্মাদারী অবশিষ্ট থাকবে না।

সমস্ত শর্ত-শরায়েত মঞ্জুর হয়ে যায়। কিন্তু ইয়াহুদীরা এসব চুক্তি প্রতিশ্রুতি সত্বেও তাদের ষড়যন্ত্র থেকে বিরত হয়নি। হুয়াই ইবনে আখতাবের একটি চামড়ার থলে (যাতে কিছু রৌপ্য মুদ্রা ও স্বর্ণমুদ্রা এবং স্বর্ণ-রূপার অলঙ্কারাদি ছিল) গায়েব করে দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিনানা ইবনে রবী' এবং তার ভাই প্রমুখকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, সে থলে কোথায় গেল? কিনানা বলল, এগুলো যুদ্ধে খরচ হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সময়তো তেমন বেশি অতিক্রান্ত হয়নি। মালতো অনেক বেশি ছিল! প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি থলে বেরিয়ে আসে তবে তোমার ভাল নেই। এ বলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এক আনসারীকে নির্দেশ দিলেন। যাও? অমুক জায়গায় একটি বৃক্ষের

গোড়ার নিচে সে থলে পুতে রাখা হয়েছে। ফলে সে সাহাবী সেখানে গেলেন। থলেটিও পাওয়া গেল। অতঃপর চুক্তিপরিপন্থী মাল গোপন করার কারণে তাদেরকে হত্যা করা হয়। তন্মধ্যে একজন ছিল সফিয়্যা রা.-এর স্বামী কিনানা ইবনে রাবী'।

তাছাড়া কিনানার আর একটি অপরাধ ছিল, সে মুহাম্মদ ইবনে মাসলামার ভাই মাহমুদ ইবনে মাসলামাকে এ যুদ্ধে হত্যা করেছিল। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিনানাকে মুহাম্মদ ইবনে মাসলামার নিকট অর্পণ করেন স্বীয় ভাই মাহমুদ ইবনে মাসলামার পরিবর্তে তাকে হত্যা করার জন্যে। এদের ছাড়া সন্ধির পর আর অন্য কাউকে হত্যা করা হয়নি।

٣٨٩٧. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقَامَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ بِطَرِيقِ خَيْبَرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى أَعْرَسَ بِهَا وَكَانَتْ فِيمَنْ ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ .

৩৮৯৭/২৩৮. ইসমাঈল র. .... হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বর থেকে প্রত্যাবর্তন করার পথে সফিয়্যা রা. বিনতে হুয়াই-এর কাছে তিন দিন অবস্থান করে শেষ দিনে তাঁর সাথে বাসর যাপন করেছেন। আর সফিয়্যা রা. ছিলেন সে সব পবিত্র সহধর্মিণীদের একজন যাদের জন্য পর্দার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অর্থাৎ, উম্মুল মু'মিনীন হয়েছিলেন বলে পর্দা করা হয়েছে। কারণ, বাঁদীদের জন্য পর্দা নেই।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল أَقَامَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ بِطَرِيقِ خَيْبَرَ বাক্যে। আরও বিশদ বিবরণের জন্য ২২৭ নং হাদীসের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

٣٨٩٨. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رضي الله عنه يَقُولُ : أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَةَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَةٍ وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِلَالًا بِالْأَنْطَاعِ، فَبُسِطَتْ فَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، قَالُوا إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّأَ لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ .

৩৮৯৮/২৩৯. সাঈদ ইবনে আবু মরিয়ম র. ..... হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বর ও মদীনার মধ্যবর্তী এক জায়গায় (সাদ্দুস সাহ্বা নামক স্থানে) তিন দিন অবস্থান করেছিলেন আর এ সময় তিনি সফিয়্যা রা.-এর সঙ্গে বাসর যাপন করেছেন। আমি মুসলমানগণকে তাঁর ওয়ালীমার জন্য দাওয়াত দিলাম। অবশ্য এ ওয়ালীমাতে গোশ্ত, রুটির ব্যবস্থা ছিল না, কেবল এতটুকু ছিল যে, তিনি বিলাল রা.-কে দস্তরখানা বিছাতে বললেন। দস্তরখানা বিছানো হল। এরপর তাতে কিছু খেজুর, পনির ও ঘি (এর মিশ্রিত হালুয়া) রাখা হল। এ অবস্থা দেখে মুসলিমগণ পরস্পর বলাবলি করতে লাগল যে, তিনি [সফিয়্যা রা.] কি উম্মাহাতুল মু'মিনীনেরই একজন, না ক্রীতদাসীদের একজন? (উদ্দেশ্য হল, কিছু সাহাবী সন্দেহের মধ্যে ছিলেন যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সফিয়্যা রা.-কে আযাদ করে বিয়ে করেছেন, না ক্রীতদাসী অবস্থায় বিয়ে করেছেন?) তাঁরা (আরো) বললেন, যদি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য পর্দার

ব্যবস্থা করেন তাহলে তিনি উম্মাহাতুল মু'মিনীনেরই একজন বোঁঝা যাবে। আর পর্দার ব্যবস্থা না করলে তাকে ক্রীতদাসী হিসেবেই বুঝতে হবে। এরপর যখন তিনি [নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] রওয়ানা হলেন তখন তিনি নিজের পেছনে সফিয়্যা রা.-এর জন্য বসার জায়গা করে দিয়ে পর্দা টানিয়ে দিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল হল এটি হযরত আনাস রা.-এর পূর্বোক্ত ২৩৮ নং হাদীসের দ্বিতীয় সূত্র। এবং এতেও খায়বর ও মদীনার মাঝে অবস্থানের উল্লেখ রয়েছে।

৩৮৯৯. حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وحَدثِنِى عَبْدُ اللهِ بنُ محمدٍ قال حدثنا وَهْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيدِ بنِ هِلَالٍ عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رضى الله عنه قالَ كُنَّا مُحَاصِرِى خَيْبَرَ فَرمَى اِنسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ فَنَزَوْتُ لِاٰخُذَهُ فَالتَفَتُّ لِاٰخُذَهُ فَالتَفَتُّ فَاِذَا النَّبِىُّ ﷺ فَاسْتَحْيَيْتُ ـ

৩৮৯৯/২৪০. আবুল ওয়ালীদ ও আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ র. ...... হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্ফাল রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা খায়বরের দুর্গ অবরোধ করে রাখলাম, এমন সময়ে এক ব্যক্তি একটি থলে নিক্ষেপ করল। তাতে ছিল কিছু চর্বি। আমি সেটি কুড়িয়ে নেয়ার জন্য দ্রুত এগিয়ে আসলাম, হঠাৎ পেছনে ফিরে তাকাতেই দেখলাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (উপস্থিত), তাই আমি লজ্জিত হয়ে গেলাম।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল "كُنَّا مُحَاصِرِى خَيْبَرَ" বাক্যে। এ হাদীসটি জিহাদের ৪৪৬ নং পৃষ্ঠায় আছে।

فَنَزَوْتُ ঃ অর্থাৎ, খাহেশ করা, ঝুঁকে পড়া, নর কর্তৃক মাদির উপর কুদে পড়া।

فَاسْتَحْيَيْتُ ঃ অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার লোভ অবহিত হয়েছেন বলে আমি সংকোচবোধ করলাম।

৩৯০০. حَدَّثَنِى عُبَيدُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ عَنْ اَبِى اُسَامَةَ عَنْ عُبَيدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ وَسَالِمٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ رضى الله عنهما اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى يَوْمَ خَيبرَ عَنْ اَكلِ الثُّومِ وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الاَهْلِيَّةِ * نَهٰى عَنْ اَكلِ الثُّومِ، هُوَ عَنْ نَافِعٍ وَحْدَهُ وَلُحُومِ الحُمُرِ الاَهلِيةِ عَنْ سَالِمٍ ـ

৩৯০০/২৪১. উবাইদ ইবনে ইসমাঈল র. .... হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত যে, খায়বর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রসুন ও গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। তিনি রসুন খেতে নিষেধ করেছেন– কথাটি কেবল (ইবনে উমর রা. এর আযাদকৃত দাস) নাফি' থেকে বর্ণিত হয়েছে, আর গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন কথাটি সালিম [ইবনে আবদুল্লাহ রা.] থেকে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল يَوْمَ خَيْبَرَ শব্দে। الثُّوم ঃ ছায়ের উপর পেশ। এর অর্থ রসুন।

রসুন ইত্যাদির শরঈ হুকুম

এ হাদীস দ্বারা বাহ্যত বুঝা যায় যে, রসুন খাওয়া জায়েয নেই। কিন্তু এ প্রসঙ্গে হাদীস ও রেওয়ায়াত বিভিন্নধর্মী। বুখারী শরীফের কিতাবুল আযানে বিভিন্ন রকমের বিবরণ দেয়া আছে। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রা. থেকে বর্ণিত, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি রসুন খাবে সে যেন আমাদের মসজিদের ধারে কাছে না আসে। হযরত জাবির রা. এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য কাঁচা রসুন।

হযরত জাবির রা. থেকে আর একটি রেওয়ায়াত হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি পেঁয়াজ এবং রসুন খাবে সে যেন আমাদের মসজিদ থেকে আলাদা থাকে........। (বুখারী–১/১১৮)

ইমাম বুখার র. এসব হাদীসের উপর শিরোনাম কায়েম করেছেন– بَابُ مَاجَاءَ فِى الثُّومِ النَّيِّ অর্থাৎ, এসব হাদীস কাঁচা রসুন ও পেঁয়াজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তথা যেগুলো এখনও রান্না করা হয়নি।

দ্বিতীয় মাসআলা হল, রসুন এবং পেঁয়াজ খাওয়া নিষেধ নয়। বরং খেয়ে দুর্গন্ধ দূর না করে মসজিদে প্রবেশ করা নিষেধ।

সাধারণ কাঁচা রসুন ও পেঁয়াজ খাওয়া জায়েয আছে। যেমন– ইমাম নববী র. লেখেন–

هٰذَا النَّهِىُ اِنَّمَا هُوَ عَنْ حُضُورِ الْمَسْجِدِ لَا عَنْ اَكْلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَنَحْوِهِمَا فَهٰذِهِ الْبُقُولُ حَلَالٌ بِاِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ ـ (মুসলিম ঃ ১/২০৯)

তাছাড়া, মুসলিম শরীফের হাদীস রয়েছে– সাহাবায়ে কিরাম রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অপছন্দনীয়তা ও ঘৃণা দেখে হারাম হওয়ার সন্দেহ করলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন– لَيْسَ لِىْ تَحْرِيْمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لِى وَلٰكِنَّهَا شَجَرَةٌ اَكْرَهُ رِيْحَهَا অর্থাৎ, যে জিনিসটি আল্লাহ তা'আলা হালাল করেছেন, আমার জন্য এটি হারাম করা জায়েয নেই। কিন্তু এর গন্ধ আমি পছন্দ করি না। (মুসলিম শরীফ ঃ ১/২০৯)

অতএব, বুঝা গেল কাঁচা রসুন ও পেঁয়াজ খাওয়া জায়েয আছে। তবে মাকরূহে তানযীহী। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এর অপছন্দনীয়তা প্রমাণিত। অবশ্য মসজিদে যাওয়া অথবা অন্য কোন হাদীসের দরস–তাদরীসে যাওয়া মাকরূহে তাহরীমী হবে। এবং এই হুকুম প্রতিটি দুর্গন্ধময় জিনিসের ক্ষেত্রে হবে। যেমন– বিড়ি-সিগারেট ইত্যাদি পান করে মসজিদে যাওয়া নিঃসন্দেহে মাকরূহে তাহরীমী, হারামের নিকটবর্তী। কিন্তু শুধু ঘরে পান করা হারাম নয়, অবশ্য মাকরূহ। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

আল্লামা আনওয়ার শাহ র.-এর উক্তি

وَقَالَ الْجُمْهُورُ اِنَّهَا حَلَالٌ كُلُّهَا اِلَّا اَنَّهَا مَمْنُوعَةٌ فِى الْاَوْقَاتِ الْمَخْصُوصَةِ لِاَجْلِ الْعَوَارِضِ، فَلَيْسَتْ فِيهَا كَرَاهِيَةُ الْاَكْلِ بَلْ كَرَاهَةُ الذِّكْرِ او الاِتيَانِ اِلَى الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْاَكْلِ ـ

وَالْعَجَبُ عَلٰى تَهَوُّرِ هٰؤُلَاءِ الَّذِينَ يَحْكُمُونَ بِالْحُرْمَةِ عَلَى الْاَشْيَاءِ الَّتِى اُكِلَتْ فِى عَصْرِ النُّبُوَّةِ وحَضْرَتِهَا فَاِذَنْ هِىَ حَلَالٌ اِلَّا مَا وَقَعَ فِى بَعْضِ الْكُتُبِ مِنْ حُرْمَةِ النَّتِنِ او التَّمْبَاكِ، فَالْوَجْهُ فِيهِ اَنَّهم صَرَّحُوا اَنَّ الْمُبَاحَ فِى نَفْسِهِ قَد يَصِيرُ حَرَامًا مِنْ حُكْمِ الْاَمِيرِ مِنْ جِهَةِ اَنَّ اللّٰه اَمَرَ بِطَاعَتِهِمْ، فَقَالَ اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرسولَ واُولِى الاَمرِ مِنكُم، فَحِينَئِذٍ لَوْرَأَى الاَمِيرُ اَنْ يَمْنَعَ النَّاسَ عَنْ اكلِ شَيْئٍ لِمُصْلِحَةٍ بَدَتْ لَه يَجِبُ عَلَيهِم اَنْ لَايَاكُلُوهُ وَيُحَرِّمُ عَلَيهِم، اِلَّا اَنَّ تِلكَ الْحُرْمَةَ تَقْصُرُ عَلٰى مُدَّةِ اِمَارَتِهِ فَقَطْ وَلَايَتَجَاوَزُهَا فَهِىَ حُرْمَةٌ مُوَقَّتَةٌ وَمِنْ هٰذَا الْبَابِ تَحْرِيمُ التَّمْبَاكِ فَاِنَّه قَدْ نَهٰى عَنْهُ بَعْضُ السَّلَاطِينِ، فَاحْفَظْهُ ـ فيض البارى على صحيح البخارى جلدثانى ـ صـ ٢٨

উমূমে মাজায-রূপকার্থের ব্যাপকতা

কোন কোন আলিম এ হাদীস দ্বারা হাকীকত ও মাজায তথা প্রকৃত অর্থ ও রূপকার্থ একত্রিত করা জায়েয বলে প্রমাণ করেছেন। কারণ, এ হাদীসে গাধার গোশ্‌ত সংক্রান্ত নিষেধের অর্থ হল হারাম। এটা হল প্রকৃত অর্থ, আর রসুন খাওয়া সংক্রান্ত নিষেধের অর্থ হল মাকরূহ। যার উপর নিষেধের প্রয়োগ রূপকার্থে। হাদীস শরীফে রয়েছে–

نَهٰى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ اَكْلِ الثُّوْمِ وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَةِ এবং উভয়টিকে একত্রিত করা হয়েছে।

আল্লামা আইনী র. বলেন– قُلْتُ هٰذَا لَيْسَ بِجَمْعٍ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ وَاِنَّمَا هُوَ مُسْتَعْمَلٌ فِىْ عُمُوْمِ الْمَجَازِ .

তথা আমি বলব, এখানে প্রকৃত রূপকার্থ জমা করা হয়নি। বরং এটি উমুমে মাজাযের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে।

উদ্দেশ্য হল, এটি প্রকৃত অর্থ ও রূপকার্থ উভয়টিকে একত্রিত করা নয়, বরং উমুমে মাজায তথা রূপকার্থে ব্যাপকতা। যেটি তত্ত্বজ্ঞানী শাফিঈদের মতেও জায়েয আছে। অবশ্য প্রকৃত অর্থ ও রূপকার্থ এ দুটিকে একত্রিত করার ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। শাফিঈদের মতে জায়েয আছে, আমাদের মতে জায়েয নেই। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন নূরুল আনওয়ার ঃ পৃষ্ঠা নং ৯৮।

٣٩٠١. حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ قَالَ حدثنا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَالْحَسَنِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رضى الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ اَكْلِ الْحُمُرِ الْاِنْسِيَةِ

৩৯০১/২৪২. ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে কাযাআ র. .... হযরত আলী ইবনে আবু তালিব রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বর যুদ্ধের দিন মহিলাদের মুতআ করা থেকে এবং গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত খেতে নিষেধ করেছেন।

উল্লেখ্য, মুত্‌আ বা মেয়াদী বিয়ে বলতে কোন মহিলাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে কোন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য বিয়ে করাকে বোঝায়। ইসলামের প্রাথমিককালে এ প্রকারের বিয়ে বৈধ থাকলেও খায়বর যুদ্ধের সময় তা হারাম করে দেয়া হয়। এরপর অষ্টম হিজরীর মক্কা বিজয়ের সময় কেবল তিন দিনের জন্য বৈধ করা হয়েছিল। এ তিন দিন পর আবার তা চিরকালের জন্য হারাম ঘোষিত হয়। – অনুবাদক

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল يَوْمِ خَيْبَر শব্দে। এ হাদীসটি বুখারীর মাগাযীতে ৬০৬নং পৃষ্ঠায়, নিকাহের ৭৬৭, যাবাইহের ৮৩০, হিয়ালের ১০২৯ – ১০৩০ পৃষ্ঠায় আছে।

মুত‘আ বিয়ে

মুত‘আ শব্দটির মূল উপাদান মীম, তা, আইন। এটি مَتَاعٌ থেকে নিষ্পন্ন। যার অর্থ হল, সামান্য লাভ। যেমন– কুরআনে কারীমে আছে – اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ । যে সব দ্রব্য দ্বারা সামান্য লাভ অর্জন করা যায়, অতপর সেটি ধ্বংস হয়ে যায়। যেমন– সূরা বাকারাতে আছে– وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ (সমস্ত তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের জন্যে রীতিমত কিছু ভোগ সম্ভার রয়েছে।) তাছাড়া সূরা বাকারাতেই আছে– وَمَتِّعُوْهُنَّ। অর্থাৎ, এসব তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদেরকে কিছু উপকার পৌঁছাও অর্থাৎ, ন্যূনতম পক্ষে একজোড়া কাপড় দিয়ে বিদায় কর।

এটা হল, মুত'আর আভিধানিক অর্থ। মুত'আ বিয়ে হল, সুনির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সুনির্দিষ্ট মহরের ভিত্তিতে কোন রমণীকে বিয়ে করা এবং সুনির্দিষ্ট মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পর বিনা তালাকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া। কেউ কেউ মুত'আ বিয়ে এবং মেয়াদী বিয়ের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন, মেয়াদী বিয়ে (নিকাহে মুয়াক্কাত) হল– সুনির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সুনির্দিষ্ট মহরের ভিত্তিতে নিকাহ অথবা তাযভীজ শব্দে বিয়ে করা। আর মুত'আ বিয়ে হল, যেখানে নিকাহের স্থলে তামাত্তু শব্দ বলা হয়। কিন্তু এ পার্থক্য প্রমাণবিহীন। আল্লামা ইবনে হুমাম ও বাদায়ি' গ্রন্থকার প্রমুখ বলেন যে, উভয়টির হাকীকত একই, কোন পার্থক্য নেই।

মুত'আ বিয়ে সাধারণ বিয়ে ও সরাসরি জেনার মধ্যবর্তী একটি বিষয়। ইসলামের প্রথমদিকে এ বিয়ে জায়েয ছিল ভীষণ প্রয়োজনের শর্তে। যেমন– বাধ্যতা অপারগতার সময় মৃত এবং শূকর খাওয়া হালাল হয়ে যায় এরূপভাবে অপারগতার অবস্থায় মুত'আ বিয়েরও অবকাশ ছিল। হযরত ইবনে আবু আমরা আনসারী রা. থেকে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, ইসলামের প্রথম দিকে অপারগতার সময় মুত'আর অবকাশ ছিল। যেমন– মৃত, রক্ত ও শূকরের গোশ্‌ত (খাওয়ার) অনুমতি আছে। কিন্তু পরবর্তীতে যখন আল্লাহ্ তা'আলা দীনকে সুদৃঢ় করে দেন তখন তা থেকে নিষেধ করে দেন। (মুসলিম শরীফ ঃ ১/৪৫২)

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে থাকতাম। আমাদের সাথে রমণীরা থাকত না একবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বললাম, অনুমতি হলে আমরা খাসি হয়ে যাব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করলেন এবং কাপড় দিয়ে একটি মেয়াদের জন্য বিয়ে করার অবকাশ দেন। (অর্থাৎ, মহরে এক জোড়া কাপড় দিয়ে মুত'আ বিয়ের অবকাশ দেন।)

(মুসলিম ঃ ৪৫০, বুখারী ঃ ৭৫৯)

সহীহ হাদীস সমূহের আলোকে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইসলামের শুরুর দিকে সফর অবস্থায় ভীষণ প্রয়োজন কালে মুত'আ বিয়ের অনুমতি ছিল। লোকজন বর্বরতার যুগের প্রথা-প্রচলন অনুযায়ী মুত'আ বিয়ে করত।

সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বর যুদ্ধে সপ্তম হিজরীতে মুত'আ বিয়ে ও গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত হারাম হওয়ার ঘোষণা দেন। যেমন– হযরত আলী রা. এর এ হাদীস রয়েছে, যেটি বিভিন্ন সূত্রে অনেক সহীহ সনদে বর্ণিত আছে। বুখারী ও মুসলিমের সর্বসম্মত রেওয়ায়াত রয়েছে। এরপর মক্কা বিজয়ের বছর আওতাসের যুদ্ধে অষ্টম হিজরীতে তিনদিনের জন্য মুত'আর অনুমতি হয়। যেমন– হযরত সালামা ইবনে আকওয়া রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আওতাসের বছর তিন দিন মুত'আর অনুমতি দিয়েছেন। অতঃপর তা থেকে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম ঃ ১/৪৫১)

অবশ্য এতে মতবিরোধ রয়েছে যে, মুত'আ বিয়ে কখন হারাম হয়েছে। কেউ কেউ বললেন, খায়বর যুদ্ধে যেমন–

১. হযরত আলী রা. থেকে অনেক সহীহ সনদে বর্ণিত আছে।

২. কেউ কেউ বলেন, মক্কা বিজয়ের সময়।

৩. কেউ কেউ বলেন, আওতাসের যুদ্ধে।

৪. কেউ কেউ বলেন, বিদায় হজ্জে।

এতে মক্কা বিজয় ও আওতাসের বছর তো একই সময় অর্থাৎ অষ্টম হিজরীতে। অতএব, মূল বিরোধ থেকে যায় খায়বর যুদ্ধ এবং মক্কা বিজয়ের।

এ প্রসঙ্গে ইমাম শাফিঈ র. ও অনেক আলিমের উক্তি হল, মুত'আ বিয়ে প্রথমে হালাল ছিল। খায়বর যুদ্ধে অষ্টম হিজরীতে হারাম হয়েছে। অতঃপর মক্কা বিজয়ের বছর আওতাস যুদ্ধে বৈধ হয়েছে এবং তিনদিন পর হারাম হয়ে গেছে। অর্থাৎ, বৈধতা ও অবৈধতা বারবার হয়েছে। এবং কিবলার ন্যায় এ বিষয়টিও দু'বার রহিত হয়েছে।

ইমাম নববী র. বলেন, এটাই পছন্দনীয় ও বিশুদ্ধ (উক্তি)।

বিদায় হজ্জে এ হারামেরই তাকিদ ছিল এবং সাধারণ ঘোষণা ছিল যেটাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের বছর চিরস্থায়ীভাবে মুত'আ হারাম হওয়ার বিবরণ দিয়েছেন। যেমন– সাবরা ইবনে মা'বাদ জুহানী রা.-এর রেওয়ায়াত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

يَا اَيُّهَا النَّاسُ! اِنِّى قَدْ كُنْتُ اَذِنْتُ لَكُمْ فِى الاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ. وَاِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَالِكَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْئٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيْلَهَا وَلَاتَاخُذُوا مِمَّ اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا .

'হে জনতা! আমি তোমাদেরকে রমণীদের সাথে মুত'আ করার অনুমতি দিয়েছিলাম। আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম করে দিয়েছেন। অতএব, কারও কাছে এরূপ কোন রমণী থাকলে তাকে পরিহার কর। আর যা কিছু তাকে দিয়েছ তা তার কাছ থেকে ফেরত নিও না। (মুসলিম শরীফ ঃ ১/৪৫১)

অতএব, এটি ছিল, মুত'আ বিয়ে চিরস্থায়ীভাবে হারাম হওয়ার ঘোষণা।

এবার উম্মতে মুসলিমার ঐকমত্য হয়েছে যে, মুত'আ বিয়ে চিরকালের জন্য হারাম। শুধু শিয়াদের এ ব্যাপারে মত বিরোধ রয়েছে। শিয়ারা এখনও মুত'আকে জায়েয মনে করে। অথচ, হযরত আলী রা. হতে মুত'আ হারাম হওয়ার অগণিত রেওয়ায়াত রয়েছে। কিন্তু এই শিয়া ফিরকা এতটাই মুত'আ প্রেমিক যে, হযরত আলী রা. এর কথাও তারা শুনে না।

অবশ্য কোন কোন সাহাবী থেকে মক্কা বিজয় কালে মুত'আ হারাম হওয়ার ঘোষণার পরও মুত'আর বৈধতার উক্তি পাওয়া যায়। যেমন– হযরত ইবনে আব্বাস রা. ও হযরত জাবির রা. প্রমুখের উক্তি। এর ভিত্তি হল, সাহাবায়ে কিরাম যে কাজটি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে দেখেছেন অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন তার উপর নেহায়েত দৃঢ়তার সাথে কায়েম থাকতেন এবং নিজের জানার পরিপন্থী কোন কথা বিশ্বাস করতেন খুবই কম। অথচ অনেক হুকুম রহিত হয়ে যেত এবং অন্যান্য সাহাবী এগুলোর রহিত হওয়ার নিশ্চিত জ্ঞান রাখতেন। হযরত ইবনে আব্বাস রা. ছিলেন মুত'আর বৈধতার ব্যাপারে খুব কট্টর। তাঁকে হযরত আলী রা. ও অন্যান্য সাহাবী বলেছেনও যে, এটি নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। তাসত্ত্বেও তিনি অনেক দিন পর্যন্ত এ ধারণার উপর অটল ছিলেন। সহীহ মুসলিমে একটি রেওয়ায়াত রয়েছে, হযরত ইবনে আব্বাস রা. উপবিষ্ট ছিলেন। এমতাবস্থায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. বললেন, কোন কোন লোকের অন্তরও এমনই অন্ধ হয়ে গেছে যেমন তাদের চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। (হযরত ইবনে আব্বাস রা. অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন)। তাঁরা মুত'আর বৈধতার ফতওয়া দেন। হযরত ইবনে আব্বাস রা. বললেন, এটা কি না বুঝার কথা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে আমরা মুত'আ করেছি। এতদশ্রবণে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. বললেন, আচ্ছা, পরীক্ষা করে দেখুন, আল্লাহ্‌র শপথ! যদি আপনি এমনটি করেন তবে, আমি পাথর মেরে হত্যা করব। (মুসলিম ঃ ১/৪৫২)

হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর এ বিষয়টির উপর এ কারণেই গো ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে এটা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি এ মত প্রত্যাহার করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে এ বিষয়টি প্রমাণিত। এরূপভাবে হযরত জাবির রা. এর মত প্রত্যাহারও প্রমাণিত।

হযরত ওমর ফারুক রা.-এর শাসনকালে না ওয়াকিফ হওয়ার কারণে কোন কোন লোক এ কাজ করে বসেছিল– যাদের নিকট মুত'আ হারাম হওয়ার সংবাদ পৌঁছেনি। হযরত ফারুকে আজম রা. এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি মিম্বরে আরোহণ করে বক্তব্য রাখলেন এবং মুত'আ হারাম হওয়ার ঘোষণা দিলেন। যাতে এর অবৈধতার ব্যাপারে কারও কোন সন্দেহ অবশিষ্ট না থাকে। তিনি আরও বললেন, আমার এ ঘোষণার পর যদি কেউ মুত'আ করে তবে আমি তার উপর যেনার দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করব। তখন থেকে মুত'আ সম্পূর্ণ মওকুফ হয়ে যায়। এর উপর সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের ইজমা তথা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

অতএব, বুঝা গেল, হযরত উমর ফারুক রা. এসব (সাহাবায়ে কিরাম)কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুত'আ বিয়ে সংক্রান্ত চিরস্থায়ী অবৈধতা বুঝিয়ে দিয়েছেন। সাহাবায়ে কিরাম তা গ্রহণ করেছেন ও মেনে নিয়েছেন। এর এই অর্থ কখনও হতে পারে না যে, হযরত উমর রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হুকুমকে রহিত করেছেন এবং সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম তাঁর রহিত করার বিষয়টি গ্রহণ করে নিয়েছেন। এরপর মুত'আ হারাম হওয়ার উপর সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের ইজমা হয়ে গেছে। বিদআতী ভ্রান্ত শিয়া ফিরকার মতবিরোধ গ্রহণযোগ্য থাকেনি।

٣٩٠٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ حدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.

৩৯০২/২৪৩. মুহাম্মদ ইবনে মুকাতিল র. .... হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বর যুদ্ধের দিন গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত খেতে নিষেধ করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল "نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ" বাক্যে। এটি কেবলমাত্র উল্লেখিত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. এর হাদীস তথা ২৪১ নং রেওয়ায়াতের আরেকটি সূত্র। এ সূত্রে শুধু গাধার গোশ্‌তের উল্লেখ রয়েছে। পেঁয়াজ খাওয়ার নিষেধাজ্ঞার কথা উল্লেখ নেই।

٣٩٠٣. حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حدثنا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ وَسَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.

৩৯০৩/২৪৪. ইসহাক ইবনে নাসর র. .... হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত খেতে নিষেধ করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ এটি হযরত ইবনে উমর রা. এর হাদীসের দ্বিতীয় সনদ। এর দ্বারা উদ্দেশ্য খায়বর যুদ্ধের দিন নিষেধ করা। কয়েকবার বিষয়টি এসেছে। এ হাদীসটি ৮২৯ পৃষ্ঠায়ও আসবে।

٣٩٠٤. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضى الله عنهما قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ وَرَخَّصَ فِى الْخَيْلِ.

৩৯০৪/২৪৫. সুলায়মান ইবনে হারব র. ..... হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বরের যুদ্ধের দিন (গৃহপালিত) গাধার গোশ্‌ত খেতে নিষেধ করেছেন এবং ঘোড়ার গোশ্‌ত খেতে (অনুমতি) দিয়েছেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল يَوْمَ خَيْبَرَ শব্দে। এ হাদীসটি যাবাইহে ৮২৯ ও ৮৩০ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

ঘোড়ার হুকুম

ঘোড়ার গোশ্ত সম্পর্কে ইমামগণের মতবিরোধ আছে। ইমাম আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, শাফিঈ, আহমদ ও ইবনে মুবারক র.-এর মতে, ঘোড়ার গোশ্ত খাওয়া বৈধ-জায়েয। এ মতই পোষণ করেন, ইবনে সীরীন, হাসান, আতা ও সাঈদ ইবনে জুবাইর র.।

ইমাম আজম আবু হানীফা, মালিক ও ইমাম আওযাঈ র. এর মতে, মাকরূহ।

প্রথম দলের প্রমাণ হল, হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস– رَخَّصَ فِى الْخَيْلِ

১. ইমাম আজম ও মালিক র. এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ لِتَرْكَبُوْهَاوَزِيْنَةً 'আমি ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছি যাতে তোমরা এগুলোর উপর আরোহণ কর এবং এগুলো তোমাদের জন্য শোভা-সৌন্দর্যের উপকরণ হয়। (–সূরা নাহল)

এ আয়াতটি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এহসান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এসেছে। একচ্ছত্র প্রজ্ঞাবান তথা আল্লাহ্ তা'আলার হিকমতের দাবি হল, বড় নেয়ামতের আলোচনা করা। অতএব যদি ঘোড়া খাওয়া জায়েয হত– যার উপর মানুষের টিকে থাকা নির্ভরশীল, তবে এটাকে আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামতগুলোর মধ্যে অবশ্যই উল্লেখ করা হত। এখানে আরোহণ ও শোভা-সৌন্দর্যের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় উপকারিতা ঘোড়া খাওয়ার উল্লেখ নেই। ফলে বুঝা গেল, এটা খাওয়া একেবারেই জায়েয নয়।

এখানে যদি সন্দেহ হয় যে, এখানে তো আরোহণ ইত্যাদিরও উল্লেখ নেই? তবে উত্তর দেয়া হবে এটি সর্বোচ্চ উপকারিতার অন্তর্ভুক্ত নয়। এ প্রমাণ দ্বারা বুঝা গেল, ঘোড়ার গোশ্ত খাওয়া জায়েয নেই।

দ্বিতীয় প্রমাণ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা. থেকে বর্ণিত–

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لُحُوْمِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحُمُرِ ـ

(আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

তৃতীয় প্রথম প্রমাণ, ঘোড়া শত্রুদের অন্তরে ভীতি সৃষ্টি করার একটি উপকরণ। সম্মানের কারণে তা না খাওয়া উচিত। বস্তুত, ঘোড়ার সম্মান ও ইযযত বিভিন্ন রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত। যেমন– বুখারী মুসলিমে আছে –

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ رَايْتُ النَّبِىَّ ﷺ يلوى نَاصِيَةَ فَرَسٍ وَهُوَ يَقُوْلُ الْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِى نَوَاصِيْهَا الْخير اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اى الاَجرُ وَالْغَنِيْمَةُ ـ

তাছাড়া, এই সম্মানের কারণে জিহাদে ঘোড়ার অংশ লাভ হয়। অতএব, সম্মানিত হওয়ার কারণে অশ্বের গোশ্ত খাওয়া নিষিদ্ধ ও মাকরূহ বলা হয়েছে।

চতুর্থ প্রমাণ, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী–

اَعِدُّوا لَهُمْ مَااسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ ـ الاية ـ

'কাফিরদের বিরুদ্ধে মুকাবিলার জন্য যতটুকু তোমার পক্ষে সম্ভব অস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়া ও রসদপত্র তৈরি কর।' (–সূরা আনফাল ঃ পারা–১০)

এ আয়াত দ্বারা ঘোড়া জিহাদের উপকরণ প্রমাণিত হয়। যদি এটিকে হালাল বলা হয় তবে যুদ্ধের উপকরণ হ্রাস হবে। অতএব, ঘোড়া খাওয়া মাকরূহ হবে।

শাফিঈদের উত্তর

হযরত জাবির রা. এর হাদীস দ্বারা যে বৈধতা বুঝা যায়, এর একটির উত্তর হল– কুরআনের পরিপন্থী খবরে ওয়াহিদ প্রমাণ নয়। কারণ, কুরআনের আয়াতে ঘোড়াকে খচ্চর ও গাধার সাথে উল্লেখ করা হয়েছে– যেটি হারাম। অতএব, ঘোড়াও হারাম, কিন্তু রেওয়ায়াতসমূহের কারণে এতে কিছুটা হালকাপনা আসবে। হারামের স্থলে মাকরূহ হবে।

তাছাড়া, হারাম সাব্যস্তকারী ও বৈধসাব্যস্তকারীর মধ্যে বিরোধ হলে উসূলের নিয়ম অনুযায়ী হারাম সাব্যস্তকারীর প্রাধান্য হবে।

হিদায়া গ্রন্থকারের মতে ঘোড়ার গোশ্‌ত মাকরূহে তাহরীমী। মালিকী তত্ত্বজ্ঞানীদের মাযহাবও এটাই। কেউ কেউ ইমাম আজম র.এর মাযহাব মাকরূহে তানযীহী বর্ণনা করেছেন। কোন কোন আলিম ইমাম আজম র. এর মত প্রত্যাহারের কথাও বর্ণনা করেছেন যে, ঘোড়ার গোশ্‌ত বৈধ। যেমন– ইমাম আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ র. প্রমুখের মাযহাব। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

٣٩٠٥. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حدثنا عَبَّادٌ عَنِ الشَّيْبَانِى قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِى اَوفى رضى الله عنهما اَصَابَتْنَا مجاعة يَوْمَ خَيْبَرَ، فَاِنَّ الْقُدُورَ لِتَغْلِى، قَالَ وَبَعْضُهَا نُضِجَتْ فَجَاءَ مُنَادِى النَّبِىِّ ﷺ لَاتَاكُلُوا مِن لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا وَاَهْرِيقُوهَا، قَالَ ابْنُ اَبِى اَوفى فَتَحَدَّثْنَا اَنَّهُ اِنَّمَا نَهٰى عَنْهَا لِاَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ وَقَالَ بَعْضُهُم نَهٰى عَنْهَا اَلْبَتَّةَ لِاَنَّهَا كَانَتْ تَاكُلُ الْعَذِرَةَ ـ

৩৯০৫/২৪৬. সাঈদ ইবনে সুলাইমান র. ..... হযরত ইবনে আবী আওফা রা. থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেন) খায়বর যুদ্ধে 'আমরা ক্ষুধার্থ হয়ে পড়েছিলাম, আর তখন আমাদের ডেকচিগুলোতে (গাধার গোশ্‌ত) টগবগ করে ফুটছিল। রাবী বলেন, কোন কোন ডেকচির গোশ্‌ত পাকানো হয়ে গিয়েছিল এমন সময়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পক্ষ থেকে এক ঘোষণাকারী এসে ঘোষণা দিলেন, তোমরা (গৃহপালিত) গাধার গোশ্‌ত থেকে সামান্য পরিমাণও খাবে না এবং তা ফেলে দেবে। ইবনে আবী আওফা রা. বলেন, ঘোষণা শুনে আমরা পরস্পর বলাবলি করলাম যে, যেহেতু গাধাগুলো থেকে খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ) আদায় করা হয়নি এ কারণেই তিনি সেগুলো খেতে নিষেধ করেছেন। আর কেউ কেউ মন্তব্য করলেন, না, তিনি (অকাট্যভাবে) চিরদিনের জন্যই গাধার গোশ্‌ত খেতে নিষেধ করেছেন। কেননা, গাধা অপবিত্র জিনিস খেয়ে থাকে।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল يَوْمَ خَيْبَرَ শব্দে। হাদীসটি জিহাদের ৪৪৬ পৃষ্ঠায় গেছে। لِتَغْلِى ঃ غَلٰى يَغْلِى غَلْيًا وغَلَيَانًا জোশমারা, উচ্ছসিত হওয়া (উৎরানো)। এতে তাকীদের লাম রয়েছে।

فَجَاءَ مُنَادِى النَّبِىِّ ﷺ ঃ তিনি হলেন, হযরত আবু তালহা রা.। اَنَّهُ ঃ এটি যমীরে শান।

٣٩٠٦. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِى عَدِىُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِى اَوفى رضى الله عنهم اَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَاَصَابُوا حُمُرًا فَطَبَخُوهَا فَنَادٰى مُنَادِى النَّبِىِّ ﷺ اَكْفِئُوا الْقُدُورَ ـ

৩৯০৬/২৪৭. হাজ্জাজ ইবনে মিনহাল র. ..... বারা এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু আওফা রা. থেকে বর্ণিত যে, (খায়বর যুদ্ধে) তাঁরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে ছিলেন। (খাওয়ার জন্য তাঁরা) গাধার

গোশ্‌ত পেলেন। তাঁরা তা রান্না করলেন। এমন সময়ে নবী সা-এর পক্ষ থেকে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করলেন, ডেকচিগুলো সব উল্টিয়ে ফেল। (অর্থাৎ, সমস্ত গোশ্‌ত ফেলে দাও)

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল إِنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ বাক্য থেকে বের করা হবে। অর্থাৎ, খায়বর যুদ্ধে।

৩৯০৭. حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حدثنا شُعْبَةُ قَالَ حدثنا عَدِىُّ بنُ ثَابِتٍ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَابْنَ أَبِى أَوْفَى رضى الله عنهم يُحَدِّثَانِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدْ نَصَبُوا الْقُدُورَ اكْفِؤُا الْقُدُورَ ـ

৩৯০৭/২৪৮. ইসহাক র. .... হযরত আদী ইবনে সাবিত রা. থেকে বর্ণিত যে, (তিনি বলেন) আমি বারা এবং ইবনে আবু আওফা রা-কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, খায়বরের দিন তাঁরা গাধার গোশ্‌ত পাকানোর জন্য ডেকচি বসিয়েছিলেন, এমন সময়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ডেকচিগুলো উল্টিয়ে ফেল (গোশত ফেলে দাও)।

৩৯০৮. حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ ـ

৩৯০৮/২৪৯. মুসলিম র....... হযরত বারা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে খায়বরে অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলাম......... । পরে তিনি উপরোল্লিখিত বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল হল, এখানে গাযওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য খায়বর যুদ্ধ। হযরত বারা ইবনে আযিব রা. এর এ রেওয়ায়াতটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। نَحْوَهُ ومِثْلَهُ -এর পার্থক্যের কারণে পনের নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৩৯০৯. حَدَّثَنِىْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ قَالَ اخبرنا عَاصِمٌ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضى الله عنهما قَالَ أَمَرَنَا النَّبِىُّ ﷺ فِى غَزْوَةِ خَيْبَرَ أَنْ نُلْقِىَ لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَةِ نِيْئَةً وَنَضِيجَةً ثم لَمْ يَأْمُرْنَا بِأَكْلِهِ بَعْدُ ـ

৩৯০৯/২৫০. ইব্‌রাহীম ইবনে মুসা র. ..... হযরত বারা ইবনে আযিব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বর যুদ্ধের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কাঁচা ও রান্না করা সকল প্রকারের গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত ঢেলে দিতে হুকুম করেছেন। এরপরে আর কখনো তা খেতে অনুমতি দেননি।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল فِى غَزْوَةِ خَيْبَرَ শব্দে। بَعْدُ অর্থাৎ, গৃহে প্রতিপালিত গাধার গোশ্‌ত ফেলে দেয়ার ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশের পর। এতে এর চিরস্থায়ী হারামের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

৩৯১০. حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى الْحُسَيْنِ قَالَ حدثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ لَا أَدْرِى أَنَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ، فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ أَوْ حَرَّمَهُ فِى يَوْمِ خَيْبَرَ لَحْمَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَةِ ـ

৩৯১০/২৫১. মুহাম্মদ ইবনে আবুল হুসাইন র. ... হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ঠিক জানি না যে, গৃহপালিত গাধাগুলো মানুষের মাল-সামান আনা-নেয়ার কাজে ব্যবহৃত হত, কাজেই এর গোশ্ত খেলে মানুষের বোঝা বহনকারী পশু নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং লোকজনের চলাচল কষ্টকর হয়ে পড়বে, এ জন্য কি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা খেতে নিষেধ করেছিলেন, না খায়বরের দিনে এর গোশ্ত (আমাদের জন্য স্থায়ীভাবে) সাধারণ হারাম ঘোষণা দিয়েছেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল فِىْ يَوْمِ خَيْبَرَ শব্দে। لَحْمُ الْحُمُرِ ঃ এটি اَعْنِىْ لَحْمَ الْحُمُرِ উহ্য শব্দের কারণে মানসুব। তাছাড়া এতে هُوَ لَحْمُ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ উহ্য শব্দ দ্বারা মারফূও হতে পারে।

৩৯১১. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ سَابِقٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا، قَالَ فَسَّرَهُ نَافِعٌ فَقَالَ اِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسٌ فَلَهُ ثَلَاثَةُ اَسْهُمٍ، فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَسٌ فَلَهُ سَهْمٌ .

৩৯১১/২৫২. হাসান ইবনে ইসহাক র. .... ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (গণিমতের মাল থেকে) ঘোড়ার জন্য দুই অংশ এবং পদাতিক যোদ্ধার জন্য এক অংশ হিসেবে (গণিমতের) সম্পদ বণ্টন করেছেন। বর্ণনাকারী [উবাইদুল্লাহ্ ইবনে উমর র.] বলেন, নাফি হাদীসটির ব্যাখ্যা করে বলেছেন, (যুদ্ধে) যার সঙ্গে ঘোড়া থাকে তার জন্য তিন অংশ এবং যার সঙ্গে ঘোড়া থাকে না, তার জন্য এক অংশ হত।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল يَوْمَ خَيْبَرَ শব্দে।

খায়বরের গণিমত বণ্টন এবং ঘোড়ার অংশ

খায়বরের গনিমতে স্বর্ণ-রূপা ছিল না, বরং গাভী, বদল, উট এবং কিছু আসবাবপত্র ও বাগ-বাগিচা ছিল। যেমন– এ মাগাযীর ২৫৬ নং হাদীসে তথা হযরত আবু হুরায়রা রা. এর রেওয়ায়াত আসছে। খায়বরের গনিমতে সবচেয়ে বড় (মূল্যবান) জিনিস ছিল জমি। জমি ছাড়া যেসব আসবাবপত্র ছিল সেগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের নস–

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ الاية .

(–সূরা আনফাল) অনুযায়ী গনিমত প্রাপকদের মধ্যে বণ্টন করেছেন এবং জমিগুলো শুধু হুদাইবিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। (সীরাতে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঃ ২/১১৯– রওযুল উনুফ ঃ ২/২৪৬)

বাকি রইল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বরের জমিগুলো কিভাবে বণ্টন করেছেন? এর ধরন সুনানে আবু দাউদে উল্লেখিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক-পঞ্চমাংশ বের করার পর খায়বরের জমি ৩৬ অংশে বণ্টন করেছেন। তন্মধ্যে ১৮ অংশ আলাদা করেন অর্থাৎ, মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় প্রয়োজনাদির জন্য বিশেষিত করে নিয়েছেন, মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করেননি। বাকি ১৮ অংশ মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। প্রতি অংশে শত শত অংশ নির্ধারণ করেন, যেগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলার হিসাব মুতাবিক হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বণ্টন করেন।

খায়বরের সে অর্ধাংশ যেটিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের প্রয়োজনাদির জন্য আলাদা করে রেখেছিলেন, বণ্টন করেননি, তাতে ছিল কাতীবা, ওয়াতীহ, সুলালিম এবং এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট জমিজমা। এ রেওয়ায়াতটি সুনানে আবু দাউদে (ছাপা–দেওবন্দ ঃ ২/৭৭,৭৮) হযরত সাহল ইবনে আবু হাসমা রা. থেকে মুত্তাসিল এবং বশীর ইবনে ইয়াসার তাবিঈ র. থেকে মুরসাল রূপে বর্ণিত আছে।

বাকি রইল ১৮ অংশ কিভাবে বণ্টিত হল? এ ব্যাপারে রেওয়ায়াতগুলো বিভিন্ন রকম। মশহুর রেওয়ায়াত হল, মোট ১৪০০ মানুষ ছিলেন। ঘোড়া ছিল ২০০। ১৪০০ মানুষের জন্য ১৪০০ অংশ হল। কারণ, এক অংশ ছিল একশত হিসসার।

ইমামত্রয়ের মধ্যে আরোহী ছাড়া প্রতিটি ঘোড়ার দুটি অংশ লাভ হয়। অতএব, ২০০ ঘোড়ার হিসসা হল–৪০০। এরূপভাবে ১৪ অংশের সাথে ৪ অংশ মিলে ১৮ অংশ পূর্ণ হয়ে গেল।

সুনানে আবু দাউদে (পৃষ্ঠা ৭৮) মুজাম্মা' রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, খায়বরে সৈন্যসংখ্যা ছিল ১৫০০। তন্মধ্যে ৩০০ ছিলেন আরোহী। অতএব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি আরোহীকে দুই দুই হিসসা দিয়েছেন, আর প্রতিটি পদাতিকের এক একটি হিসসা।

এই রেওয়ায়াতটি ইমামে আজম আবু হানীফা র. এর মাযহাবের অনুকূল। তাঁর মতে, আরোহীর অংশ শুধু দুই হিসসা হয়। একটি আরোহীর, আরেকটি ঘোড়ার। অনুরূপ বর্ণিত আছে, হযরত আলী ও আবু মুসা আশআরী রা. থেকেও। অতএব, এ হিসেবে ১৫ অংশ ১৫০০ মানুষের আর ৩ অংশ ৩০০ ঘোড়ার। ১৫ এবং ৩ মিলে ১৮ হয়ে যায়।

সারকথা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বরের জমি-জমার অর্ধ অংশ হুদাইবিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বণ্টন করেছেন। তাছাড়া, অন্য কাউকে এতে শরীক করেননি। কিন্তু হাদীসসমূহ দ্বারা বুঝা যায়, খায়বর বিজয়ের পর নৌকাওয়ালা (নৌযানে সফরকারী যাত্রী) তথা হযরত জাফর, আবু মুসা আশআরী রা. এবং তাদের সাথী যাদের সংখ্যা ছিল ১০০ এরও বেশি। তারা হাবশা থেকে ফিরে আসেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকেও কিছু দিয়েছেন। বুখারীতে হযরত আবু মুসা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা খায়বর বিজয়ের পর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হই। তিনি আমাদেরকে অংশ দেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ছাড়া এমন কোন ব্যক্তিকে গনিমতের মাল থেকে অংশ দেননি, যারা বিজয়ের সময় ইসলামী বাহিনীর সাথে উপস্থিত ছিলেন না। (বুখারী ঃ ২/৬০৮)

এর দ্বারা উপরোক্ত বণ্টনে অমিলের সন্দেহ হয়। এর উত্তর হল, হতে পারে তাদেরকে শুধু অস্থাবর জিনিসের মধ্য থেকে গনিমত বণ্টনের পূর্বে সাহায্য স্বরূপ কিছু হিসসা দেয়া হয়েছে। অথবা তিনি এক-পঞ্চমাংশ থেকে দিয়েছেন। অস্থাবর জমি থেকে নয়। কারণ, এগুলো শুধু বাইআতে রিযওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের পুরস্কার ছিল।

বিজিত জমি বণ্টন এবং রাষ্ট্রপ্রধানের এখতিয়ার

প্রথমে জানা হয়ে গেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বরের পূর্ণ জমি গনিমত লাভকারীদের মধ্যে বণ্টন করেননি। বরং শুধু শিক, নাতআ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট জমি-জমা মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করেছেন। কাতীবা, ওয়াতীহ, সুলালিম এবং এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট জমিগুলো মুসলমানদের স্বার্থে ও প্রয়োজনের জন্য সংরক্ষণ করেছেন। যদ্বারা বুঝা গেল, বিজিত জমির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধানের এখতিয়ার আছে। তিনি যা ভাল মনে করেন তা করতে পারেন। চাই তিনি মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করেন কিংবা সেখানকার অধিবাসীদের ব্যবহারে ছেড়ে দেন, কিংবা তাদের উপর ট্যাক্স নির্ধারণ করেন।

ইমাম আজম, মালিক, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ ও সুফিয়ান সাওরী র. এর মাযহাব এটাই।

ইমাম শাফিঈ র. এর মাযহাব হল, অস্থাবর সম্পদের ন্যায় জমি-জমাও মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করা জরুরি। শাফিঈগণ খায়বরের বণ্টনের এই ব্যাখ্যা করেন যে, খায়বরের অর্ধাংশ জোরপূর্বক (যুদ্ধ করে) বিজিত হয়েছিল। আর বাকি অংশ বিজিত হয়েছে সন্ধির ভিত্তিতে। অতএব, যুদ্ধের মাধ্যমে পরাভূত করে যে অংশ বিজিত হয়েছে সে অংশটুকু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করেছেন। আর যে অর্ধাংশ সন্ধিরূপে বিজিত হয়েছে সেটুকু বণ্টন করেননি।

কিন্তু হাদীস ও সীরাতের সবগুলো বর্ণনায় এ বিষয়টি সুস্পষ্ট ভাষায় রয়েছে যে, গোটা খায়বর নেহায়েত কঠিন যুদ্ধ ও ভীষণ মুকাবিলা ও কঠোর লড়াইয়ের পর বিজিত হয়েছে। ইয়াহুদীরা লড়াই থেকে অপারগ হলে দূর্গগুলো থেকে নিচে অবতরণ করে এবং সবধরনের মালিকানা ও এখতিয়ার থেকে মুক্ত হয়ে যায়। তারা এ ব্যাপারে সম্মত হয় যে, জমিজমা ও বাগবাগিচায় তাদের কোন প্রকার অধিকার থাকবে না। শ্রমিকদের ন্যায় তারা এতে কাজ করবে। মুসলমানরা যতক্ষণ পর্যন্ত চাইবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে সেখানে স্থির রাখবে। আর যখন ইচ্ছা করবে তখন সে ভূমি থেকে বহিষ্কার করে দিবে। তারা শুধু শ্রমিক ছিল, কোন ভূমি ও বাড়ির মালিক ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লেনদেন করার সময় সুস্পষ্ট ভাষায় তাদের সাথেই শর্তারোপ করেছিলেন যে, যখন ইচ্ছা করবেন তখনই তোমাদের কাছ থেকে জমি ফেরত নিয়ে নিবেন। এ শর্তের ভিত্তিতেই হযরত ফারুকে আজম রা. স্বীয় খিলাফত যুগে সমস্ত ভূমি তাদের কাছ থেকে ফেরত নিয়ে নেন এবং তাদেরকে মালিকানা থেকে বহিষ্কার করে দেন।

এতে বুঝা গেল পুরো খায়বর বলপূর্বক (যুদ্ধ করে) বিজিত হয়েছে। যে সব মহামনীষী তথা মালিক র. প্রমুখের উক্তি দ্বারা বুঝা যায় যে, খায়বরের অর্ধাংশ বলপূর্বক আর বাকী অর্ধাংশ সন্ধির ভিত্তিতে বিজিত হয়েছে, এর অর্থ পারিভাষিক সন্ধি নয়। বরং এর উদ্দেশ্য হল, শুরুতেই ইয়াহুদীরা মুকাবিলা ও লড়াই করেছে। কিন্তু পরবর্তীতে যখন মুকাবিলা থেকে অপারগ হয় তখন হাতিয়ার ফেলে দেয় এবং লড়াই শেষ করার আবেদন করে। এ যুদ্ধ বিরতিকে কোন কোন আলিম সুলহ তথা সন্ধি দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ, খায়বরের অর্ধাংশ লড়াই দ্বারা বিজিত হয়েছে আর বাকী অর্ধাংশ বিজিত হয়েছে বিনা যুদ্ধে। এ মাসআলাটির তাত্ত্বিক আলোচনা ও বিশ্লেষনের জন্য প্রয়োজন হলে দেখুন ইযালাতুল খিফা– শাহ ওয়ালিউল্লাহ, আহকামুল কুরআন– জাসসাস, শরহে মাআনিল আছার– তাহাভী بَابُ مَايَفْعَلُ الامَامُ بِالاَرْضِ الْمَفْتُوحَةِ ও তাইসীরুল কারী–শরহে বুখারী।

٣٩١٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ اَخْبَرَهُ قَالَ مَشَيْتُ اَنَا وعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْنَا اَعْطَيْتَ بَنِى الْمُطَّلِبِ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا وَنَحْنُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْكَ؟ فَقَالَ اِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ قَالَ جُبَيْرٌ وَلَمْ يَقْسِمِ النَّبِيُّ ﷺ لِبَنِى عَبْدِ شَمْسٍ وَبَنِى نَوْفَلٍ شَيْئًا ـ

৩৯১২/২৫৩. ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর র. ..... হযরত জুবাইর ইবনে মুতইম রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং উসমান ইবনে আফ্‌ফান রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে গিয়ে বললাম, আপনি খায়বরের প্রাপ্ত খুমুস থেকে বনু মুত্তালিবকে অংশ দিয়েছেন, আমাদেরকে দেননি। অথচ আপনার সাথে বংশের দিক থেকে আমরা এবং বনু মুত্তালিব একই পর্যায়ের। তখন নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিঃসন্দেহে বণু হাশিম এবং বনু মুত্তালিব সম-মর্যাদার অধিকারী। জুবাইর রা. বলেন, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু আবদে শাম্‌স ও বনু নাওফালকে (খুমুস থেকে) কিছুই দেননি।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ শব্দে। হাদীসটি জিহাদের ৪৪৪ পৃষ্ঠায় গেছে।

وَنَحْنُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْكَ ঃ কারণ, আবদে মানাফের ৪ ছেলে ছিলেন– ১. হাশিম, ২. মুত্তালিব, ৩. আবদে শামস ও ৪. নাওফাল। হাশিমের সন্তানদের মধ্যে ছিলেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নাওফালের সন্তানদের মধ্যে জুবাইর ইবনে মুতইম, আবদে শামসের সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন উসমান গনী রা.। بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْكَ দ্বারা উদ্দেশ্য তাই। অর্থাৎ, তাঁর সাথে বংশীয় সম্পর্কে আমরা সবাই এক শ্রেণীর। সবাই আবদে মানাফের সন্তান। কিতাবুল জিহাদের ৪৪৪ নং পৃষ্ঠার শব্দগুলো নিম্নরূপ–

نَحْنُ وَهُم مِنكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ـ

অর্থাৎ, আমরা নাওফাল ও আবদে শামসের সন্তান। তাঁরা অর্থাৎ, হাশিম ও মুত্তালিব এর সন্তানরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে আত্মীয়তার ক্ষেত্রে সমান। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাশিম ও মুত্তালিবের সন্তানদেরকে দিয়েছেন। নাওফাল ও আবদে শামসের সন্তানদেরকে দেননি। এবং ইরশাদ করেছেন–

اِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيئٌ وَاحِدٌ ـ

'নিশ্চয় বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব একই। অর্থাৎ, একজন অপরজন থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হননি। কুফর ও ইসলামে সর্বদা শরীক থাকেন।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় আছে–

فَقَالَ اَنَا وَبَنُو الْمُطَّلِبِ لَمْ يَفْتَرِقُ فِى الْجَاهِلِيَةِ وَلاَ اِسْلَامِ الخ ـ

এতে বুঝা গেল, বনু হাশিম তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিজস্ব গোত্রই ছিল, বনু মুত্তালিবকেও তাদের সাথে এজন্য অন্তর্ভুক্ত করেছেন যে, তারাও জাহিলিয়ত ও ইসলামে কখনও বনু হাশিম থেকে বিচ্ছিন্ন থাকেন নি। এমনকি মক্কার কুরাইশ যখন বনু হাশিমের সাথে খাদ্য বয়কট করেছিল এবং তাদেরকে শিবে আবু তালিবে আবদ্ধ করেছিল তখন বনু মুত্তালিবকে কুরাইশরা যদিও বয়কটে অন্তর্ভুক্ত করেনি, তা সত্ত্বেও নিজ সম্মতিতেই সহমর্মিতারূপে বয়কটে অংশগ্রহণ করেন। (মাজহারী)

মোটকথা, এ দু'টি গোত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে আত্মীয়তা ছাড়াও সাহায্য সহযোগিতায় পরস্পরে অংশীদার ছিলেন। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

٣٩١٣. حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِى مُوسٰى رضى الله عنه قَالَ بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِىِّ ﷺ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ اِلَيْهِ اَنَا وَاِخْوَانٌ لِى وَاَنَا اَصْغَرُهُم، اَحَدُهُمَا اَبُو بُرْدَةَ وَالْاٰخَرُ اَبُورُهِم، اِمَّا قَالَ بِضْعٌ وَاِمَّا قَالَ فِى ثَلَاثَةٍ وَخَمْسِينَ اَوْ اِثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِى، فَرَكِبْنَا سَفِينَةً فَاَلْقَتْنَا سَفِيْنَتُنَا اِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبْشَةِ، فَوَافَقْنَا جَعْفَرُ بْنُ اَبِى طَالِبٍ، فَاَقَمْنَا مَعَهُ حَتّٰى قَدِمْنَا جَمِيعًا ـ

فَوَا فَقْنَا النَّبِىَّ ﷺ حِيْنَ افْتُتِحَ خَيْبَرُ، وَكَانَ اُنَاسٌ مِنَ النَّاسِ يَقُوْلُوْنَ لَنَا، يَعْنِى لِاَهْلِ السَّفِينَةِ، سَبَقْنَاكُم بِالْهِجْرَةِ، وَدَخَلَتْ اَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ وَهِىَ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا عَلٰى حَفْصَةَ زَوج النَّبِىِّ ﷺ زَائِرَةً وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ اِلَى النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ فَدَخَلَ عُمَرُ عَلٰى حَفْصَةَ وَاَسْمَاءُ عِنْدَهَا، فَقَالَ عُمَرُ حِيْنَ رَاٰى اَسْمَاءَ مَنْ هٰذِهِ؟ قَالَتْ اَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، قَالَ عُمَرُ الْحَبَشِيَّةُ

هٰذِهِ، الْبَحْرِيَّةُ هٰذِهِ؟ قَالَتْ أَسْمَاءُ نَعَمْ، قَالَ سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ، فَنَحْنُ أَحَقُّ بِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ مِنْكُمْ، فَغَضِبَتْ وَقَالَتْ كَلَّا وَاللّٰهِ كُنْتُمْ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ يُطْعِمُ جَائِعَكُمْ وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ، وَكُنَّا فِي دَارِ أَوْ فِي أَرْضِ الْبُعَدَاءِ الْبُغَضَاءِ بِالْحَبَشَةِ، وَذٰلِكَ فِي اللّٰهِ وَفِي رَسُولِهِ، وَايْمُ اللّٰهِ لَا أَطْعَمُ طَعَامًا وَلَا أَشْرَبُ شَرَابًا، حَتّٰى أَذْكُرَ مَا قُلْتَ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْذٰى وَنَخَافُ ـ

وَسَأَذْكُرُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَسْأَلُهُ وَ وَاللّٰهِ لَا أَكْذِبُ وَلَا أَزِيغُ وَلَا أَزِيدُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ يَانَبِيَّ اللّٰهِ! إِنَّ عُمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ فَمَا قُلْتِ لَهُ؟ قَالَتْ قُلْتُ لَهُ كَذَا وَكَذَا، قَالَ لَيْسَ بِأَحَقَّ بِي مِنْكُمْ، وَلَهُ وَلِأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلُ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ، قَالَتْ فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسٰى وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ يَأْتُونِي أَرْسَالًا يَسْأَلُونِّي عَنْ هٰذَا الْحَدِيثِ، مَا مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ وَلَا أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ، قَالَ أَبُو بُرْدَةَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسٰى وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ هٰذَا الْحَدِيثَ مِنِّي، قَالَ أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسٰى رض قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي لَأَعْرِفُ أَصْوَاتَ رُفْقَةَ الْأَشْعَرِيِّينَ بِالْقُرْاٰنِ حِينَ يَدْخُلُونَ بِاللَّيْلِ وَأَعْرِفُ مَنَازِلَهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ بِالْقُرْاٰنِ بِاللَّيْلِ، وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرَ مَنَازِلَهُمْ حِينَ نَزَلُوا بِالنَّهَارِ، وَمِنْهُمْ حَكِيمٌ إِذَا لَقِيَ الْخَيْلَ أَوْ قَالَ الْعَدُوَّ قَالَ لَهُمْ إِنَّ أَصْحَابِي يَأْمُرُونَكُمْ أَنْ تَنْظُرُوهُمْ ـ

৩৯১৩/২৫৪. মুহাম্মদ ইবনুল আলা র. ..... হযরত আবু মুসা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ইয়ামানে থাকা অবস্থায় আমাদের কাছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (মক্কা থেকে মদীনায়) হিজরতের খবর পৌঁছল। তাই আমি ও আমার দু'ভাই আবু বুরদা ও আবু রুহম এবং আমাদের কাওমের আরো মোট বায়ান্ন কি তিপ্পান্ন কিংবা আরো কিছু লোকজনসহ আমরা হিজরতের জন্য বেরিয়ে পড়লাম। আমি ছিলাম আমার অপর দু'ভাইয়ের চেয়ে বয়সে ছোট। আমরা একটি জাহাজে আরোহণ করলাম। জাহাজটি আমাদেরকে আবিসিনিয়ার (সম্রাট) নাজাশীর নিকট পৌঁছিয়ে দিল। সেখানে আমরা জা'ফর ইবনে আবু তালিবের সাক্ষাৎ পেলাম (যিনি ইতোপূর্বেই মক্কা থেকে হিজরত করে তথায় পৌছে বসবাস করছিলেন) এবং তাঁর সাথেই আমরা রয়ে গেলাম।

অবশেষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খায়বর বিজয়কালে সকলে (হাবশা থেকে) প্রত্যাবর্তন করে এসে তাঁর সঙ্গে একত্রিত হলাম। এ সময়ে মুসলমানদের কেউ কেউ আমাদেরকে অর্থাৎ, নৌযানযোগে আগমনকারীদেরকে বলল, হিজরতের ব্যাপারে আমরা তোমাদের অপেক্ষা অগ্রগামী। আমাদের সাথে আগমনকারী আসমা বিনতে উমাইস রা. একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী হযরত হাফসা রা.-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। অবশ্য তিনিও (তাঁর স্বামী জা'ফরসহ) নাজাশী বাদশাহর দেশের হিজরতকারীদের সাথে হিজরত করেছিলেন। আসমা বিনতে উমাইস রা. হাফসার কাছেই ছিলেন। এ সময়ে হযরত উমর রা. তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন। উমর রা. আসমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কে? হাফসা রা. বললেন, তিনি আসমা বিনতে উমাইস রা.। উমর রা. বললেন, ইনিই কি হাবশা দেশে হিজরতকারিণী আসমা? ইনিই কি সমুদ্র ভ্রমণকারিণী? আসমা রা. বললেন, হ্যাঁ! তখন উমর রা. বললেন,

হিজরতের ব্যাপারে আমরা তোমাদের চেয়ে আগে আছি। সুতরাং তোমাদের তুলনায় আমরা রাসূলুল্লাহ সা-এর বেশি ঘনিষ্ঠ। এতে আসমা রা. রেগে গেলেন এবং বললেন, কখনো হতে পারে না। আল্লাহ্র কসম, আপনারা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে ছিলেন, তিনি আপনাদের ক্ষুধার্তদের আহারের ব্যবস্থা করতেন, আপনাদের মধ্যকার অবুঝ লোকদেরকে সদুপদেশ দিতেন অর্থাৎ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, আত্মিক-দৈহিক সর্বপ্রকার রক্ষণাবেক্ষণ আপনাদের হত। আর আমরা ছিলাম এমন এক এলাকায় অথবা তিনি বলেছেন এমন এক দেশে যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বহুদূর এবং সর্বদা শত্রু কবলিত– হাবশা দেশে। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যেই ছিল আমাদের এ কুরবানী। আল্লাহ্র কসম, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত কোন খাবার গ্রহণ করব না এবং পানিও পান করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি যা বলেছেন তা আমি রাসূলুল্লাহ সা-কে না জানাব। সেখানে আমাদেরকে কষ্ট দেয়া হত, ভয় দেখানো হত।

অচিরেই আমি নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এসব কথা বলব। এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করব। তবে আল্লাহর কসম, আমি মিথ্যা বলব না, ঘুরিয়ে কিংবা এর উপর অবাস্তব বাড়িয়েও কিছু বলব না। এরপর যখন নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন তখন আসমা রা. বললেন, হে আল্লাহ্র নবী! উমর রা. এসব কথা বলেছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তাঁকে কি উত্তর দিয়েছ? আসমা রা. বললেন ঃ আমি তাঁকে এরূপ এরূপ বলেছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (এ ব্যাপারে) তোমাদের তুলনায় উমর রা. আমার বেশি ঘনিষ্ঠ নয়। কারণ, উমর রা. এবং তাঁর সাথীদের তো মাত্র একটিই হিজরত লাভ হয়েছে, আর তোমরা যারা জাহাজে আরোহণকারী ছিলে তোমাদের দু'টি হিজরত অর্জিত হয়েছে।

আসমা রা. বলেন, এ ঘটনার পর আমি আবু মুসা রা. এবং নৌযানযোগে আগমনকারী অন্যদেরকে দেখেছি যে, তাঁরা দলে দলে এসে আমার নিকট থেকে এ হাদীসখানা শুনতেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের সম্পর্কে যে কথাটি বলেছিলেন, এ কথাটি তাদের কাছে এতই প্রিয় ছিল যে, তাঁদের কাছে দুনিয়ার অন্য কোন জিনিস এত প্রিয় ছিল না। আবু বুরদা রা. বলেন যে, আসমা রা. বলেছেন, আমি আবু মুসা [আশ্আরী রা.]-কে দেখেছি, তিনি বারবারই আমার কাছ থেকে এ হাদীসটি শুনতে চাইতেন।

আবু বুরদা রা. আবু মুসা রা. থেকে আরো বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আশআরী গোত্রের লোকজন রাতের বেলায় এলেও আমি তাদেরকে তাদের কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ থেকেই চিনতে পারি। আর রাতের বেলায় তাদের কুরআন তিলাওয়াত শুনেই আমি তাদের বাড়িঘর চিনে নিতে পারি। যদিও আমি দিনের বেলায় তাদেরকে নিজ নিজ বাড়ি-ঘর দেখিনি। হাকীম ছিলেন আশআরীদের একজন। যখন তিনি কোন দল কিংবা (বর্ণনাকারী বলেছেন) কোন শত্রুর মুকাবিলায় আসতেন তখন তিনি তাদেরকে বলতেন, আমার বন্ধুরা তোমাদের বলেছেন, যেন তোমরা তাঁদের জন্য একটু অপেক্ষা কর।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল হল حِيْنَ افْتُتِحَ خَيْبَرُ শব্দে। এ হাদীসটি টুকরোরূপে ৪৪৩ নং পৃষ্ঠায় এবং হিজরতুল হাবশায় ৫৪৭ নং পৃষ্ঠায় গেছে।

مَخْرَج ঃ মীমের উপর যবর। মীমটি হয়তো মাসদারের জন্য। অর্থাৎ, তাঁর বের হওয়া। অথবা ইসমে জামানের জন্য অর্থাৎ, তাঁর বের হওয়ার সময়। وَنَحْنُ بِالْيَمَن ঃ এর ওয়াওটি হালের জন্য। أَبُو بُرْدَةَ ঃ বায়ের উপর পেশ, রা সাকিন। তার নাম হল, আমির ইবনে কায়েস। أَبُو رُهْم ঃ রায়ের উপর পেশ, হায়ের উপর জযম। ইবনে কায়েস আশআরী। আবু মুসা আশআরী রা. এর ৩ ভাই ছিলেন– আবু বুরদা আমির, আবু রুহম, আর মাজদী। কেউ কেউ বলেছেন, আবু রুহমের নাম হল, মাজদী। فِي بِضْع ঃ বায়ের নিচে যের, দোয়াদের উপর জযম। ৩–৯ পর্যন্ত। আর কেউ কেউ বলেছেন, ১–১০ পর্যন্ত। সংখ্যার একটি অংশ।

এবার যদি আপনি প্রশ্ন করেন যে, فِى بِضْعٍ শব্দটি কার সাথে مُتَعَلِّق । এর এরাবের মহল কি? আমি উত্তর দিব, এটি فَخَرَجْنَا শব্দের সাথে مُتَعَلِّق । এর মহল হল, হাল রূপে নসব।

فَوَافَقْنَا ঃ অর্থাৎ, আমরা জাফর ইবনে আবু তালিবকে হাবশায় পেলাম। اَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْس ঃ হযরত জাফর রা. এর স্ত্রী ছিলেন। তিনি হাবশা থেকে হযরত জাফর রা. এর সাথে এসেছিলেন। অতঃপর জাফর রা. এর শাহাদতের পর (মূতার যুদ্ধে অষ্টম হিজরীতে) হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এর ওফাতের পর হযরত আলী রা. তাঁকে বিয়ে করেন। وَمِنْهُم حَكِيْم ঃ এটা হয়ত কোন আশআরীর নাম। অথবা, কোন আশআরীর সিফত বা গুণ। অর্থাৎ, তিনি ছিলেন প্রজ্ঞাবান। قَالَ لَهُم الخ ঃ হাকীমের উক্তির উদ্দেশ্য হল, এ হাকীম বড় বাহাদুর। দুশমনের সাথে মুকাবিলার সময় পালিয়ে যান না। বরং তিনি বলতেন যে, একটু ধৈর্য ধারণ কর। আমি তোমাদের সাথে লড়াইয়ের জন্য উপস্থিত। অথবা এর উদ্দেশ্য হল, তিনি বড় হিকমত ও প্রজ্ঞার অধিকারী। শত্রুদেরকে এরূপভাবে ভীতি প্রদর্শন করে নিজেকে তাদের থেকে রক্ষা করেন যে, তারা মনে করে, তিনি একা নন। আরও সাথী-সঙ্গী আসছেন। কেউ কেউ প্রথমাংশ اِذَا لَقِىَ الْخَيْلَ এর এই অনুবাদ করেছেন যে, যখন তিনি মুসলমান আরোহীদের সাথে মিলিত হন তখন বলেন, তোমরা একটু দাঁড়াও। অর্থাৎ, আমাদের পদাতিক সাথীদের আসতে দাও। আমরা সবাই মিলে কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়ব।

৩৯১৪. حَدَّثَنِى اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ سَمِعَ حَفْصَ بْنَ غِيَاثٍ بُرَيْدَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِى مُوسٰى قَالَ قَدِمْنَا عَلَى النَّبِىِّ ﷺ بَعْدَ اَنْ اِفْتَتَحَ خَيْبَرَ فَقَسَمَ لَنَا وَلَمْ يَقْسِمْ لِاَحَدٍ لَمْ يَشْهَدِ الْفَتْحَ غَيْرَنَا .

৩৯১৪/২৫৫. ইসহাক ইবনে ইবরাহীম র. ...... হযরত আবু মুসা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বর জয় করার পরে আমরা (আবূ মূসা রা. ও তার সঙ্গীগণ হযরত জাফরসহ) তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। তিনি আমাদের জন্য গণিমতের মাল বণ্টন করেছেন। আমাদেরকে ছাড়া বিজয়ে অংশগ্রহণ করেনি এমন কারুর জন্য তিনি (খায়বরের গণিমতের মাল) বন্টন করেননি।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল بَعْدَ اَن افْتَتَحَ خَيْبَرَ শব্দে।

৩৯১৫. حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حدثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو اِسْحَاقَ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنِى ثَوْرٌ قَالَ حَدَّثَنِى سَالِمٌ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رضى الله عنه يَقُولُ اِفْتَتَحْنَا خَيْبَرَ فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلاَ فِضَّةً اِنَّمَا غَنِمْنَا الْبَقَرَ وَالاِبِلَ وَالْمَتَاعَ وَالْحَوَائِطَ، ثُمَّ انْصَرَفْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى وَادِى الْقُرٰى وَمَعَهُ عَبْدٌ لَهُ، يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ، اَهْدَاهُ لَهُ اَحَدُ بَنِى الضِّبَابِ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ جَاءَ سَهْمٌ عَائِرٌ حَتّٰى اَصَابَ ذٰلِكَ الْعَبْدَ، فَقَالَ النَّاسُ هَنِيْئًا لَهُ الشَّهَادَةُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَلٰى وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ اِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِى اَصَابَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا، فَجَاءَ رَجُلٌ حِيْنَ سَمِعَ ذٰلِكَ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ بِشِرَاكٍ او شِرَاكَيْنِ، فَقَالَ هٰذَا شَئٌ كُنْتُ اَصَبْتُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شِرَاكٌ اَوْ شِرَاكَيْنِ مِنَ النَّارِ .

৩৯১৫/২৫৬. আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ র. .... হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধে আমরা (মুসলমানরা) বিজয় লাভ করেছি কিন্তু গণিমত হিসেবে আমরা সোনা, রূপা কিছুই লাভ করিনি। আমরা যা পেয়েছিলাম তা ছিল গরু, উট, বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রী এবং ফলের বাগান। (যুদ্ধ শেষ করে) আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে ওয়াদিল কুরা নামক স্থান পর্যন্ত ফিরে আসলাম। তাঁর [নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর] সঙ্গে ছিল মিদআম নামক একটি গোলাম। বনী যুবাবের-এর জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে এটি হাদিয়া দিয়েছিল। এক সময়ে সে রাসূলুল্লাহ্ সা-এর হাওদা নামানোর কাজে ব্যস্ত ছিল আর ঐ মুহূর্তে এক অজ্ঞাত দিকে থেকে একটি তীর ছুটে এসে তার গায়ে পড়ল। ফলে গোলামটি মারা গেল। এ অবস্থা দেখে লোকজন বলাবলি শুরু করল যে, কি আনন্দদায়ক তার এ শাহাদত! (অর্থাৎ, মিদআম শহীদ হয়ে গিয়েছে) তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাই নাকি? সেই মহান সত্তার কসম, তাঁর হাতে আমার প্রাণ, বণ্টনের আগে খায়বর যুদ্ধলব্ধ গনীমত থেকে সে যে চাদরখানা তুলে নিয়েছিল সেটি আগুন হয়ে অবশ্যই তাকে দগ্ধ করবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ কথাটি শোনার পর আরেক ব্যক্তি একটি অথবা দু'টি গণিমতের জুতার ফিতা নিয়ে এসে বলল, এ জিনিসটি আমি বন্টনের আগেই গনীমতের মাল থেকে নিয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ একটি অথবা দু'টি ফিতাও আগুনের ফিতায় রূপান্তরিত হত। (অর্থাৎ, তুমি তা না দিলে এগুলো আগুন হয়ে তোমাকে জ্বালাত।)

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল افْتَتَحْنَا خَيْبَرَ বাক্যে। ইমাম বুখারী র. এ হাদীসটি কসম ও মান্নতে ৯৯২ পৃষ্ঠায় পেশ করেছেন। مِدْعَمٌ ঃ মীমের নিচে যের, দালের উপর জযম, আইনের উপর যবর। أَحَدُ بَنِى الضِّبَابِ ঃ দোয়াতের নিচে যের। মুসলিম শরীফের রেওয়ায়াতে أَهْدَاهُ لَهُ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ বাক্য আছে। سَهْمٌ عَائِرٌ ঃ এরূপ তীর যার নিক্ষেপকারী অজানা।

সাধারণ চুরির ন্যায় গনিমতের মালেও চুরি করা হারাম

গনিমতের সম্পদ থেকে কোন জিনিস অংশ ছাড়া নেয়া হারাম। চাই একদম মামুলি থেকে মামুলি হোক না কেন। এটা খেয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, স্বীয় শরঈ অংশ ব্যতীত গনিমতের সম্পদের কোন অংশ চাই একটি সুঁই অথবা একটি তাগা পরিমাণই হোক না কেন তা নেয়া জায়েয নেই।

٣٩١٦. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِى زَيْدٌ عَنْ أَبِيهِ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُولُ : أَمَا وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْلَا أَنْ أَتْرُكَ آخِرَ النَّاسِ بَيَانًا لَيْسَ لَهُمْ شَىْءٌ مَا فُتِحَتْ عَلَىَّ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِىُّ ﷺ خَيْبَرَ وَلٰكِنِّى أَتْرُكُهَا خِزَانَةً لَهُمْ يَقْتَسِمُونَهَا .

৩৯১৬/২৫৭. সাঈদ ইবনে আবু মরিয়ম র. ..... হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মনে রেখ! সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যদি পরবর্তী বংশধরদের নিঃস্ব ও রিক্ত-হস্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত তা হলে আমি আমার সমুদয় বিজিত এলাকা সেভাবে বণ্টন করে দিতাম যেভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার বণ্টন করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি তা তাদের জন্য গচ্ছিত আমানত হিসাবে রেখে যাচ্ছি যেন পরবর্তী বংশধরগণ তা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নিতে পারে। অর্থাৎ, এর আয় ন্যায় সংগতভাবে বন্টন করে।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ বাক্যে। بَيَان ঃ প্রথম বায়ের উপর যবর, দ্বিতীয় বায়ের উপর তাশদীদ, পরে নূন সহকারে। এর অর্থ হল, এক পন্থা, এক ধরণ, এক পদ্ধতির উপর। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হল– গরীব মুখাপেক্ষী।

আল্লামা খাত্তাবী র. বলেন, আমি মনে করি এ শব্দটি আরবী নয়। এ হাদীস ছাড়া এ শব্দটি আমি কোথাও শুনিনি। কেউ কেউ বলেছেন, এটি ইয়ামানী ভাষার শব্দ। কেউ কেউ বলেছেন, এ بَيَّان শব্দটি বায়ের উপর যবর, তাশদীদযুক্ত ইয়া সহকারে। (উমদাতুল কারী)

সাইয়্যিদিনা উমর ফারুক রা. এর উক্তির অর্থ হল– আমার খিলাফত কালে যে গ্রাম ও শহর বিজিত হয়, যদি আমি এগুলো উপস্থিতদের মধ্যে বন্টন করে দেই, যেমন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বর বন্টন করে দিয়েছেন, তবে যে গ্রাম যার অংশে আসবে সে সেটার মালিক হয়ে যাবে, অন্যের কোন অধিকার তার মধ্যে থাকবে না। অতএব, আমি এগুলো চিরস্থায়ী ভাবে ওয়াকফ করে দিয়েছি যাতে কিয়ামত পর্যন্ত এগুলোর আয় দ্বারা মুসলমানদের উপকার হয়।

٣٩١٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ رضى الله عنه قَالَ لَوْلَا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَافُتِحَتْ عَلَيْهِمْ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ -

৩৯১৭/২৫৮. মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না র. ..... হযরত উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, পরবর্তী মুসলমানদের উপর আমার আশংকা না থাকলে আমি তাদের (মুজাহিদগণের) বিজিত এলাকাগুলো তাঁদের মধ্যে সেভাবে বন্টন করে দিতাম যেভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বর বণ্টন করে দিয়েছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসটি হযরত উমর ফারুক রা. এরই পূর্বোক্ত রেওয়ায়াত অন্য সনদে। হাদীসটি জিহাদে ৪৪০ পৃষ্ঠায় গেছে।

٣٩١٨. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ وَسَأَلَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ قَالَ لَهُ بَعْضُ بَنِي سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ لَاتُعْطِهِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ هٰذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلٍ، فَقَالَ وَاعَجَبَاهُ! لِوَبْرٍ تَدَلَّى مِنْ قُدُومِ الضَّأْنِ، وَيُذْكَرُ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ، قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَبَانًا عَلَى سَرِيَّةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ قِبَلَ نَجْدٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَدِمَ أَبَانُ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِخَيْبَرَ بَعْدَ مَا افْتَتَحَهَا وَإِنَّ حُزُمَ خَيْلِهِمْ لَلِيفٌ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ! لَاتَقْسِمْ لَهُمْ، قَالَ أَبَانُ وَأَنْتَ بِهٰذَا يَاوَبْرُ! تَحَدَّرَ مِنْ رَأْسِ ضَأْنٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَبَانُ اجْلِسْ فَلَمْ يَقْسِمْ لَهُمْ -

৩৯১৮/২৫৯. আলী ইবনে আবদুল্লাহ র. ..... হযরত আমবাসা ইবনে সাঈদ র. থেকে বর্ণিত যে, আবু হুরায়রা রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে এসে (খায়বর যুদ্ধের গণিমতের) অংশ চাইলেন। তখন বনু সাঈদ ইবনে আসের জনৈক ব্যক্তি বলে উঠল, না, তাকে (খায়বরের গণিমতের অংশ) দিবেন না। আবু

হুরায়রা রা. বললেন, এ লোক তো (আবান) ইবনে কাওকালের অর্থাৎ নোমান ইবনে কাওকাল আনসারীর হত্যাকারী (কাজেই তাকে না দেয়া হোক)। কথাটি শুনে সে ব্যক্তি (আবান বিন সাঈদ) বলল, বাঃ! 'দান পাহাড় থেকে নেমে আসা অদ্ভুত বিড়ালের ন্যায় প্রাণীর কথায় আশ্চর্য বোধ করছি।

যুবাইদী -যুহরী-আমবাসা ইবনে সাঈদ র-আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি সাঈদ ইবনে আস রা. সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি সে সময়ে আমীরে মু'আবিয়ার পক্ষ থেকে মদীনার গর্ভনর ছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবান ইবনে সাঈদ রা-এর নেতৃত্বে একটি সৈন্যদল মদীনা থেকে নাজদের দিকে পাঠিয়েছিলেন। আবু হুরায়রা রা. বলেন, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খায়বর বিজয় করে সেখানে অবস্থানরত ছিলেন তখন আবান রা. ও তাঁর সঙ্গীগণ সেখানে এসে তাঁর (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে মিলিত হলেন। তাদের ঘোড়াগুলোর লাগাম ছিল খেজুরের ছালের বানানো। (অর্থাৎ, তাঁরা ছিলেন বড়ই নিঃস্ব) আবু হুরায়রা রা. বলেন ঃ আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাদেরকে কোন অংশ দিবেন না। তখন আবান রা. বললেন, আরে আশ্চর্য ওয়াবার (বিড়ালে ন্যায় এক প্রকার ছোট প্রাণী) এর উপর! (তুমি এমন কথা বলছ (অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে তুমি এ মর্যাদার নও, আর না তুমি রাসূলের আহলে বাইতের অর্ন্তভূক্ত, এমনকি সমগোত্র বা সমদেশীয়ও নও)। দান পাহাড় থেকে নেমে আসছ (বরং তুমিই না পাওয়ার যোগ্য।) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবান!, বস। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে (আবান ও তার সঙ্গীদেরকে) অংশ দিলেন না।[১]

উল্লেখ্য, উহুদের যুদ্ধে আবান ইবনে সাঈদ কাফির ছিলেন এবং কাফেরদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করে নোমান ইবনে কাওকাল রা-কে শহীদ করেন। এরপর তিনি খায়বারের যুদ্ধের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হন। বিতর্কের মুহূর্তে আবু হুরায়রা রা. সে দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। 'দান' আরবের দাওস এলাকার একটি পাহাড়ের নাম। আবু হুরায়রা রা-এর গোত্র সেখানেই বাস করতেন। এ জন্যই আবান রা. আবু হুরায়রা রা.-কে তাঁর উপনামের অর্থ ও ঐ পাহাড়ের সাথে মিলিয়ে বলেছেন, বুনো বিড়ালের ন্যায় এক প্রাণী, দান পাহাড় থেকে এসেছে।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল - اَنَّ اَبَاهُرَيْرَةَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ كَانَ بِخَيْبَرَ بَعْدَ فَتْحِهَا বাক্য থেকে নেয়া যায়। কারণ, এ হাদীসটি জিহাদে এসেছে। এতে আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট খায়বরে এসেছি তাঁদের খায়বার বিজয়ের পর.......।

اِبْنُ قَوْقَلٍ ঃ উভয় কাফের উপর যবর, ওয়াও এর উপর জযম, লামসহকারে। তিনি হলেন নোমান ইবনে কাওকাল রা.। তিনি বদরী সাহাবী। আবান ইবনে সাঈদ ইবনে আস ইবনে উমাইয়া উহুদ যুদ্ধে তাঁকে শহীদ করে দেন। তখন আবান ইবনে সাঈদ মুসলমান হননি।

হযরত আবু হুরায়রা রা. এর ইঙ্গিত هٰذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلٍ বাক্য দ্বারা এ ঘটনার দিকেই ছিল। কিন্তু হযরত আবান রা. এর নিকট এটি অপছন্দনীয় ছিল। তিনি হযরত আবু হুরায়রা রা. এর সূক্ষ্ম ভুল ধরে وَاعَجَبَاهُ শব্দ দ্বারা হেয় করেছেন। وَبْرٌ ঃ ওয়াও এর উপর যবর, বায়ের উপর জযম। এটি বিড়ালের মত একটি ক্ষুদ্র প্রাণী।

হযরত আবানের উদ্দেশ্য ছিল হযরত আবু হুরায়রা রা.-কে হেয় করা। তাঁর বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল দেয়া না দেয়া সম্পর্কে কথা বলার উপযুক্ত হযরত আবু হুরায়রা রা. নন। حُزُمٌ ঃ হা এবং যা উভয়টি পেশযুক্ত। (ফাত্হ)

কোন কোন কপিতে فَلَمْ يَقْسِمْ لَهُمْ শব্দের আগে আর একটি বাক্য রয়েছে قَالَ اَبُو عَبْدِ اللّٰهِ الضَّالُّ السِّدْرُ অর্থাৎ, ইমাম বুখারী র. বলেছেন, ضَالٌ বলে জংলি বড়ইকে। এই ব্যাখ্যাটি সে কপির ভিত্তিতে যাতে رَاسُ ضَالٍّ স্থলে رَاسِ ضَانٍ রয়েছে।

٣٩١٩. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدثنَا عَمْرُو بْنُ يَحيَى بن سَعِيدٍ قَالَ اَخْبَرَنِى جَدِّى
اَنَّ ابَانَ بنَ سَعِيدٍ اَقْبَلَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيهِ، فَقَالَ اَبُو هُرَيرَةَ رض يَا رَسولَ اللهِ! هٰذَا قَاتِلُ

ابن قوقل فقال ابان لابى هريرة واعجبالك وبر! تداداً من قدوم ضان ينعى على امرأ اكرمه الله بيدى، ومنعه ان يهيننى بيده .

৩৯১৯/২৬০. মুসা ইবনে ইসমাঈল র. ...... হযরত আমর ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার দাদা সাঈদ ইবনে আমর ইবনে সাঈদ ইবনুল আস রা. আমাকে জানিয়েছেন যে, আবান ইবনে সাঈদ রা. নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে এসে সালাম দিলেন। তখন আবু হুরায়রা রা. বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ লোক তো ইবনে কাওকাল রা-এর হত্যাকারী! তখন আবান রা. আবু হুরায়রা রা-কে বললেন, আশ্চর্য! দান পাহাড়ের চূড়া থেকে অকস্মাৎ নেমে আসা বুনো বিড়ালের ন্যায় এক প্রাণী! সে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে আমাকে দোষারোপ করছে যাকে অর্থাৎ, নোমান ইবনে ক্বাওক্বাল রা. কে আল্লাহ্ আমার হাত দ্বারা সম্মানিত করেছেন (শাহাদত দান করেছেন)। আর তাঁর হাত দ্বারা অপমানিত হওয়া থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন। অর্থাৎ, এমনটি হতে দেননি।

কারণ, উহুদের যুদ্ধে তিনি কাফির ছিলেন। আর সে অবস্থায় তিনি যদি ইবনে কাওকাল রা-এর হাতে নিহত হতেন তাহলে অবশ্যই তিনি পরকালে আল্লাহ্র আযাবের উপযুক্ত হতেন এবং চিরকাল লাঞ্ছিত থাকতেন। (নোমান আহমদ উফিয়া আনহু)

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল اقبل الى النبى বাক্য থেকে গৃহীত হবে। অর্থাৎ, এ উপস্থিতি খায়বরেই ছিল। এ হাদীসটি আসলে প্রথমোক্ত হাদীসই অন্য আর এক সনদে।

হযরত আবান ইবনে সাঈদের বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল আমি নোমান ইবনে কাওকালকে যদি শহীদ করে থাকি তবে সেটি ছিল আমার কুফরির যুগের ব্যাপার। মোটকথা, শাহাদাৎ একটি কাঙ্খিত মর্যাদার বিষয়। মহান আল্লাহ্র দরবারে এর ফলে ইযযত লাভ হয়। যা আমার হাতে তিনি লাভ করেছেন। অপরদিকে এটি আল্লাহ্র একটি অনুগ্রহও হল যে, কুফরী অবস্থায় তাঁর হাতে আমাকে হত্যা করান নি। যা আমার পরকালীন লাঞ্ছনার কারণ হত। এখন আমি মুসলমান, আল্লাহ এবং তদীয় রাসূলের প্রতি বিশ্বাস রাখি। অতএব, এখন এরূপ কথা আলোচনা করা সমীচীন নয়।

একটি সন্দেহ ও এর অপনোদন

এ হাদীসে বিরোধের সন্দেহ হয়, কারণ, পূর্বোক্ত রেওয়ায়াতটি আমবাসা থেকে বর্ণিত। যদ্দারা বুঝা গেল, হযরত আবু হুরায়রা রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট অংশ চাইলেন। আবান ইবনে সাঈদ রা. নিষেধের দিকে ইঙ্গিত করলেন। অপর রেওয়ায়াতটি হল, যুবাইদী থেকে। এর দ্বারা বুঝা যায় আবান রা. চেয়েছিলেন, আর আবু হুরায়রা রা. নিষেধ করেছেন।

উত্তর ঃ ১. যুহলী র. দ্বিতীয় রেওয়ায়াতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এর সমর্থন এর দ্বারাও হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবানকে বলেছেন, হে আবান! বসে যাও। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অংশ দেননি।

২. সামঞ্জস্য বিধানের শ্রেষ্ঠ পন্থা হল, প্রত্যেকেই অপরের সম্পর্কে নিষেধের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। উভয়েই স্ব স্ব প্রমাণ পেশ করেছেন যে, তিনি আবান ইবনে কাওকালের ঘাতক। অতএব, তাকে দিবেন না।

আবান প্রমাণ পেশ করেছেন যে, তিনি লড়াই ও জিহাদের উপযুক্ত নন যে, হিসসার অধিকারী হতে পারেন অতএব, আবু হুরায়রা রা.-কে কিছু দেয়া হবে না। অবশ্য সাঈদের হাদীস তথা ২৬০ নং হাদীস এ ইখতিলাফ থেকে মুক্ত। কারণ, এতে হিসসা চাওয়ার কোন উল্লেখ নেই।

٣٩٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا بِنْتَ النَّبِىِّ ﷺ أَرْسَلَتْ إِلٰى أَبِى بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكٍ وَمَا بَقِىَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ، فَقَالَ أَبُوبَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَانُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ فِى هٰذَا الْمَالِ، وَإِنِّى وَاللّٰهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ حَالِهَا الَّتِى كَانَ عَلَيْهَا فِى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَبٰى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلٰى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا، فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلٰى أَبِى بَكْرٍ فِى ذٰلِكَ فَهَجَرَتْهُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتّٰى تُوُفِّيَتْ، وَعَاشَتْ بَعْدَ النَّبِىِّ ﷺ سِتَّةَ أَشْهُرٍ.

فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِىٌّ لَيْلاً وَلَمْ يُؤذِن بِهَا أَبَا بَكْرٍ، وَصَلّٰى عَلَيْهَا وَكَانَ لِعَلِىٍّ مِنَ النَّاسِ وَجْهٌ حَيَاةَ فَاطِمَةَ رض. فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ إِسْتَنْكَرَ عَلٰى وُجُوهِ النَّاسِ، فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِى بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ يُبَايِعُ تِلْكَ الأَشْهُرِ، فَأَرْسَلَ إِلٰى أَبِى بَكْرٍ أَنِ ائْتِنَا وَلَا يَأْتِنَا أَحَدٌ مَعَكَ كَرَاهِيَةً لِيَحْضُرَ عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ لَا وَاللهِ لَاتَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَمَا عَسَيْتُهُمْ أَنْ يَفْعَلُوه بِى، وَاللّٰهِ لَاٰتِيَنَّهُمْ ،فَدَخَلَ عَلَيْهِم أَبُوبَكْرٍ فَتَشَهَّدَ عَلِىٌّ، فَقَالَ إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا فَضْلَكَ وَمَا أَعْطَاكَ اللهُ، وَلَمْ نَنْفُس عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللهُ إِلَيكَ، وَلٰكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالأَمْرِ، وَكُنَّا نَرٰى لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ نَصِيبًا حَتّٰى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِى بَكْرٍ رض.

فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِى، وَأَمَّا الَّذِى شَجَرَ بَيْنِى وَبَيْنَكُم مِنْ هٰذِهِ الأَمْوَالِ فَإِنِّى لَمْ آلُ فِيهَا عَنِ الْخَيْرِ، وَلَمْ أَتْرُكْ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلَّاصَنَعْتُهُ، فَقَالَ عَلِىٌّ لِأَبِى بَكْرٍ مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةُ لِلْبَيْعَةِ، فَلَمَّا صَلّٰى أَبُوبَكْرٍ الظُّهْرَ رقى عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَشَهَّدَ وَذَكَرَ شَأنَ عَلِىٍّ رض وَتَخَلُّفَهُ عَنِ الْبَيْعَةِ وَعُذْرَهُ بِالَّذِى إِعْتَذَرَ إِلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَتَشَهَّدَ عَلِى فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِى بَكْرٍ وَحَدَّثَ أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِى صَنَعَ نَفَاسَةً عَلٰى أَبِى بَكْرٍ وَلَا إِنْكَارًا لِلَّذِى فَضَّلَهُ اللهُ بِهِ، وَلٰكِنَّا كُنَّا نَرٰى لَنَا فِى هٰذَا الأَمْرِ نَصِيبًا، وَاسْتَبَدَّ عَلَيْنَا، فَوَجَدْنَا فِى أَنفُسِنَا، فَسُرَّ بِذٰلِكَ الْمُسْلِمُونَ وَقَالُوا أَصَبْتَ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلٰى عَلِىٍّ قَرِيبًا، حِينَ رَاجَعَ الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ.

৩৯২০/২৬১. ইয়াহ্ইয়া ইবনে বুকাইর র. ...... হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যা ফাতিমা রা. আবু বকর রা-এর নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ত্যাজ্য সম্পত্তি মদীনা ও ফাদাকে অবস্থিত (মদীনায় যেমন, বনু নযীরের ইয়াহুদীদের জমিন যাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৪র্থ হিজরীতে দেশান্তরিত করেছিলেন। বিস্তারিত জানার জন্য বনু নযীরের ঘটনা দ্রষ্টব্য) ফাই (বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ) এবং খায়বরের খুমুসের (পঞ্চমাংশের) অবশিষ্টাংশ থেকে মিরাসী স্বত্ব চেয়ে পাঠালেন। তখন আবু বকর রা. উত্তরে বললেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন, আমাদের (নবীদের) কোন ওয়ারিস হয় না, আমরা যা রেখে যাব তা সাদকায় পরিগণিত হবে। অবশ্য মুহাম্মদ সা-এর বংশধররা এ সম্পত্তি কেবল ভোগ করতে পারে। আল্লাহ্র কসম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাদ্‌কা তাঁর জীবদ্দশায় যে অবস্থায় ছিল আমি সে সাদকার অবস্থা থেকে সামান্যতমও অর্থাৎ, তার বন্টনে পরিবর্তন করব না। এ ব্যাপারে তিনি যে নীতিতে ব্যবহার করে গেছেন আমিও ঠিক সেই নীতিতেই কাজ করব। এ কথা বলে আবু বকর রা. ফাতিমা রা-কে এ সম্পদ থেকে কিছু প্রদান করতে অস্বীকার করলেন। এতে ফাতিমা রা. (মানবোচিত কারণে) আবু বকর রা-এর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন এবং তাঁর থেকে নিস্পৃহ হয়ে রইলেন। পরে তাঁর ওফাত পর্যন্ত তিনি (মানসিক সংকোচের দরুন) আবু বকর রা-এর সাথে কথা বলেননি। নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ওফাতের পর তিনি ছয় মাস পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

এরপর তিনি ইন্তিকাল করলে তাঁর স্বামী হযরত আলী রা. রাতের বেলা তাঁর দাফন কার্য শেষ করে নেন। আবু বকর রা-কেও এ সংবাদ দেননি। তিনি তাঁর জানাযার নামায আদায় করে নেন। ফাতিমা রা. জীবিত থাকা পর্যন্ত লোকজনের মনে আলী রা-এর বেশ সম্মান ও প্রভাব ছিল। এরপর যখন ফাতিমা রা. ইন্তিকাল করলেন, তখন আলী রা. লোকজনের চেহারায় অসম্মানের (অমনযোগও অসন্তুষ্টির) চিহ্ন দেখতে পেলেন। তাই তিনি আবু বকর রা-এর সাথে সমঝোতা ও তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণের ইচ্ছা করলেন। ফাতিমা রা-এর অসুস্থতা ও অন্যান্য ব্যস্ততার দরুন এ ছয় মাসে তাঁর পক্ষে বাইআত গ্রহণের অবসর হয়নি। তাই তিনি আবু বকর রা-এর কাছে লোক পাঠিয়ে জানালেন যে, আপনি আমার কাছে আসুন। তবে অন্য কেউ যেন অপনার সঙ্গে না আসে। কারণ আবু বকর রা-এর সঙ্গে উমর রা-ও উপস্থিত হোন– তিনি তা পছন্দ করেননি। (বিষয়টি শোনার পর) উমর রা. বললেন, আল্লাহ্র কসম, আপনি একা একা তাঁর কাছে যাবেন না। আবু বকর রা. বললেন, তাঁরা আমার সাথে খারাপ আচরণ করবে বলে তোমরা আশংকা করছ? আল্লাহর কসম, আমি তাঁদের কাছে যাব। তারপর আবু বকর রা. তাঁদের কাছে গেলেন। আলী রা. তাশাহ্হুদ (আল্লাহ্র হামদ ও সানা সম্বলিত খুতবা) পাঠ করে বললেন, আমরা আপনার মর্যাদা এবং আল্লাহ্ আপনাকে যা কিছু দান করেছেন সে সম্পর্কে অবগত আছি। আর যে কল্যাণ (অর্থাৎ, খিলাফত) আল্লাহ্ আপনাকে দান করেছেন, সে ব্যাপারেও আমরা আপনার সাথে হিংসা রাখি না। তবে খিলাফতের ব্যাপারে আপনি আমাদের উপর নিজের মতের প্রাধান্য দিয়ে যাচ্ছেন অথচ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটাত্মীয় হিসেবে খিলাফতের কাজে (পরামর্শ প্রদানে) আমাদেরও কিছু অধিকার রয়েছে। এ কথায় আবু বকর রা.-এর চোখ-যুগল থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল।

এরপর তিনি যখন আলোচনা আরম্ভ করলেন তখন বললেন, সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, আমার কাছে আমার নিকটাত্মীয় অপেক্ষাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আত্মীয়বর্গ বেশি প্রিয়। আর এ সম্পদগুলোতে আমার এবং আপনাদের মধ্যে যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে সে ব্যাপারেও আমি কল্যাণকর পথ অনুসরণে কোন ত্রুটি করিনি। বরং এ ক্ষেত্রেও আমি এরূপ কোন কাজ পরিত্যাগ করিনি যা আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে করতে দেখেছি। তারপর আলী রা. আবু বকর রা.-কে বললেন ঃ জোহরের পর আপনার হাতে বায়আত গ্রহণের প্রতিশ্রুতি রইল। জোহরের নামায আদায়ের পর আবু বকর রা. মিম্বরে বসে তাশাহ্হুদ পাঠ করলেন, তারপর আলী রা-এর বর্তমান অবস্থা এবং বাইআত গ্রহণে তার দেরি করার কারণ ও তাঁর (আবু বকরের) কাছে পেশকৃত আপত্তিগুলো তিনি বর্ণনা করলেন। এরপর আলী রা. দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র কাছে

ক্ষমা প্রার্থনা করে তাশাহ্হুদ পাঠ করলেন এবং আবু বকর রা-এর মর্যাদার কথা উল্লেখ করে বললেন, তিনি বিলম্বজনিত যা কিছু করেছেন তা আবু বকর রা-এর প্রতি হিংসা কিংবা আল্লাহ্ প্রদত্ত তাঁর এ সম্মানের অস্বীকার করার মনোবৃত্তি নিয়ে করেননি। (তিনি বলেন) তবে আমরা ভেবেছিলাম যে, এ (খিলাফতের) ব্যাপারে আমাদের পরামর্শও দেওয়ার অধিকার থাকবে। অথচ তিনি (আবু বকর রা.) আমাদের পরামর্শ ছেড়ে স্বাধীন মতের উপর রয়ে গেছেন। তাই আমরা মানসিকভাবে কষ্ট পেয়েছিলাম। (উভয়ের এ আলোচনা শুনে) মুসলমানগণ আনন্দিত হয়ে বললেন, আপনি ঠিকই করেছেন। এরপর আলী রা. আমর বিল মা'রূফ (অর্থাৎ, বাইআত গ্রহণ)-এর দিকে ফিরে এসেছেন দেখে সব মুসলমান আবার তাকে ভালবাসতে লাগলেন। (অর্থাৎ, সমস্ত মদীনাবাসী যে বাই'আতে অংশগ্রহণ করেছেন তাতে আলী রা.-এর অন্তর্ভুক্তির ফলে সব মুসলমান খুশী হলেন।)

স্মর্তব্য ঃ ওফাতের পূর্বে ফাতিমা রা-এর ওসিয়ত ছিল যে, মৃত্যুর সাথে সাথেই যেন তার কাফন-দাফন শেষ করা হয়, কারণ লোকজন ডাকাডাকি করলে তাতে পর্দার ব্যাঘাত ঘটতে পারে। সে মতে আলী রা. রাতের ভিতরই সব কাজ সেরে নিয়েছেন। আর সংবাদ তো নিশ্চয়ই আবু বকর রা. পর্যন্ত পৌঁছে যাবে– এ ধারণায় তিনি নিজে গিয়ে সংবাদ দেয়ার প্রয়োজন মনে করেননি। অবশ্য এ ছয় মাস যাবত তিনি আবু বকর রা.-এর হাতে বায়আত গ্রহণ না করায় মুসলমানদের মনে প্রশ্ন হলেও যেহেতু তিনি রোগে শয্যাশায়ী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কন্যার সেবায় ব্যস্ত থাকতেন, সেহেতু লোকজন তাঁর প্রতি কোন অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেনি। কিন্তু ফাতিমা রা-এর ওফাত হওয়ার পর সেই কারণ না থাকায় আলী রা. পরবর্তীকালে মানুষের চেহারায় অসন্তুষ্টির ভাব দেখতে পান। –নোমান আহমদ উফিয়া আনহু

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল مِـن خُمُـسِ خَيْبَرَ থেকে গৃহীত হবে। এ হাদীসটি সামান্য পার্থক্য সহকারে ৪৩৪ পৃষ্ঠায় ফরযুল খুমুসে এসেছে। مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ : اَفَاءَ শব্দটি فَيْءٌ থেকে উৎপন্ন। যার অর্থ হল, ফিরে আসা। অতএব, দ্বিপ্রহরের পর যে সব জিনিসের ছায়া পূর্ব দিকে ফিরে যায় এগুলোকে فَيْءٌ বলে।

ফাই ও গনিমতের সংজ্ঞা

ইসলামী কানুন ও কুরআনী দিকনির্দেশনা অনুযায়ী সমস্ত সৃষ্টির মূল মালিকানা সে সত্তার যিনি এগুলো সৃজন করেছেন। মানুষের পক্ষ থেকে কোন জিনিসের মালিকানার শুধু একটাই পদ্ধতি, তাহল আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কানুনের মাধ্যমে কোন ব্যক্তির মালিকানা সাব্যস্ত করে দেন। যেমন– সূরা ইয়াসীনে চতুষ্পদ জন্তু সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন–

اَوَلَمْ يَرَوْ اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِينَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ـ

'তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি তাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি? অতঃপর তারা এগুলোর মালিক হয়ে গেছে?'

উদ্দেশ্য এই যে, তাদের মালিকানা সত্তাগত নয়। আমি স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে মালিক বানিয়েছি।

যখন কোন জাতি আল্লাহ্‌র সাথে বিদ্রোহ করে অর্থাৎ, কুফর ও শিরকে লিপ্ত হয়ে যায়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে তাদের সংশোধনের উদ্দেশ্যে স্বীয় রাসূল ও গ্রন্থরাজি প্রেরণ করেন। যেই দুর্ভাগা আল্লাহ্ তা'আলার এসব অনুগ্রহ দ্বারাও প্রভাবিত হয় না, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রাসূলকে তাদের মুকাবিলায় জিহাদ ও লড়াইয়ের নির্দেশ দেন। যার সার নির্যাস হয়, সেসব বিদ্রোহীর জানমাল সব বৈধ করে দেয়া হয়। আল্লাহ্ প্রদত্ত সম্পদ দ্বারা তাদের উপকৃত হওয়ার অধিকার এখন আর নেই। বরং তাদের ধনসম্পদ সরকারের পক্ষে বাজেয়াপ্ত করা হয়। সেসব বাজেয়াপ্ত ধনসম্পদের নামই হল গনীমতের সম্পদ ও মালে ফাই।

অতএব, এ সব মালের হাকীকত হল, কাফিরদের বিদ্রোহী হওয়ার কারণে তাদের সম্পদগুলো সরকারের পক্ষে বাজেয়াপ্ত হয়ে যায় এবং তাদের মালিকানা থেকে বেরিয়ে প্রকৃত মালিক আল্লাহ্ তা'আর দিকে ফিরে আসে। অতএব, এ বাজেয়াপ্ত মালকে ফাই বলা হয়। ফাইয়ের আভিধানিক অর্থ হল, ফিরে আসা। এ কারণেই সূর্য হেলার

পরবর্তী ছায়াকেও ফাই বলে। কারণ, এটি একদিক থেকে অপরদিকে ফিরে যায়। হাফিজ আসকালানী র. বলেন, اَصْلُ الْفَىِ الرَّدُّ وَالرُّجُوعُ وَمِنْهُ سُمِّىَ الظِّلُّ بَعْدَ الزَّوَالِ فَيْأً، لِاَنَّهُ رَجَعَ مِنْ جَانِبٍ اِلَى جَانِبٍ - (ফাতহ ঃ ৮/৩৮)। সূর্য হেলার পূর্বেকার ছায়া তথা সূর্যোদয় থেকে সূর্য হেলা পর্যন্ত যে ছায়া সেটাকে বলা হয় ظل।

মালে গনিমত ও ফাইয়ের মধ্যে পার্থক্য

শরীয়তের পরিভাষায় গনিমত সে সম্পদকে বলা হয় যা কাফিরদের কাছ থেকে জিহাদ ও লড়াইয়ের মাধ্যমে মুসলমানদের হস্তগত হয়। ফাই বলে সে মালকে যা জিহাদ ও লড়াই ব্যতীত কাফিরদের কাছ থেকে হস্তগত হয়। চাই এভাবেই হোক যে, তারা স্বীয় মাল ছেড়ে পালিয়ে গেছে, অথবা আপন সম্মতিতে জিযিয়া ও ট্যাক্স প্রদান মঞ্জুর করে নেয়।

مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِيْنَةِ وَمَابَقِىَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَر ঃ এ হাদীসে ৩টি জমির উল্লেখ রয়েছে–

১. মদীনার জমি। মদীনার জমি দ্বারা উদ্দেশ্য বনু নযীরের জমি। যা আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ফাইরূপে দান করেছিলেন। যার উল্লেখ রয়েছে কুরআনে হাকীমের সূরা হাশরে।

এ জমি রীতিমত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবজাতেই ছিল। এ জমির আয় দ্বারা তিনি স্বীয় পরিবার-পরিজনের বাৎসরিক ব্যয় নির্বাহ করতেন। যা বেঁচে যেত সেগুলো দ্বারা অস্ত্র, ঘোড়া এবং জিহাদের রসদপত্র ও উপকরণ ক্রয় করতেন। (বুখারী ঃ ২/৭২৫)

২. খায়বরের জমির এক-পঞ্চমাংশ এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর একটি অংশ যা সব মুসলমানের ন্যায় তিনি পেয়েছেন।

৩. ফাদাক। ফাদাকবাসী যখন খায়বরের অবস্থা জানতে পারল যে, সেখানকার ইয়াহুদীরা এসব শর্ত-শরায়েতের উপর সন্ধি করেছে, তখন তারাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দরবারে প্রস্তাব দিল যে, আমাদের জানের নিরাপত্তা দিন। আমরা আপনার ফয়সালার উপর সম্মত। ফাদাকের বিষয়টি শেষমেষ (নিষ্পত্তি) হল অর্ধভূমির উপর। অর্থাৎ, ফাদাকের অর্ধভূমি ফাদাকবাসী পেল আর অর্ধেক পেলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এ কারণেই হযরত উমর রা. যখন ইয়াহুদীদেরকে হিজায থেকে দেশান্তর করেন তখন খায়বরবাসীদেরকে জমির কোন মূল্য দেননি। কিন্তু ফাদাকবাসীকে জমির অর্ধমূল্য দেয়া হয়েছিল।

খায়বর এবং ফাদাকের ভূমি থেকে যে আয় হত সেগুলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাময়িক ও আকস্মিক প্রয়োজনে ব্যয় করতেন। এসব জমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মনে করা হত। ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত সেগুলো তাঁর কবজায় ছিল। এসব জমির উপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও কাউকে ব্যবহার ও কবজার এখতিয়ার দেননি। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর এখতিয়ার ছিল যেভাবে ইচ্ছা খরচ করতে পারেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সব জমির আয় থেকে শুধু পরিবার-পরিজনের খোরপোষ পরিমাণ সম্পদ গ্রহণ করতেন। অবশিষ্ট পূর্ণ আয় ইসলাম ও মুসলমানদের প্রয়োজন ও স্বার্থে ব্যয় করতেন। বাহ্যত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যয় ছিল এসব জমিনে মালিকানাসুলভ, কিন্তু প্রকৃত অর্থে ছিল মুতাওয়াল্লীসুলভ। এ সব জমি ছিল আল্লাহ্ তা'আলার। অর্থাৎ, এগুলো ছিল ওয়াকফের। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন আল্লাহ্র নির্দেশে মুতাওয়াল্লী। তাঁর হুকুম অনুযায়ী তিনি খরচ করতেন। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্দেশ ছিল এসব ভূমির আয় থেকে স্বীয় পরিবার পরিজনের খোরপোষও দিবেন সেহেতু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু নযীরের ভূমি থেকে পবিত্র সহধর্মিনীগণের বাৎসরিক ব্যয় নির্বাহ করতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর তাঁর পরিবার-পরিজন মনে করলেন, এসব জমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মালিকানাধীন ও ব্যক্তিগত সম্পদ ছিল। অতএব, উত্তরাধিকার সূত্রে

এগুলো আমাদের পাওয়া উচিত। ফলে হযরত ফাতিমা রা. বনু নযীরের ভূমি থেকে প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর রা. এর নিকট নিজের অংশ দাবি করেন। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতকালে সন্তানদের মধ্য থেকে এক কন্যা শুধু হযরত ফাতিমা রা. ছিলেন। অতএব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে অর্ধেকের দাবি করেন।

সিদ্দীকে আকবর রা. আরজ করলেন, আমি নিজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি, আমরা নবী সম্প্রদায় না কারো উত্তরাধিকারী হই, আর না আমাদের কোন ওয়ারিস হয়। আমাদের পরিত্যক্ত সম্পদ সব ফী-সাবীলিল্লাহ্ সাদকা খয়রাত। অবশ্য যে খোরপোষ ও ব্যয় তাদের ব্যাপারে নির্ধারিত, সেটুকু রীতিমত সেরূপভাবে থাকবে এবং যে যে কাজে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যয় করতেন এরূপ ভাবে আবু বকরও তাতে সেভাবে ব্যয় করবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিবার তা থেকে এরূপভাবে খাবেন যেরূপভাবে তাঁর যুগে খেতেন। আল্লাহর কসম! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ এবং বদান্যতা আমার নিকট স্বীয় পরিবারের সাথে সদাচরণ ও অনুগ্রহ থেকে অনেক বেশি প্রিয়।

সিদ্দীকে আকবর রা.-এর এ উত্তর হযরত ফাতিমা রা. এর মনপুত হয়নি। তিনি এতে মনক্ষুণ্ন হন। আল্লাহ্ তা'আলা জানেন, কেন তিনি মনক্ষুণ্ন হয়েছেন। হযরত সিদ্দীকে আকবার রা.-কেও সাইয়্যিদা ফাতিমা রা.-এর সম্মানিত পিতা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুস্পষ্ট ইরশাদ পরিপূর্ণরূপে পেশ করেছেন। অতএব, তৎকালীন খলীফা হযরত সিদ্দীকে আকবর রা. এর ওজরতো স্পষ্ট। কিন্তু সাইয়্যিদা ফাতিমা রা. এর মনক্ষুণ্ন হওয়ার কোন কারণ বাহ্যত বুঝে আসে না।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুস্পষ্ট বাণীর কারণে অপারগ ছিলেন এবং তা প্রদান করতে অস্বীকার করেন। কিন্তু হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রিয়তমা কন্যা হযরত ফাতিমা রা.-এর পেরেশানী ও মনক্ষুণ্নতার কারণে অস্থির ও উদ্বিগ্ন ছিলেন অবশ্যই।

دوگونہ رنج وعذاب ست جان مجنوںرا * بلائے صحبت لیلی بلا ئے فرقت لیلی -

সিদ্দীকে আকবর রা. আমল তারই উপর করেছেন যা নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছিলেন। কারণ, কাউকে এই জমি থেকে উত্তরাধিকাররূপে তিনি কিছু দেননি। এমনকি আপন কন্যা হযরত আয়েশা রা.-কেও তা থেকে কিছুই দেননি। না হাফসা বিনতে উমর রা.-কে কিছু দিয়েছেন, না পবিত্র সহধর্মিণীগণকে মিরাসরূপে কিছু দান করেছেন।

অবশ্য হযরত সিদ্দীকে আকবর রা. হযরত সাইয়্যিদা ফাতিমা রা. কে রাজি করে ফেলেছিলেন। তিনি তাঁর ঘরে তাশরীফ নিয়ে ওজরখাহী পেশ করেছেন। অবশেষে হযরত ফাতিমা রা. সিদ্দীকে আকবার রা. এর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। (আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া ঃ ৫/২৮৯)

ফারুকী যুগে হযরত আলী ও আব্বাস রা.-এর দাবি

সিদ্দীকে আকবার রা.-এর ওফাতের পর হযরত উমর রা. দুই বছর পর্যন্ত এসব জমির ব্যবস্থাপনা নিজ হাতে রেখেছেন। দুই বছর পর হযরত আলী ও আব্বাস রা. এ সম্পর্কে আলোচনা করলে হযরত ফারুকে আজম রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সিদ্দীকে আকবর রা.-এর কর্ম পদ্ধতির বরাত দিয়ে মিরাস বণ্টনের ব্যাপারে পরিষ্কার ওজর পেশ করেছেন। অবশ্য মনোরঞ্জনের খাতিরে এ পন্থা বের করলেন যে, মদীনার জমি-জমা তথা বনু নযীরের জমির ব্যবস্থাপনা হযরত আব্বাস ও আলী রা.-এর হাতে দিয়ে দেন। যাতে যৌথভাবে উভয়ে মিলে এ জমির ব্যবস্থাপনা চালান। তাঁদের উভয়ের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে নেন যে, আপনারা এর আয়

সে খাতেই ব্যয় করবেন যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যয় করতেন। তাঁদের দু'জনের কাছ থেকে এ স্বীকারোক্তি নিয়েছেন এবং এই স্বীকারোক্তিতে তাদের নিকট এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এটা মিরাস নয়, বরং ওয়াক্‌ফ। তাঁরা দু'জন এ পন্থা মঞ্জুর করে নেন এবং যৌথভাবে মালিকানা ছাড়া মদীনার জমিজমার মুতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপক হয়ে যান।

খায়বর এবং ফাদাকের জমিজমার ব্যবস্থাপনা হযরত উমর রা. নিজের কাছে রেখে দেন। এরূপভাবে হযরত উমর রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিত্যক্ত জমিগুলোকে দু'ভাগে বিভক্ত করেন।

১. বনু নযীরের সম্পদ। অর্থাৎ মদীনার জায়গাজমি, যা থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবার-পরিজন ও পবিত্র সহধর্মিণীগণের বাৎসরিক ব্যয় নির্বাহ করতেন। তাদের ব্যবস্থাপনাও হযরত আলী ও আব্বাস রা.-এর নিকট অর্পণ করেছিলেন। তারা দু'জন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবারের প্রয়োজন ও ব্যয় খাত সম্পর্কে ভালরূপে ওয়াকিফহাল ছিলেন। কাজেই তাঁরা দু'জন মুতাওয়াল্লী হওয়ার দাবি করেন। কারণ, ওয়াকফে নববীতে নবীজীর নিকটাত্মীয়েরও অধিকার রয়েছে। বরং তাদের হক সর্বাগ্রে। তাঁরা দু'জন নিকটাত্মীয়দের হাল-অবস্থা ও প্রয়োজনাদি সম্পর্কে ভালরূপে ওয়াকিফহাল ছিলেন। অতএব, হযরত উমর রা. মনে করলেন, তাদের দায়দায়িত্বে তথা মুতাওয়াল্লীয়ানায় দিয়ে দেয়াই অধিক সমীচীন। لَانُوْرَثُ مَاتَرَكْنَا صَدَقَةٌ হাদীসের চর্চা ঘরে ঘরে হচ্ছিল। তাই এ আশঙ্কা ছিল না যে, লোকজন এ প্রদানকে মিরাস মনে করবে। এজন্য বনু নযীরের সম্পদগুলো তাদের মুতাওয়াল্লীয়ানায় দিয়ে দেন। অন্যান্য জমি অর্থাৎ, ফাদাক ও খায়বরের জমিগুলোর ব্যবস্থাপনা রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে হযরত উমর রা. নিজের হাতে রেখে দেন। যেগুলোর আয় জনস্বার্থে ব্যয়িত হত।

কিছুদিন পর্যন্ত হযরত আলী ও আব্বাস রা.ও একমত থাকেন। মিলেমিশে মদীনার জমিজমার ব্যবস্থাপনা অব্যাহত রাখেন। কিন্তু কিছুকাল পর উভয়ের মধ্যে মতানৈক্য হয়। যেমন– এক জমির দুই ব্যবস্থাপক হলে বাদানুবাদ হওয়া অবান্তর অযৌক্তিক নয়। এরূপভাবে হযরত আলী ও আব্বাস রা. এর মধ্যে পুনরায় জমিজমার ব্যবস্থাপনায় বাদানুবাদ ও বিবাদ সৃষ্টি হয়। সিদ্ধান্তের জন্য উভয়ে হযরত উমর রা. এর নিকট যান। সেখানে আবেদন করেন যেন, মুতাওয়াল্লীর দায়িত্ব বন্টন করে দেন। মদীনার জমিজমার এক অর্ধেকের ব্যবস্থাপক ও মুতাওয়াল্লী হযরত আলী রা.-কে বানিয়ে দেন। অপর অর্ধেকের ব্যবস্থাপক ও মুতাওয়াল্লী বানিয়ে দেন হযরত আব্বাস রা.-কে। যাতে পারস্পরিক মতানৈক্য ও বিবাদ থেকে নিরাপদ থাকা যায়। কিন্তু হযরত উমর রা. তা করতে পরিষ্কার অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। তিনি মনে করলেন, যদি মুতাওয়াল্লীর অংশ পৃথক করে দেয়া হয় তাহলে এ পন্থাটি মিরাস বণ্টনের পন্থার ন্যায় হয়ে যাবে। ফলে মুতাওয়াল্লীয়ানা বণ্টনে হযরত উমর রা. সাফ অস্বীকার করলেন। বলে দিলেন, এটা কিয়ামত পর্যন্তও হবে না। (সীরাতে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম– আশিয়্যাতুল লুমআত ঃ ৩/৪০০)

তিনি আরও বললেন, আপনারা যদি মুতাওয়াল্লীর দায়িত্ব পালন করতে না পারেন, তবে এ জমি আমার কাছে ফেরত দিন। আমি পূর্বেকার মত এর ব্যবস্থাপনা আঞ্জাম দিব।

হযরত আলী ও আব্বাস রা. কর্তৃক অর্ধাঅর্ধি উভয়কে জমির মুতাওয়াল্লী বানানোর আবেদন এর প্রমাণ যে, এই বিবাদ ছিল শুধু মুতাওয়াল্লী হওয়ার, মিরাসের নয়। মিরাস বণ্টনে কোন অসুবিধা নেই। বরং একটি যৌথ জিনিসকে দু'মালিকের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া রেওয়ায়াত ও যুক্তি উভয় দৃষ্টিতেই উত্তম। তাছাড়া হযরত উমর রা. কর্তৃক এ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ যে, আপনারা এ জমিতে তাই করবেন, যা করতেন নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম– এটি এর প্রমাণ যে, হযরত উমর রা. তাদেরকে মুতাওয়াল্লী বানিয়েছিলেন, অন্যথায় এ শর্তের কি অর্থ? যদি মিরাস রূপে দিতেন, তবে তো উত্তরাধিকার উত্তরাধিকারীদের মালিকানা জিনিস। মালিক স্বীয় জিনিসের ব্যাপারে স্বাধীন হন। নিজের অংশে যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন।

একটি সন্দেহ ও এর নিরসন

সাইয়্যিদা হযরত ফাতিমা রা. সিদ্দীকে আকবর রা. এর নিকট নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিত্যক্ত জমিগুলো থেকে স্বীয় মিরাসের অংশ দাবি করলেন, তখন সিদ্দীকে আকবর রা. বলেছেন, আম্বিয়ায়ে কিরামের পরিত্যক্ত সম্পদে উত্তরাধিকার হয় না। তাদের পরিত্যক্ত সম্পদ সব ফী-সাবীলিল্লাহ সদকা।

فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهَجَرَتْ اَبَابَكْرٍ الخ ـ

'ফলে হযরত ফাতিমা রা. নারাজ হয়ে যান এবং হযরত আবু বকর রা. কে বর্জন করেন'। (বুখারী ঃ ১/৪৩২)

এবার প্রশ্ন হল, হযরত ফাতিমা রা. ইরশাদে নববী لَانُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ শুনার পরও অসন্তুষ্ট এবং ক্ষিপ্ত হলেন কেন? শিয়াদের মতে, যেহেতু হযরত সাইয়্যিদা ফাতিমা রা. মাসুম বা নিষ্পাপ ছিলেন, সেহেতু তাদের মত অনুসারে শক্ত প্রশ্ন হয় যে, এমন সময় যখন সারওয়ায়ে দোআলম রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ন্যায় মহান পিতার মারাত্মক ওফাতের ঘটনা ঘটল তখন একটি সাধারণ বিষয় নিয়ে বাদানুবাদ ও দীর্ঘসূত্রিতা স্বীয় পিতার শ্বশুর সারওয়ায়ে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্থলাভিষিক্ত মনীষীর সাথে সালাম-কালাম বর্জন কি পরিমাণ নিষ্পাপতার শান পরিপন্থী!

শিয়াদের দায়িত্বে উত্তর দেয়া আবশ্যক। তারা বলবে, হযরত সাইয়্যিদা ফাতিমা রা. কেন রাগান্বিত হলেন। আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত নবী পরিবারের গোলাম হযরত ফাতিমা রা. এর পরিবারের পবিত্রতা সম্পর্কে যা করছি তা শুনুন।

আহলে সুন্নাতের উত্তর

হযরত সাইয়্যিদা ফাতিমা রা. এর নারাজি সম্পর্কে রেওয়ায়াতে যে সব শব্দ এসেছে সেগুলো বিভিন্ন রকম। কোন কোন রেওয়ায়াতে এসেছে فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ শব্দ। যেমন– পূর্বে এসেছে। বুখারী মুসলিমের কোন কোন রেওয়ায়াতে এসেছে– فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ শব্দ। বুখারী ঃ ২/৬০৯ এর আলোচ্য অনুচ্ছেদের রেওয়ায়াতের অনুরূপ আছে।

وَجَدَتْ শব্দের অর্থ যেরূপভাবে ক্ষুব্ধ হওয়া প্রমাণ করে এরূপভাবে পেরেশান হওয়াও বুঝায়, যাতে চিন্তা-পেরেশানী, মনমালিন্যের অর্থ আছে।

হযরত সাইয়্যিদা ফাতিমা রা. যখন সিদ্দীকে আকবর রা. এর নিকট স্বীয় মিরাসের অংশ দাবি করেন এবং সিদ্দীকে আকবর রা. তাঁকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ হাদীস শোনান। তখন এ দাবির উপর তাঁর এক ধরনের লজ্জা-সংকোচ ও পেরেশানী আসা বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। কারণ, নবী-রাসূল ও কামিল অলিদের পদ্ধতি হল, তাদেরকে থেকে অণু পরিমাণ ভুল-ত্রুটি, গাফিলতি ও সীমালংঘন প্রকাশ পেলে তারা লজ্জিত হন। যেমন– হযরত আদম আ. কর্তৃক ভুলে গন্ধম খেয়ে লজ্জিত হওয়া হযরত নূহ আ. কর্তৃক বেখবর অবস্থায় স্বীয় সন্তানের জন্য মুক্তির দোয়া করে লজ্জিত হওয়া এবং মূসা আ. কর্তৃক হত্যা করে শরমিন্দা হওয়ার ঘটনা স্বয়ং কুরআনে কারীমে বিদ্যমান রয়েছে। অতএব, বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে, হযরত সাইয়্যিদা ফাতিমা রা. এ ব্যাপারে লজ্জিত হয়েছেন, আমি কেন না জেনে মিরাসের আবেদন করলাম! আমি যদি পূর্বেই لانورث ما تركنا صدقة হাদীস জানতাম, তবে কখনও মিরাসের আবেদন করতাম না। অতঃপর এ লজ্জা সংকোচে পড়ে হযরত সাইয়্যিদা রা. অসুস্থ হয়ে পড়েন, অসুস্থতার সূত্র আরম্ভ হয়। ফলে আগের মত সিদ্দীকে আকবর রা. এর সাথে সম্পর্ক থাকেনি। মেলামেশায় আগের চেয়ে পার্থক্য হয়ে যায়। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাতের কষ্ট তো কখনও অন্তর থেকে বিচ্ছিন্ন হত না।

নাউযুবিল্লাহ, এটা ছিল না যে, সালাম কালামেরও সুযোগ হত না। এরূপ বর্জন তো তিন দিনের বেশি হারাম। গোটা জীবনের জন্য এরূপ হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। তাছাড়া সবাই জানে যে, সিদ্দীকে আকবর রা. হযরত ফাতিমা রা. এর মাহরাম ছিলেন না। যার সাথে সর্বদা তাঁর সালাম কালামের সুযোগ হবে এবং গর মাহরামের সাথে বিনা প্রয়োজনে তা জায়েযও নেই। অতএব, হযরত সাইয়্যিদা ফাতিমা রা. এর বিচ্ছিন্নতার কারণ মূলত এই লজ্জা-সংকোচ নিজের রোগ-ব্যাধি এবং স্বীয় পিতা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিচ্ছেদের কষ্টও ছিল। যারা বাহ্যিকতার প্রতি দৃষ্টিপাত করে তারা মনে করেছে সম্ভবত এই বিচ্ছিন্নতা ক্রোধ ও নারাজির কারণে ছিল। অতএব সেসব বর্ণনাকারী স্বীয় বুঝ অনুযায়ী غَضِبَتْ শব্দে বর্ণনা করেছেন। অথবা নিচের কোন বর্ণনাকারী وَجَدَتْ এর মূল রেওয়ায়াতটিকে غَضِبَتْ মনে করে غضبت শব্দ দ্বারা অর্থগত বিবরণ দিয়েছেন। আসল এবং সহীহ রেওয়ায়াত وَجَدَتْ فَاطِمَةُ অর্থাৎ, হযরত ফাতিমা রা. চিন্তিত হয়েছেন। আর غَضِبَتْ فَاطِمَةُ রেওয়ায়াতটি হল, অর্থগত। এটাকে বর্ণনাকারী গোস্বা ও অসন্তুষ্টি মনে করে নিজের বুঝ অনুযায়ী বর্ণনা দিয়েছেন, মূলত গোস্বা ও অসন্তুষ্টি ছিল না। বরং মানবিক দাবি অনুযায়ী একটি স্বাভাবিক পেরেশানী ও কষ্ট ছিল যা তার পূর্ণ মাহাত্ম্যের প্রমাণ। সাময়িকভাবে কিছুটা কষ্ট হওয়া নবুওয়াতের শানেরও পরিপন্থী নয়। যেমন– হযরত মুসা আ. ও হারুন আ. এর মাঝে হয়েছিল। এটাকে ঝগড়া বলতে পারেন না। এরূপ ঘটনা ঘটেই থাকে। আবার খুব তাড়াতাড়ি দূরীভূত হয়ে যায়। বরং অনেক সময় মহব্বত বৃদ্ধির কারণ হয়ে যায়। পূর্বের চেয়েও অধিক সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

বাকি রইল হযরত সাইয়্যিদা ফাতিমা রা. এরূপ মনকষ্ট এবং পেরেশানীর সময় মিরাস কেন দাবি করলেন? এর উত্তর হল, নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক, উদ্দেশ্য ধন-সম্পদ ছিল না। বরং লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল নববী তাবাররুক এবং বাপের স্মারক। তাছাড়া, হালাল রিযিক অন্বেষণ অলী ও মুত্তাকীদের প্রতীক। স্পষ্ট বিষয়, নবীর পরিত্যক্ত সম্পদ অপেক্ষা অধিক হালাল কোন মাল হতে পারে না। যার মধ্যে কোন প্রকার হারাম ও মাকরূহের সম্ভাবনাও নেই। অতএব, সাইয়্যিদা রা. মনে করলেন, যদি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিত্যক্ত সম্পদ আমি পেয়ে যাই, তাহলে নিঃসন্দেহে আমি হালাল রিযিকের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে যাব এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তাবাররুক এবং তাঁর নিদর্শন মানসিক সান্ত্বনার উপকরণ হয়ে দাঁড়াবে।

নববী উত্তরাধিকার

হযরত সিদ্দীকে আকবর, ফারুকে আজম, উসমান গনী, আলী মুরতাযা এবং আয়েশা সিদ্দীকা রা. প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমাদের নবী সম্প্রদায়ের মালে মিরাস নেই। আমরা যা কিছু পরিত্যাগ করে যাব সেগুলো সব আল্লাহর পথে সদকা-খয়রাত।

১. এর হিকমত হল, আল্লাহ্র সৃষ্টিজীব যেন জেনে যায় যে, আম্বিয়া আ. হকের দাওয়াত ও দীনের তাবলীগে যা কিছু মেহনত-মেশাকত করেছেন সেগুলো ছিল শুধু আল্লাহ্র জন্য। এর দ্বারা দুনিয়া উদ্দেশ্য ছিল না। এমনকি সন্তানরাও তা থেকে কোন অংশ পায়না।

২. তাছাড়া, আম্বিয়ায়ে কিরাম উম্মতের রূহানী পিতা। অতএব, তাঁদের সম্পদ উম্মতের সমস্ত সদস্যের জন্য ওয়াকফ হবে। কোন বিশেষ সদস্যের জন্য বিশেষিত হবে না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

٣٩٢١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ قَالَ حدثنا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِي عُمَارَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عنها قَالَتْ لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ قُلْنَا الاٰنَ نَشْبَعُ مِنَ التَّمْرِ .

৩৯২১/২৬২. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার র. .... হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বার বিজয় হওয়ার পর আমরা (পরস্পর) বললাম, এখন আমরা মন ভরে পরিতৃপ্ত হয়ে খেজুর খেতে পারব।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল فُتِحَتْ خَيْبَرُ বাক্যে স্পষ্ট। حَرَمِيٌّ ঃ হা ও রায়ের উপর যবর, মীমের নিচে যের, ইয়া তাশদীদ যুক্ত।

এ হাদীসে দুটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে– ১. খায়বরে খেজুরের প্রাচুর্য্য রয়েছে। ২. খায়বার বিজয়ের পূর্বে মুসলমানদের মধ্যে অস্বচ্ছলতা ছিল। অতএব, খায়বর বিজয়ের ফলে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. খুশি হলেন। কারণ, এবার মদীনায় প্রচুর পরিমাণ খেজুর আসতে শুরু করবে।

৩৯২২. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ مَا شَبِعْنَا حَتَّى فَتَحْنَا خَيْبَرَ.

৩৯২২/২৬৩. হাসান র. ...... হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বর বিজয় লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত আমরা তৃপ্তি সহকারে খেতে পাইনি।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল حَتَّى فَتَحْنَا خَيْبَرَ বাক্যে স্পষ্ট। এ হাদীসটি হযরত আয়েশা রা. এর পূর্বোক্ত হাদীসের সমর্থন করে।

২২০৩. بَابُ اِسْتِعْمَالِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى اَهْلِ خَيْبَرَ.

২২০৩. অনুচ্ছেদ ঃ খায়বর অধিবাসীদের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রশাসক নিয়োগ

অর্থাৎ, খায়বর যুদ্ধের পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বরের ফল বণ্টনের জন্য প্রশাসক নিযুক্ত করেছেন। হাদীস শরীফ থেকে এখনই বিষয়টি জানা যাবে।

৩৯২৩. حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَاَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنهما اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هٰكَذَا؟ فَقَالَ لَا وَاللّٰهِ! يَا رَسُولَ اللّٰهِ! اِنَّا لَنَاخُذُ الصَّاعَ مِنْ هٰذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ لَاتَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثم ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا، وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ سَعِيدٍ اَنَّ اَبَا سَعِيدٍ وَاَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ اَخَا بَنِي عَدِيٍّ مِنَ الْاَنْصَارِ اِلَى خَيْبَرَ، فَاَمَّرَهُ عَلَيْهَا، وَعَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ اَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ وَاَبِي سَعِيدٍ مِثْلَهُ.

৩৯২৩/২৬৪. ইসমাঈল র. ...... হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বর অধিবাসীদের জন্য (সাওয়াদ ইবনে গাযিয়্যা নামক) এক সাহাবীকে প্রশাসক নিযুক্ত করলেন। এরপর এক সময়ে তিনি (প্রশাসক) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উন্নত জাতের কিছু খেজুর নিয়ে উপস্থিত হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, খায়বরের সব খেজুরই কি এরূপ হয়ে থাকে? প্রশাসক উত্তর করলেন, জী না, আল্লাহ্‌র কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তবে আমরা এরূপ খেজুরের এক সা' (২৩৪ তোলা) সাধারণ খেজুরের দু' সা' (উত্তম) এর বিনিময়ে কিংবা এ প্রকারের খেজুরের দু' সা' (ভাল) সাধারণ খেজুরের তিন সা'র নিম্নমানের বিনিময়ে সংগ্রহ করে থাকি। রাসূলুল্লাহ্

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এরূপ কর না। বরং যদি উত্তম খেজুর নিতে হয় তাহলে, দিরহামের বিনিময়ে সব খেজুর বিক্রয় করে ফেলবে। তারপর দিরহাম দিয়ে উত্তম খেজুর খরিদ করবে।

কারণ, খেজুরের বিনিময়ে খেজুরের বেচা-কেনা যদি ক্রেতা বিক্রেতার উভয় দিক থেকে সম পরিমাণের না হয় তা হলে বর্ধিত অংশ সুদের পর্যায়ে চলে যায়। দিরহামের মাধ্যমে বিনিময় করলে সে আশংকা থাকে না (অনুবাদক উফিয়া আনহু)

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল اِسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلٰى خَيْبَرَ বাক্যে। এ হাদীসটি বুয়ূ এর ২৯৩. ওয়াকালার ৩০৮ পৃষ্ঠায় গেছে। এখানে মাগাযীর ৬০৯ পৃষ্ঠায় আছে। اِسْتَعْمَلَ رَجُلًا ঃ তিনি হলেন, হযরত সাওয়াদ ইবনে গাযিয়্যা। সীনের উপর যবর, ওয়াও তাশদীদ বিহীন, শেষে দাল বিশিষ্ট। غَزِيَّةَ ঃ গাইনের উপরে যবর, যায়ের নিচে যের, ইয়ার উপর তাশদীদ। عَطِيَّةَ এর ওজনে। تَمْرِ جَنِيْبٍ-জীমের উপর যবর, মীমের নিচে যের, ইয়ার উপর জযম, শেষে বা অর্থাৎ, পবিত্র, উত্তম। আল্লামা খাত্তাবী র. বলেন, খেজুরের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু মানের ও উত্তম প্রকারের খেজুরকে বলে جَنِيْبٍ - بِعِ الْجَمْعَ ঃ জীমের উপর যবর, মীমের উপর জযম। মিশ্রিত ও পাঁচমিশালী খেজুর। অর্থাৎ ভাল-মন্দ মিশ্রিত খেজুর। ত্রুটিপূর্ণ ও নিম্নমানের খেজুর।

এ হাদীস দ্বারা এ মাসআলা বুঝা গেল যে, সমজাতীয় জিনিসে অতিরিক্ত দেয়া জায়েয নেই। খেজুর উঁচুমানের হোক কিংবা নিম্নমানের অতিরিক্ত দিয়ে বিক্রি করলে তাতে অবশ্যই সুদ হবে। এটা হারাম। এ সুদ থেকে বেঁচে থাকার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৈধ পন্থা বাতলিয়েছেন যে, এটাকে স্বতন্ত্র দু'টি বেচা-কেনা কর। সুদ সংক্রান্ত বিস্তারিত জানার জন্য বেচা-কেনা পর্বের অপেক্ষা করুন।

وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيْدِ عَنْ سَعِيْدٍ اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ وَاَبَاهُرَيْرَةَ رض حَدَّثَاهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَ اَخَابَنِىْ عَدِىٍّ مِنَ الاَنْصَارِ اِلٰى خَيْبَرَ فَاَمَّرَهُ عَلَيْهَا ـ

"আবদুল আযীয ইবনে মুহাম্মদ র. ..... সাঈদ র. থেকে বর্ণনা করেন যে, আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা রা. তাঁকে বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারীদের বনু আদী গোত্রের এক ব্যক্তিকে (সাওয়াদ ইবনে গাযিয়্যাকে) খায়বর পাঠিয়েছেন এবং তাঁকে খায়বর অধিবাসীদের জন্য প্রশাসক নিযুক্ত করে দিয়েছেন।"

وَعَنْ عَبْدِ الْمَجِيْدِ عَنْ اَبِىْ صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَبِىْ سَعِيْدٍ مِثْلَهُ ـ

"অন্য সনদে আবদুল মজীদ-আবু সালিহ সাম্মান র.-আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ রা. থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।"

وَاَبُوْ سَعِيْدٍ ঃ এর আতফ হয়েছে তার পূর্বের উপর। অর্থাৎ, আবদুল আযীয শব্দের উপর। মালিক র.-এর উস্তাদ আবদুল মজীদ ইবনে সাহল থেকে বর্ণনা করেন। তাঁর দু'জন উস্তাদ রয়েছেন। অর্থাৎ আবদুল মজীদ এ হাদীসটি দুই জন উস্তাদ থেকে শুনেছেন। একজন সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব। যেমন– ২৬৪ নং হাদীসের সনদে রয়েছে। দ্বিতীয় উস্তাদ হলেন, আবু সালিহ সাম্মান। তাঁর নাম হল যাকওয়ান। যাঁর নাম এ তালীকে উল্লেখিত হয়েছে।

٢٢٠٤. بَابُ مُعَامَلَةِ النَّبِىِّ ﷺ اَهْلَ خَيْبَرَ ـ

২২০৪. অনুচ্ছেদ ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক খায়বারবাসীদের কৃষি ভূমির বন্দোবস্ত প্রদান

ব্যাখ্যা ঃ খায়বর বিজয়ের পর মুসলমানরা ভূমির উপর কব্জা করে নেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বর থেকে ইয়াহুদীদেরকে বহিষ্কারের জন্য মনস্থ করেন। কিন্তু ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আবেদন করে যে, আপনি খায়বরের জমিগুলো আমাদের কব্জায় থাকতে দিন। আমরা কৃষি কাজ করব। যে ফসল উৎপন্ন হবে তার অর্ধেক আপনাকে দিব। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এ দরখাস্ত মঞ্জুর করে নেন এবং সাথে সাথে সুস্পষ্ট ভাষায় এটাও বলে দেন যে, نُقِرُّكُم بِهَا عَلَى ذَالِكَ مَاشِئْنَا 'আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত ইচ্ছা করব ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদেরকে এখানে স্থির রাখব।' (বুখারী ঃ ১/৩১৫)

এরূপ লেনদেন সর্বপ্রথম খায়বরে হয়েছে। এজন্য এরূপ লেনদেনের নাম হয়েছে মুখাবারা।

যখন ভাগ-বাটোয়ারার সময় এসে যায় তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উৎপন্ন ফসলের আন্দাজের জন্য আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা.কে প্রেরণ করেন। (আবূ দাউদ ঃ ২/১২৮)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা. উৎপন্ন ফসল দু'ভাগে ভাগ করে বলতেন, যে অংশ ইচ্ছা তোমরা নিয়ে নাও। ইয়াহুদীরা এই আদল-ইনসাফ দেখে বলত, আসমান জমিন এরূপ ইনসাফের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

٣٩٢٤. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنه قَالَ أَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ـ

৩৯২৪/২৬৫. মুসা ইবনে ইসমাঈল র. ...... হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারের কৃষিভূমি ও বাগান সেখানকার অধিবাসী ইহুদীদেরকে এ চুক্তিতে প্রদান করেছিলেন যে, তারা ভূমি চাষ করবে এবং ফসল উৎপাদন করবে। বিনিময়ে তার উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক তারা লাভ করবে।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট। হাদীসটি ৩১৩ নং পৃষ্ঠায় গেছে। (বুখারী ঃ ৬১০ পৃষ্ঠা)

٢٢٠٥. بَابُ الشَّاةِ الَّتِى سُمَّتْ لِلنَّبِىِّ ﷺ بِخَيْبَرَ رَوَاهُ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ـ

২২০৫. অনুচ্ছেদ ঃ খায়বরে অবস্থানকালে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য বিষ মেশানো বকরীর (হাদিয়া পাঠানোর) বর্ণনা। উরওয়া র. আয়েশা রা. সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন

٣٩٢٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدٌ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَاةٌ فِيهَا سَمٌّ ـ

৩৯২৫/২৬৬. আবদুল্লাহ্ ইবনে ইউসুফ র. ...... হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত যে, যখন খায়বার বিজয় হয়ে যায় তখন (ইহুদীদের পক্ষ থেকে) একটি (ভুনা) বকরী রাসূলুল্লাহ্ সা-কে হাদিয়া দেওয়া হয়। সেই বকরীটি ছিল বিষ মেশানো।

উল্লেখ্য খায়বার যুদ্ধে যখন ইয়াহুদীদের জন্য মুসলমানদের আনুগত্য স্বীকার ব্যতীত অন্য কোন পথ বাকী রইল না তখন তারা ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ইয়াহুদী হারিসের কন্যা ও সাল্লামের স্ত্রী যায়নাব একটি বকরীর গোশতে বিষ মিশিয়ে তা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য হাদিয়া পাঠাল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকরীটির গোশত খেলেও বিষ তাঁর কোন ক্ষতি তৎক্ষনাৎ করতে পারেনি বটে, কিন্তু তাঁর সাহাবী বারা ইবনে মা'রূর রা. বিষক্রিয়ার ফলে শহীদ হন। ষড়যন্ত্রকারী মহিলা ধরা পড়ার পর প্রথমে তাকে মাফ করে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীতে যখন বারা রা. মারা গেলেন তখন 'কিসাস' হিসেবে তাকে হত্যা করা হয়। তবে মা'মার র. বর্ণনা করেছন যে, ঐ মহিলা পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এ জন্য তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছিল। (কাসতাল্লালানী) – অনুবাদক

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ বাক্যে। হাদীসটি সবিস্তারে ৪৪৯ নং পৃষ্ঠায় গেছে। খায়বর বিজয়ের পরেও ইয়াহুদীদের বক্রতা ও গোপন ষড়যন্ত্র অব্যাহত থাকে। সাল্লাম ইবনে মিশকাম ইয়াহুদীর স্ত্রী যায়নব একটি বকরী রান্না করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাদিয়া দেয়। তাতে সে বিষ মিশিয়ে দেয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য খায়বর যুদ্ধ দ্রষ্টব্য।

২২০৬. অনুচ্ছেদ ঃ যায়েদ ইবনে হারিসা রা-এর অভিযান ٢٢٠٦. بَابُ غَزْوَةِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ .

হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা রা.

হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা রা. ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আজাদকৃত দাস। কিন্তু এ যায়েদ ছিলেন মূলত আরবী বংশোদ্ভুত বনু কালবের লোক। বর্বরতার যুগে শৈশবে কোন জালিম তাকে ধরে গোলাম বানিয়ে মক্কার উকাজ বাজারে এনে বিক্রি করে দেয়। হাকীম ইবনে হিযাম রা. স্বীয় ফুফু হযরত খাদীজা রা. এর জন্য তাকে ক্রয় করে আনেন। হযরত খাদীজা রা. এর সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে বিয়ের পর খাদীজা রা. যায়েদকে তাঁর খেদমতে হাদিয়া রূপে পেশ করেন।

যায়েদ রা. এর পিতা তার বিচ্ছেদে খুবই মনোকষ্ট পেয়েছিলেন। তিনি যায়েদের শোকে ও মনোকষ্টে কান্নাকাটি করতেন ও কবিতা আবৃত্তি করে ঘুরতেন আর কেঁদে কেঁদে ছেলেকে তালাশ করে বেড়াতেন। অবশেষে যখন তার পরিবারের লোকজন ঠিকানা জানতে পারলেন তখন হযরত যায়েদ রা. এর পিতা, চাচা ও ভাই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে পৌঁছে বললেন, আপনি বিনিময় নিয়ে তাকে আমাদের নিকট অর্পণ করুন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বিনিময়ের প্রয়োজন নেই। সে যদি তোমাদের সাথে যেতে চায় তবে খুশিতে নিয়ে যাও। যায়েদ রা. কে জিজ্ঞেস করলেন, তখন তিনি বললেন, আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছ থেকে যেতে চাই না। তিনি আমাকে মাতা-পিতার চেয়েও বেশি কামনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আজাদ করে দেন এবং পোষ্যপুত্র বানিয়ে নেন এবং তার লালন-পালন করেন। তৎকালীন প্রচলন অনুযায়ী তাঁকে লোকজন যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ ডাকতে শুরু করে। কুরআনে হাকীম এটাকে জাহিলিয়তের কু-প্রথা ও ভ্রান্ত রীতি সাব্যস্ত করে তা নিষেধ করে দেয় এবং নির্দেশ দেয় أُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ الاية . (–সূরা আহযাব)

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবায়ে কিরাম তাকে যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ বলা পরিহার করে যায়েদ ইবনে হারিসা বলতে শুরু করেন।

হযরত যায়েদ রা. এর বিশেষ মর্যাদা

পূর্ণ কুরআনে আম্বিয়া আ. ছাড়া কোন বড় অপেক্ষা বড় সাহাবীর নামও উল্লেখ করা হয়নি। এ বিশেষ মর্যাদা শুধু হযরত যায়েদ রা.-কে দান করা হয়েছে যে, তার নাম সুস্পষ্ট ভাষায় কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে– فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا الاية . (সূরা আহযাব ঃ আয়াত-৩৭)

এর হিকমত কেউ কেউ এই বর্ণনা করেছেন যে, কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তাঁর পিতৃত্বের সম্পর্ক বাদ দেয়া হয়েছে। অতএব, একটি বিরাট সম্মান থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময় এভাবে দিয়েছেন যে, কুরআনে কারীমে তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন যায়েদ কুরআন শরীফের একটি শব্দ। ফলে এর প্রতিটি হরফের পরিবর্তে হাদীসের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ১০টি নেকী আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয়। তাঁর নাম যখন কুরআনে পড়া হবে তখন শুধু নামটি উচ্চারণের কারণেই ৩০টি করে নেকি পাবে।

হযরত যায়েদ রা.-কে কয়েকটি যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেনাপতি নিযুক্ত করে প্রেরণ করেছেন। যেমন, হযরত সালামা ইবনে আকওয়া রা. থেকে বর্ণিত আছে, আমি যায়েদ ইবনে হারিসা রা. এর সাথে ৭টি যুদ্ধ করেছি, যেগুলোর সেনাপ্রধান ছিলেন হযরত যায়েদ রা.। (বুখারী ঃ ২/৬১২)

১. সর্ব প্রথম নজদ অভিমুখে জুমাদাল উখরা পঞ্চম হিজরীতে,
২. বনু সুলাইম অভিমুখে রবিউস সানী ষষ্ঠ হিজরীতে,
৩. কুরাইশ কাফেলা অভিমুখে জুমাদাল উলা ৬ হিজরীতে,
৪. বনু সালাবা অভিমুখে জুমাদাস সানী ৬ হিজরীতে,
৫. হাসমা (একটি স্থানের নাম) অভিমুখে ৬ হিজরীতে,
৬. ওয়াদিল কুরা অভিমুখে রমযান ৬ হিজরীতে,
৭. বনু ফাযারা অভিমুখে। (ফাত্‌হ, উমদাতুল কারী)

হাফিজ আসকালানী র. বলেন, এখানে ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য এই সর্বশেষ যুদ্ধই। যাকে বলে সারিয়্যায়ে উম্মে কিরফা।

উম্মে কিরফা (কাফের নিচে যের, রায়ের উপর জযম, পরবর্তীতে ফা।) এটি এক মহিলার উপনাম। যার আসল নাম ছিল ফাতিমা বিনতে রাবীআ। এ মহিলা ছিল বনু ফাযারার নেত্রী। এ যুদ্ধকে সারিয়্যায়ে বনু ফাযারাও বলতে পারেন।

সারিয়্যায়ে উম্মে কিরফা

হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা রা. বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে শাম গিয়েছিলেন। সাহাবায়ে কিরামের মাল সম্পদও তাঁর সাথে ছিল। প্রত্যাবর্তনকালে বনু ফাযারার লোকজন তাঁকে মেরে আহত করে এবং সমস্ত মালসামান ছিনিয়ে নেয়। হযরত যায়েদ রা. মদীনায় ফিরে এলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দমনের জন্য হযরত যায়েদ রা. এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী পাঠান। এবার হযরত যায়েদ রা. বনু ফাযারা থেকে প্রতিশোধ নেন। কিছু সংখ্যককে হত্যা করেন, অবশিষ্টরা পালিয়ে যায়। হাফিজ আসকালানী র. লিখেন, বনু ফাযারার নেত্রী উম্মে কিরফাকে হযরত যায়েদ রা. দু'টি ঘোড়ার লেজে বেঁধে টেনে আনেন। ফলে সে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। তার এক কন্যা ছিল খুবই রূপসী। তাকে গ্রেফতার করে মহিলাদের সাথে মদীনায় নিয়ে আসেন।

٣٩٢٦. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حدثنا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَمَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أُسَامَةَ عَلٰى قَوْمٍ فَطَعَنُوا فِىْ اِمَارَتِهٖ، فَقَالَ اِنْ تَطْعَنُوا فِىْ اِمَارَتِهٖ فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِى اِمَارَةِ اَبِيْهِ مِنْ قَبْلِهٖ وَاَيْمُ اللّٰهِ لَقَدْ كَانَ خَلِيْقًا لِلاِمَارَةِ وَاِنْ كَانَ مِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَىَّ وَاِنَّ هٰذَا لَمِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَىَّ بَعْدَهُ -

৩৯২৬/২৬৭. মুসাদ্দাদ র. ..... হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসামা (ইবনে যায়েদ) রা-কে (নেতৃস্থানীয় মুহাজির ও আনসারীদের সমন্বয়ে গঠিত) একটি বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। লোকজন তাঁর আমীর নিযুক্ত হওয়ার উপর সমালোচনা শুরু করলে (যে এতো কম বয়স্ক ছেলে কিংবা দাসপুত্র) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আজ তোমরা তার (উসামা বিন যায়েদ রা. এবং আমীর নিযুক্ত হওয়ার ব্যাপারে সমালোচনা করছ, অবশ্য ইতিপূর্বে তোমরা তার পিতার আমীর নিযুক্ত হওয়ার ব্যাপারেও সমালোচনা করেছিলে। আল্লাহ্‌র কসম, উসামার পিতা যায়িদ ইবনে হারিসা ছিল আমীর হওয়ার জন্য যথাযোগ্য এবং আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। তার মৃত্যুর পর এ (উসামা ইবনে যায়েদ) আমার নিকট বেশি প্রিয় ব্যক্তি।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِى اِمَارَةِ اَبِيْهِ مِنْ قَبْلِهٖ - বাক্যে। হাদীসটি মানাকিবে ৫২৮ পৃষ্ঠায় এসেছে।

আল্লামা আইনী র. হাদীসের উপরোক্ত মিলের ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য فَقَدْ طَعَنْتُمْ বাক্যে নয়, বরং শিরোনামের সাথে মিল হল أَمَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أُسَامَةَ عَلٰى قَوْم বাক্যে। অথচ এমতাবস্থায় হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা রা. এর কোন আলোচনাই আসে না। অতএব, অধমের মতে শুধু সে উত্তরটিই সহীহ। যেটি হাফিজ আসকালানী র. ফাতহুল বারীতে বর্ণনা করেছেন। এসব ভর্ৎসনাকারীদের নেতা ছিলেন আইয়াশ ইবনে রাবী'আ। তিনি বলেছেন, একজন কম বয়স্ক বালককে বড় বড় মুহাজিরদের আমীর ও অফিসার বানিয়ে দেয়া হয়েছে। অতঃপর অন্যরাও কথাবার্তা বলতে শুরু করল। হযরত উমর রা. এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অবহিত করেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষিপ্ত হন এবং উপরোক্ত খুৎবা শুনান। এটাকেই বলে জাইশে উসামা।

ওফাত রোগে আক্রান্ত হলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওসিয়ত করেন যেন, উসামার সৈন্য রওয়ানা করিয়ে দেন।

উসামা রা. কে আমীর বানানোর ক্ষেত্রে স্বার্থ এই ছিল যে, তাঁর মাতাপিতা কাফিরদের হাতে মারা গিয়েছিলেন। উসামার মন জয় ছাড়াও এটাও মনে ছিল যে, তিনি স্বীয় পিতার শাহাদাতের কথা স্মরণ করে সেসব কাফিরের বিরুদ্ধে মনখুলে লড়াই করবেন।

এ হাদীস থেকে এ মাসআলাটিও উৎসারিত হয় যে, উত্তম ব্যক্তির বিদ্যমানেও তার চেয়ে নিচু পর্যায়ের লোকের আমীর হওয়া জায়েয আছে। কারণ হযরত আবু বকর রা. ও উমর রা. নিঃসন্দেহে উসামা রা. অপেক্ষা উত্তম ছিলেন।

২২০৭. অনুচ্ছেদ ঃ উমরাতুল কাযার বর্ণনা ২২০৭. بَابُ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ

একটি সন্দেহ ও এর অপনোদন

এখানে একটি সন্দেহ হয়, এটি হল কিতাবুল মাগাযী। অতএব, এখানে তো শুধু যুদ্ধ ও সারিয়্যার আলোচনা সঙ্গত ছিল। উমরার বিবরণ কিরূপে ও কেন এল।

উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উমরায়ে কাযার জন্য সশস্ত্র অবস্থায় বেরিয়েছিলেন। কারণ, হতে পারে কুরাইশের কাফিররা চুক্তি ভঙ্গ করবে এবং ষড়যন্ত্র করবে। অতএব, সতর্কতামূলক যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম সাথে নিয়ে বের হন। যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অস্ত্রশস্ত্র সহ সপ্তম হিজরীতে যিলকদ মাসে উমরাতুল কাযার জন্য বেরিয়েছিলেন সেহেতু এটিকে মাগাযী পর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ, গাযওয়ার জন্য বাস্তব লড়াই শর্ত নয়।

وَقَالَ ابْنُ الاَثِيْرِ اَدْخَلَ الْبُخَارِىُّ عُمْرَةَ الْقَضَاءِ فِى الْمَغَازِىْ لِكَوْنِهَا مُسَبَّبَةً عَنْ غَزْوَةِ الْحُدَيْبِيَةِ"۔

'ইবনে আসীর র. বলেন, যেহেতু উমরাতুল কাযার মূল কারণ ছিল গাযওয়ায়ে হুদাইবিয়া, সেহেতু ইমাম বুখারী র. উমরাতুল কাযাকে মাগাযীতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।'

উমরাতুল কাযা ঃ সপ্তম হিজরী

হুদাইবিয়ার সন্ধিতে কুরাইশের সাথে পারস্পরিক চুক্তি হয়েছিল যে, এ বছর উমরা ছাড়া ফিরে চলে যাবেন আগামী বছর উমরার জন্য আসবেন। উমরা করে তিন দিনে ফিরে চলে যাবেন। সেহেতু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সপ্তম হিজরীতে যিলকদ মাসের চাঁদ দেখে সাহাবায়ে কিরামকে নির্দেশ দেন সে উমরার কাযার জন্য রওয়ানা হতে, যা থেকে পৌত্তলিকরা হুদাইবিয়ায় মসজিদে হারাম থেকে বাধা দিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও নির্দেশ দিয়েছেন যে, যারা হুদাইবিয়ায় শরীক ছিল তাদের কেউ যেন থেকে না যায়। ফলে এ সময়ে যারা শহীদ হয়েছেন কিংবা ওফাত লাভ করেছেন, তারা ছাড়া অন্য কেউ অবশিষ্ট্য থাকেন নি।

এরূপভাবে ২০০০ লোকের একটি বাহিনী নিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুয়াজ্জমা অভিমুখে রওয়ানা হন। হযরত আসকালানী র. বলেন–

وَقَالَ الْحَاكِمُ فِى الْإِكْلِيْلِ تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ أَنَّهُ ﷺ لَمَّا أَهَلَّ ذُو الْقَعْدَةِ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَعْتَمِرُوا قَضَاءَ عُمْرَتِهِمْ وَأَنْ يَتَخَلَّفَ الخ ـ

হাকিম র. ইকলীলে বলেন, মুতাওয়াতির হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিলকদের চাঁদ দেখে স্বীয় সাহাবায়ে কিরামকে এই উমরা কাযার নির্দেশ দেন। গত বছর হুদাইবিয়ায় কুরাইশের বাধা দেয়ার কারণে, উমরা করতে পারেননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাও বলেছিলেন যে, যারা এ সময়ের মধ্যে শহীদ হয়েছে অথবা ওফাত পেয়েছে তারা ছাড়া সবাই যেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে উমরা কাযা করার জন্য রওয়ানা হন। তাছাড়া, এদের ছাড়া আরো কিছু সংখ্যক লোকও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে উমরা কাযা করার জন্য রওয়ানা হন। যাদের সর্বমোট সংখ্যা মহিলা এবং শিশুদের ছাড়া ছিল ২ হাজার।

তিনি যুলহুলায়ফায় পৌঁছে ইহরাম বাঁধেন ও তালবিয়া (লাব্বাইক) বলেন। তিনি সাহাবায়ে কিরামসহ বাতনে ইয়াজাজ (يَاجَجُ শব্দটি يَسْمَعُ এর ওজনে। এটি মক্কা শরীফ থেকে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত একটি স্থানের নাম।) নামক স্থানে পৌঁছলে কুরাইশের কাফিররা অস্ত্রশস্ত্র দেখে বলল, এতো যুদ্ধের ইচ্ছা মনে হচ্ছে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, সন্ধি বহাল আছে, তিনি তলোয়ার ছাড়া অন্যান্য অস্ত্র বাতনে ইয়াজাজে পরিহার করেন এবং (অস্ত্রশস্ত্রের) হেফাজতের জন্য ২০০ লোকের একটি বাহিনী নিযুক্ত করেন। সাহাবীগণসহ তিনি লাব্বাইক বলতে বলতে হেরেমের দিকে অগ্রসর হন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাসওয়া নামক উটনীর লাগাম ধরে নিম্নোক্ত কাব্য আবৃত্তি করতে করতে যাচ্ছিলেন–

خَلُّوا بَنِى الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيْلِهِ * قَدْ أَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ فِى تَنْزِيْلِهِ ـ

'হে কাফির সন্তানরা! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পথ ছেড়ে দাও। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে এ হুকুম অবতীর্ণ করেছেন।'

بِأَنَّ خَيْرَ الْقَتْلِ فِىْ سَبِيْلِهِ * نَحْنُ قَتَلْنَاكُمْ عَلٰى تَاوِيْلِهِ ـ

'যে, সর্বোত্তম কতল হল, যেটি আল্লাহ্‌র রাস্তায় হয়। আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও লড়াই করছি তাঁরই হুকুম অনুযায়ী।'

كَمَا قَتَلْنَاكُمْ عَلٰى تَنْزِيْلِهِ ـ

'যেমন আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি নাযিলকৃত কুরআন অনুযায়ী।'

আল্লামা যুরকানী র. عَلٰى تَاوِيْلِهِ এবং عَلٰى تَنْزِيْلِهِ এর অর্থ বর্ণনা করেছেন عَلٰى إِنْكَارِ تَاوِيْلِهِ এবং وَعَلٰى إِنْكَارِ تَنْزِيْلِهِ অর্থাৎ, আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও লড়াই করছি তাঁর হুকুম ও তাঁর নাযিলকৃত কুরআন না মানার কারণে। বায়হাকী র. এর উপর আরও কিছু সংযুক্ত করেছেন। কারোও ইচ্ছা হলে ফাতহুল বারীতে দেখতে পারেন।

হযরত উমর রা. বললেন, ইবনে রাওয়াহা! তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে এবং আল্লাহ্‌র হেরেমে কবিতা পড়ছ? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উমর! থাম। সে কাব্য কাফিরদের গায়ে তীর বর্ষণের চেয়েও কঠোরতর। (তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী র. বলেছেন, হাদীসটি হাসান গরীব)

এসব বিস্তারিত আলোচনা ফাতহুল বারী ঃ (৭/৩৮৩)-তে বিদ্যমান রয়েছে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন, এটা পড়–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ ـ

আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা. এর সাথে অন্যান্য সাহাবীও এসব শব্দ পড়তে পড়তে যাচ্ছিলেন।

এভাবে মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করলেন, বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন, সাফা-মারওয়ার মাঝে কুরবানীর পশু কুরবানী করলেন ও হালাল হয়ে গেলেন। এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু লোককে নির্দেশ দিলেন, তারা যেন বাতনে ইয়াজাজে চলে যান। আর যাদেরকে অস্ত্রশস্ত্রের হেফাজতের জন্য সেখানে রেখে আসা হয়েছিল, তারা যেন এসে তাওয়াফ ও সাঈ করেন। একথা বলে কাবা শরীফে প্রবেশ করেন। জোহর পর্যন্ত ভিতরেই থাকেন। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশে কাবা গৃহের ছাদের উপর হযরত বিলাল রা. জোহরের আযান দেন। (সীরাতে মুস্তফা– আত-তাবাকাতুল কুবরা)

কুরাইশ যদিও চুক্তিরূপে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে উমরা করার অনুমতি দিয়েছে, কিন্তু ভীষণ ক্রোধ এবং চরম হিংসার কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথীদের দেখতে পারেনি। এজন্য কুরাইশ নেতৃবৃন্দ এবং তাদের বড় বড় লোকেরা মক্কা মুকাররমা ছেড়ে পাহাড়ে চলে যায়।

নামকরণের কারণ

এ উমরাকে উমরাতুল কাযা কেন বলা হয়? এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে–

১. প্রথম এবং আসল কারণ তো সেটি যেটি আমি উমরাতুল কাযার ঘটনায় বর্ণনা করেছি। কারণ, সহীহ হাদীসসমূহ দ্বারা এ বিষয়টি ভালরূপে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কোন কারণে, উমরা ও হজ্জ করতে না পারলে পরবর্তী বছর এর কাযা ওয়াজিব হয়ে যায়। ইমামে আজম আবু হানীফা র.-এর মাযহাবও এটাই। ফলে ৬ হিজরীর উমরায়ে হুদাইবিয়ার কাযা সপ্তম হিজরীতে উমরাতুল কাযা নামে পূর্ণ করা হয়েছে।

বাকী রইল সংখ্যায় উমরায়ে হুদাইবিয়া স্বতন্ত্র। ফলে সওয়াব হিসাবে উমরা চারটি।

২. দ্বিতীয় উক্তি হল– এটিকে উমরাতুল কাযা এজন্য বলে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশের কাফিরদের সাথে যে কাযা তথা ফয়সালা করেছিলেন সে মুতাবিক আদায় করা হয়েছে।

এই মতবিরোধের কারণ ও ভিত্তি হল– অবরোধের মাসআলা। শাফিঈদের মতে, কুরবানী ওয়াজিব, কিন্তু কাযা ওয়াজিব নয়। কিন্তু হানাফীরা এর পরিপন্থী। কারণ, তাদের মতে, কাযা ওয়াজিব। এ কারণেই নামকরণের কারণে মতবিরোধ। বিস্তারিত বিবরণের জন্য হজ্জ পর্ব দ্রষ্টব্য।

ذَكَرَهُ اَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ـ

'হযরত আনাস রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এর আলোচনা করেছেন।'

হাফিজ আসকালানী র. বলেছেন, এর উদ্দেশ্য হল– হযরত আনাস রা. এর সে হাদীস, যেটি আবদুর রাযযাক তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেছেন– عَنْ اَنَسٍ رضـ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ فِى عُمَرِ الْقَضَاءِ

٣٩٢٧. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسٰى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِعْتَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ، فَأَبٰى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتّٰى قَاضَاهُمْ عَلٰى أَنْ يُقِيمَ بِهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوا هٰذَا مَاقَاضٰى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ، قَالُوا لاَ نُقِرُّ بِهٰذَا لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللّٰهِ مَا مَنَعْنَاكَ شَيْئًا، وَلٰكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ، فَقَالَ أَنَا رَسُولُ اللّٰهِ وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ، ثم قَالَ لِعَلِىٍّ اُمْحُ رَسُولَ اللّٰهِ، قَالَ عَلِىٌّ لاَ وَاللّٰهِ لاَ أَمْحُوكَ أَبَدًا فَأَخَذَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الْكِتَابَ، وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ، فَكَتَبَ هٰذَا مَاقَاضٰى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ لاَيَدْخُلُ مَكَّةَ السِّلاَحَ إِلاَّالسَّيْفَ فِى الْقِرَابِ، وَأَنْ لاَيَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَّبِعَهُ وَأَنْ لاَ يَمْنَعَ مِنْ أَصْحَابِهِ أَحَدًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا ـ

فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الأَجَلُ أَتَوْا عَلِيًّا، فَقَالُوا قُلْ لِصَاحِبِكَ أُخْرُجْ عَنَّا، فَقَدْ مَضَى الأَجَلُ، فَخَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ، فَتَبِعَتْهُ إِبْنَةُ حَمْزَةَ تُنَادِى يَاعَمِّ! يَاعَمِّ! فَتَنَاوَلَهَا عَلِىٌّ، فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَالَ لِفَاطِمَةَ دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ حَمَلَتْهَا، فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِىٌّ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ، قَالَ عَلِىٌّ أَنَا أَخَذْتُهَا وَهِىَ بِنْتُ عَمِّى، وَقَالَ جَعْفَرٌ اِبْنَةُ عَمِّى وَخَالَتُهَا تَحْتِى، وَقَالَ زَيْدٌ اِبْنَةُ أَخِى، فَقَضٰى بِهَا النَّبِىُّ ﷺ لِخَالَتِهَا، وَقَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ، وَقَالَ لِعَلِىٍّ أَنْتَ مِنِّى وَأَنَا مِنْكَ، وَقَالَ لِجَعْفَرٍ أَشْبَهْتَ خَلْقِى وَخُلُقِى، وَقَالَ لِزَيْدٍ أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلاَنَا، قَالَ عَلِىٌّ أَلاَتَتَزَوَّجُ بِنْتَ حَمْزَةَ؟ قَالَ إِنَّهَا اِبْنَةُ أَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ ـ

৩৯২৭/২৬৮. 'উবায়দুল্লাহ্ ইবনে মুসা র. ..... হযরত বারা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিলক'দ মাসে উমরা আদায় করার ইচ্ছায় মক্কা অভিমুখে রওয়ানা করেন। মক্কাবাসীরা তাঁকে মক্কা নগরীতে প্রবেশের অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানাল। অবশেষে তিনি তাদের সঙ্গে এ কথার উপর সন্ধি-চুক্তি সম্পাদন করেন যে, (আগামী বছর উমরা পালন করতে এসে) তিনি মাত্র তিন দিন মক্কায় অবস্থান করবেন। মুসলিমগণ সন্ধিপত্র লেখার সময় এভাবে লিখেছিলেন, هٰذَا الخ আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সঙ্গে এ সন্ধি করেছেন। ফলে তারা (কথাটির উপর আপত্তি তুলে) বলল, আমরা তো এ কথা (মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল) স্বীকার করিনি। যদি আমরা আপনাকে আল্লাহ্র রাসূল বলে স্বীকারই করতাম তা হলে মক্কা প্রবেশে মোটেই বাধা দিতাম না। বরং আপনি তো মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ। তখন তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল এবং মুহাম্মদ ইবনে 'আবদুল্লাহ (উভয়টিই এবং উভয়ের কোন বিরোধ নেই। বরং ওতপ্রোত সম্পর্ক)। তারপর তিনি আলী রা-কে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ শব্দটি মুছে ফেল। আলী রা. উত্তর করলেন, আল্লাহ্র কসম, আমি কখনো এ কথা মুছতে পারব না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন নিজেই চুক্তিপত্রটি হাতে নিলেন। তিনি (আক্ষরিকভাবে) লিখতে জানতেন না, তবুও তিনি (তার এক মু'জিযা হিসেবে)

লিখে দিলেন যে, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ এ চুক্তিপত্র সম্পাদন করে দিয়েছেন যে, তিনি কোষবদ্ধ তরবারি ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্র নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করবেন না। মক্কার অধিবাসীদের কেউ তাঁর সাথে যেতে চাইলেও তিনি তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন না। তাঁর সাথীদের কেউ মক্কায় (পুনরায়) অবস্থান করতে চাইলে তিনি তাকে বাধা দেবেন না।

(পরবর্তী বছর সন্ধি অনুসারে ৭ম হিজরীতে) যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্বাযা উমরা পালনোদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ অতিক্রম হল তখন মুশরিকরা আলী রা.-এর কাছে এসে বলল, আপনার সাথী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলুন যে, নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তাই তিনি যেন আমাদের নিকট থেকে চলে যান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে মতো প্রত্যাবর্তন করলেন। এ সময়ে হামযা রা-এর কন্যা চাচা চাচা বলে ডাকতে ডাকতে তার পেছনে ছুটল। আলী রা. তার হাত ধরে তুলে নিয়ে ফাতিমা রা-কে দিয়ে বললেন, তোমার চাচার কন্যাকে নাও। ফাতিমা রা. বাচ্চাটিকে তুলে নিলেন। (কাফেলা মদীনা পৌঁছার পর) বাচ্চাটির প্রতিপালন নিয়ে আলী, যায়িদ (ইবনে হারিসা) ও জা'ফর ইবনে আবু তালিব রা-এর মধ্যে বাদানুবাদ আরম্ভ হয়ে গেল। আলী রা. বললেন, আমি তাকে (প্রথমে) কোলে করে সাথে নিয়েছি এবং সে আমার চাচার কন্যা (তাই সে আমার কাছে থাকবে)! জাফর দাবি করলেন, সে আমার চাচার কন্যা এবং তার খালা হল আমার স্ত্রী। যায়িদ ইবনে হারিসা রা. বললেন, সে আমার ভাইয়ের কন্যা (অর্থাৎ, সবাই নিজ নিজ সম্পর্কের ভিত্তিতে নিজের কাছে রাখার অধিকার পেশ করল)। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেয়েটিকে তার খালার জন্য (অর্থাৎ জা'ফরের পক্ষে) ফয়সালা দিয়ে বললেন (আদর ও লালন-পালনের ব্যাপারে) খালা মায়ের সমপর্যায়ের। এরপর তিনি আলীর দিকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি আমার এবং আমি তোমার। জা'ফর রা-কে বললেন, তুমি দৈহিক গঠন এবং চারিত্রিক গুণে তথা কুদরত সীরাতে আমার মতো। আর যায়িদ রা-কে বললেন, তুমি আমাদের ঈমানী ভাই ও আযাদকৃত গোলাম। আলী রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন, আপনি হামযার মেয়েটিকে বিয়ে করছেন না কেন? তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উত্তরে বললেন, সে আমার দুধ-ভাই (হামযা রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আপন চাচা এবং দুধ ভাই ছিলেন, সেহেতু তার কন্যা রাসূলের জন্য হালাল ছিল না)-এর মেয়ে।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল فَلَمَّا دَخَلَهَا বাক্যে। এ হাদীসটি সুলহে (সন্ধিতে) ৩৭১-৩৭২ পৃষ্ঠায় গেছে।

أُمْحُ সীগায়ে আমর– নির্দেশ সূচক শব্দ مَحَا. يَمْحُو . مَحْوًا-এর অর্থ হল– মিটানো। فَاخْتَصَمَ فِيهَا الخ। ঃ সাহাবায়ে কিরাম মদীনায় পৌঁছলে হযরত হামযা রা.-এর ছোট কন্যা, যাকে হযরত ফাতিমা রা. স্বীয় সওয়ারীতে তুলে মক্কা থেকে সাথে নিয়ে এসেছেন, তার প্রতিপালনের ব্যাপারে হযারত আলী ইবনে আবু তালিব, জাফর ইবনে আবু তালিব ও যায়েদ ইবনে হারিসা রা.-এর মধ্যে মতানৈক্য হল। তিন মনীষীর প্রত্যেকের দাবি ছিল, এ কন্যাকে আমি রাখব। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফয়সালা করলেন, খালা মায়ের পর্যায়ভুক্ত। অতএব, তাকে হযরত জাফর রা.-এর নিকট অর্পণ করে তিন জনেরই সন্তান বলে দিয়েছেন। এ কন্যার মা সালামা বিনতে উমাইস রা. হযরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিবের স্ত্রী ছিলেন। তাঁর বোন আসমা বিনতে উমাইস রা. তখন ছিলেন হযরত জাফর রা. এর সহধর্মিনী। এ ঘটনায় হযরত যায়েদ রা. বললেন, এতো আমার ভাইয়ের কন্যা। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল– হিজরতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় স্বীয় সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে এই দাবি ছিল। পারস্পরিক এ ভ্রাতৃত্ব ছিল মুহাজিরগণের মাঝে। যেমন– হযরত আবু বকর ও উমর রা. এর মাঝে, হযরত হামযা ও যায়েদ রা. এর মাঝে ইত্যাদি ইত্যাদি। শুধু মুহাজিরদের মাঝে পারস্পরিক এ ভ্রাতৃত্ব করিয়ে দিয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের পূর্বে মক্কা মুকাররমায়। হিজরতের পর মুহাজির ও আনসারীদের মাঝে যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেটি ছিল এ থেকে ভিন্ন। (আসাহহুস সিয়ার, উমদাতুল কারী ঃ ১৭/৬৮) আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য হুদাইবিয়ার ঘটনা দ্রষ্টব্য।

٣٩٢٨. حَدَّثَنِى مُحَمَّدٌ هُوَا بنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُرَيجٌ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيحٌ ح قَالَ وحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بنُ الحُسَينِ بنُ اِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيحُ بنُ سُلَيمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ مُعتَمِرًا فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيشٍ بَينَهُ وبَينَ البَيتِ، فَنَحَرَ هَدْيَهُ وحَلَقَ رَأسَهُ بِالحُدَيبِيَةِ، وقَاضَاهُم عَلٰى اَنْ يَعتَمِرَ العَامَ المُقبِلَ، ولاَ يَحمِلُ سِلاَحًا عَلَيهِم اِلاَّ سُيُوفًا، ولاَ يُقِيمُ بِهَا اِلاَّ مَا اَحَبُّوا، فَاعتَمَرَ مِنَ العَامِ المُقبِلِ، فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَالَحَهُم، فَلَمَّا اَنْ اَقَامَ بِهَا ثَلاثًا اَمَرُوهُ اَنْ يَخرُجَ فَخَرَجَ ـ

৩৯২৮/২৬৯. মুহাম্মদ ইবনে রাফি' ও মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন ইবনে ইবরাহীম রা. ..... ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, উমরা পালনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মক্কা অভিমুখে) রওয়ানা করলে কুরাইশী কাফিররা তাঁর এবং বাইতুল্লাহ্র মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল অর্থাৎ, তাঁকে বাইতুল্লাহ পর্যন্ত পৌছতে দিল না। কাজেই তিনি হুদাইবিয়া নামক স্থানেই কুরবানীর জন্তু যবেহ্ করলেন এবং মাথা মুণ্ডন করলেন (হালাল হয়ে গেলেন), আর তিনি তাদের সঙ্গে এই মর্মে চুক্তি সম্পাদন করলেন যে, আগামী বছর তিনি উমরা পালনের জন্য আসবেন। কিন্তু তরবারি ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র সাথে আনবেন না এবং মক্কাবাসীরা যে ক'দিন ইচ্ছা করবে (তিন দিন) এর বেশি সময় তিনি সেখানে অবস্থান করবেন না। সে মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (পরবর্তী বছর উমরা পালন করতে আসলে) সম্পাদিত চুক্তিনামা অনুসারে তিনি মক্কায় প্রবেশ করলেন। তারপর তিন দিন অবস্থান করলে মক্কাবাসীরা তাঁকে চলে যেতে বলে। তাই তিনি (মক্কা থেকে) বেরিয়ে যান।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল فَاعتَمَرَ مِنَ العَامِ المُقبِلِ বাক্যে। কারণ, এটি হল উমরাতুল কাযা। হাদীসটি সুলহে ৩৭২ পৃষ্ঠায় গেছে।

٣٩٢٩. حَدَّثَنِى عُثمَانَ بنُ اَبِى شَيبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جُرِيرٌ عَن مَنصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلتُ اَنَا وعُروَةُ ابنُ الزُبَيرِ المَسجِدَ، فَاِذَا عَبدُ اللّٰهِ بنُ عُمَرَ رضى الله عنهما جَالِسٌ اِلٰى حُجرَةِ عَائِشَةَ، ثم قَالَ كَمْ اِعتَمَرَ النَبِىُّ ﷺ؟ قَالَ اَربَعًا اِحدَاهُنَّ فِى رَجَبٍ، ثُمَّ سَمِعنَا اِستِنَانَ عَائِشَةَ قَالَ عُروَةُ يَا اُمَّ المُؤمِنِينَ! اَلاَتَسمَعِينَ مَا يَقُولُ اَبُو عَبدِ الرَحمٰنِ اَنَّ النَبِىَّ ﷺ اِعتَمَرَ اَربَعَ عُمَرٍ؟ فَقَالَتْ مَا اِعتَمَرَ النَبِىُّ ﷺ عُمرَةً اِلاَّ وَهُوَ شَاهِدُهُ، ومَا اعتَمَرَ فِى رَجَبٍ قَطُّ ـ

৩৯২৯/২৭০. উসমান ইবনে আবু শায়বা র. ..... হযরত মুজাহিদ র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং উরওয়া ইবনে যুবাইর রা. মসজিদে নববীতে প্রবেশ করেই দেখলাম হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. হযরত আয়েশা রা-এর হুজরার পাশে বসে আছেন। উরওয়া র. তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক'টি উমরা আদায় করেছিলেন? উত্তরে তিনি বললেন, চারটি। তন্মধ্যে একটি রজবে। এ সময় আমরা (ঘরের ভিতরে) হযরত আয়েশা রা-এর মিস্ওয়াক করার আওয়ায শুনতে পেলাম। উরওয়া র. বললেন, হে উম্মুল মু'মিনীন! আবু আবদুর রহমান (ইবনে উমর) রা. কি বলছেন, তা আপনি শুনেছেন কি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারটি উমরা করেছেন? আয়েশা রা. উত্তর দিলেন যে, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কয়টি উমরা আদায় করেছিলেন তার সবটিতেই তিনি (ইবনে উমর) তাঁর সাথে ছিলেন। তাই ইবনে উমর রা. ঠিকই বলবেন। তবে তিনি রজব মাসে কখনো উমরা আদায় করেননি।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল উৎসারণ করা যায় أَرْبَعًا শব্দ থেকে। কারণ, এ চারটির একটি হল– উমরাতুল কাযা। এ হাদীসটি আবওয়াবুল উমরাতে ২৩৮ পৃষ্ঠায় আরও পূর্ণাঙ্গ আকারে এসেছে।

হযরত আয়েশা রা.-এর এ কথা শুনে হযরত ইবনে উমর রা. নীরব হয়ে যান। যদ্বারা হযরত আয়েশা রা. এর উক্তি সহীহ প্রমাণিত হল।

٣٩٣٠. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ سَمِعَ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ لَمَّا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَتَرْنَاهُ مِنْ غِلْمَانِ الْمُشْرِكِينَ وَمِنْهُمْ أَنْ يُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ.

৩৯৩০/২৭১. আলী ইবনে আবদুল্লাহ্ র. ...... হযরত ইবনে আবু আওফা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উমরা (উমরাতুল কাযা) আদায় করছিলেন তখন আমরা তাঁকে মুশরিক ও তাদের যুবকদের থেকে (তাঁর চতুর্দিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে) আড়াল করে রেখেছিলাম যেন তারা রাসূলুল্লাহ সা-কে কোন প্রকার কষ্ট বা আঘাত দিতে না পারে।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল لَمَّا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. বাক্যে। কারণ, এর দ্বারা উদ্দেশ্য উমরাতুল কাযা। হাদীসটি গাযওয়াতুল হুদাইবিয়াতে ৬০২ পৃষ্ঠায় এসেছে।

এটি হল, মাগাযীর হাদীসগুলোর ২১৫ নং রেওয়ায়াত, যাতে স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাফা-মারওয়ার মাঝে দৌড়ছিলেন তখন আমরা মক্কাবাসীদের থেকে তার হেফাজত করছিলাম। যাতে কেউ তাঁকে কোন প্রকার কষ্ট দিতে না পারে।

٣٩٣١. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَفْدٌ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ، وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلاَثَةَ وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلاَّ الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ. وَزَادَ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَامِهِ الَّذِي اسْتَأْمَنَ قَالَ ارْمُلُوا لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ قُوَّتَهُمْ وَالْمُشْرِكُونَ مِنْ قِبَلِ قُعَيْقِعَانَ.

৩৯৩১/২৭২. সুলাইমান ইবনে হারব র. ..... হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগন (উমরাতুল 'কাযা আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কা) গমন করলে মুশরিকরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল যে, তোমাদের সামনে এমন একদল লোক আসছে, ইয়াসরিবের জ্বর যাদেরকে দুর্বল করে দিয়েছে। এজন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে প্রথম তিন চক্করে শরীর হেলিয়ে দুলিয়ে চলতে এবং দু'রুকনের মধ্যবর্তী স্থানে স্বাভাবিকভাবে চলতে নির্দেশ দেন। (যাতে মককার মুশরিকরা মুসলমানদের শক্তির আন্দাজ করতে পারে। অবশ্য তিনি তাঁদেরকে উভয় রুকন তথা রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মাঝে স্বাভাবিকভাবে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। আর সবকটি চক্করেই হেলে দুলে চলার আদেশ করতেন। কিন্তু তাঁদের কষ্টের প্রতি তাঁর অনুভূতিই কেবল তাঁকে এ হুকুম দেয়া থেকে বিরত রেখেছিল।

অন্য এক সনদে ইবনে সালামা র. আইয়ুব ও সাঈদ ইবনে জুবাইর র-এর মাধ্যমে ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সন্ধি সম্পাদনের মাধ্যমে নিরাপত্তা লাভের পরবর্তী বছর যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মক্কায়) আগমন করলেন তখন মুশরিকরা যেন সাহাবীদের দৈহিক-বল অবলোকন করতে পারে এজন্য তিনি তাঁদের বলেছেন, তোমরা হেলেদুলে তাওয়াফ কর। এ সময় মুশরিকরা কু'আইকি'আন পাহাড়ের দিক থেকে মুসলমানদেরকে দেখছিল।

স্মর্তব্য ঃ ইয়াসরিব মদীনার পুরাতন নাম। এ অঞ্চলে দীর্ঘদিন পূর্ব থেকেই এক প্রকার জ্বরের প্রাদুর্ভাব থাকত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মদীনায় আগমনের পর তাঁর দোয়ার ফলে সেটি মদীনা থেকে দূর হয়ে যায়। পৌত্তলিকরা ঐ জ্বরের প্রতি ইঙ্গিত করেই বলেছিল মুসলমানরা দুর্বল হয়ে গেছে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে রমল করার আদেশ দিলেন, যেন তাঁদের শৌর্য-বীর্য অবলোকন করে মুশরিকরা হতভম্ব হয়ে পড়ে। আর যেহেতু তারা কুআয়কিআন পর্বত থেকেই মুসলমানদের দিকে তাকিয়েছিল আর সেখান থেকে দু'রুকনের মধ্যবর্তী স্থানটি দেখা যেত না, এ কারণে তিনি সাহাবীগণকে এ স্থানে স্বাভাবিকভাবে হেঁটে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন। অনুবাদক উফিয়া আনহু।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল উৎসারণ করা যায় قَدِمَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابُهُ বাক্য থেকে। অর্থাৎ, উমরাতুল কাযার জন্য তিনি মক্কায় তাশরীফ এনেছেন। এ হাদীসটি হজ্জের ২১৮ পৃষ্ঠায় গেছে।

وَفْدٌ ঃ ওয়াও এর উপর যবর, খায়ের উপর জযম। অর্থাৎ, সম্প্রদায়। কুআইকিআন মক্কার একটি পাহাড়। যেখান থেকে পৌত্তলিকরা দেখছিল। মুসলিমের একটি রেওয়ায়াতে এতটুকু অতিরিক্ত আছে যে, এসব পৌত্তলিক বলতে লাগল, এরা তো শক্তিশালী ও মজবুত।

৩৯৩২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ اِنَّمَا سَعَى النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيُرِىَ الْمُشْرِكِيْنَ قُوَّتَهُ -

৩৯৩২/২৭৩. মুহাম্মদ র. .... হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বাইতুল্লাহ্ এবং সাফা ও মারওয়া-এর মধ্যখানে এ জন্যই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'সায়ী করেছিলেন (দ্রুত হেটেছিলেন), যেন মুশরিকদেরকে তাঁর শৌর্য-বীর্য অবলোকন করাতে পারেন।

ব্যাখ্যা ঃ এটাও ভিন্ন সনদে হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর রেওয়ায়াত।

৩৯৩৩. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَبَنٰى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَمَاتَتْ بِسَرِفٍ * وَزَادَ ابْنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِى ابْنُ اَبِى نَجِيْحٍ وَاَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَزَوَّجَ النَّبِىُّ ﷺ مَيْمُوْنَةَ فِى عُمْرَةِ الْقَضَاءِ -

৩৯৩৩/২৭৪. মুসা ইবনে ইসমাঈল রা. .... হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় হযরত মায়মুনা রা-কে বিয়ে করেছেন এবং (ইহরাম খোলার পরে) হালাল অবস্থায় তিনি তাঁর সাথে বাসর যাপন করেন। মায়মুনা রা. (মক্কার নিকটেই) সারিফ নামক স্থানে ইন্তিকাল করেছেন। (যেখানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তাঁর সর্বপ্রথম বাসর হয়েছে। আসমা আইনীর উক্তি মতে এটি মক্কা থেকে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত।)

[ইমাম বুখারী র. বলেন] অপর একটি সনদে ইবনে ইসহাক ইবনে আবু নাজীহ্ ও আবান ইবনে সালিহ-আতা ও মুজাহিদ র-ইবনে আব্বাস রা. থেকে অতিরিক্ত এতটুকু বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরাতুল কাযা আদায়ের সফরে হযরত মায়মুনা রা-কে বিয়ে করেছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল এ হিসেবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে হযরত মাইমুনা রা. এর বিয়ে হয়েছিল উমরাতুল কাযায়।

হাদীসটি আবওয়াবুল উমরায় ২৪৮ পৃষ্ঠায় এসেছে।

মুহ্‌রিমের বিয়ে

ইহরাম অবস্থায় মুহ্‌রিমের জন্য বিয়ে করা জায়েয কিনা এ বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। ইমামে আজম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, ইবরাহীম নাখঈ, সুফিয়ান সাওরী, আতা ইবনে আবু রাবাহ, মাসরূক এবং ইকরামা র. প্রমুখের মতে, বিয়ে বৈধ। অবশ্য ইহ্‌রাম অবস্থায় সহবাস বৈধ নয়। হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসঊদ, আবু হুরায়রা, আনাস, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. থেকে এটাই প্রমাণিত। ইমামত্রয়, ইমাম আওযাঈ, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব র. প্রমুখের মতে, মুহ্‌রিমের জন্য ইহরাম অবস্থায় বিয়ে বৈধ নয়, বরং বাতিল এবং অন্যের বিয়ে করানোও বৈধ নয়। এটাই প্রমাণিত হযরত উমর, আলী ও ইবনে উমর রা. থেকে। (উমদাতুল কারী ঃ ১০/১৯৫)

এই ইখতিলাফের মূল বুনিয়াদ এর উপর যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মাইমুনা রা.-কে ইহরাম অবস্থায় বিয়ে করেছেন, না হালাল অবস্থায়?

এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মাইমুনা রা. কে উমরাতুল কাযায় বিয়ে করেছেন।

প্রথম দলের দাবি হল– এ বিয়ে হয়েছিল ইহরাম অবস্থায়। দ্বিতীয় দলের দাবি হল– এটি হয়েছিল হালাল অবস্থায়। ইমাম বুখারী র. এর ঝোঁক প্রথম দলের দিকেই বুঝা যায়। কারণ, ইমাম বুখারী র. স্বতন্ত্র একটি অনুচ্ছেদ কায়েম করেছেন بَابُ تَزْوِيجِ الْمُحْرِمِ (বুখারী ঃ ১/২৪৮)। এরূপভাবে কিতাবুন নিকাহে (বিয়ে পর্বে ঃ ২/৭৬৬) একটি অনুচ্ছেদ রয়েছে–بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ . তাতে তিনি শুধু হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর হাদীস উল্লেখ করেছেন– تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ ইমাম বুখারী র. নিষেধের কোন হাদীস সহীহ বুখারীতে উল্লেখ করেননি। যদ্বারা তাঁর ঝোঁক ভালভাবে আন্দাজ করা যায়, সেটি হল– বৈধতা।

দ্বিতীয় দল তথা ইমামত্রয়ের প্রমাণাদি

১. عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رض اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ .

হযরত উসমান ইবনে আফফান রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– মুহরিম না নিজে স্বীয় বিয়ে করবে, না অন্য কাউকে বিয়ে করাবে, না বিয়ের প্রস্তাব দিবে। (মুসলিম ঃ ১/৪৫৩)

২. عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ وَبَنٰى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَكُنْتُ اَنَا لرَّسُوْلَ (اى القَاصِدُ) فِيمَا بَيْنَهُمَا . (তিরমিযী ঃ ১/১০৩)

৩. عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْاَصَمِّ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ مَيْمُوْنَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ قَالَ وَكَانَتْ خَالَتِىْ وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ . (মুসলিম ঃ ১/৪৫৪)

প্রথম দল তথা হানাফী ফুকাহায়ে কিরামের প্রমাণাদি

১. আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস। (বুখারী ঃ ২/৬১১, ১/২৪৮, কিতাবুন নিকাহ ঃ পৃষ্ঠা ৭৬৬, মুসলিম ঃ ১/৪৫৪। তাছাড়া ইবনে আব্বাস রা. এর এ হাদীসের ব্যাপারে সিহাহ সিত্তার সমস্ত ইমাম একমত। এরূপভাবে সিহাহ সিত্তা ছাড়াও সমস্ত মুহাদ্দিসীনে কিরাম এ হাদীসটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে একমত।

২. رَوَى الطَّحَاوِيُّ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَيْمُونَةَ رضـ وَهُوَمُحْرِمٌ -

৩. اَخْرَجَ ابْنُ حَبَّانٍ فِي صَحِيْحِهٖ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهٖ عَنْ عَائِشَةَ رضـ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ وَهُوَمُحْرِمٌ -

সহীহ ইবনে হাব্বান, সুনানে বায়হাকী।

ইমাম তাহাবী র. এ ধরনের প্রচুর হাদীস দ্বারা ইহরাম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিয়ে প্রমাণ করেছেন। এসব হাদীসের জন্য তাহাবী শরীফ দ্রষ্টব্য।

ইমামত্রয়ের সবচেয়ে বড় প্রমাণ- হযরত উসমান ইবনে আফফান রা. এর রেওয়ায়াত- لَايَنْكِحُ الْمُحْرِمُ। এ হাদীসটি বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে। বিশেষত যখন এটি খবরের সীগা সহকারে হয়। উদ্দেশ্য হল- বিয়ে, বিয়ে করানো এবং বিয়ের প্রস্তাব এগুলো মুহরিমের শানের পরিপন্থী। কারণ, ইহরাম বেঁধে (আল্লাহর) ইশক-মহব্বতে ডুবে থাকা উচিত। অতএব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উদ্দেশ্য হল- মুহরিমকে বিয়ে করা ও করানোর ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করা। কারণ, এগুলো সব যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারক। এর দ্বারা বিয়ে হারাম করা উদ্দেশ্য নয়। আর যদি لَايَنْكِحُ শব্দটিকে নাহির সীগা রূপে নেয়া হয়, তবে উভয় পক্ষের হাদীসগুলোর বিরোধ অবসানের জন্য এটাকে মাকরূহে তানযীহির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে।

২. দ্বিতীয় প্রমাণ- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আজাদকৃত দাস হযরত আবু রাফি' রা. এর হাদীস যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মাইমুনা রা.-কে বিয়ে করার সময় হালাল ছিলেন। মধুকাল যাপনের সময় হালাল ছিলেন। আর আমি উভয়ের মাঝে বিয়েতে ছিলাম দূত।

এর উত্তর হল- এ হাদীসের সনদে মাতার আলওয়াররাক নামক একজন বর্ণনাকারী আছেন। ইমাম নাসাঈ র. তাঁর সম্পর্কে لَيْسَ بِالْقَوِيِّ তথা 'শক্তিশালী নন' বলে মন্তব্য করেছেন। ইমাম আহমদ র. থেকে, বর্ণিত আছে, كَانَ فِي حِفْظِهٖ سُوْءٌ - 'তাঁর স্মরণ শক্তিতে অসুবিধা ছিল।'

দ্বিতীয় কথা হল- এটি ইত্তিসাল ও ইনকিতায়ের ক্ষেত্রে মুযতারিব। যেমন- তিরমিযী এদিকে ইঙ্গিত করেছেন-

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى (اَىِ الْاِمَامُ التِّرْمِذِيُّ) هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَلَا نَعْلَمُ اَحَدًا اَسْنَدَهٗ غَيْرُ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مَطَرِ الْوَرَّاقِ الخ - (তিরমিযী ঃ ১০৩)

৩. তৃতীয় প্রমাণ হল- ইয়াযীদ ইবনে আসাম্মের রেওয়ায়াত। তিনি হযরত মাইমুনা রা. এর ভাগ্নে ছিলেন। আর এক ভাগ্নে ছিলেন ইবনে আব্বাস রা. অর্থাৎ, ইবনে আব্বাস ও ইয়াযীদ ইবনে আসাম রা. উভয়জন ছিলেন খালাত ভাই। ইয়াযীদ ইবনে আসাম থেকে বর্ণিত যে, হযরত মাইমুনা রা. (ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত মূল ব্যক্তি উম্মুল মুমিনীন হযরত মাইমুনা রা.)। আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মাইমুনা রা. কে (অর্থাৎ, আমাকে) বিয়ে করেছেন তখন তিনি হালাল ছিলেন।

এর উত্তর হল- এতেও মতবিরোধ রয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়াতে ইয়াযীদের পর মাইমুনা রা. এর উল্লেখ রয়েছে আর কোনটিতে মাইমুনা রা. এর উল্লেখ ছাড়া মুরসালরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। (তিরমিযী ঃ ১০৪)

ইমাম তিরমিযী রা. বলেন-

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ، وَرَوٰى غَيْرُ وَاحِدٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْاَصَمِّ مُرْسَلًا -

আবু রাফি' এবং ইয়াযীদ রা. এর হাদীসে যে هوحلال শব্দ এসেছে এর উদ্দেশ্য এটাও হতে পারে যে, বিয়ে তো ইহরাম অবস্থায় হয়েছিল কিন্তু এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে হালাল অবস্থায়। কারণ, বিয়ের হবিঃপ্রকাশ ঘটে ওলিমার খানার সময়, যা হয়েছিল হালাল অবস্থায়।

সর্বশেষ কথা হল– হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর ইলম ও ফিকহী জ্ঞান ছিল তাদের সবার উর্ধ্বে।

ইমাম তাহাবী র. বলেন, এসব বিবরণ দ্বারা বুঝা গেল, হাদীসের শক্তি ও দুর্বলতা হিসেবে বৈধতার উক্তি প্রধান। তাছাড়া, যুক্তি ও কিয়াসের দিক দিয়েও এটি প্রধান। কারণ, মুহরিমের জন্য সহবাস নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে বিয়ে নিষিদ্ধ হওয়া জরুরি নয়। সর্বসম্মতিক্রমে মুহরিমের জন্য বাদী ক্রয় করা জায়েয আছে, কিন্তু সহবাস করা নিষেধ। সুগন্ধি ক্রয় করা জায়েয আছে, কিন্তু ব্যবহার করা নিষেধ। সেলাইকৃত কাপড় ক্রয় করা জায়েয আছে, কিন্তু পরিধান করা নিষেধ। অনুরূপভাবে যদিও স্ত্রীর সাথে সহবাস করা নিষেধ, কিন্তু বিয়ে করা জায়েয।

কেউ যদি বলে বিয়ে এবং ক্রয়ে পার্থক্য আছে। দুধ বোনকে বিয়ে করা না জায়েয, কিন্তু ক্রয় করা জায়েয বিয়ে সেখানে জায়েয হতে পারে না, যেখানে সহবাসের স্থান নেই।

এর উত্তর হল– এটা সহীহ যে, যেখানে সহবাসের মহল নয় সেখানে বিয়ে জায়েয হতে পারে না। কিন্তু ইহরামের কারণে সহবাস নিষেধ ঠিক এমনি, যেমন রোযাদারের জন্য সহবাস নিষেধ, অথবা যেমন ঋতুবতী মহিলার সাথে সহবাস করা নিষেধ। তা সত্ত্বেও রোযাদার ও ঋতুবতী মহিলাকে বিয়ে করা জায়েয আছে। ঠিক অনুরূপ ইহরাম অবস্থায় সহবাস নিষেধ, কিন্তু বিয়ে জায়েয।

মোটকথা, উভয়পক্ষে সহীহ রেওয়ায়াত বিদ্যমান রয়েছে। এতে সন্দেহ নেই যে, হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর রেওয়ায়াত সনদগতভাবে প্রধান। কিন্তু সতর্কতা হল তা থেকে পরহেয করার ক্ষেত্রে। অতএব, ইহরাম অবস্থায় বিয়ে করা অপেক্ষা তা থেকে পরহেয করাই উত্তম ও অধিক সতর্কতাপূর্ণ। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

٢٢٠٨. بَابُ غَزْوَةِ مُوْتَةَ مِنْ أَرْضِ الشَّامِ .

২২০৮. অনুচ্ছেদ ঃ সিরিয়ায় সংঘটিত মূতার যুদ্ধের বর্ণনা

ব্যাখ্যা ঃ অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে, مُوْتَة শব্দটির মীমে পেশ, ওয়াও এর উপর জযম, হামযা ছাড়া অভিধানের ইমাম মুবাররাদের উক্তি এটাই। কিন্তু কোন কোন অভিধানবিদ থেকে পেশকৃত মীমের পর হামযা সাকিন সহকারে مُؤْتَة বর্ণিত আছে। (উমদা, ফাতহ)

মূতা একটি স্থানের নাম। শামে বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে দু'মঞ্জিল দূরে বালকা অঞ্চলে অবস্থিত। জুমাদাল উলা অষ্টম হিজরীতে সেখানে যুদ্ধ হয়। ইমাম বুখারী র. প্রমুখ এটাকে গাযওয়ায়ে মূতা (মূতার যুদ্ধ) লিখেন যদিও এটাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অংশগ্রহণ করেননি।

মূতার যুদ্ধ ঃ অষ্টম হিজরী

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাজা-বাদশাহ ও শাসকদের নামে ইসলামী দাওয়াতের চিঠিপত্র প্রেরণ করেন, তখন শুরাহবীল ইবনে আমর গাসসানীর নামেও একটি পত্র পাঠিয়েছেন। শুরাহবীল ছিল কায়সার তথা রোম সম্রাটের পক্ষ থেকে শামের শাসক। হারিস ইবনে উমাইর রা. এ চিঠি নিয়ে বসরার গভর্নরের দিকে রওয়ানা করে মূতা নামক স্থানে পৌঁছেন। তখন শুরাহবীল তাকে হত্যা করিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দূতকে হত্যা করতেন না এবং না তিনি ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন দূত নিহত হয়েছেন। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হারিস ইবনে উমাইর রা.-এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তিন হাজারের একটি সৈন্যবাহিনী জুমাদাল উলা অষ্টম হিজরীতে মূতা অভিমুখে প্রেরণ করেন। হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা রা.-কে সেনাপ্রধান নিযুক্ত করে ইরশাদ করেন, যদি যায়েদ শহীদ হয়ে যায়, তাহলে জাফর ইবনে আবু তালিব অধিনায়ক হবে। যদি জাফরও শহীদ হয়ে যায়, তবে আবদুল্লাহ ইবনে আবু রাওয়াহা আমীর হবে। অতঃপর আবদুল্লাহও যদি শহীদ হয়ে যায়, তবে মুসলমানরা যাকে ইচ্ছা আমীর বানিয়ে নিবে। (বুখারী ঃ পৃষ্ঠা ৬১১)

তারা মা'আন নামক স্থানে পৌঁছে জানতে পারলেন, দু'লাখের বিশাল দুর্ধর্ষ বীর সেনাদল তিন হাজার মুসলমানের মুকাবিলার জন্য বালকা নামক স্থানে সমবেত হয়েছে। এ সংবাদ পেয়ে মুসলমানরা দোদুল্যমান হয়ে পড়েন। দু'দিন পর্যন্ত মা'আন নামক স্থানে অবস্থান করেন ও পরামর্শ করতে থাকেন, কি করা উচিত? রায় এ হল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অবহিত করা হবে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়তো সাহায্য পাঠাবেন অথবা যে হুকুম দিবেন তা বাস্তবায়ন করা হবে।

আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা. বলেন, হে লোকসকল! তোমরা তো শাহাদাত কামনার্থে বেরিয়েছ। অথচ আজকে এটাকেই অপছন্দ করছ? আমরা কাফিরদের বিরুদ্ধে শক্তি ও সংখ্যার উপর ভরসা করে যুদ্ধ করি না। আমরা তো শুধু দীন ইসলামের জন্য লড়াই করি। অতএব, উঠ, চল, দুই নেকীর একটি অবশ্যই অর্জিত হবে– বিজয় অথবা শাহাদাত।

এতদশ্রবণে মুসলমানদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। সবাই বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, আবদুল্লাহ সঠিক বলছেন। সবাই মূতার দিকে রওয়ানা হন। মূতার ময়দানে উভয় পক্ষ মুকাবিলার উদ্দেশ্যে সামনে আসে। প্রথম হযরত ইবনে যায়েদ ইবনে হারিসা রা.-এর হাতে ইসলামী ঝাণ্ডা ছিল। তিনি নেহায়েত বীরত্বের সাথে জানবাজি রেখে লড়াই করে শহীদ হয়ে যান। এরপর হযরত জাফর রা. ঝাণ্ডা হাতে নেন। লড়াই করতে করতে তাঁর ডান হাত কেটে গেলে বাম হাতে ঝাণ্ডা নেন। বাম হাত কেটে গেলে ঝাণ্ডা কোলে নিয়ে নেন। অবশেষে তিনি শহীদ হয়ে যান। আল্লাহ তা'আলা এর পরিবর্তে তাঁকে দু'টি বাহু দান করেন– যেগুলো দ্বারা তিনি জান্নাতে ফেরেশতাদের সাথে উড়ে বেড়ান। এজন্য হযরত জাফর রা.-কে যুলজানাহাইন এবং জাফরে তাইয়ার বলে। বুখারী শরীফের ৬১১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. যখন হযরত জাফর রা. এর ছেলেকে দেখতেন, তখন বলতেন, اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ ذِى الْجَنَاحَيْنِ! 'হে দু'বাহু বিশিষ্ট মনীষীর সন্তান! তোমার প্রতি সালাম।'

সহীহ বুখারীর ৬১১ পৃষ্ঠায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত আছে, আমরা যখন হযরত জাফর রা.-এর লাশ তালাশ করলাম, তখন দেখলাম, (তাঁর দেহে) নব্বইয়ের অধিক তীর ও তলোয়ারের আঘাত ছিল। এক রেওয়ায়াতে আছে, সবগুলো আঘাত ছিল সম্মুখদিকে, পিছনের দিকে কোন আঘাত ছিল না।

হযরত জাফর রা. এর পর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা. ঝাণ্ডা হাতে নেন। তিনিও শহীদ হয়ে যান। এরপর সমস্ত মুসলমান সর্বসম্মতিক্রমে খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রা.-এর সেনাপ্রধান হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়ে যান। খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রা. ইসলামী ঝাণ্ডা নিয়ে সামনে অগ্রসর হন। নেহায়েত বীরত্ব ও পৌরুষ প্রদর্শন করে শত্রুদের মুকাবিলা করেন। এ অনুচ্ছেদেই ২৮০ নং হাদীস আসছে। স্বয়ং হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রা. এর বিবরণ, মূতার যুদ্ধে লড়াই করতে করতে আমার হাতে নয়টি তলোয়ার ভেঙ্গেছে। শুধু একটি ইয়ামানী তলোয়ার আমার নিকট অবশিষ্ট থাকে। (বুখারী ঃ ৬১১ পৃষ্ঠা)

দ্বিতীয় দিন হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রা. সেনাবাহিনীর রূপ পরিবর্তন করে দেন। ফলে শত্রুরা ভীতসন্ত্রস্ত ও প্রভাবিত হয়ে পড়ে। তারা মনে করে, নতুন সাহায্য এসে পৌঁছেছে। এ অনুচ্ছেদেই হাদীস আসছে। হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূতার সংবাদ পৌঁছার পূর্বেই হযরত যায়েদ, জাফর ও ইবনে রাওয়াহা রা. এর শাহাদাতের সংবাদ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, যায়েদ ঝাণ্ডা হাতে নিয়েছে এবং শহীদ হয়েছে। অতঃপর জাফর ঝাণ্ডা নিয়েছে ও শহীদ হয়েছে। তিনি এ কথাগুলো বলছিলেন আর চোখের অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। অতঃপর বললেন, এবার আল্লাহর এক তরবারি ঝাণ্ডা হাতে নিয়েছে। অবশেষে, আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের বিজয় দান করেছেন। (বুখারী শরীফ ঃ পৃষ্ঠা ৬১১)

খালিদ রা. আল্লাহ্‌র তরবারি

হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রা. হলেন আল্লাহ্‌র তরবারি। এই তলোয়ারের চালক ও কাফিরদের উপর এর প্রয়োগকারী হলেন আল্লাহ তা'আলা। স্পষ্ট বিষয়, যে তলোয়ার আল্লাহ চালান সেটি থেকে কে বাঁচতে পারে?

দারুল উলুম দেওবন্দের প্রথম সদর মুদাররিস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব নানুতবী র. বলতেন, হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রা. সারা জীবন শাহাদাতের কামনায় জিহাদ ও লড়াইয়ে কাটিয়েছেন। কিন্তু তাঁর এই কামনা পূর্ণ হয়নি। শাহাদাত তাঁর নসীব হয়নি। হযরত মাওলানা ইয়াকুব র.-এর মধ্যে কিছুটা আবেগের শান ছিল। সে জযবার অবস্থায় তিনি বলেছেন, খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রা. খামাখাই শাহাদাত কামনা করতেন। তাঁর এই কামনা-আরজু পূর্ণ হওয়া অসম্ভব ছিল। যাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র তরবারি বলেছেন, তাঁকে না কেউ ভাঙ্গতে পারে, না কেউ মোচড়াতে পারে। আল্লাহ্র তলোয়ার ভাঙ্গা অসম্ভব।

٣٩٣٤. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ اَبِىْ هِلَالٍ قَالَ وَاَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ وَقَفَ عَلٰى جَعْفَرٍ يَوْمَئِذٍ وَهُوَ قَتِيْلٌ فَعَدَدْتُ بِهٖ خَمْسِيْنَ بَيْنَ طَعْنَةٍ وَضَرْبَةٍ لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ فِىْ دُبُرِهٖ.

৩৯৩৪/২৭৫. আহমদ র. .... হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত যে, সেদিন (মূতার যুদ্ধের দিন) তিনি শাহাদত প্রাপ্ত জা'ফর ইবনে আবু তালিব রা-এর লাশের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। (তিনি বলেন) আমি জা'ফর রা.-এর দেহে তখন বর্শা ও তরবারির পঞ্চাশটি আঘাতের চিহ্ন গুণেছি। তন্মধ্যে কোনটাই তাঁর পশ্চাৎ ((পিঠের দিকে) দিকে ছিল না। (অর্থাৎ, সর্বশেষ সময় পর্যন্ত সিনা পেতে রেখেছিলেন। কখনও পলায়নের চিন্তায় পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেননি।)

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল উৎসারণ করা যায় يَوْمَئِذٍ শব্দ থেকে, অর্থাৎ, মূতার যুদ্ধ।

قَالَ وَاَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ-এর মাতূফ আলাইহি উহ্য। সেটি হল–

وَهُوَ اَنَّ ابْنَ اَبِىْ هِلَالٍ حَدَّثَ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ جَرٰى عَلٰى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَوَاحَةَ يَوْمَ مُوْتَةَ مِنْ قَتْلِهِمْ

অর্থাৎ, আমর ইবনে হারিস র. এর নিকট ইবনে আবু হিলাল অর্থাৎ, সাঈদ ইবনে আবু হিলাল মূতার যুদ্ধের অবস্থার বর্ণনা করেছেন যে, যুদ্ধের সময় প্রথমে যায়েদ রা. ইসলামী ঝাণ্ডা নেন। লড়াই করতে করতে তিনি শহীদ হয়ে যান। অতঃপর হযরত জাফর রা., তারপর আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা., তারপর খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রা. ঝাণ্ডা সামলান। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের বিজয় দান করেন। এতটুকু বর্ণনা করার পর সাঈদ ইবনে আবু হিলাল বলেন– وَاَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ

অর্থাৎ, উমর রা.-এর আজাদকৃত দাস নাফি' র. আমাকে বর্ণনা করেছেন, ইবনে উমর রা. সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি (আমি) সেদিন অর্থাৎ, মূতার যুদ্ধের দিন হযরত জাফর রা. এর লাশের নিকট দাঁড়িয়ে গণনা করেছেন।

হাফিজ আসকালানী র. বলেন, সাঈদ ইবনে আবু হিলাল রেওয়ায়াতের শেষে এটাও বলেছেন, আমি সংবাদ পেয়েছি, হযরত যায়েদ, জাফর ও আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা. -কে একই কবরে সমাহিত করা হয়েছে। (ফাতহ ঃ ৭/৩৯৩)

٣٩٣٥. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ اَمَّرَ رَسُوْلُ ﷺ فِىْ غَزْوَةِ مُوْتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ وَاِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ. قَالَ عَبْدُ

اللهِ كُنتُ فِيهِم فِى تِلكَ الغَزوَةِ فَالتَمَسنَا جَعفَرَ بنَ اَبِى طَالِبٍ فَوَجَدنَاهُ فِى القَتلَى وَوَجَدنَا مَا فِىْ جَسَدِهِ بِضعًا وتِسعِينَ مِن طَعنَةٍ وَرَميَةٍ ـ

৩৯৩৫/২৭৬. আহমদ ইবনে আবু বকর র. ...... হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মূতার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়েদ ইবনে হারিসা রা.-কে সেনাপতি নিযুক্ত করে বলেছিলেন, যদি যায়েদ রা. শহীদ হয়ে যায় তাহলে জা'ফর ইবনে আবু তালিব রা. সেনাপতি হবে। যদি জাফর রা.-ও শহীদ হয়ে যায় তাহলে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা. সেনাপতি হবে। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, ঐ যুদ্ধে তাদের সাথে আমিও ছিলাম। যুদ্ধ শেষে আমরা জাফর ইবনে আবু তালিব রা-কে তালাশ করলে তাকে শহীদগণের মাঝে পেলাম। তখন আমরা তাঁর দেহে তরবারী ও বর্শার নব্বইটিরও বেশি আঘাতের চিহ্ন দেখতে পেয়েছি।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল فِى غَزوَةِ مُوتَةَ শব্দে।

প্রশ্ন ঃ পূর্বোক্ত ২৭৫ নং হাদীসে গেছে যে, হযরত জাফর রা.-এর দেহে ৫০টি আঘাত ছিল। এই রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা গেল জখম ছিল ৯০টি। অতএব, কিভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা হবে?

উত্তর ঃ ১. উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট সংখ্যা নয়, বরং আধিক্য প্রকাশ করা উদ্দেশ্য।

২. অতিরিক্ত সংখ্যা অর্থাৎ, নব্বই-এ স্বল্প সংখ্যা অর্থাৎ, পঞ্চাশ অন্তর্ভুক্ত। অতএব, কোন বিরোধ নেই।

৩. পূর্বোক্ত হাদীসে ৫০টি যখমের উল্লেখ ছিল। এগুলো একটিও পিছন দিকে ছিল না। হতে পারে ৫০ ছাড়া অবশিষ্ট আঘাতগুলো পিছনে অথবা পার্শ্বদেশে এবং বগলে ছিল। কিন্তু এর দ্বারা এটা আবশ্যক হয় না যে, লড়াইয়ের সময় তিনি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছেন, বরং হতে পারে শত্রুরা পিছন থেকে এবং বগলে তীর ছুঁড়েছে।

৪. পূর্বোক্ত হাদীসে পঞ্চাশটি যখম ছিল তীর ও তলোয়ারের। এতে তীরের আঘাতের উল্লেখ ছিল না। অতএব, হতে পারে বাকি যখমগুলো তীরের। وَاللهُ اَعلَمُ

৩৯৩৬. حَدَّثَنَا اَحمَدُ بنُ وَاقِدٍ قَالَ حَدثنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن اَيوبَ عَن حُمَيدِ بنِ هِلَالٍ عَن اَنَسٍ رضى الله عنه اَنَّ النَبِىَّ ﷺ نَعَى زَيدًا وجَعفَرًا وَابنَ رَوَاحَةَ لِلنَاسِ قَبلَ اَن يَاتِيَهُم خَبَرُهُم، فَقَالَ اَخَذَ الرَايَةَ زَيدٌ فَاُصِيبَ، ثُمَّ اَخَذَ جَعفَرٌ فَاُصِيبَ، ثُمَّ اَخَذَ ابنُ رَوَاحَةَ فَاُصِيبَ، وَعَينَاهُ تَذرِفَانِ حَتّى اَخَذَ الرَايَةَ سَيفٌ مِن سُيُوفِ اللهِ حَتّى فَتَحَ اللهُ عَلَيهِم ـ

৩৯৩৬/২৭৭. আহমদ ইবনে ওয়াকিদ র. ...... হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত যে, প্রিয়নবী সা-এর নিকট (মূতার) যুদ্ধক্ষেত্র থেকে খবর এসে পৌঁছার পূর্বেই তিনি উপস্থিত সাহাবীগণকে যায়েদ, জাফর ও ইবনে রাওয়াহা রা.-এর শাহাদতের কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যায়েদ রা. পতাকা হাতে অগ্রসর হলে তাঁকে শহীদ করা হয় তখন জাফর রা. পতাকা হাতে অগ্রসর হল, তাকেও শহীদ করে ফেলা হয়। তারপর ইবনে রাওয়াহা রা. পতাকা হাতে নিল। এবার তাকেও শহীদ করে দেয়া হল। এ সময়ে তাঁর দু'চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। (তারপর তিনি বললেন,) অবশেষে সাইফুল্লাহদের মধ্যে এক সাইফুল্লাহ (আল্লাহর তরবারি, হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রা.) হাতে পতাকা ধারণ করেছে। ফলত আল্লাহ্ তাঁর নেতৃত্বেই তাদের উপর (আমাদের) বিজয় দান করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের শাহাদাতের সংবাদ দিয়েছেন তাঁরা মূতার যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন।

এ হাদীসটি বুখারী শরীফের ছয়টি স্থানে আছে– জানাইযে পৃষ্ঠা নং ১৬৭, জিহাদে পৃ. নং ৪৩১, মানাকিবে পৃ. ৫১২, ৫৩১, মাগাযীতে পৃ. ৬১১।

মূসা ইবনে উকবা র. মাগাযীতে বর্ণনা করেছেন– ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া মূতার যুদ্ধের সংবাদ নিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে হাজির হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি ইচ্ছা করলে আমাদেরকে সংবাদ দিতে পার, আর যদি বল, তবে আমি তোমাদেরকে মূতায় অংশগ্রহণকারীদের পূর্ণ বৃত্তান্ত শুনিয়ে দেব। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনিই শুনান। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণ বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, শপথ সে সত্তার, যিনি আপনাকে নবী বানিয়ে প্রেরণ করেছেন। আপনি তো একটি বিষয়ও বাদ দেননি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য মূতার যুদ্ধ পড়ুন।

৩৯৩৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ لَمَّا جَاءَ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرَ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَوَاحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ جَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ، قَالَتْ عَائِشَةُ وَأَنَا أَطَّلِعُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ، تَعْنِي مِنْ شَقِّ الْبَابِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ أَيْ رَسُولَ اللهِ! إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ قَالَ وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ، قَالَ فَذَهَبَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَى، فَقَالَ قَدْ نَهَيْتُهُنَّ، وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُطِعْنَهُ، قَالَ فَأَمَرَ أَيْضًا فَذَهَبَ، ثُمَّ أَتَى فَقَالَ وَاللهِ لَقَدْ غَلَبْنَنَا. فَزَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ مِنَ التُّرَابِ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ أَرْغَمَ اللّٰهُ أَنْفَكَ، فَوَاللّٰهِ مَا أَنْتَ تَفْعَلُ وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْعَنَاءِ.

৩৯৩৭/২৭৮. কুতাইবা র. .... হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যায়েদ ইবনে হারিসা, জাফর ইবনে আবু 'তালিব ও আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা রা.-এর শাহাদতের সংবাদ এসে পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন (মসজিদে) বসা ছিলেন। তাঁর চেহারায় শোকের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। হযরত আয়েশা রা. বলেন, আমি তখন দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে তাকিয়ে দেখছিলাম, এমন সময় জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জাফর রা.-এর পরিবারের মেয়েরা কান্নাকাটি করছে। তখন তিনি [রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মেয়েদেরকে বারণ করার জন্য লোকটিকে হুকুম করলেন। লোকটি ফিরে গেল। তারপর আবার এসে বলল, আমি তাদেরকে নিষেধ করেছি। কিন্তু তারা তা শোনেনি। হযরত আয়েশা রা. বলেন, এবারও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পুনঃ নিষেধ করার নির্দেশ দিলেন। লোকটি সেখানে গেল কিন্তু পুনরায় এসে বলল, আল্লাহ্র কসম তারা আমার উপর বিজয় লাভ করেছে (অর্থাৎ, ক্রন্দন থেকে বিরত হয়নি)। হযরত আয়েশা রা. বলেন, (তারপর) সম্ভবত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন, তাহলে তাদের মুখের উপর মাটি ছুঁড়ে মার। আয়েশা রা. বলেন, আমি লোকটিকে বললাম, আল্লাহ্ তোমার নাককে ধুলি-ধূসরিত করুক তথা অপমানিত করুক। আল্লাহ্র শপথ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে যে কাজ করতে বলেছেন তাতে তুমি সক্ষম নও (অর্থাৎ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর হুকুমানুযায়ী তাদেরকে ক্রন্দন থেকে বিরত রাখতে সক্ষম নও।) অথচ তুমি তাঁকে বিরক্ত করা পরিত্যাগ করছ না।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট। কারণ, যায়েদ ইবনে হারিসা রা. প্রমুখের শাহাদাত মূতার যুদ্ধেই হয়েছিল।

لَمَّا جَاءَ قَتْلُ زَيْدٍ ঃ শাহাদাতের সংবাদে দু'টি সম্ভাবনা আছে–

১. মূতা থেকে কোন দূত সংবাদ নিয়ে এসেছেন, যেমন– ২৭৭ নং হাদীসের ব্যাখ্যা মুসা ইবনে উকবা সূত্রে ইয়ালা ইবনে উমাইয়া সম্পর্কে গেছে।

২. এছাড়া হতে পারে, শাহাদাতের এই সংবাদ দ্বারা হযরত জিবরাঈল আ. এর সংবাদ উদ্দেশ্য। যেমন– আল্লামা ওয়াকিদী র. তাঁর উস্তাদগণ থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁরা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে সে ভূমি তুলে ধরা হয়েছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে রণক্ষেত্র দেখেছিলেন। (খাসাইস– সুয়ূতী ঃ ১/২৬০)

সারকথা হল, যেদিন এবং যখন মূতা নামক স্থানে ইসলামের যোদ্ধাদের শাহাদাতের এ ঘটনা ঘটছিল তখন আল্লাহ তা'আলা শাম ভূমিকে স্বীয় পূর্ণাঙ্গ কুদরতের মাধ্যমে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে এনে দিয়েছেন, তখন রণক্ষেত্র নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নজরের সামনে ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মূতার মাঝ থেকে সমস্ত আড়াল তুলে দেয়া হয়েছিল। প্রায় এ বিষয়টিই রয়েছে আল বিদায়া ওয়ান নিহায়ায় (৪/২৪৬)।

يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ ঃ স্পষ্ট বিষয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন রাহমাতুল্লিল আলামীন। তাঁর দয়াদ্রতার শানের দাবি ছিল সাহাবায়ে কিরামের বিপদের প্রভাব পড়া। এটা আল্লাহ্র ফয়সালার উপর সন্তুষ্টির পরিপন্থী নয় বরং এটা তো মানবিক দাবি।

نِسَاءُ جَعْفَرٍ ঃ যেহেতু হযরত জাফর রা. এর স্ত্রী তখন শুধু আসমা বিনতে উমাইসা রা. ছিলেন, সেহেতু মহিলাদের দ্বারা উদ্দেশ্য ঘরের স্ত্রী লোকগণ।

نِسَاءُ جَعْفَرٍ-এর খবর উহ্য। অর্থাৎ, أَيْ يَبْكِينَ এ খবরের স্থলাভিষিক্ত হল– قَالَ وَذَكَرَ بُكَائَهُنَّ। যার শাব্দিক অর্থ হল– তিনি বলেছেন, তিনি সেসব মহিলার রোনাজারি ও হায়মাতমের কথা উল্লেখ করলেন।

একটি সন্দেহ ও এর অবসান

لَقَدْ غَلَبْنَنَا ঃ 'সেসব মহিলা আমার উপর বিজয় লাভ করল।' এর ফলে সন্দেহ হয়, এঁরা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীয়া। তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অবাধ্যতা!

উত্তর হল– হতে পারে নিষেধকারী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরাত দেয়া ছাড়া শুধু হায়মাতম ও রোনাজারি করতে নিষেধ করেছেন। ঘরের মহিলারা মনে করেছেন, তিনি নিজের পক্ষ থেকে নিষেধ করছেন।

٣٩٣٨. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَيَّا ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ ذِي الْجَنَاحَيْنِ !

৩৯৩৮/২৭৯. মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর র. .... হযরত আমির (শা'বী) র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনে উমর রা.-এর নিয়ম ছিল যে, যখনই তিনি হযরত জাফর ইবনে আবু তালিব রা.-এর পুত্র (আবদুল্লাহ)-কে সালাম দিতেন তখনই তিনি বলতেন, اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ ذِي الْجَنَاحَيْنِ 'তোমার প্রতি সালাম, হে দু'ডানাওয়ালার পুত্র।'

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হল– রেওয়ায়াতে হযরত জাফর রা. এর উল্লেখ রয়েছে, যিনি মূতার যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। যেহেতু হযরত জাফর রা. এর উভয় হাত মূতার যুদ্ধে কেটেছিল, সেহেতু আল্লাহ তা'আলা পুরস্কার স্বরূপ হস্তদ্বয়ের পরিবর্তে দু'টি ডানা দান করেছেন। এ কারণেই তাঁর উপাধি হয় তাইয়ার (উড্ডয়নকারী)।

আল্লামা আইনী ও হাফিজ আসকালানী র. বলেন– قَالَ السُّهَيْلِيُّ الْمُرَادُ بِالْجَنَاحَيْنِ صِفَةٌ مَلَكِيَّةٌ وَقُوَّةٌرُوحَانِيَّةٌ الخ

অর্থাৎ, সুহাইলী র. বলেছেন– جَنَاحَيْنِ দ্বারা উদ্দেশ্য ফেরেশতা সিফত ও আধ্যাত্মিক শক্তি, যা হযরত জাফর রা.-এর জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। পাখীর মত দুটি ডানা প্রদান করা হয়েছে– এমন নয়।

সুহাইলী র. এর প্রমাণ এই পেশ করেছেন যে, মানুষের আকৃতি হল সর্বশ্রেষ্ঠ ও পূর্ণাঙ্গতর। কিন্তু আল্লামা আইনী র. প্রমুখ এ বক্তব্যে খুশি নন। কারণ, দুটি ডানার কারণে মানবাকৃতিতে পরিবর্তন কোথায় আবশ্যক হয়? জিবরাঈল আ. এর ৬ শত ডানা রয়েছে। অথচ কোন পাখির তিনটি ডানাও দেখা যায়নি। অতএব, হক কথা হল– যেহেতু এসব ডানার ধরন সম্পর্কে কোন হাদীস নেই, অতএব আমরা এগুলোর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে যাই না। বরং হাদীসে যেভাবে এসেছে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

٣٩٣٩. حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِى حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ : لَقَدِ انْقَطَعَتْ فِى يَدِىْ يَوْمَ مُوتَةَ تِسْعَةُ اَسْيَافٍ، فَمَا بَقِىَ فِى يَدِىْ اِلَّا صَفِيحَةٌ يَمَانِيَةٌ.

৩৯৩৯/২৮০. আবু নুআইম র. .... হযরত কায়স ইবনে আবু হাযিম র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রা. থেকে শুনেছি, তিনি বলছেন, মূতার যুদ্ধে আমার হাতে নয়টি তরবারি ভেঙ্গেছিল। পরিশেষে আমার হাতে একটি চওড়া ইয়ামানী তরবারি ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

ব্যাখ্যা ঃ يَوْمِ مُوتَةَ শব্দে শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট।

٣٩٤٠. حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ اِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِى قَيْسٌ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ : لَقَدْ دُقَّ فِى يَدِىْ يَوْمَ مُوتَةَ تِسْعَةُ اَسْيَافٍ وَصَبَرَتْ فِى يَدِىْ صَفِيحَةٌ لِى يَمَانِيَّةٌ.

৩৯৪০/২৮১. মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না র. .... হযরত কায়স র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রা. থেকে শুনেছি, তিনি বলছেন, মূতার যুদ্ধে আমার হাতে নয়খানা তরবারি ভেঙ্গে টুকরে টুকরো হয়ে গিয়েছিল। (পরিশেষে) আমার হাতে আমার একটি চওড়া ইয়ামানী তরবারিই অবশিষ্ট ছিল।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট। এটি হযরত খালিদ রা. এর সাবেক রেওয়ায়াতের দ্বিতীয় সনদ উভয় রেওয়ায়াত দ্বারা হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রা. এর পরিপূর্ণ বীরত্ব প্রকাশিত হয়।

٣٩٤١. حَدَّثَنِى عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضى الله عنهما قَالَ اُغْمِىَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ ، فَجَعَلَتْ اُخْتُهُ عَمْرَةُ تَبْكِى وَاجَبَلَاهُ وَا كَذَا تُعَدِّدُ عَلَيْهِ، فَقَالَ حِينَ اَفَاقَ مَا قُلْتِ شَيْئًا اِلَّا قِيلَ لِى اَنْتَ كَذٰلِكَ.

৩৯৪১/২৮২. ইমরান ইবনে মায়সারা র. .... হযরত নো'মান ইবনে বাশীর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা রা. (কোন রোগের কারণে) সংজ্ঞাহীন হয়ে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর বোন আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার বোন আমরা নোমান ইবনে বশীর রা.-এর মাতা মনে করলেন, হয়তো কোন ঘটনা ঘটেছে) ক্রন্দন করতে লাগলেন, হায় পাহাড়ের মতো আমার ভাই, হায়রে অমুকের মত, তমুকের মত ইত্যাদি বলে ইবনে রাওয়াহার গুণ উল্লেখ করে উচ্চ আওয়াজে হায়-মাতম করছিল (অর্থাৎ, উচ্চস্বরে হায়-মাতম করছিল)। এরপর সংজ্ঞা (হুঁশ) ফিরে পেয়ে তিনি তাঁর বোনকে বললেন, তুমি যেসব কথা বলে কান্নাকাটি করেছিলে সেসব কথা সম্পর্কে আমাকে (বিদ্রূপাত্মকভাবে) জিজ্ঞেস করে বলা হয়েছে, তুমি কি সত্যিই এরূপ ছিলে? (অর্থাৎ, ফেরেশতা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল।)

ব্যাখ্যা ঃ তিনিই হলেন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা রা., যিনি মূতার যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। এই সম্পর্কের কারণে এ হাদীসটিকে এ অনুচ্ছেদে আনা হয়েছে।

এক রেওয়ায়াতে আছে, যখন তার হুশ এল তখন বর্ণনা করলেন যে, ফেরেশতা লোহার গুর্য উঠায় এবং জিজ্ঞেস করে তুমি কি এরূপই ছিলে? এতে বুঝা গেল, কোন কোন রোগী মৃত্যুর পূর্বেই ফেরেশতা দেখতে পায়। যদিও না মরুক না কেন। যেমন হযরত আবদুল্লাহ রা. এ ব্যাধি থেকে ভাল হয়ে গিয়েছিলেন।

٣٩٤٢. حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ قَالَ حَدثنَا عَبثَرُ عَنْ حُصَينٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعمَانِ بنِ بَشِيرٍ قَالَ اُغْمِيَ عَلَى عَبدِ اللّٰهِ بنِ رَوَاحَةَ بِهٰذَا فَلَمَّا مَاتَ لَمْ تَبكِ عَلَيهِ .

৩৯৪২/২৮৩. কুতাইবা রা. .... হযরত নো'মান ইবন বশীর র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সময় আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা রা. বেহুঁশ হয়ে পড়লেন......... যেভাবে উপরোক্ত হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে (তারপর তিনি বলেছেন,) এরপর তিনি [আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা রা.] যখন (মূতার লড়াইয়ে) শহীদ হন, তখন তাঁর বোন মোটেই কান্নাকাটি করেনি। কেননা, পূর্বে তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা.) অসুস্থ হতে সুস্থ্য হওয়ার পর বিলাপ ও হায় মাতম করতে নিষেধ করেছিলেন। (অবশ্য দুঃখ, প্রকাশ করেছেন আর শোক প্রকাশ নিষেধ না, বরং উচ্চস্বরে ক্রন্দন করা নিষেধ।)

٢٢٠٩. بَابُ بَعثِ النَّبِيِّ ﷺ اُسَامَةَ بنَ زَيدٍ اِلَى الحُرَقَاتِ مِنْ جُهَينَةِ .

২২০৯. অনুচ্ছেদ ঃ জুহাইনা গোত্রের শাখা 'হুরাকাত' উপগোত্রের বিরুদ্ধে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক উসামা ইবনে যায়েদ রা-কে প্রেরণ করা

ব্যাখ্যা ঃ حُرَقَات ঃ হায়ের উপর পেশ, রায়ের উপর যবর, এরপর কাফ। حَرَقَاتَ শব্দটি حُرَقَةٌ এর বহুবচন। তার নাম ছিল জুহাইশ ইবনে আমির ইবনে সালাবা ইবনে মূদা'আ ইবনে জুহাইনা। সে এক যুদ্ধে একটি সম্প্রদায়কে হত্যার সাথে সাথে আগুনে পুড়িয়েছিল। এজন্য তাকে হুরাকা নাম দেয়া হয়। অতঃপর বহু গোত্র হিসেবে বহুবচন আনা হয়েছে।

٣٩٤٣. حَدَّثَنِي عَمرُو بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدثنَا هُشَيمٌ قَالَ اَخبَرنَا حُصَينٌ قَالَ اَخبَرنَا اَبُو ظَبيَانَ قَالَ سَمِعتُ اُسَامَةَ بنَ زَيدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنهُمَا يَقُولُ بَعَثَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الحُرَقَةِ، فَصَبَّحنَا القَومَ فَهَزَمنَاهُم، وَلَحِقتُ اَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الاَنصَارِ رَجُلاً مِنهُم، فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، فَكَفَّ الاَنصَارِيُّ، فَطَعَنتُهُ بِرُمحِي حَتّٰى قَتَلتُهُ فَلَمَّا قَدِمنَا بَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ يَا

سَامَةُ! اَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ؟ قُلْتُ كَانَ مُتَعَوِّذًا، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتّٰى تَمَنَّيْتُ اَنِّى لَمْ اَكُنْ اَسْلَمْتُ قَبْلَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ -

৩৯৫৩/২৮৪. আমর ইবনে মুহাম্মদ র .... হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হুরাকা গোত্রের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। আমরা প্রত্যুষে গোত্রটির উপর আক্রমণ করে তাদেরকে পরাজিত করে দেই। এ সময়ে আনসারীদের এক ব্যক্তি ও আমি তাদের (হুরাকাদের) একজনের পিছু ধাওয়া করলাম (তার নাম ছিল মিরদাস ইবনে নাহীক)। আমরা যখন তাকে ঘিরে ফেললাম তখন সে বলে উঠল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। এ বাক্য শুনে আনসারী তৎক্ষণাৎ তার অস্ত্র সামলে নিলেন কিন্তু আমি তাকে আমার বর্শা দিয়ে আঘাত করে হত্যা করে ফেললাম। আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করার পর এ সংবাদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কান পর্যন্ত পৌঁছলে তিনি বললেন, হে উসামা! 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পরেও তুমি তাকে হত্যা করেছ? আমি বললাম, সে তো আত্মরক্ষার জন্য কালিমা পড়েছিল (অর্থাৎ, সে তো বাঁচার জন্য কালিমা পড়েছে, অন্তর দিয়ে পড়েনি)। এরপরেও তিনি এ কথাটি 'হে উসামা! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলার পরেও তুমি তাকে হত্যা করেছ'– বারবার বলতে থাকলেন। এতে আমার মন চাচ্ছিল যে. হায় যদি সেই দিনটির পূর্বে আমি ইসলামই গ্রহণ না করতাম! (অর্থাৎ, আজ মুসলমান হতাম) (তাহলে কতইনা ভাল হত, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এহেন অনুতাপের কারণ হতে হত না।)[১]

উল্লেখ্য, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ঘটনায় দারুণভাবে ব্যথিত হয়েছেন দেখে তিনি অনুতাপের আতিশয্যে এ কথা বলেছেন। নতুবা পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করে যে খারাপ করে ফেলেছেন এ কথা বলা উদ্দেশ্য নয়। ইমাম কুরতুবী র. বর্ণনা করেছেন ঃ এরপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে নিহত ব্যক্তির রক্তপণ আদায়ের জন্য আদেশ দিয়েছেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْحُرَقَةِ বাক্যে। এ হাদীসটি ইমাম বুখারী দিয়াতে (পৃ. ১০১৫) এবং ইমাম মুসলিম কিতাবুল ঈমানে (১/৬৮) বর্ণনা করেছেন।

قُلْتُ كَانَ مُتَعَوِّذًا ঃ আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে শুধু বাঁচার জন্য এ কথা বলেছিল। এক রেওয়ায়াতে আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, هَلَّا شَقَقْتَ قَلْبَهُ – তুমি তার অন্তর চিরে দেখলে না কেন যে, সে অন্তর থেকে ঈমানী কালিমা বলেছিল কি না?'

حَتّٰى تَمَنَّيْتُ ঃ এর অর্থ এই নয় তিনি তার পূর্বেকার জীবনে কুফরীকে পছন্দ করতেন। বরং ঘটনার উপর চরম আক্ষেপ ও আফসোস প্রকাশ করা উদ্দেশ্য ছিল। অর্থাৎ, এ ভুল এত বিরাট ছিল যার ফলে হযরত উসামা রা. এর অন্তরে আকাঙ্খা সৃষ্টি হল– হায়! আমি যদি আজকের পূর্বে মুসলমান না হতাম, আমার কাছ থেকে এ ভুল না হত এবং আজকে মুসলমান হতাম, তবে তো আমার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যেত। কারণ, ইসলাম কুফরী জীবনের সমস্ত গুনাহকে মাফ করিয়ে দেয়। এতে বুঝা গেল হযরত উসামা রা. এর উদ্দেশ্য সে ইসলাম. যাতে কোন কালিমায় বিশ্বাসী লোককে হত্যা না করা হয়।

কালিমায় বিশ্বাসী লোককে কাফির বলা নিকৃষ্টতম আচরণ

এর ফলে এটাও বুঝা গেল যে, কোন কালিমায় বিশ্বাসী লোককে কাফির বলা নিকৃষ্টতম আচরণ। যেটি মুসলমানদের ধর্মীয় শক্তিকে টুকরো টুকরো করে রেখেছে। চরম আফসোস সে সব আলিমের ব্যাপারে যারা সামান্য সামান্য বিষয়ে ভীষণভাবে লোকজনকে কাফির বলে। এরূপ আলিমের চিন্তা করা উচিত যে, তারা কালিমায় বিশ্বাসী লোকদেরকে বরং মুহাদ্দিসীনে কিরাম ও বড় বড় অলিআল্লাহদেরকে কাফির বানিয়ে আল্লাহ

তা'আলার সামনে কিভাবে মুখ দেখাবে? অথচ, আহলে কিবলাকে (মুসলমানদেরকে) কাফির বলা থেকে পরহেজ করা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সর্বসম্মত মূলনীতি।

٣٩٤٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدثنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الأَكْوَعِ يَقُولُ : غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَخَرَجْتُ فِيمَا يَبْعَثُ مِنَ الْبُعُوثِ تِسْعَ غَزَوَاتٍ مَرَّةً عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ وَمَرَّةً عَلَيْنَا أُسَامَةُ * وَقَالَ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةَ يَقُولُ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَخَرَجْتُ فِيمَ يَبْعَثُ مِنَ الْبَعْثِ تِسْعَ غَزَوَاتٍ عَلَيْنَا مَرَّةً أَبُوبَكْرٍ وَمَرَّةً أُسَامَةُ .

৩৯৪৪/২৮৫. কুতাইবা ইবনে সাঈদ র. .... হযরত সালামা ইবনে আকওয়া রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি আর তিনি যেসব অভিযান (বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিকে) পাঠিয়েছিলেন, তন্মধ্যে নয়টি অভিযানে আমি অংশ নিয়েছি। এসব অভিযানে একবার আবু বকর রা. আমাদের সেনাপতি থাকতেন, আরেকবার উসামা রা. আমাদের সেনাপতি থাকতেন। উমর ইবনে হাফস ইবনে গিয়াস (যিনি ইমাম বুখারী র. এর উস্তাদ) অপর একটি হাদীসে তাঁর পিতা, ইয়াযীদ ইবনে আবু উবাইদ রা. থেকে বর্ণনা করেন যে আমি সালামা ইবনে আকওয়া রা.-এর কাছে শুনেছি, তিনি বলেছেন যে, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে আমি সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আর তিনি (বিভিন্ন দিকে) যেসব সেনাদল পাঠিয়েছিলেন এর নয়টি সেনাদলে অংশ নিয়েছি। এ সব সেনাদলে একবার আবু বকর রা. আমাদের সেনাপতি থাকতেন, আরেকবার উসামা রা. আমাদের সেনাপতি থাকতেন,

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল عَلَيْنَا أُسَامَةُ বাক্যে। আল্লামা আইনী র. বলেন, হযরত সালামা ইবনে আকওয়া রা. যে সাতটি যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিলেন সে সাতটি যুদ্ধ হল– ১. হুদাইবিয়া, ২. খায়বর, ৩. হুনাইন, ৪ যীকারাদ, ৫. মক্কা বিজয়, ৬. তায়েফ, ৭. তাবুকের যুদ্ধ।

مَرَّةً عَلَيْنَا أَبُوبَكْرٍ ঃ উদ্দেশ্য হল– বিভিন্ন যুদ্ধে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও হযরত আবু বকর রা.-এর ন্যায় মহামনীষীকে সেনানায়ক বানিয়েছেন। কখনও উসামা রা. (হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা রা. এর ছেলে)-এর ন্যায় যুবককে সেনানায়ক বানিয়েছেন। কিন্তু আমরা কখনও সেনানায়ক বড় ছোট হওয়ার কথা চিন্তা করিনি। বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফরমানের সামনে আত্মসমর্পণ করেছি। তিনি ইরশাদ করেছেন, যদি কোন হাবশী গোলামকেও তোমাদের আমীর নিযুক্ত করা হয় তবুও তার আনুগত্য করা তোমাদের উপর ফরয।

٣٩٤٥. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رضى الله عنه قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَغَزَوْتُ مَعَ ابْنِ حَارِثَةَ إِسْتَعْمَلَهُ عَلَيْنَا .

৩৯৪৫/২৮৬. আবু আসিম যাহহাক ইবনে মাখলাদ র. .... হযরত সালামা ইবনে আকওয়া রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি এবং যায়েদ ইবনে হারিসা রা.-এর সাথেও যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে (যায়েদকে) আমাদের সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল غَزَوتُ مَعَ ابنِ حَارِثَةَ اى اُسَامَةَ বাক্যে। এটি হযরত সালামা ইবনে আকওয়া রা. এর হাদীসের দ্বিতীয় সনদ।

এটি বুখারীর সুলাসিয়াতের (তিন সূত্রে বর্ণিত হাদীস) মধ্যে পনের নং হাদীস। সুলাসিয়াতে বুখারী সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণের জন্য ২৩২ নং হাদীসের ব্যাখ্যা অধ্যয়ন করুন।

٣٩٤٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ مُسْعَدَةَ عَن يَزِيدَ بنِ اَبِى عُبَيدٍ عَن سَلَمَةَ بنِ الاَكوَعِ قَالَ غَزَوتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ سَبعَ غَزَوَاتٍ، فَذَكَرَ خَيبَرَ وَالحُدَيبِيَةَ وَيَومَ حُنَينٍ وَيَومَ القَرَدِ قَالَ، يَزِيدُ وَنَسِيتُ بَقِيَّتَهُم -

৩৯৪৬/২৮৭. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ র.......... হযরত সালামা ইবনে আকওয়া রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। এতে তিনি খায়বর, হুদায়বিয়া, হুনাইন ও যীকারাদের যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেছেন। বর্ণনাকারী ইয়াযীদ র. বলেন, অবশিষ্ট যুদ্ধগুলোর নাম আমি ভুলে গিয়েছি।

ব্যাখ্যা ঃ এটাও দ্বিতীয় সনদে হযরত সালামা ইবনে আকওয়া রা. এর হাদীস। তিনি যে যুদ্ধের নাম ভুলে গেছেন সেগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য– মক্কা বিজয়, তায়েফ, তাবুক যুদ্ধ। যেমন– ২৮৫ নং হাদীসের ব্যাখ্যায় উল্লেখিত হয়েছে।

٢٢١٠. بَابُ غَزوَةِ الفَتحِ وَمَا بَعَثَ حَاطِبُ بنُ اَبِى بَلتَعَةَ اِلَى اَهلِ مَكَّةَ يُخبِرُهُم بِغَزوِ النَّبِىِّ ﷺ -

২২১০. অনুচ্ছেদ ঃ মক্কা বিজয়ের অভিযান এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর অভিযান প্রস্তুতির সংবাদ ফাঁস করে মক্কাবাসীদের নিকট হাতিব ইবনে আবু বালতা'আর লোক প্রেরণ

هٰذَا بَابٌ فِى بَيَانِ غَزوَةِ الفَتحِ وَفِى بَيَانِ مَا,অর্থাৎ এর উপর। غَزوَةُ الفَتحِ এর আতফ وَمَا بَعَثَ بَعَثَ بِهِ حَاطِبٌ -

মক্কা বিজয় যুদ্ধের কারণ ঃ

হুদাইবিয়ার সন্ধিতে জানা গেছে, সন্ধির একটি শর্ত এটিও ছিল যে, সম্মিলিত গোত্রগুলোর এখতিয়ার আছে। যার চুক্তিতে ইচ্ছা শরিক হতে পারে। ফলে বনু বকর কুরাইশের চুক্তিতে আর বনু খুযা'আ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। এ দুটি গোত্র ছিল মক্কার নিকটবর্তী। এ দুটি গোত্রে ইসলাম পূর্বকাল থেকেই শত্রুতা চলে আসছিল। এ শত্রুতাই মক্কা বিজয়ের কারণ হয়।

ইমামুল মাগাযী মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক র. বলেন, মালিক ইবনে আব্বাদ হাযরামী একবার বাণিজ্যিক সম্পদ নিয়ে খুযা'আর এলাকায় প্রবেশ করেন। খুযা'আর লোকেরা তাকে হত্যা করে দেয়। তারা তার সমস্ত মাল ও আসবাবপত্র নিয়ে নেয়। মালিক ইবনে আব্বাদ যেহেতু বনু বকরের মিত্র ছিল, সেহেতু বনু বকর সুযোগ পেয়ে এ হাযরামীর পরিবর্তে বনু খুযা'আর এক ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলে। খুযা'আ গোত্র স্বীয় এক ব্যক্তির পরিবর্তে বনু বকরের তিন ব্যক্তিকে হত্যা করে। বর্বরতার যুগ থেকে নিয়ে নবুওয়াত কাল পর্যন্ত এ দুটি গোত্রে মতানৈক্য চলে আসছিল। অবশেষে ইসলাম প্রচার শুরু হল। সমস্ত কাফির ইসলামের বিরোধিতায় লিপ্ত হল এবং এই ধারা বন্ধ হয়ে গেল। হুদাইবিয়ায় একটি মেয়াদী সন্ধি হওয়ার ফলে উভয় গোত্র একে অপর থেকে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হয়ে

গেল। বনু বকর স্বীয় শত্রুতা প্রকাশ করার সুযোগকে গনিমত মনে করে বনু খুযা'আ থেকে প্রতিশোধ নিতে চায়। ফলে, বনু বকর থেকে নাওফাল ইবনে মুআবিয়া দীলী তার সাথীদের নিয়ে রাত্রে আক্রমণ চালায়। বনু খুযা'আর একটি কূপ ছিল, যার নাম ছিল ওয়াতীর। খুযা'আর লোকজন পানির এ কূপের নিকট ঘুমিয়েছিল। সেখানে এক খুযা'ঈকে তারা হত্যা করে ফেলল। অবশিষ্ট বনু খুযা'আ পালিয়ে মক্কায় চলে গেল। বুদাইল ইবনে ওয়ারাকা (বায়ের উপর পেশ, দালের উপরে যবর)-এর ঘরে প্রবেশ করল। বনু বকর ও কুরাইশ নেতারা ঘরে প্রবেশ করে মারল ও জুলুম করল। ফলে, কার্যত কুরাইশ হুদাইবিয়ার চুক্তি ভঙ্গ করল। কারণ, বনু খুযা'আ ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ। এ চুক্তি বিরোধিতাই মক্কা বিজয়ের ভূমিকা হল।

কুরাইশের অস্থিরতা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা

আমর ইবনে সালিম খুযা'ঈ একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে মদীনা মুনাওয়ারায় দরবারে নববীতে উপস্থিত হল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ছিলেন মসজিদে। আমর ইবনে সালিম তখন দাঁড়িয়ে একটি কাসীদা পাঠ করল। তাতে জুলুম অত্যাচারের পূর্ণ বৃত্তান্ত সে বর্ণনা করল। প্রথমে ওয়াতীর কূপে অতঃপর মক্কার হেরেমে লোক মারা যাওয়ার বিবরণ দিল। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি সাহায্য করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাহায্য-সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন ও তাদের প্রশান্ত করেন। তারপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার কুরাইশের নিকট একজন দূত পাঠালেন যে, তিনটির যে কোন একটি বিষয় অবলম্বন করুন। ১. খুযা'আর নিহতদের রক্তপণ পরিশোধ করুন। ২. বনু বকরের সহযোগিতা বর্জন করুন। ৩. অথবা ঘোষণা করুন যে, হুদাইবিয়ার চুক্তি ভেঙ্গে গেছে।

দূত এ সংবাদ পৌঁছালে কুরাইশের পক্ষ থেকে কুরতা ইবনে আমর উত্তর দিল- আমরা তৃতীয় শর্ত মঞ্জুর করলাম। অর্থাৎ, হুদাইবিয়ার চুক্তি বাতিল হওয়ার ব্যাপারে আমরা সম্মত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দূত ফিরে আসার পর কুরাইশ লজ্জিত হল এবং তৎক্ষণাৎ আবু সুফিয়ানকে চুক্তি নবায়নের জন্য মদীনায় পাঠাল।

আবু সুফিয়ানের প্রচেষ্টা

আবু সুফিয়ান মদীনায় পৌঁছে সর্বপ্রথম স্বীয় কন্যা উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা রা. এর কাছে যায়। হযরত উম্মে হাবীবা রা. আবু সুফিয়ানকে দেখে বিছানা উঠিয়ে ফেলেন। আবু সুফিয়ান জিজ্ঞেস করল, তুমি কি এ বিছানাকে আমার যোগ্য মনে করনি, নাকি আমাকে এ বিছানার যোগ্য মনে করনি? উম্মে হাবীবা রা. উত্তরে বললেন, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিছানা, আপনি পৌত্তলিক অপবিত্র। অতএব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিছানায় শিরকের অপবিত্রতা নিয়ে বসবেন – তা আমি পছন্দ করি না। এতদশ্রবণে আবু সুফিয়ান সেখান থেকে চলে এসে দরবারে রিসালাতে উপস্থিত হয়ে আরজ করে– আমি কুরাইশের পক্ষ থেকে চুক্তি নবায়ন এবং সন্ধির মেয়াদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়েছি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোন উত্তর দেননি।

তখন আবু সুফিয়ান হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর নিকট যায়। তিনি উত্তর দেন, এ সম্পর্কে আমি কিছু করতে পারি না। এরপর, হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রা. এর কাছে গিয়ে তাঁর নিকট সুপারিশের আবেদন করে। তিনি বললেন, আমি তোমার সুপারিশ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট করব? আমরা তো স্বয়ং কোন অবস্থাতেই তোমার বিরুদ্ধে জিহাদ পরিহার করতে চাই না? অতঃপর সেখান থেকে হযরত আলী রা. এর নিকট পৌঁছে। তখন হযরত আলী রা.-এর নিকট হযরত ফাতিমা রা. ছিলেন। হযরত হাসান ইবনে আলী রা. সামনেই উপস্থিত। আবু সুফিয়ান হযরত আলী রা. কে বলল, আলী! আমরা আত্মীয়তার দিক দিয়ে সবচেয়ে নিকটতম। তুমি সম্প্রদায়ের মধ্যে দয়ালু, আমি একটি ভীষণ প্রয়োজনে এসেছি। আমি কি এরূপ ব্যর্থ হয়ে ফিরে

যাব? আমি চাই তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আমার পক্ষে সুপারিশ করবে। হযরত আলী রা. বললেন, আবু সুফিয়ান! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইচ্ছায় দখল দেয়ার ক্ষমতা কারো নেই।

তখন আবু সুফিয়ান হযরত ফাতিমা রা. এর দিকে মনোযোগ ফিরিয়ে বলল, হে মুহাম্মদ কন্যা! যদি তুমি এ বাচ্চা তথা ইমাম হাসান রা.-কে হুকুম দাও যে, সে ঘোষণা দেয়, আমি কুরাইশকে আশ্রয় দিয়েছি, তবে চিরস্থায়ীভাবে তাঁকে আরব নেতা স্বীকার করা হবে। হযরত ফাতিমা রা. বললেন, প্রথমত, সে কম বয়স্ক (অর্থাৎ, আশ্রয় প্রদান বড়দের কাজ) দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মর্জির খেলাফ কে আশ্রয় দিতে পারে? আবু সুফিয়ান হযরত আলী রা. কে সম্বোধন করে বলল, ব্যাপারটি কঠিন হয়ে গেছে। তুমি কোন কৌশল বাতলে দাও। হযরত আলী রা. বললেন, আর কিছু তো আমার বুঝে আসছে না। শুধু এতটুকু মনে আসে যে, মসজিদে আপনি নিজেই ঘোষণা দিন যে, আমি হুদাইবিয়ার চুক্তি নবায়ন ও সন্ধির মেয়াদ বাড়াতে এসেছি। এটা বলে আপন শহরের দিকে ফিরে যান। আবু সুফিয়ান জিজ্ঞেস করল, এটা কি কোন উপকারে আসবে? হযরত আলী রা. বললেন, আমার ধারণা তো নেতিবাচক। কিন্তু এ ছাড়া বিকল্প কোন পন্থাও জানি না। ফলে আবু সুফিয়ান সেখান থেকে উঠে মসজিদে এসে উচ্চ কণ্ঠে চিৎকার করে বলল, আমি চুক্তি নবায়ন ও সন্ধির মেয়াদ বাড়াচ্ছি। এ বলেই সে মক্কায় রওয়ানা হয়ে যায়।

আবু সুফিয়ান মক্কায় পৌঁছলে সবাই জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে? সে পূর্ণ ইতিবৃত্ত তুলে ধরে। সবাই জিজ্ঞেস করল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার এ ঘোষণা গ্রহণ করেছেন? সে বলল, না। তখন সবাই বলল, এটা তো আলী তোমার সাথে মজাক করেছে। সে বলল, না, আল্লাহ্র শপথ! এছাড়া বিকল্প কোন পথও ছিল না।

আবু সুফিয়ানের প্রত্যাবর্তনের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে গোপনে প্রস্তুতির নির্দেশ দেন এবং নিজের পরিবারকেও নির্দেশ দেন, যুদ্ধাস্ত্র ঠিক করে নাও। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকেও বলেননি, কার সাথে তিনি যুদ্ধ করতে চাচ্ছেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. হযরত আয়েশা রা. এর কাছে এসে দেখলেন, তিনি যুদ্ধাস্ত্র বের করছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যেতে চাচ্ছেন তা কি তুমি জান? তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি জানি না।

হাতিব ইবনে আবু বালতা'আর ঘটনা

ইতিমধ্যেই হযরত হাতিব ইবনে আবু বালতা'আ রা. গোপনীয়ভাবে মক্কার কুরাইশদেরকে একটি চিঠি লিখেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তবে কোন্দিকে যেতে চাচ্ছেন তা জানাননি। আমার ধারণা মক্কার কুরাইশের উপর আক্রমণ হবে। এ চিঠি গোপনে তিনি এক মহিলা মারফত মক্কায় পাঠান।

আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ওহীর মাধ্যমে অবহিত করেন, হাতিব ইবনে আবু বালতা'আ কি করেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী, যুবাইর এবং মিকদাদ রা.-কে পাঠালেন। যেমন– এ অনুচ্ছেদের হাদীসে আসছে, যাতে স্বয়ং হযরত আলী রা. সূত্রে বিস্তারিত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া, মাগাযীর ৩৩নং হাদীসেও এ ঘটনা এসেছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১০ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী নিয়ে রমজান মুবারকে অষ্টম হিজরীতে মদীনা থেকে রওয়ানা হন।

٣٩٤٧. حَدَّثَنَا قُتَيبةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ قَالَ اَخبَرَنِى الحَسَنُ بنُ محمدٍ اَنهُ سَمِعَ عُبيدَ اللّٰهِ بنَ اَبِى رَافِعٍ يَقُولُ : سَمِعتُ عَلِيًّا رضى الله عنه يَقُولُ : بَعَثَنِى رَسُولُ اللهِ ﷺ اَنَا وَالزُّبَيرَ وَالمِقدَادَ، فَقَالَ انطَلِقُوا حَتّٰى تَاتُوا رَوضَةَ خَاخٍ، فَاِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوا مِنهَا ـ قَالَ فَانطَلَقنَا تَعَادِى بِنَا خَيلُنَا حَتّٰى اَتَينَا الرَّوضَةَ، فَاِذَا نَحنُ بِالظَّعِينَةِ قُلنَا اُخرِجِى الكِتَابَ، قَالَتْ مَا مَعِى الكِتَابُ فَقُلنَا لَتُخرِجِنَّ الكِتَبَ اَو لَنُلقِيَنَّ الثِّيَابَ، قَالَ فَاَخرَجَتهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَاَتَينَا بِه رَسُولَ اللهِ ﷺ فَاِذَا فِيهِ : مِنْ حَاطِبِ بنِ اَبِى بَلتَعَةَ اِلٰى نَاسٍ بِمكةَ مِنَ المُشرِكِينَ يُخبِرُهُم بِبَعضِ اَمرِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ـ

فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَا حَاطِبُ مَا هٰذَا ؟ قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ! لاَتَعجَلْ عَلَىَّ اِنِّى كُنتُ امرَأً مُلصَقًا فِى قُرَيشٍ يَقُولُ كُنتُ حَلِيفًا وَلَم اَكُن مِن اَنفُسِهَا وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ المُهَاجِرِينَ مَنْ لَهُم قَرَابَاتٌ يَحمُونَ اَهلِيهِم وَاَموَالَهُم، فَاَحبَبتُ اِذْ فَاتَنِى ذٰلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِم اَنْ اَتَّخِذَ عِندَهُم يَدًا يَحمُونَ قَرَابَتِى، وَلَم اَفعَلهُ اِرتِدَادًا عَنْ دِينِى وَلاَ رِضًا بِالكُفرِ بَعدَ الاِسلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا اَنَّه قَدْ صَدَقَكُم فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ ! دَعنِى اَضرِبْ عُنُقَ هٰذَا المُنَافِقِ، فَقَالَ اِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدرًا وَمَا يُدرِيكَ لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلٰى مَنْ شَهِدَ بَدرًا قَالَ : اِعمَلُوا مَا شِئتُم فَقَدْ غَفَرتُ لَكُم، فَاَنزَلَ اللهُ السُّورَةَ يَاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لاَتَتَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُم اَولِيَاءَ ـ تُلقُونَ اِلَيهِم بِالمَوَدَّةِ اِلٰى قَولِهِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ـ

৩৯৪৭/২৮৮. কুতাইবা র. .... হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে এবং যুবাইর ও মিকদাদ রা.-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দিক নির্দেশনা দিয়ে মক্কার পথে পাঠালেন যে, (তোমরা মক্কার পথে চলে যাও) তোমরা রওয়ানা হয়ে রাওযায়ে খাখ নামক স্থানে চলে যাও, সেখানে সওয়ারীর পিঠে হাওদায় অরোহিণী জনৈক মহিলার কাছে একটি পত্র আছে। তোমরা ঐ পত্রটি সেই মহিলা থেকে কেড়ে আনবে। আলী রা. বলেন, আমরা রওয়ানা হলাম। আর আমাদের অশ্বগুলো আমাদেরকে নিয়ে খুব দ্রুত ছুটে চলল। অবশেষে আমরা রওযায়ে খাখ পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। গিয়েই আমরা বাস্তবেই হাওদায় আরোহিণী মহিলাটিকে দেখতে পেলাম। আমরা তাকে বললাম, পত্রটি বের কর। সে উত্তর দিল, আমার কাছে কোন পত্র নেই। আমরা বললাম, অবশ্যই তোমাকে পত্রটি বের করতে হবে, অন্যথায় আমরা তোমার কাপড়-চোপড় খুলে তালাশ করব। রাবী বলেন, মহিলাটি তখন তার চুলের খোপা থেকে পত্রটি বের করল। আমরা পত্রটি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসলামএবং পত্র পড়ে দেখা গেল, তাতে লেখা আছে এটি হাতিব ইবনে আবু বালতা'আ রা-এর পক্ষ থেকে মক্কার কতিপয় মুশরিক (সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া, সাহল ইবনে আমর, ইকরামা ইবনে আবু জাহল) এর কাছে পাঠানো হয়েছে। তিনি এতে মক্কার কাফিরদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গৃহীত কিছু গোপন তৎপরতার সংবাদ ফাঁস করে দিয়েছেন। (যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদল বলে তোমাদের অভিমুখে আসছে)।

তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে হাতিব! এ কি কাজ করেছ? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (অনুগ্রহ পূর্বক) আমার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। আমি কুরাইশদের সাথে থাকতাম (অর্থাৎ, মক্কায় জীবন-যাপন করতাম) আমি কুরাইশদের স্বগোত্রীয় কেউ ছিলাম না (অর্থাৎ, তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিলনা) এবং তাদের বন্ধু (অর্থাৎ, মিত্র দলে ছিলাম)। আপনার সাথে যেসব মুহাজির আছেন কুরাইশ গোত্রে তাঁদের অনেক আত্মীয়-স্বজন রয়েছেন। যারা আত্মীয়তার কারণে এদের (মুহাজিরদের) পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদের হিফাজত করছে। যেহেতু কুরাইশ গোত্রে আমার বংশগত (আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই) কোন সম্পর্ক নেই, তাই আমি ভাবলাম, যদি আমি তাদের কোন উপকার করে দেই (উপকারের প্রতিদানে) তাহলে তারা আমার পরিবার-পরিজনের হেফাজতে এগিয়ে আসবে। কস্মিনকালেও আমি আমার দীন পরিত্যাগ করা কিংবা ইসলাম গ্রহণের পর কুফরকে গ্রহণ করার জন্য এ কাজ করিনি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, সে (হাতিব) তোমাদের নিকট সত্য কথাই বলেছে। উমর রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এ মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেব। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দেখ, সে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তুমি জান না, আল্লাহ্ তা'আলা বদরে অংশগ্রহণকারীদের সকলের উপর ওয়াকিফহাল হয়ে সন্তুষ্ট হয়ে বলে দিয়েছেন, তোমরা যা খুশি কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা (অর্থাৎ, গুনাহ মাফ করে দিয়েছি) করে দিয়েছি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ সূরা অবতীর্ণ করেন يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا .... فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ الخ ঃ হে মু'মিনগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না। তোমরা কি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছ অথচ তারা তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তা প্রত্যাখ্যান করেছে। রাসূলকে এবং তোমাদেরকে (স্বদেশ থেকে) বহিষ্কার করেছে এ কারণে যে তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্কে বিশ্বাস কর। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে থাক তবে কেন তোমরা ওদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর তা আমি সম্যক অবগত আছি। আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ কাজ করে সে তো বিচ্যুত-হয়ে যায় সরল পথ থেকে। (৬০ঃ ১)

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ بِمَكَّةَ বাক্যে। এ হাদীসটি বুখারী শরীফের ছয় জায়গায় এসেছে। জিহাদে ৪২২, দ্বিতীয় খণ্ডে ৫৬৭, ৬১২, ৭২৬, ৯২৫ এবং ১০২৬ পৃষ্ঠায়।

বুখারীর ব্যাখ্যাতা আল্লামা আইনী র. স্বীয় বেনজির ব্যাখ্যা গ্রন্থ উমদাতুল কারীতে চিঠির বিষয়বস্তুর বিবরণ দিয়েছেন—

أَمَّا بَعْدُ، يَامَعْشَرَ قُرَيْشٍ! فَإِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ جَاءَكُمْ بِجَيْشٍ كَاللَّيْلِ يَسِيرُ كَالسَّيْلِ، فَوَاللّٰهِ لَوْجَاءَكُمْ وَحْدَهُ نَصَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ، وَأَنْجَزَلَهُ وَعْدَهُ فَانْظُرُوا لِأَنْفُسِكُمْ ، وَالسَّلَامُ ـ

'অতঃপর, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের বিরুদ্ধে রজনীর ন্যায় একটি সৈন্য বাহিনী নিয়ে আসছেন, যারা বন্যার ন্যায় (ঢলের গতিতে) চলবে। আল্লাহ্র শপথ! যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সৈন্যবাহিনী ছাড়া) একাকীও তোমাদের নিকট তাশরীফ নিয়ে যান, তবুও আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সাহায্য করবেন এবং বিজয় ও মদদের যে প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন তা অবশ্যই পূর্ণ করবেন। অতএব, তোমরা তোমাদের পরিণতি চিন্তা করে নাও। সালাম। (উমদাতুল কারী ঃ ১৭/২৭৩)

ওয়াকিদী র. নিম্নোক্ত শব্দরাজি বর্ণনা করেছেন—

إِنَّ حَاطِبًا كَتَبَ إِلَى سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو وَصَفْوَانَ بِنِ أُمَيَّةَ وَعِكْرِمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَذِنَ فِي النَّاسِ بِالْغَزْوِ وَلَا أَرَاهُ يُرِيدُ غَيْرَكُمْ وَقَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ لِي عِنْدَكُمْ يَدٌ -

'হাতিব সুহাইল ইবনে আমর, সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া ও ইকরামার নামে চিঠি লিখেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদ ঘোষণা করেছেন, আমার ধারণা, তোমাদের উপরই আক্রমণের মনস্থ করেছেন। আমি মনস্থ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার একটি এহ্সান হোক।'

এর উপর প্রশ্নোত্তরের জন্য ৩৩নং হাদীসের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

২২১১. بَابُ غَزْوَةِ الْفَتْحِ فِى رَمَضَانَ -

২২১১. অনুচ্ছেদ ঃ মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ। এ যুদ্ধটি রমযান মাসে সংঘটিত হয়েছে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১০ই রমযান অষ্টম হিজরীতে বুধবার দিন ১০ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কা বিজয়ের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে রওয়ানা হন। তিনি নিজেও রোযাদার ছিলেন, সাহাবায়ে কিরামও। কাদীদ নামক স্থানে পৌঁছে তিনি রোযা ভেঙ্গে ফেলেন এবং তাঁর অনুসরণে সাহাবায়ে কিরামও রোযা ভেঙ্গে ফেলেন। (বুখারী ঃ ৬১২ পৃষ্ঠা)

এ হাদীসে আসছে, এ কাদীদ (কাফের উপর যবর, প্রথম দালের নিচে যের। - বুখারীর টীকা-৬১২) হল একটি পানির (ঝর্ণার) স্থান। কুদাইদ (কাফের উপর পেশ, প্রথম দালের উপর যবর) এবং উসফানের মাঝে অবস্থিত। এ অনুচ্ছেদের ৬১৩ নং রেওয়ায়াতে আসছে- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা অবস্থায় সফর করেছেন। উসফান (আইনের উপর পেশ, উসমানের ওজনে।) নামক স্থানে পৌঁছলে তিনি পানি আনান এবং লোকজনকে দেখিয়ে দিনের বেলায় পানি পান করে রোযা ভঙ্গ করেন। কুদাইদ নামক স্থান থেকে বেরিয়ে ইশার সময় যখন তিনি মক্কার নিকটবর্তী মাররুজজাহরান নামক স্থানে পৌঁছেন এবং সেখানে পৌঁছে মুসলমানরা মনযিল করেন, তখন তাদের দলগুলো দুরদুরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

কুরাইশ সংবাদ পেয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা থেকে রওয়ানা হয়েছেন। কিন্তু তারা জানতে পারেনি যে, তিনি মাররুজজাহরানে পৌঁছে গেছেন। এজন্য আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, হাকীম ইবনে হিযাম এবং বুদাইল ইবনে ওয়ারাকা তালাশে বেরিয়ে পড়ল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সংবাদ নেয়ার উদ্দেশ্যে। মাররুজজাহরানে পৌঁছে তারা সেনাবাহিনী দেখতে পায়, দুরদরাজ পর্যন্ত আগুনের আলো দেখে তারা ঘাবড়ে যায়। আবু সুফিয়ান বলল, এ দল কাদের? বুদাইল ইবনে ওয়ারাকা বলল, বনু খুযা'আ মনে হচ্ছে। আবু সুফিয়ান বলল, বনু খুযা'আর নিকট এত সৈন্য কোথেকে এল? তারা তো খুব কম সংখ্যক। হযরত আব্বাস রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খচ্চরের উপর আরোহণ করে চক্কর লাগাতে লাগাতে বেরিয়ে এলেন। আবু সুফিয়ানকে দেখে বললেন, আফসোস আবু সুফিয়ান! এতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর বাহিনী। এবার কুরাইশের কল্যাণ একমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্য গ্রহণেই নিহিত।

আবু সুফিয়ান বলল, আবুল ফযল! (হযরত আব্বাস রা. এর উপনাম) তোমাদের দোহাই, বল, মুক্তির কি পন্থা? আব্বাস রা. বললেন, আমার পিছনে এ খচ্চরের উপর আরোহণ করুন, আমি আপনার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট নিরাপত্তা কামনা করব। আবু সুফিয়ান খচ্চরের উপর আরোহণ করে বসল, হযরত আব্বাস রা. তাকে নিজের সাথে করে ইসলামী বাহিনী দেখিয়ে রওয়ানা হলেন। হযরত উমর রা. এর আগুনের পাশ দিয়ে যাবার সময় সে জিজ্ঞেস করল, এটা কে? অতঃপর, স্বয়ং হযরত উমর রা. দেখতে এসে আবু সুফিয়ানকে দেখে বললেন, এ তো আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের দুশমন, আবু সুফিয়ান। আলহামদু লিল্লাহ, কোন

চুক্তি ও স্বীকারোক্তি ছাড়াই হাতের নাগালে এসে গেল। অতঃপর, অনুমতি নেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অভিমুখে দ্রুতবেগে চলল। হযরত উমর রা. ছিলেন পদাতিক, হযরত আব্বাস রা. আবু সুফিয়ানকে সাথে নিয়ে খচ্চরের উপর আরোহী ছিলেন। তিনি নেহায়েত দ্রুত গতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পৌঁছে যান। কিন্তু তৎক্ষণাৎ হযরত উমর রা. ও পৌঁছে যান এবং আরজ করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অনুমতি দিন, আল্লাহর এ দুশমনকে হত্যা করে দেই। হযরত আব্বাস রা. আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাকে স্বীয় আশ্রয়ে নিয়ে নিয়েছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্বাস রা.-কে নির্দেশ দেন, এ সময় আবু সুফিয়ানকে নিজ তাবুতে নিয়ে যাও। সকালে আমার কাছে নিয়ে এস। আবু সুফিয়ান তো রাতভর হযরত আব্বাস রা. এর তাবুতে ছিল। হাকীম ইবনে হিযাম বুদাইল ইবনে ওয়ারাকা সে রাতেই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া) কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট মক্কার হাল অবস্থা জিজ্ঞেস করতে থাকেন। ইসলাম গ্রহণের পর তারা দু'জন মক্কাবাসীকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগমন সম্পর্কে অবহিত করার জন্য মক্কায় ফিরে যান। (সীরাতে মুস্তফা)

আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ

সকাল হতেই হযরত আব্বাস রা. আবু সুফিয়ানকে নিয়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে হাজির হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সুফিয়ানকে বললেন, আবু সুফিয়ান! বড় আফসোস, তোমার নিকট এখনও এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়নি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই? আবু সুফিয়ান বলল, আমার মাতা-পিতা আপনার প্রতি উৎসর্গিত হোন, আপনি কত ধৈর্যশীল, কত দানশীল! আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায়ের প্রতি আপনার কতটা খেয়াল! নিঃসন্দেহে যদি আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য থাকত, তবে আমাদের সাহায্য করত, অতঃপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবু সুফিয়ান! এখনও তোমার বুকে আসেনি, আমি আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল? আবু সুফিয়ান বলল, আমার মাতা-পিতা আপনার প্রতি উৎসর্গিত হোন. নিঃসন্দেহে আপনি নেহায়েত ধৈর্যশীল, দানশীল এবং সবচেয়ে বেশি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায়কারী। কিন্তু এ ব্যাপারে আমার অন্তরে এখনও দোদুল্যমানতা রয়েছে। হযরত আব্বাস রা. বললেন, আরে কালিমা পড়– লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। তখন আবু সুফিয়ান কালিমা পড়ে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করল।

হযরত আব্বাস রা. আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবু সুফিয়ান মক্কার শীর্ষ ব্যক্তিদের একজন, সে গৌরব পছন্দ করে। অতএব, তার জন্য কোন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিষয় দান করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, যে আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। যে মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ। যে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিবে সে নিরাপদ। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাস রা.-কে নির্দেশ দিলেন, রওয়ানার সময় আবু সুফিয়ানকে নিয়ে এমন পথে রেখে দাও, যাতে ইসলামী সৈন্য বাহিনীকে সে ভালরূপে দেখতে পারে। ফলে একের পর এক গোত্র দলে দলে যখন যেতে লাগল, তখন আবু সুফিয়ান কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। যে গোত্র তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করত, আবু সুফিয়ান জিজ্ঞেস করত, এরা কারা? হযরত আব্বাস রা. বলতেন, এরা গিফার গোত্র, এরা জুহাইনা গোত্র, এরা আনসার বাহিনী, সর্বশেষে নববী দল প্রকাশ পেল। বিস্তারিত বিবরণ হাদীস সমূহে আসছে। কুরাইশের নিকট ১০ হাজারের সৈন্য বাহিনীর মুকাবিলার শক্তি সামর্থ্য ছিল না। তাদের অবস্থা শোচনীয় পর্যায় পৌঁছে। কিন্তু রাহমাতুললিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশের সময় মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ স্বয়ং তাদের উপর আক্রমণোদ্যত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কারও উপর তলোয়ার উত্তোলন করবে না।

মক্কায় প্রবেশের পর সাধারণ ঘোষণা দেন, যে হেরেমে চলে যাবে অথবা আবু সুফিয়ানের ঘরে চলে যাবে অথবা দরজা বন্ধ করে ফেলবে তারা নিরাপদ। শুধু হাতে গোনা কিছু সংখ্যক লোক সামান্য মুকাবিলা করেছে, তন্মধ্যে দু'জন মুসলমান শহীদ হয়েছেন, ১২ জন অথবা ১৩ জন কাফির নিহত হয়েছে। হাফিজ আসকালানী র. ইবনে সা'দ র. এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, ২৪ জন কাফির নিহত হয়েছে। (ফাতহুল বারী ঃ ৮/৯)

বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে হারামে প্রবেশ করেন এবং কাবা ঘর তাওয়াফ করেন। তখন এখানে ৩৬০টি প্রতিমা স্থাপিত ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলোকে লাঠি দ্বারা ফেলে দিতে শুরু করলেন। জবান মুবারকে তিলাওয়াত করছিলেন- جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

'সত্য সমাগত মিথ্যা অপসৃত। নিশ্চয়ই বাতিল অপসারণযোগ্যই।'

কাবা শরীফের ভিতর যে পরিমাণ প্রতিমা ছিল সেগুলো সব বের করে দেন। হযরত উমর রা. দেয়ালের ছবিগুলো মিটিয়ে দেন। শিরকের উপকরণ থেকে পবিত্র করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বিলাল ও হযরত উসামা রা. এর সাথে অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন এবং শুকরানা নামায আদায় করেন। এরপর বাইতুল্লাহ্র সবগুলো কোণে ঘুরে ঘুরে তাওহীদ ও তাকবীর ধ্বনিতে এটাকে আলোকোজ্জ্বল করেন।

দরজা খুলে বাইরে তাশরীফ এনে দেখলেন, মসজিদে হারামে লোকজনের ঠাসাঠাসি ভিড়, লোকে লোকারণ্য। সমস্ত মানুষ সারিবদ্ধ হয়ে অপেক্ষমান ছিলেন। এ ছিল রমযান মুবারকের ২০ তারিখ। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরজায় দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন, যার সম্বোধন শুধু আরবকে লক্ষ্য করেই ছিল না, বরং ছিল গোটা বিশ্বকে লক্ষ্য করে।

'আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য করে দেখিয়েছেন। তিনি আপন বান্দার সাহায্য করেছেন। শত্রুদের সব দলকে তিনি একা পরাস্ত করেছেন। সাবধান! তোমরা গর্ব, সমস্ত প্রতিশোধ, পুরানো রক্তপণ সব আমার পদপিষ্ট। (সব বাতিল) কিন্তু বাইতুল্লাহ্র প্রহরা এবং হাজীদের পানি পান করানো রীতিমত বহাল থাকবে।

হে কুরাইশ সম্প্রদায়! এবার জাহিলিয়তের অহংকার এবং বংশ গৌরব আল্লাহ্ তা'আলা মিটিয়ে দিয়েছেন। সমস্ত মানুষ আদম সন্তান। আদম মাটি থেকে তৈরি ছিলেন। তারপর তিনি কুরআনে হাকীমের নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করলেন-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ - إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ -

'হে লোকসকল! আমি তোমাদেরকে একজন নর-নারী থেকে সৃজন করেছি এবং তোমাদের বিভিন্ন গোত্র ও খান্দান তৈরি করেছি। যাতে পরস্পরে পরিচয় লাভ করতে পার। মূলত আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সবচেয়ে সম্মানিত সেই, যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ সবিশেষ ওয়াকিফহাল।'

এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, হে কুরাইশ! তোমাদের কি ধারণা, আমি তোমাদের সাথে কি আচরণ করব? সবাই বলল, সদাচরণ। আপনি নিজে অভিজাত এবং অভিজাত ভ্রাতার সন্তান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন. আজ আমি তোমাদের তাই বলছি যা হযরত ইউসুফ আ. স্বীয় ভাইদের বলেছিলেন-

لَاتَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ، اِذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ .

অর্থাৎ, আজকে তোমাদের প্রতি কোন নিন্দা, ভর্ৎসনা নেই। যাও তোমরা সবাই মুক্ত। কয়েক জন ঘোষিত অপরাধী ছাড়া অবশিষ্ট সবাইকে নিরাপত্তা দিয়ে দেন।

নামাযের ওয়াক্ত এলে হযরত বিলাল রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশে কাবার ছাদে উঠে আযান দেন। কুরাইশের শক্তি এবং গর্ব যদিও ধূলায় লুণ্ঠিত হয়ে গেছে তবুও তাদের জাহিলী গোড়ামি অবশিষ্ট ছিল। আযানের আওয়াজ শুনে তাদের আত্মমর্যাদাবোধ প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, আত্তাব ইবনে উসাইদ, হারিস ইবনে হিশাম এবং অন্যান্য কুরাইশ নেতা কাবার আঙ্গিনায় উপবিষ্ট ছিল। আত্তাব বলল, আল্লাহ্ তা'আলা আমার পিতা উসাইদের সম্মান রেখেছেন। কারণ, এ আওয়াজ শুনার পূর্বেই তাকে দুনিয়া থেকে তুলে নিয়েছেন। হারিস বলল, আল্লাহ্র কসম! আমার যদি নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে যেত যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহলে অবশ্যই তাঁর অনুসরণ করতাম। আবু সুফিয়ান বলল, আমি কিছুই বলছি না। আমি মুখ থেকে কোন শব্দ বের করলে কঙ্করগুলোও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সংবাদ দিয়ে দিবে। এরপরই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে পৌঁছলেন। বললেন, তোমরা যা কিছু বলেছ, এগুলোর সংবাদ আমি পেয়ে গেছি। অতঃপর এক এক জনের বক্তব্য তাদের সামনে পেশ করলেন। তখনই আত্তাব ইবনে উসাইদ ও হারিস ইবনে হিশাম মুসলমান হয়ে যায় এবং বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের আলোচনা সম্পর্কে কেউ ওয়াকিফহাল ছিল না। নিশ্চয়ই আপনার জ্ঞান আল্লাহ্র ওহীর মাধ্যমেই হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা পাহাড়ে তাশরীফ নিয়ে বাইতুল্লাহর দিকে মুখ করে দোয়ায় রত হন। দোয়া থেকে অবসর হওয়ার পর সাফা পাহাড়ের উপর গিয়ে বসলেন। কাফিররা দলে দলে এসে ইসলামের বাইআত দ্বারা সম্মানিত হচ্ছিল। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মুবারকের অবশিষ্ট দিনগুলোতে গুরুত্বারোপ করলেন, মক্কার আশেপাশে যেসব প্রতিমা আছে সেগুলো ধ্বংস করার প্রতি। যেমন–লাত, মানাত, উযযা এবং সাওয়া ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিযানে বাহিনী প্রেরণ করেছেন।

এরপর অষ্টম শাওয়ালে হুনাইন যুদ্ধের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে রওয়ানা হন। যার বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহ আসবে।

٣٩٤٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حدثنا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى عُقَيْلُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ ابْنَ عباسٍ رضـ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ غَزَا غَزوةَ الْفَتْحِ فِى رَمَضَانَ، قَالَ وَسَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ مِثْلَ ذٰلِكَ وَعَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَنِىْ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ صَامَ رَسُوْل اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى إِذَا بَلَغَ الْكَدِيْدَ الْمَاءَ الَّذِى بَيْنَ قَدِيْدٍ وَعُسْفَانَ اَفْطَرَ، فَلَمْ يَزَلْ مُفْطِرًا حَتّٰى إِنْسَلَخَ الشَّهْرُ .

৩৯৪৮/২৮৯. আবদুল্লাহ্ ইবনে ইউসুফ র. ...... হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ করেছেন। বর্ণনাকারী ইমাম যুহরী র. বলেন, আমি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব র-কেও অনুরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি। আরেকটি সূত্র দিয়ে তিনি উবায়দুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্ র-এ মাধ্যমে ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন, (মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা পালন করছিলেন অবশেষে তিনি যখন কুদাইদ এবং উস্‌ফান নামক স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্তী কাদীদ নামক জায়গায় ঝর্ণাটির কাছে পৌঁছেন তখন তিনি ইফ্‌তার করেন। এরপর রমযান মাস খতম হওয়া পর্যন্ত তিনি আর রোযা পালন করেননি।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল اَلْفَتْحُ فِى رَمَضَانَ শব্দে। এ হাদীসটি বুখারীর ২৬০ পৃষ্ঠায় এবং মাগাযীর ৬১২ পৃষ্ঠায় আছে।

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনা হতে রওয়ানা হয়েছিলেন তখন তিনি সহ সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম রোযাদার ছিলেন। অতঃপর মক্কার নিকটবর্তী (সফরের মাঝে) কাদীদ নামক স্থানে পৌঁছে সাহাবায়ে কিরামের কষ্টের প্রতি লক্ষ্য করে তিনি রোযা ভেঙ্গেছেন, সাহাবায়ে কিরামও রোযা ভেঙ্গেছেন।

প্রথমত, সফর সত্তাগতভাবে কষ্ট তকলীফের কারণ। তাও আবার জিহাদের সফর, এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা ভেঙ্গেছেন। কারণ, এমতাবস্থায় রোযা রাখলে দুর্বলতার ফলে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। এ কারণে হাদীসে আছে– لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِى السَّفَرِ। অর্থাৎ, সফরে রোযা রাখা নেকির কাজ নয়। হ্যাঁ, যদি সফরে কোন কষ্ট না হয় তবে রোযা রাখাই উত্তম। রমযানের রোযার কাযা করা যদিও সম্ভব তা সত্ত্বেও রমযানুল মুবারকের নূর ও তাজাল্লী এবং ফেরেশতাদের ঊর্ধ্ব জগতে আরোহণ অবতরণের বরকতে শয়তানগুলোর পায়ে বেড়ি পড়ে যায়। জান্নাত ও রহমতের দরজাগুলো উন্মুক্ত হয়ে যায়। জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ হয়ে যায়। কুরআনের হাফিজগণ রাতদিনে তিলাওয়াতে লিপ্ত থাকেন। এসব কাজ রমযানুল মুবারক ছাড়া অন্য মাসে কি সহজ? এ কারণে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ অর্থাৎ, রুগ্ন ও মুসাফিরের জন্য রোযা না রাখা জায়েয আছে। কিন্তু রোযা রাখা উত্তম। এটাই ইমামে আজম হযরত আবু হানীফা র. এর মাযহাব। (বুখারী ঃ ৬১৩)

৩৯৪৯. حَدَّثَنِىْ مَحْمُوْدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ اَخْبَرَنِى الزُّهْرِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ فِى رَمَضَانَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ وَمَعَهُ عَشَرَةُ اٰلَافٍ وَذٰلِكَ عَلٰى رَأْسِ ثَمَانِ سِنِيْنَ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِيْنَةَ، فَسَارَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلٰى مَكَّةَ يَصُوْمُ وَيَصُوْمُوْنَ حَتّٰى بَلَغَ الْكَدِيْدَ، وَهُوَ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ اَفْطَرَ، وَاَفْطَرُوْا، قَالَ الزُّهْرِىُّ وَاِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ اَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْاٰخِرُ فَالْاٰخِرُ.

৩৯৪৯/২৯০. মাহমূদ র. ..... হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত যে , নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে মদীনা থেকে (মক্কা অভিযানে) রওয়ানা হন। তাঁর সঙ্গে ছিল দশ হাজার সৈন্য। তখন (মক্কা থেকে) হিজরত করে মদীনা চলে আসার সাড়ে আট বছর অতিক্রম হয়ে গিয়েছিল। তিনি ও তাঁর সঙ্গী মুসলিমগণ রোযা অবস্থায়ই মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। অবশেষে তিনি যখন উস্ফান ও কুদাইদ স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্তী কাদীদ নামক জায়গার ঝর্ণার নিকট পৌঁছলেন তখন তিনি ও সঙ্গী মুসলিমগণ রোযা ভঙ্গ করলেন। যুহরী র. বলেছেন, (উম্মতের জীবনযাত্রায়) ফতওয়া হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাজকর্মের শেষোক্ত আমলটিকেই চূড়ান্ত দলীল হিসাবে গণ্য করা হয়। (কেননা, শেষোক্ত আমল এর পূর্ববর্তী আমলকে রহিত করে দেয়)।

ব্যাখ্যা ঃ এটিও আরেক সনদে হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদীস।

مَعَهُ عَشَرَةُ اٰلَافٍ-এর রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা গেল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ১০ হাজার মুসলমান ছিল। ইবনে ইসহাক র. বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর সাথে ১২ হাজার ছিল। আল্লামা আইনী র. বাহ্যিক বিরোধ বর্ণনা করার পর এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন যে, মদীনা থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম ১০ হাজার সৈন্য নিয়ে রওয়ানা হন। অতঃপর রাস্তায় আরও দু'হাজার অন্তর্ভুক্ত হয়, ফলে সর্বমোট সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় ১২ হাজার।

আল্লামা হাফিজ আসকালানী র. বলেন, মা'মারের এ রেওয়ায়াতে যে উল্লেখ করা হয়েছে, মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ হিজরতের সাড়ে ৮ বছরের মাথায় হয়েছে এটা ভুল। সহীহ হল, হিজরতের সাড়ে ৭ বছর পর অর্থাৎ, অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয় হয়েছে। بَابُ غَزْوَةِ الْفَتْحِ فِى رَمَضَانَ এর অধীনে বিস্তারিতভাবে এসব আলোচিত হয়েছে।

وَقَالَ الزُّهْرِىُّ وَاِنَّمَا يُوْخَذُ ঃ ইমাম যুহরী র. এর উদ্দেশ্য হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা থেকে যখন সফর আরম্ভ করেন, তখন রোযাদার ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি রোযা ভঙ্গ করেছেন। সর্বশেষ কাজ হল, সফরে তাঁর রোযা ভঙ্গ। এই শেষ আমলের উপরই মাসআলার ভিত্তি স্থাপন করা হবে যে, সফরে রোযা ভাঙ্গা জায়েয আছে। এ হাদীস দ্বারা তাদের মত খণ্ডন হবে, যারা বলে, মুকীম অবস্থায় রমযানের মাস পেলে তার জন্য রোযা ভঙ্গ করা জায়েয নেই। তাঁরা প্রমাণ পেশ করেন, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ আয়াত দ্বারা। অথচ এ আয়াতের উদ্দেশ্য হল, যে ব্যক্তি পুরা মুকীম অবস্থায় পুরা মাস পেয়ে যায় তার জন্য রোযা ভঙ্গ করা বা রোযা না রাখা জায়েয নেই। (উমদাতুল কারী ঃ ১৭/২৭৬)

٣٩٥٠. حَدَّثَنِىْ عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدثنَا عَبْدُ الاَعلٰى قَالَ حَدثنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عباسٍ رض قَالَ خَرَجَ النبِىُّ ﷺ فِى رَمَضَانَ اِلٰى حُنَيْنٍ وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُوْنَ فَصَائِمٌ، وَمُفْطِرٌ، فَلَمَّا اسْتَوٰى عَلٰى رَاحِلَتِهٖ دَعَا بِانَاءٍ مِنْ لَبَنٍ او مَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلٰى رَاحَتِهٖ او عَلٰى رَاحِلَتِهٖ ثُمَّ نَظَرَ النَّاسُ، فَقَالَ الْمُفطِرُوْنَ لِلصَّوَّامِ افطِرُوْا * وَقَالَ عَبْدُ الرَّزاقِ اَخبرنَا مَعْمَرٌ عَنْ ايوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَاسٍ رضى الله عنهما خَرَجَ النبِىُّ ﷺ عَامَ الْفَتحِ، وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عباسٍ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

৩৯৫০/২৯১. আইয়াশ ইবনে ওয়ালীদ র. ...... হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে হুনাইনের দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন। সঙ্গী মুসলিমদের অবস্থা ছিল ভিন্ন ভিন্ন। কেউ ছিলেন রোযাদার। আবার কেউ রোযাবিহীন অবস্থায়। তাই তিনি যখন সওয়ারীর উপর পূর্ণরূপে বসলেন, তখন একপাত্র দুধ কিংবা পানি (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আনতে বললেন। তারপর তিনি পাত্রটি হাতের উপর কিংবা সওয়ারীর উপর রেখে (সমবেত) লোকজনের দিকে তাকালেন। এ অবস্থা (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পান করা দেখে) দেখে রোযাবিহীন লোকেরা রোযাদার লোকরেদকে ডেকে বললেন, তোমরাও রোযা ভেঙ্গে ফেল। আবদুর রায্যাক, মা'মার, আইয়ুব, ইকরিমা র. সূত্রে ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, মক্কা বিজয়ের বছর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিযানে বের হয়েছিলেন

وَقَالَ حَمَّادُ ঃ এভাবে হাম্মাদ ইবনে যায়েদ আইয়ুব ইকরিমা র. ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেও বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। (এর ব্যাখ্যা হল, পানি দ্বারা রোযা ভাঙ্গার ঘটনা মক্কা বিজয়ের বছরের। যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে মদীনা থেকে বের হলেন এবং কাদীদ নামক স্থানে পৌঁছে রোযা ভঙ্গ করেন)।

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ - قَالَ حَمَّادُ এ দু'টি ইমাম বুখারী র.-এর তালীকের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো মারফূ' ও মুরসাল উভয়রূপে বর্ণিত আছে। (খাইরুল জারী ঃ পারা ১৭)

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল এ হিসেবে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইনের দিকে রওয়ানা করেছেন মক্কা বিজয়ের পর। মশহুর রেওয়ায়াতগুলোতে আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাওয়ালে মক্কা বিজয়ের পর হুনাইন যুদ্ধের উদ্দেশ্যে তাশরীফ নিয়ে গেছেন।

এই রেওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে হুনাইন যুদ্ধে সফর করেছেন।

অতএব, সামঞ্জস্য বিধানের পন্থা হল, মদীনা শরীফ থেকে মুবারক সফর শুরু হয়েছিল রমযানেই। আর এ সফরেই মক্কা বিজয় ও হুনাইনের যুদ্ধ হয়। সহীহ হল, হুনাইনের যুদ্ধ হয় শাওয়ালে। যেমন– হুনাইন যুদ্ধের বিস্তারিত ঘটনা পরবর্তীতে আসছে।

٣٩٥١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حدثنا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَافَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِى رَمَضَانَ فَصَامَ حَتّٰى بَلَغَ عُسْفَانَ ثم دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ نَهَارًا لِيُرِيَهُ النَّاسَ فَأَفْطَرَ حَتّٰى قَدِمَ مكةَ قَالَ وكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : صَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِى السَّفَرِ وَأَفطرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ .

৩৯৫১/২৯২. আলী ইবনে আবদুল্লাহ্ র. .... হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে রোযা অবস্থায় (মক্কা অভিমুখে) সফর আরম্ভ করলেন। অবশেষে তিনি উসফান নামক স্থানে পৌঁছে একপাত্র পানি দিতে বললেন। তারপর দিনের বেলাতেই তিনি সে পানি পান করলেন, যেন তিনি লোকজনকে তাঁর রোযাবিহীন অবস্থা দেখাতে পারেন। এরপর মক্কা পৌঁছা পর্যন্ত তিনি আর রোযা পালন করেননি। বর্ণনাকারী বলেছেন, পরবর্তীকালে ইবনে আব্বাস রা. বলতেন সফরে কোন সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা পালন করতেন আবার কোন কোন সময় তিনি রোযাবিহীন অবস্থায়ও ছিলেন। তাই সফরে (তোমাদের) যার ইচ্ছা সে রোযা পালন করতে পার আর যার ইচ্ছা সে রোযাবিহীন অবস্থায়ও থাকতে পার। (সফর শেষে আবাসে তা আদায় করে নেবে)।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল এই হিসেবে যে, রমযানে তার সফর হয়েছিল মক্কা বিজয়ের বছর। হাদীসটি সাওমে ২৬১ এবং মাগাযীতে ৬১৩ পৃষ্ঠায় আছে।

٢٢١٢. بَابُ أَيْنَ رَكَزَ النَّبِيُّ ﷺ الرَّايَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ .

২২১২. অনুচ্ছেদ ঃ মক্কা বিজয়ের দিনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায় ঝাণ্ডা স্থাপন করেছিলেন

বিস্তারিত পূর্ণ বিবরণ স্বয়ং হাদীস শরীফে আসছে।

٣٩٥٢. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ لَمَّا سَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ قُرَيْشًا خَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ وَبُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ يَلْتَمِسُونَ الْخَبَرَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ، فَأَقْبَلُوا يَسِيرُونَ حَتّٰى أَتَوْا مَرَّ الظَّهْرَانِ، فَإِذَا هُمْ بِنِيرَانٍ كَأَنَّهَا نِيرَانُ عَرَفَةَ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ مَا هٰذِهِ؟ لَكَأَنَّهَا نِيرَانُ عَرَفَةَ، فَقَالَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ نِيرَانُ بَنِي عَمْرٍو ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ عَمْرٌو أَقَلُّ مِنْ ذَالِكَ، فَرَآهُمْ نَاسٌ مِنْ حَرَسِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ،

فَأَدْرَكُوهُمْ، فَأَخَذُوهُمْ، فَأَتَوْا بِهِمْ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَأَسْلَمَ أَبُو سُفْيَانَ، فَلَمَّا سَارَ، قَالَ لِلْعَبَّاسِ احْبِسْ أَبَا سُفْيَانَ! عِنْدَ حَطْمِ الْخَيْلِ، حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ، فَحَبَسَهُ الْعَبَّاسُ، فَجَعَلَتِ الْقَبَائِلُ تَمُرُّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ، تَمُرُّ كَتِيبَةً كَتِيبَةً عَلَى أَبِي سُفْيَانَ، فَمَرَّتْ كَتِيبَةٌ، قَالَ يَا عَبَّاسُ! مَنْ هٰذِهِ؟ قَالَ هٰذِهِ غِفَارُ ـ قَالَ مَالِي وَلِغِفَارٍ؟ ثُمَّ مَرَّتْ جُهَيْنَةُ قَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ مَرَّتْ سَعْدُ بْنُ هُذَيْمٍ فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ مَرَّتْ سُلَيْمٌ فَقَالَ مِثْلَ ذَالِكَ، حَتَّى أَقْبَلَتْ كَتِيبَةٌ لَمْ يُرَ مِثْلُهَا، قَالَ مَنْ هٰذِهِ؟ قَالَ هٰؤُلَاءِ الْأَنْصَارُ، عَلَيْهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَهُ الرَّايَةُ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ يَا أَبَا سُفْيَانَ! الْيَوْمُ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ، الْيَوْمَ تُسْتَحَلُّ الْكَعْبَةُ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ يَا عَبَّاسُ! حَبَّذَا يَوْمُ الذِّمَارِ، ثُمَّ جَاءَتْ كَتِيبَةٌ وَهِيَ أَقَلُّ الْكَتَائِبِ فِيهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ وَرَايَةُ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، فَلَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَبِي سُفْيَانَ قَالَ أَلَمْ تَعْلَمْ مَا قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ مَا قَالَ؟ قَالَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ كَذَبَ سَعْدٌ وَلٰكِنْ هٰذَا يَوْمٌ يُعَظِّمُ اللهُ فِيهِ الْكَعْبَةَ وَيَوْمٌ تُكْسَى فِيهِ الْكَعْبَةُ ـ قَالَ وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُرْكَزَ رَايَتُهُ بِالْحَجُونِ ـ

قَالَ عُرْوَةُ فَأَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ! هَا هُنَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَرْكُزَ الرَّايَةَ قَالَ وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ، وَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ كُدًا، فَقُتِلَ مِنْ خَيْلِ خَالِدٍ يَوْمَئِذٍ رَجُلَانِ حُبَيْشُ بْنُ الْأَشْعَرِ وَكُرْزُ بْنُ جَابِرٍ الْفِهْرِيُّ ـ

৩৯৫২/২৯৩. উবাইদ ইবনে ইসমাঈল র. ..... হিশামের পিতা [উরওয়া ইবনে যুবাইর রা.] থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের বছর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে) মক্কা অভিমুখে রওয়ানা করেছেন। এ সংবাদ কুরাইশদের কাছে পৌঁছলে (যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাত্রা আরম্ভ করেছেন) আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, হাকীম ইবনে হিযাম এবং বুদাইল ইবনে ওয়ারাকা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর গতিবিধি ও হাল-অবস্থা লক্ষ্য করার জন্য মক্কা থেকে বেরিয়ে এল। তারা রাত্রি বেলা সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে (মক্কার অদূরে) মাররুজ জাহ্রান নামক স্থান পর্যন্ত এসে পৌঁছলে আরাফার ময়দানে প্রজ্বলিত আলোর মত অসংখ্য আগুন দেখতে পেল। আবু সুফিয়ান (আশ্চর্যান্বিত হয়ে) বলে উঠল, এ সব কিসের আলো? ঠিক যেন আরাফার ময়দানে প্রজ্বলিত আলোর মত (অসংখ্য বিস্তৃত)। বুদাইল ইবনে ওয়ারাকা উত্তরে বলল, এগুলো আমর গোত্রের কুবার খুযা'আ গোত্রের (চুলার) আলো। আবু সুফিয়ান বলল, আমর গোত্রের লোক সংখ্যা এ অপেক্ষা অনেক কম।

ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কয়েকজন (সামরিক) প্রহরী তাদেরকে দেখে ফেলল এবং কাছে গিয়ে তাদেরকে ধরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিয়ে এল। এ সময় আবু

সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করল। এরপর তিনি [রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন (সেনাবাহিনী সহ মক্কা নগরীর দিকে) সামনে রওয়ানা হলেন তখন আব্বাস রা.-কে বললেন, আবু সুফিয়ানকে পথের একটি সংকীর্ণ জায়গায় (পাহাড়ের কোণে) দাঁড় করাবে, যেখানে ঘোড়াগুলি যাওয়ার সময় ভীড় হয় যেন সে মুসলমানদের সামরিক শক্তি দেখতে পায়। তাই আব্বাস রা. তাকে যথাস্থানে থামিয়ে রাখলেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে আগমনকারী বিভিন্ন গোত্রের লোকজন আলাদা আলাদাভাবে খণ্ডদল হয়ে আবু সুফিয়ানের সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করে যেতে লাগল। প্রথমে একটি দল অতিক্রম করে গেল। আবু সুফিয়ান বলল, আব্বাস রা.! এরা কারা? আব্বাস রা. বললেন, এরা গিফার গোত্রের লোক। আবু সুফিয়ান বলল, গিফার গোত্রের সাথে আমার কতইনা সখ্যতা (অর্থাৎ, গিফার গোত্রের সাথে আমার কোন বিরোধ নেই) অতপর এরপর জুহাইনা গোত্রের লোকেরা অতিক্রম করে গেলেন, আবু সুফিয়ান অনুরূপ বলল, তারপর সা'দ ইবনে হুযাইম গোত্র অতিক্রম করল, তখনো আবু সুফিয়ান অনুরূপ বলল। তারপর সুলাইম গোত্র অতিক্রম করলেও আবু সুফিয়ান অনুরূপ বলল। অবশেষে একটি বিরাট বাহিনী তার সামনে এল যে, এত বিরাট বাহিনী এ সময় সে আর দেখেন নি। তাই (আশ্চর্য হয়ে) জিজ্ঞেস করল, এরা কারা? আব্বাস রা. উত্তর দিলেন, এরাই (মদীনার) আনসার। সা'দ ইবনে উবাদা রা. তাঁদের দলপতি। তাঁর হাতেই রয়েছে তাঁদের (আনসারীদের) পতাকা। (অতিক্রমকালে) সা'দ ইবনে উবাদা রা. বললেন, হে আবু সুফিয়ান! আজকের দিন রক্তপাতের দিন, আজকের দিন কা'বার অভ্যন্তরে রক্তপাত হালাল হয়ে যাবে। মক্কার কুরাইশের জন্য আবু সুফিয়ান বলল, হে আব্বাস! আজ হারাম ও তার অধিবাসীদের ধ্বংসের ভাল দিন। (আবু সুফিয়ান আরজু করে বলেছে যে, আজকে কুরাইশের ধ্বংসের দিন। অতএব তাদের হেফাজত ও সাহায্য করা উচিত।) তারপর আরেকটি সেনাদল আসল। সংখ্যাগত দিক থেকে এটি ছিল সবচেয়ে ছোট দল। আর এদের মধ্যেই ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ। যুবাইর ইবনুল আওয়াম রা.-এর হাতে ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঝাণ্ডা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আবু সুফিয়ানের সামনে দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন আবু সুফিয়ান বলল, সা'দ ইবনে উবাদা কি বলছে আপনি তা কি জানেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে কি বলেছে? আবু সুফিয়ান বলল, সে এ রকম এ রকম বলেছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সা'দ ঠিক বলেনি বরং আজ এমন একটি দিন যে দিন আল্লাহ্ কা'বাকে মর্যাদায় সমুন্নত করবেন। আজকের দিনে কা'বাকে গিলাফে আচ্ছাদিত করা হবে।

বর্ণনাকারী উরওয়া বলেন, (মক্কা নগরীতে পৌঁছে) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজুন নামক স্থানে তাঁর পতাকা স্থাপনের নির্দেশ দেন।

বর্ণনাকারী উরওয়া নাফি' জুবাইর ইবনে মুত্‌ইম আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি যুবাইর ইবনে আওয়াম রা.-কে (মক্কা বিজয়ের পর একদা) বললেন, হে আবু আবদুল্লাহ্? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে এ জায়গায়ই পতাকা স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

উরওয়া রা. আরো বলেন, সে দিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালিদ ইবনে ওয়ালীদকে মক্কার উঁচু এলাকা কাদার দিক থেকে প্রবেশ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নিম্ন এলাকা) কুদার দিক থেকে প্রবেশ করেছিলেন। সেদিন খালিদ ইবনে ওয়ালীদের অশ্বারোহী সৈন্যদের মধ্য থেকে হুবাইশ ইবনুল আশআর রা. এবং কুরয ইবনে জাবির ফিহ্‌রী রা. এ দু'জন শহীদ হয়েছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল وَاَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تَرْكُزَ رَايَتَهُ بِالْحَجُوْنِ বাক্যে। এ রেওয়ায়াতটি তাবিঈর মুরসালের অন্তর্ভুক্ত।

হাফিজ আসকালানী র. বলেন, وَلَمْ اره فِى شَيْئٍ مِنَ الطُّرُقِ عَنْ عُرْوَةَ مَوْصُولاً অর্থাৎ, এ হাদীসটি কোন সূত্রে উরওয়া থেকে মুত্তাসিল রূপে আমি দেখিনি।

ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য হাদীসের শেষাংশ, যেটি উরওয়া র. থেকে মুত্তাসিল রূপে বর্ণিত আছে- قَالَ عُرْوَةُ أَخْبَرَنِى نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ ـ

بَابٌ خَرَجَ أَبُو سُفْيَنَ بْنِ حَرْبٍ اسْمُهُ صَخْرُبْنُ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ ঃ তাঁর ইসলাম গ্রহণের পূর্ণ ঘটনা غَزْوَةِ الْفَتْحِ এ 'আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ' শিরোনামে এসেছে। হযরত আবু সুফিয়ান রা. ৮৮ বছর বয়সে একত্রিশ হিজরীতে মদীনায় ওফাত লাভ করেন।

হাকীম ইবনে হিযাম রা.

তিনি উম্মুল মুমিনীন খাদিজা ইবনে খুয়াইলিদ রা. এর ভাতিজা ছিলেন। ১২০ বৎসর বয়সে ৫৪ হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারায় ওফাত লাভ করেন।

بُدَيْلَ ঃ বায়ের উপর পেশ, দালের উপর যবর, ইয়া সাকীন, শেষে লাম আছে। তাঁরা মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেছেন। মক্কা বিজয়ের আলোচনায় বিস্তারিত বিবরণ এসেছে।

حَبَّذَا يَوْمُ الذِمَارِ ঃ যালের নিচে যের, মীম তাশদীদ বিহীন। উত্তম ধ্বংস দিবস এসেছে। এর ব্যাখ্যায় বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। আল্লামা খাত্তাবী র. বলেন, আবু সুফিয়ান এ বাক্যে নিজের আকাঙ্খা প্রকাশ করেছেন, হায় আজ যদি শক্তি থাকত, তাহলে স্বীয় সম্প্রদায়কে বাঁচাতাম।

كَأَنَّهَا نِيرَانُ عَرَفَةَ ঃ যেন আরাফা রজনীর আগুন। এর দ্বারা ইঙ্গিত হল এ দিকে যে, কুরাইশের চিরাচরিত রীতি ছিল, তারা আরাফাত রাত্রে প্রচুর পরিমাণ আগুন জ্বালাত ও আলোকোজ্জ্বল করত। كَذَبَ سَعْدٌ ঃ অর্থাৎ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সা'দ ভুল বলেছে....। হযরত সা'দ ইবনে উবাদা রা.-এর মুখ থেকে ঈমানী আবেগ এবং প্রবল হালতে একটি অসমীচীন বাক্য তথা الْيَوْمَ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ، الْيَوْمَ تُسْتَحَلُّ الْكَعْبَةُ জবান থেকে বেরিয়ে যায়। এজন্য তিনি নির্দেশ দিয়ে দেন, ঝাণ্ডা সা'দ রা. থেকে নিয়ে তাঁর ছেলে কায়েস ইবনে সা'দকে যেন দেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন বিশ্ব রহমত বাহ্যতঃ তো হযরত সা'দ রা. থেকে নিয়ে নিয়েছেন, কিন্তু তাঁর মন যেন না ভাঙ্গে, সেজন্য এ ঝাণ্ডা তাঁর ছেলে কায়েসকেই দিয়েছেন।

২৯৫৩. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حدثنا شعبةُ عَن معاويةَ بنِ قُرَّةَ قَالَ سَمِعتُ عَبدَ اللهِ بنَ مُغَفَّلٍ يَقولُ رَأيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ فَتحِ مَكَّةَ عَلَى نَاقَتِهِ وَهُوَ يَقْرأُ سُورةَ الفَتحِ يُرجِعُ، وَقَالَ لَوْلا أنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ حَوْلِى لَرَجَعْتُ كَمَا رَجَعَ ـ

৩৯৫৩/২৯৪. আবুল ওয়ালীদ র. ..... হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্ফাল রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাঁর উটনীর উপর দেখেছি, তিনি 'তারজী' করে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করছেন।

বর্ণনাকারী মু'আবিয়া ইবনে কুররা র. বলেন, যদি আমার চতুষ্পার্শ্বে লোকজন জমায়েত হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত, তা হলে আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্ফাল রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তিলাওয়াত বর্ণনা করতে যেভাবে তারজী করেছিলেন (অর্থাৎ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 'তারজী'সহ তিলাওয়াত শুনিয়েছিলেন) আমিও ঠিক সে রকমে তারজী করে তিলাওয়াত করতাম।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ শব্দে। এ হাদীসটি বুখারীর মাগাযীতে (৬১৪ পৃষ্ঠা), তাফসীরে ৭১৬ পৃষ্ঠা, ফাযাইলুল কুরআনে ৭৫৫পৃষ্ঠা, তাওহীদে ১১২৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

يُرَجِّع ঃ অভিধানে تَرْجِيعٌ এর অর্থ হল– ফিরিয়ে আনা এবং হলকে আওয়াজ ঘুরানো। এ থেকেই ترجيع فى الاذان রয়েছে। যার অর্থ হল– শাহাদাতদ্বয়কে দু দু'বার আস্তে বলে পরবর্তীতে উঁচু আওয়াজে বলা। আযানের মধ্যে এরূপ তারজী' শাফিঈ ও মালিকিগণের মত সুন্নত। হানাফীও হাম্বলী উলামায়ে কিরাম এর সুন্নত হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করেন।

এ হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন সূরা ফাতহ তিলাওয়াতের সময় তারজী' করছিলেন– এর দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

কেউ কেউ বলেন, এক এক আয়াতে দু দুবার, তিন তিনবার পড়ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, তারজী' দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আওয়াজ সুদীর্ঘ করা। বুখারী শরীফে তাওহীদ পর্বে ১১২৫ পৃষ্ঠায় হাদীস বর্ণনাকারী মুআবিয়া ইবনে কুররা থেকে তারজী'র ধরন বর্ণিত আছে– آ ءآ ءآ ءآ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ অর্থাৎ, যবর বিশিষ্ট হামযার পর আলিফকে টেনে পড়ছিলেন।

তারজী' সংক্রান্ত তৃতীয় উক্তি হল, সুন্দর সুরে তিলাওয়াত করা। ইমাম নববী র. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন– قَالَ الْقَاضِىْ اَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلٰى اِسْتِحْبَابِ تَحْسِيْنِ الصَّوتِ بِالْقِرَاءَةِ وَتَرْتِيْلِهَا। অর্থাৎ, কুরআনে হাকীমকে সুন্দর আওয়াজে ধীরে ধীরে থেমে থেমে পড়া সমস্ত উলামায়ে কিরামের ঐকমত্যে মুস্তাহাব।

আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান লুগাতুল হাদীসে মাজমাউল বাহরাইন সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তারজী' অর্থ হল– সুন্দর আওয়াজে পড়া। কুরআন তিলাওয়াতে এ পদ্ধতি মুস্তাহাব। কিন্তু গায়কদের ন্যায় আওয়াজ দীর্ঘ করা অর্থাৎ, তাল লয়সহ এটা নিষিদ্ধ। এসব বিস্তারিত আলোচনা থেকে বুঝা গেল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তারজী'য়ে যে آء آء آء এর দীর্ঘ আওয়াজ বর্ণিত আছে, এর কারণ হল– নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের উপর আরোহী ছিলেন। অতএব, এর গতির কারণে আওয়াজে দৈর্ঘ্য সৃষ্টি হয়েছিল।

٣٩٥٤. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ حَفْصَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّهُ قَالَ زَمَنَ الْفَتْحِ يَا رَسُوْلَ اللهِ! اَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا؟ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيْلٌ مِنْ مَنْزِلٍ ثم قَالَ لاَيَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ وَلاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ، قِيْلَ لِلزُّهْرِىِّ وَمَنْ وَرِثَ اَبَا طَالِبٍ؟ قَالَ وَرِثَهُ عَقِيْلٌ وَطَالِبٌ ـ قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ اَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا فِى حَجَّتِهِ؟ وَلَمْ يَقُلْ يُوْنُسُ حَجَّتِهِ، وَلاَ زَمَنَ الْفَتْحِ ـ

৩৯৫৪/২৯৫. সুলাইমান ইবনে আবদুর রহমান র. ...... হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি মক্কা বিজয়ের কালে [বিজয়ের একদিন পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে] বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগামীকাল আপনি (মক্কার) কোথায় অবস্থান করবেন? নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আকীল কী আমাদের জন্য কোন বাড়ি অবশিষ্ট রেখে গিয়েছে? এরপর তিনি বললেন, মুমিন ব্যক্তি কাফিরের ওয়ারিস হয় না, আর কাফিরও মু'মিন ব্যক্তির ওয়ারিস হয় না।[১] (পরবর্তীকালে) যুহরী র-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, আবু তালিবের ওয়ারিস কে হয়েছিল? তিনি বলেছেন, আকীল এবং তালিব তার ওয়ারিস হয়েছিল।

মামার র. যুহরী র. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, (অর্থাৎ, তিনি উসামার প্রশ্ন এভাবে বর্ণনা করেছেন,) আপনি আগামীকাল কোথায় অবস্থান করবেন–কথাটি (উসামা ইবনে যায়েদ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে

তার হজ্জের সফরে জিজ্ঞেস করেছিলেন। কিন্তু ইউনুস র. তাঁর হাদীসে মক্কা বিজয়ের সময় বা হজ্জের সফর কোনটিরই উল্লেখ করেননি।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল زَمَنَ الْفَتْحِ শব্দে। এ হাদীসটি বুখারী হজ্জে ২১৬ পৃষ্ঠা, জিহাদে ৪৩০ পৃষ্ঠা, আর মাগাযীতে ৬১৪ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন।

هَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ ঃ হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি মক্কায় স্বীয় ঘরে অবস্থান করবেন? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, আকীল কি আমাদের জন্য কোন ঘর রেখে গেছেন?

বিস্তারিত বিবরণ হল, আবদুল মুত্তালিবের পর গোটা বাড়ির মালিক হন তাঁর ছেলে আবু তালিব। যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সম্মানিত পিতা পূর্বেই ইন্তিকাল করেছেন, সেহেতু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সম্মানিত দাদা আবদুল মুত্তালিব মৃত্যুকালে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে তাঁর আপন প্রকৃত চাচা আবু তালিবের নিকট অর্পণ করেন। আবু তালিব নেহায়েত স্নেহ-মমতা দিয়ে আমৃত্যু তাঁর প্রতিপালন করেন। আবু তালিবের ছিলেন চার ছেলে– হযরত আলী, জাফর, আকীল ও তালিব। যেহেতু আকীল ও তালিব তখন পর্যন্ত মুসলমান হননি এবং হিজরতের সময় মক্কাতেই থেকে যান সেহেতু তারা আবু তালিবের উত্তরাধিকারী হন। হযরত আলী ও জাফর রা. পরিত্যক্ত সম্পদ পাননি। কারণ, তাঁরা মুসলমান ছিলেন আর এ দু ভাই পুরনো অগ্রগামী মুসলমান ছিলেন। হযরত জাফর হযরত আলী রা. থেকে ১০ বছর বড় ছিলেন। হযরত জাফর রা. এর শাহাদাতের ঘটনা মূতার যুদ্ধে এসেছে।

قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ঃ ইমাম যুহরী র. থেকে এ হাদীস বর্ণনাকারী হলেন তিন শিষ্য– ১. মুহাম্মদ ইবনে আবু হাফসা। যেমন– এ হাদীসটি মাগাযীর ২৯৫ এবং বুখারীর ৬১৪ নং পৃষ্ঠায় এসেছে। ২. দ্বিতীয় শিষ্য হলেন মা'মার। তাঁর রেওয়ায়াত জিহাদে বুখারীর ৪৩১ পৃষ্ঠায় রয়েছে। ৩. তৃতীয় শিষ্য হলেন, ইউনুস। বুখারীর ২১৬ পৃষ্ঠায় এ রেওয়ায়াতটি আছে।

এ হাদীসে মুহাম্মদ ইবনে আবু হাফসার বর্ণনা হল– হযরত উসামা রা. মক্কা বিজয়ের সময় জিজ্ঞেস করেছিলেন। ইউনুসের রেওয়ায়াতে না হজ্জের উল্লেখ রয়েছে, না মক্কা বিজয়ের। অর্থাৎ, কোন কিছুর সুস্পষ্ট বিবরণ নেই, বরং নীরবতা রয়েছে। অতএব, উভয়ের মাঝে কোন বিরোধ নেই। অবশ্য ইখতিলাফ থেকে যায় মা'মার ও মুহাম্মদ ইবনে হাফসার মধ্যে। মা'মার বলেন, এটা বিদায় হজ্জের ঘটনা। মুহাম্মদ ইবনে আবু হাফসা বলেন, মক্কা বিজয়ের ঘটনা। হাফিজ আসকালানী ও আইনী র. বলেন, মা'মার মুহাম্মদ ইবনে আবু হাফসা অপেক্ষা অধিক মজবুত বর্ণনাকারী। (উমদাতুল কারী ঃ ১৭/২১৮, ফাতহুল বারী ঃ ৮/১২।

هَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ ঃ এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে আকীল সমস্ত ঘর বিক্রি করে দিয়েছিলেন।

এখানে মক্কা মুকাররমার বাড়ি ও জমি বিক্রি করা জায়েয কিনা, ভাড়া দেওয়া বৈধ কিনা? এ সংক্রান্ত বিস্তারিত ও প্রমাণভিত্তিক আলোচনার জন্য আসাহহুস সিয়ার দ্রষ্টব্য।

৩৯৫৫. حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْزِلُنَا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اِذَا فَتَحَ اللّٰهُ الْخَيْفُ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ۔

৩৯৫৫/২৯৬. আবুল ইয়ামান র. ...... হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (মক্কা বিজয়ের পূর্বে) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ আমাদেরকে বিজয় দান করলে ইন্‌শাআল্লাহ্ 'বনু কিনানার খাইফ নামক স্থানে' হবে আমাদের অবস্থানস্থল, যেখানে কুরাইশের কাফিররা কুফরীর উপর অটল

থাকার ব্যাপারে পরস্পরে শপথ গ্রহণ করেছিল (অর্থাৎ, কুরাইশের সকল গোত্র একত্রিতভাবে নবুওয়াতের ৭ম বছর চুক্তি ও শপথ করেছিল যে, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবকে বয়কট করা হবে, তাদের সাথে কোন ধরনের ক্রয়-বিক্রয় বিবাহ-শাদী করা যাবে না, যতক্ষণ না বণু হাশিম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হত্যা করার জন্য আমাদেরকে সোপর্দ না করে। কিন্তু আল্লাহ তাদের সকল অহংকার মাটি করে দিলেন, ইসলামকে সম্মানিত করলেন। অবশেষে মক্কায় ইসলামের পতাকা উড্ডীন করলেন– إِذَا جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ।[১]

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল إِذَا فَتَحَ اللّٰهُ বাক্যে। الْخَيْفُ ঃ খায়ের উপর যবর, ইয়া সাকিন, এটি مَنْزِلُنَا এর খবর। অথবা, এর উল্টো। খাইফ হল, পাহাড়ের নিম্নাংশ, যেটি নালা দ্বারা বন্ধ। মিনার মসজিদকে এজন্য মসজিদে খাইফ বলে, কারণ, এটি পাহাড়ের নিম্নাংশে অবস্থিত।

হিজরতের পূর্বে একবার কাফিররা সম্মিলিতভাবে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য 'খাইফ' নামক স্থানে একত্রিত হয়েছিল এবং তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবকে মক্কা থেকে বহিষ্কার করে খাইফ এলাকায় নির্বাসন দেয়ার ফয়সালা করেছিল। পরিশেষে সকলে এ ফয়সালা মুতাবিক কাজ করে যাবে এ কথার উপর তারা পরস্পর শপথ করে একটি চুক্তিনামাও স্বাক্ষর করেছিল। এটিই খাইফের দস্তাবেজ নামে প্রসিদ্ধ। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদিকেই ইঙ্গিত করেছিলেন।

এ বয়কট ও জুলুমপত্রের বিবরণ ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই আসবে।

٣٩٥٦. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ حِينَ أَرَادَ حُنَيْنًا مَنْزِلُنَا غَدًا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِخَيْفِ بَنِى كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ.

৩৯৫৬/২৯৭. মুসা ইবনে ইসমাঈল র. .... হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে বললেন, বনু কিনানার খাইফ নামক স্থানেই হবে আমাদের আগামী কালের অবস্থানস্থল, যেখানে কুরাইশের কাফিররা কুফরের উপর পরস্পর শপথ গ্রহণ করেছিল।

অর্থাৎ, নবুওয়তের সপ্তম বর্ষে কুরাইশের সকল গোত্র সম্মিলিতভাবে এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয়ে শপথ করেছিল যে, বনু হাশিম যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হত্যার জন্য আমাদের নিকট অর্পণ না করে তাহলে আমরা বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবকে বয়কট করে রাখব। তাদের সঙ্গে আমরা বেচা-কেনা করব না, বিয়ে-শাদীর সম্পর্ক গড়ব না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের এ অহংকার ধুলিস্যাৎ করে দিয়েছেন। ইসলামের মর্যাদাকে সমুন্নত করেছেন। পরিশেষে পবিত্র মক্কায় ইসলামী পতাকা উড্ডীন হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ـ

ব্যাখ্যা ঃ এটি আর এক সনদে হযরত আবু হুরায়রা রা. এর হাদীস। তাছাড়া أَرَادَ حُنَيْنًا বাক্যের সাথেও মিল হতে পারে। অর্থাৎ, মক্কা বিজয়ের যুদ্ধে। কারণ, হুনাইনের যুদ্ধ হয়েছে মক্কা বিজয়ের পর।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইফে বনু কিনানাকে অবস্থানের জন্য এ কারণে মনোনীত করেছেন যে, এ স্থানে আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করব, যেখানে কাফিররা বয়কটের চুক্তি করেছিল, এ কথাটুকু স্মরণ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কত বড় অনুগ্রহ করেছেন। এটা আল্লাহ্‌র মেহেরবানী। তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন।

٣٩٥٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قُزْعَةَ قَالَ حدثنا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ . فَقَالَ اقْتُلْهُ قَالَ مَالِكٌ وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا .

৩৯৫৭/২৯৮. ইয়াহ্ইয়া ইবনে কাযাআ র. .... হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের দিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথায় লোহার টুপি পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেছেন। তিনি কেবলমাত্র টুপি খুলেছেন এ সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, ইবনে খাতাল কা'বার গিলাফ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে (সেখানেই) হত্যা কর। ইমাম মালিক র. বলেছেন, আমাদের ধারণামতে সেদিন নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহ্রাম অবস্থায় ছিলেন না। তবে আল্লাহ্ আমাদের চেয়ে ভাল জানেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল يَوْمُ الْفَتْحِ শব্দে। হাদীসটি আবওয়াবুল উমরায় ২৪৯ ও মাগাযীর ৬১৪ পৃষ্ঠায় এসেছে।

ইবনে খাতাল

মক্কা বিজয়ের দিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। কিন্তু কয়েকজন বেআদব-গোসতাখ ও কট্টর সমালোচক নারী-পুরুষের ব্যাপারে তিনি নির্দেশ দেন। যেখানেই তাদের পাওয়া যাবে সেখানেই যেন হত্যা করে দেয়া হয়। চাই কাবা শরীফের গিলাফেই ধরে থাকুক না কেন। সেসব অপরাধীদের একজন ছিল আবদুল্লাহ ইবনে খাতাল। (খা ও তোয়ায়ের উপর যবর) সে মুসলমান হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদকা উসুল করার জন্য তাঁকে গভর্নর বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন। খেদমতের জন্য তার সাথে একজন মুসলমানকেও দিয়েছেন। কাজে কিছুটা তার মর্জির খেলাফ হওয়ার কারণে সে খাদেম মুসলমানকে হত্যা করে ফেলে। অতঃপর কিসাসের ভয়ে সে মুরতাদ হয়ে যায়। সাদকার জন্তুগুলো নিয়ে মক্কায় পালিয়ে আসে। এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিন্দায় কাব্য আবৃত্তি করত। অতএব, এই ইবনে খাতালের তিনটি অপরাধ ছিল– ১. অন্যায়ভাবে খুন, ২. মুরতাদ হওয়া, ৩. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিন্দায় কাব্য আবৃত্তি। ঘোষণার পর জানা গেল যে, ইবনে খাতাল কাবার গিলাফ ঝাপটে ধরে আছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে সেখানেই হত্যা করে ফেল। ফলে হযরত আবু বারযা আসলামী রা. ও সা'দ ইবনে হুরাইস রা. সেখানে যেয়েই তাকে হত্যা করেন।

বাকি রইল হেরেমে হত্যার সন্দেহ। এর উত্তর হল– এদিন সকাল থেকে আসর পর্যন্ত হেরেমকে হালাল করে দেয়া হয়েছিল। যেমন– সহীহ হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়। তাছাড়া ৬১৭ পৃষ্ঠায় সবিস্তারে হাদীস আসছে।

٣٩٥٨. حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنه قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِتُّونَ وَثَلَاثُمِائَةِ نُصُبٍ فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ، وَيَقُولُ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ .

৩৯৫৮/২৯৯. সাদাকা ইবনে ফযল র. .... হযরত আবদুল্লাহ্ [ইবনে মাসউদ রা.] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন যখন নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন বাইতুল্লাহ্‌র চারপাশ ঘিরে তিনশত ষাটটি প্রতিমা স্থাপিত ছিল। তিনি হাতে একটি লাঠি নিয়ে (বাইতুল্লাহ্‌র অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন এবং) প্রতিমাগুলোকে আঘাত করতে থাকলেন আর (মুখে) বলতে থাকলেন, جَاءَ الْحَقُّ হক এসেছে, বাতিল অপসৃত হয়েছে। হক এসেছে বাতিলের আর উদ্ভব ও পুনরুদ্ভব ঘটবে না।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল دخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ বাক্যে। এ হাদীসটি ইমাম বুখারী র. কিতাবুল মাজালিমে ৩৩৬ পৃষ্ঠায় এবং মাগাযীতে ৬১৪ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন। হাদীস শরীফে অবস্থিত প্রথম আয়াতটি সূরা বনী ইসরাঈলের, দ্বিতীয় আয়াতটি সূরা সাবার।

উদ্দেশ্য হল, সত্য দীনের আগমন ঘটেছে, বাতিল অর্থাৎ, প্রতিমা পূজার সমাপ্তি ঘটেছে। হক এসেছে আর বাতিল করা বা ধরার যোগ্য থাকেনি।

٣٩٥٩. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حدثنا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَبَى أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الْآلِهَةُ، فَأَمَرَ بِهَا، فَأُخْرِجَتْ، فَأُخْرِجَ صُورَةُ إِبْرَاهِيمَ ع وَإِسْمَاعِيلَ ع. فِى أَيْدِيهِمَا مِنَ الْأَزْلَامِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ لَقَدْ عَلِمُوا مَا اسْتَقْسَمَا بِهَا قَطُّ، ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَكَبَّرَ فِى نَوَاحِى الْبَيْتِ، وَخَرَجَ وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ * تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ وَقَالَ وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

৩৯৫৯/৩০০. ইসহাক র. .... হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় আগমন করার পর তৎক্ষণাৎ বাইতুল্লাহ্‌র অভ্যন্তরে প্রবেশ করা থেকে বিরত রইলেন, কারণ, সে সময় বাইতুল্লাহ্‌র অভ্যন্তরে অনেক প্রতিমা স্থাপিত ছিল। তিনি এগুলোকে বের করে ফেলার জন্য আদেশ দিলেন। প্রতিমাগুলো বের করা হল। তখন (সেগুলোর সাথে) ইবরাহীম ও ইসমাঈল আ.-এর মূর্তিও বের করা হল। তাদের উভয়ের হাতে ছিল (জুয়া খেলার) কয়েকটি তীর। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করুক। তারা অবশ্যই জানত যে, ইবরাহীম আ. ও ইসমাঈল আ. কখনো তীর নিক্ষেপ করেন নি। (অর্থাৎ, জুয়া খেলেন নি)। এরপর তিনি বাইতুল্লাহ্‌র ভিতরে প্রবেশ করলেন। আর প্রত্যেক কোণায় কোণায় গিয়ে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিলেন এবং বেরিয়ে আসলেন। আর সেখানে নামায আদায় করেননি।

تَابَعَهُ مَعْمَرٌ ঃ অর্থাৎ, মা'মার র. আইয়্যুব র. সূত্রে এবং উহাইব র. আইয়্যুব র- এর মাধ্যমে ইকরামা রা. সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আল্লামা আইনী র. বলেন, وَفِى رِوَايَةِ الاصيلى لَيْسَ فِيهِ حَدَّثَنِى أَبِى الخ। এমতাবস্থায় আইউব থেকে বর্ণনাকারী হবেন আবদুস সামাদ। আবদুস সামাদের মুতাবাআত করেছেন মা'মার। আর যদি আবদুস সামাদের রেওয়ায়াত স্বীয় পিতা আবদুল ওয়ারিস থেকে হয়, আর আবদুল ওয়ারিস আইউব থেকে, এমতাবস্থায় অর্থ হবে আবদুল ওয়ারিসের মুতাবাআত করেছেন মা'মার আইউব সূত্রে।

وَقَالَ وُهَيْبٌ ঃ উহাইব বর্ণনা করেছেন আমাদের কাছে যে, আইউব আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বর্ণনা করেছেন, ইকরামা থেকে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল এই হিসেবে যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মক্কায় আগমন ছিল মক্কা বিজয়ের বছর। হাদীসটি ইমাম বুখারী র. কিতাবুল আম্বিয়ায় ৪৭৩ পৃষ্ঠায়, মাগাযীতে ৬১৪ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন। اَزْلَام শব্দটি زَلَم এর বহুবচন, যার অর্থ হল, পালকহীন তীর, পাশা। যে তীর দ্বারা কাফিররা শুভ হাল গ্রহণ করত। مَااسْتَقْسَمَا ঃ اِسْتِقْسَام اِسْتِفْعَال থেকে। এর অর্থ হল, বণ্টন কামনা করা, ভাগ অন্বেষণ করা, পাশা দ্বারা শুভ হাল উন্মুক্ত করা।

তীর দ্বারা শুভ নির্ণয়

বর্বরতার যুগে আরবদের রীতি ছিল পালকহীন তীরের উপর লিখে শুভ হাল গ্রহণ করত। এর পদ্ধতি ছিল, কোন তীরের উপর লিখত اِفْعَل (কর), আর কোন তীরের উপর লিখত لَاتَفْعَلْ (করোনা)। আর কোন কোন তীর সাদা অলেখা রেখে দিত। অতঃপর সমস্ত তীর তীরদানিতে রেখে দিত। সফরে যাওয়ার মনস্থ করলে, কিংবা বিয়ে-শাদী করতে চাইলে অথবা অন্য কোন বড় কাজ করতে মনস্থ করলে তীরদানি থেকে একটি তীর বের করত, যদি اِفْعَل অর্থাৎ, নির্দেশের পাশা বের হত, তবে সে কাজ করত। আর যদি নিষেধের পাশা অর্থাৎ, لَاتَفْعَلْ (করো না) বের হত, তাহলে সে কাজ করত না। আর যদি সাদা তীর বের হত, তবে নির্দেশ অথবা নিষেধের পাশা বের হওয়া পর্যন্ত শুভ হাল উন্মুক্ত করতে থাকত।

কেউ কেউ বলেছেন, পৌত্তলিকরা কুরবানীর জন্তুর গোশ্‌ত পাশা দ্বারা বণ্টন করত। কারণ, কারও অংশে কম আসত, আবার কেউ বেশি পেত, যা ছিল স্বতন্ত্র জুয়ার পদ্ধতি। ইসলাম এ থেকে নিষেধ করেছে।

আফসোস! কোন কোন শিয়ার মধ্যে এখনও এ পদ্ধতি অবশিষ্ট আছে। তারা এর নাম লিখেছে اِسْتِخَارَة ذَاتَ الرِّقَاع। তারা কাগজের তিনটি টুকরো নিয়ে একটিতে اِفْعَلْ অপরটিতে لَا تَفْعَلْ লিখে, আর তৃতীয়টি সাদা রেখে দেয়। অতঃপর চোখ বন্ধ করে কাগজের একটি টুকরো উঠায় কিংবা কোন শিশু দিয়ে তোলে। اِفْعَلْ বের হলে সে কাজ করে, আর لَا تَفْعَلْ বের হলে সে কাজ করে না। সাদা কাগজ বের হলে করা না করা সমান মনে করে। ইসলামী আইনে এটা জায়েয নেই।

٢٢١٣. بَابُ دُخُوْلِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ اَعْلٰى مَكَّةَ

২২১৩. অনুচ্ছেদ ঃ মক্কা নগরীর উঁচু এলাকার দিক দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রবেশের বর্ণনা

٣٩٥٩. وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَقْبَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ مِنْ اَعْلٰى مَكَّةَ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ مُرْدِفًا اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَمَعَهٗ بِلَالٌ وَمَعَهٗ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ مِنَ الْحَجَبَةِ حَتّٰى اَنَاخَ فِى الْمَسْجِدِ، فَاَمَرَهٗ اَنْ يَاْتِىَ بِمِفْتَاحِ الْبَيْتِ، فَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَهٗ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، فَمَكَثَ فِيْهِ نَهَارًا طَوِيْلًا، ثُمَّ خَرَجَ فَاسْتَبَقَ النَّاسُ، فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اَوَّلَ مَنْ دَخَلَ فَوَجَدَ بِلَالًا وَرَاءَ الْبَابِ قَائِمًا، فَسَاَلَهٗ اَيْنَ صلى رسول الله ﷺ؟ فَاَشَارَ لَهٗ اِلَى الْمَكَانِ الَّذِىْ صلى فِيْهِ، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَنَسِيْتُ اَنْ اَسْاَلَهٗ كَمْ صَلّٰى مِنْ سَجْدَةٍ -

৩৯৫৯/৩০১.লাইস র. .... হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সওয়ারীতে আরোহণ করে উসামা ইবনে যায়দকে নিজের পেছনে বসিয়ে মক্কা নগরীর উঁচু এলাকার দিক দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিলাল এবং বাইতুল্লাহ্র চাবি রক্ষক উসমান ইবনে তালহা রা.। অবশেষে তিনি [নবী সা] মসজিদে হারামের সামনে (অর্থাৎ, মসজিদের নিকটে বাইরে) সওয়ারী থামালেন এবং উসমান ইবনে তালহাকে চাবি এনে (দরজা খোলার) আদেশ করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কা'বার অভ্যন্তরে) প্রবেশ করলেন। সে সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন উসামা ইবনে যায়েদ, বিলাল এবং উসমান ইবনে তালহা রা.। সেখানে তিনি দিবসের দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অবস্থান করে (নামায তাকবীর ও অন্যান্য দোয়া করার পর) বের হয়ে এলেন। তখন অন্যান্য লোক (কা'বার ভিতরে প্রবেশের জন্য) দ্রুত ছুটে এল। তন্মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. প্রথমেই প্রবেশ করলেন এবং বিলাল রা.-কে দরজার পাশে দাঁড়ানো পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন্ জায়গায় নামায আদায় করেছেন? তখন বিলাল তাঁকে তাঁর নামাযের জায়গাটি ইশারা করে দেখিয়ে দিলেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত রাক'আত আদায় করেছিলেন বিলাল রা.-কে আমি এ কথাটি জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলাম।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল اَقْبَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ বাক্যে।

এ হাদীসটি যদিও এখানে তা'লীক তথা প্রসঙ্গক্রমে এসেছে, কিন্তু এ হাদীসটি বুখারী শরীফেই ইমাম বুখারী র. কিতাবুল জিহাদে ৪১৯ পৃষ্ঠায় মুত্তাসিল সনদে। স্বীয় শায়েখ ইয়াহইয়া র. সূত্রে উল্লেখ করেছেন। প্রবল ধারণা, এই কারণেই বুখারীর ব্যাখ্যাতা আল্লামা আইনী র. এর উপর হাদীসের নম্বর লাগিয়েছেন। আমিও তাঁর অনুসরণে নম্বর লাগিয়েছি। কারণ, এটি বুখারীর মুত্তাসিল সনদের হাদীস। দ্রষ্টব্য–১/৪১৯ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ الخ

কোন কোন উর্দু তরজমায় এর উপর হাদীস নম্বর লাগান হয়নি।

একটি সন্দেহ ও এর অবসান

এর পূর্বে ৩০০ নং হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস রা এর বিবরণ এসেছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবা শরীফের অভ্যন্তরে নামায পড়েননি। কিন্তু ৩০১ নম্বরের এই রেওয়ায়াতে হযরত বিলাল রা.-এর বর্ণনায় নামায পড়ার উল্লেখ রয়েছে এবং এটাই সহীহ।

হতে পারে, হযরত ইবনে আব্বাস রা. বাইরে ছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামায পড়ার ব্যাপারটি তিনি জানতে পারেননি। এর পরিপন্থী হযরত বিলাল রা. অভ্যন্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিলেন। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

অবসর হওয়ার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসমান ইবনে তালহা রা.-কে চাবি প্রদান করেন এবং বলেন, এ চাবি সব সময়ের জন্য নিয়ে নাও। (অর্থাৎ, চিরস্থায়ীভাবে এটি তোমার খান্দানেই থাকবে।) এটি আমি তোমাকে দেইনি, বরং আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে পাইয়ে দিয়েছেন। জালিম ও ছিনতাইকারী ছাড়া কেউ তোমার কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

٣٩٦٠. حَدَّثَنِي الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ قَالَ حدثنا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ * تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةَ وَوُهَيْبٌ فِي كَدَاءِ.

৩৯৬০/৩০২. হায়সাম ইবনে খারিজা র. .... উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার উঁচু এলাকা 'কাদা'-এর দিক দিয়ে প্রবেশ করেছেন। আবু উসামা এবং ওহায়ব র. 'কাদা'-এর দিক দিয়ে প্রবেশ করার বর্ণনায় (হাফ্স ইবনে মাইসারা র.-এর) মুতাবা'আত তথা অনুসরণ করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল "دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ" বাক্যে। كَدَاء কাফের উপর যবর, দাল তাশদীদ বিহীন ও আলিফ মামদূদা। মক্কার উঁচু অংশকে كَدَاء বলে। আর كُدَاء কাফের উপর পেশ ও আলিফে মাকসুরা সহ মক্কার নিচু এলাকাকে বলে।

একটি সন্দেহ ও এর অবসান

এর পূর্বে ২৯৩ নং হাদীস গেছে। তাতে রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রা. কে নির্দেশ দিয়েছেন, أَنْ يَدْخُلَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ وَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ كُدَى তথা মক্কার উঁচু অংশ কুদা দিয়ে প্রবেশ করতে। তিনি প্রবেশ করেছেন কুদা দিয়ে। বাহ্যত, উভয়টিতে বিরোধ রয়েছে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ মুহাদ্দিস রেওয়ায়াতের আধিক্য এবং শক্তির দিকে লক্ষ্য করে ৩০২ নং হাদীসটিকে প্রাধান্য দিয়েছে।

٣٩٦١. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ .

৩৯৬১/৩০৩. উবাইদ ইবনে ইসমাঈল র. ..... হিশামের পিতা উরওয়া থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের বছর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার উঁচু এলাকা অর্থাৎ, 'কাদা' নামক স্থান দিয়ে প্রবেশ করেছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ এটিও অন্য সনদে হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর র.-এর হাদীস। কিন্তু যেহেতু এতে হযরত আয়েশা রা. এর উল্লেখ নেই, সেহেতু এ হাদীসটি মুরসাল। কারণ, উরওয়া র. তাবিঈ।

এ হাদীস দ্বারাও এটাই জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার উঁচু এলাকা 'কাদা' নামক স্থান দিয়ে প্রবেশ করেছিলেন। 'কাদা' হল সে স্থান যেখানে দাঁড়িয়ে কাবা প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইবরাহীম আ. লোকজনকে হজ্জের জন্য আহ্বান করেছিলেন। যেমন– আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– كَمَا قَالَ تَعَالَى وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ الاية (সূরা হজ্জ) বুখারী ৬১৪

٢٢١٤. بَابُ مَنْزِلِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ .

২২১৪. অনুচ্ছেদ ঃ মক্কা বিজয়ের দিন নবী সা-এ অবস্থানস্থল

٣٩٦٢. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ مَا أَخْبَرَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِئٍ، فَإِنَّهَا ذَكَرَتْ أَنَّهُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، قَالَتْ لَمْ أَرَهُ صَلَّى صَلَاةً أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ .

৩৯৬২/৩০৪. আবুল ওয়ালীদ র. ...... হযরত ইবনে আবী লায়লা রা. থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে চাশতের নামায আদায় করতে দেখেছে– এ কথাটি একমাত্র উম্মে হানী রা.

ছাড়া অন্য কেউ আমাদের কাছে বর্ণনা করেননি। তিনি বলেছেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাড়িতে গোসল করেছিলেন, এরপর তিনি আট রাক'আত নামায আদায় করেছেন। উম্মে হানী রা. বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ নামায অপেক্ষা হালকাভাবে অন্য কোন নামায আদায় করতে দেখিনি। অথচ তিনি রুকু, সিজ্দা পুরোপুরিই আদায় করেছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল এ হিসেবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উম্মে হানী রা. এর ঘরে অবতরণ করে গোসল করেছেন এবং চাশতের নামায পড়েছেন।

এ হাদীসটি বুখারীতে সালাতে ১৪৯, ১৫৭, মাগাযীতে ৬১৪ নং পৃষ্ঠায় এসেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে হানী বিনতে আবু তালিব রা. এর নিকট যে নামায আদায় করেছেন, মুহাদ্দিসীনে কিরাম এটিকে সালাতুল ফাতহ্ বলেন। এজন্য আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম র. স্বীয় গ্রন্থ যাদুল মা'আদে লিখেন–

ثُمَّ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَارَ اُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ اَبِى طَالِبٍ فَاغْتَسَلَ وَصَلّٰى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فِى بَيْتِهَا وَكَانَ ضُحًى، فَظَنَّهَا مَنْ ظَنَّهَا صَلٰوةُ الضُّحٰى، وَاِنَّمَا هٰذِهٖ صَلٰوةُ الْفَتْحِ وَكَانَ اُمَرَاءُ الْاِسْلَامِ اِذَا فَتَحُوا حِصْنًا اَوْ بَلَدًا صَلَّوْا عَقِيْبَ الْفَتْحِ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ الخ

'অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উম্মে হানী রা. এর ঘরে প্রবেশ করে গোসল করে আট রাকআত নামায তাঁর ঘরে আদায় করেন। এটা ছিল চাশতের সময়। অতএব, কোন ধারণাকারী মনে করেছেন এটি চাশতের নামায ছিল। অথচ এটি ছিল বিজয়ের শোকরানা নামায। ইসলামী শাসকদের কর্ম পদ্ধতি হল, যখন কোন দূর্গ বা শহর বিজয় করতেন, তখন বিজয়ের পর শোকরানা এ নামায পড়তেন।' (যাদুল মা'আদ)

চাশতের নামায

কিন্তু এ হাদীস দ্বারা আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম র. এর উপরোক্ত ইবারত থেকে চাশতের নামায অস্বীকার বা অপ্রমাণের ফয়সালা করা ঠিক নয়। কারণ, ইবনে আবু লায়লা র. বলেন– مَا اَخْبَرَنَا اَحَدٌ । স্পষ্ট বিষয়, সংবাদ না পৌঁছার কারণে সে জিনিসের অনস্তিত্ব আবশ্যক হয় না। তাছাড়া, বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী, প্রমুখ সালাতুয যুহা শিরোনামে স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদ কায়েম করেছেন। বিস্তারিত আলোচনার স্থান কিতাবুস সালাত। এখানে শুধু এতটুকু মনে রাখা প্রয়োজন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ হানাফী, মালিকী ও হাম্বলীদের মধ্যে চাশতের নামায মুস্তাহাব এবং অধিকাংশ শাফিঈ মতাবলম্বীর মতে, সুন্নত।

একটি সন্দেহ ও এর অবসান

ইতিপূর্বে এ পৃষ্ঠাতেই ২৯৬ ও ২৯৭ নং হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর অবস্থান ক্ষেত্র বা আবাসস্থল ছিল খাইফে বনী কিনানা, যাকে মুহাসসাবও বলে, আর ৩০৪ নং এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উম্মে হানী রা. এর ঘরে তাশরীফ নিয়েছেন।

এর উত্তর হল, এতে কোন বিরোধ নেই। কারণ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তাবু খাইফে বনী কিনানায় স্থাপন করা হয়েছিল, আর সেখানেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্বতন্ত্র আবাসস্থল ছিল। এখানে তো তিনি শুধু গোসল করেছেন ও আট রাকআত নামায পড়েছেন। অতঃপর– স্বীয় মনজিলে তাশরীফ নিয়েছেন, এখানে তিনি অবস্থান করেননি। (বুখারী ঃ ৬১৫)

২২১৫. অনুচ্ছেদ ٢٢١٥. بَابٌ

হাফিজ আসকালানী র. বলেন, হতে পারে ইমাম বুখারী র. অনুচ্ছেদ কায়েম করে সাদা রেখে দিয়েছেন। কিন্তু পরে সঙ্গত শিরোনাম দানের সুযোগ হয়নি। আল্লামা আইনী র. বলেন, এটি শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ। এটি পূর্বেকার জন্য পরিচ্ছেদের পর্যায়ভুক্ত। এটাই সবচেয়ে সমীচীন। তথা এটি পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদের পরিচ্ছেদের ন্যায়।

٣٩٦٣. حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُولُ فِى رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ .

৩৯৬৩/৩০৫. মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্‌শার র. .... হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর 'নামাযের রুকু' ও সিজদায় পড়তেন, سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ অর্থাৎ, পবিত্রতা তোমার হে আল্লাহ্! হে আমাদের প্রভু! আমি তোমারই প্রশংসা করছি। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল। আল্লামা আইনী র. বলেন, এ হাদীসটিকে এখানে আনার কারণ এটি সংক্ষিপ্ত। পূর্ণ হাদীস কিতাবুত তাফসীরে রয়েছে– عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ مَا صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ الخ । 'হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি যখন اِذَاجَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ অবতীর্ণ হয় (মক্কা বিজয়ের পর) তখন তিনি প্রতিটি নামাযে নিম্নোক্ত দোয়া পড়তেন–سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ الخ। 'আয় আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমি তোমার প্রশংসা করছি, আয় আল্লাহ! তুমি আমাকে মাফ করে দাও।

এ সূরায় আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ (আপনার প্রভুর সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন।)

বস্তুতঃ এ সূরাটি হচ্ছে, কুরআনের সর্বশেষ সূরা। অর্থাৎ, এরপর কোন পূর্ণাঙ্গ সূরা অবতীর্ণ হয়নি। কাজেই কোন আয়াত নাযিল হওয়া এর পরিপন্থী নয়। এ সূরাটি শেষ কালে অর্থাৎ, ফাতহে মক্কার পর নাযিল হয়েছে. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক রুকু এবং সিজদায় এ দোয়া পাঠ এ হুকুমেরই তামিল ছিল।

وَهٰذَا يَدُلُّ عَلٰى اَنَّهُ يَنْبَغِى لِلْاِنْسَانِ اَنْ يَرْغَبَ فِى اٰخِرِ عُمْرِهِ فِى الصَّالِحَاتِ اَزْيَدَ مِمَّا كَانَ يَرْغَبُ فِيْهَا اَوَّلًا .

এবার শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট। অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দোয়া পাঠ এ হুকুমের তামিল। যেটি হয়েছে মক্কা বিজয়ের পর। এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, রুকু সিজদায় রুকু সিজদার তাসবীহ ছাড়া অন্য দোয়া পড়াও জায়েয আছে। যদিও অনুত্তম। এটাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহ ও মুহাদ্দিসের মত। ইমাম মালিক র. এর মতে, মাকরূহ।

ইমাম বুখারী র. এ হাদীসটি মাগাযীতে ৬১৫, সালাতে ১০৯ ও তাফসীরে ৭৪২ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন।

٣٩٦٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ كَانَ عُمَرُ يُدْخِلُنِىْ مَعَ اَشْيَاخِ بَدْرٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِمَ تُدْخِلُ هٰذَا

الفَتى مَعَنَا وَلَنَا اَبْنَاءٌ مِثْلُهُ؟ فَقَالَ اِنَّهُ مِمَّنْ قَدْ عَلِمْتُم قَالَ فَدَعَاهُم ذَاتَ يَوم، وَدَعَانِى مَعَهُم. قَالَ وَمَا رَأَيْتُهُ دَعَانِى يَوْمَئِذٍ اِلَّا لِيُرِيَهُم مِنّى، فَقَالَ مَا تَقُولُون اِذَا جَاءَ نَصرُ اللّٰهِ وَالفَتحُ وَرَايتَ النَّاسَ يَدخُلُونَ حَتّٰى خَتَمَ السُّورَةَ، فَقَال بَعضُهم اُمِرْنَا اَنْ نَحْمَدَ اللّٰهَ، وَنَسْتَغْفِرَهُ اِذَا نُصِرْنَا وَفُتِحَ عَلَيْنَا، وَقَالَ بَعْضُهُم لاَنَدرِىْ! وَ لَمْ يَقُلْ بَعْضُهُم شَيْئًا، فَقَالَ لِىْ يَا ابنَ عَبَّاسٍ! اَكَذَاكَ تَقُولُ؟ قُلتُ لاَ : قَالَ فَمَا تَقُولُ؟ قُلتُ هُوَ اَجَلُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ اَعْلَمَهُ اللّٰهُ لَهُ اِذَا جَاءَ نَصرُ اللّٰهِ وَالْفَتحُ فَتحُ مَكَّةَ، فَذَاكَ عَلاَمَةُ اَجَلِكَ، فَسَبِّحْ بِحَمدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، قَالَ عُمَرُ مَ اَعْلَمُ مِنْهَا اِلاَّ مَا تَعْلَمُ.

৩৯৬৪/৩০৬. আবু নো'মান র. .... হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর রা. তাঁর (পরামর্শ মজলিসে) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বর্ষীয়ান সাহাবীদের সঙ্গে আমাকেও শামিল করতেন। তাই তাঁদের কেউ কেউ (আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা.) বললেন, আপনি এ তরুণকে কেন আমাদের সাথে মজলিসে শামিল করেন? তার মত সন্তান তো আমাদেরও আছে। তখন উমর রা. বললেন, ইবনে আব্বাস রা. ঐ সব মানুষের একজন যাদের (মর্যাদা ও জ্ঞানের গভীরতা) সম্পর্কে আপনারা অবহিত আছেন। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, একদিন তিনি (উমর রা.) বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বর্ষীয়ানদের পরামর্শ মজলিসে আহ্বান করলেন এবং তাঁদের সাথে তিনি আমাকেও ডাকলেন। তিনি (ইবনে আব্বাস রা.) বলেন, আমার মনে হয় সেদিন তিনি তাঁদেরকে আমার ইলমের গভীরতা দেখানোর জন্যই ডেকেছিলেন। উমর রা. বলেন– اِذَا جَاءَ نَصرُ اللّٰهِ وَالفَتحُ وَرَايتَ النَّاسَ يَدخُلُونَ فِى دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا

এভাবে সূরাটি শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ সূরা সম্পর্কে আপনাদের কি বক্তব্য? তখন তাদের মধ্যে কেউ বললেন, এ সূরাতে আমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হলে এবং বিজয় লাভ করলে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে আদিষ্ট হয়েছি। কেউ বললেন, আমরা অবগত নই। আবার কেউ কেউ কোন উত্তরই করেননি। এ সময় উমর রা. আমাকে বললেন, ওহে ইবনে আব্বাস! তুমি কি এ রকমই মনে কর? আমি বললাম, জ্বী, না। তিনি বললেন, তাহলে তুমি কি রকম মনে কর? আমি বললাম, এতে (অর্থাৎ, এ সূরার উদ্দেশ্য) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের সংবাদ আল্লাহ্ তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন। (অর্থাৎ, এই সূরায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে) "যখন আল্লাহ্র সাহায্য এবং বিজয় আসবে" (অর্থাৎ, এতে বিজয় বলতে মক্কা বিজয়কে বুঝানো হয়েছে।) সেটিই হবে আপনার ওফাতের পূর্বাভাস। সুতরাং এ সময়ে আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করবেন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। অবশ্যই তিনি তাওবা কবুলকারী। এ কথা শুনে উমর রা. বললেন, এ সূরা থেকে তুমি যা যা উপলব্ধি করেছ আমি ঐটি ছাড়া অন্য কিছু উপলব্ধি করিনি।

ব্যাখ্যা ঃ ১. আল্লামা আইনী র. বলেছেন, শিরোনামের সাথে মিল بَابُ غَزوَةِ الفَتحِ বাক্যে। কারণ, এতে ফাতহ তথা মক্কা বিজয়ের উল্লেখ রয়েছে। এর পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলো এর অধীনস্থ। অর্থাৎ, অধীনস্থগুলোতে মক্কা বিজয়ের সুস্পষ্ট বিবরণ থাকা জরুরি নয় বরং শুধু ইঙ্গিতই যথেষ্ট। যেহেতু এ হাদীসে اِذَا جَاءَ نَصرُ اللّٰهِ وَالفَتحُ আয়াত উল্লেখিত হয়েছে আর فَتح দ্বারা উদ্দেশ্য মক্কা বিজয়। যেমন– হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর তাফসীরে বিদ্যমান রয়েছে।

২. শিরোনামের সাথে মিল وَالْفَتْحُ فَتْحُ مَكَّةَ শব্দে রয়েছে।

ইমাম বুখারী র. এ হাদীসটি সংক্ষেপে ৫১২ পৃষ্ঠায় মাগাযীতে ৬১৫ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীতে ৬৩৭ ও ৬৩৮ পৃষ্ঠায় আসবে ইনশাআল্লাহ্।

٣٩٦٥. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شُرَحْبِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِى شُرَيْحِ الْعَدَوِىِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ إِئْذَنْ لِى أَيُّهَا الأَمِيرُ! أُحَدِّثُكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ ، سَمِعَتْهُ أُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِى وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَاىَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ،أَنَّهُ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثم قَالَ : إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، لاَيَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلاَ يَعْضِدُبِهَا شَجَرًا، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِى فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَقِيلَ لِأَبِى شُرَيْحٍ مَاذَا قَالَ لَكَ عَمْرٌو؟ قَالَ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ! إِنَّ الْحَرَمَ لاَيُعِيذُ عَاصِيًا وَلاَ فَارًّا بِدَمٍ وَلاَ فَارًّا بِخَرْبَةٍ ـ

৩৯৬৫/৩০৭. সাঈদ ইবনে শুরাহ্বীল র. ..... হযরত আবু শুরাইহ্ আদাবী রা. থেকে বর্ণিত যে, (মদীনার শাসনকর্তা) আমর ইবনে সাঈদ যে সময় মক্কা অভিমুখে (আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের সাথে যুদ্ধ করার জন্য) সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করছিলেন তখন আবু শুরাইহ আদাবী রা. তাঁকে বলেছিলেন, হে আমাদের আমীর! আপনি আমাকে একটু অনুমতি দিন, আমি আপনাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি বাণী শোনাবো, যেটি তিনি মক্কা বিজয়ের পরের দিন বলেছিলেন। সেই বাণীটি আমার দু'কান শুনেছে। আমার হৃদয় তা হিফাজত করে রেখেছে (অর্থাৎ, খুব ভাল সেটি আমি সংরক্ষণ করেছি)। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সে কথাটি বলছিলেন, তখন আমার দু'চোখ তাঁকে অবলোকন করেছে। প্রথমে তিনি [নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহ্র হাম্‌দ ও সানা পাঠ করেন। এরপর তিনি বলেন, আল্লাহ্ নিজে মক্কাকে হারাম ঘোষণা দিয়েছেন। কোন মানুষ একে হারাম ঘোষণা দেয়নি। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান এনেছে তার পক্ষে (অন্যায়ভাবে) সেখানে রক্তপাত করা কিংবা এখানকার গাছপালা কর্তন করা কিছুতেই হালাল নয়। আর আল্লাহর রাসূলের সে স্থানে লড়াইয়ের ছুতা ধরে (মক্কা বিজয়ের বাহানা দিয়ে) যদি কেউ নিজের জন্যও সুযোগ করে নিতে চায় তবে তোমরা তাকে বলে দিও, আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের ক্ষেত্রে (বিশেষভাবে অল্প সময়ের জন্য) অনুমতি দিয়েছিলেন, তোমাদের জন্য কোন অনুমতি দেননি। আর আমার ক্ষেত্রেও তা একদিনের কিছু নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই (সকাল থেকে আসর পর্যন্ত) কেবল অনুমতি দেয়া হয়েছিল এরপর সেদিনই তা পুনরায় সেরূপ হারাম হয়ে গেছে যেরূপে তা একদিন পূর্বে হারাম ছিল। উপস্থিত লোকজন (আমার এ কথাটি) অনুপস্থিত লোকদের কাছে পৌঁছিয়ে দেবে।

(বর্ণনাকারী বলেন) পরবর্তী সময়ে আবু শুরাইহ রা.-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, (হাদীসটি শোনার পর) আমর ইবনে সাঈদ আপনাকে কি উত্তর করেছিলেন? তিনি বললেন, আমর আমাকে বললেন, হে আবু শুরাইহ! হাদীসটির বিষয়ে আমি তোমার চেয়ে অধিক অবগত আছি। (কথা ঠিক) কিন্তু, হারামে মক্কা কোন অপরাধী বা খুন করে পলায়নকারী কিংবা কোন চোর বা বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে আশ্রয় দেয় না।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল يَوْمُ الْفَتْحِ শব্দে। হাদীসটি ইলমে ২১, আবওয়াবুল উমরায় ২৪৭, মাগাযীতে ৬১৫ পৃষ্ঠায় এসেছে।

سَعِيْدُ ابْنُ شُرَحْبِيْلَ ঃ শীনের উপর পেশ, রায়ের উপর যবর, হা সাকীন, বায়ের নিচে যের, ইয়া সাকিন, শেষে লাম। তিনি ইমাম বুখারী র.-এর প্রবীণ ও বর্ষীয়ান উস্তাদ। مَقْبُرِيّ ঃ মীমের উপর যবর, কাফ সাকিন, বায়ের উপর পেশ। তিনি কবরস্থানে বসবাস করতেন বলে মাকবুরী বলা হয়। اَبُو شُرَيْحٍ ঃ শীনের উপর পেশ, শেষে হা। তাঁর নাম খুয়াইলিদ। (উমদা)

হযরত আবু শুরাইহ রা. সুমহান সাহাবী। اِنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ ঃ এই আমর ইবনে সাঈদ ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়ার পক্ষ থেকে মদীনার শাসক ছিলেন। আল্লামা আইনী র. বলেন– لَيْسَتْ لَهُ صُحْبَةٌ وَلَا مِنَ التَّابِعِيْنَ بِاِحْسَانٍ। অর্থাৎ, আমর ইবনে সাঈদ সাহাবী নন, না কোন ভাল তাবিঈ।

হযরত আবু শুরাইহের তাবলীগে হক

হযরত মুআবিয়া রা. এর ইনতিকালের পর যখন ইয়াযীদ শাসক হয়, তখন হযরত ইমাম হুসাইন ও আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. তার নিকট বাইয়াতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। ফলে হযরত ইমাম হোসাইন রা.-এর সাথে কারবালার ময়দানে যে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে তার ইতিহাস জানা ও প্রসিদ্ধ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. মদীনা থেকে মক্কা মুকাররমায় চলে যান। কারণ, এটি হেরেম, সেখানে নিরাপদে থাকতে পারবেন। এই আমর ইবনে সাঈদ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.-এর বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাচ্ছিলেন। তখন আবু শুরাইহ রা. হকের তাবলীগ করেছেন এবং উপদেশ দিয়েছেন, যার উল্লেখ হাদীসে রয়েছে।

ফিকহী মাসাইল

এখানে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে– ১. কেউ যদি কাউকে হত্যা করে মক্কার হেরেমে আশ্রয় নেয়, তবে শাফিঈ মতাবলম্বীদের মতে, হত্যাকারীকে সেখানে হেরেমেই হত্যা করা হবে। আর হানাফীদের মতে, তাকে হেরেম থেকে বের হতে বাধ্য করা হবে। বয়কটের মাধ্যমে খাদ্য ও পানীয় জিনিস থেকে বিরত রেখে এরূপ সংকীর্ণতায় ফেলা হবে, যাতে সে হেরেম থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। হেরেমের বাইরে কিসাসের দায়িত্ব পূর্ণ করা হবে।

হানাফী ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, হেরেমের অভ্যন্তরে রক্তপাত থেকে নিষেধাজ্ঞা এসেছে চিরস্থায়ীভাবে। আবু শুরাইহ রা. এর হাদীস দ্বারাও এটাই বুঝা যায়। তাছাড়া مَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا এবং حَرَمًا اٰمِنًا ইত্যাদি আয়াত ও হাদীসের আলোকে হেরেমের ভিতর কিসাস জায়েয নেই। অতএব, এটাও বুঝা গেল যে, হানাফীদের মতে, পবিত্র হেরেমের আদব-ইহতিরাম শাফিঈদের তুলনায় অনেক বেশি।

দ্বিতীয় মাসআলা হল– কেউ হেরেমেই কাউকে হত্যা কিংবা আহত করল, উদাহরণস্বরূপ, কারও হাত কেটে দিল অথবা নাক কেটে দিল এ দু'অবস্থায় সেখানেই কিসাস ও দণ্ডবিধি জারি করতে পারেন। এ বিষয়টি সর্বসম্মত।

৩৯৬৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ اِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ ـ

৩৯৬৬/৩০৮. কুতাইবা রা. .... হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রা. থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের বছর তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মক্কায় অবস্থানকালে এ কথা বলতে শুনেছেন যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল মদের বেচাকেনা হারাম ঘোষণা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল عَامُ الْفَتْحِ শব্দে। হাদীসটি বুয়ূয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে ২৯৭, সবিস্তারে ২৯৮ এবং মাগাযীতে ৬১৫ পৃষ্ঠায় এসেছে। এতে ইরশাদে নববী রয়েছে– حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِى الْخَمْرِ তথা মদের ব্যবসা হারাম করা হয়েছে।

٢٢١٦. بَابُ مَقَامِ النَّبِىِّ ﷺ بِمَكَّةَ زَمَنَ الْفَتْحِ ـ

২২১৬. অনুচ্ছেদ ঃ মক্কা বিজয়ের সময়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মক্কা নগরীতে অবস্থান

٣٩٦٧. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وحَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ حدثنا سفيانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَنسٍ رضـ قَالَ أَقَمْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ عَشْرًا نَقْصُرُ الصَّلاَةَ ـ

৩৯৬৭/৩০৯. আবু নুআইম ও কাবীসা র. ...... হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে (মক্কায়) দশ দিন অবস্থান করেছিলাম। এ সময়ে আমরা নামায কসর করতাম।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল। أَقَمْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ عَشْرًا বাক্যে।

উভয় সনদে সুফিয়ান দ্বারা উদ্দেশ্য সুফিয়ান সাওরী। قَبِيصَةَ ঃ কাফের উপর যবর, বায়ের নিচে যের। এ হাদীসটি আবওয়াবু তাকসীরিস সালাতে ১৪৭, মাগাযীতে ৬১৫ পৃষ্ঠায় এসেছে।

নামায কসর করা

এখানে তিনটি আলোচনা রয়েছে। ১. সফর অবস্থায় নামায কসর করা (চার রাকআত বিশিষ্ট ফরয নামায দু'রাকআত পড়া) আযীমত, না রুখসত?

২. কসরের পরিমাণ অর্থাৎ, কতদূর সফর করলে (মুসাফিরের জন্য) কসর ওয়াজিব হয়?

৩. কসরের মেয়াদ।

তিনটি আলোচনা সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে প্রদত্ত হল–

১. এ ব্যাপারে ইমাম চতুষ্টয়ের ঐকমত্য রয়েছে যে, মুসাফিরের জন্য চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযে কসর করা জায়েয আছে। মাগরিব ও ফজর নামাযে সর্বসম্মতিক্রমে কসর করা জায়েয নেই। এরপর এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে যে, নামাযে কসর করা আযীমত না রুখসত? হানাফীগণ বলেন, আযীমত। অর্থাৎ, ইমাম আজম আবূ হানীফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ ও এক উক্তিমতে ইমাম মালিক র. এর মতে, শরঈ মুসাফিরের উপর কসর ওয়াজিব। ইমাম নববী র. বলেন– وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وكَثِيرُون القصر وَاجِبٌ وَلاَ يَجُوزُ الإِتْمَامُ (শরহে মুসলিম ঃ ২৪১) অর্থাৎ, নামায পূর্ণাঙ্গ করা জায়েয নেই। যদি কোন মুসাফির চার রাকআত পড়ে নেয় এবং প্রথম বৈঠক না করে থাকে তাহলে কাযা করতে হবে। আর যদি প্রথম বৈঠক করে থাকে তবে পূর্ণাঙ্গ করা হবে অনুত্তম।

ইমাম শাফিঈ র.-এর মতে, নামায়ে কসর করা মুসাফিরের মতে রুখসত। ইমাম নববী র. বলেন– قَالَ الشَّافِعِىُّ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ يَجُوزُ الْقَصْرُ وَالإِتْمَامُ وَالْقَصْرُ أَفْضَلُ

শাফিঈদের প্রমাণাদি

১. আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰوةِ ـ

'যখন তোমরা দেশে সফর কর তখন নামাযে কসর করাতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই। অর্থাৎ, চার রাক'আতের স্থলে দু'রাক'আত পড়।'

২. ইমাম নববী র. বলেন-

وَاحْتَجَّ الشَّافِعِىُّ وَمُوَافِقُوْهُ بِالاَحَادِيْثِ الْمَشْهُوْرَةِ فِى صَحِيْحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ اَنَّ الصَّحَابَةَ رضى الله عنهم كَانُوا يُسَافِرُوْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَمِنْهُمِ القَاصِرُ وَمِنْهُمُ الْمُتِمُّ الخ

'ইমাম শাফিঈ র. ও তাঁর সহযোগীগণ সহীহ মুসলিম ইত্যাদির মশহুর হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। সেটি হল, সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সফর করতেন, তাদের কেউ কেউ কসর করতেন আর কেউ কেউ পূর্ণ আদায় করতেন......। (শরহে মুসলিম ঃ ২৪১)

৩. আবদুর রহমান ইবনে আসওয়াদের রেওয়ায়াত, হযরত আয়েশা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে মদীনা থেকে মক্কা পর্যন্ত উমরা সফর করেছি। মক্কা পৌঁছার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মাতা-পিতা আপনার প্রতি উৎসর্গিত হোন, আপনি কসর করেছেন, আর আমি পূর্ণ নামায পড়েছি। আপনি রোযা রাখেননি, আমি রোযা রেখেছি। তিনি ইরশাদ করলেন, আয়েশা! তুমি ভাল করেছ। (নাসাঈ ঃ كِتَابُ تَقْصِيرِ الصَّلٰوةِ فِى السَّفَرِ ঃ ২১৩ পৃষ্ঠা)

নাসাঈতে রমযানের সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই, কিন্তু হযরত আয়েশা রা. এর বক্তব্য- আপনি রোযা রাখেননি, আমি রোযা রেখেছি- এটা এর প্রমাণ যে, মাসটি ছিল রমযান। তাছাড়া দারাকুতনীর রেওয়ায়াতে হযরত আয়েশা রা. বলেন, আমি রমযানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহ উমরা করতে গিয়েছিলাম......।

হানাফীদের প্রমাণাদি

১. উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. বলেন, প্রথমে নামায দু দু রাক'আতই ফরয করা হয়েছিল। অতঃপর মুকীম অবস্থায় মাগরিব ছাড়া অন্য নামাযে দু রাক'আত বৃদ্ধি করা হয়েছে। আর সফরে নামায বহাল রয়েছে। (বুখারী ঃ ৫১, মুসলিম ঃ ২৪১)

অতএব, মুকীম অবস্থায় নামাযে যেরূপ বৃদ্ধি করা জায়েয নেই অনুরূপ সফরের নামাযেও জায়েয নেই।

২. عَنْ عُمَرَ رضى الله تعالى عنه قَالَ صَلٰوةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ وَالْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَالْفَجْرِ رَكْعَتَانِ وَالسَّفَرِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلٰى لِسَانِ النَّبِىِّ ﷺ (نسائى)

'হযরত উমর রা. বলেছেন- জুমুআর নামায দু রাক'আত, ঈদুল ফিতরের নামায দু রাক'আত, কুরবানী ঈদের নামায দু রাক'আত, সফরের নামায দু রাক'আত। এসব নামায ঘাটতি ছাড়া পূর্ণাঙ্গ।

এর দ্বারা বুঝা গেল, সফরের নামায শুরু থেকেই দুরাক'আত ফরয হয়েছিল। আর এটিই পূর্ণাঙ্গ নামায, জুমআ ও দুই ঈদের (নামাযের) ন্যায়।

৩. হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর রেওয়ায়াত, তোমাদের নবীর ফরমান অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'আলা মুকীম অবস্থায় চার রাক'আত, আর সফরে দুরাক'আত, আর শঙ্কাকালে এক রাক'আত ফরয করেছেন। (মুসলিম শরীফ ঃ ২৪১)

৪. হযরত ইবনে উমর রা. এর বিবরণ– আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সফরে ছিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাতের সময় পর্যন্ত (সফরে) দুরাক'আতের বেশি পড়েননি আমি আবু বকর রা. এর সাথে ছিলাম। তিনিও আমৃত্যু দুরাক'আতের অতিরিক্ত (সফরে) পড়েননি। আমি উমর রা.-এর সাথে ছিলাম। তিনিও আমৃত্যু (সফরে) দুরাক'আতের বেশি পড়েননি। অতঃপর হযরত উমান রা. এর সাথেও থেকেছি। তিনিও (সফরে) আমৃত্যু দু'রাক'আতের বেশি পড়েননি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (মুসলিম ঃ ২৪২)

৫. ইয়া'লা ইবনে উমাইয়্যার বিবরণ, আমি হযরত উমর ইবনে খাত্তাবের নিকট জিজ্ঞেস করেছি, আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ হয়েছে– لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا অথচ এখন লোকজন নিরাপদ (তাহলে কি নিরাপদ অবস্থায়ও সফরে কসর জায়েয আছে?) হযরত উমর রা. বললেন, যে বিষয়ে তোমার তাজ্জব হচ্ছে, সে বিষয়ে আমারও বিস্ময় জেগেছিল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছেন, এটা হল সাদকা, যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দান করেছেন। অতএব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাদকা তথা দানকে গ্রহণ করে নাও। (মুসলিম ঃ ১/২৪১, নাসাঈ ঃ ১/২১১)

এ হাদীসে কসরকে সাদকা বলেছেন। যেখানে কাউকে মালিক বানানোর সম্ভাবনাই থাকবে না, সেখানে সাদকা করার অর্থ– বাতিল করা হয়ে থাকে। অতএব, কসর যেহেতু সাদকা হল, আর কসর দ্বারা কোন জিনিসের মালিক বানানো হয় না, অতএব, অবশ্যই দুরাক'আত বাদ করে দেয়াই উদ্দেশ্য হবে। বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যে হুকুম বাদ করে দেয়া হয়েছে, সেটা করা নাজায়েয। কাজেই সফরে পূর্ণ নামায পড়া নাজায়েয যেমন– এক ব্যক্তি কিসাসের মালিক। যদি সে সাদকা করে, অর্থাৎ কিসাস মাফ করে দেয়, তবে কিসাস বাতিল হয়ে যাবে। অথচ এই ব্যক্তি কিসাসের মালিক, তার আনুগত্য করা ওয়াজিব নয়। অতএব, যে সাদকাকারীর সত্তাগতভাবে আনুগত্য করা ওয়াজিব, তার সাদকার হুকুম তামিল করা কিভাবে আবশ্যক হবে না? অতএব, اِقْبَلُوْا صَدَقَتَهٗ এর নির্দেশ ওয়াজিব বুঝানোর জন্য। সফরে পূর্ণ নামায পড়া জায়েয নেই।

এটাই হযরত উমর, আলী, ইবনে মাসউদ, জাবির, ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমর রা. থেক প্রমাণিত। এটাই হল, ইমাম আজম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ এবং কাজী ইসমাঈল মালিকী র. এর মাযহাব। যেটি ইমাম মালিক র. এরও প্রসিদ্ধ উক্তি। (ফাতহ ঃ ২/২৪৬)

ইমাম বাগভী শাফিঈ র. বলেন, এটাই অধিকাংশ আলিমের মাযহাব।

قَالَ الْخَطَّابِى فِى الْمَعَالِمِ كَانَ مَذْهَبُ اَكْثَرِ عُلَمَاءِ السَّلَفِ وَفُقَهَاءِ الْاَمْصَارِ عَلٰى اَنَّ الْقَصْرَ هُوَ الْوَاجِبُ فِى السَّفَرِ ـ

'আল্লামা খাত্তাবী র. মা'আলিমে বলেছেন, পূর্ববর্তী অধিকাংশ আলিম ও ফুকাহায় কিরামের মাযহাব ছিল সফরে কসর ওয়াজিব।'

তাছাড়া, আল্লামা খাত্তাবী র. বলেছেন, মতানৈক্য থেকে বাঁচার জন্য এটাই উত্তম।

শাফিঈদের প্রমাণাদির উত্তর

প্রথম প্রমাণ ছিল সূরা নিসার আয়াত দ্বারা।

এর উত্তর হল, সাহাবায়ে কিরাম মুকীম অবস্থায় চার রাক'আত পড়তে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। ফলে প্রবল ধারণা ছিল যে, কসরের হুকুমের ফলে তাদের অন্তরে এ ধারণা সৃষ্টি হত যে, এর ফলে নামাযে অসম্পূর্ণতা এসে গেল। ফলে এ ধারণা খতম করার জন্য সফরে কসরকারীদের মানসিক প্রশান্তির উদ্দেশ্যে 'গুনাহ নেই' বলেছেন

যাতে লোকজন কসরের ফলে কোন প্রকার ঘাটতি, ত্রুটি ও অসুবিধার আশঙ্কা অনুভব না করে, পূর্ণ প্রশান্তিতে কসরের সাথে নামায পড়ে। অতএব, এর দ্বারা আযীমত অস্বীকার করা আবশ্যক হয় না। যেমন– সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈর ক্ষেত্রে লোকজন এটাকে গুনাহ ও অসুবিধাজনক মনে করত। তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا অথচ সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করা আমাদের মাযহাবে ওয়াজিব, শাফিঈদের মতে ফরয।

সারকথা, কারও মতেই لَاجُنَاحَ দ্বারা ওয়াজিবকে অস্বীকার করা আবশ্যক হয় না। এরূপভাবে কসরের ক্ষেত্রে لَاجُنَاحَ দ্বারা আবশ্যিকতা অস্বীকার করা হবে না।

দ্বিতীয় প্রমাণের উত্তর ঃ প্রথমত, নাসাঈর সুস্পষ্ট ভাষায় রমযানের কথা নেই, দারাকুতনীর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আয়েশা রা. বলেন, আমি রমযানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে উমরা করতে গিয়েছি.....।

এর উত্তর হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পূর্ণ উমরা অথবা উমরার সফর রমযানে হয়নি। দেখুন বুখারী ঃ ২৩৯, ৫৯৭ পৃষ্ঠা, মুসলিম ঃ ৪০৯ পৃষ্ঠা। এসব সহীহ হাদীসে সুস্পষ্ট বিবরণ আছে, হযরত আনাস রা. বলেন, اِعْتَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِى ذِى الْقَعْدَةِ اِلَّا الَّتِى كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهِ الخ

এ হাদীস সম্পর্কে আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম র. বলেন–

سَمِعْتُ شَيْخَ الْاِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَةَ يَقُولُ هٰذَا الْحَدِيثُ كِذْبٌ عَلٰى عَائِشَةَ وَلَمْ تَكُنْ عَائِشَةُ تُصَلِّى بِخِلَافِ صَلٰوةِ النَّبِىِّ ﷺ وَسَائِرِ الصَّحَابَةِ ـ

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের খেলাফ হযরত আয়েশা রা. পূর্ণ নামায আদায় করবেন– এটা হতে পারে না। হযরত আয়েশা রা. এর বিরুদ্ধে এটা সুস্পষ্ট মিথ্যাচার।

এসব আলোচনা ও প্রমাণাদি ছিল হাদীসের নস থেকে। ফিকহী দিক দিয়েও হানাফীদের মাযহাবই অধিক শক্তিশালী মনে হয়।

দেখুন, প্রতিটি চার রাক'আত বিশিষ্ট নামাযের শেষ দুরাক'আত কোন বদল ছাড়াই বাতিল হয়ে যায়। অর্থাৎ, কোন মুসাফির সফর শেষ করার পর সর্বসম্মতিক্রমে অবশিষ্ট দু' রাকআত কাযা করে না। আর এটা পরিহার করার কারণে গুনাহও হয় না। এটা নফল হওয়ার নিদর্শন। কারণ, ফরয বাকি থাকলে আদায় অথবা কাযা করা ওয়াজিব হয়ে যায়। অতএব, যেহেতু মুসাফিরের উপর এ দুটির একটি প্রমাণিত নেই, কাজেই বুঝা গেল, ফরযিয়ত (আবশ্যিকতা) বাকি থাকেনি এবং মুসাফিরের জন্য জোহর ফজরের মত হয়ে গেছে। অতঃপর মুকীম যদি ফজরের দুরাক'আতের উপর বৃদ্ধি করে, যদি বৈঠক না করে, তবে ফরয পূর্ণাঙ্গ করার পূর্বে নফলে রত হওয়ার কারণে নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। আর যদি বৈঠক করে তবে মাকরূহসহ নামায হয়ে যাবে। দ্বিতীয় দুরাক'আত নফল হয়ে যাবে। মুসাফিরের জোহরেও এ অবস্থা হবে। কিন্তু রোযা এর পরিপন্থী। যেহেতু রোযায় মুসাফিরের জন্য রুখসত তথা অবকাশ রয়েছে, এবং এখানে ফরযিয়ত অবশিষ্ট আছে এজন্য কাযা জরুরী। আল্লামা ইবনে হুমাম র. বলেন, কোন জিনিস ফরয হওয়ার অর্থ এটি কাম্য। অতএব, কোন কোন সময় এর আদায় করা না করার ব্যাপারে এখতিয়ার দেয়ার হাকীকত ফরযিয়ত বাদ করে দেয়া ছাড়া আর কিছু নয়। ফরযিয়ত ও এখতিয়ার প্রদানের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ রয়েছে। অতএব, স্পষ্ট হল যে, ফরয দু রাক'আত।

মাসআলা ঃ কসর শুধু তিন ওয়াক্তের ফরযেই। মাগরিব, ফজর এবং বিতরে কসর নেই।

মাসআলা ঃ সফরে কষ্ট ও শঙ্কা না থাকলেও নামাযে কসর করা হবে।

২. সফরের পরিমাণ ঃ কি পরিমাণ স্থান সফর করলে কসর ওয়াজিব হয়? কসরের পরিমাণ সংক্রান্ত মাসআলাটিও বিতর্কিত। ইমাম আজম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ এবং কুফার সমস্ত উলামায়ে কিরামের মতে, কমপক্ষে মধ্যমভাবে চলে তিন দিন সফর করতে হবে। ইমাম সাহেব র. থেকে দ্বিতীয় রেওয়ায়াত হল, তিন মনযিল। কিন্তু উভয় রেওয়ায়াতের সারমর্ম একই। অর্থাৎ, এক মনযিলকে এক দিনের দূরত্ব সাব্যস্ত করা হয়েছে।

তাছাড়া মুসলিম শরীফে হযরত আলী রা. এর রেওয়ায়াত রয়েছে جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ। এ রেওয়ায়াতটি মূলতঃ মোজার উপর মাসেহ সংক্রান্ত কিন্তু এ থেকে অবশ্যই এটা বুঝা গেল যে, মুসাফিরের এক সফর তিন দিন তিন রাতের হবে।

ইমাম মালিক ও আহমদ র. এর মতে, কসরের পরিমাণ চার বারেদ। প্রতিটি বারেদ হয় ১২ মাইল অতএব, চার বারেদ হল ৪৮ মাইল। হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী র. ও ফকীহুল উম্মত হযরত গাঙ্গুহী র. এর মতে এটাই (৪৮ মাইলের উক্তি) প্রধান। এর উপরই ফতওয়া।

তৃতীয় উক্তি হল– দাউদ জাহিরী প্রমুখ আসহাবে জাওয়াহিরের। সেটি হল, কসর প্রতিটি সফরে জায়েয আছে। চাই নিকটবর্তী সফর হোক বা দূরবর্তী। এর কোন সীমা ও পরিমাণ নেই। এ মাসআলাতে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া র. ও আহলে জাহিরের স্বপক্ষে।

৩. কসরের মুদ্দত ইমাম আজম আবু হানীফা, সুফিয়ান সাওরী, লাইস ইবনে সা'দ র. প্রমুখের মতে মুসাফির যখন ১৫ দিন অবস্থানে নিয়ত করবে তখন সে মুকীমের পর্যায়ভুক্ত। তাকে অবশ্যই পূর্ণ নামায পড়তে হবে।

ইমাম মালিক ও শাফিঈ র. বলেন, প্রবেশ ও বের হবার দিন ছাড়া ৪ দিন অবস্থানের নিয়ত করলেই যথেষ্ট।

ইমাম আহমদ র. এর উক্তি হল, যদি কোথায়ও ৪ দিনের অধিক অবস্থানের নিয়ত করে তবে ৪ দিনে ২০ নামায হয়। অতএব, যদি ২১ নামাযের ওয়াক্ত পর্যন্ত অবস্থানের নিয়ত করে তবে পূর্ণ নামায পড়া আবশ্যক হবে।

হানাফীদের প্রমাণাদি

হানাফীদের প্রমাণ হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে যিলহজ্জের ৪ তারিখে মক্কায় প্রবেশ করে অষ্টম যিলহজ্জে বৃহস্পতিবার দিন তাশরীফ নিয়ে যান। আরাফাত দিবস তথা যিলহজ্জের ৯ তারিখে সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে আরাফাতে যান। এরপরে হজ্জ থেকে অবসর হয়ে বুধবার দিন রাত্রে মুহাসসাবে কাটান। সকালের পূর্বে বিদায়ী তাওয়াফ করেন। অতঃপর ১৪ তারিখ সকালে (মক্কা থেকে) বেরিয়ে যান এমনিভাবে ১০ রাত পূর্ণ হয়ে যায়। ৮ই যিলহজ্জ পর্যন্ত ৪ দিন ৪ রাত মক্কায় অবস্থান করেন।

উপরোক্ত বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা ইমাম মালিক ও শাফিঈ র. এর উক্তি বাতিল হয়ে যায়। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৪ দিন ৪ রাত মক্কায় অবস্থান করে সর্বমোট ১০ দিন অতিক্রম করা সত্ত্বেও কসর করেছেন। কিন্তু ইমাম আহমদ র. এর উক্তি এর দ্বারা বাতিল হয় না। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় মোট ২০টি নামায আদায় করেছেন। এর বেশি পড়েননি।

ইমাম আবু হানীফা র. আসরগুলোকেও দলীলে পেশ করেছেন। ইমাম তাহাবী র. হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমর রা. এর উক্তি লিখেছেন যে, যখন তোমরা সফর অবস্থায় কোন শহরে যাও এবং সেখানে ১৫ দিন থাকার ইচ্ছা হয়, তবে নামায পূর্ণ আদায় কর। আর যদি তোমাদের জানা না থাকে সেখান থেকে কবে তোমাদের ফিরতে হবে তাহলে (যত সময়ই অতিক্রান্ত হোক না কেন) কসর কর।

٣٩٦٨. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما، قَالَ اَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ -

৩৯৬৮/৩১০. আবদান র. ..... হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (মক্কা বিজয়ের সময়ে) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় উনিশ দিন অবস্থান করেছিলেন, এ সময়ে তিনি দু'রাকাত নামায আদায় করতেন। (অর্থাৎ, কসর করতেন।)

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল اَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا বাক্যে। হাদীসটি কাসরুস সালাতে ১৪৭ ও মাগাযীতে ৬১৫ পৃষ্ঠায় এসেছে।

কতগুলো সন্দেহের অবসান

* ইতিপূর্বে হযরত আনাস রা. থেকে রেওয়ায়াত এসেছে, যাতে মক্কায় ১০ দিন অবস্থানের বিবরণ ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে রেওয়ায়াতে ১৯ দিনের অবস্থানের কথা আছে। বাহ্যত, উভয়ের মাঝে বিরোধের সন্দেহ হয়।

* এর উত্তর হল– হযরত আনাস রা. এর রেওয়ায়াতে বিদায় হজ্জের সময় মক্কায় অবস্থানের বিবরণ রয়েছে। আর ইবনে আব্বাস রা. এর হাদীসে মক্কা বিজয়কালে অবস্থানের বিবরণ রয়েছে। (বুখারীর টীকা ঃ ১৪৭)

* দ্বিতীয় সন্দেহ হল– হানাফীদের মধ্যে ১৫ দিন অবস্থান করলে কসরের উপর নামায পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করা আবশ্যক হবে। এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১৯ দিন অবস্থান করা সত্ত্বেও কসর করতে থাকেন।

* এর উত্তর হল, মক্কা শরীফে অবস্থান সংক্রান্ত রেওয়ায়াত বিভিন্ন ধরনের। ১৫ দিন থেকে ১৯ দিনের রেওয়ায়াত আছে। তন্মধ্যে সুনিশ্চিত কম সংখ্যা হল ১৫ দিন। হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর ফতওয়া ১৫ দিনের। এটা মুয়াত্তা ইমাম মালিকে বিদ্যমান রয়েছে।

তাছাড়া এর সমর্থন কিয়াস দ্বারাও হয়। সেটি হল পবিত্রতার মেয়াদ ১৫ দিন, এটা বাদ পড়া নামাযকে ওয়াজিব করে দেয়। এর উপর কিয়াস করে আমরা বলি যে, সফর থেকে বাদ পড়া রাক'আতগুলো ১৫দিনের অবস্থানের ফলে ওয়াজিব হয়ে যায়। কারণ, এই মুদ্দত পতিত জিনিসকে ওয়াজিব করার ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল। যখন রেওয়ায়াতগুলোতে বিরোধ হয় তখন কিয়াস প্রাধান্যের কারণ হতে পারে। এর পরিপন্থী ৪ দিনের অবস্থান কাল। এর সমর্থনে কোন কিয়াস নেই।

٣٩٦٩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ شِهَابٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَقَمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ تِسْعَ عَشَرَةَ نَقْصُرُ الصَّلَاةَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَنَحْنُ نَقْصُرُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ تِسْعَ عَشَرَةَ فَاِذَا زِدْنَا اَتْمَمْنَا ـ

৩৯৬৯/৩১১. আহমদ ইবনে ইউনুস র. .... হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (মক্কা বিজয়ের সময়ে) সফরে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে উনিশ দিন (মক্কায়) অবস্থান করেছিলাম। এ সময়ে আমরা নামায কসর করেছিলাম। ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, আমরা (সফরে) উনিশ দিন পর্যন্ত কসর করতাম। এর চেয়ে বেশি দিন অবস্থান করলে আমরা পূর্ণ নামায আদায় করতাম। (অর্থাৎ, চার রাকা'ত আদায় করতাম)।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল যে, এটি হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর হাদীসের আরেকটি সনদ। এতে স্থানের কথা উল্লেখ নেই। যেহেতু যুদ্ধের সময় ছিল এবং কখন ফিরে রওয়ানা করতে হবে সেটা জানা ছিল না, সেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কসর করতে থাকেন। হাফিজ আসকালানী র. বলেন, মক্কা বিজয়ের সফর থেকে মদীনায় ফিরে আসার মাঝে ৮০ দিনের বেশি সময় লেগেছে।

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ঃ এ হাদীসটি মুত্তাসিলরূপে বাবু কাসরিস সালাতে গেছে।

২২১৭. অনুচ্ছেদ ٢٢١٧. بَابٌ

বাব শব্দটি তানভীন সহকারে। এটি শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ। আল্লামা আইনী র. বলেন, এটি এর পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের পরিচ্ছেদের ন্যায়। এর দাবি হল, আসন্ন হাদীসগুলোর সাথে পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদের সাথে মিল থাকা উচিত। কিন্তু আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসগুলোর সাথে মিল স্পষ্ট নয়। শীঘ্রই বিষয়টি জানা যাবে।

হাফিজ আসকালানী র. বলেন, পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদের সাথে এ অনুচ্ছেদের রেওয়ায়াতগুলোর মিল স্পষ্ট নয়। হতে পারে ইমাম বুখারী র. বাব (অনুচ্ছেদে) লিখে সাদা রেখে দিয়েছিলেন শিরোনাম কায়েম করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু বাস্তবে আর হয়ে উঠেনি। এ অনুচ্ছেদের সঙ্গত শিরোনাম হল بَابُ مَنْ شَهِدَ الْفَتْحَ।

وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ مَسَحَ وَجْهَهُ عَامَ الْفَتْحِ .

লাইস [ইবনে সা'দ র.] বলেছেন, ইউনুস আমার কাছে ইবনে শিহাব থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে সা'লাবা ইবনে সুআইর রা. আমাকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, আর মক্কা বিজয়ের বছর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মুখমণ্ডলে (স্নেহ-মমতাস্বরূপ) হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল "عَامَ الْفَتْحِ" শব্দে। এটি তা'লীক। ইমাম বুখারী র. তারীখে সগীরে মুত্তাসিল রূপে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন–

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ الخ .

عَبْدُ اللهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ ঃ সোয়াদের উপর পেশ, আইনের উপর যবর। সা'লাবা ও তাঁর সন্তান আবদুল্লাহ রা. উভয়েই সাহাবী।

٣٩٧٠. حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حدثنا سُنَيْنٍ أَبِي جَمِيلَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا وَنَحْنُ مَعَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ وَزَعَمَ أَبُو جَمِيلَةَ أَنَّهُ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ وَخَرَجَ مَعَهُ عَامَ الْفَتْحِ .

৩৯৭০/৩১২. ইব্রাহীম ইবনে মুসা র. .... হযরত যুহরী র. থেকে বর্ণিত, তিনি সুনাইন আবু জামীলা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। যুহরী র. বলেন, আমরা (সাঈদ) ইবনে মুসায়্যিব র.-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় আবু জামিলা রা. দাবি করেন যে, তিনি নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাক্ষাৎ পেয়েছেন এবং তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মক্কা বিজয়ের বছর (যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য) বের হয়েছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল হল وَخَرَجَ مَعَهُ عَامَ الْفَتْحِ বাক্যে।

سُنَيْنٍ أَبِي جَمِيلَةَ আবু জামীলা তাঁর উপনাম। জীমের উপর যবর। সুনাইন হল নাম। সীনের উপর পেশ আর তাসগীরের (ক্ষুদ্রার্থবোধক) নূন সহকারে। ইবনে মান্দা, ইবনে হাব্বান, আবু নুআইম এবং ইবনে আবদুল্লাহ আবু জামীলা রা.-কে সাহাবায়ে কিরামের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। উমদাতুল কারীতে একটি বিবরণ রয়েছে যে, বিদায় হজ্জে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে হজ্জ করেছেন।

قَالَ اَخْبَرَنَا وَنَحْنُ مَعَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ اى قَالَ الزُّهْرِيُّ اَخْبَرَنَا اَبُو جَمِيلَةَ وَالْحَالُ نَحْنُ مَعَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ـ

এর দ্বারা ইমাম যুহরী র. এর উদ্দেশ্য স্বীয় রেওয়ায়াতকে শক্তিশালী করা। কারণ, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব র. এর ন্যায় মহামনীষীর সামনে তিনি আলোচনা করেছেন।

٣٩٧١. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ لِى اَبُو قِلَابَةَ الاَتَلْقَاهُ فَتَسْأَلَهُ قَالَ فَلَقِيتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كُنَّا بِمَاءٍ مَمَرَّ النَّاسِ وَكَانَ يَمُرُّبِنَا الرُّكْبَانُ فَنَسْأَلُهُمْ مَا لِلنَّاسِ مَا لِلنَّاسِ؟ مَاهٰذَا الرَّجُلُ فَيَقُولُونَ يَزْعُمُ اَنَّ اللّٰهَ اَرْسَلَهُ اَوْحٰى اِلَيْهِ اَوْ اَوْحَى اللّٰهُ كَذَكُنْتُ اَحْفَظُ ذَاكَ الْكَلَامَ وَكَاَنَّمَا يُقَرُّ فِى صَدْرِى وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَلَوَّمُ بِاِسْلَامِهِم الْفَتْحَ فَيَقُولُونَ اُتْرُكُوهُ وَقَوْمَهُ، فَاِنَّهُ اِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِم فَهُوَ نَبِىٌّ صَادِقٌ ـ فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ اَهْلِ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِاِسْلَامِهِمْ وَبَدَرَ اَبِىْ قَوْمِىْ بِاِسْلَامِهِمْ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ جِئْتُكُمْ وَاللّٰهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِىِّ ﷺ حَقًّا، فَقَالَ صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِى حِيْنِ كَذَا وَصَلُّوا كَذَا فِىْ حِيْنِ كَذَا، فَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ اَحَدُكُم وَلْيَؤُمَّكُم اَكْثَرُكُم قُرْاٰنًا، فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ اَحَدٌ اَكْثَرَ قُرْاٰنًا مِنِّىْ لِمَا كُنْتُ اَتَلَقَّى مِنَ الرُّكْبَانِ فَقَدَّمُونِى بَيْنَ اَيْدِيهِمْ، وَاَنَا ابْنُ سِتٍّ او سَبْعِ سِنِيْنَ وَكَانَتْ عَلَىَّ بُرْدَةٌ كُنْتُ اِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّىْ، فَقَالَتْ اِمْرَاَةٌ مِنَ الْحَىِّ الاَ تُغَطُّونَ عَنَّا اِسْتَ قَارِئِكُمْ، فَاشْتَرُوا فَقَطَعُوا لِىْ قَمِيصًا، فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرَحِىْ بِذٰلِكَ الْقَمِيصِ ـ

৩৯৭১/৩১৩. সুলাইমান ইবনে হারব র. .... হযরত আমর ইবনে সালিমা র. থেকে বর্ণিত, আইয়ুব র. বলেছেন, আবু কিলাবা আমাকে বললেন, তুমি আমর ইবনে সালিমার সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে জিজ্ঞেস করবে? (তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর না কেন?) আবু কিলাবা র. বলেন, এরপর আমি আমর ইবনে সালিমার সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, আমরা (আমাদের গোত্র) পথিকদের যাতায়াত পথের পাশে একটি ঝরনার নিকট বাস করতাম। অর্থাৎ, বর্বরতার যুগে আমাদের বসবাস ছিল একটি জনপথের ঝর্ণার নিকট। আমাদের পাশ ঘেষে অতিক্রম করে যেত অনেক কাফেলা। তখন আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করতাম, (মক্কার) লোকজনের কি অবস্থা? মক্কার লোকজনের কি অবস্থা? আর ঐ লোকটিরই কি অবস্থা? আরব (লোকজনের ঝোক কোন দিকে? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কি সংবাদ?) তারা বলত, সে ব্যক্তি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তো দাবি করেন যে, আল্লাহ্ তাঁকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন। তাঁর প্রতি ওহী অবতীর্ণ করেছেন। (কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করে বললেন) তাঁর কাছে আল্লাহ্ এ রকম ওহী নাযিল করেছেন। (আমর ইবনে সালিমা বলেন,) তখন (পথিকদের মুখ থেকে শুনে) আমি সে বাণীগুলো মুখস্থ করে ফেলতাম যেন তা আজ আমার হৃদয়ে গেঁথে রয়েছে। আরব

গোত্রসমূহ ইসলাম গ্রহণের জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর মক্কা বিজয়ের অপেক্ষা করছিল (মক্কা বিজয় হলে মুসলমান হব, অন্যথায় নয়।) তারা বলত, তাঁকে তাঁর স্বগোত্রীয় কুরাইশ লোকদের সঙ্গে (প্রথমে) বোঝাপড়া করতে দাও। কেননা, তিনি যদি তাদের উপর বিজয় লাভ করেন তাহলে তিনি সত্য সত্যই নবী।

এরপর মক্কা বিজয়ের ঘটনা সংঘটিত হল। এবার সব গোত্রই তাড়াহুড়া করে ইসলামে দীক্ষিত হতে শুরু করল। আমাদের কাওমের ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে আমার পিতা বেশ তাড়াহুড়া করলেন। যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করে বাড়ি ফিরলেন তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ, আমি সত্য নবীর দরবার থেকে তোমাদের কাছে এসেছি। তিনি বলে দিয়েছেন যে, অমুক সময়ে তোমরা অমুক নামায এভাবে পড়বে এবং অমুক সময় অমুক নামায এভাবে পড়বে। (অর্থাৎ, তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের বর্ণনা দিলেন।) এভাবে নামাযের ওয়াক্ত হলে তোমাদের একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যে কুরআন বেশি মুখস্থ করেছে সে নামাযের ইমামতি করবে। (এরপর নামায আদায় করার সময় হল) সবাই এ রকম একজন লোক খুঁজতে লাগল। কিন্তু তাদের গোত্রে আমার চেয়ে অধিক কুরআন মুখস্থকারী অন্য কাউকে পাওয়া গেল না। কেননা, আমি কাফেলার লোকদের থেকে শুনে (কুরআন) মুখস্থ করতাম। কাজেই সকলে আমাকেই (নামায আদায়ের জন্য) তাদের সামনে এগিয়ে দিল। অথচ তখনো আমি ছয় কিংবা সাত বছরের বালক। আমার একটি চাদর ছিল, যখন আমি সিজ্‌দায় যেতাম তখন চাদরটি আমার গায়ের সঙ্গে জড়িয়ে উপরের দিকে উঠে যেত। (ফলে পেছনের অংশ অনাবৃত হয়ে পড়ত) তখন গোত্রের জনৈকা মহিলা বলল, তোমরা তোমাদের ক্বারী (ইমামের) পেছনের অংশ আবৃত করে দাও না কেন? তাই সবাই মিলে কাপড় খরিদ করে আমাকে একটি জামা তৈরি করে দিল। এ জামা পেয়ে আমি এত আনন্দিত হয়েছিলাম যে, কখনো অন্য কিছুতে এত আনন্দিত হইনি।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল بِاسْلَامِهِم الْفَتْح" ও وَقْعَةُ أَهْلِ الْفَتْحِ শব্দে। أَبُو قِلَابَةَ ঃ কাফের নিচে যের। তাঁর নাম হল আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ আলজারমী। عَمْرُو بْنُ سَلِمَةَ ঃ লামের নিচে যের। يَقْرَأُ ঃ এতে কয়েকটি কপি রয়েছে, যেগুলো বুখারীর টীকায় বর্ণিত আছে।

১. হাফিজ আসকালানী ও আল্লামা আইনী র. বলেন, অধিকাংশ কপিতে قَرَأَ يَقْرَأُ থেকে مُضَارِع এর সীগা। যেটি মূল পাঠে নেয়া হয়েছে।

২. يُقَرُّ ইয়ার উপরে পেশ, কাফের উপরে যবর, রায়ের উপর তাশদীদ, قَرَارٌ থেকে গৃহীত। অর্থাৎ, দৃঢ় হওয়া, অটল থাকা।

৩. يُغَرَّى ইয়ার উপর পেশ, গাইনের উপর যবর, রায়ের উপর তাশদীদ। تَغْرِيَةً থেকে গৃহীত। অর্থাৎ, মিলিয়ে দেয়া। এমতাবস্থায় উদ্দেশ্য হবে, আমার সিনায় মিলিয়ে দেয়া হয়, ভাল করে প্রবিষ্ট করে দেয়া হয়। فَاشْتَرُوا ঃ এর মাফউল উহ্য। অর্থাৎ, فَاشْتَرُوا ثَوْبًا যেমন আবু দাঊদের হাদীসে আছে– فَاشْتَرَوْا لِي قَمِيصًا عُمَانِيًّا ওমানের (আইনের উপর পেশ, মীম তাশদীদ শূন্য) দিকে সম্বন্ধযুক্ত। এটি বাহরাইনের একটি স্থানের নাম। (আবু দাউদ ঃ ১/১০২)

নাবালেগের ইমামতি

এ হাদীস দ্বারা শাফিঈগণ নাবালেগের ইমামতি বৈধ হওয়ার উপর প্রমাণ পেশ করেছেন। ইমাম বুখারী র. এবং গায়েরে মুকাল্লিদদের মাযহাব এটাই। ইমাম আজম আবু হানীফা র., ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ র.-এর মতে নাবালেগের ইমামতি জায়েয নেই। আওযাঈ, সাওরী ও ইসহাক র. আ.-এর মাযহাবও ইমাম আবু হানীফা র. এর মত।

সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রমাণাদি

১. হযরত আবু হুরায়রা রা. এর হাদীস- قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الامَامُ ضَامِنُ الحديث এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, ইমাম মুকতাদীর নামাযকে নিজের নামাযে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। স্পষ্ট বিষয়, কোন জিনিস নিজের চেয়ে অতিরিক্ত বা বড় জিনিসকে নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে না। এজন্যই ফুকাহায়ে হানাফিয়া বলেন, لَايَجُوزُ اِقْتِدَاءُ الْمُفْتَرِضِ خَلْفَ الْمُتَنَفِّلِ। 'নফল আদায়কারীর পিছনে ফরয আদায়কারীর ইকতিদা করা জায়িয নেই।' এটা জানা কথা যে, নাবালেগের উপর নামায ফরয নয়। অতএব, নাবালিগের নামায হল নফল। মূলনীতি উপরে গেছে যে, কোন জিনিস তার চেয়ে অতিরিক্ত ও বড় জিনিসকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে না। কারণ, দুর্বল জিনিসের উপর শক্তিশালী জিনিসের ভিত্তি সঠিক নয়। হ্যাঁ, নিজের থেকে নিচু মানের জিনিসকে তার অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। অতএব, নফল আদায়কারীর ইকতিদা ফরয আদায়কারীর পিছনে বৈধ। অবশ্য নাবালেগ ছেলেদের ইমামতি আর এক নাবালেগ করতে পারে।

২. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَايَؤُمُّ الْغُلَامُ حَتّٰى يَحْتَلِمَ ـ

৩. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رض لَايَؤُمُّ الْغُلَامُ الَّذِى لَايَجِبُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ ـ (সুনানে আছরাম)

শাফিঈদের প্রমাণাদির উত্তর

শাফিঈগণ আমর ইবনে সালিমা রা. এর রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। এর উত্তর হল-

১. আল্লামা খাত্তাবী র. বলেছেন, হাসান বসরী র. এ হাদীসটিকে দুর্বল বলতেন। وَقَالَ مَرَّةً دَعْهُ لَيْسَ بِشَيْئٍ بَيِّنٍ

অর্থাৎ, এটা ছেড়ে দাও, এটা কোন স্পষ্ট বিষয় নয়। (আইনুল হিদায়া ঃ ১/৪৫৩)

২. হতে পারে, আমর ইবনে সালিমা রা. স্বীয় ইজতিহাদ অনুযায়ী ইমামতি করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে জানেননি। অতএব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৌন সম্মতির দাবি যথার্থ হবে না। তাছাড়া এ আমলটি বড় বড় সাহাবীগণের (আমলের) পরিপন্থী। হযরত আল্লামা সাইয়্যিদ আমীর আলী র. বলেন, বিস্ময়ের ব্যাপার! শাফিঈগণ বড় বড় সাহাবায়ে কিরাম এমনকি সাইয়্যিদিনা আবু বকর সিদ্দীক ও উমর ফারুক রা. প্রমুখের উক্তি ও আমল ছেড়ে ৬/৭ বছরের একটি বালকের কর্ম দ্বারা প্রমাণ পেশ করছেন! (আইনুল হিদায়া)

৩. স্বয়ং হযরত আমর ইবনে সালিমা রা.-এর এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, সিজদার সময় তাঁর ছতর খুলে যেত। তবে কি শাফিঈগণ ছতর খোলার অনুমতি দিবেন? অতএব, আপনাদের যে উত্তর, আমাদেরও সে উত্তর।

হানাফীদের মতে, যে উক্তিটির উপর ফতওয়া সেটি হল, তারাবীহ ইত্যাদিতেও নাবালেগের ইমামতি দুরুস্ত নয়।

٣٩٧٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ رض قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ بْنُ اَبِى وَقَّاصٍ عَهِدَ اِلٰى اَخِيهِ سَعْدٍ اَنْ يَقْبِضَ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ، وَقَالَ عُتْبَةُ اِنَّهُ اِبْنِى، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَكَّةَ فِى الْفَتْحِ اَخَذَ سَعْدُ بْنُ

بِى وَقَّاصٍ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ، فَاَقْبَلَ بِهِ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَاَقْبَلَ مَعَهُ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، قَالَ سَعْدُ بْنُ اَبِى وَقَّاصٍ هٰذَا ابْنُ اَخِى، عَهِدَ اِلَىَّ اَنَّهُ اِبْنُهُ، قَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ! هٰذَا اَخِى، هٰذَا ابْنُ زَمْعَةَ، وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى ابْنِ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ، فَاِذَا اَشْبَهُ النَّاسِ بِعُتْبَةَ ابْنِ وَقَّاصٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ لَكَ، هُوَ اَخُوكَ، يَا عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ! مِنْ اَجْلِ اَنَّهُ وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِهِ، وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِحْتَجِبِى مِنْهُ يَا سَوْدَةُ! لِمَا رَاٰى مِنْ شَبَهِ عُتْبَةَ بْنِ اَبِى وَقَّاصٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَتْ عَائِشَةُ رض قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ـ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ اَبُو هُرَيْرَةَ يَصِيحُ بِذٰلِكَ ـ

৩৯৭২/৩১৪. আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা র. ...... হযরত আয়েশা রা. সুত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। অন্য সনদে লাইস র. .... হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. তার ভাই সা'দ [ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা.]-কে ওসিয়ত করে গিয়েছি যে, সে যেন যামআর বাঁদীর সন্তানটি তাঁর নিজের কাছে নিয়ে নেয়। উতবা বলেছিল, পুত্রটি আমার ঔরসজাত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা বিজয়কালে সেখানে আগমন করলেন (সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসও তাঁর সাথে মক্কায় আসেন। সুযোগ পেয়ে) তখন তিনি যামআর বাঁদীর সন্তানটি রাসূল সা-এর কাছে উপস্থিত করলেন তাঁর সাথে আবদ ইবনে যামআ (যামআর পুত্র)ও আসলেন। সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস দাবি উত্থাপন করে বললেন, সন্তানটি তো আমার ভাতিজা। আমার ভাই আমাকে ওসিয়ত করে গিয়েছেন যে, এ সন্তান তার ঔরসজাত, কিন্তু আবদ ইবনে যামআ তার দাবি পেশ করে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ , এ আমার ভাই, এ (আমার পিতা) যাম্আর সন্তান। কারণ, তাঁর বিছানায় এর জন্ম হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন যামআর ক্রীতদাসীর সন্তানের প্রতি নজর দিয়ে দেখলেন যে, সন্তানটি দৈহিক আকৃতিগত দিক থেকে অন্যান্যের চেয়ে উতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাসের সাথেই বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (শরঈ আইন অনুযায়ী) ফয়সালা দিয়ে বললেন, আবদ ইবনে যামআ! সন্তানটি তুমি নিয়ে যাও। সে তোমার ভাই। কারণ, সে তার (তোমার পিতা যামআর) বিছানায় তার বাদীর পেটে জন্মগ্রহণ করেছে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সন্তানটির দৈহিক আকৃতি উতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাসের আকৃতির সদৃশ দেখার কারণে (তাঁর স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন) সাওদা বিনতে যামআ রা.-কে বললেন, হে সাওদা! তুমি তার (বিতর্কিত সন্তানটির) থেকে পর্দা করবে। ইবনে শিহাব যুহরী র. বলেন, আয়েশা রা. বলেছেন যে, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ - সন্তানের (আইনগত) পিতৃত্ব স্বামীর। আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর। ইবনে শিহাব যুহরী র. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা.-এর নিয়ম ছিল, তিনি এ কথাটি উচ্চস্বরে বলতেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল "فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَكَّةَ فِى الْفَتْحِ" বাক্যে। এ হাদীসটি ইমাম বুখারী র. ১/২৭৬, ১/২৯৫ ওয়াসায়া– ১/৩৮৩, মাগাযী– ২/৬১৬, ফারায়িয– ২/৯৯৯, আহকাম– ২/১০৬৫ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন। عَهِدَ اِلَى اَخِيهِ اى اوصى ঃ অর্থাৎ, অসিয়ত করেছেন। اَلْوَلِيدَةُ ঃ বাঁদী هُوَلَكَ ঃ এর অর্থ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে।

১. هُوَ اَخُوكَ যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরঈ আইন অনুযায়ী নিজের জ্ঞান মুতাবিক সিদ্ধান্ত দিয়ে আবদ ইবনে যাম'আ রা.-কে বাচ্চা দিয়েছেন, যার নাম ছিল আবদুর রহমান ইবনে যামআ, আর যামআর কন্যা হযরত সাওদা বিনতে যামআ রা. পবিত্র অর্ধাঙ্গিনীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, অতএব, যামআ ছিলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শ্বশুর। এ আত্মীয়তার কারণে হতে পারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জেনেছেন যে, যামআ বাঁদীর সাথে সহবাস করেছেন। অতএব, তিনি আবদ ইবনে যামআর ভাই হলেন।

২. দ্বিতীয় অর্থ হল– هُوَلَكَ مِلْكًا অর্থাৎ, হে আবদ ইবনে যামআ! এ বাচ্চা তোমার মালিকানাধীন। কারণ, শরঈ আইন হল, যখন কোন বাঁদী স্বীয় মনিব ছাড়া অন্য কারও দ্বারা সন্তান জন্মদান করে তখন সে মালিকানাধীন ও গোলাম। অতএব, বাপের মালিকানাধীন জিনিস বাপের পর সন্তানের মালিকানা।

ইমাম তাহাবী র. থেকে বর্ণিত আছে, هُوَلَكَ এর অর্থ হল, هُوَبِيَدِكَ অর্থাৎ, এ তোমার কবজায় ও হেফাজতে থাকবে। তুমি রক্ষণাবেক্ষণকারী ও তত্ত্বাবধায়ক। (উমদা ঃ ১১/১৬৮) এ হাদীস দ্বারা এ মাসআলাটিও প্রমাণিত হল যে, স্বাধীনা রমণী শুধু বিয়ের আক্দ দ্বারা স্বামীর বিছানা হয়। আর সন্তানগুলো শুধু স্বামীর দিকে সম্বন্ধযুক্ত হয়। লি'আনের পরিস্থিতি না হলে এ প্রসঙ্গে কারও কোন দাবী ধতর্ব্য হবে না। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, উমদাতুল কারী।

وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ঃ ব্যভিচারীর জন্য পাথর। এর বিশুদ্ধতম অর্থ হল, বঞ্চিত ব্যক্তিকে বলা হয়, তুমি কি নিবে? মাটি আর পাথর। অর্থাৎ, ব্যাভিচারীর জন্য রয়েছে মাহরূমী আর বঞ্চনা। দ্বিতীয় অর্থ কেউ কেউ বলেন, ব্যাভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর। অর্থাৎ, প্রস্তুরাঘাতে হত্যা। তবে এটি প্রশ্ন সাপেক্ষ বিষয়। কারণ, প্রতিটি ব্যাভিচারীর জন্য প্রস্তুরাঘাতে হত্যা নেই।

٣٩٧٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ امْرَاَةً سَرَقَتْ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِى غَزْوَةِ الْفَتْحِ فَفَزِعَ قَوْمُهَا اِلَى اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَسْتَشْفِعُونَهُ، قَالَ عُرْوَةُ فَلَمَّا كَلَّمَهُ اُسَامَةُ فِيهَا تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَتُكَلِّمُنِى فِى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللّٰهِ؟ قَالَ اُسَامَةُ اِسْتَغْفِرْلِى يَا رَسُولَ اللّٰهِ! فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ خَطِيبًا فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ، ثم قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّمَا اَهْلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ اِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَاِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ اَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، ثُمَّ اَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِتِلْكَ الْمَرْاَةِ فَقُطِعَتْ يَدُهَا فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدَ ذٰلِكَ وَتَزَوَّجَتْ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَاْتِى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاَرْفَعُ حَاجَتَهَا اِلٰى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ.

৩৯৭৩/৩১৫. মুহাম্মদ ইবনে মুকাতিল র. ..... হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যামানায় (মক্কা) বিজয় অভিযানের সময়ে জনৈকা মহিলা চুরি করেছিল। তাই তার গোত্রের লোকজন আতংকিত হয়ে গেল এবং উসামা ইবনে যায়েদ রা.-এর কাছে এসে (উক্ত মহিলার

ব্যাপারে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সুপারিশ করার জন্য অনুরোধ করল। (যাতে দণ্ডবিধিরূপে চুরির অপরাধে তার হাত কর্তিত না হয়।) উরওয়া র. বলেন, উসামা রা. এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সা-এর কাছে যখনি কথা বললেন, তখন তাঁর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে গেল। (তিনি ক্রুদ্ধ হলেন।) তিনি উসামা রা-কে বললেন, তুমি কি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত একটি হুকুম (হদ) প্রয়োগ করার ব্যাপারে আমার কাছে সুপারিশ করছ? উসামা রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। এরপর দ্বিপ্রহর হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুত্‌বা দিতে দাঁড়ালেন। যথাযথভাবে আল্লাহ্‌র হাম্‌দ ও প্রশংসা করে বললেন, "পর সমাচার", তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা এ কারণে ধ্বংস হয়েছিল যে, তারা তাদের মধ্যকার অভিজাত শ্রেণীর কোন লোক চুরি করলে তার উপর শরীয়ত নির্ধারিত দণ্ড প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকত। পক্ষান্তরে কোন দুর্বল লোক চুরি করলে তার উপর দণ্ড প্রয়োগ করত। যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, সেই সত্ত্বার শপথ, যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত তা হলে আমি তার হাত কেটে দিতাম। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই মহিলাটির হাত কেটে দিতে আদেশ দিলেন। ফলে তার হাত কেটে দেয়া হল। অবশ্য পরবর্তীকালে সে উত্তম তওবার অধিকারিণী হয়েছিল এবং (বনু সুলাইম গোত্রের এক ব্যক্তির সঙ্গে) তার বিয়ে হয়েছিল। আয়েশা রা. বলেন, এ ঘটনার পর সে (প্রয়োজন হলে) আমার কাছে আসত। আমি তার প্রয়োজন ও সমস্যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে পেশ করতাম।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল فِىْ غَزْوَةِ الْفَتْحِ শব্দে। এ হাদীসটি ইমাম বুখারী র. বর্ণনা করেছেন, শাহাদাতে ৩৬১, হুদূদে ১০০৪, মাগাযীতে ৬১৬ পৃষ্ঠায়। কিতাবুল হুদূদের রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত আরেকটু আছে- فَتَابَ وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا

এ মহিলার নাম ছিল ফাতিমা মাখযূমিয়্যা রা.। ইমাম আহমদ র. এর রেওয়ায়াতে আছে, সে মহিলা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আরজ করেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার তওবা কবুল হতে পারে? তিনি উত্তর দিলেন, আজকে তুমি এরূপ, যেরূপ মায়ের পেট থেকে জন্মের দিন ছিলে। অর্থাৎ, সদ্য প্রসূত সন্তানের ন্যায় নিষ্পাপ- অনুবাদক। যেমন, হাদীস শরীফে আছে- اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَاذَنْبَ لَهٗ

তাছাড়া, এ হাদীস দ্বারা এটাও বুঝা গেল, দণ্ডবিধি কায়েম করার মূল কারণ, গুণাহের কাফ্‌ফারা ও পবিত্রতা নয়, বরং সতর্ক ও ধমক এবং অপরাধ দমন।

তাছাড়া এ হাদীস থেকে এ মাসআলাও জানা গেল যে, আল্লাহ্‌র দণ্ডবিধিতে সুপারিশ করা জায়িয নেই এবং তা শুনাও জায়িয নেই। বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহ যথাস্থানে আসবে।

এ হাদীসটি বাহ্যতঃ মুরসাল। কিন্তু হাদীসের শেষাংশ وَقَالَتْ عَائِشَةُ الخ দ্বারা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এ হাদীসটি উরওয়া হযরত আয়েশা রা. থেকে শুনেছেন। অতএব, কোন প্রশ্ন রইল না।

৩৯৭৪. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حدثنا عَاصِمٌ عَنْ اَبِى عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى مُجَاشِعٌ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ بِاَخِى بَعْدَ الْفَتْحِ، قُلْتُ يَارَسُولَ اللّٰهِ! جِئْتُكَ بِاَخِى لِتُبَايِعَهٗ عَلَى الْهِجْرَةِ، قَالَ ذَهَبَ اَهْلُ الْهِجْرَةِ بِمَا فِيهَا، فَقُلْتُ عَلٰى اَىِّ شَئٍ تُبَايِعُهٗ، قَالَ اُبَايِعُهٗ عَلَى الْاِسْلَامِ وَالْاِيمَانِ وَالْجِهَادِ، فَلَقِيتُ اَبَا مَعْبَدٍ بَعْدُ وَكَانَ اَكْبَرَهُمَا، فَسَاَلْتُهٗ فَقَالَ صَدَقَ مُجَاشِعٌ.

৩৯৭৪/৩১৬. আমর ইবনে খালিদ র. ..... হযরত মুজাশি' রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের পর আমি আমার ভাই (আবু মা'বাদ মুজালিদ)-কে নিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার ভাইকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছি, যেন আপনি তার কাছ থেকে হিজরত করার ব্যাপারে বাইআত গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হিজরতকারীরা (মক্কা বিজয়ের পূর্বে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতকারীগণ) তার সাওয়াব পেয়ে গেছে (হিজরতের সমুদয় মর্যাদা ও বরকত পেয়ে গেছে। এখন মক্কা থেকে হিজরতের সময় শেষ হয়ে গেছে) আমি বললাম, তা হলে কোন্ বিষয়ের উপর আপনি তার কাছ থেকে বাইআত গ্রহণ করবেন? তিনি বললেন, আমি তাঁর কাছ থেকে বাইআত গ্রহণ করব ইসলাম, ঈমান ও জিহাদের উপর। [বর্ণনাকারী আবু উসমান র. বলেছেন] পরে আমি মুজাশি-এর ভাই আবু মাবাদ রা-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি ছিলেন তাঁদের দু'ভাইয়ের মধ্যে বড়। আমি তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, মুজাশি' রা. ঠিক বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল "بَعْدَ الْفَتْحِ" শব্দে। হাদীসটি ইমাম বুখারী র. সংক্ষেপে জিহাদে ৪১৫, ৪১৬, ৪৩৩, মাগাযীতে ৬১৬ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন।

হযরত মুজাশি' রা. এর ভাইয়ের নাম মুজালিদ, উপনাম আবু মা'বাদ রা.। দুজনই সাহাবী ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

৩৯৭৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى بَكْرٍ قَالَ حَدثنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حدثنا عَاصِمٌ عَنْ اَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ عَنْ مُجَاشِعِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ اِنطَلَقْتُ بِاَبِى مَعْبَدٍ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ لِيُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ، قَالَ مَضَتِ الْهِجْرَةُ لِاَهْلِهَا، اُبَايِعُهُ عَلَى الاِسْلَامِ وَالْجِهَادِ فَلَقِيتُ اَبَا مَعْبَدٍ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ صَدَقَ مُجَاشِعٌ، وَقَالَ خَالِدٌ عَنْ اَبِى عُثْمَانَ عَنْ مُجَاشِعٍ اَنَّهُ جَاءَ بِاَخِيهِ مُجَالِدٍ .

৩৯৭৫/৩১৭. মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর র. ..... হযরত মুজাশি' ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (আমার ভাই) আবু মা'বাদ রা. (মুজালিদ)-কে নিয়ে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে গেলাম, যেন তিনি তাঁর কাছ থেকে হিজরতের জন্য বাইআত গ্রহণ করেন। তখন তিনি [নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বললেন, হিজরতের মর্যাদা (মক্কা বিজয়ের পূর্বেকার) হিজরতকারীদের দ্বারা সমাপ্ত হয়ে গেছে। আমি তার কাছ থেকে ইসলাম ও জিহাদের জন্য বাইআত গ্রহণ করব। [বর্ণনাকারী আবু উসমান নাহদী র. বলেন] এরপরে আমি আবু মা'বাদ রা.-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে এই হাদীস সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, মুজাশি' রা. সত্যই বলেছেন। অন্য সনদে খালিদ র. আবু উসমান র.-এর মাধ্যমে মুজাশি' রা. থেকে বর্ণিত যে, তিনি তার ভাই মুজালিদ রা-কে নিয়ে এসেছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ এটি পূর্বোক্ত হাদীসের আরেকটি সনদ। প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে- আবু মা'বাদ উপনাম, আর মুজালিদ হল নাম। অতএব, বিবরণগুলোতে কোন বিরোধ নেই।

৩৯৭৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حدثنا غُنْدَرٌ قَالَ حدثنا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى بِشْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما اِنِّى اُرِيدُ اَنْ اُهَاجِرَ اِلَى الشَّامِ، قَالَ لَاهِجْرَةَ وَلٰكِنْ جِهَادٌ، فَانْطَلِقْ فَاعْرِضْ نَفْسَكَ، فَاِنْ وَجَدتَ شَيْئًا، وَاِلَّا رَجَعْتَ * وَقَالَ النَّضْرُ اخبرنا شعبةُ قَالَ اَخْبَرَ اَبُو بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رض فَقَالَ لَا هِجْرَةَ الْيَوْمَ اَوْ بَعْدَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

৩৯৭৬/৩১৮. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার র. ...... হযরত মুজাহিদ র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনে উমর রা-কে বললাম, আমি সিরিয়া দেশে হিজরত করার ইচ্ছা করেছি। তিনি বললেন, এখন হিজরতের কোন প্রয়োজন নেই, বরং প্রয়োজন আছে জিহাদের। সুতরাং যাও এবং নিজেকে পেশ কর, যদি জিহাদের সাহস খুঁজে পাও (তবে ভাল, গিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ কর)। অন্যথায় (হিজরতের ইচ্ছা থেকে) ফিরে আস।

অন্য সনদে নযর [ইবনে শুমাইল র.].....মুজাহিদ র. থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেছেন,) আমি ইবনে উমর রা-কে (এ কথা) বললে তিনি উত্তর করলেন, বর্তমানে হিজরতের কোন প্রয়োজন নেই অথবা বলেছেন (রাবীর সন্দেহ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরে....। এরপর তিনি উপরোল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসটিকে এখানে প্রসঙ্গক্রমে অন্য হাদীসের সাথে উল্লেখ করেছেন। এ হাদীসটি হিজরতের শুরুতে ৪৩৩ পৃষ্ঠায় এবং মাগাযীতে ৬১৭ পৃষ্ঠায় এসেছে। وَقَالَ النَّضْرُ الخ ঃ এটি তা'লীক। النَّضْرُ নূনের উপর যবর, ض সাকিন। اِبْنُ شُمَيْل শীনে পেশ ـ الشَّمْلُ এর তাসগীর।

৩৯৭৭. حَدَّثَنِى اِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُو عَمْرٍو الْاَوْزَاعِى عَنْ عَبْدَةَ بْنِ اَبِى لُبَابَةَ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ الْمَكِّيِّ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما كَانَ يَقُولُ : لَاهِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ـ

৩৯৭৭/৩১৯. ইসহাক ইবনে ইয়াযীদ র. ..... হযরত মুজাহিদ ইবনে জাব্‌র আল-মক্কী র. থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. বলতেন ঃ মক্কা বিজয়ের পর (মক্কা থেকে) হিজরতের কোন প্রয়োজন অবশিষ্ট নেই।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল بَعْدَ الْفَتْحِ শব্দে। হাদীসটি ৫৫১ পৃষ্ঠায় এবং মাগাযীতে ৬১৭ পৃষ্ঠায় এসেছে। এ হুকুমটি শুধু মক্কা থেকে হিজরত সংক্রান্ত। যেহেতু মক্কা বিজয়ের পর মক্কা মুয়াজ্জমা দারুল ইসলাম হয়ে গেছে, সেহেতু মক্কা থেকে হিজরত শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু মুসলমানদের জন্য যে কোন রাষ্ট্রে যদি মক্কার ন্যায় পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে তবে দারুল হারব তথা শত্রু কবলিত রাষ্ট্র থেকে হিজরতের বিধান কিয়ামত পর্যন্ত আবশ্যক থাকবে। শর্ত শুধু اِنَّمَا الاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ সামনে রাখবে। তথা হিজরতের উদ্দেশ্য যেন হয় দীনের হেফাজত ও সংশোধন।

৩৯৭৮. حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِى الاَوْزَاعِىُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِى رَبَاحٍ قَالَ زُرْتُ عَائِشَةَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، فَسَاَلَهَا عَنِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَتْ لَاهِجْرَةَ الْيَوْمَ، كَانَ الْمُؤْمِنُ يَفِرُّ اَحَدُهُم بِدِيْنِهِ اِلَى اللّٰهِ وَ اِلٰى رَسُولِهِ ﷺ مَخَافَةَ اَنْ يُفْتَنَ، فَاَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ اَظْهَرَ اللّٰهُ الاِسلامَ، فَالْمُؤْمِنُ يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاءَ، وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ـ

৩৯৭৮/৩২০. ইসহাক ইবনে ইয়াযীদ র. .... হযরত ‘আতা ইবনে আবু রাবাহ্ র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উবাইদ ইবনে উমাইর র.সহ হযরত আয়েশা রা-এর সাক্ষাতে গিয়েছিলাম। সে সময় উবাইদ র. তাঁকে হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, বর্তমানে হিজরতের কোন প্রয়োজন নেই। পূর্বে মু’মিন ব্যক্তির এ অবস্থা ছিল যে, সে তার দীনকে ফিত্‌নার হাত থেকে হিফাজত করতে হলে তাকে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের দিকে (মদীনার দিকে) চলে যেতে হত। কিন্তু বর্তমানে (মক্কা বিজয়ের পর) আল্লাহ্ ইসলামকে বিজয় দান করেছেন। তাই এখন মু’মিন যেখানে যেভাবে চায় আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে পারে। বর্তমানে জিহাদ এবং জিহাদের নিয়্যত অবশিষ্ট আছে। (অর্থাৎ, খুলুসে নিয়তের সাথে জিহাদের ফলে সওয়াব ও ফযীলতের যোগ্য হবে।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল لَاهِجْرَةَ الْيَوْمَ اى بَعْدَ الْفَتْحِ বাক্যে। যেহেতু হিজরতের প্রশ্ন মক্কা বিজয়ের পর ছিল সেহেতু لَاهِجْرَةَ الْيَوْمَ দ্বারা এর উত্তর দেয়া হয়েছে। কারণ, এখন মক্কা থেকে হিজরতের হুকুম খতম হয়ে গেছে। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে দারুল হরব থেকে হিজরতের হুকুম অবশিষ্ট আছে এবং অবশিষ্ট থাকবে।

٣٩٧٩. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حدثنا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ أَخْبَرنِي حَسَنُ بنُ مُسلِمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ يَومَ الفَتحِ، فَقَالَ : إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَومَ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ والأَرضَ فَهِيَ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللّٰهِ إِلَى يَومِ القِيَامَةِ، لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعدِي، وَلَمْ تَحلِلْ لِي قَطُّ إِلَّا سَاعَةً مِنَ الدَهرِ، لَا يُنفَرُ صَيدُهَا وَلَا يُعضَدُ شَوكُهَا، وَلَا يُختَلَى خَلَاهَا وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنشِدٍ، فَقَالَ العَبَّاسُ بنُ عَبدِ المُطَّلِبِ إِلَّا الإِذْخِرَ يَارَسُولَ اللهِ؟ فَإِنَّهُ لَابُدَّ مِنهُ لِلقَينِ وَالبُيُوتِ، فَسَكَتَ ثم قَالَ الإِذْخِرُ، فَإِنَّهُ حَلَالٌ * وَعَنِ ابنِ جُرَيجٍ أَخْبَرنِي عَبدُ الكَرِيمِ عَنْ عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ بِمِثْلِ هٰذَا او نَحوِ هٰذَا، رَوَاهُ أَبُو هُرَيرَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৩৯৭৯/৩২১. ইসহাক র. .... হযরত মুজাহিদ র. থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুত্‌বার জন্য দাঁড়িয়ে বললেন, যেদিন আল্লাহ্ সমুদয় আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, সেদিন থেকেই তিনি মক্কা নগরীকে সম্মান দান করেছেন। তাই আল্লাহ্ কর্তৃক এ সম্মান প্রদানের কারণে এটি কিয়ামত দিবস পর্যন্ত সম্মানিত থাকবে। আমার পূর্বেকার কারো জন্য তা (কখনো) হালাল করা হয়নি, আমার পরবর্তী কারো জন্যও তা হালাল করা হবে না। আর আমার জন্যও মাত্র একদিনের সীমিত অংশের জন্যই তা হালাল করা হয়েছিল। এখানে (হেরেমের সীমায়) অবস্থিত শিকারকে তাড়ানো যাবে না, কাঁটাযুক্ত বৃক্ষের কাঁটাতেও কাস্তে ব্যবহার করা যাবে না এবং তার ঘাসও কাটা যাবে না, রাস্তায় পড়ে থাকা কোন জিনিসকে (মালিকের হাতে পৌঁছিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে) হারানো প্রাপ্তি সংবাদ প্রচারকারী ব্যতীত অন্য কেউর তোলা জায়িয নেই। এ ঘোষণা শুনে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইয্‌খির ঘাস ব্যতীত। (অর্থাৎ, ইযগির ঘাস কাটার অনুমতি দিন।) কারণ, ইয্‌খির ঘাস আমাদের স্বর্ণকার ও বাড়ির (ঘরের ছাউনির) কাজে প্রয়োজন হয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ থাকলেন। এর কিছুক্ষণ পরে বললেন, ইয্‌খির ব্যতীত। ইয্‌খির ঘাস কাটা জায়েয। অন্য সনদে ইবনে জুবাইর র. .... ইবনে আব্বাস রা. থেকে অনুরূপ বা এমনটি বর্ণিত রয়েছে। তাছাড়া এ হাদীস আবু হুরায়রা রা.ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল "يَومُ الفَتحِ" শব্দে। মুজাহিদ তাবিঈ। অতএব, এ হাদীসটি মুরসাল হল। কিন্তু এ বুখারীতেই কিতাবুল হজ্জে ২১৬ পৃষ্ঠায় মুত্তাসিল রূপে বর্ণিত আছে– عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاؤسٍ عَنِ ابنِ عَبَاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

তাছাড়া কিতাবুল জিহাদে ৩৯৬ পৃষ্ঠায় মুজাহিদের এই রেওয়ায়াত মুত্তাসিল রূপে বিদ্যমান আছে– عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاؤسٍ عَنِ ابنِ عَبَاسٍ رض أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يومَ الفَتحِ -

আর তৃতীয় স্থানে এখানে মাগাযীতে (৬১৭ পৃষ্ঠা) মুরসাল রূপে আছে।

لَا يُعْضَدُ شَوْكُهَا ঃ এর কাঁটাযুক্ত গাছ কর্তন করা যাবে না। যেহেতু কাঁটাযুক্ত গাছ কাটা নিষেধ, সেহেতু অন্য গাছ কর্তন নিষেধ হবে উত্তমরূপেই।

وَذِكْرُ الشَّوكِ دَالٌّ عَلٰى مَنعِ قَطعِ سَائِرِ الأشْجَارِ بِالطَّرِيقِ الأولٰى ـ

হেরেমের সীমা

হেরেমের সীমা দ্বারা উদ্দেশ্য মক্কা মুয়াজ্জামার দিকের সে নির্দিষ্ট অংশ যার সীমানায় আল্লাহ্ তা'আলা এর আদব ও সম্মানের কারণে কোন কোন জিনিস হারাম করে দিয়েছেন, যেগুলো হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। এই যে অংশটি মক্কা মুয়াজ্জমার মাহাত্ম্য ও সম্মানের কারণে সুনির্দিষ্ট– কাসতালল্লানী শরহে বুখারী সুত্রে বুখারীর টীকায় ২১৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে– وَحَدُّهُ مِنْ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ عَلٰى ثَلٰثَةِ أَمْيَالٍ -এ সীমাই দুররে মুখতারের কিতাবুল হজ্জে কাব্যাকারে বর্ণনা করা হয়েছে। সহজে মুখস্থ করার জন্য আমি কাব্য ও লুগাতুল কুরআন (দ্বিতীয় খণ্ড) থেকে তরজমাসহ বর্ণনা করছি–

وَلِلْحَرَمِ التَّحدِيدُ مِنَ الأرضِ طَيِّبَةٍ * ثَلٰثَةُ أَمْيَالٍ إِذَا رَمْتَ إِتقَانَهُ ـ

'হেরেমের সীমা মদীনা তাইয়্যিবার দিক থেকে ৩ মাইল, হে সম্বোধিত ব্যক্তি! যখন তুমি এর হেফাজতের ইচ্ছা করবে।'

سَبْعَةُ أَمْيَالٍ عِرَاقٍ وطَائِف * وَجِدَّةِ عَشْرٌ ثم تِسْعٌ جِعِرَّانَه ـ

'আর ইরাক ও তায়েফের দিক থেকে ৭ মাইল, জিদ্দার দিক থেকে ১০ মাইল, জি'রানার দিক থেকে ৯ মাইল।'

وَمِنْ يَمَنٍ سَبْعٌ بِتَقدِيمِ سِينِهَا * وَقَدْ كَمُلَتْ فَاشكُرْ لِرَبِّكَ إحسَانَهُ ـ

'ইয়ামানের দিক থেকে ৭ মাইল, আলবৎ হেরেমের সীমাগুলো পূর্ণ হয়ে গেল। অতএব, তুমি তোমার প্রভুর এহসানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।'

কাব্যের প্রথম ছন্দে سَبْعٌ بِتَقدِيمِ سِينٍ বলা হয়েছে, যাতে تِسْعٌ এর সাথে মিশে না যায়।

নোট ঃ হেরেমে মক্কার সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু মাসায়েলের জন্য ৩০৭ নং হাদীসের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

٢٢١٨. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، ثُمَّ أَنزَلَ اللّٰهُ سَكِينَتَهُ إِلٰى قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ ـ

২২১৮. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ الخ এবং হুনাইনের যুদ্ধের দিনে যখন তোমাদেরকে (মুসলমানদেরকে) উৎফুল্ল করেছিল তোমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা, কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল, অবশেষে তোমরা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে পালিয়েছিলে। এরপর আল্লাহ্ তাঁর কাছ থেকে তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের উপর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং (তাদের সাহায্যার্থে) এমন এক সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করেন যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি এবং তিনি তাদের দ্বারা কাফিরদেরকে শাস্তি দিয়েছেন। এটাই কাফিরদের কর্মফল এরপরও (মু'মিনদের মধ্যে) যার প্রতি তিনি ইচ্ছা করবেন তার ক্ষেত্রে ক্ষমাপরায়ণও হতে পারেন আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (৯ ঃ ২৫ – ২৭)

ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত আয়াতগুলো সূরা তাওবার। এ আয়াতের শুরুতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সে নেয়ামত ও এহসানের কথা উল্লেখ করেছেন, যেগুলো বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জায়গায় তিনি করেছেন। যেমন– বদর যুদ্ধ, মক্কা বিজয় ইত্যাদি।

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِىْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ - অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা বহু স্থানে তোমাদের মদদ করেছেন। হুনাইনের দিনেও আল্লাহ্ তা'আলা সাহায্য করেছেন....... । আয়াতের অনুবাদ উপরে এসেছে। হুনাইন যুদ্ধের কথা বিশেষ ভাবে এজন্য উল্লেখ করেছেন যে, তাতে আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ও মদদ বিস্ময়করভাবে ও স্পষ্ট আকারে হয়েছিল। যার ফলে শত্রুদেরও এর স্বীকৃতি দিতে হয়েছে। অতএব, অনুচ্ছেদের অধীনে আসন্ন হাদীসগুলো এবং ইতিহাস ও সীরাতের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থরাজি থেকে হুনাইন যুদ্ধের ঘটনা কিছুটা বিস্তারিত আকারে বর্ণনা করা আবশ্যক। যাতে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসগুলো বুঝতে সহজ হয়।

হুনাইন যুদ্ধ ঃ শাওয়াল অষ্টম হিজরী

হুনাইন (হা এবং তাসগীরের নূনসহ) মক্কা মুয়াজ্জমা ও তায়েফের মাঝে অবস্থিত একটি স্থানের নাম। এটি মক্কা মুয়াজ্জমা থেকে ১০ মাইলেরও কিছু বেশি দূরে অবস্থিত। এখানে হাওয়াযিন ও সাকীফ গোত্র আবাদ ছিল। এসব গোত্র আরবের নামকরা প্রসিদ্ধ বাহাদুর দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ও তীরন্দাজ ছিল। তারা মক্কা বিজয়ের সংবাদ পেয়ে মনে করল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার আমাদের উপর আক্রমণ করে বসেন কিনা। এজন্য উভয় গোত্রের অভিজাত ও শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ সমবেত হয়ে সিদ্ধান্ত নিল যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। এ পর্যন্ত মুসলমানদের যেসব গোত্রের মুখোমুখি হতে হয়েছে তারা এ ময়দানের লোক ছিল না। মুসলমান কর্তৃক আমাদের উপর আক্রমণের পূর্বে আগেই তাদের উপর আমাদের আক্রমণ করা উচিত।

এ আন্দোলনের নেতা ছিলেন মালিক ইবনে আউফ নযরী, যিনি পরবর্তীতে মুসলমান হয়েছেন এবং ইসলামের সুমহান ঝাণ্ডাবাহী প্রমাণিত হয়েছেন। তখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণে সবচেয়ে বেশি স্প্রীট ছিল তারই মধ্যে। অতএব, মালিক ইবনে আউফ নযরী হাওয়াযিন ও সাকীফের সমস্ত লোকদেরকে সমবেত করলেন। হাওয়াযিনের দু'দল– বনু কা'ব ও বনু কিলাবের মধ্য থেকে কেউ অংশগ্রহণ করেনি। বনু জুশুমের সব লোক অংশগ্রহণ করল। এ গোত্রের সরদার ছিলেন দুরাইদ ইবনে সিম্মা। যদিও বার্ধক্যের কারণে তিনি নড়াচড়াও করতে পারতেন না, অনুভূতি শক্তিও ছিল না, তা সত্ত্বেও বর্ষীয়ান, অভিজ্ঞ ও যুদ্ধ সম্পর্কে পারদর্শী হওয়ার কারণে তাকেও সাথে নিয়ে নেন। যাতে পরামর্শে সাহায্য লাভ করতে পারেন। তারা যখন নেহায়েত জোশ ও আবেগ নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে মুকাবিলা করার জন্য রওয়ানা দেয় তখন মালিক ইবনে আউফ সবাইকে তাকিদ দিলেন, সবার পরিবার পরিজন যেন সাথে থাকে। যাতে খুব দৃঢ়তার সাথে মুকাবিলা করতে পারে এবং কেউ স্বীয় পরিবার পরিজন ছেড়ে পালাতে না পারে।

তারা আওতাসে পৌঁছলে দুরাইদ জিজ্ঞেস করল, এ স্থানটির নাম কি? লোকজন উত্তর দিল, আওতাস। দুরাইদ বলল, এ স্থানটি যুদ্ধের জন্য নেহায়েত যুৎসই। তবে এসব আওয়াজ কিসের? আমি উটের চিৎকার, গাধার চিৎকার, বকরীর আওয়াজ ও শিশুদের কান্না শুনতে পাচ্ছি। লোকজন বলল, মালিক ইবনে আউফ লোকজনের সাথে তাদের মাল-সামান ও পরিবার পরিজনকেও নিয়ে এসেছেন। দুরাইদ বলল, তিনি মারাত্মক ভুল করেছেন। পরাজিতরা কি কিছু ফেরত নিয়ে যেতে পারে? যুদ্ধে নেজা, তলোয়ার ছাড়া অন্য কিছুই কোন কাজে আসে না। যদি তোমাদের পরাজয় ঘটে তবে সমস্ত পরিবার পরিজনের জিল্লতি ও অপমানের কারণ হবে। অতএব, উত্তম হল, সমস্ত পরিবার পরিজনকে সৈন্য বাহিনীর পিছনে কোন সংরক্ষিত জায়গায় রেখে যাওয়া। বিজয় হলে সবাই এসে মিলবে, আর পরাজয় ঘটলে শিশু ও রমণীরা দুশমনের হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা পাবে ও নিরাপদ থাকবে।

কিন্তু মালিক ইবনে আউফ যৌবনের আবেগে বললেন, আল্লাহ্র শপথ! তা হতে পারে না। আপনি বুড়ো হয়ে গেছেন, আপনার বিবেকও বৃদ্ধ হয়ে গেছে। অতঃপর হাওয়াযিন ও সাকীফকে সম্বোধন করে বললেন, তোমরা আমার কথা মানবে তো ভাল, অন্যথায় আমি এখনই আত্মহত্যা করব। সবাই বলল, আমরা আপনার সাথে আছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাদের এ পরিস্থিতির সংবাদ পেলেন, তখন তিনি আবদুল্লাহ ইবনে হাদরাদ আসলামী রা.-কে সংবাদের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য পাঠালেন। হুনাইন যেয়ে তিনি গোপনে যাঁচাই করলেন। এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তাদের রণপ্রস্তুতির সংবাদ দিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুয়াজ্জমায় আত্তাব ইবনে আসীদ রা.-কে অধিনায়ক বানালেন, হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রা. কে ইসলামী শিক্ষাদানের জন্য রেখে তিনি নিজে মুকাবিলায় যাবার প্রস্তুতি আরম্ভ করলেন। কুরাইশ নেতা সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া থেকে ১০০ লৌহ বর্ম ধার নেন, এমনিভাবে নাওফাল থেকে নেন ৩ হাজার নেজা।

৬ শাওয়াল অষ্টম হিজরীতে শনিবারে ১২ হাজার সদস্যের এক বাহিনী নিয়ে মক্কা মুকাররমা থেকে হুনাইন অভিমুখে রওয়ানা হন। এতে ১০ হাজার সাহাবী ও সেসব মুহাজির ও আনসার ছিলেন, যারা মদীনা মুনাওয়ারা থেকে তাঁর সাথে এসেছিলেন। যাঁদের হাতে আল্লাহ্ তা'আলা মক্কা বিজয় করিয়েছিলেন। অবশিষ্ট দু হাজার ছিলেন মক্কাবাসী।

এটাই ছিল প্রথম সুযোগ যে, মুসলমান ১২ হাজার বীর বাহাদুর সৈন্য নিয়ে শত্রুর মুকাবিলায় বেরিয়েছেন। যুদ্ধের সরঞ্জামও অন্য সবসময় থেকে বেশি ছিল। আর তাঁরা বদর ও উহুদের ময়দানে দেখেছেন যে, শুধু ৩১৩ জন রসদপত্র হীন নিরস্ত্র লোক ১ হাজারের দুর্ধর্ষ বীর বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করেছেন। ফলে আজকের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও প্রস্তুতি দেখে কারও মুখ থেকে এমনিতেই বেরিয়ে পড়ল لَنْ نُغْلَبَ الْيَوْمَ مِنْ قِلَّةٍ অর্থাৎ, আজকে আমরা সংখ্যলঘিষ্ঠতার কারণে পরাস্ত হব না। যাতে স্বীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর গর্ব ছিল। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও শক্তির উপর ভরসা করার এ উক্তি অপছন্দ হল। বরং বিজয় ও কামিয়াবী নির্ভর করে আল্লাহ তা'আলার সাহায্যের উপর। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ . যখন ইসলামী সৈন্যবাহিনী হুনাইন উপত্যকায় পৌঁছল তখন হাওয়াযিন ও সাকীফ গোত্রের লোকজন উভয় দিকে গোপন ঘাঁটিতে লুকিয়ে বসেছিল। মালিক ইবনে আউফ তাদেরকে প্রথমেই দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন যে, তলোয়ারের খাপ সব ভেঙ্গে ছুঁড়ে ফেলে দাও এবং ইসলামী বাহিনী যখন এদিক দিয়ে আসবে তখন সবাই একযোগে তলোয়ার নিয়ে তাদের উপর আক্রমণ চালাও। ফলে উষাকালের অন্ধকারে যখন ইসলামী বাহিনী এই দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী গিরিপথ দিয়ে অতিক্রম করতে লাগল তখন শত্রুরা আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে বসল। ফলে মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। খুবই নগন্য সংখ্যক সাহাবী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে অটল থাকলেন। সাহাবায়ে কিরামের মধ্য থেকে যে সব নবীপ্রেমিক জানবাজ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিলেন তাঁদের সংখ্যার ব্যাপারে বিভিন্ন রকম বিবরণ রয়েছে। যেগুলো রেওয়ায়াতে আসবে এবং সেখানেই রেওয়ায়াতগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের বিবরণও আসবে।

ইসলামী সৈন্যবাহিনীতে মক্কা মুকাররমার অনেক নওমুসলিম ও অর্ধমুসলিমও ছিল, যাদের মনোরঞ্জন করা হয়েছিল। কেবলমাত্র মক্কা বিজয়ের সময় তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। এখনও ইসলাম তাদের অন্তরে সুদৃঢ় হয়নি। আর কিছুতো পৌত্তলিকই ছিল, যারা দলে ভিড়েছে। তারা বস্তুতঃ অন্তর থেকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। তারা হুবহু রণক্ষেত্রে কাজের বেলায় ধোঁকা দিয়েছে। যার ফলে মুসলমানদের পা উপড়ে যায়। শুধুমাত্র কয়েকজন নবীপ্রেমিক যেমন– হযরত আবু বকর, উমর, আলী রা. প্রমুখ থেকে যান। কিন্তু রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সাওয়ারির উপর দৃঢ়পদ থাকেন। হটার পরিবর্তে সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে আহ্বান করলেন, হে আল্লাহ্র বান্দারা! এদিকে এস, আমি আল্লাহ্র রাসূল। হযরত আব্বাস রা. ছিলেন উচ্চকণ্ঠী। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নির্দেশ দিলেন মুহাজির ও আনসারীদেরকে আওয়াজ দিন। হুকুম অনুযায়ী হযরত আব্বাস রা. সুউচ্চস্বরে আহ্বান করলেন, হে আনসার সম্প্রদায়! হে বাইআতে রিযওয়ানে অংশগ্রহণকারীরা!

হযরত আব্বাস রা. এর আওয়াজ শুনেই মুসলমানরা ফিরে এল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই নবুওয়ত মশালের প্রজাপতিরা তাঁর আশেপাশে সমবেত হয়ে যায়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের উপর

আক্রমণের নির্দেশ দেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মুষ্টি মাটি নিয়ে কাফিরদের দিকে নিক্ষেপ করেন, আর বলেন, "شَاهَتِ الْوُجُوه" - 'মন্দ হোক এসব চেহারা'। মুসলিম শরীফের এক রেওয়ায়াতে আছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মুষ্টি মাটি নিক্ষেপের পর বলেছেন- اِنْهَزَمُوا وَرَبِّ مُحَمَّد। 'শপথ মুহাম্মদের প্রভুর! তারা পরাস্ত হয়েছে।'

এমন কোন লোক বাকি ছিল না যাদের চোখে এ মাটির মুষ্টি থেকে ধূলো পৌঁছেনি। তৎক্ষণাৎ যুদ্ধের রং পাল্টে যায়। শত্রুদের পা উপড়ে যায়, তারা রণক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যায়। দুশমনদের ৭০ জন নিহত হয়। বহু গ্রেফতার হয়। অগণিত গনিমতের সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়।

৬ হাজার মহিলা ও শিশু বন্দী। ২৪ হাজার উট, ৪০ হাজার বকরী, ৪ হাজার উকিয়া রূপা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দেন যেন সমস্ত গনিমতের সম্পদ জি'রানায় জমা করা হয় এবং স্বয়ং তিনি তায়েফে তাশরীফ নেন।

এর বিবরণ "بَابُ غَزْوَةِ طَائِف" এ ইনশাআল্লাহ আসবে।

৩৯৮০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيلُ قَالَ رَاَيْتُ بِيَدِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ اَبِىْ اَوْفٰى ضَرْبَةً قَالَ ضُرِبْتُهَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ قُلْتُ شَهِدْتَ حُنَيْنًا؟ قَالَ قَبْلَ ذٰلِكَ۔

৩৯৮০/৩২২. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে নুমাইর র. ..... হযরত ইসমাঈল (ইবনে আবূ খালিদ) র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু আওফা রা-এর হাতে একটি আঘাতের চিহ্ন দেখতে পেয়েছি। (আঘাতের চিহ্নের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি?) তিনি বলেছেন, হুনাইনের (যুদ্ধের) দিন নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে থাকা অবস্থায় আমাকে এ আঘাত করা হয়েছিল। আমি বললাম, আপনি কি হুনাইন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন? তিনি বললেন, এর পূর্বের যুদ্ধগুলোতেও অংশগ্রহণ করেছি। (অর্থাৎ, এর পূর্বেও বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি যেমন- হুদাইবিয়া, খন্দক।)

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল "يَوْمَ حُنَيْنٍ" শব্দে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা রা. আসহাবে শাজারা তথা বাইআতে রিযওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ৮৬ বৎসর বয়সে কুফায় তিনি ওফাত লাভ করেন। ইমাম আজম আবু হানীফা র. তাঁর সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য ও মর্যাদা লাভ করেছেন। কারণ, ইমাম আজম র. এর জন্ম হয় বিশুদ্ধতম উক্তি অনুযায়ী ৮০ হিজরীতে। এ হিসেবে তখন ইমাম আজম র. এর বয়স ছিল ৬ বছর।

দ্বিতীয় উক্তি হল, ইমাম আজম র. এর জন্ম হয় ৭০ হিজরীতে। এ হিসেবে ইমাম র. এর বয়স হবে তখন ১৬ বছর। উভয় অবস্থাতেই সাহাবীর সাথে তাঁর সাক্ষাত প্রমাণিত হবে। (উমদাতুল কারী ঃ ১৭/২৯৫)

৩৯৮১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا اَبَا عُمَارَةَ! اَتَوَلَّيْتَ يَوْمَ حُنَيْنٍ؟ فَقَالَ اَمَّا اَنَا فَاَشْهَدُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ لَمْ يُوَلِّ، وَلٰكِنْ عَجِلَ سُرْعَانُ الْقَوْمِ، فَرَشَقَتْهُمْ هَوَازِنُ وَاَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ اٰخِذٌ بِرَأْسِ بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ، يَقُولُ اَنَا النَّبِىُّ لَاكَذِبْ اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ۔

৩৯৮১/৩২৩. মুহাম্মদ ইবনে কাসীর র. .... আবু ইসহাক র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি হযরত বারা ইবনে আযিব রা-কে বলতে শুনেছি যে, এক ব্যক্তি এসে তাকে জিজ্ঞেস করল, হে আবু উমারা! (বারা রা.-এর উপনাম) হুনাইনের যুদ্ধের দিন আপনি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিলেন কি? তখন তিনি বলেন যে, আমি তো নিজেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেননি। (স্বস্থান থেকে পিছু হটেন নি) তবে মুজাহিদদের অগ্রবর্তী যোদ্ধাগণ (গনিমত কুড়ানোর কাজে) তাড়াহুড়া করলে হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা তাঁদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে থাকে। এ সময় আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিস রা. রাসূল সা-এর সাদা খচ্চরটির মাথা ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলছিলেন, أَنَا النَّبِيُّ لَاكَذِبْ * أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ 'আমি যে আল্লাহ্‌র নবী তাতে মিথ্যার লেশমাত্র নেই, আমি তো (কুরাইশ নেতা) মুত্তালিবের সন্তান।'

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল "أَتَوَلَّيْتَ يَوْمَ حُنَيْنٍ" বাক্যে।

এ হাদীসটি জিহাদে ৪০২ ও মাগাযীতে ৬১৭ পৃষ্ঠায় এসেছে। أَبَا عُمَارَةَ ঃ আইনের উপর পেশ। এটি বারা ইবনে আযিব রা. এর উপনাম। أَتَوَلَّيْتَ ঃ হামযা ইসতিফহামের জন্য (প্রশ্নবোধক) সংবাদ অন্বেষণের ভিত্তিতে অর্থাৎ, আপনি পরাস্ত হয়েছেন? أَمَّا أَنَا فَاَشْهَدُ ঃ এখান থেকে হযরত বারা ইবনে আযিব রা. এর উত্তর। উত্তরটি হিকমতপূর্ণ। কারণ, প্রশ্নকারীর প্রশ্ন ব্যাপক। যার ফলে গোটা দলের অন্তর্ভুক্তির সন্দেহ হয়। অথচ এমনকি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেও পলায়নের অন্তর্ভুক্ত মনে করছে। যেমন– পরবর্তী ৩২৪ নং রেওয়ায়াতে প্রশ্নকারীর শব্দ বহুবচনে وَلَّيْتُمْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ রয়েছে। অতঃপর বারা রা. এর তৃতীয় হাদীস ৩২৫ নং এর শব্দ হল أَفَرَرْتُمْ । এ তিনটি রেওয়ায়াত দ্বারা সন্দেহ হয় যে, প্রশ্নকারী পিছনে পলায়ন কর্মের অন্তর্ভুক্ত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কেও মনে করছিল। এজন্য বারা রা. উত্তর দিলেন যে, পলায়ন তো হয়েছে কিন্তু সবার থেকে নয় বরং কেউ কেউ পালিয়েছে। আর কেউ কেউ এর মধ্যে হযরত বারা রা. বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ সা-কে ব্যতিক্রমভুক্ত করেছেন। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় স্থানে দৃঢ়পদ ও অটল থাকেন। ইমাম নববী র. বলেন, هَذَا الْجَوَابُ مِنْ بَدِيعِ الْأَدَبِ - এতো উচ্চ পর্যায়ের শিষ্টাচারমূলক উত্তর। হতে পারে প্রশ্নকারী আয়াতে কারীমার শব্দ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ থেকে ব্যাপকতা বুঝে হযরত বারা রা.-কে জিজ্ঞেস করেছেন, তখন বারা রা. বললেন, এটি ব্যাপক, তবে তা থেকে কিছু সংখ্যককে খাস (ব্যতিক্রমভুক্ত) করে নেয়া হয়েছে।

কিছু সন্দেহের অবসান

সন্দেহ হয় যে, হুনাইনের যুদ্ধে ইসলামী সৈন্য ছিল ১২ হাজার, তন্মধ্যে ১০ হাজার ছিলেন মুহাজির ও আনসার। অতএব, দুশমনদের আকস্মিক আক্রমণে মক্কার নও মুসলিমরা পলায়ন করে, যাদের মনোরঞ্জন করা হয়েছিল। তাদের সাথে সাহাবায়ে কিরাম যে পালিয়েছেন, যেমন– এ রেওয়ায়াত ও এর পরবর্তী রেওয়ায়াতগুলো দ্বারা বুঝা যায়– এটা কিভাবে জায়িয হল? কারণ, জিহাদের ময়দান থেকে পালানো বিশেষতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপস্থিতিতে– না জায়িয ও কবীরা গুনাহ। যেমন– হযরত আবু হুরায়রা রা. এর রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ . এ ৭টি ধ্বংসাত্মক গুনাহ থেকে প্রথমটি হল– আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করা। আর ষষ্ঠটি হল– রণাঙ্গণ থেকে যুদ্ধের দিন পালিয়ে যাওয়া। (মুসলিম শরীফ ঃ ১/৬৪)

উত্তর ঃ ১.পৃষ্ঠ প্রদর্শন ও পালানো তখন নাজায়িয, যখন শত্রুদের সংখ্যা দ্বিগুণ অথবা তার চেয়ে কম হয়। কিন্তু এখানে শত্রুসংখ্যা এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী ২৪ হাজার, অপর রেওয়ায়াত অনুযায়ী ২৮ হাজার। যেমন– হাফিজ আসকালানী র. বলেন– وَالْعُذْرُ لِمَنْ انْهَزَمَ مِنْ غَيْرِ الْمُؤَلَّفَةِ اِنَّ الْعَدُوَّ كَانُوا اَضْعَفَهُمْ فِى

الْعَدَدُ وَاَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ (ফাতহুল বারী ঃ ৮/২২) এর অর্থ হল, নওমুসলিম ছাড়া সাহাবার সংখ্যা ছিল ১০ হাজার। আর শত্রুসংখ্যা ছিল ২৪ হাজার বা ২৮ হাজার। যে কোন অবস্থাতেই এখানে দ্বিগুণের বেশি ছিল।

২. দ্বিতীয় উত্তর হল– রণাঙ্গণ থেকে যে পলায়ন ও পৃষ্ঠপ্রদর্শন নাজায়িয, সেটি হল এরূপ পলায়ন যাতে যুদ্ধে অংশগ্রহণের ইচ্ছা থাকে না। কিন্তু এখানে সাহাবায়ে কিরাম রণক্ষেত্র থেকে পালননি। বরং অমুসলিমদের আকস্মিক তীরের আক্রমণ থেকে মুসলিম সাহাবীদের আশ্রয়ে গেছেন। অর্থাৎ, শুধু ছত্রভঙ্গ হয়েছেন। আবার যখন হযরত আব্বাস রা. এর আওয়াজ সাহাবীদের কানে পৌঁছল, তখন কয়েক মিনিটের মধ্যে সমস্ত সাহাবা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট সমবেত হন এবং নেহায়েত বীরত্বের সাথে শত্রুদের মুকাবিলা করেন। তাছাড়া পরবর্তীতে আসন্ন রেওয়ায়াত দ্বারাও এর সমর্থন হয়। যার শব্দরাজি হল– كَانَتْ لِلْمُسْلِمِيْنَ جَوْلَةٌ অর্থাৎ, মুসলমানরা শুধু আগে-পিছে চক্করে পড়ে যায়।

৩. তৃতীয় উত্তর হল, বাস্তবে পলায়ন তখন হবে যখন সেনাপ্রধানও পালিয়ে যান। কিন্তু এখানে সেনাপ্রধান দৃঢ়পদ থাকেন। যেমন– হযরত বারা রা. বলেন, اِنَّهُ لَمْ يُوَلِّ.

দ্বিতীয় সংশয়

এ রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা গেল, আবু সুফিয়ান ইবনে হারিস (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচাত ভাই) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খচ্চরটির লাগাম নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। কিন্তু সহীহ মুসলিমে হযরত আব্বাস রা. এর রেওয়ায়াতে আছে– اِنَّهُ اَخَذَ بِلِجَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ। (মুসলিম শরীফ ঃ ২/১০০)

উভয় রেওয়ায়াতের মাঝে বাহ্যত বিরোধ রয়েছে।

উত্তর ঃ প্রথমে আবু সুফিয়ান রা. খচ্চরটির লাগাম নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। কিন্তু শত্রুদের আকস্মিক আক্রমণে যখন মুসলমানরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুদের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য খচ্চরটিকে আঘাত করেন তখন আব্বাস রা. আশঙ্কার ফলে আবু সুফিয়ানের হাত থেকে লাগাম নিজের হাতে নিয়ে নেন। অতএব, কোন বিরোধ রইল না।

٣٩٨٢. حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ قِيْلَ لِلْبَرَاءِ وَاَنَا اَسْمَعُ اَوَلَّيْتُمْ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ؟ فَقَالَ اَمَّا النَّبِىُّ ﷺ فَلَا، كَانُوْا رُمَاةً فَقَالَ اَنَا النَّبِىُّ لَاكَذِبْ. اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ.

৩৯৮২/৩২৪. আবুল ওয়ালীদ র. .... আবু ইসহাক র. থেকে বর্ণিত, আমি শুনলাম যে হযরত বারা ইবনে আযিব রা-কে জিজ্ঞেস করা হল, হুনাইন যুদ্ধের দিন আপনারা কি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিলেন? তিনি বললেন, কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেননি। (বরং দৃঢ়পদ থেকেছেন) তবে তারা (হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা) ছিল দক্ষ তীরন্দাজ, [এ কারণে তারা তীর বর্ষণ আরম্ভ করলে সবাইকে পেছনে হটে যেতে হয়েছে। নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেছনে হটেননি]। তিনি (অটলভাবে দাঁড়িয়ে) বলছিলেন, আমি যে আল্লাহ্‌র নবী এতে কোন মিথ্যা নেই। আমি (তো কুরাইশ নেতা) আবদুল মুত্তালিবের সন্তান।

ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত হাদীসের এটি দ্বিতীয় সূত্র।

كَانُوْا ঃ অর্থাৎ, হাওয়াযিন। رُمَاةً শব্দটি رَامِىْ এর বহুবচন। এখানে ইবারত উহ্য আছে। উহ্য ইবারতটি নিম্নরূপ–

كَانُوا رُمَاةً فَرَشَقُوهُم رَشْقًا فَانْهَزَمُوا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَنَا النَّبِيُّ لَاكَذِبَ الخ ـ

اَنَا النَّبِيُّ لَاكَذِبَ-এর অর্থ দু'ধরনের বর্ণনা করা হয়।

১. আল্লামা আইনী র. বলেন, فَاَشَارَبِه اِلَى اَنَّ صِفَةَ النُّبُوَّةِ تُنَافِى الكِذْبَ অর্থাৎ, আমি নবী আর নবুওয়াতগুণ মিথ্যাচারের পরিপন্থী। নবী থেকে মিথ্যাচার অসম্ভব। অতএব, অর্থ এই দাঁড়াল, আমি নবী। আর নবী মিথ্যা বলতে পারেন না। অতএব, আমি মিথ্যুক নই যে, পালিয়ে যাব। আমার পূর্ণাঙ্গ দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ সত্য। এতে মিথ্যার কোন সম্ভাবনা নেই।

দ্বিতীয় অর্থ হল– আমি নবী, এতে মিথ্যার লেশও নেই।

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম اَنَا ابنُ عَبدِ المُطَّلِب কেন বললেন? আপন পিতার দিকে সম্বন্ধ না করে সম্মানিত দাদার দিকে কেন সম্বন্ধ যুক্ত করলেন?

উত্তর ঃ ১. আবদুল মুত্তালিব আরবের খুবই প্রসিদ্ধ মনীষী ছিলেন। দীর্ঘ জীবন লাভ করেছেন। ফলে প্রসিদ্ধি আরও বেড়ে যায়। কিন্তু এর পরিপন্থী তাঁর পিতা হযরত আবদুল্লাহ যৌবনেই ইন্তিকাল করেন। এ কারণে আরবগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অধিকাংশ সময় ইবনে আবদুল মুত্তালিব বলতেন।

২. দ্বিতীয় উত্তর এটাও বর্ণিত আছে, যেহেতু জনসাধারণ্যে এ চর্চা ছিল যে, আবদুল মুত্তালিবের সন্তানদের মধ্যে আখেরী জমানার নবীর আবির্ভাব হবে। যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে দাওয়াত দিবেন, হেদায়াত করবেন। এজন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল মুত্তালিবের দিকে নিজেকে সম্বন্ধযুক্ত করেন, যাতে লোকজন তা স্মরণ করে এবং পয়গম্বরসুলভ দিকনির্দেশনা ও উপদেশ গ্রহণ করেন।

৩৯৮৩. حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُندَرٌ قَالَ حدثنا شُعبَةُ عَن اَبِى اِسحَاقَ سَمِعَ البَرَاءَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِن قَيسٍ اَفَرَرتُم عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ يَومَ حُنَينٍ؟ فَقَالَ لَكِن رَسُولَ اللهِ ﷺ لَم يَفِرَّ، كَانَت هَوَازِنُ رُمَاةً وَاِنَّا لَمَّا حَمَلنَا عَلَيهِم اِنكَشَفُوا فَاَكبَبنَا عَلَى الغَنَائِمِ فَاستُقبِلنَا بِالسِّهَامِ، وَلَقَد رَاَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى بَغلَتِهِ البَيضَاءِ وَاِنَّ اَبَا سفيان اَخِذٌ بِزِمَامِهَا وَهُوَ يَقُولُ : اَنَا النَّبِيُّ لَاكَذِب، قَالَ اِسرَائِيلُ وَزُهَيرٌ نَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَن بَغلَتِه ـ

৩৯৮৩/৩২৫. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার র. .... আবু ইসহাক র. থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত বারা রা.-কে বলতে শুনেছেন যে, তাঁকে কায়েস গোত্রের জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিল যে, হুনাইন যুদ্ধের দিন আপনারা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ ছেড়ে পালিয়েছিলেন? তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাননি। তবে হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা ছিল সুদক্ষ তীরন্দাজ। আমরা যখন তাদের উপর আক্রমণ চালালাম তখন তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে আরম্ভ করে। আমরা গনিমত তুলতে শুরু করলাম। ফল এই হল যে, ঠিক সেই মুহূর্তে আমরা (অতর্কিতভাবে) তাদের তীরন্দাজ বাহিনীর হাতে আক্রান্ত হলাম। (ফলে মুসলমানদের পা উপড়ে গেল।) তখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাঁর সাদা রংয়ের খচ্চরটির পিঠে আরোহণ অবস্থায় দেখেছি। আর আবু সুফিয়ান রা. তাঁর খচ্চরের লাগাম ধরেছিলেন, তিনি বলছিলেন, اَنَا النَّبِيُّ لَاكَذِبَ الخ 'আমি আল্লাহ্‌র নবী, এতে কোন মিথ্যা নেই।' বর্ণনাকারী ইসরাঈল এবং যুহাইর র. বলেছেন যে, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর খচ্চরটির (পিঠ) থেকে নিচে অবতরণ করেছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল يَومَ حُنَينٍ বাক্যে।

মূলতঃ আবু ইসহাক থেকে শু'বা র. কর্তৃক হযরত বারা রা. এর যে রেওয়ায়াতটি রয়েছে এর সূত্র অনেক। ৩২৪ নং হাদীসে ইমাম বুখারী র. উচ্চ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে এটি সংক্ষিপ্ত। যেরূপভাবে স্বীয় শায়খ আবুল ওয়ালীদ থেকে শুনেছেন তেমনই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ৩২৫ নং এ হাদীসে শু'বা পর্যন্ত সূত্র বৃদ্ধির কারণে পূর্বোক্ত হাদীসের তুলনায় সনদ নিচু ধরনের। তবে এ হাদীসটি বিস্তারিত। হাদীসটি জিহাদে ৪০১, মাগাযীতে ৬১৭ পৃষ্ঠায় এসেছে।

প্রশ্নোত্তর

হুনাইন যুদ্ধের ঘটনা দ্বারা বুঝা গেল, উভয়পক্ষে যখন মুকাবিলা হল, তখন প্রথম হামলাতেই মুসলমানদের পা উপড়ে যায়। ইসলামী সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু এ রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা গেল, প্রথম হামলায় পৌত্তলিকরা পিছপা হয়ে যায়, কিন্তু এখনও পূর্ণরূপে শত্রুদের পরাজয় না ঘটতেই মুসলমানরা গনিমতের সম্পদের দিকে মনোযোগী হয়, ফলে মুশরিকদের সুযোগ এসে যায়, তারা তীর বর্ষণ আরম্ভ করে।

এর উত্তর হল, দ্বিতীয় উক্তি যেহেতু বুখারীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, সেহেতু এর প্রাধান্য হবে।

قَالَ إِسْرَائِيلُ وَزُهَيْرٌ ঃ অর্থাৎ, ইসরাঈল ইবনে ইউনুস ইবনে আবু ইসহাক এবং যুবাইর ইবনে মুআবিয়া উভয়েই এ হাদীসটি আবু ইসহাক-বারা সূত্রে বর্ণন করেছেন এবং এ হাদীসের শেষে আর একটু অংশ যুক্ত করেছেন। সেটি হল, نَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَغْلَتِهِ ইমাম বুখারী র. ইসরাঈলের রেওয়ায়াতটি এখানে তালীকরূপে উল্লেখ করেছেন। তিনি এটিকে কিতাবুল জিহাদে ৪২৭ পৃষ্ঠায় মুত্তাসিলরূপে বর্ণনা করেছেন এবং যুহাইর ইবনে মুআবিয়ার তালীককে মুত্তাসিলরূপে বর্ণনা করেছেন কিতাবুল জিহাদে ৪১০ পৃষ্ঠায়।

কিতাবুল জিহাদের উভয় রেওয়ায়াতের সারমর্ম হল, কাফিররা যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ঘিরে ফেলে তখন তিনি খচ্চর থেকে নেমে আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য কামনা করেন। অতঃপর বলেন, أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ অবশিষ্ট বিস্তারিত বিবরণের জন্য হুনাইনের যুদ্ধ দ্রষ্টব্য।

٣٩٨٤. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي لَيْثٌ حدثني عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح وحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ وَزَعَمَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعِي مَنْ تَرَوْنَ، وَأَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ، فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، إِمَّا السَّبْيَ وَإِمَّا الْمَالَ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِكُمْ وَكَانَ أَنْظَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَيْرُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، قَالُوا فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمُسْلِمِينَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ جَاؤُنَا تَائِبِينَ وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ، فَقَالَ النَّاسُ قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّا لَا نَدْرِي مَنْ أَذِنَ

مِنْكُمْ فِى ذٰلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتّٰى يَرْفَعَ اِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ اَمْرَكُمْ، فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوا اِلٰى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرُوهُ اَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا وَاَذِنُوا، هٰذَا الَّذِى بَلَغَنِى عَنْ سَبْىِ هَوَازِنَ ـ

৩৯৮৪/৩২৬. সাঈদ ইবনে উফাইর ও ইসহাক র. .... মারওয়ান এবং মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রা. থেকে বর্ণিত যে, হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধিগণ যখন ইসলাম কবুল করে রাসূলুল্লাহ্ সা-এর দরবারে এল এবং তাদের (যুদ্ধ লুণ্ঠিত) সম্পদ ও বন্দীদেরকে (যারা মুসলমানদের নিকট গনিমত হিসেবে ছিল।) ফেরত দেয়ার প্রার্থনা জানাল তখন তিনি দাঁড়ালেন এবং তাদের বললেন, আমার সঙ্গে যারা আছে (সাহাবীগণ) তাদের অবস্থা তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ। সত্য কথাই আমার কাছে বেশি প্রিয়। কাজেই তোমরা যুদ্ধবন্দী অথবা সম্পদের যে কোন একটিকে গ্রহণ করতে পার। উভয়টি ফেরত দেয়া যাবে না, যে কোন একটি গ্রহণ কর।) আমি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। (অর্থাৎ, তোমাদের অপেক্ষায় বন্দী বন্টন বিলম্বিত করছি।) বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তন করার পথে (জি'রানা নামক স্থানে) দশ দিনেরও অধিক সময় পর্যন্ত তাদের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন।

অবশেষে হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধিদের কাছে যখন এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এ দু'টির মধ্যে একটির বেশি ফেরত দিতে সম্মত নন তখন তারা বললেন, আমরা আমাদের বন্দীদেরকে গ্রহণ করতে চাই। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে সম্বোধন করলেন এবং আল্লাহ্‌র যথাযোগ্য হাম্‌দ ও সানা পাঠ করে বললেন, পর সমাচার, তোমাদের (হাওয়াযিন গোত্রের মুসলিম) ভাইয়েরা তওবা করে আমাদের কাছে এসেছে (অর্থাৎ, মুসলমান হয়েছে) আমি তাদের বন্দীদেরকে তাদের নিকট ফেরত দেয়াকে ভাল মনে করি। অতএব তোমাদের মধ্যে যে আমার এ সিদ্ধান্তকে খুশি মনে (পার্থিব কোন বিনিময় ছাড়া) গ্রহণ করে নেবে সে (তার অংশের বন্দীকে) ফেরত দাও। আর তোমাদের মধ্যে যে (বিনিময় ছাড়া না ছেড়ে) তার অংশের অধিকারকে অবশিষ্ট রেখে তা এভাবে ফেরত দিতে চাইবে যে, ফাইয়ের সম্পদ থেকে (আগামীতে) আল্লাহ্ আমাকে সর্বপ্রথম যা দান করবেন তা দিয়ে আমি তার এ বন্দীর মূল্য পরিশোধ করব, তবে সে যেন তার বন্দীকে ফেরত দেয়। তখন সকল সাহাবা রা. বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আপনার প্রথম সিদ্ধান্ত (বিনিময় ছাড়া) খুশিমনে গ্রহণ করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের মধ্যে এ ব্যাপারে কে খুশিমনে অনুমতি দিয়েছে আর কে খুশিমনে অনুমতি দেয়নি আমি তা বুঝতে পারিনি। তাই তোমরা ফিরে যাও এবং তোমাদের মধ্যকার বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাদের সাথে (আলাদা আলাদাভাবে) আলাপ করে আমার নিকট তা পেশ করবে। সুতরাং তাদের বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ তাদের সাথে আলাপ করল, তারপর তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে এসে বলল তাঁরা যে, সবাই তাঁর (প্রথম) সিদ্ধান্তকেই খুশি মনে মেনে নিয়েছে এবং (ফেরত দেয়ার) অনুমতি দিয়েছে। [ইমাম ইবনে শিহাব যুহরী র. বলেন] হাওয়াযিন গোত্রের বন্দীদের বিষয়ে এ হাদীসটিই আমি অবহিত হয়েছি।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট। কারণ, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধি হুনাইন যুদ্ধের পরে এসেছে। হাদীসটি জিহাদে ৪৪২ পৃষ্ঠায় এবং মাগাযীতে ৬১৮ পৃষ্ঠায় এসেছে। حِيْنَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ ঃ এতে সংক্ষেপ করা হয়েছে। যুহুরী র. সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু মুসা ইবনে উকবা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন, যার সারমর্ম নিম্নরূপ–

হাওয়াযিন প্রতিনিধি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফ থেকে যখন জি'রানা পৌঁছেন, যেখানে হুনাইনের বন্দী ও সমস্ত গনিমতের সম্পদ জমা ছিল। তখন তিনি এখানে ১০/১২ দিন পর্যন্ত হাওয়াযিনের অপেক্ষা করেন। হয়ত তারা নিজেদের পরিবার পরিজনকে মুক্ত করতে আসবে। কিন্তু অপেক্ষার পরও যখন তারা আসেনি তখন তিনি গনিমতের মাল গনিমত অর্জনকারীদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। গনিমত বণ্টনের পর হাওয়াযিনের একটি প্রতিনিধি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হয়। আল্লামা আইনী র. লিখেন, তারা ছিল ১৯ জন। হাফিজ আসকালানী র. লিখেছেন যে, ওয়াকিদী র. প্রতিনিধি দলের সংখ্যা ২৪ উল্লেখ করেছেন। (ফাতহ ঃ ৮/৩৭)

প্রতিনিধি দলের লোকজন ছিলেন হাওয়াযিনের অভিজাত ও শীর্ষস্থানীয় মনীষী। তারা উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ এর হাতে বাইআত হন। এরপর স্বীয় মালসম্পদ ও পরিবার পরিজন ফেরত পাবার দরখাস্ত করেন। এ গোত্রের বক্তা যুহাইর ইবনে সুরাদ দাঁড়িয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে মুসিবত আমার গোত্রের উপর অবতীর্ণ হয়েছে সে সম্পর্কে আপনি ওয়াকিফহাল। আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন, আল্লাহ আপনার প্রতি অনুগ্রহ করবেন। আমাদেরকে আমাদের পরিবার পরিজন ও ধনসম্পদ ফেরত দিন। ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে সব মহিলা গ্রেফতার হয়েছেন, সেসব বন্দীনীদের মধ্যে আপনার খালা ও ফুফুরাও রয়েছেন। আপনার প্রতিপালনকারিনী এবং আপনাকে কোলে নিয়ে পরিচর্যাকারিনী মহিলারাও রয়েছেন।

এ সম্পর্ক ছিল রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দুধপানের। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দুধমাতা হযরত হালীমা সা'দিয়া রা. এ গোত্রেরই ছিলেন। কারণ, হালীমা সা'দিয়া রা. যে বনূ ''দ গোত্রের ছিলেন, সে বনু সা'দ গোত্র ছিল হাওয়াযিনের শাখা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তো তোমাদের অপেক্ষা করেছি, এখন তো গনিমতের মাল বণ্টিত হয়ে গেছে। এগুলো সবার হক, এবার উভয়টিতো সম্ভব নয়, তোমরা বল, তোমাদের নিকট নারী ও শিশু ফেরত অধিক আকর্ষণীয়, না ধনসম্পদ ফেরত? প্রতিনিধি দল বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যেহেতু আপনি আমাদের পরিবার পরিজন ও ধনসম্পদের এখতিয়ার দিয়েছেন, সেহেতু আমাদের পরিবার পরিজন আমাদের নিকট অধিক প্রিয়। আমরা ধনসম্পদ অর্থাৎ, উট-বকরী সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলছি না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আমার ও বনু হাশিম খান্দানের অংশে যা কিছু এসেছে সেগুলো সব আমি ফেরত দিলাম। সব তোমাদের, কিন্তু অন্য মুসলমানদের কাছে যা আছে সেগুলোর ব্যাপারে আমি শুধু সুপারিশ করছি। তোমরা জোহর নামাযের পর দাঁড়িয়ে বলবে, আমি তোমাদের জন্য সুপারিশ করব। অতএব, জোহর নামাযের পর তারা তাই বলল, যেরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বক্তব্যের জন্য দাঁড়িয়ে প্রথমত, আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করলেন, অতঃপর বললেন, তোমাদের এ হাওয়াযিন গোত্রের ভাইয়েরা মুসলমান হয়ে এসেছে। আমি আমার নিজের এবং স্বীয় খান্দানের অংশ তাদেরকে দিয়ে দিয়েছি। অন্য মুসলমানরাও তাদের বন্দীদের ফেরত দিয়ে দিক– এটা আমি সঙ্গত মনে করছি। খুশিতে সন্তুষ্ট চিত্তে এরূপ করলে, তবে সেটা ভাল। অন্যথায় পরবর্তীতে আমি এর বিনিময় প্রদানের জন্য প্রস্তুত। অবশেষে, সবাই ফেরত দিয়ে দেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিনিধি দলের লোকজনকে জিজ্ঞেস করলেন, মালিক ইবনে আউফ কোথায়? তারা বললেন, তিনি সাকীফের সাথে তায়েফে আছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মালিক ইবনে আউফকে সংবাদ দাও। যদি সে মুসলমান হয়ে আমার কাছে আসে তাহলে আমি তার পরিবার পরিজন ও ধনসম্পদ সব তাকে ফেরত দেব। তাছাড়া আরও একশত উট দেব। মালিক ইবনে আউফ এ সংবাদ পেয়ে রাত্রি বেলায় সাকীফ থেকে গোপনে তায়েফ থেকে বেরিয়ে আসেন এবং রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে জি'রানায় এসে মিলিত হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সমস্ত

ধনসম্পদ এবং পরিবার পরিজন তার নিকট অর্পণ করেন। এছাড়া আরও একশত উট দেন। তিনি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন, সত্যিকার আন্তরিক মুসলমান হন। তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রশংসায় কাসিদা বলেন। তার একটি কাসিদার কাব্য নিম্নরূপ–

مَاإِنْ رَأَيْتُ وَلَا سمعتُ بِمِثْلِه * فِى النَّاس كُلِّهِمْ بِمِثْلِ مُحَمَّدٍ ـ

'না আমি তাঁর ন্যায় কাউকে দেখেছি, না তাঁর মত কারও কথা শুনেছি। সমস্ত মানুষের মধ্যে কেউ মুহাম্মদের মত নেই।'

٣٩٨٥. حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! ح وَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰه قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ لَمَّا قَفَلْنَا مِنْ حُنَيْنٍ سَأَلَ عُمَرُ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ نَذْرٍ كَانَ نَذَرَهُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ اِعْتِكَافٍ، فَاَمَرَهُ النَّبِىَّ ﷺ بِوَفَائِه وَقَالَ بَعْضُهُمْ حَمَّادُ عَنْ اَيُّوب عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رض، وَرَوَاهُ جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَيُّوب عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ـ

৩৯৮৫/৩২৭. আবু নো'মান র. .... নাফি' র. থেকে বর্ণিত যে, হযরত উমর রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ....। হাদীসটি অন্য সনদে মুহাম্মদ ইবনে মুকাতিল র. .... ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হুনাইনের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন কালে উমর রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জাহিলিয়্যাতের যুগে (কুফরী অবস্থায়) মানত করা তাঁর একটি ই'তিকাফ (যে একরাত সে মসজিদে হারামে ই'তিকাফ করবে কিন্তু পূর্ণ করতে পারেনি) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সেটি পূরণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এর হুকুম কেউ কেউ (অর্থাৎ, আহমদ ইবনে আবদাতুদ দববী) বলেছেন হাদীসটি হাম্মাদ-আইয়ুব-নাফি র. ইবনে উমর রা. সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া জারীর ইবনে হাযিম এবং হাম্মাদ ইবনে সালামা র.-ও এ হাদীসটি আইয়ূব-নাফি র. ইবনে উমর রা. সূত্রে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল لَمَّا قَفَلْنَا مِنْ حُنَيْنٍ বাক্যে। ইমাম বুখারী র. এ হাদীসটি দু'সূত্রে বর্ণনা করেছেন। প্রথম সনদে মুরসাল ও সংক্ষিপ্ত। ইমাম বুখারী র. এ হাদীসটি কিতাবুল জিহাদে ৪৪৫ পৃষ্ঠায় এ সনদেই মুরসালরূপে উল্লেখ করেছেন। এ হাদীসের শব্দরাজি নিম্নরূপ–

اِنَّ عُمَرَ بنَ الخطَابِ رض قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنَّهُ كَانَ عَلٰى اعْتِكَافِ يَوْمٍ فِى الجَاهِلِيَّةِ فَاَمَرَهُ اَنْ يَفِىَ بِه ـ

দ্বিতীয় সনদ হল, মুহাম্মদ ইবনে মুকাতিলের। ইমাম বুখারী র. এ হাদীসটি বাবুল ইতিকাফে দু'টি অনুচ্ছেদে ২৭৪ নং পৃষ্ঠায় এনেছেন।

বর্বরতার যুগের মান্নতের বিধান

বুখারীর এই রেওয়ায়েতে আছে– فَامَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِوَفَائِه ـ

এতে প্রশ্ন হল, জাহিলী যুগের মান্নত এবং এর আবশ্যকীয় বিষয়গুলো ধর্তব্য হয় কিভাবে? কারণ, ইসলাম জাহিলী যুগের সমস্ত আবশ্যকীয় বিষয়কে ধ্বংস করে দেয়।

উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ হুকুম ছিল মুস্তাহাবরূপে, ওয়াজিবরূপে নয়। অতএব, কোন প্রশ্ন থাকল না।

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, ইতিকাফ এরূপ একটি ইবাদত যেটি ইসলাম পূর্ব কাল থেকেই অব্যাহত ছিল। যেমন– হযরত উমর রা. এর মান্নত দ্বারা বুঝা গেল। তাছাড়া হযরত ইবরাহীম আ. এর প্রতি আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ রয়েছে, - طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ الاية 'আমার ঘরকে তাওয়াফকারী ও ইতিকাফকারীদের জন্য পাকপবিত্র রাখ।'

বাকি ইতিকাফের তিন প্রকার (১. ওয়াজিব, যেমন মান্নতের ইতিকাফ, ২. সুন্নতে মুয়াক্কাদা, যেমন– রমযান মুবারকের শেষ দশদিনের ইতিকাফ, ৩. মুস্তাহাব।) সংক্রান্ত বিস্তারিত বিধান ও শর্তাবলী যথার্থ স্থানে অর্থাৎ, বাবুল ইতিকাফে ইনশাআল্লাহ আসবে।

٣٩٨٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ اَفْلَحَ عَنْ اَبِىْ مُحَمَّدٍ مَوْلٰى اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِيْنَ جَوْلَةٌ فَرَاَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَضَرَبْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ عَلٰى حَبْلِ عَاتِقِهِ بِالسَّيْفِ، فَقَطَعْتُ الدِّرْعَ، وَاَقْبَلَ عَلَىَّ فَضَمَّنِىْ ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيْحَ الْمَوْتِ، ثُمَّ اَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَاَرْسَلَنِىْ فَلَحِقْتُ عُمَرَ، فَقُلْتُ مَا بَالُ النَّاسِ؟ قَالَ اَمْرُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ رَجَعُوْا وَجَلَسَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ، فَقُلْتُ مَنْ يَّشْهَدُ لِىْ؟ ثُمَّ جَلَسْتُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مِثْلَهُ، فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَّشْهَدُ لِىْ؟ ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مِثْلَهُ ثُمَّ قُمْتُ فَقَالَ مَالَكَ يَا اَبَا قَتَادَةَ! فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رَجُلٌ صَدَقَ وَسَلَبُهُ عِنْدِىْ، فَاَرْضِهِ مِنِّىْ، قَالَ اَبُوْبَكْرٍ رضـ لَاهَا اللّٰهِ اِذًا لَايَعْمِدُ اِلٰى اَسَدٍ مِنْ اُسْدِ اللّٰهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ﷺ فَيُعْطِيْكَ سَلَبَهُ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ صَدَقَ فَاَعْطِهِ، فَاَعْطَانِيْهِ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِىْ بَنِىْ سَلِمَةَ، فَاِنَّهُ لَاَوَّلُ مَالٍ تَاَثَّلْتُهُ فِى الْاِسْلَامِ -

وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ اَفْلَحَ عَنْ اَبِىْ مُحَمَّدٍ مَوْلٰى اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ اَبَا قَتَادَةَ، قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ نَظَرْتُ اِلٰى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يُقَاتِلُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَاٰخَرُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ يَخْتِلُهُ مِنْ وَرَائِهِ لِيَقْتُلَهُ فَاَسْرَعْتُ اِلَى الَّذِىْ يَخْتِلُهُ، فَرَفَعَ يَدَهُ لِيَضْرِبَنِىْ وَاَضْرِبُ يَدَهُ فَقَطَعْتُهَا ثُمَّ اَخَذَنِىْ فَضَمَّنِىْ ضَمًّا شَدِيْدًا حَتّٰى تَخَوَّفْتُ، ثُمَّ تَرَكَ فَتَحَلَّلَ وَدَفَعْتُهُ ثُمَّ قَتَلْتُهُ وَانْهَزَمَ الْمُسْلِمُوْنَ وَانْهَزَمْتُ مَعَهُمْ، فَاِذَا بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِى النَّاسِ، فَقُلْتُ لَهُ مَا شَاْنُ النَّاسِ؟ قَالَ اَمْرُ اللّٰهِ، ثُمَّ تَرَاجَعَ النَّاسُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، فَقَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَقَامَ بَيِّنَةً عَلٰى قَتِيْلٍ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ، فَقُمْتُ لِاَلْتَمِسَ بَيِّنَةً عَلٰى قَتِيْلِى فَلَمْ اَرَ اَحَدًا يَشْهَدُلِى فَجَلَسْتُ، ثُمَّ بَدَالِى فَذَكَرْتُ اَمْرَهُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ سِلَاحُ هٰذَا الْقَتِيْلِ الَّذِىْ يَذْكُرُ عِنْدِىْ، فَاَرْضِهِ مِنْهُ، فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ كَلَّا لَا يُعْطِهِ اُصَيْبِغَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَدَعُ اَسَدًا مِنْ اُسْدِ اللّٰهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ، قَالَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَدَّاهُ اِلَىَّ، فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ خِرَافًا، فَكَانَ اَوَّلَ مَالٍ تَاَثَّلْتُهُ فِى الْاِسْلَامِ ـ

৩৯৮৬/৩২৮. আবদুল্লাহ্ ইবনে ইউসুফ র. .... হযরত আবু কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুনাইনের বছর আমরা নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমরা যখন শত্রুদের মুখোমুখি হলাম (যুদ্ধ হল), তখন মুসলিমদের মধ্যে বিশৃংখলা দেখা দিল। এ সময় আমি মুশরিকদের এক ব্যক্তিকে দেখলাম সে মুসলিমদের এক ব্যক্তিকে পরাভূত করে ফেলছে। তাই আমি কাফির লোকটির পশ্চাৎ দিকে গিয়ে তরবারি দিয়ে তার কাঁধ ও ঘাড়ের মধ্যবর্তী শক্ত শিরার উপর আঘাত হানলাম এবং লোকটির পরিহিত লৌহ বর্মটি কেটে ফেললাম। এ সময় সে আমার উপর আক্রমণ করে বসল এবং আমাকে এত জোরে চাপ দিয়ে জড়িয়ে ধরল যে, আমি আমার মৃত্যুর গন্ধ অনুভব করতে লাগলাম। এরপর লোকটিই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল আর আমাকে ছেড়ে দিল। এরপর আমি উমর [ইবনুল খাত্তাব রা.-এর) সাক্ষাত ঘটলে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, লোকজনের (মুসলিমদের) কি হল (যে, সবাই বিশৃংখল হয়ে পালাচ্ছে)? তিনি বললেন, এটা মহান ও শক্তিশালী আল্লাহ্র ইচ্ছা। এরপর সবাই (আবার) ফিরে এল (হযরত আব্বাস রা.-এর আওয়াজ যখন মুসলমানদের কানে পৌঁছল তখন তারা আবার ফিরে এল। নেহায়েত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে গায়েবী মদদে কাফিরদের পরাস্ত করল। ৭০ জন কাফির নিহত হল, কিছু বন্দী হল, আর কিছু পালিয়ে গেল। যুদ্ধে জয় হল) যুদ্ধের পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এক স্থানে) বসলেন এবং ঘোষণা দিলেন, যে ব্যক্তি কোন মুশরিক যোদ্ধাকে হত্যা করেছে এবং তার কাছে এর প্রমাণ রয়েছে তাঁকে তার (নিহত ব্যক্তির) পরিত্যক্ত সব সম্পদ প্রদান করা হবে। এ ঘোষণা শুনে আমি (মনে মনে বললাম) বললাম, আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়ার মত কেউ আছে কি? অতঃপর আমি বসে পড়লাম।

আবু কাতাদা রা. বলেন ঃ (তারপর) আবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপ ঘোষণা দিলেন। আমি দাঁড়িয়ে বললাম, আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার মত কেউ আছে কি? কিন্তু (কোন সাড়া না পেয়ে) আমি বসে পড়লাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারপর অনুরূপ ঘোষণা দিলে আমি দাঁড়ালাম। আমাকে দেখে তিনি বললেন, আবু কাতাদা! তোমার কি হয়েছে? আমি তাঁকে ব্যাপারটি জানালাম। এ সময়ে এক ব্যক্তি বলল, আবু কাতাদা রা. ঠিকই বলেছেন, তবে নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত দ্রব্যগুলো আমার কাছে আছে। সুতরাং সেগুলো আমাকে দিয়ে দেওয়ার জন্য আপনি তাঁকে সম্মত করে দিন। তখন আবু বকর রা. বললেন, না, আল্লাহ্র শপথ, তা হতে পারে না। আল্লাহ্র সিংহদের এক সিংহ যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেছে তার যুদ্ধলব্ধ সম্পদ তোমাকে দিয়ে দেয়ার ইচ্ছা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করতে পারেন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবু বকর রা. ঠিকই বলছে। সুতরাং এসব দ্রব্য তুমি তাঁকে (আবু কাতাদাকে) দিয়ে দাও। [আবু কাতাদা রা. বলেন] তখন সে আমাকে পরিত্যক্ত দ্রব্যগুলো দিয়ে দিল। এ দ্রব্যগুলোর বিনিময়ে আমি বণু সালিমার এলাকায় একটি বাগান খরিদ করলাম। আর ইসলাম কবুল করার পর এটিই ছিল প্রথম উপার্জিত মাল যা দিয়ে আমি আমার আর্থিক পুঁজি বানিয়েছি।

অপর সনদে লাইস র. ..... হযরত আবু কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুনাইন যুদ্ধের দিন আমি দেখতে পেলাম যে, একজন মুসলিম এক মুশরিকের সাথে লড়াই করছে। অপর এক মুশরিক মুসলিম ব্যক্তির পেছন দিক থেকে তাকে হত্যা করার জন্য ওঁত পেতেছিল। আমি আক্রমণকারীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। সে আমাকে আঘাত করার জন্য তার হাত উঠাল। আমি তার হাতের উপর আঘাত করলাম এবং তা কেটে ফেললাম। সে আমাকে ধরে সজোরে চাপ দিল। এমনকি আমি (মৃত্যুর) ভয় পেয়ে গেলাম। এরপর সে আমাকে ছেড়ে দিল ও সে দুর্বল হয়ে পড়ল। আমি তাকে ধাক্কা দিয়ে মেরে ফেললাম। মুসলিমগণ পালাতে লাগলেন। আমিও তাঁদের সাথে পালালাম। হঠাৎ লোকদের মাঝে উমর ইবনুল খাত্তাব রা. (অর্থাৎ, তিনি পলায়ন করেননি বরং অটল থেকেছেন)-কে দেখতে পেয়ে আমি তাকে বললাম, লোকজনের অবস্থা কি? তিনি বললেন, এটাই আল্লাহ্‌র ফয়সালা। এরপর সকল লোকজন রাসূলুল্লাহ সা-এর নিকট ফিরে এলেন। (বিজয়ের পর) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "যে মুসলিম ব্যক্তি (শত্রুদলের) কাউকে হত্যা করেছে বলে প্রমাণ পেশ করতে পারবে নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সকল সম্পদ সে-ই পাবে। ফলে আমি যে একজনকে হত্যা করেছি সে ব্যাপারে আমি দাঁড়িয়ে সাক্ষী খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়ার কাউকে পেলাম না। তখন আমি বসে পড়লাম। এরপর আমি ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ্ সা-এর কাছে বর্ণনা করলাম। তখন তাঁর সঙ্গীদের একজন বললেন, উল্লিখিত নিহত ব্যক্তির (পরিত্যক্ত) হাতিয়ার আমার কাছে আছে যার বর্ণনা ইনি (আবু কাতাদা) দিলেন। তা আমাকে দিয়ে দেয়ার জন্য আপনি তাকে সম্মত করে দিন। তখন আবু বকর রা. বললেন, না, তা হতে পারে না। আল্লাহ্‌র সিংহদের এক সিংহ যে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেছে তাকে না দিয়ে এ কুরাইশী দুর্বল ব্যক্তিকে তিনি [নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] দিতে পারেন না। রাবী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়ালেন এবং আমাকে তা দিয়ে দিলেন। আমি এর দ্বারা একটি বাগান খরিদ করলাম। আর ইসলাম কবুল করার পর এটিই ছিল প্রথম উপার্জিত মাল, যা দিয়ে আমি আমার পুঁজি বানিয়েছি।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ বাক্যে।

হাদীসটি জিহাদে ৪৪৪ এবং মাগাযীতে ৬১৮ পৃষ্ঠায় এসেছে।

أَبُو مُحَمَّدٍ ঃ ইনি হলেন হযরত আবু কাতাদা রা. এর আজাদকৃত দাস। আবু মুহাম্মদ উপনাম, নাফি' ইবনে আব্বাস নাম, হযরত আবু কাতাদা রা. এর নাম হারিস ইবনে রিবঈ রা.। جَوْلَةٌ ঃ জীমের উপর যবর, ওয়াও সাকিন। আভিধানিক অর্থ হল, চক্কর লাগানো, প্রদক্ষিণ করা, পরাজয়ের পর আক্রমণ করা। আল্লামা আইনী র. বলেন, আগে পিছে হওয়া। এজন্য এর তরজমা بهكدڑ (হুলুস্থুল করে পালানো) দ্বারা করা হয়েছে। لَاهَا اللّٰهِ إِذًا ঃ এতে هَا শব্দ তামবীহ তথা সতর্কবাণীর জন্য। এর অর্থ হল- কসম, অর্থাৎ لَا وَاللّٰهِ। إِذًا ঃ বুখারীর ব্যাখ্যাতাগণ এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি বর্ণনা করেছেন। যেগুলো উমদাতুল কারী ও ফাতহুল বারীতে দেখা যেতে পারে। যার সারমর্ম হল, যদি إذا তে হামযাকে অতিরিক্ত মানা হয়, তবে إذا হবে ইঙ্গিতের জন্য। অর্থ হবে لَا هَا اللّٰهُ إِذًا لَايَعْمِدُ আল্লাহ্‌র কসম! এটা হবে না لَايَعْمِدُ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সিংহ মুজাহিদের ইচ্ছা যেন না করে, তার রসদ ও হাতিয়ার যেন তোমাকে দিয়ে দেয়।

আর যদি হামযাসহ মানা হয়, لَا هَا اللّٰهُ إِذًا 'আল্লাহ্‌র কসম! এখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনস্থ করবেন না......', এমতাবস্থায় لَايَعْمِدُ আগের শর্তের উত্তর হবে যা صَدَقَ শব্দ বুঝাচ্ছে। এর অর্থ এই হল, হযরত আবু বকর রা. বললেন, যেহেতু আবু কাতাদা এ ব্যাপারে সত্যবাদী যে, এ সামানপত্র তার, অতএব, এখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসবাবপত্রের ইচ্ছা করবেন না যে, তাঁর সম্মতি ছাড়া তোমাকে তাঁর আসবাবপত্র দিয়ে দেব।

مَخْرَفًا ঃ অর্থাৎ, বাগান। خَرَفَ يَخْرُفُ ازنصر خَرْفًا خِرَافًا خَرَافًا مَخْرَافًا ক্রিয়ামূল, যার অর্থ হল, ফল কুড়ানো, চয়ন করা। مَخْرَفٌ ঃ ফল চয়ন করার স্থান অর্থাৎ, বাগান। এ সম্পর্কের কারণেই مَخْرَفٌ সেই ছোট টুকরীকেও বলে, যাতে খেজুর রাখা হয়। পরবর্তী রেওয়ায়াতে আছে خِرَافٌ শব্দ। অর্থ একই, অর্থাৎ বাগান। وَقَالَ اللَّيْثُ ঃ ইমাম বুখারী র. উপরোক্ত হাদীসটি দ্বিতীয় সনদে এখানে মুআল্লাক রূপে এনেছেন। কিন্তু কিতাবুল আহকামে ১০৬৩ পৃষ্ঠায় মুত্তাসিলরূপে এনেছেন عَنْ قُتَيْبَةَ عَنِ اللَّيْثِ وَيَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ সূত্রে। يَخْتِلُهُ ازباب ضَرَبَ ঃ ধোকা দেয়া, ওঁত পেতে থাকা। خَاتِلُ الصَّيَّادِ ঃ আস্তে আস্তে চালান, যাতে শিকার অনুভব করতে না পারে।

أُصَيْبِغَ ঃ হামযার উপর পেশ, ছোয়াদের উপর যবর, ইয়া সাকিন, পরবর্তীতে গাইন। এক প্রকার চড়ুই যেটি দুর্বল ও কমজোর হয়ে থাকে। হযরত সিদ্দীকে আকবর রা. এর যুদ্ধ ও লড়াইয়ের কারণে হযরত আবু কাতাদা রা-কে সিংহের সাথে, আর যে নিহত ব্যক্তির রসদপত্র কামনা করছিলেন, তাকে দুর্বল চড়ুইয়ের সাথে উপমা দিয়েছেন। উদ্দেশ্য হল–কাপুরুষ।

২২১৯. অনুচ্ছেদ ঃ আওতাসের যুদ্ধ ২٢١٩. بَابُ غَزْوَةِ أَوْطَاسٍ

কাজী ইয়ায র. বলেন, আওতাস সে উপত্যকার নাম যেখানে হুনাইনের যদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। কোন কোন সীরাত বিশেষজ্ঞও এ মত অবলম্বন করেছেন। (উমদাতুল কারী ও ফাতহুল বারী)

কিন্তু সহীহ হল, হুনাইন উপত্যকা ছাড়া ভিন্ন জায়গা হল আওতাস। যেমন– ইবনে ইসহাক র. সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, যখন হুনাইনের যুদ্ধে হাওয়াযিন ও সাকীফ পরাস্ত হয় তখন এ পরাজিত কাফিররা তিন দিকে পালিয়ে যায়। কিছু সংখ্যক লোক স্বীয় নেতা দুরাইদ ইবনে সিম্মার সাথে পালিয়ে আওতাসে আশ্রয় নেয়। আর কিছু সংখ্যক চলে যায় নাখলার দিকে। আরেক দল চলে যায় তায়েফে মালিক ইবনে আওফের সাথে।

আওতাসের যুদ্ধ

হুনাইনের পরাজিত কাফিরদের একটি দল নিয়ে দুরাইদ ইবনে সিম্মা আওতাসে পৌঁছে যায়। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু মুসা আশআরী রা. এর চাচা আবু আমির আশআরী রা.-কে সামান্য কিছু সৈন্যসহকারে আওতাস অভিমুখে পাঠিয়ে দেন। যুদ্ধে মুকাবিলা হল। দুরাইদ ইবনে সিম্মা হযরত রাবী'আ ইবনে রাফী' রা.-এর হাতে নিহত হয়। অতঃপর তার ছেলে সালামা ইবনে দুরাইদ ইবনে সিম্মা আবু আমির আশআরী রা.-এর হাঁটুতে একটি তীর নিক্ষেপ করে এবং ইসলামী ঝাণ্ডা কবজা করে নেয়। হযরত আবু মুসা আশআরী রা. ঝাপটে ধরে তাকে হত্যা করেন এবং ইসলামী ঝাণ্ডা ফেরত নিয়ে নেন। হযরত আবু মুসা আশআরী রা. বলেন, অতঃপর আমি স্বীয় চাচা আবু আমির রা.-কে এ সম্পর্কে অবহিত করি। তিনি বললেন, এ তীরটি বের করে নাও। আমি তীর বের করলে যখম থেকে পানি বের হল। আবু আমির রা. আমাকে স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে বললেন, ভাতিজা! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আমার সালাম আরজ কর এবং বল, তিনি যেন আমার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেন। এরপর আবু আমির রা.-এর ইনতিকাল হয়ে যায়। বিজয়ের পর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে পুর্ণ বৃত্তান্ত শুনালাম। স্বীয় চাচা আবু আমির রা. এর সালাম ও দোয়ার পয়গাম পৌঁছালাম। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনই পানি আনিয়ে ওযু করলেন এবং হাত তুলে দোয়া করলেন– اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ اَبِىْ عَامِرٍ 'আয় আল্লাহ! আপনার প্রিয় বান্দা আবু আমিরকে ক্ষমা করে দিন।' তিনি হাত এ পরিমাণ উত্তোলন করেছেন যে, আমি তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখেছি। অতঃপর তিনি দোয়া করলেন–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيْرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ -

'আয় আল্লাহ! আবু আমিরকে কিয়ামতের দিন আপনার অনেক মাখলুকের উপর উঁচু মর্যাদা দান করুন।'

হযরত আবু মুসা রা. বলেন, অতঃপর আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করুন। তিনি বললেন–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ وَاَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلًا كَرِيْمًا .

'হে আল্লাহ! আবদুল্লাহ ইবনে কায়েসের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দিন, কাল কিয়ামতের দিন তাকে সম্মানিত স্থানে প্রবিষ্ট করান।'

আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস হল হযরত আবু মুসা আশআরী রা. এর নাম।

٣٩٨٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رضى الله عنه قَالَ لَمَّا فَرَغَ النَّبِىُّ ﷺ مِنْ حُنَيْنٍ بَعَثَ اَبَا عَامِرٍ عَلٰى جَيْشٍ اِلٰى اَوْطَاسٍ، فَلَقِىَ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ فَقُتِلَ دُرَيْدٌ وَهَزَمَ اللّٰهُ اَصْحَابَهُ، قَالَ اَبُوْ مُوْسٰى وَبَعَثَنِىْ مَعَ اَبِيْ عَامِرٍ، فَرُمِىَ اَبُوْ عَامِرٍ فِىْ رُكْبَتِهِ، رَمَاهُ جُشَمِىٌّ بِسَهْمٍ فَاَثْبَتَهُ فِىْ رُكْبَتِهِ، فَانْتَهَيْتُ اِلَيْهِ، فَقُلْتُ يَا عَمِّ! مَنْ رَمَاكَ؟ فَاَشَارَ اِلٰى اَبِىْ مُوْسٰى، فَقَالَ ذَاكَ قَاتِلِى الَّذِىْ رَمَانِىْ، فَقَصَدْتُ لَهُ فَلَحِقْتُهُ، فَلَمَّا رَاٰنِىْ وَلّٰى فَاتَّبَعْتُهُ وَجَعَلْتُ اَقُوْلُ لَهُ اَلَا تَسْتَحْيِىْ اَلَا تَثْبُتُ؟ فَكَفَّ فَاخْتَلَفْنَا ضَرْبَتَيْنِ بِالسَّيْفِ فَقَتَلْتُهُ ثُمَّ قُلْتُ لِاَبِىْ عَامِرٍ قَتَلَ اللّٰهُ صَاحِبَكَ، قَالَ فَانْزِعْ هٰذَا السَّهْمَ، فَنَزَعْتُهُ فَنَزَا مِنْهُ الْمَاءُ، قَالَ يَا ابْنَ اَخِىْ : اَقْرِ النَّبِىَّ ﷺ السَّلَامَ وَقُلْ لَهُ اسْتَغْفِرْ لِىْ، وَاسْتَخْلَفَنِىْ اَبُوْ عَامِرٍ عَلَى النَّاسِ، فَمَكَثَ يَسِيْرًا ثُمَّ مَاتَ، فَرَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فِىْ بَيْتِهِ عَلٰى سَرِيْرٍ مُرْمَلٍ وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ قَدْ اَثَّرَ رِمَالُ السَّرِيْرِ بِظَهْرِهِ وَجَنْبَيْهِ فَاَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِنَا وَخَبَرِ اَبِىْ عَامِرٍ، وَقَالَ قُلْ لَهُ اسْتَغْفِرْ لِىْ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّاَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ اَبِىْ عَامِرٍ، وَرَاَيْتُ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيْرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ، فَقُلْتُ وَلِىْ فَاسْتَغْفِرْ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ وَاَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلًا كَرِيْمًا، قَالَ اَبُوْ بُرْدَةَ اِحْدَاهُمَا لِاَبِىْ عَامِرٍ وَالْاُخْرٰى لِاَبِىْ مُوْسٰى .

৩৯৮৭/৩২৯. মুহাম্মদ ইবনে আলা র. .... হযরত আবু মুসা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুনাইন যুদ্ধ থেকে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবসর হওয়ার পর তিনি আবু আমির রা-কে একটি সৈন্যবাহিনীর আমীর নিযুক্ত করে আওতাস গোত্রের প্রতি পাঠালেন। যুদ্ধে তিনি (আবু আমির) দুরাইদ ইবনে সিম্মার সাথে মুকাবিলা করলে দুরাইদ নিহত হয় এবং আল্লাহ্ তার সহযোগী যোদ্ধাদেরকেও পরাজিত করেন। আবু মুসা রা. বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু আমির রা.-এর সাথে আমাকেও পাঠিয়েছিলেন। এ যুদ্ধে আবু আমির রা.-এর হাঁটুতে একটি তীর নিক্ষিপ্ত হয়। জুশাম গোত্রের এক লোক তীরটি

নিক্ষেপ করে তাঁর হাঁটুর মধ্যে বসিয়ে দিয়েছিল। তখন আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, চাচাজান! কে আপনার উপর তীর ছুঁড়েছে? তখন তিনি আবু মুসা রা. কে ইশারার মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, ঐ যে, ঐ ব্যক্তি আমাকে তীর মেরেছে। অতঃপর আমি লোকটিকে লক্ষ্য করে তার কাছে গিয়ে, পৌঁছলাম আর সে আমাকে দেখামাত্র পালাতে শুরু করল। আমি এ কথা বলতে বলতে তার পশ্চাদ্ধাবন করলাম, (পালাচ্ছো কেন,) তোমার লজ্জা করে না? (বেহায়া) তুমি কি দাঁড়াবে না? অবশেষে লোকটি থেমে গেল। এবার আমরা দু'জনে তরবারি দিয়ে পরস্পরকে আক্রমণ করলাম এবং শেষ পর্যন্ত আমি তাকে হত্যা করে ফেললাম।

তারপর আমি আবু আমির রা.-কে বললাম, আল্লাহ্ আপনার আক্রমণকারীকে হত্যা করেছেন। তিনি বললেন, (ঠিক আছে, এবার তুমি আমার হাঁটু থেকে) তীরটি বের করে দাও। আমি তীরটি বের করে দিলাম। তখন ক্ষতস্থান থেকে কিছু পানিও বেরিয়ে আসল। তিনি আমাকে বললেন, হে ভাতিজা! (আমি হয়ত বাঁচব না) তাই তুমি নবী সা-কে আমার সালাম জানাবে এবং আমার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করতে বলবে। আবু আমির রা. তাঁর স্থলে আমাকে সেনাবাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করলেন। এরপর তিনি কিছুক্ষণ বেঁচেছিলেন, তারপর শহীদ হলেন। (যুদ্ধ শেষে) আমি ফিরে এসে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর খেদমতে হাযির হলাম। তিনি তখন খেজুরের পাতা দ্বারা পাকানো দড়ির তৈরি একটি খাটিয়ায় শায়িত ছিলেন। খাটিয়ার উপর একটি বিছানা ছিল। (এখানে مَا نَافِيَة বর্ণনাকারীর ভুলে রয়ে গেছে। সহীহ হল مَا عَلَيهِ فِرَاشٌ অর্থাৎ, তার উপর কোন বিছানা ছিল না। – উমদাতুল কারী।) কাজেই তাঁর পিঠে এবং পার্শ্বদেশে পাকানো দড়ির দাগ পড়ে গিয়েছিল। আমি তাঁকে আমাদের এবং আবু আমির রা. এর সংবাদ জানালাম। (তাঁকে এ কথাও বললাম যে) তিনি (মৃত্যুর পূর্বে) বলে গিয়েছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে আমার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করতে বলবে। এ কথা শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি আনতে বললেন এবং ওযু করলেন। তারপর তাঁর দু'হাত উপরে তুলে তিনি দোয়া করে বললেন, হে আল্লাহ! তোমার প্রিয় বান্দা আবু আমিরকে মাগফিরাত দান কর। [নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়ার মুহূর্তে হস্তদ্বয় এত উপরে তুললেন যে] আমি তাঁর বগলদ্বয়ের শুভ্রাংশ পর্যন্ত দেখতে পেয়েছি। তারপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! কিয়ামতের দিবসে তুমি তাঁকে তোমার অনেক মাখলুকের উপর, অনেক মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান কর। আমি বললাম ঃ আমার জন্যও (মাগফিরাতের) (দোয়া করুন)। তিনি দোয়া করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! 'আবদুল্লাহ্ ইবনে কায়েসের গুনাহ্ ক্ষমা করে দাও এবং কিয়ামত দিবসে তুমি তাঁকে সম্মানিত স্থানে প্রবেশ করাও। বর্ণনাকারী আবু বুরদা রা. বলেন, দু'টি দোয়ার একটি ছিল আবু আমির রা-এর জন্য আর অপরটি ছিল আবু মুসা (আশআরী) রা-এর জন্য।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল لَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ حُنَيْنٍ বাক্যে।

হাদীসটি জিহাদে টুকরো রূপে ৪০৪ পৃষ্ঠায় এসেছে। আবার দাওয়াতে ৯৩৮ পৃষ্ঠায় এবং মাগাযীতে ৬১৯ পৃষ্ঠায় আসবে।

بُرَيْد ঃ বায়ের উপর পেশ, রায়ের উপর যবর। তিনি হলেন, ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবু বুরদা রা.। তিনি তাঁর দাদা আবু বুরদা রা. থেকে, আর তিনি তাঁর পিতা আবু মুসা আশআরী রা. থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। আবু বুরদার নাম হল আমির। আবু মুসা রা. এর নাম হল আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস রা.। আবু আমিরের নাম হল উবাইদ ইবনে সুলাইম। তিনি হলেন, হযরত আবু মুসা আশআরী রা. এর চাচা।

دُرَيْد ঃ দালের উপর পেশ, তাসগীর বিশিষ্ট শব্দ। وَالصِّمَّة ঃ সোয়াদের নিচে যের, মীম তাশদীদযুক্ত। جُشَمِي ঃ জীমের উপর পেশ, শীনের উপর যবর। জুশামের দিকে সম্বন্ধযুক্ত। দুরাইদ ইবনে সিম্মার পিতার উপাধি হল সিম্মা। নাম ছিল হারিস। দুরাইদ ইবনে সিম্মা ছিলেন জুশাম গোত্রের প্রসিদ্ধ কবি।

٢٢٢٠. بَابُ غَزْوَةِ الطَّائِفِ فِى شَوَّالٍ سَنَةَ ثَمَانٍ قَالَهُ مُوسَى بنُ عُقْبَةَ .

২২২০. অনুচ্ছেদ ঃ তায়েফের যুদ্ধ। মুসা ইবনে 'উকবা র.-এর মতে এ যুদ্ধ অষ্টম হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছে।

তায়েফ একটি প্রসিদ্ধ ও বড় শহর। মক্কা থেকে পূর্ব দিকে প্রায় ৩০ মাইল দূরে অবস্থিত। এ তায়েফ খুবই শস্যশ্যামল উর্বর ফসল উৎপাদনকারী এলাকা। এখানে প্রচুর খেজুর ও আঙ্গুর রয়েছে। আবহাওয়া মধ্যম ধরনের, নেহায়েত আনন্দদায়ক। গরমের মৌসুমে মক্কা মুকাররমার শাসকরা তায়েফে চলে যান।

নামকরণের কারণ

সাদাফ গোত্রের এক ব্যক্তির নাম ছিল লাদমূন ইবনে উবাইদ ইবনে মালিক। সে হাদরামাউতে স্বীয় চাচাত ভাই উমরকে হত্যা করে পালিয়ে যায়। সে ছিল বড় বিত্তশালী বণিক। সে এখানে এসে চারদিকে দেয়াল বানিয়েছিল যাতে কোন আরব এখানে আসতে না পারে। এজন্য এর নাম হয়েছে তায়েফ।

দ্বিতীয় উক্তি হল– এ তায়েফই সে বাগান, যার উল্লেখ কুরআনে হাকীমের সূরা কালামে রয়েছে–

فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ .

সূরা কালাম, আয়াত নং ১৯। হযরত জিবরাঈল আ. এ বাগানটিকে ইয়ামান থেকে এনে কাবা শরীফের আশেপাশে প্রদক্ষিণ করান। অতঃপর বর্তমান তায়েফে রেখে দেন। (উমদা)

তায়েফের যুদ্ধ

পূর্বেই জানা গেছে যে, হুনাইনের পরাস্ত বাহিনীর একটি অংশ তায়েফের দিকে চলে গিয়েছিল। তাদের মধ্যেই তাদের সিপাহসালার হাওয়াযিন নেতা মালিক ইবনে আওফ নযরী ছিলেন। অতঃপর সাকীফও হুনাইন থেকে পালিয়ে আসে এবং তায়েফে অবস্থান করে। তারা শহরবাসীদের সাথে মিলে সারাবছর যুদ্ধের রসদপত্র ও সামান এবং মুকাবিলার জন্য জরুরি উপকরণ জমা করে দুর্গ বন্ধ করে দেয়। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইন থেকে অবসর হয়ে হুনাইনের গনিমতের মাল ও বন্দীদেরকে জি'রানায় পাঠিয়ে দেন। স্বয়ং তায়েফে তাশরীফ আনেন ও তাদের অবরোধ করেন। তারা দুর্গের ফসিলের উপর তীরন্দাজদেরকে বসিয়ে দেয় এবং নেহায়েত কঠোরভাবে তীর বর্ষণ করে। ফলে অনেক মুসলমান আহত হন আর কিছু শহীদ হন। খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রা. তাদেরকে হাতাহাতি মুকাবিলার জন্য আহ্বান করেন। কিন্তু তারা উত্তর দেয় আমাদের দুর্গ থেকে অবতরণের প্রয়োজন নেই। আমাদের নিকট সারা বছরের শস্য মজুদ আছে। এগুলো যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আমরা তলোয়ার নিয়ে নামব। মুসলমানরা দাব্বাবার ছায়ায় দুর্গের দেয়াল খোদাই করার চেষ্টা করেন। (দাব্বাবা এক প্রকার যন্ত্র যেটি কাঠ ও চামড়া দ্বারা তৈরি করা হয়। এর ছায়ায় অবরোধকারীরা দুর্গ পর্যন্ত পৌঁছে যান, যাতে তীর বর্ষণ থেকে নিরাপদ হেফাজতে থাকতে পারেন।) কিন্তু তারা লোহার শলাকা আগুনে লাল করে উপর থেকে বর্ষণ শুরু করে। ফলে মুসলমানদের পিছু হঠতে হয়। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দেন, তাদের বাগান-উদ্যান কেটে ফেলা হোক। সাহাবায়ে কিরাম যখন আঙ্গুর গাছ কাটতে শুরু করেন, তখন দুর্গবাসী অস্থির হয়ে পড়ে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আবেদন করতে শুরু করে যে, আল্লাহর ওয়াস্তে এবং আত্মীয়তার কথা চিন্তা করে এগুলো ছেড়ে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি আল্লাহ এবং আত্মীয়তার কারণে এগুলো ছেড়ে দিচ্ছি।

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করালেন, যদি কোন গোলাম দুর্গ থেকে বেরিয়ে মুসলমান হয়ে আমার কাছে চলে আসে তবে সে মুক্ত। ফলে প্রায় ২৩ জন গোলাম বেরিয়ে ইসলামী সেনাবাহিনীতে চলে আসে। এ সংখ্যার বিবরণ ৩৩৩ নং হাদীসে আসছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে মুক্ত করে দেন এবং বিভিন্ন সাহাবীর নিকট অর্পণ করেন যেন, তাদের ব্যয়ের (খোরপোষের) প্রতি খেয়াল রাখেন।

সে অবরোধ দিবসগুলোতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সিদ্দীকে আকবর রা. কে বললেন, আমি একটি স্বপ্ন দেখলাম, দুধে ভর্তি একটি বড় পেয়ালা আমার হাতে দেয়া হল। কিন্তু একটি মোরগ এসে তাতে তার ঠোঁট লাগায়, ফলে সে দুধ পড়ে যায়। হযরত সিদ্দীকে আকবর রা. বলেন, প্রবল ধারণা এ দূর্গটি এখন বিজিত হবে না। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাওফাল ইবনে মুআবিয়া দিলির সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করলেন যে, তোমাদের কি রায়? নাওফাল বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! খেকশিয়াল তার গর্তে আছে। যদি ওখানে থাকে তাহলে ধরে আনব, আর যদি ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে আপনার কোন ক্ষতি নেই। (ফাতহ ঃ ৮/৩৬)

এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দেন। তখন সাহাবায়ে কিরাম বলতে শুরু করেন, আমরা কি তায়েফ বিজয় না করেই চলে যাব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামের বেমওকা আগ্রহ দেখে বললেন, আচ্ছা আগামী কাল যুদ্ধ কর। দ্বিতীয় দিন মুসলমানরা আবেগ নিয়ে যুদ্ধ করে এবং বহু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিকেলে বললেন, ইনশাআল্লাহ আগামীকাল এখান থেকে চলে যাব। এতদশ্রবণে সাহাবায়ে কিরাম খুব খুশি হলেন, কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করলেন না। সাহাবীগণের মাঝে এত দ্রুত পরিবর্তন আসার ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসলেন এবং অবরোধ তুলে নিলেন। যাবার সময় দোয়া করলেন– اَللّٰهُمَّ اهْدِ ثَقِيفًا وَائْتِ بِهِمْ 'আয় আল্লাহ্! সাকীফকে হেদায়াত দিন। তাদেরকে মুসলমান বানিয়ে আমার নিকট পৌঁছে দিন।' এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জি'রানায় তাশরীফ নেন। তায়েফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ১২ জন সাহাবী শহীদ হন। পরবর্তীতে এ দুর্গ নিজে নিজেই বিজয় হয়ে যায়। সবাই মুসলমান হয়ে যায়। তাদের সেনাপ্রধান মালিক ইবনে আউফ নযরী স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে এসে মুসলমান হন।

٣٩٨٨. حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ سَمِعَ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَعِنْدِي مُخَنَّثٌ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا، فَعَلَيْكَ بِابْنَةِ غَيْلَانَ، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَدْخُلَنَّ هٰؤُلَاءِ عَلَيْكُنَّ، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ الْمُخَنَّثُ هِيتٌ

৩৯৮৮/৩৩০. হুমাইদী র. .... উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত যে, আমার কাছে এক হিজড়া ব্যক্তি বসা ছিল, এমন সময়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি শুনলাম, সে হিজড়া ব্যক্তি আমার ভাই আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু উমাইয়া রা-কে বলছে, হে আবদুল্লাহ্! কি বল. আগামীকাল যদি আল্লাহ্ তোমাদেরকে তায়েফের উপর বিজয় দান করেন তা হলে (বাদিয়া নাম্মী) গায়লানের কন্যাকে অবশ্যই তুমি লুফে নেবে। কেননা সে (এতই স্থূলদেহ ও কোমল যে), সামনের দিকে আসার সময়ে তার পিঠে চারটি ভাঁজ পড়ে আবার পিঠ ফিরালে সেখানে আটটি ভাঁজ পড়ে। [উম্মে সালামা রা. বলেন] তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এদেরকে (হিজড়াদেরকে) তোমাদের কাছে প্রবেশ করতে দিও না। ইবনে উয়াইনা রা. বর্ণনা করেন যে, ইবনে জুরাইজ র. বলেছেন, হিজড়া লোকটির নাম ছিল হাইত। মাহমুদ (ইবনে গায়লান) আবু উসামা হিশাম সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করেন। (অর্থাৎ, হিশামের পুর্বোক্ত রেওয়ায়াত عَنْ أَبِيهِ الخ -এর ন্যায়।) তাতে এতটুকু বৃদ্ধি করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সময় তায়েফবাসীদেরকে অবরোধ করেছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল "اِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا" বাক্যে।

ইমাম বুখারী র. হাদীসটি মাগাযীতে দুই সূত্রে বর্ণনা করেছেন– প্রথম সূত্র হল– حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ سَمِعَ سُفْيَانَ আর দ্বিতীয় সূত্রটি হল– حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْاُسَامَةَ الخ নিকাহে ৭৮৭-৭৮৮, লিবাসে ৮৭৪ পৃষ্ঠায়)

فَاِنَّهَا تُقْبِلُ بِاَرْبَعِ الخ অর্থাৎ, সে রমণী খুবই মোটা। স্থূলকায় হওয়ার কারণে তার পেটে চারটি ভাঁজ পরিলক্ষিত হয় যখন সে সামনে চলে আসে অর্থাৎ, চারটি ভাঁজ দেখা যায়। অতঃপর যখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে তখন উভয় পার্শ্ব থেকে এসব ভাঁজ নজরে পড়ে। চারটি এক পার্শ্ব থেকে আরও চারটি অপর পার্শ্ব থেকে, মোট আটটি হয়ে যায়। উল্লেখ্য, আরবরা মোটা রমণীদের পছন্দ করেন।

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ الخ ঃ অর্থাৎ, ইবনে উয়াইনা এবং ইবনে জুরাইজ উভয়ই বর্ণনা করেছেন যে, এ হিজড়ার নাম হল– হাইত। এ হাইত হল আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়ার আজাদকৃত দাস।

হিজড়ার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

আল্লামা আইনী র. বলেন, ইমাম নববী র. বলেছেন, মুখান্নাছে নূনের নিচে যের ও যবর উভয়টি হতে পারে, যের অধিক ফসীহ। যবর অধিক প্রসিদ্ধ। উদ্দেশ্য হল- নূনকে যবর এবং যের উভয়টি দেয়া বৈধ। কিন্তু সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হল– মুখান্নাস-নূনের উপর যবরসহকারে। যদিও ফসীহ হল নূনের নিচে যের। মুখান্নাস বলে যার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে রমণীদের সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন– নম্রতা-নমনীয়তা পাওয়া যায়। আর এ সাদৃশ্য অর্থাৎ, নম্রতা নমনীয়তা কখনও সৃজনগত ও স্বভাবগতই হয়ে থাকে। এটা নিন্দনীয় নয়। কারণ, তার ওজর রয়েছে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষ থেকে শুরুর দিকে এর নিষেধও হয়নি।

কখনও কখনও এই সাদৃশ্য লৌকিকতার মাধ্যমে হয়। এটা নিন্দনীয়। যেমন– আজকাল হিজড়া বানানো হয়। জননেন্দ্রীয় কেটে অথবা যৌনরগ পিষে কাপুরুষ হিজড়া বানায়। কোন কোন রেওয়ায়াতে এরূপ লোকের উপর লা'নত এসেছে। অতএব, মালউন বা অভিশপ্ত দ্বারা উদ্দেশ্য এই হিজড়া যে, লৌকিকতা করে কৃত্রিমভাবে হিজড়ায় পরিণত হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দেখলেন, এতো যৌন সম্পর্ক ও খাহেশাত সম্পর্কে বুঝে, তখন তিনি তাকে ঘরে ঢুকতে নিষেধ করে দেন এবং পর্দার হুকুম করেন।

ঘটনাক্রমে আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়া সে তায়েফ অবরোধ কালে শত্রুদের তীরে শহীদ হয়ে যান। এ আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ফুফাত ভাই ছিলেন। অর্থাৎ, তাঁর ফুফু আতিকা বিনতে আবদুল মুত্তালিবের ছেলে এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা রা. এর ভাই ছিলেন। তিনি মক্কা বিজয়ের সফরে ফাতহে মক্কার পূর্বে আবু সুফিয়ান ইবনে হারিস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

٣٩٨٩. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا وَزَادَ وَهُوَ مُحَاصِرُ الطَّائِفِ يَوْمَئِذٍ .

৩৯৮৯. মাহমুদ (ইবনে গায়লান) হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমার কাছে আবু উসামা হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু উসামা হিশামকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন অনুরূপ (অর্থাৎ, হিশামের পূর্বোক্ত রেওয়ায়াতের ন্যায় তার পিতা থেকে......।) এবং এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফ অবরোধ করে রেখেছিলেন।

৩৯৯০. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الشَّاعِرِ الأَعْمَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ لَمَّا حَاصَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الطَّائِفَ فَلَمْ يَنَلْ مِنْهُمْ شَيْئًا قَالَ إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَثَقُلَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا نَذْهَبُ وَلاَ نَفْتَحُهُ؟ وَقَالَ مَرَّةً نَقْفُلُ؟ فَقَالَ اغْدُوا عَلَى الْقِتَالِ، فَغَدَوْا فَأَصَابَهُمْ جِرَاحٌ، فَقَالَ إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَأَعْجَبَهُمْ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ، وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فَتَبَسَّمَ * قَالَ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْخَبَرَ كُلَّهُ.

৩৯৯০/৩৩১. আলী ইবনে আবদুল্লাহ র. ...... হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফ অবরোধ করলেন। (এবং দীর্ঘ পনেরোরও অধিক দিন পর্যন্ত অবরোধ অব্যাহত রাখলেন) কিন্তু তাদের কাছ থেকে কিছুই হাসিল করতে পারেননি। তাই তিনি বললেন, ইন্‌শাআল্লাহ আমরা (অবরোধ উঠিয়ে মদীনার দিকে) ফিরে যাব। ব্যর্থ ফিরে যাওয়া সাহাবীদের মনে ভারী অনুভূত হল। তাঁরা বললেন, আমরা তায়েফ বিজয় না করেই চলে যাব? বর্ণনাকারী একবার نَذْهَبُ শব্দের স্থলে نَقْفُلُ (অর্থাৎ, আমরা 'ফিরে যাব') বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঠিক আছে, সকালে গিয়ে লড়াই কর। তাঁরা (পরদিন) সকালে লড়াই করতে গেলেন, এতে তাঁদের অনেকেই আহত হলেন। (অর্থাৎ, তাঁরা আহত হলেন, কিন্তু শত্রুদের কোন ক্ষতি হল না। কারণ, তারা উপর থেকে তীরবর্ষণ করত আর সাহাবীগণ নিচ থেকে তীর ছুড়ছিলেন, কিন্তু তাদের গায়ে তীর লাগেনি।) এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইন্‌শাআল্লাহ্ আমরা আগামীকাল ফিরে চলে যাব। তখন সাহাবীদের কাছে কথাটি মনঃপূত হল। এ অবস্থা দেখে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন। বর্ণনাকারী সুফিয়ান র. একবার বর্ণনা করেছেন যে, تَبَسَّمَ তিনি মুচকি হাসি হেসেছেন। অর্থাৎ, ضَحِكَ এর স্থলে تَبَسَّمَ বলেছেন। قَالَ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا ঃ অর্থাৎ, হুমায়দী র. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ বলেন। পূর্ণ হাদীসের উদ্দেশ্য হল, عَنْعَنَه-এর স্থলে حَدَّثَنَا এবং أَخْبَرَنَا দ্বারা পূর্ণ সনদ বর্ণনা করেছেন। কোন কোন কপিতে حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِالْخَبَرِ كُلِّه আছে এমতাবস্থায় অর্থ হবে। হুমাইদী পূর্ণ সনদ خَبَر সহকারে অর্থাৎ, أَخْبَرَنَا وَأَخْبَرَنِي দ্বারা عَنْعَنَه ব্যতীত বর্ণনা করেছেন। (সুফিয়ান আমাদেরকে এ হাদীসের পূর্ণ সূত্রটিতে 'খবর' শব্দ প্রয়োগ করে বর্ণনা করেছেন (অর্থাৎ কোথাও "عَنْ" শব্দ প্রয়োগ করেননি)।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল "لَمَّا حَاصَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الطَّائِفَ" বাক্যে। হাদীসটি ইমাম বুখারী র. মাগাযীর ৬১৯, আদবের ৮৯৯ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন। মুসলিম ও নাসাঈতেও আছে। অবশিষ্ট ব্যাখ্যার জন্য তায়েফ যুদ্ধ দ্রষ্টব্য।

৩৯৯১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَبَا بَكْرَةَ وَكَانَ تَسَوَّرَ حِصْنَ الطَّائِفِ فِي أُنَاسٍ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالاَ سَمِعْنَا النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ، وَقَالَ هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ أَوْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا وَ أَبَابَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَاصِمٌ قُلْتُ لَقَدْ شَهِدَ

عِنْدَكَ رَجُلَانِ حَسْبُكَ بِهِمَا، قَالَ أَجَلْ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَأَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَنَزَلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الطَّائِفِ.

৩৯৯১/৩৩২. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার র. .... হযরত আবু উসমান [নাহ্‌দী র.] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হাদীসটি শুনেছি সা'দ থেকে, যিনি আল্লাহ্‌র পথে গিয়ে সর্বপ্রথম তীর নিক্ষেপ করেছিলেন এবং আবু বাকরা রা. থেকেও শুনেছি যিনি (তায়েফ অবরোধকালে) সেখানকার স্থানীয় কয়েকজনসহ তায়েফের পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসেছিলেন। তাঁরা দু'জনই বলেছেন, আমরা নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি জেনে শুনে অন্যকে নিজের পিতা বলে দাবি করে, তার জন্য জান্নাত হারাম। হিশাম র. বলেন, মা'মার র. আমাদের কাছে আসিম-আবুল আলিয়া র. অথবা (রাবীর সন্দেহ) আবু উসমান নাহদী র. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি সা'দ এবং আবু বাকরা রা-এর মাধ্যমে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীসটি শুনেছি। আসিম র. বলেন, আমি (আবুল আলিয়া অথবা আবু 'উসমান) র-কে জিজ্ঞেস করলাম, নিশ্চয়ই আপনাকে হাদীসটি এমন দু'জন রাবী বর্ণনা করেছেন যাঁদেরকে আপনি আপনার নিশ্চয়তা ও সত্যতার জন্য যথেষ্ট মনে করেন। তিনি উত্তরে বললেন, অবশ্যই। কারণ, তাদের একজন হলেন সে ব্যক্তি, যিনি আল্লাহ্‌র রাস্তায় সর্বপ্রথম তীর নিক্ষেপ করেছিলেন। আর অপর জন (আবূ বাকরা রা.) হলেন যিনি তায়েফের (নগরপাঁচিল টপকিয়ে) এসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে সাক্ষাৎকারী তেইশ জনের একজন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল "وَكَانَ تَسَوَّرَ حِصْنَ الطَّائِفِ فِي أُنَاسٍ" বাক্যে।

سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رض ঃ হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. অনেক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তিনি অনেক আগের ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবী। আশারায়ে মুবাশশারার অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সমস্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। আল্লাহ্‌র রাস্তায় সর্বপ্রথম তীর নিক্ষেপকারী। তাঁর তীর বর্ষণে খুশি হয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য উহুদের যুদ্ধে বলেছিলেন– اِرْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي যেমন– ১০০ নং থেকে ১০৩ নং হাদীসে গেছে। সেখানে দ্রষ্টব্য। তাছাড়া ৯১৩ নং রেওয়ায়াতেও আছে। অবশেষে সত্তরের বেশি বয়স পেয়ে ৫৫ হিজরীতে ইহকাল ত্যাগ করে জান্নাতুল বাকীতে চির বিশ্রাম গ্রহণ করেন।

আবু বাকরা রা.

হযরত আবু বাকরা রা. শীর্ষ সাহাবীগণের একজন ছিলেন। তাঁর নাম হল– নুফাই ইবনুল হারিস রা.। তিনি প্রথমে হারিস ইবনে কালদা সাকাফীর গোলাম ছিলেন। তাঁর মায়ের নাম ছিল সুমাইয়া। এ সুমাইয়ারই সন্তান যিয়াদ ইবনে আবু সুফিয়ান। এর দ্বারা বুঝা গেল, হযরত আবু বাকরা রা. যিয়াদের মা শরীক (বৈপিত্রেয়) ভাই ছিলেন। এই যিয়াদ ইবনে আবু সুফিয়ানের ছেলে উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের কলঙ্কময় কীর্তির জন্য মুহাররামুল হারাম ৬১ হিজরীর কারবালার ঘটনা সাক্ষী যে, রাসূলের নাতি, বীরাঙ্গনা (বাতুল) হযরত ফাতিমা রা. এর কলিজার টুকরা সাইয়্যিদিনা হযরত হুসাইন রা. এর শাহাদাতে তার বিরাট হাত ছিল। হযরত আবু বাকরা রা. যেহেতু তায়েফ অবরোধে দূর্গ টপকে সকাল বেলায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে এসে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, সেহেতু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উপনাম আবু বাকরা রা. রেখেছেন। এই উপনামেই তিনি প্রসিদ্ধ হয়েছেন। তিনি সেসব সতর্ক সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা জঙ্গে জামালের গৃহযুদ্ধে উভয় দল থেকে আলাদা থেকে কোন দিকে অংশগ্রহণ পছন্দ করেননি। অবশেষে বসরায় ৫১ হিজরীতে তাঁর ইনতিকাল হয়।

প্রশ্নোত্তর ঃ مَنِ ادَّعٰى اِلٰى غَيْرِ اَبِيْهِ ঃ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি জেনে-বুঝে আপন পিতা ছাড়া অন্যের দিকে নিজেকে সম্বন্ধযুক্ত করে তার উপর জান্নাত হারাম। এর ফলে কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির জাহান্নামী এবং কাফির হওয়ার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।

উত্তর ঃ ১. এটা হালাল মনে করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ, বৈধ ও হালাল মনে করে যে এরূপ করবে সে কাফির ও জাহান্নামী হবে। অতএব, কোন প্রশ্ন রইল না।

২. এটা কঠোরতা আরোপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ, উদ্দেশ্য হল– সতর্ক করা ও ধমকানো। যেমন– مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ ـ

৩. প্রথমবারে জান্নাতে প্রবেশ হবে না। ইত্যাদি।

মাসআলা

এ হাদীস থেকে এ মাসআলা জানা গেল যে, অধিকাংশ লোক অন্যের বাচ্চাদেরকে ছেলে ডাকে, এটা যখন শুধু স্নেহ-মমতার কারণে পোষ্যপুত্র সাব্যস্ত করার কারণে না হবে, তখন জায়েয হলেও অনুত্তম। কারণ, এটা নিষেধের অন্তর্ভুক্ত।

হাফিজ আসকালানী র. বলেন, হিশাম ইবনে ইউসুফ সান'আনীর তা'লীক আমি মুত্তাসিল তথা সনদ সহকারে পাইনি। ইমাম বুখারী র. এ তালীক এখানে এ উদ্দেশ্যে এনেছেন যাতে মুহাম্মদ ইবনে বাশশারের উপরোক্ত হাদীসের বিস্তারিত বিবরণ হয়ে যায়। উপরোক্ত হাদীসে فِى النَّاسِ শব্দ ইজমালী ছিল, যার অর্থ হল, কয়েকজন লোক। এ তা'লীক দ্বারা ব্যাখ্যা ও বিস্তারিত বিবরণ হয়ে গেল যে, মোট ২৩ জন লোক রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে এসেছিল। যাদের একজন ছিলেন হযরত আবু বাকরা রা.ও।

٣٩٩٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رضى الله عنه قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ نَازِلٌ بِالْجِعِرَّانَةِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ اَعْرَابِىٌّ فَقَالَ اَلَا تُنْجِزُلِىْ مَا وَعَدْتَنِىْ؟ فَقَالَ لَهُ اَبْشِرْ، فَقَالَ قَدْ اَكْثَرْتَ عَلَىَّ مِنْ اَبْشِرْ، فَاَقْبَلَ عَلٰى اَبِىْ مُوْسٰى وَبِلَالٍ كَهَيْئَةِ الْغَضْبَانِ، فَقَالَ رَدَّ الْبُشْرٰى، فَاَقْبَلَا اَنْتُمَا، قَالَا قَبِلْنَا، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ فِيْهِ مَاءٌ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيْهِ وَمَجَّ فِيْهِ، ثُمَّ قَالَ اشْرَبَا مِنْهُ، وَاَفْرِغَا عَلٰى وُجُوْهِكُمَا وَنُحُوْرِكُمَا وَاَبْشِرَا، فَاَخَذَا الْقَدَحَ فَفَعَلَا فَنَادَتْ اُمُّ سَلَمَةَ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ اَنْ اَفْضِلَا لِاُمِّكُمَا فَاَفْضَلَا لَهَا مِنْهُ طَائِفَةً ـ

৩৯৯২/৩৩৩. মুহাম্মদ ইবনে 'আলা র........ হযরত আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল রা.সহ মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী জি'রানা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন তখন, আমি তাঁর কাছে ছিলাম। এমন সময়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে এক বেদুঈন এসে বলল, আপনি আমাকে যে ওয়াদা দিয়েছিলেন তা পূরণ করবেন না? (সে ওয়াদা পুরণ করুন) তিনি তাঁকে বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ কর। সে বলল, (হুনাইনের যুদ্ধলব্ধ মালের কিয়দাংশ দিতে) সুসংবাদ তো আপনি আমাকে অনেকবারই দিয়েছেন (এখন কিছু মাল দিন)। তখন তিনি আবু মুসা ও বিলাল রা.-এর দিকে ফিরে বললেন, লোকটি সুসংবাদ ফিরিয়ে দিয়েছে। তোমরা দু'জন তা গ্রহণ কর। তখন তাঁকে ক্ষুব্ধ মনে হচ্ছিল তাঁরা উভয়ে বললেন, আমরা তা গ্রহণ করলাম। এরপর তিনি পানি ভরে একটি পাত্র আনতে বললেন। (পানি আনা হল) তিনি

এর মধ্যে নিজের উভয় হাত ও মুখমণ্ডল ধুয়ে তাতে কুল্লি করলেন। তারপর [আবু মূসা ও বিলাল রা.-কে বললেন,) তোমরা উভয়ে এ থেকে পান কর এবং নিজেদের মুখমণ্ডল ও বুকে ছিটিয়ে দাও। আর সুসংবাদ গ্রহণ কর। তাঁরা উভয়ে পাত্রটি তুলে নিয়ে যথা নির্দেশ কাজ করলেন। এ সময় উম্মে সালামা রা. পর্দার আড়াল থেকে ডেকে বললেন, তোমাদের মায়ের জন্যও কিছু অবশিষ্ট রেখে দিও। অতএব তাঁরা এ থেকে অবশিষ্ট কিছু উম্মে সালামা রা.-এর জন্য রেখে দিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল "وَهُوَ نَازِلٌ بِالْجِعِرَّانَةِ" বাক্যে। কারণ, তিনি তখন তায়েফের যুদ্ধ থেকেই হুনাইনের গনিমতের মাল বণ্টনের উদ্দেশ্যে জি'রানায় এসেছিলেন। হাদীসটি এ সনদে ৩২নং পৃষ্ঠায় এবং আংশিকভাবে একুশ পৃষ্ঠায় এবং মাগাযীতে ৬২০ পৃষ্ঠায় এসেছে।

جِعِرَّانَة ঃ জীম ও আইনের নিচে যের, রায়ের উপর তাশদীদ। আবার কখনও আইনকে সাকিন করা হয়, রাকেমুক্ত রাখা হয়। جِعِرَّانَه بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ ঃ আমাদের কপিগুলোতে অনুরূপই আছে। কিন্তু ব্যাখ্যাতা দাঊদী র. বলেন–

وَهُوَ وَهْمٌ فَالصَّوَابُ بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ وَبِهِ جَزَمَ النَّوَوِيُّ ـ

'এটা ভুল। সঠিক হল– জিরানা মক্কা ও তায়েফের মাঝে। ইমাম নববী র. এর উপরই দৃঢ়তা প্রকাশ করেছেন।' বুখারীর টীকা পৃ. ৬২০।

আল্লামা আইনী র. বলেন–

قَالَ عِيَاضُ هِيَ بَيْنَ الطَّائِفِ وَمَكَّةَ وَالِىْ مَكَّةَ اَقْرَبُ ـ

ইয়ায র. বলেছেন, জি'রানা তায়েফ ও মক্কার মাঝে অবস্থিত। অবশ্য মক্কার অধিক নিকটবর্তী। (উমদা ঃ ৩০৬)

اَعْرَابِى ঃ হাফিজ আসকালানী র. বলেন, لَمْ اَقِفْ عَلٰى اِسْمِهِ অর্থাৎ, আমি তাঁর নাম সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারিনি।

الاَتُنْجِزُلِىْ مَا وَعَدْتَنِىْ ঃ এতে এক সম্ভাবনা হল, প্রতিশ্রুতি সে বেদুঈনের সাথে খাস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে বেদুঈনকে কিছু সম্পদ দেয়ার অথবা, গনিমতের মাল দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। লোকটি যখন তাগাদার জন্য এল তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এত অধৈর্য কেন? সবর কর এবং আসল দৌলত সওয়াব ও জান্নাতের শুভ সংবাদ নাও। কিন্তু নওমুসলিম ও বেয়াদব বেদুঈন এই সুসংবাদে খুশি হল না। সত্য কথা হল–

تہی دستاں قسمت راچہ سود از رہبر کامل * کہ خضر ازاب حیواں تشنہ می ارد سکندررا ـ

দ্বিতীয় সম্ভাবনা হল– এ প্রতিশ্রুতি ব্যাপক ছিল যে, হুনাইনের গনিমত সবগুলো জি'রানায় জমা করে দেয়া হবে। তায়েফ থেকে অবসর হয়ে গনিমতের মাল বণ্টন হবে। কিন্তু সে বেদুঈন তাড়াহুড়া করল এবং গনিমতের হিসসা দেরি দেখে চেয়ে বসল। যেহেতু কেবলমাত্র এবং এ বছরই মক্কা বিজয়ের কালে যারা মুসলমান হয়েছিল তাদের মধ্যে পরিপক্কতা তৎক্ষণাৎ আসেনি, যার ফলে এরূপ শব্দ ও আচরণ প্রকাশ পেয়েছে। এ হাদীস দ্বারা আবু মুসা আশআরী, বিলাল ও হযরত উম্মে সালামা রা. এর বড় ফযীলত প্রমাণিত হল।

٣٩٩٣. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَطَاءُ اَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بِنِ اُمَيَّةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ لَيْتَنِى اَرَى رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ، قَالَ فَبَيْنَا النَّبِىُّ ﷺ بِالْجِعِرَّانَةِ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ قَدْ اُظِلَّ بِهِ مَعَهُ فِيْهِ نَاسٌ مِنْ

أَصْحَابِهِ إِذْ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي جُبَّةٍ بَعْدَ مَا تَضَمَّخَ بِالطِّيبِ، فَأَشَارَ عُمَرُ إِلَى يَعْلَى بِيَدِهِ أَنْ تَعَالَ، فَجَاءَ يَعْلَى فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْمَرُّ الْوَجْهِ يَغِطُّ كَذَلِكَ سَاعَةً ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، فَقَالَ أَيْنَ الَّذِي؟ يَسْأَلُنِي عَنِ الْعُمْرَةِ آنِفًا فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَأُتِيَ بِهِ، فَقَالَ أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا، ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ، كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ.

৩৯৯৩/৩৩৪. ইয়াকুব ইবনে ইব্রাহীম র......... হযরত সাফওয়ান ইবনে ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া র. থেকে বর্ণিত যে, (আমার পিতা) ইয়ালা রা. (অনেক সময়) বলতেন যে, আহা, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ওহী অবতীর্ণ হওয়ার মুহূর্তে যদি তাঁকে দেখতে পেতাম! ইয়া'লা রা. বলেন, এরই মধ্যে একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জি'রানা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তাঁর (মাথার) উপর একটি কাপড় টানিয়ে ছায়া করে দেয়া হয়েছিল। আর সেখানে তাঁর সঙ্গে সাহাবীদের কয়েকজনও উপস্থিত ছিলেন এমন সময় তাঁর কাছে এক বেদুঈন আসল। তার গায়ে খুশবু মাখান একটি জুব্বা ছিল। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কী মনে করেন যে গায়ে খুশবু মাখানোর পর সে জোব্বা পরিধান করা অবস্থায় উমরা আদায়ের জন্য ইহ্রাম বেঁধেছে? (অর্থাৎ, এরূপ জুব্বা পরে উমরা করা জায়িয কিনা ?) [প্রশ্নকারীর জবাব দেয়ার পূর্বেই উমর রা. দেখলেন রাসূলুল্লাহ্ সা-এর চেহারায় ওহী অবতীর্ণ হওয়ার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে] তাই উমর রা. হাত দিয়ে ইশারা করে ইয়া'লা রা-কে (ওহী অবতরণকালের ধরণ প্রত্যক্ষ করার জন্য।) আসতে বললেন। ইয়া'লা রা. এসে তাঁর মাথাটি (নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখার জন্য) ঢুকিয়ে দিলেন তখন তিনি (ইয়া'লা) দেখতে পেলেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর চেহারা (ওহী অবতরণের কঠিন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে) লাল হয়ে উঠেছে। আর ভিতরে শ্বাস দ্রুত যাতায়াত করছে। এ অবস্থা কিছুক্ষণ পর্যন্ত ছিল, তারপর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল। তখন তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, সে লোকটি কোথায়, কিছুক্ষণ আগে যে আমাকে 'উমরার বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিল? এরপর লোকটিকে খুঁজে আনা হলে তিনি বললেন ঃ তোমার গায়ে যে খুশবু রয়েছে তা তুমি তিনবার ধুয়ে ফেল এবং জোব্বাটি খুলে ফেল। তারপর হজ্জ আদায়ে যা কিছু করে থাক (তাওয়াফ ও সায়ী) উমরাতেও সেগুলোই পালন কর।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল نَازِلٌ بِالْجِعْرَانَةِ শব্দে। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফের যুদ্ধ থেকেই হুনাইনের গনিমত বণ্টন করার জন্য জি'রানায় তাশরীফ এনেছিলেন। হাদীসটি হজ্জে ২০৮. উমরায় ২৪১ ও মাগাযীতে ৬২০ পৃষ্ঠায় এসেছে।

٣٩٩٤. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حدثنا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ لَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَسَمَ فِي النَّاسِ فِي الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَلَمْ يُعْطِ الأَنْصَارَ شَيْئًا فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا إِذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ اوكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا إِذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ، فَخَطَبَهُمْ فقَالَ : يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ! أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلاَّلاً فَهَدَاكُمُ اللَّهُ بِي؟ وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي؟ وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي؟

كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا، قَالُوا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَمَنُّ، قَالَ مَا يَمْنَعُكُمْ اَنْ تُجِيْبُوا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ؟ كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا قَالُوا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَمَنُّ، قَالَ لَوْ شِئْتُمْ قُلْتُمْ جِئْتَنَا كَذَا وَكَذَا، اَتَرْضَوْنَ اَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالبَعِيْرِ، وَتَذْهَبُوْنَ بِالنَّبِيِّ ﷺ اِلٰى رِحَالِكُمْ؟ لَوْ لَا الهِجْرَةُ، لَكُنْتُ امْرأً مِنَ الاَنْصَارِ، وَلَوْسَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكْتَ وَادِى الاَنْصَارِ وَشِعْبِها، الاَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ، اِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِىْ اُثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتّٰى تَلْقَوْنِى عَلَى الحَوْضِ ـ

৩৯৯৪/৩৩৫. মুসা ইবনে ইসমাঈল র. ..... হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যায়েদ ইবনে আসিম রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুনাইনের দিবসে আল্লাহ্ যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে গনিমতের সম্পদ দান করলেন তখন তিনি ঐগুলো সেসব মানুষের মধ্যে বন্টন করে দিলেন, যারা দুর্বল নও মুসলিম, মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেছে। (যাদের হৃদয়কে ঈমানের উপর সুদৃঢ় করার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেছিলেন।) আর আনসারীগণকে কিছুই তিনি দেননি। ফলে তাঁরা যেন নাখোশ হয়ে গেলেন। কারণ, অন্যান্য লোক যা পেয়েছে তাঁরা তা পান নি। অথবা তিনি বলেছেন ঃ তাঁরা যেন দুঃখিত হয়ে গেলেন। কারণ, অন্যান্য লোক যা পেয়েছে তারা তা পাননি। কাজেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, হে আনসার! আমি কি তোমাদেরকে গুমরাহীতে মধ্যে লিপ্ত পাইনি, যার পরে আল্লাহ্ আমার দ্বারা তোমাদেরকে হেদায়েত দান করেছেন? তোমরা ছিলে পরস্পর বিচ্ছিন্ন, (পরস্পর বিরোধী ও শত্রু) যার পর আল্লাহ্ আমার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরকে জুড়ে দিয়েছেন। তোমরা ছিলে রিক্তহস্ত, যার পরে আল্লাহ্ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করেছেন। এভাবে যখনই তিনি কোন কথা বলেছেন তখন আনসারগণ জবাবে বলতেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই আমাদের উপর অধিক ইহ্সানকারী। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্র রাসূলের জবাব দিতে তোমাদেরকে বাধা দিচ্ছে কিসে? তাঁরা তখনও তিনি যা কিছু বলছেন তার উত্তরে বলে গেলেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলেই আমাদের উপর অধিক ইহ্সানকারী। তিনি বললেন, তোমরা ইচ্ছা করলে বলতে পারতে যে, আপনি আমাদের কাছে এমন এমন (সংকটময়) সময়ে এসেছিলেন (অর্থাৎ, তোমরা ইচ্ছা করলে আমার ভাষণের এ উত্তর দিতে পারতে যে, যখন লোকেরা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আমরা আপনাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছি, যখন আপনাকে দেশান্তরিত করেছে আমরা আশ্রয় দিয়েছি ইত্যাদি ইত্যাদি।) কিন্তু তোমরা কি এ কথায় সন্তুষ্ট নও যে, অন্যান্য লোক বকরী ও উট (পার্থিব সম্পদ ও ভোগ সম্ভার) নিয়ে ফিরে যাবে আর তোমরা তোমাদের বাড়ি ফিরে যাবে আল্লাহ্র নবীকে সাথে নিয়ে। যদি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমাকে হিজরত করানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত না থাকত তা হলে আমি আনসারীদের মধ্যকারই একজন থাকতাম। (অর্থাৎ, মদীনার আনসারের সাথে আমার এত অসাধারণ ভালবাসা, যদি হিজরতের বিষয়টি আমার সাথে সম্পৃক্ত না হত তবে আমি নিজেকে আনসারী গণ্য করতাম। যদি লোকজন কোন উপত্যকা ও গিরিপথ দিয়ে চলে তা হলে আমি আনসারীদের উপত্যকা ও গিরিপথ দিয়েই চলব। আনসারগণ হল (নববী) দেহসংযুক্ত গেঞ্জি আর অন্যান্য লোক হল উপরের জামা। আমার বিদায়ের পর অচিরেই তোমরা দেখতে পাবে অন্যদের (অধিকার হীন) অগ্রাধিকার। তখন ধৈর্য ধারণ করবে (দীনের উপর টিকে থাকবে) অবশেষে তোমরা হাউজে কাউসারে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল يَوْمَ حُنَيْنٍ শব্দে। এটা অবশ্যই স্মর্তব্য যে, তায়েফের যুদ্ধ হুনাইনের যুদ্ধের অধীনস্থ। তায়েফের যুদ্ধে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এ হাদীসের কিয়দাংশ ইমাম বুখারী ঃ ১০৭৬, ৫৩৩, মাগাযীতে ৬২০ ও ৬২১নং পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন। مُتَضَمِّخٌ بِالطِّيْبِ ঃ সুগন্ধি মাখানো।

হুনাইনের গনিমত বণ্টন ও আনসারীদের সাময়িক অসন্তুষ্টি

হাফিজ আসকালানী র. বলেন, فَلَمَّا رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ وَصَلَ إِلَى الْجِعِرَّانَةِ فِي خَامِسِ ذِي الْقَعْدَةِ। 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফ থেকে রওয়ানা করে ৫ই যিলকদ জি'রানা পৌঁছেন। যেখানে গনিমতের সম্পদ জমা ছিল, জি'রানা আসার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১০/১২ দিন হাওয়াযিনে অপেক্ষা করেন। ৩২৬নং হাদীসের ব্যাখ্যায় সবিস্তারে এ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। যখন কেউ এলো না তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গনীমতের সম্পদ বণ্টন করে দেন এবং মনোরঞ্জনের কথা খেয়াল করে নওমুসলিম যাদের বেশির ভাগ ছিলেন মক্কার অভিজাত লোকজন– তাদের বিরাট অঙ্কের মাল দান করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দান-দক্ষিণা সবাইকে অভিভূত করে ফেলে। সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া, আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, মালিক ইবনে আওফ রা. প্রমুখ পরিষ্কার ভাষায় স্বীকার করলেন যে, এ দান নবী ছাড়া অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়। সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। এ দান-দক্ষিণা দেখে তিনি মুসলমান হয়ে যান।

মোটকথা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জি'রানায় কুরাইশের অভিজাত লোকজন ও বিভিন্ন গোত্রপতিদের বিশাল অংকের দান দক্ষিণা করেছেন। এসব দান-দক্ষিণা ও পুরস্কারের হাকিকত না বুঝার কারণে কিছু সংখ্যক আনসারী অসন্তুষ্ট হয়ে যান। এমনকি অনুপস্থিতিতে শানে নবুওয়াতের পরিপন্থী বাক্য তাদের মুখ থেকে নিঃসৃত হয় যে, আজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বণ্টন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সংবাদ পেয়ে বললেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত মুসা আ.-এর প্রতি রহম করুন। তাঁকে আমার চেয়ে বেশি কষ্ট দেয়া হয়েছে।

কোন কোন আনসারী বললেন, কুরাইশ গনিমতের সম্পদ পাচ্ছে, অথচ আমাদের– যাদের তলোয়ারগুলো থেকে কুরাইশের খুন টপকে পড়ছে– তাদেরই বঞ্চিত রাখা হচ্ছে। কেউ কেউ বলল, মুশকিল আর কঠিন বিপদগুলোর সময় তো আমাদের কথা স্মরণ হয়, আর গনিমতের সম্পদের সময় অন্যদের স্মরণ করা হয়। এসব কথার মূল এবং প্রতিষ্ঠাতা তো যুলখুয়াইসিরা, আকরা' ইবনে হাবিস এবং উয়াইনা ইবনে হিসন রা. প্রমুখ ছিলেন, যারা নওমুসলিম, এখনো তাদের অন্তর থেকে স্বীয় প্রতিমাগুলোর ভালবাসাও দূরীভূত হয়নি, এখনও ইসলাম ও ইসলামের নবী সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল হননি। তাদের নিকট যা ছিল তা ছিল এই পার্থিব সম্পদ। তারা আদল–ইনসাফ শুধু এটাকেই জানতেন যে, তাদের যেন অনেক কিছু প্রদান করা হয়। মহা লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং জরুরি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী তাদের অনুধাবনের বাইরে ছিল।

যদি এরূপ অজ্ঞ নওমুসলিম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইনসাফ এবং ন্যায়ের সে মানদণ্ড, যার ভিত্তি ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছিল, তা অনুধাবন করতে না পেরে এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের পদ্ধতিকে অপছন্দ করে তবে এটা কোন বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। অবশ্য আফসোস হল, মুখলিস আনসারীরাও এসব অজ্ঞ নওমুসলিমের ধোঁকায় পড়ে যান এবং অনর্থক সন্দেহে লিপ্ত হন। তাদের সন্দেহগুলো ভুল বুঝাবুঝি এবং হাকীকত সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না হওয়ার উপরই নির্ভরশীল ছিল। এসব সন্দেহের কারণ বেদীনি এবং অসভ্যতা ছিল না। এঁরা ছিলেন ইসলামের জন্য প্রকৃত উৎসর্গিকৃত। অতএব, তাদেরকে ভুল বুঝাবুঝিতে লিপ্ত রাখা ভাল ছিল না। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সা'দ ইবনে উবাদা রা.কে নির্দেশ দেন, আনসারীদেরকে একটি স্থানে সমবেত কর। সেখানে যেন আনসার ছাড়া আর কেউ না থাকে। আনসারীরা যখন একত্রিত হন তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে তাশরীফ নেন। তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, হে আনসার! এটা কি ঠিক, যা আমি শুনছি যে, তোমরা আমার ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হয়ে গেছ? আনসারীগণ উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের আহলে রায় ও বিবেকসম্পন্ন কোন লোক এ কথা বলেননি। অবশ্য কিছু যুবক এরূপ কথা

বলেছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়! তোমরা কি দুনিয়ার নশ্বর ধনসম্পদের জন্য আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে গেছ? তোমাদের অন্তর এজন্য পেরেশান হয়ে গেছে যে, আমি এ নশ্বর দুনিয়ার কিছু ধনসম্পদ– ভোগসম্ভার এবং কিছু দিরহাম তথা টাকা-পয়সা কুরাইশ নেতাদেরকে দিয়েছি, যার হাকিকত মরিচিকার চেয়ে বেশি কিছু নয়? অথচ এসব নেতৃবৃন্দের উপর ইতিপূর্বে হত্যা ও বন্দীর মুসিবত আপতিত হয়েছে। তাদের ভাই নিহত হয়েছে, গ্রেফতার হয়েছে এমনিভাবে তাদের উপর লাঞ্ছনা ও বহু মুসিবত আপতিত হয়েছে, যা থেকে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের রক্ষা করেছেন।

আমার উদ্দেশ্য ছিল, তাদের মনোরঞ্জন। তাদেরকে ইসলামের সাথে আরও গভীরভাবে কাছে টেনে আনা, অন্তরে মহব্বত সৃষ্টি করা। যাতে তারা ইসলামের দিকে পুরোপুরি মনোযোগী হয়। মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে এরূপ লোককে সম্পদ দেয়া সমীচীন ও প্রজ্ঞার দাবি। তোমরা ঈমানদার, ঈমান ও ইয়াকীনের বেনজির ও চিরস্থায়ী দৌলত দ্বারা তোমরা টইটুম্বুর। তোমরা কি এর উপর সম্মত নও যে, লোকজন উট আর বকরী নিয়ে বাড়ি ফিরবে আর তোমরা আল্লাহ ও তদীয় রাসূলকে সাথে নিয়ে যাবে? সে পবিত্র সত্তার কসম! যার কবজায় আমার প্রাণ। যদি হিজরত তাকদীরি ব্যাপার না হত তবে আমি আনসারীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। যদি লোকজন এক ঘাঁটিতে যেত, আর আনসারীরা অন্য ঘাঁটিতে, তবে আমি আনসারীদের ঘাঁটি অবলম্বন করতাম। আয় আল্লাহ! আনসারীদের প্রতি, তাদের সন্তানদের প্রতি ও সন্তানদের সন্তানদের প্রতি রহম করুন।

এ কথা বলা মাত্রই প্রাণ উৎসর্গকারী সমস্ত আনসার চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে তাদের দাড়ি অশ্রুতে শিক্ত হয়ে গেল। সবাই বললেন, আমরা এই বণ্টনে অন্তর থেকে খুশি যে, আল্লাহ ও রাসূল আমাদের ভাগে এসেছে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে চলে আসেন, বৈঠক সমাপ্ত হয়ে যায়।

٣٩٩٥. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضى الله عنه قَالَ قَالَ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، حِينَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مَا أَفَاءَ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ فَطَفِقَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْطِي رِجَالاً الْمِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ، فَقَالُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُعْطِي قُرَيْشًا، وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ، قَالَ أَنَسٌ فَحُدِّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَقَالَتِهِمْ فَأَرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ، وَلَمْ يَدْعُ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ، فَقَالَ فُقَهَاءُ الْأَنْصَارِ أَمَّا رُؤَسَاؤُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا، وَأَمَّا نَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ فَقَالُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَإِنِّي أُعْطِي رِجَالاً حَدِيثِي عَهْدٍ بِكُفْرٍ أَتَأَلَّفُهُمْ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمْوَالِ، وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ ﷺ إِلَى رِحَالِكُمْ، فَوَاللَّهِ لَمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ رَضِينَا، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ سَتَجِدُونَ أُثْرَةً شَدِيدَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﷺ فَإِنِّي عَلَى الْحَوْضِ، قَالَ أَنَسٌ فَلَمْ يَصْبِرُوا -

৩৯৯৫/৩৩৬. আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ র. .... হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আল্লাহ্ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হাওয়াযিন গোত্রের সম্পদ থেকে গনিমত হিসেবে যতটুকু দান করতে চেয়েছেন দান করলেন, তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতিপয় লোককে (নও মুসলিমদেরকে) এক একশ' করে উট দান করতে লাগলেন। (এ অবস্থা দেখে) আনসারীদের কিছুসংখ্যক লোক (প্রশ্নোত্থাপন শুরু করলেন) বলে ফেললেন, আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ক্ষমা করুন, তিনি আমাদেরকে বাদ দিয়ে কুরাইশদেরকে (গনিমতের মাল) দিচ্ছেন। অথচ আমাদের তরবারি থেকে এখনো তাদের তাজা রক্ত টপকাচ্ছে।

আনাস রা. বলেন, তাঁদের এ কথা রাসূলুল্লাহ্ সা-কে বর্ণনা করা হলে তিনি আনসারীদের কাছে সংবাদ পাঠালেন এবং তাদেরকে একটি চামড়ার তৈরি তাঁবুতে সমবেত করলেন। তাঁরা ব্যতীত অন্য কাউকে এখানে উপস্থিত থাকতে অনুমতি দেননি। এরপর তাঁরা সবাই জমায়েত হলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে বললেন, তোমাদের কাছ থেকে এ কি কথা আমার নিকট পৌঁছল? (অর্থাৎ, এই খবর সত্য কি না?) আনসারীদের বিজ্ঞ মনীষীবৃন্দ বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের নেতৃস্থানীয় কেউ তো কিছু বলেনি, তবে আমাদের কতিপয় কমবয়সী লোক বলেছে যে, আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ সা-কে ক্ষমা করুন, তিনি আমাদেরকে বাদ দিয়ে কুরাইশদেরকে (গনিমতের মাল) দিচ্ছেন। অথচ আমাদের তরবারিগুলো থেকে এখনো তাদের তাজা রক্ত টপকাচ্ছে। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি অবশ্য এমন কিছু লোককে (গনিমতের মাল) দিচ্ছি যারা সবেমাত্র কুফ্র ত্যাগ করে ইসলামে প্রবেশ করেছে আর তা এ জন্যে যেন তাদের মনোরঞ্জন করতে পারি, তাদের মনকে আমি ঈমানের উপর সুদৃঢ় করতে পারি। তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, অন্যান্য লোক ফিরে যাবে ধন-সম্পদ নিয়ে আর তোমরা বাড়ি ফিরে যাবে (আল্লাহ্র) নবীকে সঙ্গে নিয়ে? আল্লাহ্র কসম, তোমরা যে জিনিস (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিয়ে ফিরে যাবে তা অনেক উত্তম ঐ ধন-সম্পদ অপেক্ষা, যা নিয়ে তারা ফিরে যাচ্ছে। আনসারীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা এতে সন্তুষ্ট থাকলাম। নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বললেন, অচিরেই তোমরা (নিজেদের উপর) অন্যদের প্রাধান্য (অন্যায়ভাবে হক নষ্ট) প্রবলভাবে অনুভব করতে থাকবে। অতএব, আমার ওফাতের পর আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের সঙ্গে হাউযে কাউসারে সাক্ষাৎ করা পর্যন্ত তোমরা সবর করে থাকবে। আমি হাউযে কাউসারের নিকট থাকব। আনাস রা. বলেন, কিন্তু তাঁরা (আনসারীরা) সবর করেননি। (অর্থাৎ, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর বণু সাইদার উঠানে তারা খিলাফতের প্রশ্নে বলল যে, তোমাদের একজন ও আমাদের একজন আমীর হবে। মূলতঃ অনেক কিছুরই আশংকা ছিল কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরে সমস্ত নবীগণের পর সর্বোৎকৃষ্ট মানব সায়্যিদিনা আবূ বকর সিদ্দীক রা.-এর জ্ঞানগর্ভ সময়োচিত ও চিত্তাকর্ষক ভাষণ ও ফারুকে আজম রা.-এর গভীর জ্ঞান ও কৌশলের ফলে নিয়ন্ত্রণ আসল এবং মুসলিম জাতিকে মারাত্মক ইনকিলাব ও বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করা হল।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ শব্দে। مِنْ أَدَمٍ ঃ হামযা ও দাল উভয়টির মধ্যে যবর। أَدِيْمٌ এর বহুবচন অর্থাৎ, সংস্কৃত ও পাকা চামড়া। (উমদা ঃ ১৭/৩০৯) لَمَا تَنْقَلِبُوْنَ ঃ লামে তাকীদ মাফতূহ। مَا ঃ মাওসূলা মুবতাদা। এর খবর خَيْرٌ অর্থাৎ, لِلَّذِىْ تَنْقَلِبُوْنَ بِهٖ وَهُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

মাসআলার হাকিকত ও বিশদ বিবরণ

কোন রেওয়ায়াতে এই ব্যাখ্যা নেই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নওমুসলিমদেরকে যে সব সম্পদ জি'রানায় দান করেছেন, সেগুলো পুরো গনিমতের সম্পদ ছিল, না এক পঞ্চমাংশের অন্তর্ভুক্ত? এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মত বিভিন্ন রকম। ইমাম শাফিঈ ও মালিক র. বলেন, এক-পঞ্চমাংশের অন্তর্ভুক্ত। বরং

এক-পঞ্চমাংশের পঞ্চমাংশের অন্তর্ভুক্ত। যেটি ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশেষ অংশ। বাহ্যতঃ এ উক্তিটিই শক্তিশালী। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দানের সময় গনিমত অর্জনকারীদের অনুমতি নেননি। সাহাবায়ে কিরামের ধন-সম্পদ অথবা তাদের অধিকার তাদের অনুমতি ছাড়া কাউকেও প্রদান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিয়ম ছিল না। এ ঘটনায় আছে (অর্থাৎ, ৩২৬ নং হাদীসের ব্যাখ্যার শিরোনাম 'হাওয়াযিন প্রতিনিধি দল' এ এসেছে।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রায় ছিল হাওয়াযিনের বন্দীদের ফেরত দেয়া। কিন্তু তাঁর মত এটি হলেও তাঁর সাহাবায়ে কিরামের নিকট শুধু সুপারিশ করেছেন, নিজে তাদের অংশ ফেরত দেননি এবং তাদেরকে ফেরত দেয়ার নির্দেশও দেননি। সুপারিশের পর যারা ফেরত দিতে অস্বীকার করেছেন, তাদের বিনিময় দেয়ার প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন।

এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র সম্পদ। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যয়ের পূর্ণ এখতিয়ার রয়েছে। এগুলো এরূপ স্বার্থের জন্যই আলাদা করে রাখা হয়েছে। এরচেয়ে উত্তম ব্যয়খাত আর কি হতে পারে যে, কুরাইশ নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন গোত্রপতি যাদের সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টির উপর গোত্রগুলোর খুশি না খুশি নির্ভর করত তাদের খামোশ করানো, যাদের দুশমনি ও শত্রুতা এ পর্যন্ত মুসলমানদের বড় বড় কষ্টের কারণ হয়েছে, তাদের দুশমনি প্রতিহত করা, ইসলামের প্রচার-প্রসারের পথে যারা প্রতিবন্ধক হয়েছিল তাদের হটিয়ে দেয়া। এ দান-বখশিশের কারণে নিঃসন্দেহে এসব লাভ হয়েছে। তাদের কেউ কেউ মুসলমান হয়েছে, কেউ কেউ স্বীকার করেছে যে, এর পূর্বে আমাদের দৃষ্টিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা মহান কেউ ছিল না। এবার আমাদের দৃষ্টিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা অধিক প্রিয় আর কেউ রইল না।

এ থেকে এটাও বুঝা গেল, আনসারের প্রশ্ন এই ছিল না যে, আমাদের হক অন্যদের প্রদান করা হয়েছে। বরং প্রশ্নের মূল কারণ ছিল হক ছাড়াও পুরস্কার ও সম্মানের যোগ্য আমরা ছিলাম, কুরাইশ ছিল না, না গোত্রপতিরা। যাদের শত্রুতাও এখন পর্যন্ত ঠাণ্ডা হয়নি।

কিন্তু এটা ছিল ভুল বুঝাবুঝি। এসব সম্পদ যদি আনসারীদের দেয়া হত, তাহলে স্বয়ং তাদের জন্য ও ইসলামের জন্য এতটা উপকারী হত না, যতটা উপকার হয়েছে নওমুসলিমদেরকে দেয়ার ফলে। নওমুসলিমদের দেয়ার মধ্যে যে সূক্ষ্ম হিকমত ও বড় স্বার্থ নিহিত ছিল সেগুলোর ফায়দা এর পরবর্তীতেই প্রকাশ পেয়েছে।

এটাকে এই মনে করা মারাত্মক অজ্ঞতা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বজাতির কথা চিন্তা করেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাতে যারা বাইআত হয়েছেন তাদের কাউকেও কিছু দেননি। সেসব মুহাজিরকেও কিছু দেননি যারা তাঁর মহব্বতে এবং ইসলামের সত্যতার জন্য আপন ঘর এবং স্বদেশ আর আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে তাঁর সাথে ছিলেন। ইসলামের জন্য সূচনাকাল থেকে এ পর্যন্ত কঠিন থেকে কঠিন সব বিপদ বরদাশত করেছেন। তারাও কুরাইশই ছিলেন, কিন্তু জানা ছিল যে, পার্থিব সাজসজ্জার কারণে তাদের ঈমানী সত্যতায় কোন কম্পন সৃষ্টি হয়নি। প্রকৃত ঈমানদারদের আর্থিক উৎসাহ প্রদানের কোন প্রয়োজন ছিল না, চাই মুহাজির হোন অথবা আনসার, চাই তাঁর হাতে বাইআত হোন অথবা না হোন। আর্থিকভাবে উদ্বুদ্ধ করানোর প্রয়োজন তাদেরই ছিল, যাদের কাছে এখন পর্যন্ত সম্পদই ছিল সবকিছু।

আমি এসব কিছু এজন্য লিখেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নওমুসলিমদের যা কিছু দিয়েছেন, সেগুলো এক-পঞ্চমাংশ থেকে দান করেছিলেন। কিন্তু এ প্রশ্ন থেকে যায় যে, এরূপ ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণ মাল থেকেও ব্যয় করতে পারতেন কিনা?

উত্তর স্পষ্ট যে, সমস্ত সম্পদে আল্লাহ্‌র হুকুম বাস্তবায়িত। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছুই করতেন সেসব করতেন আল্লাহ্‌র নির্দেশে। যে আল্লাহ্ তা'আলা গণিমতের মাল মুসলমানদের জন্য বৈধ করেছেন তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কোন বিশেষ ব্যয়খাতে ব্যয় করার এখতিয়ারও দিতে পারেন। আর না সেটা ইনসাফের পরিপন্থী হবে, না স্বার্থের।

মক্কার গনিমত থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে বিরত রেখেছেন, এটা প্রত্যক্ষভাবে ইনসাফ ছিল। মক্কার ভূমিগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা হেরেম বানিয়েছেন এটাও ছিল ইনসাফ। একদিন হেরেমে রক্তপাত ঘটানো বৈধ করে দেয়া হয়েছে, এটাও ইনসাফ ছিল। অতঃপর এটাকে পুনরায় পূর্বের ন্যায় হারাম করে দিয়েছেন, এটা ইনসাফ ছিল। ইনসাফ তো তাই, যা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলের হুকুম অনুযায়ী হবে। গণস্বার্থের উপর বন্ধুবান্ধব ও ব্যক্তি স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া ইনসাফ নয়।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাজ কর্মের উপর সেই প্রশ্ন করতে পারে, যে আল্লাহ ও রাসূল সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়। কিন্তু আনসারীগণ পূর্ণাঙ্গ ঈমানের অধিকারী এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বড় আন্তরিক লোক ছিলেন। অতএব, প্রশ্নোত্থাপন দ্বারা তাঁদের আঁচল কলঙ্কিত ছিল না, শুধু কম বয়স্ক যুবকদের উপর মুনাফিক এবং যুলখুয়াইসিরা তামীমির ন্যায় দোদুল্যমানের সঙ্গের ফলে ধূলোবালি এসে পড়েছিল, যেগুলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বক্তব্যের ফলে কয়েক মিনিটে পরিষ্কার হয়ে যায়।

এবার প্রশ্ন থেকে যায় যদি এরূপ প্রয়োজন এসে যায়, তবে রাষ্ট্রপ্রধান ও আমীরে ইসলামও এরূপ করতে পারেন কি না? একপঞ্চমাংশ থেকে তো সম্পূর্ণ স্পষ্ট বিষয়, নির্দিধায় জনস্বার্থে ব্যয় করতে পারেন। কিন্তু এক পঞ্চমাংশ ছাড়াও যদি ভীষণ প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তাও ব্যয় করা যেতে পারে। ইসলামী গণস্বার্থ সর্বাবস্থাতে ব্যক্তি স্বার্থের উপর অগ্রগণ্য এবং এটা ইনসাফের পরিপন্থী বিলকুল নয়, বরং হুবহু ইনসাফ। কিন্তু বণ্টনের পূর্বে অথবা ধনসম্পদ দারুল ইসলামে আনার পূর্বে, বণ্টনের পরে নয়। والله اعلم

৩৯৯৬. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَنَائِمَ بَيْنَ قُرَيْشٍ فَغَضِبَتِ الْاَنْصَارُ، قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَمَا تَرْضَوْنَ اَنْ يَّذْهَبَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَذْهَبُوْنَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ؟ قَالُوْا بَلٰى وَقَالَ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا اَوْ شِعْبًا، لَسَلَكْتُ وَادِىَ الْاَنْصَارِ اَوْ شِعْبَهُمْ ـ

৩৯৯৬/৩৩৭. সুলাইমান ইবনে হারব র. ..... হযরত আনাস (ইবনে মালিক) রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের মধ্যে (হুনাইনের) গনিমতের মাল বন্টন করে দিলেন। এতে আনসারীগণ নাখোশ হয়ে গেলেন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট থাকবে না যে, লোকজন (পার্থিব সম্পদ) নিয়ে ফিরে যাবে আর তোমরা আল্লাহ্র রাসূলকে নিয়ে ফিরবে? তাঁরা উত্তর দিলেন, অবশ্যই (সন্তুষ্ট থাকব)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি লোকজন কোন উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়ে অতিক্রম করে তা হলে আমি আনসারীদের উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়ে অতিক্রম করব।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল হল, এটি হযরত আনাস রা. এর উপরোক্ত হাদীসের দ্বিতীয় সনদ। لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ । এর ফলে সন্দেহ হয় যে, এটা হল– গণিমত বণ্টন মক্কা বিজয়ের সম্পদের। অথচ এটা ভুল, এজন্য তরজমায় ব্রাকেটের মাঝে হুনাইনের স্পষ্ট বিবরণ দ্বারা এর ব্যাখ্যা করে দেয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য হল, মক্কা বিজয়ের বছর অর্থাৎ, অষ্টম হিজরীতে হুনাইনের গনিমত যখন বণ্টন করা হয়, তখন আনসারীদের অসন্তুষ্টির ঘটনা ঘটে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারীদের সমবেত করে বক্তব্য রাখেন। যার বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে এসেছে।

৩৯৯৭. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اَزْهَرُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ اَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ زَيْدِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ، اِلْتَقٰى هَوَازِنُ وَمَعَ النَّبِىِّ ﷺ عَشَرَةُ الاٰفٍ

وَالطُّلَقَاءُ فَادْبَرُوا، قَالَ يَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ! قَالُوا لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَسَعْدَيْكَ، لَبَّيْكَ وَنَحْنُ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ، فَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُوْنَ، فَاَعْطَى الطُّلَقَاءَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ، وَلَمْ يُعْطِ الْاَنْصَارَ شَيْئًا، فَقَالُوْا فَدَعَاهُمْ فَاَدْخَلَهُمْ فِىْ قُبَّةٍ، فَقَالَ : اَمَا تَرْضَوْنَ اَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيْرِ، وَتَذْهَبُوْنَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْسَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا، وَسَلَكَتِ الْاَنْصَارُ شِعْبًا، لَاخْتَرْتُ شِعْبَ الْاَنْصَارِ ـ

৩৯৯৭/৩৩৮. আলী ইবনে আবদুল্লাহ্ র. ...... হযরত আনাস (ইবনে মালিক) রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুনাইনের দিন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাওয়াযিন গোত্রের মুখোমুখি হলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল দশ হাজার (মুহাজির ও আনসার সৈনিক) এবং মক্কার কিছু এলাকা (মক্কা বিজয়ের দিন যাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুগ্রহপূর্বক ছেড়ে দিয়েছেন। যুদ্ধে এরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল। এ মুহূর্তে তিনি [নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বললেন, হে আনসার! তাঁরা জওয়াব দিলেন, আমরা হাযির, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার সকল হুকুম পালনের জন্য প্রস্তুত এবং আপনার সামনেই আমরা উপস্থিত। (পরিস্থিতি আরো তীব্র আকার ধারণ করলে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাওয়ারী থেকে নেমে পড়লেন আর বলতে থাকলেন, আমি আল্লাহ্র বান্দা এবং তাঁর রাসূল। (শেষ পর্যন্ত) মুশরিকরাই পরাজিত হল। (যুদ্ধশেষে জি'রানায় গনিমত বন্টনের সময়) তিনি নও-মুসলিম এবং মুহাজিরদেরকে (গনিমতের সম্পূর্ণ সম্পদ) বন্টন করে দিলেন। আর আনসারীদেরকে (খুমুসের পুরস্কার থেকে) কিছুই দিলেন না। এতে তারা নিজেদের মধ্যে সে কথা বলাবলি করছিল। (মনোকষ্ট ও অসন্তোষ প্রকাশ করছিল) তখন তিনি তাদেরকে ডেকে এনে একটি তাঁবুর ভিতর একত্রিত করলেন এবং বললেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট থাকবে না যে, লোকজন তো বকরী ও উট নিয়ে চলে যাবে আর তোমরা চলে যাবে আল্লাহ্র রাসূলকে নিয়ে? এরপর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বললেন, যদি লোকজন একটি উপত্যকা বা গিরিপথে দিয়ে গমন করে আর আনসার একটি গিরিপথ দিয়ে গমন করে তা হলে আমি আমার জন্য আনসারীদের গিরিপথই অবলম্বন করব।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল হল, এটাও হযরত আনাস রা. এরই হাদীস, তৃতীয় সনদে। طُلَقَاءُ শব্দটি طَلِيْقٌ এর বহুবচন। এর আসল অর্থ হল, সে বন্দী যাকে ইসলামী শাসক শুধু অনুগ্রহ পূর্বক মফত ছেড়ে দেন। এখানে طُلَقَاءُ দ্বারা উদ্দেশ্য সেসব লোক যাদেরকে মক্কা বিজয়ের কালে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৌজন্যমূলক ছেড়ে দিয়েছেন, না হত্যা করেছেন, না বন্দী, যেমন– আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, মুআবিয়া ইবনে সুফিয়ান,হাকীম ইবনে হিযাম রা. প্রমুখ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বলেছেন, আজকে আমি তোমাদের তাই বলছি যা বলেছেন হযরত ইউসুফ আ. তাঁর ভাইদেরকে– لَاتَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، اِذْهَبُوْا فَاَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ অর্থাৎ, আজকে তোমাদের প্রতি কোন নিন্দা নেই, যাও তোমরা সবাই মুক্ত। অবশিষ্ট বিস্তারিত বিবরণ পিছনে এসেছে।

৩৯৯৮. حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ نَاسًا مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ اِنَّ قُرَيْشًا حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيْبَةٍ، وَاِنِّىْ اَرَدْتُ اَنْ اَجْبُرَهُمْ وَاَتَاَلَّفَهُمْ اَمَا تَرْضَوْنَ اَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا

وَتَرْجِعُوْنَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى بُيُوْتِكُمْ؟ قَالُوْا بَلٰى، قَالَ لَوْسَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتِ الْاَنْصَارُ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِىَ الْاَنْصَارِ اَوْ شِعْبَ الْاَنْصَارِ ـ

৩৯৯৮/৩৩৯. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার র. .... হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসার লোকজনকে সমবেত করে বললেন, কুরাইশরা অতি সম্প্রতিকালের জাহিলিয়াত বর্জনকারী (নও-মুসলিম) এবং নিকট অতীতের দুর্দশাগ্রস্ত। তাই আমি তাদেরকে অনুদান দিয়ে তাদের মনোরঞ্জনের ইচ্ছা করেছি। তোমরা কি সন্তুষ্ট থাকবে না যে, অন্যান্য লোক পার্থিব ধন-সম্পদ নিয়ে ফিরে যাবে আর তোমরা তোমাদের ঘরে ফিরে যাবে আল্লাহ্‌র রাসূলকে নিয়ে? তারা বললেন, অবশ্যই (সন্তুষ্ট থাকব)। তিনি আরও বললেন, যদি লোকজন একটি উপত্যকা দিয়ে অতিক্রম করে আর আনসার একটি গিরিপথ দিয়ে অতিক্রম করে যায়, তা হলে আমি আনসারীদের গিরিপথ অথবা তিনি বলেছেন, আনসারীদের উপত্যকা দিয়েই অতিক্রম করে যাব।

ব্যাখ্যা ঃ এটাও চতুর্থ সনদে হযরত আনাস রা. এরই হাদীস।

٣٩٩٩. حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا قَسَمَ النَّبِىُّ ﷺ قِسْمَةَ حُنَيْنٍ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ مَا اَرَادَ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ، فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ، ثُمَّ قَالَ : رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلٰى مُوْسٰى لَقَدْ اُوْذِىَ بِاَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ ـ

৩৯৯৯/৩৪০. কাবীসা র....... হযরত আবদুল্লাহ্ (ইবনে মাসউদ) রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইনের গনিমত বণ্টন করে দিলেন, তখন আনসারীদের এক ব্যক্তি (সে মুনাফিক ছিল) বলে ফেলল যে, এই বন্টনের ব্যাপারে তিনি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখেননি। কথাটি শুনে আমি নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে আসলাম এবং তাঁকে কথাটি জানিয়ে দিলাম। তখন তাঁর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে গেল। এরপর তিনি বললেন, মুসা আ-এর উপর আল্লাহ্‌র রহমত হোক। তাঁকে এর চেয়েও অধিক কষ্ট দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি সবর করেছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল قِسْمَةَ حُنَيْنٍ শব্দে। قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ ঃ আল্লামা আইনী র. বলেন, قَالَ الْوَاقِدِىْ هُوَ مُعَتِّبُ بْنُ قُشَيْرٍ وَكَانَ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ ـ 'ওয়াকিদী র. বলেন, সে হল মুআত্তিব ইবনে কুশাইর। সে ছিল মুনাফিক। (উমদা ঃ ৩৪১)

٤٠٠٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رضى الله عنه قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ اٰثَرَ النَّبِىُّ ﷺ نَاسًا اَعْطٰى الْاَقْرَعَ مِائَةً مِنَ الْاِبِلِ وَاَعْطٰى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذٰلِكَ، وَاَعْطٰى نَاسًا، فَقَالَ رَجُلٌ مَا اُرِيْدَ بِهٰذِهِ الْقِسْمَةِ وَجْهُ اللّٰهِ، فَقُلْتُ لَاُخْبِرَنَّ النَّبِىَّ ﷺ، قَالَ رَحِمَ اللّٰهُ مُوْسٰى قَدْ اُوْذِىَ بِاَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ ـ

৪০০০/৩৪১. কুতাইবা ইবনে সাঈদ র. ...... আবদুল্লাহ্ (ইবনে মাসউদ) রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুনাইনের দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কোন লোককে (গনিমতের মাল) বেশি বেশি

করে দিয়েছিলেন। যেমন– আকরা'কে একশ' উট দিয়েছিলেন। 'উয়াইনাকে অনুরূপ (একশ' উট) দিয়েছিলেন। এভাবে আরো কয়েকজনকে দিয়েছেন। (যেমন আবু সুফিয়ান, সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা, হাকীম ইবনে হিযাম, সাহ্‌ল ইবনে আমর সহ আরো অনেককে জনপ্রতি একশ উট দিয়েছিলেন।) এতে এক ব্যক্তি বলে উঠল, এ বণ্টন পদ্ধতিতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি। (রাবী ইবনে মাসঊদ রা. বলেন) আমি বললাম, অবশ্যই আমি নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে এ কথা জানিয়ে দিব। এরপর [নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথাটি শুনে] বললেন, আল্লাহ্ মুসা আ-এর উপর রহমত বর্ষণ করুন। তাঁকে এর চেয়েও অধিক কষ্ট দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল হল, এটি হযরত ইবনে মাসঊদ রা. এর হাদীসের আর একটি সূত্র। হাদীসটি খুমুসে ৪৪৬, মাগাযীতে ৬২১ পৃষ্ঠায় এসেছে।

٤٠٠١. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا ابن عون عن هشام بن زيد بن انس عن انس بن مالك رضى الله عنه قال لما كان يوم حنين اقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بنعمهم وذراريهم ومع النبى ﷺ عشرة الاف والطلقاء فادبروا عنه حتى بقى وحده، فنادى يومئذ نداءين لم يخلط بينهما، التفت عن يمينه فقال يا معشر الانصار! قالوا لبيك يا رسول الله! ابشر نحن معك، ثم التفت عن يساره فقال يا معشر الانصار! قالوا لبيك يارسول الله! ابشر نحن معك، وهو على بغلة بيضاء فنزل فقال انا عبد الله ورسوله فانهزم المشركون، فاصاب يومئذ غنائم كثيرة، فقسم فى المهاجرين والطلقاء ولم يعط الانصار شيئا، فقالت الانصار اذا كانت شديدة فنحن ندعى ويعطى الغنيمة غيرنا، فبلغه ذلك فجمعهم فى قبة، فقال يا معشر الانصار! ما حديث بلغنى؟ فسكتوا فقال يا معشر الانصار! الاترضون ان يذهب الناس بالدنيا، وتذهبون برسول الله ﷺ تحوزونه الى بيوتكم، قالوا بلى، فقال النبى ﷺ لو سلك الناس واديا وسلكت الانصار شعبا لاخذت شعب الانصار، قال هشام قلت يا ابا حمزة! وانت شاهد ذاك؟ قال واين اغيب عنه .

৪০০১/৩৪২. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার র. ...... হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুনাইনের দিন হাওয়াযিন, গাতফান ইত্যাদি গোত্র নিজেদের গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু, মহিলা ও সন্তান-সন্ততিসহ যুদ্ধক্ষেত্রে এল। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে ছিল দশ হাজার সৈনিক ও কিছু তুলাকা (যাদেরকে মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুগ্রহ স্বরূপ মুক্তি দিয়েছিলেন)। যুদ্ধে তারা সবাই তাঁর পাশ থেকে সরে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল। ফলে তিনি (মুকাবিলার জন্য) একাকী রয়ে যান। সেই সংকট মুহূর্তে তিনি আলাদা আলাদাভাবে দু'টি ডাক দিয়েছিলেন, তিনি ডান দিকে ফিরে বলেছিলেন, হে আনসার! তাঁরা

সবাই উত্তর করলেন, আমরা হাযির ইয়া রাসূলাল্লাহ্। আপনি সুসংবাদ নিন, আমরা আপনার সঙ্গেই আছি (লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত) এরপর তিনি বাম দিকে ফিরে বলেছিলেন, হে আনসার! তাঁরা সবাই উত্তরে বললেন, আমরা হাযির ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি সুসংবাদ নিন। আমরা আপনার সঙ্গেই আছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাদা রঙের খচ্চরটির পিঠে আরোহী ছিলেন। (অবস্থা আরো তীব্র হলে) তিনি নিচে নেমে পড়লেন এবং বললেন, আমি আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁর রাসূল। (শেষ পর্যন্ত) মুশরিক দলই পরাজিত হল সে যুদ্ধে বিপুল পরিমাণ গনিমত হস্তগত হল। তিনি [নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সেসব সম্পদ মুহাজির এবং নও-মুসলিমদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। আর আনসারীদেরকে তার কিছুই দেননি। তখন আনসারীদের (নব মুসলমানরা) বললেন, কঠিন মুহূর্ত আসলে আমাদেরকে ডাকা হয় আর গনিমত অন্যদেরকে দেওয়া হয়। কথাটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে গেল। তাই তিনি তাদেরকে একটি তাঁবুতে জমায়েত করে বললেন, হে আনসার! তোমাদের ব্যাপারে আমার নিকট যে কথা পৌঁছেছে তা কি সঠিক? তাঁরা চুপ করে থাকলেন। তিনি বললেন, হে আনসার! তোমরা কি খুশি থাকবে না যে, লোকজন দুনিয়ার ধন-সম্পদ নিয়ে ফিরে যাবে আর তোমরা (বাড়ি) ফিরে যাবে আল্লাহ্‌র রাসূলকে সঙ্গে নিয়ে? তাঁরা বললেন ঃ অবশ্যই। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি লোকজন একটি উপত্যকা দিয়ে চলে আর আনসারীগণ একটি গিরিপথ দিয়ে চলে, তাহলে আমি আনসারীদের গিরিপথকেই অবলম্বন করব। বর্ণনাকারী হিশাম র. বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু হামযা (আনাস ইবনে মালিক এর উপনাম।) আপনি কি এ ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি তাঁর কাছ থেকে আলাদাই থাকতাম বা কখন? (যে আমি তখন সেখানে থাকব না?)

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ বাক্যে স্পষ্ট। কারণ, তায়েফের যুদ্ধ, হুনাইনের অধীনস্থ। পূর্বেও বিষয়টি এসেছে, আল্লামা আইনী ও হাফিজ আসকালানী র. বলেন, উত্তম ও সমীচীন হল– হযরত আনাস ইবনে মালিক রা.-এর এ হাদীসটিকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর রেওয়ায়াত তথা ৩৪১ নং হাদীসের পূর্বে উল্লেখ করা। তাতে হযরত আনাস রা.-এর সমস্ত হাদীস এক সাথে ক্রমানুসারে আসত। মনে হয়, এই আগপিছ ফিরাবরীর কোন বর্ণনাকারী থেকে হয়ে গেছে। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ.

٢٢٢١. بَابُ السَّرِيَّةِ الَّتِى قِبَلَ نَجْدٍ

২২২১. অনুচ্ছেদ ঃ নজদের দিকে প্রেরিত অভিযান

সারিয়্যার শেষ সংখ্যা ৪০০। (উমদা)

ব্যাখ্যা ঃ قِبَلَ ঃ কাফের নিচে যের, বায়ের উপর যবর। অর্থ দিক। যেমন– أَتَانِى مِنْ قِبَلِهِ। – তার পক্ষ থেকে আমার নিকট এসেছে । نَجْد ঃ নূনের উপর যবর জীম সাকিন। উঁচু জমি। আরবের উঁচু অংশ। আল্লামা আইনী র. বলেন– وَهُوَ اِسْمٌ خَاصٌ لِمَا دُونَ الحِجَازِ مِمَّا يَلِى العِرَاقَ অর্থাৎ নজদ সে এলাকার নাম, যেটি হিজায থেকে উঁচু এলকায় ইরাক পর্যন্ত চলে গেছে। (উসদা ঃ ১৫/৫৯)এই উমদাতুল কারীর অন্যত্র বলেন. وَهُوَ. كُلُّ مَاارتفع مِنْ تَهَامَةَ اِلَى اَرْضِ الْعِرَاقِ সারমর্ম এই দাঁড়াল যে আরব রাষ্ট্র দু'টি অংশে বিভক্ত। তিহামা নজদ, মক্কা মুয়াজ্জমা, মদীনা মুনাওয়ারা ইত্যাদি হিজাযে অবস্থিত। ইয়ামান, ইয়ামামা ইত্যাদি অবস্থিত নজদে وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

সারিয়্যার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

سَرِيَّة শব্দটি سرى থেকে গৃহীত। যার অর্থ- নেতা ও উত্তম আসে। সারিয়্যা সৈন্যবাহিনীর একটি দল যার চূড়ান্ত সংখ্যা ৪০০। যেহেতু এরা সৈন্যবাহিনীর মনোনীত-চয়নকৃত ও উত্তম লোক হয়ে থাকে, সেহেতু এটাকে সারিয়্যা বলে। কেউ কেউ নামকরণের কারণে বলেছেন, যেহেতু তারা গোপনভাবে যায়, এজন্য সারিয়্যা বলে। কিন্তু এটা বিশুদ্ধ নয়। কারণ, سِرّ -এর অর্থ হল- গোপন। যেটি مُضَاعَف। আর سَرِيَّة হল, مُعْتَل। অর্থাৎ, সারিয়্যার লামকালিমা ইয়া। سِرّ এর অর্থ গোপন বিষয়। এর লাম কালিমা রা। অতএব, বিষয়টি ভাল করে অনুধাবন করা উচিত ও চিন্তা করা উচিত।

ইমাম বুখারী র. এটাকে তায়েফ যুদ্ধের পর উল্লেখ করেছেন। কিন্তু হাফেজ আসকালানী র. বলেন-

ذَكَرَهُ أَهْلُ الْمَغَازِى أَنَّهَا كَانَتْ قَبْلَ التَّوَجُّهِ لِفَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ كَانَتْ فِى شَعْبَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ ـ (ফাতহ, ৮/৪৫)

উদ্দেশ্য, মাগাযী বিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, নজদ অভিমুখে এ সারিয়্যা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের জন্য রওয়ানার পূর্বে পাঠিয়েছিলেন। ইবনে সা'দ র. বলেছেন, শাবান মাসে অষ্টম হিজরীতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের পাঠিয়েছিলেন।

এ সারিয়্যাতে ছিলেন ১৫ জন লোক। তন্মধ্যে ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও মুহাল্লাম ইবনে জাসসামা প্রমুখ। সেনাঅধিনায়ক ছিলেন হযরত আবু কাতাদা রা.। পথিমধ্যে তাদের সাথে মিলিত হন কয়েকজন লোক নিয়ে আমির ইবনে আযবাত আশজাঈ। তার কাছে ছিল দুধের মশক(চর্ম নির্মিত পাত্র) এবং বিভিন্ন রসদপত্র। তিনি মুসলমানের ন্যায় তাদেরকে সালাম করেন। আবু কাতাদা রা. বলেন, আমরা তো থেমে গেলাম। হযরত মুহাল্লাম পূর্ব থেকেই আমিরের উপর ক্ষুব্ধ ছিলেন। সুযোগ পেয়ে গনিমত মনে করে আমিরকে হত্যা করে দেন এবং তার ১৫০টি উট এবং সমস্ত বকরী নিয়ে নেন। সেসব মাল লুটে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ঘটনার সংবাদ দিলে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়।

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ أَلْقٰى إِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ـ

'হে ঈমানদাররা! তোমরা যখন আল্লাহর পথে (অর্থাৎ জিহাদের জন্য) সফর কর, তবে প্রতিটি কাজ (হত্যা হোক বা অন্য কিছু) যাচাই-বাচাই করে কর এবং যে তোমাদের সামনে আনুগত্যের (নিদর্শনাদি) প্রকাশ করে, (যেমন- কালিমা অথবা মুসলমানদের ন্যায় সালাম প্রদান) তবে এরূপ বল না যে, সে তো (অন্তর থেকে) মুসলমান নয়। (শুধু নিজের জান বাঁচানোর খাতিরে মিথ্যা ইসলাম প্রকাশ করছে। এমতাবস্থায় যে তোমরা পার্থিব জীবনের আসবাব উপকরণ কামনা কর। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট (অর্থাৎ, তার জ্ঞান ও ক্ষমতায় তোমাদের জন্য) গনিমতের বহু মাল রয়েছে। (যা তোমরা বৈধ পন্থায় পাবে এবং স্মরণ কর) প্রথমে (এক কালে) তোমরাও এরূপ ছিলে যে, (তোমাদের ইসলামের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করত শুধু তোমাদের দাবি ও প্রকাশের উপর।) অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি এহসান করেছেন যে, এ জাহিরী ইসলামকেই মেনে নিয়েছেন) বাতিনী তত্ত্ব তালাশ ও যাচাই বাচাইয়ের উপর মওকুফ রাখেননি।

উপরোক্ত আয়াত সম্পর্কে অন্যান্য ঘটনা বর্ণিত আছে। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী মুফাসসিরগণ বলেছেন, এ কয়েকটি ঘটনা সামগ্রিকভাবে আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণের ক্ষেত্রে এসব রেওয়ায়াতে বিরোধ হতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহু আকবার! সে ঈমান প্রকাশ করার পরেও তাকে হত্যা করে ফেলেছ? অতঃপর উয়াইনা ইবনে বদর এসে আমিরের রক্তপণ দাবি করেন। কারণ, তিনি ছিলেন বনু কায়েস তথা আমির খান্দানের নেতা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমরা রক্তপণে ৫০টি উট এখনই দিয়ে দিচ্ছি। আর অবশিষ্ট ৫০টি উট দিব মদীনায় পৌঁছার পর। কিন্তু উয়াইনা ইবনে বদর মানছিল না। অবশেষে বহু কষ্টে তিনি রাজি হন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ঃ ৪/২২৪ থেকে গৃহীত।) বাকি বণ্টনের ঘটনা পবিত্র হাদীসেই আসছে।

٤٠٠٢. حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ فَكُنْتُ فِيهَا، فَبَلَغَتْ سِهَامُنَا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنُفِّلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا، فَرَجَعْنَا بِثَلَاثَةَ عَشَرَ بَعِيرًا.

৪০০২/৩৪৩. আবু নোমান র. .... হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজদের দিকে একটি সৈন্যদল পাঠিয়েছিলেন, তাতে আমিও ছিলাম। (এ যুদ্ধে প্রাপ্ত গনিমতের অংশে) আমাদের সবার ভাগে বারটি করে উট পৌঁছল। উপরন্তু আমাদেরকে একটি করে উট বেশিও দেওয়া হল। কাজেই আমরা সকলে তেরটি করে উট নিয়ে ফিরে আসলাম।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ শব্দে। হাদীসটি জিহাদে ৪৪৩ পৃষ্ঠায় এবং মাগাযীতে ৬২২ পৃষ্ঠায় এসেছে।

٢٢٢٢. بَابُ بَعْثِ النَّبِيِّ ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلٰى بَنِي جَذِيمَةَ.

২২২২. অনুচ্ছেদ ঃ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রা-কে বনু জাযীমার দিকে প্রেরণ

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সব সারিয়্যা প্রেরণ করতেন সেগুলো হতো বিভিন্ন ধরনের। ১. কখনও দুশমনদের চালচলনের সংবাদ পৌঁছানোর জন্য। ২. কখনও শত্রুদের আক্রমণের খবর শুনে প্রতিরোধ করার জন্য। ৩. কখনও কুরাইশের বাণিজ্যিক কাফেলাকে বাঁধা দেয়ার জন্য। ৪. আর কখনও পাঠাতেন দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য।

হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রা. এর এ সারিয়্যাটি ছিল তাবলীগী। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের পর হুনাইন যাওয়ার পূর্বে খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রা. -কে ৩৫০জন লোক সাথে দিয়ে ইসলামী দাওয়াতের জন্য বনু জাযীমার অভিমুখে পাঠিয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকিদ দিয়েছিলেন যে শুধু ইসলামের দাওয়াত দিবে, লড়াই করা উদ্দেশ্য নয়।

হযরত খালিদ রা. সেখানে পৌঁছে ইসলামের দাওয়াত দিলে বনু জাযীমার লোক বলতে লাগল صَبَأْنَا صَبَأْنَا অর্থাৎ, আমরা স্বীয় দীন ছেড়েছি, দীন ছেড়েছি। (অর্থাৎ, দীন ইসলাম গ্রহণ করেছি)। খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রা. মনে করলেন, এরা শুধু জান বাঁচানোর জন্য صَبَأْنَا বলছে। তাদের তো উচিত ছিল– أَسْلَمْنَا (আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি) বলা। অতঃপর যেহেতু সাবীর মূল ধর্ম হল– তাঁরকা পূজা, সেহেতু হযরত খালিদ রা. তাদের হত্যা করতে আরম্ভ করেন। ফলে কিছু লোক নিহত হয়ে যায়। আর কিছুসংখ্যক লোককে বন্দী করে মুজাহিদদের নিকট অর্পণ করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এ ব্যাপারে জানতে পারলেন তখন তিনি মারাত্মক কষ্ট পান। তিনি কিবলার দিকে ফিরে বললেন, আয় আল্লাহ্! আমি খালিদের এ কর্ম থেকে দায়মুক্ত। অতঃপর হযরত আলী রা. কে পাঠিয়ে সমস্ত নিহতদের রক্তপণ পরিশোধ করে দেন।

٤٠٠٣. حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَحَدَّثَنِي نُعَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ صَبَأْنَا صَبَأْنَا، فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ وَيَأْسِرُ وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمٌ أَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ، فَقُلْتُ وَاللهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي، وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرْنَاهُ لَهُ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ مَرَّتَيْنِ۔

৪০০৩/৩৪৪. মাহমূদ (ইবনে গায়লান) ও নু'আইম র. ...... হযরত সালিমের পিতা [হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রা.] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রা.-কে বনী জাযীমার বিরুদ্ধে এক অভিযানে পাঠিয়েছিলেন। (সেখানে পৌঁছে) খালিদ রা. তাদেরকে ইস্‌লামের দাওয়াত দিলেন। (তারা দাওয়াত কবুল করেছিল) কিন্তু أَسْلَمْنَا তথা "আমরা ইসলাম কবুল করলাম", এ কথাটি বুঝিয়ে বলতে পারছিল না। তাই তারা বলতে লাগল, صَبَأْنَا صَبَأْنَا তথা "আমরা ধর্ম ত্যাগ করলাম, আমরা পিতৃধর্ম ত্যাগ করলাম"। খালিদ রা. তাদেরকে হত্যা ও বন্দী করতে থাকলেন এবং আমাদের প্রত্যেকের কাছে বন্দীদেরকে সোপর্দ করতে থাকলেন। অবশেষে একদিন তিনি আদেশ দিলেন আমাদের সবাই যেন নিজ নিজ বন্দীকে হত্যা করে ফেলি। (হাদীসের বর্ণনাকারী ইবনে উমর রা. বলেন) আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম, আমি আমার বন্দীকে হত্যা করব না। আর আমার সাথীদের কেউই তাঁর বন্দীকে হত্যা করবে না (কারণ, ব্যাপারটি সন্দেহযুক্ত)। অবশেষে আমরা নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ফিরে আসলাম। আমরা তাঁর কাছে এ ব্যাপারটি উল্লেখ করলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন দু'হাত তুলে বললেন, হে আল্লাহ্! খালিদ যা করেছে আমি তার দায় থেকে মুক্ত (আমি এর সাথে জড়িত নই)। এ কথাটি তিনি দু'বার বলেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল "بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ" বাক্যে। ইমাম বুখারী র. এ হাদীসটি আহকামে ১০৬৬ পৃষ্ঠায়, মাগাযীতে ৬২২ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন।

فَلَمْ ـ صَبَأْنَا ঃ সীগা جَمْع مُتَكَلِّم ـ فَتَحَ থেকে। صَبَا وَصُبُوًّا ধর্ম পরিবর্তন করা–ধর্মান্তরিত হওয়া। يُحْسِنُوا الخ ঃ হাদীস বর্ণনাকারী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. এর হাদীসের বাক্যটি পরিষ্কার বলছে যে, বনু জাযীমার লোকজন ভাল করে এ কথা বলতে পারত না যে, আমরা মুসলমান হয়েছি। কিন্তু প্রকৃত অর্থে তারা ইসলামই উদ্দেশ্য করেছিল। বনু জাযিমার লোকজন প্রসিদ্ধির উপর ক্ষ্যান্ত করেছিল। আরবরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সাবী বলত। কারণ, তিনি কুরাইশের ধর্ম ছেড়ে ইসলামে চলে এসেছেন। এ প্রসিদ্ধির কারণে বনু জাযীমার লোকজন أَسْلَمْنَا এরস্থলে صَبَأْنَا صَبَأْنَا বলেছিল। কিন্তু হযরত খালিদ রা. এ কারণে হত্যা ও বন্দী করতে আরম্ভ করেন যে, আরবগণ তো তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও নিন্দার উদ্দেশ্যে মুসলমানদেরকে সাবী বলত। অতএব, বনু জাযীমার লোকজন সুস্পষ্ট ভাষায় কেন أَسْلَمْنَا বলল না। যেমন– সুমামা ইবনে উসাল রা. যখন মুসলমান হয়ে উমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় যান এবং মক্কার কুরাইশ তাকে বলল, صَبَأْتَ (তুমি সাবী হয়ে

গেছ), তখন হযরত সুমামা রা. বললেন لَا بَلْ أَسْلَمْتُ। তথা না, বরং আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। তাতে বুঝা গেল সুমামা রা. সাবী শব্দটিকে নিজের জন্য খারাপ মনে করেছেন। এ হাদীস থেকে এটাও বুঝা গেল যে, আমীর থেকে ইজতিহাদী ভুল হয়ে গেলে গুনাহ বাতিল হয়ে যাবে। আর রক্তপণ আদায় করা হবে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে। এটাই ইমাম আজম, ইমাম আহমদ, সাওরী র. প্রমুখের মাযহাব। কিন্তু ইমাম শাফিঈ, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ র. এর মতে রক্তপণ হবে আকিলা তথা সমপেশাদার লোকজনের উপর। (বুখারীর টীকা ঃ ১০৬৬)

২২২৩. بَابُ سَرِيَّةِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ، وَعَلْقَمَةَ بْنِ مُجَزِّزٍ الْمُدْلِجِيِّ وَيُقَالُ إِنَّهَا سَرِيَّةُ الاَنْصَارِ۔

২২২৩. অনুচ্ছেদ ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনে হুযাফা সাহমী এবং আলকামা ইবনে মুজাযযিয মুদলিজীর সৈন্যবাহিনী, যাকে আনসার সৈন্যবাহিনীও বলা হয়

সারিয়্যায়ে আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা সাহমী ও আলকামা ইবনে মুজাযযিয মুদলিজী রা.

হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত আছে, এক আনসারীকে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সারিয়্যার অধিনায়ক বানিয়ে প্রেরণ করেন। তাদেরকে নির্দেশ দেন, আমীরের আনুগত্য করতে। তিনি কোন ব্যাপারে তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যান। সেনাবাহিনীকে জিজ্ঞেস করেন, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তোমাদেরকে আমার আনুগত্যের নির্দেশ দেননি? সবাই বলল, হ্যাঁ, নির্দেশ দিয়েছেন। আমীর বললেন, তাহলে তোমরা কাঠ জমা কর। সবাই মিলে কাঠ জমা করল। আমীর বললেন, এতে আগুন লাগাও তখন তারা আগুন জ্বালালে আমীর নির্দেশ দিলেন, তোমরা সবাই এ আগুনে প্রবেশ কর। কিছু লোক এজন্য প্রস্তুত হল, কিন্তু সে বাহিনীর একজন সাহাবী অপর সাহাবীকে বারণ করতে শুরু করেন। আর বলতে লাগলেন, আমরা তো আযাব থেকে বাঁচার জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দিকে ছুটে এসেছি। এসব কথাবার্তার ভিতরই সময় অতিক্রান্ত হল। এদিকে আগুন নিভে গেল। আমীরের ক্রোধও প্রশমিত হল। হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত যে, أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُم আয়াত আবুদল্লাহ ইবনে হুযাফা রা. এর ঘটনায় অবতীর্ণ হয়। (বুখারী ঃ ৬৯৫)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সংবাদ শুনে বললেন, তারা যদি আগুনে প্রবেশ করত, তবে কিয়ামত পর্যন্ত তা থেকে বের হতে পারত না, অর্থাৎ, চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামী হয়ে যেত। আনুগত্য হল ভাল কাজে, মন্দ কাজে নয়। لاَطَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِى مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ তথা সৃষ্টিকর্তার নাফরমানীতে কোন মাখলুকের আনুগত্য নেই।

٤٠٠٤. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ ابْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً فَاسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنَ الاَنْصَارِ وَاَمَرَهُمْ اَنْ يُطِيعُوهُ فَغَضِبَ، قَالَ اَلَيْسَ اَمَرَكُمُ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ تُطِيعُونِي، قَالُوا بَلٰى، قَالَ فَاجْمَعُوا لِي حَطَبًا فَجَمَعُوا، فَقَالَ اَوْقِدُوا نَارًا، فَاَوْقَدُوهَا، فَقَالَ ادْخُلُوهَا، فَهَمُّوا

وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُمْسِكُ بَعْضًا وَيَقُوْلُوْنَ فَرَرْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنَ النَّارِ، فَمَا زَالُوْا حَتَّى خَمَدَتِ النَّارُ فَسَكَنَ غَضَبُهُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَوْ دَخَلُوْهَا مَا خَرَجُوْا مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ .

৪০০৫/৩৪৫. মুসাদ্দাদ র. ...... হযরত আলী (ইবনে আবু তালিব) রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক অভিযানে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছিলেন। এবং আনসারীদের এক ব্যক্তিকে সেনাপতি নিযুক্ত করে তিনি তাদেরকে তাঁর (সেনাপতির) আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। (পরে কোন কারণে) আমীর ক্রুদ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তোমাদেরকে আমার আনুগত্য করতে নির্দেশ দেননি? তাঁরা বললেন, অবশ্যই। তিনি বললেন, তাহলে তোমরা আমার জন্য কিছু লাকড়ি সংগ্রহ কর। তাঁরা লাকড়ি সংগ্রহ করলেন। তিনি বললেন, এগুলোতে আগুন লাগিয়ে দাও। তাঁরা আগুন লাগালেন। তখন তিনি বললেন, এবার তোমরা সকলে এ আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়। (আদেশ মত) তাঁরা কতিপয় ঝাঁপ দেয়ার সংকল্পও করে ফেললেন। কিন্তু তাদের কয়েকজন পরস্পরে বাঁধা দিয়ে বলতে লাগলেন, আগুন থেকেই তো আমরা পালিয়ে গিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আশ্রয় নিয়েছিলাম। (অথচ এখানে সেই আগুনেই ঝাঁপ দেয়ারই আদেশ) এভাবে কথা বলছিল অবশেষে আগুন নিভে গেল এবং অধিনায়কের ক্রোধও থেমে গেল। এরপর এ সংবাদ নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন, যদি তাঁরা আগুনে ঝাঁপ দিত তাহলে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত আর এ আগুন থেকে বের হতে পারত না। কেননা আনুগত্য কেবল সৎ কাজের। لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল فَاسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ বাক্যে। ইমাম বুখারী র. এ হাদীসটি আহকামে ১০৫৮, খবরুল ওয়াহিদে ১০৭৭, মাগাযীতে ৬২২ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন। رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ ঃ আনসারী এক ব্যক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রা.। ব্রাকেটের মাঝে এটাই লেখা হয়েছে।

আল্লামা আইনী রা. বলেন, قَالَ ابْنُ الْجَوْزِي قَوْلُهُ الْأَنْصَارِي وَهْمٌ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ অর্থাৎ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা সাহমী রা.-কে আনসারী মনে করা কোন বর্ণনাকারীর ভুল। কারণ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রা. ছিলেন কুরাইশ ও মুহাজির।

হাফিজ আসকালানী র. ইবনে সা'দ র. এর সূত্রে এই সারিয়্যার কারণ এই বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ পেলেন, কিছু হাবশী লোক জেদ্দাবাসীর উপর আক্রমণ করতে চায়। তখন তিনি নবম হিজরীতে আলকামা ইবনে মুজাযযিয মুদলিজী রা.-কে ৩০০ লোক সহকারে সেখানে প্রেরণ করেন। হযরত আলকামা রা. যখন একটি সামুদ্রিক দ্বীপে পৌঁছেন এবং সমুদ্র তীরে অবতরণ করেন তখন তারা সবাই পালিয়ে যায়। মুসলমানরা সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করলে কিছু সংখ্যক সৈন্য তাড়াহুড়া করে এবং অবশিষ্ট সৈনিকদের পূর্বেই বাড়িতে পৌঁছতে চায়। আলকামা আগুন জ্বালিয়ে তাড়াহুড়াকারীদের নির্দেশ দেন, এ আগুনে লাফিয়ে পড়। যখন কিছু লোক এর প্রস্তুতি প্রকাশ করল। তখন আলকামা রা. বললেন, থাম, আমি তোমাদের সাথে মজাক করেছিলাম। তারা মদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সংবাদ দিলে তিনি বললেন, যখন কেউ কোন গুনাহের নির্দেশ দেয়, তবে তার হুকুম মান্য কর না।

বুখারী শরীফের সমস্ত রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায়, এ সারিয়্যার অধিনায়ক ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রা.। আগুনে লাফিয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। ইবনে মাজাহ এর ২১১ পৃষ্ঠায় হযরত আবু সাঈদ

খুদরী রা. থেকে বর্ণিত আছে, এ সারিয়্যাতে আমিও ছিলাম। আমাদের উদ্দিষ্ট মনযিলে পৌঁছে অথবা পথিমধ্যে একদল সৈনিক অনুমতি প্রার্থনা করলে আলকামা রা. তাদের অনুমতি দেন। তাদের অধিনায়ক বানিয়ে দেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা রা.কে। এ রেওয়ায়াতে সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রা. স্বভাবগতভাবে চালাক ছিলেন। অতঃপর উপরের বিবরণের ন্যায় আগুনের ঘটনা ঘটেছে।

এতে বুঝা যায় এই ইবনে মাজাহ এর রেওয়ায়াতকে সামনে রেখে ইমাম বুখারী র. আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা ও আলকামা রা.-এর ঘটনাকে একই ঘটনা সাব্যস্ত করেছেন এবং শিরোনামে একত্র করে দিয়েছেন। আর কেউ কেউ দুটি ঘটনা সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু প্রধান এটাই মনে হয় যে, আগুন জ্বালানোর নির্দেশ দিয়েছেন, আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রা.। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

لَوْ دَخَلُوْهَا مَاخَرَجُوا مِنْهَا ঃ ১. যদি এতে উভয় সর্বনাম দ্বারা আগুনের দিকে ইশারা হয়, যা তারা জ্বালিয়েছিল, তবে অর্থ স্পষ্ট যে, যদি আগুনে প্রবেশ করতে তাহলে তা থেকে বের হতে পারতে না। অর্থাৎ, জ্বলে পুড়ে মরে যেতে। অতএব, কোন প্রশ্ন রইল না।

২. যদি প্রথম সর্বনাম ها দ্বারা উদ্দেশ্য হয় জ্বালানো আগুন, আর দ্বিতীয় সর্বনাম দ্বারা উদ্দেশ্য হয় জাহান্নামের অগ্নি হালাল মনে করে, তবে অর্থ হবে যদি বৈধ মনে করে আগুনে প্রবেশ করত তবে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নাম থেকে বের হতে পারত না। কারণ, হারামকে হালাল মনে করা কুফরী। অতএব কোন প্রশ্ন নেই।

٢٢٢٤. بَابُ بَعْثِ اَبِىْ مُوْسٰى وَمُعَاذٍ اِلَى الْيَمَنِ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ

২২২৪. অনুচ্ছেদ ঃ বিদায় হজ্জের পূর্বে আবু মুসা আশ'আরী রা. এবং মু'আয [ইবনে জাবাল] রা-কে ইয়ামানের উদ্দেশে প্রেরণ

ব্যাখ্যা ঃ মক্কা বিজয়ের পর বিশেষত ইসলামের দাওয়াত ও তালীমের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চতুর্দিকে দাওয়াতে ইসলামের জন্য মুবাল্লিগদের প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে ইয়ামান অভিমুখে হযরত আবু মুসা আশআরী ও মুআয ইবনে জাবাল রা. কে প্রেরণ করেন। যেহেতু ইয়ামানের দুটি অংশ ছিল সেহেতু হযরত মুআয রা.-কে পশ্চিম দিকে আদনের উঁচু অংশ ইত্যাদির দিকে আর আবু মুসা রা.-কে পূর্ব দিকে তথা নিচু এলাকায় তাবলীগের নির্দেশ দেন।

মাগাযী বিশেষজ্ঞগণের মতে, এ তাবলীগি সফর রবিউসসানী নবম হিজরীতে হয়েছিল। (ফাতহ ঃ ৮/৪৮ কিন্তু ইমাম বুখারী র. এর ঝোঁক ১০ হিজরী মনে হয়, যেমন– ইমাম র. قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ, তাবুক যুদ্ধের পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রেরণ করেন।

٤٠٠٥. حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبَا مُوْسٰى وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ اِلَى الْيَمَنِ، قَالَ بَعَثَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلٰى مِخْلَافٍ قَالَ وَالْيَمَنُ مِخْلَافَانِ، ثُمَّ قَالَ يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا، فَانْطَلَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اِلٰى عَمَلِهِ، قَالَ وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اِذَا سَارَ فِىْ اَرْضِهِ كَانَ قَرِيْبًا مِنْ صَاحِبِهِ اَحْدَثَ بِهِ عَهْدًا، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَسَارَ مُعَاذٌ، فِىْ اَرْضِهِ قَرِيْبًا مِنْ صَاحِبِهِ اَبِىْ مُوْسٰى، فَجَاءَ يَسِيْرُ عَلٰى بَغْلَتِهِ حَتّٰى انْتَهٰى اِلَيْهِ، وَاِذَا هُوَ جَالِسٌ وَقَدِ اجْتَمَعَ اِلَيْهِ النَّاسُ، وَاِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ قَدْ جُمِعَتْ يَدَاهُ اِلٰى

عُنُقِهٖ فَقَالَ لَهٗ مُعَاذٌ يَاعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسٍ! اَيُّمَ هٰذَا؟ قَالَ هٰذَا رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ اِسْلَامِهٖ، قَالَ لَاانْزِلُ حَتّٰى يُقْتَلَ، قَالَ اِنَّمَا جِئْ بِهٖ لِذٰلِكَ، فَانْزِلْ قَالَ مَا اَنْزِلُ حَتّٰى يُقْتَلَ، فَاَمَرَبِهٖ فَقُتِلَ، ثُمَّ نَزَلَ. فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ! كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ؟ قَالَ اَتَفَوَّقُهٗ تَفَوُّقًا، قَالَ فَكَيْفَ تَقْرَأُ اَنْتَ يَا مُعَاذُ؟ قَالَ اَنَامُ اَوَّلَ اللَّيْلِ، فَاَقُوْمُ وَقَدْ قَضَيْتُ جُزْئِيْ مِنَ النَّوْمِ، فَاَقْرَأُ مَا كَتَبَ اللّٰهُ لِيْ، فَاَحْتَسِبُ نَوْمَتِيْ كَمَا اَحْتَسِبُ قَوْمَتِيْ.

৪০০৫/৩৪৬. মুসা র. .... হযরত আবু বুরদা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু মুসা এবং মু'আয ইবনে জাবাল রা-কে ইয়ামানের (ইসলাম প্রচারে) উদ্দেশ্যে পাঠালেন। বর্ণনাকারী বলেন, উভয়জনকে এক একটি জেলাতে পাঠালেন। বর্ণনাকারী বলেন, তৎকালে ইয়ামানে দু'টি জেলা ছিল। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা (এলাকাবাসীদের সাথে) সহজ ও কোমল আচরণ করবে, কঠিন আচরণ করবে না। এলাকাবাসীদের মনে সুসংবাদের মাধ্যমে উৎসাহ সৃষ্টি করবে, ঘৃণা-অনীহা সৃষ্টি হতে দেবে না। এরপর তাঁরা দু'জনে নিজ নিজ শাসন এলাকায় চলে গেলেন। আবু বুরদা রা. বললেন, তাঁদের প্রত্যেকেই যখন নিজ নিজ এলাকায় সফর করতেন এবং অন্যজনের কাছাকাছি স্থানে পৌঁছে যেতেন তখন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হলে তাদের মাঝে সালাম বিনিময় করতেন এবং স্বীয় ওয়াদা নবায়ন করতেন।

এভাবে মু'আয রা. একবার তাঁর এলাকায় এমন স্থানে সফর করছিলেন, যে স্থানটি তাঁর সাথী আবু মুসা রা.-এর এলাকার নিকটবর্তী ছিল। সুযোগ পেয়ে তিনি খচ্চরের পিঠে চড়ে (আবু মুসার এলাকায়) পৌঁছে গেলেন। তখন তিনি দেখলেন যে, আবু মুসা রা. বসে আছেন আর তাঁর চারপাশে অনেক লোক জমায়েত হয়ে রয়েছে। আরও দেখলেন, পাশে এক লোককে তার গলার সাথে উভয় হাত বেঁধে রাখা হয়েছে। মু'আয রা. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবদুল্লাহ্ ইবনে কায়েস! (আবু মূসা)। এ কি? তার হাত বাধা কেন? তিনি উত্তর দিলেন, এ লোকটি কুফরী করেছে তথা ইসলাম গ্রহণ করার পর মুরতাদ হয়ে গেছে। মু'আয রা. বললেন, তাকে হত্যা না করা পর্যন্ত আমি সওয়ারী থেকে অবতরণ করব না। আবু মুসা রা. বললেন, এ উদ্দেশ্যেই তাকে এখানে আনা হয়েছে। সুতরাং আপনি অবতরণ করুন। তিনি বললেন, না তাকে হত্যা না করা পর্যন্ত আমি নামব না। ফলে আবু মুসা রা. হুকুম করলেন এবং লোকটিকে হত্যা করা হল। এরপর মু'আয রা. অবতরণ করলেন। মু'আয রা. বললেন, আবদুল্লাহ্! আপনি কিভাবে কুরআন তিলাওয়াত করেন? তিনি বললেন, আমি (রাত-দিনের সব সময়ই) কিছুক্ষণ পরপর বিরতি দিয়ে কিছু অংশ করে তিলাওয়াত করে থাকি। তিনি বললেন, আর আপনি কিভাবে তিলাওয়াত করেন, হে মু'আয? উত্তরে তিনি বললেন, আমি রাতের প্রথম ভাগে শুয়ে পড়ি এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নিদ্রা যাওয়ার পর আমি উঠে পড়ি। এরপর আল্লাহ্ আমাকে যতটুকু তাওফীক দান করেন তিলাওয়াত করে থাকি। এ পদ্ধতি অবলম্বন করার জন্য আমি আমার নিদ্রার অংশেও সওয়াবের আশা করি, যেভাবে আমি আমার তিলাওয়াতে সওয়াবের প্রত্যাশা থাকি।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبَامُوْسٰى وَمُعَاذَبْنَ جَبَلٍ اِلَى الْيَمَنِ . বাক্যে। اَبُوْبُرْدَةَ ঃ বায়ের উপর পেশ। তার নাম হল, আমির ইবনে আবু মূসা। আবু মূসার নাম হল, আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস। مِخْلَافٌ ঃ মীমের নিচে যের, খা সাকিন। জেলা অঞ্চল। اِذَا رَجُلٌ ঃ আল্লামা আইনী র. বলেন তার নাম জানা যায়নি। হাফিজ আসকালানী র. বলেন–

لَمْ اَقِفْ عَلٰى اِسْمِهٖ لٰكِنْ فِىْ رِوَايَةِ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ اَنَّهٗ يَهُوْدِيٌّ وَسَيَاْتِىْ كَذٰلِكَ (ফাতহ ঃ ৮/৪৯)

قَدْ جُمِعَتْ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ ঃ এ বাক্যটি رَجُلٌ এর সিফাত। اَيُّمَ ঃ হামযার উপর যবর, তাশদীদ যুক্ত ইয়ার উপর পেশ, মীমের উপর যবর। এ শব্দটি মুরাক্কাব অর্থাৎ, اِسْتِفْهَام এবং مَا زَائِدَه দ্বারা। শেষের নূন কে উহ্য করে اَيُّم করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এটি اَيُّمَا এর সংক্ষেপ।। যেমন– اَيُّ شَيْءٍ এর সংক্ষেপ اَيْش এহাদীসটি মুরসাল, কিন্তু এর পরেই হাদীসটি মুত্তাসিলরূপে আসছে। عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى رض الخ . এই মুত্তাসিল হাদীসে অন্যান্য মাসআলার সাথে সাথে এর সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু মুসা আশআরী রা. কে ইয়ামানে পাঠিয়েছেন। অতএব, কোন প্রশ্ন রইল না।

٤٠٠٦. حَدَّثَنِىْ اِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنِىْ خَالِدٌ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَهُ اِلَى الْيَمَنِ فَسَاَلَهُ عَنْ اَشْرِبَةٍ تُصْنَعُ بِهَا، فَقَالَ وَمَاهِىَ؟ قَالَ الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ، فَقُلْتُ لِاَبِىْ بُرْدَةَ مَا الْبِتْعُ؟ قَالَ نَبِيْذُ الْعَسَلِ وَالْمِزْرُ نَبِيْذُ الشَّعِيْرِ، فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ - رَوَاهُ جَرِيْرٌ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ رض -

৪০০৬/৩৪৭. ইসহাক র. .... হযরত আবু মুসা আশ'আরী রা. থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে (আবু মুসাকে গভর্ণর নিযুক্ত করে) ইয়ামানে পাঠিয়েছেন। (আগে থেকেই তাঁর জানা ছিল যে, ইয়ামানে বিভিন্ন বস্তু থেকে শরাব তৈরি করা হয়। তাই তিনি ইয়ামানে তৈরি করা হয় এমন কতিপয় শরাব-এর হুকুম সম্পর্কে) নবী সা-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, সেগুলো কি কি? আবু মুসা রা. বললেন, তা হল مِزْرٌ ও بِتْعٌ শরাব। বর্ণনাকারী সাঈদ ইবনে আবু বুরদা র. বলেন, (কথার ফাঁকে) আমি (আমার পিতা) আবু বুরদাকে জিজ্ঞেস করলাম, بِتْع কি? তিনি বললেন, بِتْع হল মধু থেকে তৈরী রস আর مزر হল যবের তৈরী রস। (সাঈদ ইবনে আবূ বুরদা বলেন), তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সকল নেশা উৎপাদক বস্তুই হারাম। হাদীসটি জারীর ইবনে যিয়াদ এবং আবদুল ওয়াহিদ ইবনে আবদুল হামীদ শায়বানী র.-এর সনদে আবু বুরদা রা. সূত্রেও বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল "بَعَثَهُ اِلَى الْيَمَنِ" বাক্যে। اَلْبِتْعُ ঃ বায়ের নিচে যের, তা সাকিন, শেষে আইন। মধুর নবীয। মধুর শরাব। اَلْمِزْرُ ঃ মীমের নিচে যের, যায়ের উপর জযম, শেষে রা। যবের নবীয, যবের শরাব। যেমন– আঙ্গুরের শরাবকে خَمْر বলে।

যেহেতু ইয়ামানে বিভিন্ন প্রকারের শরাব তৈরি হত, এগুলোর নামও বিভিন্ন ধরনের হত এবং পরিবর্তিত হত, সেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি মৌলিক হুকুম বাতলে দিয়েছেন যে, স্মরণ রেখ– كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ – যে সব শরাব নেশা সৃষ্টিকারক সেগুলো হারাম। এতে কোন মতবিরোধ নেই যে, প্রতিটি আহার্য ও পানীয় জিনিস, যাতে কার্যতঃ নেশা থাকবে সেগুলো হারাম। كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ তে বাস্তব ধর্তব্য। এই শরঈ কানুনের অধীনে আফিম, গাঁজা, ভাং সব কিছুই হারাম। বিস্তারিত আলোচনা কিতাবুল আশরিবায় ইনশাআল্লাহ আসবে।

٤٠٠٧. حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ جَدَّهُ أَبَا مُوسَى وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا، فَقَالَ أَبُو مُوسَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ! إِنَّ أَرْضَنَا بِهَا شَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ الْمِزْرُ، وَشَرَابٌ مِنَ الْعَسَلِ الْبِتْعُ، فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَانْطَلَقَا، فَقَالَ مُعَاذٌ لِأَبِي مُوسَى كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَعَلَى رَاحِلَتِهِ، وَأَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقًا، قَالَ أَمَّا أَنَا فَأَنَامُ وَأَقُومُ، فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي، كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي، وَضَرَبَ فُسْطَاطًا فَجَعَلَا يَتَزَاوَرَانِ، فَزَارَ مُعَاذٌ أَبَا مُوسَى، فَإِذَا رَجُلٌ مُوثَقٌ، فَقَالَ مَا هٰذَا؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى : يَهُودِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ، فَقَالَ مُعَاذٌ لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ تَابَعَهُ الْعَقَدِيُّ وَوَهْبٌ عَنْ شُعْبَةَ، وَقَالَ وَكِيعٌ وَالنَّضْرُ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ رَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ .

৪০০৭/৩৪৮. মুসলিম র. .... হযরত আবু বুরদা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁর দাদা আবু মুসা ও মু'আয রা.-কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (গভর্নর হিসেবে) ইয়ামানে পাঠালেন। এ সময় তিনি (উপদেশস্বরূপ) বলে দিয়েছিলেন, তোমরা লোকজনের সাথে কোমল আচরণ করবে। কখনও কঠিন আচরণ করবে না-জটিলতায় ফেলবে না। মানুষের মনে সুসংবাদের তথা খুশি রাখার মাধ্যমে উৎসাহ সৃষ্টি করবে। কখনও তাদের মনে অনীহা আসতে দিবে না (অর্থাৎ, তাদের অন্তরকে ভারাক্রান্ত করবে না এবং একে অপরকে মেনে চলবে। আবু মুসা বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমাদের এলাকায় مِزْر নামের এক প্রকার যবের শরাব যব থেকে তৈরি করা হয় আর بِتْع নামের এক প্রকার শরাব মধু থেকে তৈরি করা হয় (অতএব এগুলোর হুকুম কি?)। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নেশা উৎপাদনকারী সকল বস্তুই হারাম। এরপর দু'জনেই চলে গেলেন। মু'আয আবু মুসাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কিভাবে কুরআন তিলাওয়াত করেন (অর্থাৎ, কুরআন তিলাওয়াতের মা'মুল কি)? তিনি উত্তর দিলেন, দাঁড়িয়ে, বসে, সওয়ারীর পিঠে সওয়ার অবস্থায় এবং কিছুক্ষণ পরপরই তিলাওয়াত করি। তিনি বললেন, তবে আমি রাতের প্রথমদিকে ঘুমিয়ে পড়ি তারপর (শেষ ভাগে তিলাওয়াতের জন্য নামাযে) দাঁড়িয়ে যাই। এভাবে আমি আমার নিদ্রার সময়কেও সওয়ারের অন্তর্ভুক্ত মনে করি। কারণ, আমি ঘুমাই এই নিয়তে যেন ইবাদতের মধ্যে নতুন উদ্যম জাগে) যেভাবে আমি আমার নামাযে দাঁড়ানোকে সওয়াবের বিষয় মনে করে থাকি। এরপর (প্রত্যেকেই নিজ নিজ শাসন এলাকায় কার্যপরিচালনার জন্য) তাঁবু খাটালেন। এবং পরস্পরের সাক্ষাৎ বজায় রেখে চললেন। (সে মতে এক সময়) মু'আয রা. আবু মুসা রা.-এর সাক্ষাতে এসে দেখলেন, সেখানে এক ব্যক্তি হাতপা বাঁধা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন। এ লোকটি কে? আবু মুসা রা. বললেন, লোকটি ইয়াহুদী ছিল, ইসলাম গ্রহণ করার পর মুরতাদ হয়ে গেছে। মু'আয রা. বললেন, আমি ওর গর্দান উড়িয়ে দেব। মুসলিম ইবনে ইবরাহীম-এর রেওয়ায়াতের মুতাবা'আত করেছেন শু'বা (ইবনুল হাজ্জাজ) থেকে শেষে সনদ পর্যন্ত আবদুল মালিক ইবনে আমর আকদী এবং ওয়াহাব ইবনে জারীর করেছেন

আর ওকী র., নযর ও আবু দাউদ র. এ হাদীসের সনদে শুবা র. – সাঈদ ইবনে আবু বুরদা-সাঈদের পিতা-সাঈদের দাদা এবং আবু মুসা আশআরী রা. এবং তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি জারীর ইবনে আবদুল হামীদ র. শায়বানী র.-এর মাধ্যমে আবু বুরদা সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল بَعَثَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَبَامُوسَى وَمُعَاذَبْنَ جَبَلٍ اِلَى الْيَمَنِ ـ বাক্যে। এখানে মুসলিম ইবনে ইবরাহীমের এ রেওয়ায়াতটি মুরসাল। কিন্তু ইমাম বুখারী র. قَالَ وَكِيعٌ الخ দ্বারা বলেছেন যে, এ হাদীসটি মুত্তাসিলরূপে প্রমাণিত। যেমন– ওয়াকীয়ের রেওয়ায়াত কিতাবুল জিহাদে মুত্তাসিলরূপে আছে। যদিও সংক্ষিপ্ত। এ হাদীসে ইসলাম প্রচারকদের জন্য বিশেষ দিকনির্দেশা রয়েছে যে, তাবলীগে সহজ আচরণ ও নম্রতার প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখবে। اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ـ

তাছাড়া এ হাদীস দ্বারা এটাও বুঝা গেল যে, হযরত আবু মূসা আশআরী রা. মেধাবী, ধী–শক্তি সম্পন্ন, বিজ্ঞ. জ্ঞানী আলিম ছিলেন। অন্যথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে মুবাল্লিগ ও শাসক বানিয়ে ইয়ামান পাঠাতেন না। এর দ্বারা সিফফীনের যুদ্ধে শালিস বানানোর বিষয়টিকে নিয়ে খারিজী ও রাফিযীদের প্রশ্নোত্থাপন অজ্ঞতা প্রমাণিত হয়।

٤٠٠٨. حَدَّثَنِى عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ اَيُّوبَ بْنِ عَائِذٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ يَقُولُ حَدَّثَنِى اَبُو مُوسَى الْاَشْعَرِىُّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِى رَسُولُ اللّٰهِ اِلٰى اَرْضِ قَوْمِى فَجِئْتُ وَرَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مُنِيخٌ بِالْاَبْطَحِ، فَقَالَ اَحَجَجْتَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسٍ! قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ!، قَالَ كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ قُلْتُ : لَبَّيْكَ اِهْلَالًا كَاِهْلَالِكَ، قَالَ فَهَلْ سُقْتَ مَعَكَ هَدْيًا ؟ قُلْتُ لَمْ اَسُقْ، قَالَ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَاسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حِلَّ، فَفَعَلْتُ حَتّٰى مَشَطَتْ لِى اِمْرَاَةٌ مِنْ نِسَاءِ بَنِى قَيْسٍ وَمَكَثْنَا بِذٰلِكَ حَتّٰى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ ـ

৪০০৮/৩৪৯. আব্বাস ইবনে ওয়ালীদ র. ...... হযরত আবু মুসা আশ'আরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আমার গোত্রের এলাকায় (ইয়ামানে) 'গভর্নর নিযুক্ত করে পাঠালেন। আমি (সেখানেই রয়ে গেলাম। এরপর বিদায় হজ্জের বছর আমিও হজ্জ করার জন্য (ইয়ামান থেকে ফিরে আসলাম) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা শরীফের আবতাহ (মক্কার বাতহা উপত্যকায় নামক স্থানে উট বসিয়ে অবস্থান করার সময় আমি তাঁর সাক্ষাতে উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে বললেন. আবদুল্লাহ্ ইবনে কায়েস! তুমি ইহ্রাম বেঁধেছ কি? আমি বললাম, জী হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন. তালবিয়া তথা ইহরামের কালিমা কিরূপে বলেছিলে? আমি উত্তর দিলাম, আমি তালবিয়া এরূপ বলেছি. হে আল্লাহ্! আমি হাযির হয়েছি এবং আপনার [নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর] ইহ্রামের মত ইহ্রাম বেঁধেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, তুমি কি তোমার সঙ্গে কুরবানীর পশু এনেছ? আমি জবাব দিলাম. আনিনি। তিনি বললেন, (ঠিক আছে) বাইতুল্লাহ্ তাওয়াফ কর এবং সাফা ও মারওয়ার সায়ী আদায় কর, (অর্থাৎ. উমরা করে ফেল) তারপর হালাল হয়ে যাও (অর্থাৎ, ইহরাম খুলে ফেল)। আমি সে রকমই করলাম। এমন কি বনু কাইসের জনৈক মহিলা আমার চুল পর্যন্ত আঁচড়িয়ে দিয়েছিল। আমি উমর (ইবনে খাত্তাব) রা-এর খিলাফত আমল পর্যন্ত এ রকম আমলই অব্যাহত রেখেছি।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল بَعَثَنِىْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى اَرْضِ قَوْمِى বাক্যে। কারণ, তার দেশ ছিল ইয়ামান। হাদীসটি কিতাবুল হজ্জে ২১১ এবং মাগাযীতে ৬২৩ পৃষ্ঠায় এসেছে।

এ হজ্জকে বলে হজ্জে তামাত্তু। হযরত উমর ফারুক রা. এর খিলাফত আমলে হজ্জে তামাত্তু সম্পর্কে মতবিরোধ হয়েছিল। হযরত ফারুকে আজম রা. হজ্জে তামাত্তু থেকে শুধু এজন্য নিষেধ করতেন যে, যদি একই সফরে হজ্জ ও উমরা করে তাহলে পূর্ণ বছর বাইতুল্লাহ জিয়ারত থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে। এজন্য তিনি চাচ্ছিলেন বাইতুল্লাহ শরীফ জিয়ারতের উদ্দেশ্যে পুনরায় এসে যেন উমরা করে। নিষেধ দ্বারা হযরত ফারুকে আজম রা. এর উদ্দেশ্য এই ছিল না যে, হজ্জের সফরে উমরা করা না জায়েয। বিস্তারিত আলোচনার জন্য কিতাবুল হজ্জ দ্রষ্টব্য।

٤٠٠٩. حَدَّثَنِى حِبَّانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ زَكَرِيَاءَ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ اَبِى مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِيْنَ بَعَثَهُ اِلَى الْيَمَنِ اِنَّكَ سَتَاتِى قَوْمًا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَاِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ اِلَى اَنْ يَشْهَدُوا اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ، فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوا لَكَ بِذٰلِكَ فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوالَكَ بِذٰلِكَ فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صَدَقَةً، تُوخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَآئِهِمْ، فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوا لَكَ بِذَالِكَ، فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ، قَالَ اَبُو عَبْدِ اللهِ : طَوَّعَتْ وَاَطَاعَتْ لُغَةٌ طِعْتُ وَطُعْتُ وَاَطَعْتُ ـ

৪০০৯/৩৫০. হিব্বান র. .... ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু'আয ইবনে জাবালকে (গভর্নর বানিয়ে) ইয়ামানে পাঠানোর সময় তাঁকে বললেন, শীঘ্রই তুমি আহলে কিতাবদের এক গোত্রের (ইয়াহুদী, নাসারা) কাছে যাচ্ছ। যখন তুমি তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছবে তখন তাদেরকে এ দাওয়াত দেবে তারা যেন সাক্ষ্য দেয় যে, 'আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র রাসূল, এরপর তারা যদি তোমার এ কথা মেনে নেয়, তখন তাদেরকে এ কথা জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ্ তোমাদের উপর দিনে ও রাতে পাঁচবার নামায ফরয করে দিয়েছেন। তারা তোমার এ কথা মেনে নিলে তুমি তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ্ তোমাদের উপর যাকাত ফরয করে দিয়েছেন, যা তাদের (মুসলমানদের) সম্পদশালীদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের অভাবগ্রস্তদের মাঝে বিতরণ করা হবে। যদি তারা তোমার এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তোদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করার সময়) তাদের মালের উৎকৃষ্টতম অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে (উদ্দেশ্য হল, যদি তুমি সব চাইতে উত্তম মাল লও তবে তাদের কষ্ট হবে এবং জালিম মনে করে বদদোয়া করবে)। মজলুমের বদদোয়াকে ভয় করবে, কেননা মজলুমের বদদোয়া এবং আল্লাহ্রকে কোন পর্দার আড়াল থাকে না (বরং মজলুমের বদদোয়া তাড়াতাড়ি কবুল হয়ে যায়)। আবু আবদুল্লাহ্ [ইমাম বুখারী র.] বলেন– طَوَّعَتْ، طَاعَتْ و اَطَاعَتْ সমার্থবোধক শব্দ, অর্থাৎ, সূরা মায়েদাতে যে طَوَّعَتْ لَهٗ نَفْسُهٗ আয়াতে طَوَّعَتْ শব্দ রয়েছে। আভিধানিকভাবে طَاعَتْ এবং اَطَاعَتْ এর অর্থ একই। এ থেকেই وَاحِد مُتَكَلِّم এর সীগা طُعْتُ و طِعْتُ এবং اَطَعْتُ সবগুলোর অর্থ একই।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল حِيْنَ بَعَثَهُ اِلَى الْيَمَنِ বাক্যে। হাদীসটি যাকাতে ১৮৭, এবং মাগাযীতে ৬২৩ পৃষ্ঠায় এসেছে।

حِبَّانَ ঃ হায়ের নিচে যের, বায়ের উপর তাশদীদ। ইবনে মুসা আল মারওয়াযী।

পূর্বেই জানা গেছে যে, ইমাম বুখারী যেরূপভাবে হাদীসের হাফিজ এরূপভাবে কুরআনে কারীমের ক্ষেত্রেও পারদর্শী এবং উত্তম হাফিজ। যেহেতু এ হাদীসে তিন বার طَاعُوا শব্দ এসেছে, সেহেতু স্বীয় রীতি অনুযায়ী কুরআন শরীফের সূরা মায়িদার ৩০ নং আয়াতের طَوَّعَتْ শব্দের তাফসীর করে দিয়েছেন। উদ্দেশ্য শুধু এটুকু বলা যে, সবগুলোর মূল উপাদান এক।

٤٠١٠. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حدثنا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّ مُعَاذًا رضى الله عنه لَمَّا قَدِمَ الْيَمَنَ صَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ، فَقَرَءَ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لَقَدْ قَرَّتْ عَيْنُ أُمِّ إِبْرَاهِيْمَ، زَادَ مُعَاذٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا رض إِلَى الْيَمَنِ، فَقَرَأَ مُعَاذٌ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ سُوْرَةَ النِّسَاءِ، فَلَمَّا قَالَ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً، قَالَ رَجُلٌ خَلْفَهُ قَرَّتْ عَيْنُ أُمِّ إِبْرَاهِيْمَ.

৪০১০/৩৫১. সুলাইমান ইবনে হারব র. .... হযরত আমর ইবনে মায়মুন রা. থেকে বর্ণিত যে, মু'আয (ইবনে জাবাল) রা. ইয়ামানে পৌঁছার পর লোকজনকে নিয়ে ফজরের নামায আদায় করতে গিয়ে وَاتَّخَذَ اللّٰهُ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً (অর্থাৎ, আল্লাহ্ ইবরাহীমকে বন্ধু বানিয়ে নিলেন) আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন। তখন কাওমের এক ব্যক্তি (নামাযের মধ্যেই) বলে উঠল, ইবরাহীমের মায়ের চোখ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। মু'আয রা. শু'বা-হাবীব-সাঈদ আমর ইবনে মায়মন থেকে এতটুকু বর্ধিত করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু'আয রা.-কে ইয়ামানে পাঠালেন। মু'আয রা. ফজরের নামাযে সূরা নিসা তিলাওয়াত করলেন। যখন তিনি (তিলাওয়াত করতে করতে) وَاتَّخَذَ اللّٰهُ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً পাঠ করলেন তখন তাঁর পেছন থেকে জনৈক ব্যক্তি বলে উঠল, ইবরাহীমের মায়ের চোখ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল إِنَّ مُعَاذًا لَمَّا قَدِمَ الْيَمَنَ বাক্যে। لَقَدْ قَرَّتْ الخ চোখ ঠাণ্ডা হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য আনন্দ-খুশি। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তাঁর ছেলেকে বন্ধু বানিয়ে নিয়েছেন।

প্রশ্নোত্তর ঃ

প্রশ্ন ঃ নামাযে কথাবার্তা বললে নামায ফাসিদ হয়ে যায়।

উত্তর ঃ ১. হতে পারে সে লোক নামাযীদের পিছনে ছিলেন, তখনও নামাযে অংশগ্রহণ করেননি।

২. তখন পর্যন্ত ইয়ামানবাসী এ মাসআলা জানতেন না যে, নামাযে কথাবার্তা বললে নামায ফাসিদ হয়ে যায়। অতএব, তিনি ওযরবিশিষ্ট ছিলেন।

৩. অনুল্লেখ অনস্তিত্বকে আবশ্যক করে না। অর্থাৎ, হতে পারে হযরত মুআয রা. তাকে নামায দোহরানোর নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু বর্ণনাকারী তা বর্ণানা করেননি।

২২২৫. بَابُ بَعْثِ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اِلَى الْيَمَنِ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ـ

২২২৫. অনুচ্ছেদ ঃ বিদায় হজ্জের পূর্বে 'আলী ইবনে আবু তালিব এবং খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রা.-কে ইয়ামানে প্রেরণ

ব্যাখ্যা ঃ তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তন এবং জি'রানায় গনিমত বণ্টনের পর দশম হিজরীতে বিদায় হজ্জের পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন স্থানে সাহাবায়ে কিরামকে সারিয়্যা রূপে প্রেরণ করেন। কখনও ইসলাম প্রচারের জন্য, কখনও শত্রুদের শায়েস্তা করার জন্য। তন্মধ্যে ছিল হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রা.-কে প্রেরণ। অতঃপর, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রা. কে পাঠিয়েছেন। যেমন– রেওয়ায়াত আসছে। ইমাম বুখারী র. সাধারণভাবে সব একত্রিত করে দিয়েছেন। কারণ, রেওয়ায়াত দ্বারা সুস্পষ্ট বিবরণও হবে আবার সংক্ষেপের উদ্দেশ্যও অর্জিত হবে।

এ অনুচ্ছেদে কয়েকটি হাদীসের পর হযরত জাবির রা. এর রেওয়ায়াত দ্বারা জানা যাবে যে; হযরত আলী রা. ইয়ামান থেকে সরাসরি মক্কায় এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে মিলিত হন এবং বিদায় হজ্জে অংশগ্রহণ করেন।

٤٠١١. حَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوْسُفَ بْنِ اِسْحَاقَ بْنِ اَبِىْ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ اِلَى الْيَمَنِ ، قَالَ ثُمَّ بَعَثَ عَلِيًّا بَعْدَ ذٰلِكَ مَكَانَهُ، فَقَالَ مُرْ اَصْحَابَ خَالِدٍ، مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ اَنْ يُعَقِّبَ مَعَكَ فَلْيُعَقِّبْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُقْبِلْ فَكُنْتُ فِيْمَنْ عَقَّبَ مَعَهُ، قَالَ فَغَنِمْتُ اَوَاقٍ ذَوَاتِ عَدَدٍ ـ

৪০১১/৩৫২. আহ্‌মদ ইবনে উসমান রা. .... হযরত বারা' রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রা-এর সঙ্গে ইয়ামানে পাঠালেন। বারা' রা. বলেন, তারপর কিছু দিন পরেই তিনি খালিদ রা.-এর স্থলে আলী রা.-কে পুনরায় গিয়ে পাঠিয়ে বলে দিয়েছেন যে, খালিদ রা.-এর সাথীদেরকে বলবে, তাদের মধ্যে যে তোমার সাথে ইয়ামানে থেকে যেতে ইচ্ছা করে সে যেন তোমার সাথে থাকে, আর যে (মদীনায়) ফিরে যেতে চায় সে যেন ফিরে যায়। (অর্থাৎ, উভয়ের ইচ্ছাধিকার রয়েছে) (রাবী বারা বলেন,) তখন আমি আলী রা.-এর সাথে ফিরে যেয়ে ইয়ামানগামীদের মধ্যে থাকতাম। ফলে আমি গনিমত হিসেবে অনেক পরিমাণ উকিয়া (রূপা) লাভ করলাম।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ اِلَى الْيَمَنِ বাক্যে। ইমাম বুখারী র. এ রেওয়ায়াতটি সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করেছেন। ইসমাঈল র. আবু উবাইদা ইবনে আবুস সাফার সূত্রে আরেকটু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, হযরত বারা রা. বর্ণনা করেছেন, আমরা যখন হযরত আলী রা. এর সাথে ইয়ামানে ফিরে গেছি, তখন কাফিরদের একটি দল আমাদের দিকে আসে। হযরত আলী রা. আমাদের নামায পড়ালেন তারপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চিঠির বিষয় শুনালেন। হামদানের সমস্ত গোত্র মুসলমান হয়ে যায়। হযরত আলী রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ পরিস্থিতির কথা লিখে জানালে তিনি শুকরিয়ার সিজদা আদায় করেন এবং বলেন, اَلسَّلَامُ عَلٰى هَمْدَانَ অর্থাৎ, হামদান গোত্র নিরাপদে-শান্তিতে থাকুক।

٤٠١٢. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حدثنا عَلِيُّ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مَنْجُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رضى اله عنه قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ عَلِيًّا إِلَى خَالِدٍ، لِيَقْبِضَ الْخُمُسَ، وَكُنْتُ أُبْغِضُ عَلِيًّا، وَقَدْ اغْتَسَلَ، فَقُلْتُ لِخَالِدٍ أَلَا تَرَى إِلَى هٰذَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ، فَقَالَ يَا بُرَيْدَةُ! أَتُبْغِضُ عَلِيًّا؟ فَقُلْتُ نَعَمْ، قَالَ لَاتُبْغِضْهُ فَإِنَّ لَهُ فِي الْخُمُسِ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ ـ

৪০১২/৩৫৩. মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্‌শার র. ..... হযরত বুরাইদা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রা-কে খুমুস (গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ) নিয়ে আসার জন্য খালিদ রা-এর কাছে পাঠালেন। (রাবী বুরাইদা বলেন, কোন কারণে) আমি আলী রা-এর প্রতি নারাজ ছিলাম, আর তিনি গোসলও (অর্থাৎ, সকাল সকাল তিনি গোসল,) করেছেন। (রাবী বলেন,) তাই আমি খালিদ রা.-কে ইঙ্গিতে বললাম, আপনি কি তাঁর দিকে দেখছেন না? (ইঙ্গিত ছিল হযরত আলী রা.-এর প্রতি যে, দেখুন হযরত আলী রা. সকাল সকাল গোসল করেছেন। এর কারণ ছিল হযরত বুরাইদা রা. মনে করেছেন হযরত আলী (রা. খুমুস থেকে একটি নিয়ে সহবাস করেছেন, ফলে গোসল করেছেন।) এরপর আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ফিরে আসলে আমি তাঁর কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলাম। তখন তিনি বললেন, বুরায়দা! তুমি কি আলীর প্রতি অসন্তুষ্ট? আমি উত্তর করলাম, জ্বী, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট থেক না। কারণ, খুমুসের ভিতরে তাঁর প্রাপ্য অধিকার এর চেয়ে বেশি রয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ عَلِيًّا إِلَى خَالِدٍ وَكَانَ خَالِدٌ فِي الْيَمَنِ حِينَئِذٍ বাক্য থেকে গ্রহণ করা যায়।

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ঃ বুরাইদা রা. এর নারাজির কারণ। দুটি প্রশ্ন।

১. এক রেওয়ায়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ রয়েছে, হযরত আলী কা. একটি খুবই সুন্দরী বাঁদী চয়ন করে নিয়ে তার সাথে সহবাসের পর গোসল করলে হযরত বুরাইদা ইবনে খুসাইব রা. মনে করলেন হযরত আলী রা. গণিমতে খেয়ানত করেছেন।

২. জরায়ু পবিত্র করার পূর্বে অর্থাৎ, অন্য কারো বীর্য দ্বারা অন্তঃসত্তা কিনা তা জানার পূর্বে সহবাস জায়েয নেই। অতএব, হযরত আলী রা. জরায়ু পরীক্ষা করার পূর্বে বাঁদীর সাথে কিভাবে সঙ্গম করলেন? কারণ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ রয়েছে, অন্যের ফসলে পানি সিঞ্চন কর না। অর্থাৎ, যদি পূর্বেকার স্বামীর বীর্য থাকে অথবা বাঁদী গর্ভবতী হয় তবে তার সাথে সহবাস কর না। অতএব, মাসিক হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত। হ্যাঁ, ঋতু আসার পর জানা যাবে যে, জরায়ু গর্ভমুক্ত। অতএব, এখানে স্বতন্ত্র দুটি প্রশ্ন। যেগুলো হযরত বুরাইদা রা. এর অসন্তুষ্টির কারণ হয়েছে।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর হল, এক-পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রপ্রধান অথবা তার স্থলাভিষিক্তের অধিকার। যেহেতু হযরত আলী রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে খুমুস তথা এক-পঞ্চমাংশ উসুল করতে গিয়েছেন. সেহেতু তাঁর অধিকার ছিল। তাছাড়া, এটাও হতে পারে যে, হযরত আলী রা. এক-পঞ্চমাংশ বের করে নিজের অধিকার থেকে একজন বাঁদী মনোনীত করে তার সাথে সহবাস করেছেন। কারণ, বণ্টনের অধিকার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রা. কেই দিয়েছিলেন। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আলী রা. যে একজন বাঁদী নিয়েছে তার চেয়ে আরও বেশি অধিকার রয়েছে। কারণ, এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের অধিকার ছিল। হযরত আলী রা. এর বড় হকদার ছিলেন। কারণ, হযরত আলী রা. রাসূল পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এজন্য এক রেওয়ায়াতে আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী শুনার পর হযরত বুরাইদা রা. এর সবচেয়ে বেশি মহব্বত হয়ে গেল হযরত আলী রা. এর সাথে।

ইমাম আহমদ র. এর রেওয়ায়াতে আছে, আলী রা. এর সাথে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ কর না। আমি তাঁর, সে আমার। আমার পর সেই তোমাদের অভিভাবক। اَللّٰهُمَّ اِنِّى اُحِبُّ عَلِيًّا كَمَا اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হল,

১. সে বাঁদী ছিল কুমারী। তার পরীক্ষা করার দরকার ছিল না যে, সে গর্ভবতী কিনা।

২. হতে পারে বাঁদী কমবয়স্কা, নাবালেগা ছিল।

৩. হযরত আলী রা. যখন তাকে হস্তগত করেছিলেন তখন তার মাসিক ছিল। অতঃপর মাসিক থেকে পবিত্র হওয়ার পর মাসিকের গোসলের পর হযরত আলী রা. তার সাথে সহবাস করেছেন। কারণ, হাদীসে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিবরণ নেই যে, তিনি বাঁদীকে হস্তগত করেই সহবাস করেছেন।

٤٠١٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حدثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بن شُبْرُمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى نُعْمٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيّ رضـ يَقُوْلُ بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ اَبِى طَالِبٍ رضى الله عنه اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِىْ اَدِيمٍ مَقْرُوظٍ لَمْ تُحَصَّلْ مِنْ تُرَابِهَا، قَالَ فَقَسَمَهَا بَيْنَ اَرْبَعَةِ نَفَرٍ بَيْنَ عُيَيْنَةَ بن بَدرٍ وَاَقْرَعَ بن حَابِسٍ وَزَيدِ الْخَيْلِ وَالرَّابِعُ اِمَّا عَلْقَمَةُ وَاِمَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيلِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِه كُنَّا نَحْنُ اَحَقُّ بِهٰذَا مِنْ هٰؤُلَاءِ، قَالَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اَلَا تَأْمَنُونِي وَاَنَا اَمِيْنُ مَنْ فِى السَّمَاءِ يَاتِيْنِى خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً، قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ، مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ، نَاشِزُ الْجَبْهَةِ، كَثُّ اللِّحْيَةِ، مَحْلُوقُ الرَّأسِ، مُشَمَّرُ الْاِزَارِ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ! اِتَّقِ اللّٰهَ، قَالَ، وَيْلَكَ اَوَ لَسْتُ اَحَقَّ اَهْلِ الْاَرضِ اَنْ يَتَّقِىَ اللّٰهَ؟ قَالَ ثُمَّ وَلَّى الرَجلُ قَالَ خَالِدُبْنُ وَلِيدِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ! اَلَا اَضْرِبُ عُنقَهُ، قَالَ لَا لَعَلَّهُ اَنْ يَكُونَ يُصَلِّى، فَقَالَ خَالِدٌ وَكَمْ مِنْ مُصَلٍّ يَقُوْلُ بِلِسَانِه مَا لَيْسَ فِىْ قَلْبِه، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اِنِّى لَمْ اُومَرْ اَنْ اَنقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلَا اَشُقَّ بُطُونَهُمْ، قَالَ ثم نَظَرَ اِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفٍّ فَقَالَ اِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هٰذَا قَومٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ رَطْبًا، لَايُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، وَاَظُنُّهُ قَالَ لَئِنْ اَدْرَكْتُهُمْ لَاَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ ـ

৪০১৩/৩৫৪. কুতাইবা র. .... হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী ইবনে আবু তালিব রা. ইয়ামান থেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে [সিলম বৃক্ষের পাতা দ্বারা] পরিশোধিত এক প্রকার (রঙিন) চামড়ার থলেতে করে সামান্য কিছু তাজা স্বর্ণ পাঠিয়েছিলেন। তখনও এগুলো

থেকে সংযুক্ত খনিজ মাটিও পরিষ্কার করা হয়নি। আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার ব্যক্তির মধ্যে স্বর্ণখণ্ডটি বন্টন করে দিলেন। তারা হলেন, উয়াইনা ইবনে বদর, আকরা ইবনে হাবিস, যায়েদ আল-খায়ল এবং চতুর্থ জন আলকামা কিংবা আমির ইবনে তুফাইল রা.। তখন সাহাবীগণের মধ্য থেকে একজন বললেন, এ স্বর্ণের ব্যাপারে তাঁদের অপেক্ষা আমরাই অধিক হকদার ছিলাম। (রাবী) বলেন, কথাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কি আমার উপর আস্থা রাখ না অথচ আমি আসমানে অধিষ্টিত (আল্লাহ) তা'আলার আস্থাভাজন, সকাল-বিকাল তার কাছ থেকে আমার কাছে আসমানের সংবাদ আসছে। এমন সময়ে এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল লোকটির চোখ দু'টি ছিল কোটরাগত, চোয়ালের হাড় যেন বেরিয়ে পড়ছে, উঁচু কপালধারী, তার দাড়ি ছিল অতিশয় ঘন, মাথাটি ন্যাড়া, পরনের লুঙ্গী ছিল উপরের দিকে উঠান। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহকে ভয় করুন (বন্টনে ইনসাফ বজায় রাখুন)। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার জন্য আফসোস! আল্লাহকে ভয় করার ব্যাপারে দুনিয়াবাসীদের মধ্যে আমি কি বেশি হকদার নই (অর্থাৎ, আমি যা নব মুসলমানদেরকে দিয়েছি তা সন্ধির ভিত্তিতেই দিয়েছি, দীনী মাসলিহাত ও স্বার্থেই তোমাদের প্রশ্নের অধিকার নেই।

আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন, লোকটি (এ কথা বলে) চলে যেতে লাগলে খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি লোকটির গর্দান উড়িয়ে দেব না? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ না, হতে পারে সে নামায আদায় করে। (বাহ্যত মুসলমান)। খালিদ রা. বললেন, অনেক নামায আদায়কারী (অর্থাৎ, মুনাফিক) এমন আছে যারা মুখে (ইসলাম ও ঈমানের কথা) উচ্চারণ করে যা তাদের অন্তরে নেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাকে মানুষের দিল ছিদ্র করে, পেট ফেঁড়ে (ঈমানের উপস্থিতি) দেখার জন্য বলা হয়নি। তারপর তিনি লোকটির দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তখন লোকটি পিঠ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে। তিনি বললেন, এ ব্যক্তির বংশ থেকে এমন এক জাতির উদ্ভব ঘটবে, যারা শ্রুতিমধুর কণ্ঠে আল্লাহ্র কিতাব তিলাওয়াত করবে অথচ আল্লাহ্র বাণী তাদের গলদেশের নিচে নামবে না। তারা দীন থেকে এভাবে বেরিয়ে যাবে যেভাবে (তীর) নিক্ষিপ্ত জন্তুর দেহ থেকে তীর বেরিয়ে যায়। (বর্ণনাকারী বলেন) আমার মনে হয়, তিনি এ কথাও বলেছেন, যদি আমি তাদেরকে নাগালে পাই (তাদের যুগে থাকি) তাহলে অবশ্যই আমি তাদের সামূদ জাতির মত হত্যা করব। (অর্থাৎ, সামূদ জাতির যেভাবে মূলোৎপাটন হয়েছে এভাবে তাদেরও নাস্তানাবুদ করব।)

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল - بَعَثَ عَلِىُّ بْنُ اَبِى طَالِبٍ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ مِنَ الْيَمَنِ বাক্যে। এ হাদীসটি আম্বিয়ায় ৪৭১, মাগাযীতে ৬২৩–৬২৪, ১১০৫ পৃষ্ঠায় এসেছে। الرَّمِيَّة ঃ রায়ের উপর যবর, মীমের নিচে যের, ইয়ার উপর তাশদীদ। তীর নিক্ষিপ্ত শিকারী। (কাসতাল্লানী) بِسِعَايَتِه ঃ সীনের নিচে যের, অর্থাৎ, ইয়ামানে তার অভিভাবকত্বের ভিত্তিতে। (কাসতাল্লানী)

হুনাইনের যুদ্ধ ছাড়া এটি আরেকটি ঘটনা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক-পঞ্চমাংশে যে খাস অধিকার রয়েছে তা থেকে তিনি কিছুসংখ্যক নওমুসলিমকে মনোরঞ্জনের জন্য কিছু দিয়েছিলেন। তাছাড়া এই দুর্ভাগা প্রশ্ন উত্থাপনকারীর নামের ব্যাপারেও মতবিরোধ রয়েছে। আবু দাউদের রেওয়ায়াতে তার নাম হল নাফি'। আর কোন কোন রেওয়ায়াতে যুলখুয়াইসিরা নামের সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। বুখারী শরীফের ৫০৯ নং পৃষ্ঠার সর্বশেষ হাদীস حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ الخ দেখুন।

٤٠١٤. حَدَّثَنَا الْمَكِّىُّ بْنُ اِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ اَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ عَلِيًّا اَنْ يُقِيمَ عَلٰى اِحْرَامِهٖ، زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ عَلِىُّ بْنُ اَبِى طَالِبٍ رضى الله عنه بِسِعَايَتِهٖ قَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ بِمَ اَهْلَلْتَ يَا عَلِىُّ؟ قَالَ بِمَا اَهَلَّ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ فَاَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا اَنْتَ. قَالَ وَاَهْدٰى لَهُ عَلِىٌّ هَدْيًا.

৪০১৪/৩৫৫. মক্কী ইবনে ইব্রাহীম র. ...... হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রা.-কে (ইয়ামান থেকে ফিরে মক্কায় আসার পর) তাঁর কৃত ইহ্রামের উপর কায়েম থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মুহাম্মদ ইবনে বকর ইবনে জুরাইজ- আতা র.- জাবির রা. সূত্রে আরও বর্ণনা করেন যে, জাবির রা. বলেছেন ঃ আলী ইবনে আবু তালিব স্বীয় শাসন এলাকা (ইয়ামান থেকে) আদায়কৃত কর খুমুস নিয়ে (মক্কায়) আসলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, হে আলী! তুমি কিরূপ ইহ্রাম বেঁধেছ? তিনি উত্তর করলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেরূপ ইহ্রাম বেঁধেছেন (আমিও সেরূপ ইহ্রাম বেঁধেছি)। নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তুমি কুরবানীর পশু পাঠিয়ে দাও এবং এখন যেভাবে আছ সেভাবে ইহ্রাম বাঁধা অবস্থায় অবস্থান করতে থাক। (কারণ, তুমি কুরবানীর বাক্য নিয়ে এসেছ।) বর্ণনাকারী [জাবির রা.] বলেন, সে সময় আলী রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে একটি কুরবানীর পশু দিয়েছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল فَقَدِمَ عَلِىٌّ بِسِعَايَتِهٖ বাক্যে। অর্থাৎ, হযরত আলী রা. এর মক্কায় আগমন ঘটেছিল ইয়ামান থেকেই। হযরত আলী রা. কে ইয়ামানের গভর্নর বানিয়ে সেখানে প্রেরণ করা হয়েছিল। হযরত আলী রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য সেখান থেকে ৩৭টি উট এনেছিলেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা শরীফ থেকে ৬৩টি উট সাথে এনেছিলেন। এমনিভাবে ১০০টি উট হয়ে যায়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে এগুলো কুরবানী করেছিলেন। হাদীসটি হজ্জে ২১১ এবং মাগাযীতে ৬২৪ পৃষ্ঠায় এসেছে।

٤٠١٥. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ قَالَ حدثنا بَكْرٌ اَنَّهُ ذَكَرَ لِابْنِ عُمَرَ اَنَّ اَنَسًا حَدَّثَهُمْ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ فَقَالَ اَهَلَّ النَّبِىُّ ﷺ بِالْحَجِّ وَاَهْلَلْنَا بِهٖ مَعَهُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً، وَكَانَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ هَدْىٌ، فَقَدِمَ عَلَيْنَا عَلِىُّ بْنُ اَبِى طَالِبٍ مِنَ الْيَمَنِ حَاجًّا، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ بِمَ اَهْلَلْتَ؟ فَاِنَّ مَعَنَا اَهْلَكَ، قَالَ اَهْلَلْتُ بِمَا اَهَلَّ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ ، قَالَ فَاَمْسِكْ ، فَاِنَّ مَعَنَا هَدْيًا.

৪০১৫/৩৫৬. মুসাদ্দাদ র. .... বকর র. থেকে বর্ণিত যে, ইবনে উমর রা-এর কাছে এ কথা উল্লেখ করা হল. আনাস রা. লোকদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ এবং উমরার জন্য ইহ্রাম বেঁধেছিলেন (অর্থাৎ, হজ্জে কিরানের ইহ্রাম বেঁধেছিলেন)। তখন ইবনে উমর রা. বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জের জন্য ইহ্রাম বেঁধেছেন, তাঁর সাথে আমরাও হজ্জের জন্য ইহ্রাম বাঁধি। যখন আমরা মক্কায় উপনীত হই তখন তিনি বললেন, তোমাদের যার সঙ্গে কুরবানীর পশু নেই সে যেন তার হজ্জের ইহ্রাম উমরার ইহ্রামে পরিণত করে ফেলে। (অর্থাৎ, হজের ইহরাম উমরার ইহরাম বানিয়ে তাওয়াফ ও সায়ী করে

ইহ্‌রাম খুলে ফেলে।) অবশ্য নবী করীম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে কুরবানীর পশু ছিল এরপর আলী ইবনে আবু তালিব রা. হজ্জের উদ্দেশে ইয়ামান থেকে আসলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাঁকে) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিসের ইহ্‌রাম বেঁধেছ? কারণ, আমাদের সাথে তোমার স্ত্রী (ফাতিমা রা.) রয়েছে। তিনি উত্তর দিলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেটির ইহ্‌রাম বেঁধেছেন আমি সেটিরই ইহ্‌রাম বেঁধেছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে এ অবস্থায়ই থাক, কারণ আমাদের কাছে কুরবানীর জন্তু আছে।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল فَقَدِمَ عَلَيْنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنَ الْيَمَنِ বাক্যে। বিস্তারিত আলোচনার স্থান কিতাবুল হজ্জ। হাদীসটি ২১১ পৃষ্ঠায় এসেছে।

২২২৬. অনুচ্ছেদ ঃ যুল খালাসার যুদ্ধ — ٢٢٢٦. بَابُ غَزْوَةِ ذِي الْخَلَصَةِ

خَلَصَة ঃ খা, লাম, সোয়াদের উপর যবর। যুলখালাসা ছিল একটি মন্দির। এটি তৈরি করেছিল খাস'আম গোত্রের পৌত্তলিকরা ইয়ামানে। কেউ কেউ এরূপ বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন যে, মন্দিরের নাম ছিল খালাসা, আর প্রতিমার নাম ছিল যুলখালাসা। এ মন্দিরটির এক নাম রেখেছিল ইয়ামানী কাবা। কারণ, এ মন্দিরটি ইয়ামানে ছিল। এর তৃতীয় নাম ছিল শামী কাবা। কারণ, এর একটি দরজা ছিল শামের দিকে। বিস্তারিত বিবরণ আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসগুলোতে আসছে।

٤٠١٦. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بَيَانٌ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ كَانَ بَيْتٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُقَالُ لَهُ ذُو الْخَلَصَةِ وَالْكَعْبَةُ الْيَمَانِيَةُ وَالْكَعْبَةُ الشَّامِيَةُ؟ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ أَلاَ تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ؟ فَنَفَرْتُ فِي مِائَةٍ وَخَمْسِينَ رَاكِبًا فَكَسَرْنَاهُ وَقَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا عِنْدَهُ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، فَدَعَا لَنَا وَلِأَحْمَسَ.

৪০১৬/৩৫৭. মুসাদ্দাদ র. ...... হযরত জারীর (ইবনে আবদুল্লাহ্ বাজালী) রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহিলিয়্যাতের যুগে একটি (নকল তীর্থ) ঘর ছিল যাকে 'যুল-খালাসা', ইয়ামানী কা'বা এবং সিরীয় কা'বা বলা হত। নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি কি যুল-খালাসার (পেরেশানী) থেকে আমাকে স্বস্তি দেবে না? (অর্থাৎ, যুল-খালাসা ভেঙ্গে চুরমার করে আমাকে প্রশান্তি দাও) এ কথা শুনে আমি একশ' পঞ্চাশজন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে ছুটে চললাম। আর এ ঘরটি ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করে দিলাম এবং সেখানে যাদেরকে পেলাম তাদের হত্যা করে ফেললাম। তারপর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ফিরে এসে তাঁকে এ সংবাদ জানালে তিনি আমাদের জন্য এবং (আমাদের গোত্র) আহমাসের জন্য দোয়া করলেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট। হাদীসটি মানাকিবে ৫৩৯, কিছু পরিবর্তন সহকারে ৪২২, ৪৩৩, মাগাযীতে ৬২৪ পৃষ্ঠায় এসেছে।

এর পরবর্তী রেওয়ায়াতে আসছে وَكَانَ بَيْتًا فِي خَثْعَمَ । অর্থাৎ, সে মন্দিরটি ছিল খাস'আম গোত্রে। خَثْعَم শব্দটি جُعْفَر এর ওজনে। খাস'আম ইবনে আনমারের দিকে সম্বন্ধযুক্ত একটি প্রসিদ্ধ গোত্র ছিল। যার বংশ লতিকা রাবী'আ ইবনে নাযার পর্যন্ত যে যে পৌঁছে। কারণ, কুরাইশ গোত্র মুযার ইবনে নাযারের সন্তান।

জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রা.

হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী আহমাসী রা. রমযানুল মুবারক ১০ হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ যে লিখেছেন, হযরত জারীর (ইবনে আবদুল্লাহ্ রা.) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাতের ৪০ দিন পূর্বে মুসলমান হয়েছেন, এটা ঠিক নয়। কারণ, বুখারী ঃ ১/২৩ এ স্বয়ং হযরত জারীর রা. এর বিবরণ রয়েছে إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الخ । এতে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত জারীর রা. ১০ম হিজরীর বিদায় হজ্জে অংশগ্রহণ করেছেন। অতঃপর বুখারীর দ্বিতীয় খণ্ডে ৬৩২ পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে– إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِجَرِيرٍ الخ । তাছাড়া, ১০৪৮ পৃষ্ঠায় হযরত জারীর রা. বলেন, قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الخ । স্পষ্ট বিষয় বিদায় হজ্জ, যিলহজ্জ ১০ম হিজরীতে হয়েছে, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাত হয়েছে রবিউল আউয়াল ১১ হিজরীতে। অতএব, শুধু ৪০ দিন পূর্বের উক্তি এসব স্পষ্ট রেওয়ায়াতের ভিত্তিতে সহীহ নয়।

বুখারীর ১০৫৪ পৃষ্ঠায় হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে, যার সারমর্ম হল, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত দাউস গোত্রের মহিলারা যুলখালাসার প্রতিমার জন্য নিজেদের পশ্চাদদেশ না দোলাবে। (অর্থাৎ, যুলখালাসার পূঁজা না করবে।)

হাফিজ আসকালানী র. বলেন, স্পষ্ট বিষয় হল, এই যুলখালাসা আরেকটি। কারণ, হযরত আবু হুরায়রা রা. এর কবীলা দাউস গোত্র এবং আলোচ্য অনুচ্ছেদের রেওয়ায়াতে বর্ণিত যুলখালাসা প্রতিমা বনু খাসআমেরই প্রতিমা ছিল এবং উভয়টির মাঝে অনেক দূরত্ব রয়েছে।

٤٠١٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ قَالَ لِي جَرِيرٌ رضى الله عنه قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ، وَكَانَ بَيْتًا فِي خَثْعَمَ، يُسَمَّى الْكَعْبَةُ الْيَمَانِيَةُ، فَانْطَلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ، وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ، وَكُنْتُ لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، فَضَرَبَ فِي صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ فِي صَدْرِي، وَقَالَ : اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا. فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا، ثُمَّ بَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ جَرِيرٍ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِئْتُكَ حَتَّى تَرَكْتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْرَبُ، قَالَ فَبَارَكَ فِي خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ.

৪০১৭/৩৫৮. মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না র. ..... হযরত কায়েস র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জারীর রা. আমাকে বলেছেন যে, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, তুমি কি আমাকে যুল খালাসা থেকে স্বস্তি দেবে না? (অর্থাৎ, যুল-খালাসা ধ্বংস করে কেন আমাকে চিন্তামুক্ত করছ না?) যুল-খালাসা ছিল খাসআম গোত্রের একটি (বানোয়াট তীর্থ) ঘর, যাকে বলা হত ইয়ামানী কা'বা। এ কথা শুনে আমি আহ্‌মাস গোত্র থেকে একশ' পঞ্চাশজন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে চললাম। তাঁদের সকলেই অশ্ব পরিচালনায় পারদর্শী ছিল। আর আমি তখন ঘোড়ার পিঠে শক্তভাবে বসতে পারছিলাম না (আমি আপন অবস্থা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বর্ণনা করলাম)। কাজেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বুকের উপর

হাত দিয়ে আঘাত করলেন। এমন কি আমি আমার বুকের উপর তাঁর আঙ্গুলগুলোর ছাপ পর্যন্ত দেখতে পেলাম। (এ অবস্থায়) তিনি দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! একে (ঘোড়ার পিঠে) শক্তভাবে বসে থাকতে দিন এবং তাঁকে হেদায়াত দানকারী ও হেদায়েত লাভকারী বানিয়ে দিন। এরপর জারীর রা. সেখানে গেলেন এবং ঘরটি ভেঙ্গে দিয়ে তা জ্বালিয়ে ফেললেন। এরপর তিনি [জারীর রা.] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে খোশখবরীর জন্য সংবাদ পাঠালেন। তখন জারীরের দূত [রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে] বলল, সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য বাণী দিয়ে পাঠিয়েছেন, আমি ঘরটিকে খুজলি-পাঁচড়া আক্রান্ত কাল উটের মত রেখে আপনার কাছে এসেছি। উদ্দেশ্য হল, খুজলী-পাঁচড়া যুক্ত উটের গায়ে আলকাতরা মিশানো হলে যেমন কালো বর্ণের হয়ে যায় তেমনি যুলখালাসা মন্দির যখন জ্বলে ভস্ম হয়ে কাল বর্ণের হয়ে গেছে। এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসেছি।) রাবী বলেন, তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহমাস গোত্রের অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈনিকদের জন্য পাঁচবার বরকতের দোয়া করলেন।

ব্যাখ্যা ঃ এটি উপরোক্ত হাদীসের আরেকটি সূত্র। হাদীসটি জিহাদের ৪৩৩ এবং মাগাযীর ৬২৪ পৃষ্ঠায় এসেছে। هَادِيًا مَهْدِيًّا কেউ কেউ বলেন, হাদীসটিতে আগপিছ রয়েছে। কারণ, কোন ব্যক্তি মাহদী তথা হেদায়াতপ্রাপ্ত হওয়ার পরই পথপ্রদর্শক হয়। ع آنکه خود گمراه ست کرا راهبری کند ۔

দ্বিতীয় উক্তি হল, هَادِيًا مَهْدِيًّا-এর অর্থ হল, كاملا مكملا অর্থাৎ, পূর্ণাঙ্গ এবং পূর্ণাঙ্গদাতা।

٤٠١٨. حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ، فَقُلْتُ بَلَى، فَانْطَلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ، وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ وَكُنْتُ لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ، فَضَرَبَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ يَدِهِ فِي صَدْرِي، وَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا، قَالَ فَمَا وَقَعْتُ عَنْ فَرَسٍ بَعْدُ قَالَ وَكَانَ ذُو الْخَلَصَةِ بَيْتًا بِالْيَمَنِ لِخَثْعَمَ وَبَجِيلَةَ فِيهِ نُصُبٌ تُعْبَدُ يُقَالُ لَهُ الْكَعْبَةُ، قَالَ فَأَتَاهَا فَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ وَكَسَرَهَا، قَالَ وَلَمَّا قَدِمَ جَرِيرٌ الْيَمَنَ، كَانَ بِهَا رَجُلٌ يَسْتَقْسِمُ بِالْأَزْلَامِ، فَقِيلَ لَهُ إِنَّ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَاهُنَا، فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْكَ ضَرَبَ عُنُقَكَ، قَالَ فَبَيْنَمَا هُوَ يَضْرِبُ بِهَا إِذْ وَقَفَ عَلَيْهِ جَرِيرٌ، فَقَالَ لَتَكْسِرَنَّهَا وَلَتَشْهَدَنَّ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَوْ لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَكَ، قَالَ فَكَسَرَهَا وَشَهِدَ ثُمَّ بَعَثَ جَرِيرٌ رَجُلًا مِنْ أَحْمَسَ يُكْنَى أَبَا أَرْطَاةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُبَشِّرُهُ بِذَلِكَ فَلَمَّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَاجِئْتُ حَتَّى تَرَكْتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْرَبُ قَالَ فَبَرَّكَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ ۔

৪০১৮/৩৫৯. ইউসুফ ইবনে মুসা র. .... হযরত জারীর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি আমাকে যুল-খালাসার পেরেশানী থেকে স্বস্তি দেবে না? (অর্থাৎ, আমাকে যুল-খালাসা ধ্বংস করে চিন্তামুক্ত কর) আমি বললাম ঃ অবশ্যই। এরপর আমি (আমাদের

আহমাস গোত্র থেকে একশ' পঞ্চাশজন অশ্বারোহী সৈনিক নিয়ে চললাম। তাদের সবাই ছিল অশ্ব পরিচালনায় অভিজ্ঞ। কিন্তু আমি তখনো ঘোড়ার উপর স্থির হয়ে বসতে পারতাম না। তাই ব্যাপারটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জানালাম। তিনি তাঁর হাত দিয়ে আমার বুকের উপর আঘাত করলেন। এমনকি আমি আমার বুকে তাঁর হাতের চিহ্ন পর্যন্ত দেখতে পেলাম। তিনি দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ্! একে স্থির হয়ে বসে থাকতে দিন এবং তাঁকে হেদায়াতদানকারী ও হেদায়াত লাভকারী বানিয়ে দিন।

জারীর রা. বলেন ঃ এরপরে আর কখনো আমি আমার ঘোড়া থেকে পড়ে যাইনি। তিনি আরও বলেছেন যে, যুল খালাসা ছিল ইয়ামানের অন্তর্গত খাসআম ও বাজীলা গোত্রের একটি (তীর্থ) ঘর। সেখানে কতগুলো মূর্তি স্থাপিত ছিল। লোকেরা এগুলোর পূজা করত এবং এ ঘরটিকে বলা হত কা'বা। রাবী বলেন, এরপর তিনি সেখানে গেলেন এবং ঘরটি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিলেন আর এর ভিটেমাটিও চুরমার করে দিলেন। রাবী আরও বলেন, আর যখন জারীর রা. ইয়ামানে গিয়ে উঠলেন তখন সেখানে এক লোক থাকত, সে (তীরের সাহায্যে) ভাগ্য নির্ণয় করত; তাকে বলা হল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রেরিত প্রতিনিধি এখানে পৌঁছেছেন।, তারা যদি তোমাকে পাকড়াও করার সুযোগ পান তাহলে তোমার গর্দান উড়িয়ে দেবেন। রাবী বলেন, এরপর একবার সে ভাগ্য নির্ণয়ের কাজে লিপ্ত ছিল, সেই মুহূর্তে জারীর রা. সেখানে পৌঁছে গেলেন। তিনি বললেন, তীরগুলো ভেঙ্গে ফেল এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই– এ কথার সাক্ষ্য দাও, অন্যথায় তোমার গর্দান উড়িয়ে দেব। লোকটি তখন তীরগুলো ভেঙ্গে ফেলল এবং (আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এ কথার) সাক্ষ্য দিল। (কালিমা পড়ে মুসলমান হল।) এরপর জারীর রা. আবু আরতাত নামক আহমাস গোত্রের এক ব্যক্তিকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে পাঠালেন সুসংবাদ শোনানোর জন্য। লোকটি নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে সত্তার কসম করে বলছি, যিনি আপনাকে সত্য বাণী দিয়ে পাঠিয়েছেন, ঘরটিকে ঠিক খুজলি-পাঁচড়া আক্রান্ত উটের মত কাল করে রেখে আমি এসেছি। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহমাস গোত্রের অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈনিকদের সার্বিক কল্যাণ ও বরকতের জন্য পাঁচবার দোয়া করলেন।

ব্যাখ্যা ঃ এটি পূর্বোক্ত হাদীসের আর একটি সূত্র। যে হাদীসটি জিহাদের ৪২৪ ও মাগাযীতে ৬২৪ পৃষ্ঠায় এসেছে। স্পষ্ট বিষয় যে, হযরত জারীর রা. যখন যুলখালাসাকে ভেঙ্গে চুড়ে অবসর হন এবং আবু আরতাত রা.-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে, সুসংবাদ শুনানোর জন্য প্রেরণ করেছিলেন এবং স্বয়ং ইয়ামানে অন্যত্র তাশরীফ নিয়ে গেছেন, যেখানে এক ব্যক্তি পাশা নিক্ষেপ করছিল অর্থাৎ, তীর দ্বারা হিস্যা বণ্টন করত এবং অন্যান্য খবরের শুভহাল বের করছিল।

তীর দ্বারা বণ্টন

اِسْتِقْسَام এর অর্থ হল, বণ্টন কামনা করা ও বণ্টন চাওয়া। আর اَزْلَام শব্দটি زَلَم এর বহুবচন। زَلَم সে তীরকে বলে যেটি বর্বরতার যুগে ভাগ্য পরীক্ষার জন্য লটারী এবং শুভহাল বের করার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। যার বিভিন্ন পন্থা ছিল। প্রবল ছুরত এটা ছিল যে, ১০টি তীরের সাতটিতে সংখ্যা হত আর তিনটি তীরকে খালি রাখত।

যদি ভাগ্য পরীক্ষা ও লটারী উদ্দেশ্য হত তবে, সাতটি তীরের মধ্যে কোনটির উপর দুই, কোনটির উপর তিন অংশের চিহ্ন লিখে দিত এবং সবগুলোকে তুনীরে রেখে দিত। অতঃপর যখন ১০ জন মিলে উট জবাই করত তখন উচিত ছিল ১০ ভাগ সমান সমান বণ্টন করা, কিন্তু এ পৌত্তলিকরা জুয়ার ন্যায় ভাগ্য পরীক্ষা করত তীরের মাধ্যমে। যার নামে দুই অথবা তিন বের হত সে তা নিয়ে নিত। সাদা তীরওয়ালা হিস্যা থেকে বঞ্চিত হত। ইসলাম তা থেকে নিষেধ করেছে। কারণ, এটি হল জুয়া ও হারাম।

তাছাড়া, সফরে যাওয়ার জন্য অথবা অন্য কোন কাজ উপকারী না অপকারী তা পরীক্ষা করে জানার জন্য ১০টি তীর থেকে ৭টি চয়ন করত। কোনটির উপর نَعَمْ তথা হ্যাঁ আর কোনটির উপর لَا তথা না লিখে দিত।

এসব তীর কাবা ঘরের সেবকদের কাছে থাকত। অতঃপর যখন কারও সফর করা না করা কিংবা অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ উপকারী অপকারী সম্পর্কে জানার প্রয়োজন হত, তখন তারা খানায়ে কাবার নিকট গিয়ে সে তুনীরগুলোকে খুব নাড়াচাড়া দিয়ে একটি তীর বের করত। হ্যাঁ, বের হলে সে কাজ করত আর মনে করত এ সফর অথবা কাজ উপকারী।

কিন্তু যদি কারও ক্ষেত্রে না বের হত তবে সে ব্যক্তি সফর বা কাজ মুলতবী করে দিত। ইসলাম এসব আচরণকে হারাম ও ফাসিকী সাব্যস্ত করেছে। কারণ, এটাও বাস্তবে জুয়া। তাছাড়া, এর পর্যায়ভুক্ত বর্তমান যুগের লটারী। এটাও না জায়েয ও হারাম। এমনিভাবে হস্তরেখা ও চিত্র দেখে শুভহাল ইত্যাদি বের করা সব নাজায়েয।

٢٢٢٧. بَابُ غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ وَهِيَ غَزْوَةُ لَخْمٍ وَجُذَامٍ قَالَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عُرْوَةَ هِيَ بِلَادُ بَلِيٍّ وَعُذْرَةَ وَبَنِي الْقَيْنِ -

২২২৭. অনুচ্ছেদ ঃ যাতুস্ সালাসিল যুদ্ধ। ইসমাঈল ইবনে আবু খালিদ র.-এর মতে এটি লাখম ও জুযাম গোত্রের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধ। ইবনে ইসহাক র. ইয়াযীদ র.-এর মাধ্যমে উরওয়া র. সূত্রে বর্ণনা করেন যে, যাতুস্ সালাসিল হল বালা, উযরা এবং বনু কাইন গোত্রসমূহের স্থাপিত শহর।

ব্যাখ্যা ঃ বালা, উযরা এবং বনুল কাইন এ তিনটি গোত্র কুযাআর শাখা।

নামকরণের কারণ

আল্লামা আইনী র. নামকরণ প্রসঙ্গে দুইটি উক্তি বর্ণনা করেছেন।

১. سِلْسِلَةٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ হল শৃঙ্খল। যেহেতু পৌত্তলিকরা জমে লড়াই করার জন্য একজনকে অপরজনের সাথে শৃঙ্খলে বেধে দিয়েছিল, যাতে কেউ পালাতে চাইলেও পালাতে না পারে, সেহেতু এ যুদ্ধকে গাযওয়ায়ে সালাসিল বলে।

২. سَلَاسِلُ এবং سَلْسَلٌ এর আভিধানিক একটি অর্থ হল, সুস্বাদু পানি। যেহেতু যাতুস সালাসিল পানির একটি কূপ ছিল, যেখানে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, সেহেতু এ কূপের দিকে সম্বন্ধ করে এর নাম হয়েছে যাতুস সালাসিল যুদ্ধ।

যাতুস সালাসিল যুদ্ধ ঃ অষ্টম হিজরী

জুমাদাসসানী অষ্টম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ পেলেন যে, বনু কুযাআর একটি দল মদীনায় হামলার জন্য মনস্থ করছে। সেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দমনের জন্য হযরত আমর ইবনে আস রা.-কে একটি সাদা ঝাণ্ডা দিয়ে যাতুস সালাসিল অভিমুখে প্রেরণ করেন। এটি ওয়াদিল কুরার আগে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে ১০ মনযিল দূরে অবস্থিত। ৩ শত লোক ও ৩০টি ঘোড়া তাদের সাথে দেন। সে স্থানের কাছে পৌঁছে জানতে পারলেন, কাফিরদের সংখ্যা অনেক বেশি। এজন্য যুদ্ধ স্থগিত করে রাফি' ইবনে মাকীছ জুহানী রা.কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে পাঠিয়ে অতিরিক্ত সাহায্য কামনা করেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা.কে ২ শত লোকসহ প্রেরণ করেন। যাদের অন্তর্ভুক্ত হযরত আবু বকর ও উমর ফারুক রা.ও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকীদ দিয়েছেন যে, আমর ইবনে আসের সাথে মিলে কাজ করবে। পরস্পরে মতবিরোধ করবে না। হযরত আবু উবাইদা রা. সেখানে পৌঁছলে নামাযের ওয়াক্ত এলে তিনি ইমামতি করতে চাইলেন। আমর ইবনে আস রা. বললেন, সেনাপ্রধান তো আমি, আপনারা তো আমার সাহায্যে এসেছেন। আবু উবাইদা রা. বললেন, আপনি তো আপনার দলের প্রধান, আমি আমার দলের প্রধান, যদিও লক্ষ্য উদ্দেশ্য এক, কিন্তু রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দলকে আলাদা একটি ঝাণ্ডা দিয়েছেন। আমর ইবনে আস রা. বললেন, সেনাপ্রধান আমি। এরপর আবু উবাইদা রা. বললেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওয়ানা করার সময় আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, মিলেমিশে থেক, মতবিরোধ কর না, এজন্য আপনি আমার বিরোধিতা করলেও আমি আপনার আনুগত্য করব। এরূপভাবে হযরত আবু উবাইদা রা. হযরত আমর ইবনে আস রা. এর ইমামতি ও নেতৃত্ব মেনে নেন। ফলে আমর ইবনে আস রা. ইমামতি করতেন, আবু উবাইদা রা. তাঁর ইকতিদা করতেন। ইবনে ইসহাক র. লিখেন যে, হযরত আবু উবাইয়া রা. ছিলেন নম্র স্বভাবী। না তার দুনিয়ার প্রতি আগ্রহ ছিল, না ছিলেন তিনি নেতৃত্বকামী। এজন্য তিনি বেশি ঝামেলা করেননি।

অবশেষে, সবাই মিলে বনু কুযাআ গোত্রে পৌঁছে তাদের উপর আক্রমণ করেন। কাফিররা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পলায়ন করে ও ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এরপর সাহাবায়ে কিরাম আউফ ইবনে মালিক আশজাঈ রা.কে সংবাদ দিয়ে মদীনায় প্রেরণ করেন।

আমর ইবনে আস রা. বিজয়ের পর কিছুদিন সেখানে অবস্থান করেন। বিভিন্ন দিকে আরোহীদের পাঠাতেন। তারা উট ও বকরী ধরে আনতেন আর মুসলমানরা এগুলো রান্না করে খেতেন।

এ সফরে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে, সেটি হল, হযরত আমর ইবনে আস রা. এর স্বপ্নদোষ হয়ে যায়। প্রচণ্ড শীত ছিল, ফলে আমর ইবনে আস রা. গোসল না করে তায়াম্মুম করে ফজরের নামায পড়ান। এ ঘটনার আলোচনা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে হলে তিনি বললেন, আমর তুমি গোসল ফরয অবস্থায় ইমামতি করেছ- নামায পড়িয়েছ? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জানের আশঙ্কা ছিল। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- لَاتَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসলেন, তাকে আর কিছু বললেন না।

নোট ঃ হযরত আমর ইবনে আস রা. খায়বর যুদ্ধের পর অর্থাৎ, ৭ম হিজরীতে অথবা সফর মাসে ৮ম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এজন্য হতে পারে নতুন মুসলমান হওয়ার ফলে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মনোরঞ্জনের খাতিরে কিছু বলেননি। অন্যথায় এরূপ স্থানে হযরত আবু বকর বা উমর রা.-কে ইমাম বানানো সমীচীন ছিল। وَاللَّهُ أَعْلَمُ

٤٠١٩. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ، قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ عَائِشَةُ قُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ أَبُوهَا. قُلْتُ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ عُمَرُ فَعَدَّ رِجَالًا فَسَكَتَ مَخَافَةَ أَنْ يَجْعَلَنِي فِي آخِرِهِمْ.

৪০১৯/৩৬০. ইসহাক র. .... আবু উসমান (নাহদী) র. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আমর ইবনুল আস রা.-কে সেনাপতি নিযুক্ত করে যাতুস-সালাসিল বাহিনীর বিরুদ্ধে পাঠিয়েছেন। আমর ইবনুল আস বলেন ঃ (যুদ্ধ শেষ করে ফিরে এসে) আমি নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হাজির হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার কাছে কোন্ লোকটি অধিকতর প্রিয়? তিনি উত্তর দিলেন, আয়েশা রা.। আমি বললাম, পুরুষদের মধ্যে কে? তিনি বললেন, তাঁর (আয়েশার) পিতা (আবু বকর রা.)। আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বললেন, উমর রা.। এভাবে তিনি (আমার প্রশ্নের জবাবে) একের পর এক আরো কয়েকজনের নাম বললেন। আমি চুপ হয়ে গেলাম এ আশংকায় যে, আমাকে না তিনি সকলের শেষে স্থাপন করে বসেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল بَعَثَ عَمْرَ وبنَ العَاصِ عَلَى جَيشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ বাক্যে। نسكت তায়ে মুতাকাল্লিমের উপর তাশদীদ যুক্ত তা। তিনি হলেন, আমর ইবনে আস রা.। এ হাদীসে অনুত্তম লোককে উঁচু পর্যায়ের লোকের আমীর বানানো বৈধ প্রমাণিত হয়। কারণ, হযরত আবু বকর, উমর ও আবু উবাইদা র. নিঃসন্দেহে হযরত আমর ইবনে আস রা. থেকে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের সবার প্রতি সন্তুষ্ট হোন (উমদা ঃ ১৮/১৩)

হযরত আমর ইবনে আস রা. যুদ্ধ বিদ্যায় ভীষণ পারদর্শী ছিলেন। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সেনাপ্রধান বানিয়েছেন। এটা জানা কথা যে, আংশিক শ্রেষ্ঠত্বের কারণে সামগ্রিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হতে পারে না।

২২২৮. অনুচ্ছেদ ঃ জারীর রা.-এর ইয়ামান গমন ২২২৮. بَابُ ذِهَابِ جَرِيرٍ اِلَى الْيَمَنِ

ইয়ামান সম্রাটদের মধ্য থেকে দু'জন নেতা ছিলেন, একজন যুলকিলা' হিমইয়ারী, আর একজন যুআমর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের পর হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী রা.কে যুলকিলা' ও যুআমরের নিকট ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। স্পষ্ট ও বিশুদ্ধতম উক্তি এটাই যে, হযরত জারীর রা. এর এটা হল দ্বিতীয় সফর। আল্লামা আইনী র. বলেন, انه غيره অর্থাৎ, হযরত জারীর রা. এর এক সফর ছিল যুলখালাসা মন্দির মিসমার করার জন্য আর এ সফর ছিল যুলকিলা' ও যুআমরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য।

হযরত জারীর রা. এর দাওয়াতে তারা দুজন মুসলমান হয়ে যান। হযরত জারীর রা. তখনও ইয়ামানেই ছিলেন। এমতাবস্থায় সর্বশেষ নবী হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাত লাভ করেন যুলকিলা' ও যুআমর তাদের কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গ লাভ করতে পারেননি। যদিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশাতেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সাক্ষাতের জন্য রওয়ানা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাতের সংবাদ শুনে ফিরে যান। পরবর্তীতে হযরত উমর ফারুক রা. এর খিলাফতকালে মদীনা মুনাওয়ারায় আগমন করেন।

হাফিজ আসকালানী র. ইবনে আসাকির র. সূত্রে লিখেন, হযরত জারীর রা. যখন যুলকিলাকে ইসলামের দাওয়াত দেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাল অবস্থা শুনান, তখন তিনি বলেন, তুমি উম্মে শুরাহবীল (আমার স্ত্রী) এর সাথে সাক্ষাত কর। উল্লেখ্য, যুলকিলার উপনাম ছিল আবু শুরাহবীল, উম্মে শুরাহবীল ছিলেন তার স্ত্রী। হযরত জারীর রা. তার সাথে সাক্ষাত করলে যুলকিলা' ও তার স্ত্রী উম্মে শুরাহবীল উভয়েই মুসলমান হয়ে যান। বাকি বিস্তারিত বিবরণ আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসে আসছে।

٤٠٢٠. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْعَبْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ كُنْتُ بِالْيَمَنِ فَلَقِيتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ذَا كَلَاعٍ وَذَا عَمْرٍو، فَجَعَلْتُ أُحَدِّثُهُمْ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ، فَقَالَ لَهُ ذُو عَمْرٍو لَئِنْ كَانَ الَّذِي تَذْكُرُ مِنْ أَمْرِ صَاحِبِكَ، لَقَدْ مَرَّ عَلَى أَجَلِهِ مُنْذُ ثَلَاثٍ، وَأَقْبَلَا مَعِي حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، رُفِعَ لَنَا رَكْبٌ مِنْ قِبَلِ الْمَدِينَةِ فَسَأَلْنَاهُمْ، فَقَالُوا قُبِضَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ وَالنَّاسُ

صَالِحُونَ، فَقَالَا أَخْبِرْ صَاحِبَكَ أَنَّا قَدْ جِئْنَا وَلَعَلَّنَا سَنَعُودُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَرَجَعَا إِلَى الْيَمَنِ، فَأَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرٍ بِحَدِيثِهِمْ، قَالَ أَفَلَا جِئْتَ بِهِمْ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ قَالَ لِي ذُو عَمْرٍو يَا جَرِيرُ! إِنَّ بِكَ عَلَيَّ كَرَامَةً، وَإِنِّي مُخْبِرُكَ خَبَرًا إِنَّكُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ! لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا كُنْتُمْ إِذَا هَلَكَ أَمِيرٌ تَأَمَّرْتُمْ فِي آخَرَ، فَإِذَا كَانَتْ بِالسَّيْفِ، كَانُوا مُلُوكًا، يَغْضَبُونَ غَضَبَ الْمُلُوكِ، وَيَرْضَوْنَ رِضَا الْمُلُوكِ.

৪০২০/৩৬১. আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু শায়বা আবসী র. ..... জারীর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইয়ামানে ছিলাম। এ সময়ে একবার যুকালা' ও যু'আমর নামে ইয়ামানের দু' ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ হল। আমি তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস শোনাতে লাগলাম। (বর্ণনাকারী বলেন,) এমন সময়ে যু'আমর (রাবী) জারীর রা-কে বললেন, তুমি যা বর্ণনা করছ, তা যদি তোমার সাথীরই [নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর] কথা হয়ে থাকে, তাহলে মনে রেখ যে, তিন দিন আগে তিনি ওফাত লাভ করেছেন। (জারীর বলেন, কথাটি শুনে আমি মদীনা অভিমুখে ছুটলাম) আমরা রাস্তায় ছিলাম তারা দু'জনও আমার সাথে সম্মুখের (মদীনার) দিকে চললেন। অবশেষে আমরা একটি রাস্তার ধারে পৌঁছলে মদীনার দিক থেকে আসা একদল সওয়ারীর সাক্ষাৎ পেলাম। আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত হয়ে গেছে। মুসলমানদের সম্মতিক্রমে আবু বকর রা. খলীফা নির্বাচিত হয়েছেন। তারপর তারা দু'জন (যু'কালা ও যু'আমর আমাকে) বলল, (তুমি মদীনায় পৌঁছলে) তোমার সাথী (আবু বকর) রা-কে বলবে যে, আমরা কিছু দূর পর্যন্ত এসেছিলাম। সম্ভবত আবার মদীনায় আসব ইনশাআল্লাহ্, এ কথা বলে তারা দু'জন ইয়ামানের দিকে ফিরে গেল। এরপর অমি আবু বকর রা-কে তাদের কথা জানালাম। তিনি (আমাকে) বললেন, তাদেরকে তুমি নিয়ে আসলে না কেন? পরে আরেক সময় (উমর রা.-এর খিলাফত আমলে যু'আমরের সাথে সাক্ষাৎ হলে) তিনি আমাকে বললেন, হে জারীর! আমার উপর তোমাদের দয়া আছে। তবুও আমি তোমাকে একটি কথা জানিয়ে দিচ্ছি যে, তোমরা আরব জাতি ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণ ও সাফল্যের মধ্যে অবস্থান করতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা একজন আমীর মারা গেলে অপরজনকে (পরস্পর পরামর্শের মাধ্যমে) আমীর বানিয়ে নেবে। আর যদি তরবারির জোরে ফায়সালা হয় (জোরপূর্বক পরামর্শ ছাড়া আমীর হয়) তাহলে তোমাদের আমীরগণ (জাগতিক অন্যান্য রাজা বাদশাদের মতই) বাদশাহ হয়ে যাবে। (আমীর ও খিলাফত রাজতন্ত্রে পরিণত হবে।) তারা রাজাসুলভ ক্রোধ, রাজাসুলভ সন্তুষ্টি প্রকাশ করবে। (খলীফা ও খিলাফত আর অবশিষ্ট থাকবে না। কথায় কথায় তুষ্ট ও অসুন্তুষ্ট হবে। তাদের নিকট শরীয়ত ও খুলাফায়ে রাশিদীনের পথ পদ্ধতির পাবন্দি থাকবে না। সাধারণ কথায় তুষ্ট হবে ও পুরস্কার দিবে, আবার সাধারণ বিষয়ে নারাজ হবে, ফলে মারবে ও হত্যা করবে।)

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল كُنْتُ بِالْيَمَنِ فَلَقِيتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ বাক্যে। কোন কোন কপিতে كُنْتُ بِالْيَمَنِ এর স্থলে كُنْتُ بِالْبَحْرِ আছে। (টীকা ও উমদাতুল কারী) এমতাবস্থায় অনুবাদ হবে হযরত জারীর রা. বর্ণনা করেছেন (ইয়ামান থেকে ফিরে মদীনায় আসার জন্য) আমি সামুদ্রিক পথে সফর করছিলাম.......।

যুআমর যে জারীর রা.-কে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনদিন আগে ইহকাল ত্যাগ করেছেন, সেটা কোত্থেকে এবং কিভাবে জানতে পারলেন? এর উত্তর বিভিন্ন রকম।

১. যুআমর ইয়ামানী ছিলেন। ইয়ামানে প্রচুর ইয়াহুদীর বসবাস ছিল। তারা তাওরাত থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সমস্ত জীবনী ও গুণাবলী ইয়ামানবাসীকে শুনাতে থাকত। অতএব, হতে পারে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনের শেষ দিকের হাল-অবস্থা সম্পর্কে তিনি সংবাদ দিয়েছেন।

২. হতে পারে যুআমর প্রথমে ভবিষ্যদ্বক্তা ছিলেন।

৩. হতে পারে কোন পথিক মুসাফির থেকে যুআমর জানতে পেরেছেন। এই তিনটি ছুরতের কোন একটি ছুরতও নিশ্চিত ছিল না। এজন্য দৃঢ়বিশ্বাস হয়েছে মদীনা যাত্রীদের সংবাদের পর।

তাছাড়া যুআমরের উপরোক্ত উপদেশ দ্বারা আহলে রায় তথা জ্ঞানীগুণীদের পরামর্শের প্রয়োজন ও গুরুত্বও বুঝা যায়। যুআমরের উপদেশ প্রচুর হাদীস ও অভিজ্ঞতার আলোকে যথার্থ প্রমাণিত হয়েছে যে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শও জরুরি। খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগ পর্যন্ত খিলাফত ও নেতৃত্বের ভিত্তি أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ এর উপর ছিল। অতঃপর যখন রাজত্ব এসে যায়, তারপর এর পরিণতি কি হয় তাতো জানাও স্পষ্ট। والله اعلم.

২২২৯. بَابُ غَزْوَةِ سِيفِ الْبَحْرِ وَيَتَلَقَّوْنَ عِيرًا لِقُرَيْشٍ وَأَمِيرُهُمْ أَبُو عُبَيْدَةَ.

২২২৯. অনুচ্ছেদ ঃ সীফুল বাহরের যুদ্ধ ঃ এ যুদ্ধে মুসলমানগণ কুরাইশের একটি কাফেলার প্রতীক্ষায় ছিল এবং তাঁদের সেনাপতি ছিলেন আবু উবাইদা রা.

ব্যাখ্যা ঃ গাযওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য সারিয়্যা। কারণ, এ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অংশগ্রহণ করেননি। سِيفُ ঃ সীনের নিচে যের, এর অর্থ হল তীর কিনারা। سِيفُ الْبَحْرِ ঃ অর্থ হল– সমুদ্র তীর।

নামকরণের কারণ ঃ যেহেতু এ অভিযান হয়েছিল মদীনা থেকে পাঁচ মনযিল দূরে অবস্থিত সীফুল বাহর তথা সমুদ্রতীরে জুহাইনা গোত্রের বিরুদ্ধে, তাই এর নাম হয়েছে সীফুল বাহর যুদ্ধ।

সীফুল বাহর যুদ্ধ

যাতুস সালাসিল যুদ্ধের পর রজব মাসে অষ্টম হিজরীতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা.কে ৩০০ মুহাজির ও আনসারের সেনাপতি নিযুক্ত করে সীফুল বাহার জুহাইনা (জীমে পেশ, হায়ে যবর) গোত্র অভিমুখে প্রেরণ করেন। এ সৈন্য বাহিনীতে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব ও জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. ছিলেন। রওয়ানা কালে পাথেয়ের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুরের একটি থলে দান করেছিলেন।

যখন সে খেজুরগুলো শেষ হয়ে যায় এবং সৈন্য বাহিনীর নিকট থাকা খেজুরগুলোও ফুরিয়ে যায় তখন খেজুরের বিচি চুষে চুষে পানি পান করে করে দিন কাটাতেন। অতঃপর ভীষণ ক্ষুধার ফলে গাছের পাতা ঝেড়ে পানিতে ভিজিয়ে খেতে আরম্ভ করেন। একদিন সমুদ্র তীরে পৌঁছেন। পেটের ক্ষুধায় তারা ছিলেন বেচইন-অধীর-অস্থির। হঠাৎ এক গায়েবী অনুগ্রহের কারিশমা প্রকাশিত হল। সমুদ্র নিজ থেকে একটি বিশাল মাছ বাইরে নিক্ষেপ করল। যা থেকে সেনাবাহিনী ১৮ দিন পর্যন্ত খেল। সাহাবায়ে কিরাম বলেন, এটা খেয়ে আমাদের দেহ শক্তিশালী ও সুস্থ হয়ে গেল। এ মাছের নাম ছিল আম্বর। প্রতিদিন একটি বলদ পরিমাণ টুকরা কেটে নিতেন ও ভক্ষণ করতেন। এরপর আবু উবাইদা রা. এ আম্বর মাছের পার্শ্বের হাড়গুলো থেকে দুটোকে দাঁড় করান সবচেয়ে দীর্ঘ একটি উটের উপর সর্বাধিক লম্বা এক ব্যক্তিকে বাছাই করে আরোহণ করান। এবং তাকে এর নিচ দিয়ে যেতে বললে সে লোকটি চলে গেল। আরোহীর মাথাও সে হাড়ের সাথে লাগল না। মদীনায় ফিরে এসে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এ সম্পর্কে আলোচনা করলে তিনি বললেন, এটা ছিল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রিযিক, যা তিনি তোমাদের জন্য পাঠিয়েছিলেন। যদি এর কিছু গোশত অবশিষ্ট থাকে তাহলে

আন। ফলে এর গোশত রাসূলুল্লাহর এর সামনে উপস্থিত করা হল, তিনি তা থেকে ভক্ষণ করলেন। পক্ষান্তরে এ সফরে লড়াইয়ের সুযোগ আসেনি। ইসলামী সৈন্য বাহিনী কোন প্রকার যুদ্ধ ব্যতীত মদীনা মুনাওয়ারায় প্রত্যাবর্তন করেন।

٤٠٢١. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رض أَنَّهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بَعْثًا قِبَلَ السَّاحِلِ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَهُمْ ثَلَاثُمِائَةٍ، فَخَرَجْنَا فَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، فَنِيَ الزَّادُ، فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ الْجَيْشِ فَجُمِعَ، فَكَانَ مِزْوَدَيْ تَمْرٍ، فَكَانَ يَقُوتُنَا كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلٌ قَلِيلٌ حَتَّى فَنِيَ، فَلَمْ يَكُنْ يُصِيبُنَا إِلَّا تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ، فَقُلْتُ مَا تُغْنِي عَنْكُمْ تَمْرَةٌ؟ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَنِيَتْ، ثُمَّ انْتَهَيْنَا إِلَى الْبَحْرِ، فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ، فَأَكَلَ مِنْهَا الْقَوْمُ ثَمَانَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ أَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِضِلَعَيْنِ مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنُصِبَا، ثُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فَرُحِلَتْ ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَهُمَا فَلَمْ تُصِبْهُمَا ۔

৪০২১/৩৬২. ইসমাঈল র. .... হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমুদ্র সৈকতের দিকে একটি সৈন্যবাহিনী পাঠালেন। আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ্ রা.-কে তাদের অধিনায়ক নিযুক্ত করে দিলেন। তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন তিনশ'। (তন্মধ্যে আমিও ছিলাম) আমরা যুদ্ধের জন্য মদীনা থেকে বেরিয়ে পড়লাম। আমরা এক রাস্তা দিয়ে পথ চলছিলাম, পথিমধ্যেই তখন আমাদের রসদপত্র নিঃশেষ হয়ে গেল, তাই আবু উবাইদা রা. আদেশ দিলেন সমগ্র সেনাদলের (প্রত্যেকের কাছে থাকা) অবশিষ্ট পাথেয় একত্রিত করতে। অতএব সব একত্রিত করা হল। দেখা গেল মাত্র দু'থলে খেজুর রয়েছে। এরপর তিনি অল্প অল্প করে আমাদের মধ্যে খাদ্য সরবরাহ করতে লাগলেন। পরিশেষে তাও শেষ হয়ে গেল এবং কেবল তখন একটি মাত্র খেজুর আমরা পেতাম। (বর্ণনাকারী ওহাব ইবনে কায়সান র. বলেন) আমি জাবির রা.-কে বললাম, একটি করে খেজুর খেয়ে আপনাদের কতটুকু ক্ষুধা নিবারণ হত? তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম উহা না পাওয়া অবস্থায় ক্রিয়াশীল পেয়েছি তথা কদর বুঝেছি, (অর্থাৎ, একটি খেজুর পাওয়াও বন্ধ হয়ে গেলে আমরা একটির কদরও অনুভব করতে লাগলাম)। এরপর আমরা সমুদ্র সৈকত পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। তখন আমরা পাহাড়ের মত বড় একটি মাছ পেয়ে গেলাম। সমগ্র বাহিনী আঠার দিন পর্যন্ত তা খেল। তারপর আবু উবাইদা রা. মাছটির পাঁজরের দু'টি হাড় আনতে হুকুম দিলেন। (দু'টি হাড় আনা হলে) সেগুলো দাঁড় করান হল। এরপর তিনি একটি সওয়ারীর হাওদা তৈরী করতে বললেন। সওয়ারী তৈরী হল এবং হাড় দু'টির নিচে দিয়ে সওয়ারীটিকে অতিক্রম করান হল। কিন্তু হাড় দু'টিতে কোন স্পর্শ লাগল না।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল بَعَثَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قِبَلَ السَّاحِلِ বাক্যে।

يَقُوتُنَا ঃ শব্দটি قَاتَ يَقُوتُ قُوتًا থেকে। খোরাক দেয়া। অর্থাৎ, প্রতিদিন আমাদেরকে সামান্য সামান্য আহার্য দান করতেন। مِثْلَ الظَّرِبِ ঃ জোয়ার উপর যবর, রায়ের নিচে যের। ছোট ছোট পাহাড়ী বড় টিলা। مَا تُغْنِي عَنْكُمْ تَمْرَةً ঃ একটি খেজুর আপনাদের ক্ষুধা কি নিবারণ করত? অর্থাৎ, এক খেজুর দ্বারা কি হত? এর রেওয়ায়াতে আছে– فَقُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا الخ। অর্থাৎ, আমি বললাম, এক খেজুর দিয়ে আপনারা কি করতেন? (ফাতহ) তিনি বললেন, আমরা এগুলো শিশু যেমন দুধ চোষে এমনি ভাবে চুষতাম।

অতঃপর চুষে পানি পান করতাম। মোটকথা, আল্লাহ্ তা'আলা মুজাহিদ বান্দাদের জন্য ধারণাতীত রিযিকের উপকরণ প্রস্তুত করেছেন। সত্যকথা হল, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ .

٤٠٢٢. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَمِائَةِ رَاكِبٍ، أَمِيْرُنَا أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ نَرْصُدُ عِيْرَ قُرَيْشٍ، فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ، فَأَصَابَنَا جُوْعٌ شَدِيْدٌ حَتّٰى أَكَلْنَا الْخَبَطَ، فَسُمِّيَ ذٰلِكَ الْجَيْشُ جَيْشَ الْخَبَطِ، فَأَلْقٰى لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا الْعَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ، وَادَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهِ حَتّٰى ثَابَتْ إِلَيْنَا أَجْسَامُنَا، فَأَخَذَ أَبُوْ عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ فَعَمَدَ إِلٰى أَطْوَلِ رَجُلٍ مَعَهُ قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ وَأَخَذَ رَجُلًا وَبَعِيْرًا فَمَرَّ تَحْتَهُ، قَالَ جَابِرٌ، وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ثُمَّ إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ نَهَاهُ ، وَكَانَ عَمْرٌو يَقُوْلُ أَخْبَرَنَا أَبُوْ صَالِحٍ أَنَّ قَيْسَ ابْنَ سَعْدٍ قَالَ لِأَبِيْهِ كُنْتُ فِي الْجَيْشِ فَجَاعُوْا، قَالَ انْحَرْ، قَالَ نَحَرْتُ، قَالَ ثُمَّ جَاعُوْا قَالَ انْحَرْ، قَالَ نَحَرْتُ، قَالَ ثُمَّ جَاعُوْا، قَالَ انْحَرْ، قَالَ نَحَرْتُ، قَالَ ثُمَّ جَاعُوْا، قَالَ انْحَرْ قَالَ نُهِيْتُ .

৪০২২/৩৬৩. আলী ইবনে আবদুল্লাহ্ র. .... হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের তিনশ' সওয়ারীর একটি সৈন্যবাহিনীকে কুরাইশের একটি কাফেলার উপর সুযোগমত আক্রমণ চালানোর জন্য পাঠিয়েছিলেন। আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা. ছিলেন আমাদের সেনাপতি। আমরা অর্ধমাস পর্যন্ত সমুদ্র সৈকতে অবস্থান করলাম। (ইতিমধ্যে রসদপত্র নিঃশেষ হয়ে গেল) (উক্ত সফরে) আমরা ভীষণ ক্ষুধার শিকার হয়ে গেলাম। অবশেষে ক্ষুধার যন্ত্রণায় গাছের পাতা পর্যন্ত খেতে থাকলাম। এ জন্যই এ সৈন্যবাহিনীর নাম রাখা হয়েছে সারিয়াতুল খাবাত অর্থাৎ, পাতাওয়ালা সেনাদল। এরপর সমুদ্র আমাদের জন্য আম্বর নামক একটি প্রাণী নিক্ষেপ করল। আমরা অর্ধমাস ধরে তা থেকে খেলাম। এর চর্বি শরীরে লাগালাম। ফলে আমাদের শরীর পূর্বের ন্যায় হৃষ্টপুষ্ট হয়ে গেল (আমাদের শরীরে পূর্বের শক্তি ফিরে আসল)। এরপর আবু উবাইদা রা. আম্বরটির শরীর থেকে একটি পাঁজর ধরে খাড়া করালেন। এরপর তাঁর সাথীদের মধ্যকার সবচেয়ে লম্বা লোকটিকে আসতে বললেন সে নিচে দিয়ে গেল।

সুফিয়ান রা. আরেক বর্ণনায় বলেছেন, ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ الخ আবু উবাইদা রা. আম্বরটির পাঁজরের হাড়গুলোর মধ্য থেকে একটি হাড় ধরে খাড়া করালেন এবং (ঐ) লোকটিকে উটের পিঠে বসিয়ে এর নিচে দিয়ে অতিক্রম করালেন। জাবির রা. বলেন, সেনাদলের এক ব্যক্তি (খাদ্যের অভাব দেখে) প্রথমে তিনটি উট যবেহ্ করেছিলেন, তারপর আরো তিনটি উট যবেহ্ করেছিলেন, তারপর আরো তিনটি উট যবেহ করেছিলেন এরপর সেনা অধিনায়ক আবু উবাইদা রা. তাকে (উট যবেহ্ করতে) নিষেধ করলেন। (কারণ, ভীষণ ক্ষুধার সময় সওয়ারীর উটগুলো অথবা পুঁজির স্বল্পতার সময় উট ক্রয় করে যবেই করা হচ্ছিল। এভাবে যদি সব উট জবেই করা হয় জটিলতা সৃষ্টি হবে।) আমর ইবনে দীনার রা. বলতেন, আবু সালিহ র. আমাদের জানিয়েছেন যে, কায়েস ইবনে সা'দ রা. অভিযান থেকে ফিরে এসে) তাঁর পিতার কাছে বর্ণনা করছিলেন যে, সেনাদলে আমিও ছিলাম. যখন সেনাদল ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ল, তখন আবু উবাইদা বললেন উট যবেহ্ কর। কায়েস বললেন, (হ্যাঁ) আমি উট

যবেহ করেছি। তিনি বললেন, তারপর আবার সবাই ক্ষুধার্ত হয়ে গেল। এবারো তিনি বললেন, তুমি যবেহ্ কর। তিনি বললেন, (হ্যাঁ) যবেহ্ করেছি। তিনি বললেন এরপর সেনাদল আবারও ক্ষুধার্থ হয়ে পড়ল এবারও সেনাদলের আমীর আবু উবাইদা রা. বললেন, তুমি যবেহ্ কর। তিনি বললেন যবেহ্ করেছি। তিনি বললেন, এরপরও আবার সবাই ক্ষুধার্ত হল। আবু উবাইদা রা. বললেন, উট যবেহ কর। তখন কায়েস ইবনে সা'দ রা. বললেন, এবার (চতুর্থবার) আমাকে (সেনা অধিনায়কের পক্ষ থেকে যবেহ করতে) নিষেধ করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ এটি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. এর হাদীসের আরেকটি সূত্র।

فَاَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ الخ - **ثَلَاثَ مِائَةٍ** **بَعَثَنَا** থেকে বদল হওয়ার কারণে **ثَلَاثَ** শব্দটি যবরযুক্ত। অর্থাৎ, আমরা এ মাছটি অর্ধ মাস তথা ১৫ দিন খেয়েছি। অথচ ৩৬২ নং পূর্বোক্ত রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা গেল, এ মাছটি গোটা সৈন্যবাহিনী ১৮ দিন পর্যন্ত খেতে থাকে।

১. এর এক উত্তর হল, বেশিতে কমকে অস্বীকার করা হয় না।

২. দ্বিতীয় উত্তর হল, যিনি খাওয়ার সবগুলো দিন উল্লেখ করেছেন, তিনি ১৮ দিন বলেছেন। আর যিনি ভাংতিটুকু বাদ দিয়েছেন তিনি অর্ধমাস তথা ১৫ দিন বলেছেন।

৩. তৃতীয় উত্তর এটাও দেয়া যায় যে, প্রত্যেকের নিজ জানা অনুযায়ী বলেছেন, **وَاللّٰهُ اَعْلَمُ** আল্লামা কাসতাল্লানী র. লিখেন, এ আম্বর মাছের চামড়া দ্বারা ঢাল তৈরি করা যেত। **يُتَّخَذُ مِنْ جِلْدِهَا الْاَتْرَاسُ** (কাসতাল্লানী ঃ ৮/২১৫)

কায়েস ইবনে সা'দ রা.

কায়েস ইবনে সা'দ ও তাঁর পিতা হযরত সা'দ ইবনে উবাদা রা. ছিলেন শীর্ষস্থানীয় আনসারের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বর্ণনা করেন, একদিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ঘরে তাশরীফ আনেন। প্রত্যাবর্তনের জন্য হযরত সা'দ ইবনে উবাদা রা. একটি দীর্ঘকান বিশিষ্ট জন্তু গাধা পেশ করেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উপর আরোহণ করলেন। হযরত সা'দ রা. বললেন, কায়েস! তুমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে যাও। কায়েস বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, কায়েস! তুমি আরোহণ কর। আমি আদবের খাতিরে অস্বীকার করলাম। তিনি তখন বললেন, হয় তুমি আরোহণ কর, না হয় ফিরে যাও। (মাদারিজুন নবুওয়াত)

হযরত কায়েস ইবনে সা'দ আনসারী খাযরাজী রা. ছিলেন শীর্ষস্থানীয় সাহাবী। যুদ্ধ সম্পর্কে তিনি ছিলেন বিশেষ ওয়াকিফহাল। নিজের গোত্রে ছিলেন সম্মানিত। হযরত আলী রা. -এর খিলাফত আমলে তিনি মিসরের শাসক হন। ৬০ হিজরীতে এ নশ্বর জগত ত্যাগ করে চিরস্থায়ী আবাসে চলে যান।

وَكَانَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زُبَيْرٍ وَشُرَيْحُ الْقَاضِىْ وَالْاَحْنَفُ لَيْسَ فِىْ وُجُوهِهِمْ شَعْرٌ وَلَا لِاَحَدِهِمْ لِحْيَةٌ وَكَانَ قَيْسٌ مَعَ ذَالِكَ جَمِيلًا .

'কায়েস ইবনে সা'দ, আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর, কাজী শুরাইহ এবং আহনাফের চেহারায় কোন পশম ছিল না। তাদের কারো মুখে দাঁড়িও ছিল না। তা সত্বেও কায়েস ছিলেন সুদর্শন। (ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল– মিশকাত গ্রন্থকার ঃ ৬১৩– আসাহহুস সিয়ার ঃ ২৮৭)

ঘটনাক্রমে বিহার প্রদেশ ও উড়িষ্যার শরঈ বিচারপতি মাওলানা মুজাহিদুল ইসলাম কাসেমীও দাঁড়িহীন সুদর্শন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দীর্ঘ হায়াত দান করুন। কারণ, তাঁর মেধা, আল্লাহ্ প্রদত্ত যোগ্যতা ও বাগ্মিতার উপর বিহার প্রদেশের গৌরব রয়েছে।

মাসায়েল

১. এই সারিয়্যা প্রমাণ যে, হারাম মাসে লড়াই করা জায়েয আছে। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রজব মাসে এ সারিয়্যা প্রেরণ করেছেন।

২. এর প্রমাণ রয়েছে যে, সামুদ্রিক মাছ মরা হলেও হালাল। কারণ, সাহাবায়ে কিরাম অপারগতা অবস্থায় খেলেও স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিনা অপারগতায় খেয়েছেন।

মরে উল্টে যাওয়া মাছ

সামাকে তাফী অর্থাৎ, বিনা কারণে মরে উল্টে যাওয়া মাছ হারাম না হালাল এ সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে তাফী সে মাছকে বলে যেটি পানিতে বাহ্যিক কোন কারণ ব্যতীত স্বাভাবিকভাবে মরে উল্টে গেছে।

ইমাম আজম আবু হানীফা র. এর মতে এ মাছ হারাম। এটাই হযরত আলী, ইবনে আব্বাস ও জাবির র থেকে বর্ণিত আছে। এটাই ইবরাহীম নাখঈ, শা'বী ও সাইদ ইবনে মুসাইয়্যিব র.-এর মাযহাব।

ইমাম শাফিঈ ও আহমদ র. এর মতে, এ মাছ হালাল।

তাঁরা আম্বর মাছ সংক্রান্ত এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। কারণ, এ আম্বর মাছ সাহাবায়ে কিরাম মৃত অবস্থায় পেয়েছিলেন। সমুদ্র এ মাছটি নিক্ষেপ করেছিল।

তবে এ হাদীস দ্বারা সামাকে তাফীর বৈধতার উপর প্রমাণ পেশ করা সঠিক নয়। কারণ, হাদীস শরীফে এ আম্বর মাছ তাফী হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিবরণ নেই। কারণ, তাফী হল সে মাছ যেটি কোন বাহ্যিক কারণ ব্যতীত নিজে নিজেই সমুদ্র ও নদীতে মরে উল্টে যায়। এখানে তো এ সম্ভাবনা আছে যে, প্রবল তরঙ্গ মাছটিকে তীরে নিক্ষেপ করেছে এবং তৎক্ষণাৎ পানি দূরে সরে যাওয়ার কারণে মাছটি তীরে মরে গেছে। এরূপ মাছ কখনও তাফী নয় বরং নিঃসন্দেহে হালাল। হ্যাঁ, যদি কোন মাছ নদীতে মরে ভেসে উঠে উল্টে যায়, তবে সেটা তাফী এবং হারাম। বিস্তারিত বিবরণ খাদ্য পর্বে ইনশাআল্লাহ আসবে।

٤٠٢٣. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُولُ غَزَوْنَا جَيْشَ الْخَبَطِ وَأُمِّرَ عَلَيْنَا أَبُو عُبَيْدَةَ فَجُعْنَا جُوعًا شَدِيدًا فَأَلْقَى الْبَحْرُ حُوتًا مَيِّتًا، لَمْ نَرَ مِثْلَهُ يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ فَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رض يَقُولُ، قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ كُلُوا، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَكَرْنَا ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كُلُوا رِزْقًا أَخْرَجَهُ اللّٰهُ أَطْعِمُونَا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ فَأَتَاهُ بَعْضُهُمْ فَأَكَلَهُ.

৪০২৩/৩৬৪. মুসাদ্দাদ র. .... হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জায়শূল খাবাতের (সারিয়্যায়ে খাবাতের) যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম, আর আবু উবাইদা রা.-কে আমাদের সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়েছিল। (পথে রসদপত্র শেষ হওয়ার কারণে ভীষণ ক্ষুধা সহ্য করতে হয়েছে।) পথে আমরা ভীষণ ক্ষুধায় আক্রান্ত হয়ে পড়ি। তখন সমুদ্র আমাদের জন্য আম্বর নামের একটি মরা মাছ তীরে নিক্ষেপ করে দিল। এত বড় মাছ আমরা আর কখনো দেখিনি। এরপর মাছটি থেকে আমরা অর্ধ মাস আহার করলাম। একবার আবু উবাইদা রা. মাছটির একটি হাড় তুলে ধরলেন আর একজন সওয়ারী উটের পিঠে চড়ে একজন হাড়টির নিচ দিয়ে অতিক্রম করল (হাড়ে স্পর্শও লাগেনি)।

(ইবনে জুরাইজ বলেন) আবু যুবাইর র. আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি জাবির রা. থেকে শুনেছেন, জাবির রা. বলেন ঃ ঐ সময় সেনাদলের আমীর আবু উবাইদা রা. বললেন ঃ তোমরা মাছটি আহার কর। এরপর আমরা মদীনা ফিরে আসলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বিষয়টি অবগত করলাম। তিনি বললেন, খাও। এটি তোমাদের জন্য রিয্ক, আল্লাহ্ পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর তোমাদের কাছে কিছু অবশিষ্ট থাকলে আমাদেরকেও স্বাদ গ্রহণ করতে দাও। একজন মাছটির কিছু নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এনে দিলে তিনি তা খেলেন।

ব্যাখ্যা ঃ এটি হযরত জাবির রা. এর হাদীসের আর একটি সূত্র। أُمِّرَ ঃ হামযার উপর পেশ, মীম তাশদীদ যুক্ত, মাজহূলের সীগা। আরেক রেওয়ায়াতে আছে أَمِيرُنَا أَبُوْ عُبَيْدَةَ رض الخ বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে এসেছে।

٢٢٣٠. بَابُ حَجِّ أَبِيْ بَكْرٍ رض بِالنَّاسِ فِيْ سَنَةِ تِسْعٍ -

২২৩০. অনুচ্ছেদ ঃ হিজরতের নবম সালে লোকজনসহ আবু বকর রা.-এর হজ্জ পালন

٤٠٢٤. حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَابَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضى الله عنه بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِيْ أَمَّرَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِيْ رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ لَايَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوْفَنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ -

৪০২৪/৩৬৫. সুলাইমান ইবনে দাঊদ আবু রাবী' র. .... হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত যে, বিদায় হজ্জের পূর্ববর্তী যে হজ্জ অনুষ্ঠানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রা.-কে আমীরুল হজ্জ নিযুক্ত করেছিলেন সেই হজ্জের সময় আবু বকর রা. তাঁকে [আবু হুরায়রা রা.-কে] কুরবানীর দিন একটি ছোট দলসহ (মিনাতে) লোকজনের মধ্যে এ ঘোষণা দেয়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন যে, আগামী বছর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না। আর উলঙ্গ অবস্থায়ও কেউ বাইতুল্লাহ্ তওয়াফ করতে পারবে না।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট। হাদীসটি হজ্জে ২২০ এবং মাগাযীতে ৬২৬ পৃষ্ঠায় এসেছে।

হযরত সিদ্দীকে আকবর রা.-এর হজ্জ ঃ নবম হিজরী

তাবুক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর যিলকদ নবম হিজরীতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সিদ্দীকে আকবার রা.-কে আমীরে হজ্জ নিযুক্ত করে মক্কা মুয়াজ্জমায় প্রেরণ করেন। মদীনা মুনাওয়ারা থেকে তিন শত লোক হযরত আবু বকরের সাথে রওয়ানা করেন। ২০টি কুরবানীর উট সাথে দেন, যাতে লোকজনকে শরীয়ত অনুযায়ী হজ্জ করাতে পারেন। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীদের সম্পর্কে সূরা বারাআতের যে ৪০টি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলো ঘোষণা দিতে পারেন। যেগুলোতে এ বিষয়টি ছিল যে, এ বছরের পর পৌত্তলিকরা মসজিদে হারামের নিকটেও আসতে পারবে না, উলঙ্গ হয়ে (বাইতুল্লাহ শরীফ) তাওয়াফ করতে পারবে না, যার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন চুক্তি করেছেন, সে চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করা হবে। যাদের সাথে কোন চুক্তি ছিল না, তাদের কুরবানীর দিন থেকে চার মাস পর্যন্ত সুযোগ আছে। হযরত সিদ্দীকে আকবর রা. কে প্রেরণ করার পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেয়াল হল, চুক্তি করা ও ভঙ্গ করা সম্পর্কে যে ঘোষণা দেয়া হবে তাতে এরূপ লোকের মুখে সে ঘোষণা হওয়া উচিত, যে চুক্তিকারীর খান্দান ও নবী পরিবারের সদস্য হবে। কারণ, আরবরা এরূপ বিষয়ে খান্দান ও নিকট আত্মীয়দের কথাই গ্রহণ

করেন। এ কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রা.-কে ডাকলেন এবং স্বীয় আযবা নামক উটনির উপর আরোহণ করিয়ে হযরত আবু বকর রা. এর পিছনে প্রেরণ করেন। (বলে দিলেন,) হজ্জের মৌসুমে সূরা বারাআতের আয়াতগুলো তুমি শুনাবে।

কোন কোন রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায়, সূরা বারাআতের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছিল হযরত সিদ্দীকে আকবর রা.-এর রওয়ানা হবার পর। এ কারণে পরবর্তীতে হযরত আলী রা. কে বারাআতের আয়াতগুলোর পয়গাম শুনানোর জন্য প্রেরণ করেন। সিদ্দীকে আকবর রা. উটনির আওয়াজ শুনে মনে করলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ এনেছেন। ফলে তিনি থেমে যান। তখন দেখলেন হযরত আলী রা.-কে। তাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন- اَمِيـر او مَـامُـور তথা আমীর হিসেবে এসেছ, নাকি অধীনস্থরূপে? হযরত আলী রা. বললেন, অধীনস্থরূপে এসেছি এবং শুধু সূরা বারাআতের আয়াতগুলো শুনানোর জন্য এসেছি ফলে, লোকজনকে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. হজ্জ করিয়েছেন। হজ্জের মৌসুমে খুৎবাও তিনিই পড়েছেন হযরত আলী রা. শুধু সূরা বারাআতের আয়াতগুলো এবং এগুলোর বিষয়বস্তু জামরায়ে আকাবার নিকট কুরবানীর দিন দাঁড়িয়ে জনগণকে শুনান। হযরত আবু বকর রা. হযরত আলী রা. এর সাহায্যের জন্য কিছু লোক নিযুক্ত করেন। যাতে পালা পালা করে ঘোষণা দিতে পারেন। ফলে কুরবানীর দিন মিনায় এ ঘোষণা দেয়া হয় লোকজনকে শুনিয়ে দেয়া হয় যে, জান্নাতে কোন কাফির প্রবেশ করবে না, আগামী বছর কোন পৌত্তলিক হজ্জ করতে পারবে না, কেউ বিবস্ত্র অবস্থায় বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করতে পারবে না, রাসূলুল্লাহ এর সাথে যাদের চুক্তি ছিল তাদের চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করা হবে। আর যাদের সাথে কোন চুক্তি নেই অথবা মেয়াদহীন চুক্তি রয়েছে তাদের চার মাস পর্যন্ত নিরাপত্তা রয়েছে। যদি এই মেয়াদে মুসলমান না হয় তবে চারমাস পর যেখানে পাওয়া যাবে সেখানে হত্যা করে দেয়া হবে।

এ হাদীসে আছে, হযরত আলী রা. যখন যুলহুলায়ফায় পৌঁছে হযরত আবু বকর রা. এর সাথে মিলিত হন এবং বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এসব আয়াতের ঘোষণা দেয়ার জন্য প্রেরণ করেছেন, তখন আবু বকর রা. মনে করলেন, বোধ হয় আমার সম্পর্কে কোন হুকুম অবতীর্ণ হয়েছে। এজন্য তৎক্ষণাৎই মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার সম্পর্কে কি কোন হুকুম অবতীর্ণ হয়েছে? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন আপনি আমার গুহার সাথী, গারে সাউরের সঙ্গী হাউজে কাউসারেও আমার সাথে থাকবেন। কিন্তু বারাআতের ঘোষণা আমি অথবা আমার খন্দানের কোন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ করতে পারে না। এজন্য বারাআতের আয়াত শুনানোর জন্য আলী রা.-কে প্রেরণ করেছি। (সীরাতে মুস্তফা-ফাতহুল বারী)

٤٠٢٥. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ كَامِلَةً سُورَةُ بَرَاءَةٍ وَآخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ خَاتِمَةً سُورَةُ النِّسَاءِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ.

৪০২৫/৩৬৬. আবদুল্লাহ্ ইবনে রাজা র. .... হযরত বারা (ইবনে আযির) রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সর্বশেষে যে সূরাটি পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় অবতীর্ণ হয়েছিল তা ছিল সূরা বারাআত (তওবা)। আর সর্বশেষ যে সূরার আয়াতটি সমাপ্তি রূপে অবতীর্ণ হয়েছিল সেটি ছিল সূরা নিসার এ আয়াত يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. অর্থাৎ, "লোকেরা আপনার কাছে সমাধান জানতে চায়, বলুন, পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদেরকে আল্লাহ্ সমাধান জানাচ্ছেন, (কোন পুরুষ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং তার এক বোন থাকে তাহলে বোনের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ হবে)। (৪ ঃ ১৭৬)

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল– ১. اٰخِرُسُوْرَةٍ نَزَلَتْ كَامِلَةً بَرَاءَةٌ বাক্যে। কারণ, সূরা বারাআতে এসব আয়াত তখনই নাযিল হয়েছিল যখন হযরত সিদ্দিকে আকবর রা.-কে নবম হিজরীতে আমীরে হজ্জ বানিয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল।

২. আল্লামা কিরমানী র. বলেন, হাদীসের মিল সূরা বারাআতের নিম্নোক্ত আয়াতের সাথে। اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَايَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ـ

কিন্তু প্রথম কারণটিই উত্তম ও অধিক সঙ্গত।

ইমাম বুখারী র. এ হাদীসটি মাগাযীতে ৬২৬, তাফসীরে ৬৬২, ফারায়িযে সংক্ষেপে ৯৯৮ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন।

কুরআনে হাকীমের সর্বশেষ সূরা ও সর্বশেষ আয়াত

হযরত বারা ইবনে আযিব রা. এর এই রেওয়ায়াতে আছে– اٰخِرُ سُوْرَةٍ نَزَلَتْ كَامِلَةً سُوْرَةُ بَرَاءَةٌ অর্থাৎ, কুরআনের পূর্ণাঙ্গ সর্বশেষ সূরা হল সূরা বারাআত। (বুখারী ঃ ৬২৬)

মুসলিম শরীফে হযরত বারা রা. এর এ রেওয়ায়াতটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত আছে–

عَنِ الْبَرَاءِ اَنَّ اٰخِرَ سُوْرَةٍ اُنْزِلَتْ تَامَّةً سُوْرَةُ التَّوْبَةِ وَاَنَّ اٰخِرَ اٰيَةٍ اُنْزِلَتْ اٰيَةُ الْكَلَالَةِ ـ

(মুসলিম ঃ ২/৩৫/ বুখারী ঃ ৬৬২)

قَالَ (اَىِ الْبَرَاءُ رض) اٰخِرُسُوْرَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءَةٌ وَاٰخِرُاٰيَةٍ نَزَلَتْ يَسْتَفْتُوْنَكَ الخ ـ

বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে–

اٰخِرُاٰيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ اٰيَةُ الرِّبٰوا ـ

(বুখারী– কিতাবুত তাফসীর ২/ ৬৫২)

আর এক রেওয়ায়াতে ইবনে আব্বাস রা. থেকে উল্লেখ বর্ণিত আছে–

اِنَّهَا (اَىْ سُوْرَةُ النَّصْرِ) اٰخِرُسُوْرَةٍ نَزَلَتْ ـ

(উমদা ঃ ২০/৫, তাফসীরে ইবনে কাসীর আরবী ঃ ৪/৫৬১)

উপরোক্ত রেওয়ায়াতগুলোতে বাহ্যত বিরোধ বুঝা যায়। কিন্তু মূলতঃ কোন বিরোধ নেই।

১. কুরআনে হাকীমের সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ সূরা নাযিল হয়েছে সূরা ফাতিহা আর কুরআনের সর্বশেষ সূরা হল নাসর। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর রেওয়ায়াত উমদাতুল কারী এবং তাফসীরে ইবনে কাসীর সূত্রে পিছনে এসেছে।

হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর এ রেওয়ায়াতে উদ্দেশ্য হল, এরপর কোন পূর্ণাঙ্গ সূরা অবতীর্ণ হয়নি। অতএব, কোন কোন রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায়, এরপর কোন কোন আয়াত নাযিল হয়েছে– এটা এর পরিপন্থী নয়। যেমন– পিছনে বর্ণিত হয়েছে, সর্বপ্রথম সূরা হল ফাতিহা। এরও উদ্দেশ্য এটাই যে, সর্বপ্রথম সূরা ফাতিহা অবতীর্ণ হয়েছে। সূরা ইক্বরা এবং সূরা মুদ্দাসসির ইত্যাদির কয়েকটি আয়াত এর পূর্বে অবতীর্ণ হওয়া এর পরিপন্থী নয়।

২. আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসে হযরত বারা ইবনে আযিব রা. এর বিবরণ রয়েছে। اٰخِرُ سُوْرَةٍ نَزَلَتْ كَامِلَةً سُوْرَةُ بَرَاءَةٍ ৪৩৮। وَاٰخِرُ سُوْرَةٍ نَزَلَتْ خَاتِمَةً سُوْرَةُ النِّسَاءِ ـ

আল্লামা আইনী র. এর উত্তরে বলেন, قَالَ الْكِرْمَانِى يَسْتَفْتُونَكَ لَيْسَ اٰخِرُ سُوْرَةٍ نَزَلَتْ بَلْ اٰخِرُ اٰيَةٍ । আর এটা স্পষ্ট বিষয়। কারণ, হাদীস শরীফের শব্দ তাই বলছে। خَاتِمَةُ سُوْرَةِ النِّسَاءِ এ দ্বারা مِنَ السُّوْرَةِ - বুঝা গেল সূরার অর্থ হল قِطْعَةً مِنَ الْقُرْاٰنِ । অর্থাৎ, সূরা নিসার একটি অংশ। এক আয়াত যার তাফসীর- يَسْتَفْتُوْنَكَ الخ ।

বাকি রইল হযরত বারা রা.-এর হাদীসের প্রথম অংশ-

اٰخِرُ سُوْرَةٍ نَزَلَتْ كَامِلَةً سُوْرَةُ بَرَاءَةٍ الخ

এর উত্তর আল্লামা আইনী রা. বর্ণনা করেন-

قَالَ الدَّاوُدِى لَفْظُ كَامِلَةً لَيْسَ بِشَيْئٍ لِاَنَّ الْبَرَاءَةَ نَزَلَتْ شَيْئًا بَعْدَ شَيْئٍ الخ ۔

এ কারণেই এ হাদীসটিই কিতাবুত তাফসীরে ৬৬২ পৃষ্ঠায় রয়েছে اٰخِرُ سُوْرَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءَةٌ অর্থাৎ, كَامِلَةً অথবা تَامَّةً শব্দ নেই।

স্পষ্টও এটাই যে সূরা বারাআতের প্রাথমিক আয়াতগুলো মক্কা বিজয়ের পর নবম হিজরীতে হযরত সিদ্দীকে আকবর রা. এর হজ্জের সময় অবতীর্ণ হয়েছে। পূর্ণ সূরা নাসর এবং সূরা মায়েদার আয়াত اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ দশম হিজরীতে বিদায় হজ্জের সময় অবতীর্ণ হয়েছে।

এতে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা হয় যে, হালাল ও হারামের আহকামের দিকে লক্ষ্য করলে সর্বশেষ আয়াত হল সূরা মায়িদার اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ الخ আয়াত। যেমন হাফিজ আসকালানী র. বলেন, لَمْ يَنْزِلْ بَعْدَ هٰذِهِ الْاٰيَةِ شَيْئٌ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ (ফাতহ) মীরাসের বিধিবিধান সংক্রান্ত সর্বশেষ হল কালালার আয়াত। সারকথা এই হল, পূর্ণ সূরা নাসর এবং এরপর সূরা মায়িদার اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ আয়াত দশম হিজরীতে বিদায় হজ্জের সময় নবম যিলহজ্জে শুক্রবার দিন অবতীর্ণ হয়। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের ৫০দিন পূর্বে كَلَالَةً সংক্রান্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। এরপর সর্বশেষে ওফাতের ৯ দিন পূর্বে অবতীর্ণ হয় وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ الخ আয়াত।

হাফিজ আসকালানী র. লিখেন عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ يَقُوْلُوْنَ اِنَّهُ ۔ مَكَثَ بَعْدَهَا تِسْعَ لَيَالٍ الخ অতঃপর বিভিন্ন উক্তি বর্ণনা করেন যে, কারো কারো মতে একুশ দিন পূর্বে আর কারও মতে ৭ দিন পূর্বে وَاللّٰهُ اَعْلَمُ (ফাতহুল বারী ঃ ৮/১৫৩)

২২৩১. অনুচ্ছেদ ঃ বনু তামীম প্রতিনিধির বিবরণ ۲۲۳۱. بَابُ وَفْدِ بَنِى تَمِيْمٍ

মুহররম নবম হিজরীতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উয়াইনা ইবনে হিসনে ফাযারী রা.-কে ৫০ জন আরোহীর অধিনায়ক নিযুক্ত করে সাকইয়া নামক স্থান অভিমুখে প্রেরণ করেন। যেখানে বনু তামীম বসবাস করত। তারা তাদের উপর রাত্রে আক্রমণ করেন। বনু তামীম গোত্রের লোকজন পালিয়ে যায়। তাঁরা ১১ জন পুরুষ, ২১ জন নারী এবং ৩০টি ছেলেকে বন্দী করে মদীনায় নিয়ে আসেন।

এরপর বনু তামীমের একটি প্রতিনিধি দল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হয়। যাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাদের কয়েকজন শীর্ষ নেতাও। যেমন- উতারিদ ইবনে হাজিব, আকরা' ইবনে হাবিস, যিবরাকান ইবনে বদর এবং কায়েস ইবনে আসিম প্রমুখ।

আল্লামা আইনী র. লিখেন, ইবনে ইসহাক র.-এর বিবরণ যে, উয়াইনা ইবনে হিস্‌ন এবং আকরা' ইবনে হাবিস রা. মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলেন। অতঃপর তাঁরা বনু তামীম প্রতিনিধি দলের সাথে মদীনায় আগমন করেন। (উমদা ঃ ১৮/১৮)

তারা ছিল বেদুঈন– গেঁয়ো। সামাজিক শিষ্টাচার সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিল না। তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হুজরা শরীফের পিছনে দাঁড়িয়ে ডাকতে লাগল– اُخْرُجْ اِلَيْنَا يَا مُحَمَّدُ! –হে মুহাম্মদ! বাইরে আসুন, যাতে আমরা আপনার সাথে কাব্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারি। এরূপ বেআকলীভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ডাকা আল্লাহর নিকট অপছন্দ হল। ফলে আয়াত নাযিল হল–

اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَايَعْقِلُوْنَ ـ الاية ـ

'যারা আপনাকে হুজরার বাইরে থেকে ডাকছে তাদের অধিকাংশই বেআকল। (কারণ, তাদের যদি আকল-বিবেক থাকত, তবে (নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর) নাম নিয়ে বাইরে থেকে ডাকার স্পর্ধা দেখাত না।) আর যদি আপনার বাইরে আসা পর্যন্ত তারা ধৈর্য ধারণ করত তবে তা তাদের জন্য উত্তম হত। (যদি এখনও তওবা করে তবে তা মাফ হয়ে যাবে। কারণ,) আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল, মেহেরবান। (হুজুরাত ঃ ৪-৫)

উস্তাদ-মাশায়েখের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও শিষ্টাচারও আবশ্যক

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. কুরআনের জ্ঞান অর্জন করার জন্য শীর্ষ কারী হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. এর বাড়িতে যেতেন। শিষ্টাচারের কারণে কখনও দরজায় খট খট আওয়াজ দিতেন না। হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. এর অপেক্ষায় বসে থাকতেন যতক্ষণ না তিনি নিজে বাইরে বেরিয়ে আসতেন। একবার উবাই ইবনে কা'ব রা. বললেন, তুমি দরজায় নক কর। এতদশ্রবণে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. উত্তর দিলেন–

اَلْعَالِمُ فِيْ قَوْمِهِ ـ كَالنَّبِيِّ فِىْ اُمَّتِهِ وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ فِىْ حَقِّ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ـ

'একজন আলিম তার জাতির মাঝে উম্মতের মধ্যে একজন নবীর পর্যায়ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন– وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا الخ

আবু উবাদা রা. বলেন আমি কখনও কোন আলিমের দরজায় কড়া নাড়িনি যতক্ষণ না তিনি যথার্থ সময়ে বাইরে বেরিয়ে না আসেন।

আল্লামা আলুসী র. বলেন, যখন থেকে আমি এ ঘটনা দেখেছি, তখন থেকে উস্তাদ ও মাশায়েখের সাথে আমার অনুরূপ আচরণই অব্যাহত রয়েছে। এজন্য আল্লাহর প্রশংসা। (সীরাতে মুস্তফা–রুহুল মা'আনী)

٤٠٢٦. حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ صَخْرَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ الْمَازِنِىْ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضى الله عنهما قَالَ اَتٰى نَفَرٌ مِنْ بَنِىْ تَمِيْمٍ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اقْبَلُوْا الْبُشْرٰى يَا بَنِىْ تَمِيْمٍ! قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَدْ بَشَّرْتَنَا فَاعْطِنَا فَرُئِىَ ذٰلِكَ فِىْ وَجْهِهِ فَجَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ اقْبَلُوْا الْبُشْرٰى اِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُوْ تَمِيْمٍ، قَالُوْا قَدْ قَبِلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ـ

৪০২৬/৩৬৭. আবু নুআইম র. .... হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু তামীমের একটি প্রতিনিধি দল নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দরবারে আসলে তিনি

তাদেরকে বললেন ঃ হে বনু তামীম! সুসংবাদ গ্রহণ কর। তারা বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আপনি খোশ-খবরী দিয়ে থাকেন, এবার আমাদেরকে কিছু (অর্থ-সম্পদ) দিন। কথাটি শুনে তাঁর চেহারায় অসন্তোষের ভাব প্রকাশ পেল। এরপর ইয়ামানের একটি প্রতিনিধি দল আসলে তিনি তাঁদেরকে বললেন, বনু তামীম যখন খোশ-খবরী গ্রহণ করলোই না তখন তোমরা সেটি গ্রহণ কর। তারা বললেন, আমরা তা সানন্দে গ্রহণ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল اَتَى نَفَرٌ مِنْ بَنِى تَمِيمٍ বাক্যে। হাদীসটি কিতাবু বাদইল খালকে ৪৫৩, মাগাযীতে ৬২৬ এবং ৬৩০ পৃষ্ঠায় এসেছে। اَبْشِرُوْا ঃ সীগায়ে আমর (নির্দেশসূচক শব্দ) اِبْشَار থেকে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল ঈমানদার ও মুসলমানের জন্য প্রতিশ্রুত জান্নাতের শুভ সংবাদ। قَالُوْا بَشَّرْتَنَا ঃ এর প্রবক্তা ছিলেন আকরা ইবনে হাবিস যিনি পরবর্তীতে নেহায়েত মুখলিস ও পরিপক্ক মুসলমান হয়েছেন। وَجْهُهُ فَتَغَيَّرَ ঃ এসব লোকের উত্তর শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভীষণ আফসোস হল যে, জান্নাতের চিরস্থায়ী নেয়ামতের পরিবর্তে নিকৃষ্ট দুনিয়ার অন্বেষী হয়ে গেছে। তারা যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শুভ সংবাদ গ্রহণ করত তাহলে দুনিয়াতে কিছু না কিছু এমনিতেই পেয়ে যেত। এর পরিপন্থী ইয়ামানবাসী। তাদের নেহায়েত খোশ কিসমত। কারণ, তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুসংবাদ গ্রহণ করেছে।

একটি প্রশ্ন ও এর উত্তর

এখানে একটি প্রশ্ন হয়, বনু তামীমের লোকজন এসেছিল ৯ম হিজরীতে, আর আশআরীর আগমন ঘটেছে এর পূর্বে ৭ম হিজরীতে।

এর উত্তর এই দেয়া হয়েছে যে, কিছুসংখ্যক আশআরী হয়ত ৯ম হিজরীতে বনু তামীমের আগমনকালেও এসেছিলেন। অতএব কোন প্রশ্ন রইল না।

২২৩২. অনুচ্ছেদ ঃ — ২২৩২. بَابٌ اى هٰذَا بَابٌ

এ ছুরতে এটি শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ হবে। এটি যেন পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদের পরিচ্ছেদের পর্যায়ভুক্ত হবে। কোন কোন কপিতে শিরোনাম আছে। সেটি হল– بَابُ غَزْوَةِ عُيَيْنَةَ

এই দ্বিতীয় কপি অনুসারে অর্থ হবে উয়াইনা ইবনে হিস্ন ফাযারীর সারিয়্যার বিবরণ।

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ غَزْوَةُ عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ بَدْرٍ بَنِى الْعَنْبَرِ مِنْ بَنِى تَمِيمٍ بَعَثَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِمْ، فَأَغَارَ وَأَصَابَ مِنْهُمْ نَاسًا وَسَبَى مِنْهُمْ نِسَاءً.

বনু তামীমের উপগোত্র বনু আম্বরের বিরুদ্ধে উয়াইনা ইবনে হিস্ন ইবনে হুযাইফা ইবনে বদরের যুদ্ধ। ইবনে ইসহাক র. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উয়াইনা রা-কে এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য পাঠিয়েছেন। তারপর তিনি রাতের শেষ ভাগে তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে কিছু লোককে হত্যা করেন এবং তাদের কিছু সংখ্যক মহিলাকে বন্দী করেন।

ব্যাখ্যা ঃ ইমামুল মাগাযী মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক র.-এর বিবরণ যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উয়াইনা ইবনে হিস্ন ফাযারীকে সারিয়্যার অধিনায়ক বানিয়ে বনু তামীমের একটি শাখা বনু আম্বর অভিমুখে প্রেরণ করেন। এ সারিয়্যা সফল হয় এবং তারা কিছু বন্দী নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন। যেমন– 'বনু তামীম প্রতিনিধি দল' শিরোনামে বিষয়টির আলোচনা এসেছে।

٤٠٢٧. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ لَا أَزَالُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ بَعْدَ ثَلَاثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُهَا فِيهِمْ، هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَّالِ، وَكَانَتْ فِيهِم سَبِيَّةٌ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَ أَعْتِقِيهَا فَإِنَّهَا مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُم فَقَالَ هٰذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمٍ، او قَوْمِي ـ

৪০২৭/৩৬৮. যুহাইর ইবনে হারব র. ...... হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু তামীমের পক্ষে তিনটি কথা বলেছেন। এগুলো শুনার পর থেকেই আমি বনু তামীমকে ভালবাসতে থাকি। (তিনি বলেছেন,) তাঁরা আমার উম্মতের মধ্যে দাজ্জালের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি কঠোর থাকবে। তাদের গোত্রের একটি কয়েদী আয়েশা রা.-এর কাছে ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, একে আযাদ করে দাও, কারণ সে ইসমাঈল আ.-এর বংশধর। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে তাদের সাদকার অর্থ-সম্পদ আসলে তিনি বললেন, এটি আমার কাওমের সাদকা। কারণ, বণু তামীম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উনবিংশ দাদা মুযার-এর সন্তানাদিকে বলে। মুযারের শক্তি, বুদ্ধি ও দর্শন শক্তির আশ্চর্য উপাখ্যান তারিখে তাবারী" ইত্যাদি পাওয়া যায়। যাতে বনু তামীমের মাহাত্ম্য সুস্পষ্ট ও প্রতিভাত হয়।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল أُحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ الخ বাক্যে। হাদীসটি কিতাবুল ইতকে ৩৪৫ এবং মাগাযীতে ৬২৬ পৃষ্ঠায় এসেছে। بَعْدَ ثَلَاثٍ ঃ অর্থাৎ, তিনটি বিষয় বা কাজের পর। سَمِعْتُهُ ঃ এটি ثلاث এর সিফাত। يَقُولُهَا ঃ এখানে সর্বনামটি স্ত্রী লিঙ্গ নেয়া হয়েছে الثَّلَاثُ -এর অর্থের দিকে লক্ষ্য করে। আর سَمِعْتُهُ ঃ এর মধ্যে পুরুষ লিঙ্গ নেয়া হয়েছে শব্দের প্রতি লক্ষ্য করে। سَبِيَّةٌ ঃ সীনের উপর যবর, বায়ের নিচে যের ইয়ার উপর তাশদীদ অথবা যবর বিশিষ্ট হামযা সহকারে। سَبِيئَةٌ ঃ উভয় অবস্থাতেই এর অর্থ হল বন্দিনী নারী। قَوْمِ ঃ মীমের নিচে যের, তানবীন ছাড়া। কারণ, তা থেকে ইয়ায়ে মুতাকাল্লিম উহ্য করে দেয়া হয়েছে। اوقَوْمِي ঃ বর্ণনাকারী থেকে সন্দেহ। আর কোন কোন রেওয়ায়াতে সন্দেহ ছাড়া قَوْمِي আছে।

٤٠٢٨. حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ حدثنا هِشَامُ ابْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمِّرِ الْقَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ عمر بَلْ أَمِّرِ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا أَرَدْتَ إِلَّا خِلَافِي، قَالَ عُمَرُ مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ. فَتَمَارَيَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، فَنَزَلَ فِي ذٰلِكَ : يٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ حَتَّى انْقَضَتْ ـ

৪০২৮/৩৬৯. ইবরাহীম ইবনে মূসা .... হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর রা. থেকে বর্ণিত যে, বনু তামীম গোত্র থেকে একটি অশ্বারোহী দল নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আসল। (তাঁরা তাদের একজনকে সেনাপতি নিযুক্ত করার প্রার্থনা জানালে) আবু বকর রা. প্রস্তাব দিলেন, কা'কা ইবনে মা'বাদ ইবনে যুরারা রা.-কে এদের আমীর নিযুক্ত করে দিন। উমর রা. বললেন, বরং আকরা ইবনে হাবিস রা.-কে

আমীর বানিয়ে দিন। আবু বকর রা. বললেন, তুমি কেবল আমার বিরোধিতাই করতে চাও। উমর রা. বললেন, আপনার বিরোধিতা করার ইচ্ছা আমি কখনও করি না (বরং এটি হল আপনার চয়ন দৃষ্টিতে কা'কা যেমন, আমার চয়ন দৃষ্টিতে আকরা তেমন) এর উপর দু'জনের বাক-বিতণ্ডা চলতে চলতে শেষ পর্যায়ে উভয়ের আওয়াজ উচ্চতর হল। ফলে এ সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হল, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ...... لَا تَشْعُرُونَ 'হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ এবং তার রাসূলের সামনে তোমরা কোন ব্যাপারে অগ্রণী হয়ো না। বরং আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু কর না। এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল তাঁর সাথে সেরূপ উচ্চস্বরে কথা বল না কারণ, এতে তোমাদের আমল তোমাদের অজ্ঞাতসারে নিস্ফল হয়ে যাবে (সূরা হুজুরাত ঃ ১–২)

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ বাক্যে। ইমাম বুখারী র. এর হাদীসটি তাফসীরে ৭১৮ এবং মাগাযীতে ৬২৬ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন। بَيْنَ الْيَدَيْنِ ঃ এর আসল অর্থ হল হস্তদ্বয়ের মাঝে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য সামনের দিক। অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে অগ্রনী হয়ো না। যে ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে হুকুম পাওয়ার প্রত্যাশা থাকবে, এর ফয়সালা প্রথমেই অগ্রগামী হয়ে নিজের মত মত করে বসো না। নিজের মতামতকে তাঁর হুকুমের আগে রেখো না বরং হুকুমের অপেক্ষা করো।

উলামায়ে দীনের সাথেও এ আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে

উলামায়ে দীনের সাথেও এ আদবের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। কারণ, তাঁরা নবীগণের ওয়ারিস। এর প্রমাণ নিম্নোক্ত ঘটনা। হযরত রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন আবুদ দারদা রা. হযরত আবু বকর রা.-এর আগে হাঁটছেন। তিনি তাকে সতর্ক করে বললেন, তুমি এরূপ মনীষীর আগে চলছ, যিনি দুনিয়া ও আখিরাতে তোমার চেয়ে উত্তম। তিনি আরো ইরশাদ করলেন– "পৃথিবীতে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত এরূপ লোকের উপর হয়নি, যে নবীগণের পর আবু বকর অপেক্ষা উত্তম।" (মাআরিফ– রূহ)

অতএব ওলামায়ে কিরাম বলেছেন, স্বীয় উস্তাদ ও মুরশিদের সাথেও এ আদবের প্রতিই লক্ষ্য রাখা উচিত

২২৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দল ٢٢٣٣. بَابُ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ

وَفْدٌ ঃ শব্দটি وَافِدٌ এর বহুবচন। সে প্রতিনিধি দল, যেটি যৌথ উদ্দেশ্যে সম্রাট অথবা শাসকের কাছে গমন করে। এর বহুবচন وُفُودٌ । তাছাড়া وَفْدٌ ক্রিয়ামূলও। بَابِ ضَرَبَ থেকে وَفْدًا وُفُودًا দূত হয়ে আসা, পয়গাম নিয়ে আসা।

আবদুল কায়েস প্রতিনিধি দল

আল্লামা আইনী র. লিখেন, আবদুল কায়েস, রাবীআর সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত। রাবীআ ও মুযার উভয় আপন ভাই ছিলেন। নাযার ইবনে মা'দ ইবনে আদনানের সন্তান উভয়েই।

আবদুল কায়েসের বংশ লতিকা নিম্নরূপ–

আবদুল কায়েস ইবনে আফসা (সোয়াদ সহকারে أَعْمَى এর ওজনে) ইবনে দু'মী (দালের উপর পেশ, মীমের নিচে যের) ইবনে জাদীলা (জীমের উপর যবর, কাবীরার ওজনে) ইবনে আসাদ ইবনে রাবী'আ ইবনে নাযার........। (উমদাতুল কারী, ফাতহুল বারী)

আবদুল কায়েস ছিল অনেক বড় গোত্র। এরা বাহরাইন এবং হিজরে আবাদ ছিল। এ গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে দু'বার এসেছিল। একবার মক্কা বিজয়ের পূর্বে পঞ্চম হিজরীতে। قَالَ الْحَافِظُ وَكَانَ ذٰلِكَ قَدِيمًا امَّا فِى سَنَةِ خَمْسٍ اوقَبْلَهَا (ফাতহুল বারী ঃ ৮/৬৭)

এই প্রথম প্রতিনিধি দলে ১৩ জন অথবা ১৪ জন লোক ছিলেন। দ্বিতীয়বার অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের বছর ফাতহে মক্কার জন্য রওয়ানার পূর্বে। এই প্রতিনিধি দলের সদস্য সংখ্যা ছিল ৪০ বা ৪৫ জন। তারা উপস্থিতির পূর্বেই মুসলমান হয়েছিলেন, যার বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তীতে আসছে।

এ প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে এলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোন্ জাতির প্রতিনিধি? প্রতিনিধি দল বলল, আমরা রাবীআ গোত্রের। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, مَرْحَبًا بِالْقَومِ او بِالْوَفْدِ (মারহাবা-স্বাগতম এ সম্প্রদায়কে। অথবা বললেন, মারহাবা এ সম্প্রদায়কে যারা না অপমানিত হয়েছে, না লজ্জিত)।

প্রতিনিধি দল আরজ করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের মাঝে ও আপনার মাঝে মুযারের কাফিররা রয়েছে। এজন্য আমরা শুধু হারাম মাসে আপনার খেদমতে উপস্থিত হতে পারি। (তন্মধ্যে যে সব মাসে আরবরা লুটপাটকে হারাম জানত। অর্থাৎ, ৪টি হারাম মাস– যিলকদ্, যিলহজ্জ, মহররম, রজব। এসব মাসে আরবরা কারও সাথে ঝগড়া বিবাদও করত না। এমনকি বাপের ঘাতককে দেখেও কিছু বলত না।) এজন্য আপনি আমাদেরকে কোন স্পষ্ট হুকুম দিন। আমরা এর উপর আমল করব এবং যারা পিছনে রয়েছে তাদেরকে তা বাতলে দেব। এর উপর আমল করে তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমাদেরকে চারটি জিনিসের নির্দেশ দিচ্ছি। চারটি জিনিস থেকে নিষেধ করছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, একমাত্র আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। অর্থাৎ, এ কথার সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল। নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর, রমযানের রোযা রাখ, গনিমতের সম্পদ থেকে এক-পঞ্চমাংশ বের করে দাও। তিনি আরও চারটি জিনিস থেকে নিষেধ করেন।

১. دُبَّاء - ভিতরে উন্মুক্ত কদুর পাত্র, ২. حَنْتَم - সবুজ মটকা বা কলস, ৩. نَقِير নাকীর। (খেজুর গাছের গোড়া খোদাই করে যে পাত্র তৈরি করা হয়। অথবা, কোন কাঠের পাত্র।) ৪. مُزَفَّت - যাকে মুকাইয়্যারও বলে। (আলকাতরা ধরনের তেল দ্বারা প্রলেপ দেয়া পাত্র।)

প্রতিনিধি দলের উপস্থিতির কারণ বা ঈমান আনয়নের ঘটনা

এ গোত্রের এক ব্যক্তি ছিলেন মুনকিয ইবনে হাইয়্যান। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে মদীনায় যাতায়াত করতেন। রীতি অনুযায়ী হিজরতের পরেও তিনি মাল নিয়ে মদীনায় আগমন করেন। একবার তিনি এক জায়গায় উপবিষ্ট ছিলেন। এ দিক দিয়েই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাচ্ছিলেন। মুনকিয তাঁকে দেখে দাঁড়িয়ে যান। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? তিনি উত্তর দিলেন, মুনকিয ইবনে হাইয়্যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন এবং তাঁর গোত্রের শীর্ষস্থানীয় অনন্য অভিজাত লোকদের মধ্য থেকে এক এক জনের নাম উচ্চারণ করে তাদের কুশলাদিও জিজ্ঞেস করেন। বিশেষতঃ গোত্র নেতা মুনযির ইবনে আয়িয– যার উপাধি আশাজ্জ– তাঁর হাল অবস্থা বিশেষভাবে জিজ্ঞেস করলেন। ফলে মুনকিযের মনে খুবই বিস্ময় জাগল। তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি সূরা ফাতিহা ও সূরা ইক্বরা বিসমি শিখেন।

এরপর তিনি যখন বাড়িতে যাচ্ছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোত্র নেতাদের নামে চিঠি লিখিয়ে তাকে প্রদান করলেন। মুনকিয ফিরে বাড়িতে গেলে কিছু কাল পর্যন্ত তিনি স্বীয় ইসলাম প্রকাশ করলেন না। বরং তিনি ছিলেন সুযোগের প্রতিক্ষায়। অবশ্য ঘরে নামায পড়ে নিতেন এবং কুরআন মজিদের

সূরাগুলো পড়তেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন মুনযির ইবনে আয়িয আশাজ্জের কন্যা। স্ত্রী স্বীয় পিতা আশাজ্জের নিকট তাঁর আলোচনা করলেন যে, আমার স্বামী এবার যখন মদীনা থেকে ফিরে আসেন তখন থেকে তার অবস্থা বিস্ময়কর। জানি না তিনি কি করছেন। নির্দিষ্ট সময়ে তিনি হাত-মুখ-পা ধৌত করেন, কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ান, কখনও ঝুঁকে পড়েন, কখনও জমিনের উপর মাথা রাখেন। মুনযির আশাজ্জ যখন এ অবস্থা শুনলেন, তখন জামাতার সাথে সাক্ষাত করলেন। পরস্পরে আলোচনা হল। মুনকিয পূর্ণ ইতিবৃত্ত শুনালেন এবং বললেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার হাল অবস্থাও বিশেষভাবে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তখন তাঁর অন্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইসলামের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে যায়। তিনিও মুসলমান হয়ে যান। ফলে মুনকিয রা. রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চিঠি মুবারক স্বীয় শ্বশুর মুনযির ইবনে আয়িয আশাজ্জকে প্রদান করেন।

অতপর আশাজ্জ স্বীয় সম্প্রদায় আসর এবং মুহারিবের নিকট প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চিঠি নিয়ে যান এবং তাদেরকে তা শুনান। তারাও মুসলমান হয়ে যায়। সবাই মিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে উপস্থিতির জন্য মনস্থ করেন। তারা যখন রওয়ানা হন এবং মদীনা মুনাওয়ারার নিকটবর্তী পৌঁছেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কাছে উপবিষ্ট লোকজনকে বললেন, তোমাদের নিকট আবদুল কায়েসের প্রতিনিধি দল আসছে, যারা পাশ্চাত্যবাসীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। তাদের অন্তর্ভুক্ত আশাজ্জ আসরী। এঁরা মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দর্শনের আগ্রহে তাড়াহুড়া করে সওয়ারি থেকে নেমে দ্রুত তাঁর দরবারে উপস্থিত হন। কিন্তু কাফেলা নেতা আশাজ্জ প্রথমে স্বীয় সওয়ারী বাঁধেন এবং সবার সামানপত্র একত্রিত করেন। অতঃপর নিজের বক্স থেকে ভাল ধোলাই করা পোশাক বের করে পরিধান করেন। অতঃপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার মধ্যে এমন দুটি স্বভাব আছে, যেগুলোকে আল্লাহ ও তদীয় রাসূল ভালবাসেন। ১. আকল–জ্ঞান, ২. ধীরস্থিরতা। আশাজ্জ আরজ করলেন, اَلْحَمْدُ اللّٰهِ الَّذِى جَبَلَنِى عَلٰى خُلْقَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ - সমস্ত প্রশংসা সে পবিত্র সত্তার যিনি আমাকে এরূপ দুটি স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যেগুলোকে আল্লাহ ও তদীয় রাসূল পছন্দ করেন।

٤٠٢٩. حَدَّثَنِى اِسْحَاقُ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ اَبِى جَمْرَةَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا اِنَّ لِى جَرَّةً يُنْتَبَذُ لِى نَبِيذًا فَاَشْرَبُهُ حُلْوًا فِى جَرٍّ اِنْ اَكْثَرْتُ مِنْهُ فَجَالَسْتُ الْقَوْمَ فَاَطَلْتُ الْجُلُوسَ خَشِيتُ اَنْ اَفْتَضِحَ، فَقَالَ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلٰى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامٰى، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ! اِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ مُضَرَ وَاِنَّا لَانَصِلُ اِلَيْكَ اِلَّا فِى اَشْهُرِ الْحُرُمِ ، حَدِّثْنَا بِجُمَلٍ مِنَ الْاَمْرِ اِنْ عَمِلْنَا بِهٖ دَخَلْنَا الْجَنَّةَ وَنَدْعُو بِهٖ مَنْ وَرَاءَنَا، قَالَ اٰمُرُكُمْ بِاَرْبَعٍ وَاَنْهَاكُمْ عَنْ اَرْبَعٍ الْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ، هَلْ تَدْرُونَ مَا الْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ، شَهَادَةُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَاِقَامُ الصَّلَاةِ، وَاِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَاَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغَانِمِ الْخُمُسَ وَاَنْهَاكُمْ عَنْ اَرْبَعٍ مَا انْتُبِذَ فِى الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ .

৪০২৯/৩৭০. ইসহাক র. .... হযরত আবু জামরা (তাবিঈ) র. থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেন) আমি ইবনে আব্বাস রা.-কে বললাম ঃ আমার একটি কলসী আছে। তাতে আমার জন্য (খেজুর ভিজিয়ে) নাবীয তৈরি করা হয় এবং পানি মিঠা হয়ে সারলে আমি তা আরেকটি পাত্রে (ছোট গ্লাসে) ঢেলে পান করি। কিন্তু কখনও যদি ঐ পানি বেশি পরিমাণ পান করে লোকজনের সাথে বসে যাই এবং দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত মজলিসে বসে থাকি তখন আমার আশংকা হয় যে, (নেশার দোষে) আমি (লোকসম্মুখে) অপমানিত হব (কখনও বেশি শরাব পান করে আর কোন পরামর্শ মজলিস দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে তখন আমার ভয় হয় যে, শরাবে নেশাগ্রস্ত হয়ে কোন মতামত যেন না দেই যা লাঞ্ছনার কারণ হয়)। তখন ইবনে আব্বাস রা. বললেন, আবদুল কায়েস গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আসলে তিনি বললেন, কাওমের জন্য খোশ-আমদেদ। যাদের আগমন না ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় হয়েছে, না অপমানিত অবস্থায়। কারণ, তারা স্বেচ্ছায় মুসলমান হয়ে এসেছে। গ্রেফতার হয়ে এলে লাঞ্ছিত হতে হতো, আর যুদ্ধের পরে আমাদের কাছে আসলে লজ্জা পেতে হত)। "তারা আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের ও আপনার মধ্যে মুযার গোত্রের মুশরিকরা প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। এ জন্য আমরা আপনার কাছে আশ্‌হুরুল হুরুম (নিষিদ্ধ মাসসমূহ) ব্যতীত অন্য সময়ে আসতে পারি না। কাজেই আমাদেরকে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথা বলে দিন, যেগুলোর উপর আমল করলে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। আর যাঁরা আমাদের পেছনে (বাড়িতে) রয়ে গেছে তাদেরকে এর দাওয়াত দেব। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমাদেরকে চারটি জিনিস পালন করার নির্দেশ দিচ্ছি। আর চারটি জিনিস থেকে বিরত থাকতে বলছি। (আমি তোমাদেরকে) আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দিচ্ছি। তোমরা কি জান আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনা কাকে বলে? –তা হল ঃ আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই– এ কথার সাক্ষ্য দেয়া, আর নামায আদায় করা, যাকাত দেয়া, রমযানের রোযা পালন করা এবং গনিমতের মালের এক-পঞ্চমাশ (বায়তুল মালে) জমা দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছি। আর চারটি জিনিস– লাউয়ের পাত্র, কাঠের তৈরি নাকীর তথা খেজুর গাছের গোড়া দ্বারা তৈরী পাত্র, সবুজ কলসী এবং আলকাতরা জাতীয় তৈল মাখানো পাত্রে নাবীয তৈরি করা থেকে নিষেধ করছি।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ বাক্যে। ইমাম বুখারী র. হাদীসটি ১০ জায়গায় বর্ণনা করেছেন– কিতাবুল ঈমানে ১৩, জিহাদে ৪৩৬, কিতাবুল ইলমে ১৯, সালাতে ৭৫, যাকাতে ১৮৮, মানাকিবে ৪৯৮ পৃষ্ঠায়। তাছাড়া মাক্‌তূ আকারে ৪৯৬, আদবে ৯১২, খবরুল ওয়াহিদে ১০৭৯, তাওহীদে ১১২৮, মাগাযীতে ৬২৬–৬২৭ পৃষ্ঠায়।

يُنْتَبَذُ ঃ এতে তিনটি কপি পাওয়া যায়– ১. تُنْتَبَذُلِى نَبِيذًا الخ এ কপিটি আমাদের বুখারীর মূলপাঠে পাওয়া যায়, অর্থাৎ, তা সহকারে مُضَارِع مُؤَنَّث এর সীগা। সর্বনাম جَرَّة এর দিকে ফিরবে। অর্থ হবে, সে কলসি আমার জন্য নাবীয তৈরি করে। স্পষ্ট বিষয় যে কলসির দিকে এ সম্বন্ধ হবে রূপক অর্থে। প্রথম ছুরতে একটি কপি আছে جَرَّة এর পরিবর্তে جَارِيَة। অর্থাৎ, আমার নিকট একজন বাঁদী আছে, যে আমার জন্য নাবীয (খেজুর ভিজানো পানীয় বিশেষ) তৈরি করে। (উমদা)

২. يُنْتَبَذُ لِى فِيهَا نَبِيذٌ এ কপিটি টীকায় আছে। তাছাড়া উমদাতুল কারী গ্রন্থকার এটিকে মূলপাঠে নিয়েছেন। এর অর্থ হবে, আমার জন্য এ কলসিতে নাবীয তৈরি করা হয়।

৩. نَنْتَبِذُ الخ নূনে মুতাকাল্লিমের সাথে। অর্থাৎ,, আমরা তাতে নাবীয তৈরি করি। নাবীয হল, এক প্রকার পানি, যা খেজুর, আঙ্গুর, মধু, গম এবং যব দ্বারা তৈরি করা হয়। এ শরবতের বিভিন্ন স্তর হয়ে থাকে। পানিতে খেজুর দিয়ে সুস্বাদু এবং মিষ্টি বানিয়ে নিত। তাতে নেশা বিলকুল হত না। এজন্য এটা পান করা এবং এর দ্বারা অযু করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয। বাকী বিস্তারিত বিবরণ ও ব্যাখ্যার জন্য পড়ুন 'আবদুল কায়েস প্রতিনিধি দল'।

প্রশ্নোত্তর

এ হাদীসে একটি প্রশ্ন হয় যে, ইজমালের পর্যায়ে বলা হয়েছে– أَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ অর্থাৎ, তাদেরকে চারটি জিনিসের নির্দেশ দেয়া হয়েছে । কিন্তু তাফসীল বা বিস্তারিত বিবরণের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে ৫টি। ১. শাহাদাত, ২. ইকামতে সালাত (নামায প্রতিষ্ঠা), ৩. যাকাত প্রদান ৪. রোযা, ৫. খুমস বা এক-পঞ্চমাংশ পরিশোধ। অতএব, ইজমাল ও তাফসীলে মিল না থাকার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।

উত্তর ঃ ১. আল্লামা আইনী র. কাযী বায়যাবী র. থেকে বর্ণনা করেন যে, তাফসীলে উল্লেখিত পাঁচটি জিনিস হল– আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমানের ব্যাখ্যা। আর ইজমালে যে أَمَرَكُمْ بِأَرْبَعٍ আছে, এ চারটি জিনিসের মধ্য থেকে শুধু একটিরই আলোচনা আছে। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানের। আর অবশিষ্ট জিনিসগুলো ঈমানের তাফসীর। বাকি তিনটি বর্ণনাকারী ভুলে অথবা সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে উহ্য করে দিয়েছেন। (উমদাতুল কারী ঃ ১/৩০৭)

২. আল্লামা তীবী র. বলেন, ভাষা পণ্ডিতদের মূলনীতি হল, যখন কোন বাক্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা হয় এবং অধীনস্থ অন্য কোন জিনিস এসে যায়, তবে, এ অধীনস্থ জিনিসটিকে গণ্য করা হবে না। এখানে মূল উদ্দেশ্য ছিল– আমলের বিবরণ দেয়া, যেগুলো শাহাদাতের পর রয়েছে। অর্থাৎ, নামায, রোযা, যাকাত, খুমুস। যেহেতু আবদুল কায়েসের এ প্রতিনিধি দল মুসলমান ছিল, সেহেতু শাহাদাতের উল্লেখ করা হয়েছে বরকত হিসেবে। (উমদা ঃ ১/৩০৭)

৩. কাযী ইয়ায ও ইবনে বাত্তাল র. বলেন, আদিষ্ট জিনিস চারটি– শাহাদাত, ইকামতে সালাত, যাকাত প্রদান ও রমযানের রোযা। কিন্তু তাঁরা ছিলেন মুজাহিদ ও বীর প্রকৃতির লোক। কারণ, তাদের আশেপাশেই বসবাস করত মুযারের কাফিররা, যাদের সাথে তাদের মুকাবিলা হত, আর মুকাবিলায় গনিমতের মালের প্রত্যাশায় থাকত, সেহেতু রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে একটি সাময়িক অতিরিক্ত বিষয়ের কথাও বাতলে দেন। সেটি হল, কখনও গনিমতের মাল পেলে তার এক পঞ্চমাংশ পরিশোধ করতে হবে। ফলে. এর বিবরণের ধরনও পরিবর্তিত– أَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغَانِمِ الْخُمُسَ

৪. কেউ কেউ বলেছেন, এক পঞ্চমাংশ কোন স্বতন্ত্র বিষয় নয়, বরং যাকাতেরই বিস্তারিত বিবরণ। উভয়টিতে একটি যৌথ বিষয় হল, মালের একটি নির্ধারিত অংশ বের করা হয়। ইত্যাদি।

আরেকটি প্রশ্ন ও এর উত্তর

একটি প্রশ্ন হল– হজ্জের কথা কেন উল্লেখ করা হয়নি? অথচ হজ্জও ইসলামের একটি ফরয ও একটি রুকন?

উত্তর ঃ ১. কোন কোন রেওয়ায়াতে হজ্জেরও উল্লেখ রয়েছে, তবে এ রেওয়ায়াতটি সিহাহের নয়।

২. তখন পর্যন্ত হজ্জ ফরয হয়নি। কারণ, হজ্জ ফরয হয়েছে নবম হিজরীতে।

৩. হজ্জ সবার উপর ফরয হয় না, বরং কারও কারও উপর ফরয হয়। এজন্য এটিকে গণ্য করা হয়নি।

৪. কেউ কেউ এ জবাবও দেন যে, তাদের পথ মুযারের কাফিরদের কারণে নিরাপদ ছিল না। অবশ্য এটি প্রশ্নসাপেক্ষ।

সেসব পাত্রের বিধান

সেসব পাত্রের নিষেধের হুকুম রহিত হয়ে গেছে। যেমন- মুসলিম, আবু দাউদ ও তিরমিযীতে অনেক হাদীস আছে। এক রেওয়ায়াতে আছে–

إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ وَإِنَّ ظَرْفًا لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ـ هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ـ (তিরমিযী ঃ ২/৯)

٤٠٣٠. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رض يَقُولُ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ـ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ! إِنَّا هٰذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ وَقَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ فَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي شَهْرٍ حَرَامٍ، فَمُرْنَا بِأَشْيَاءَ نَأْخُذُ بِهَا وَنَدْعُو إِلَيْهَا مَنْ وَرَاءَنَا، قَالَ آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، الْإِيمَانُ بِاللّٰهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَعَقَدَ وَاحِدَةً، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوا لِلّٰهِ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ ـ

৪০৩০/৩৭১. সুলাইমান ইবনে হারব র. .... হযরত আবু জামরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি ইবনে আব্বাস রা. থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন– আবদুল কায়েস গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা অর্থাৎ, এই ছোট্ট দল রাবীআর গোত্র। আমাদের এবং আপনার মাঝখানে প্রতিবন্ধক হয়ে আছে মুযার গোত্রের পৌত্তলিকরা। কাজেই আমরা নিষিদ্ধ মাসগুলো ছাড়া অন্য সময়ে আপনার কাছে আসতে পারি না। এ জন্য আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বিষয়ের নির্দেশ দিয়ে দিন যেগুলোর উপর আমরা আমল করতে থাকব এবং যারা আমাদের পেছনে রয়েছে (আমাদের সাথে আসতে পারেনি) তাদেরকেও সেই দিকে আহ্বান জানাব। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে চারটি বিষয় আদায় করার হুকুম দিচ্ছি এবং চারটি জিনিস থেকে নিষেধ করছি। (বিষয়গুলো হল) (আমি তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছি যে) আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনার অর্থাৎ, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই এ কথার সাক্ষ্য দেয়া। কথাটি বলে তিনি আঙ্গুলের সাহায্যে এক গুণেছেন। আর নামায আদায় করা, যাকাত দেয়া এবং তোমরা যে গনিমত লাভ করবে তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র জন্য (বাইতুল মালে) পরিশোধ করা। আর আমি তোমাদেরকে লাউয়ের পাত্র, নাকীর নামক খোদাইকৃত কাঠের পাত্র, সবুজ কলসী এবং মুযাফ্‌ফাত নামক তৈল মাখান পাত্র ব্যবহার থেকে নিষেধ করছি।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ বাক্যে। হাদীসটি মাগাযীতে ৬২৭ পৃষ্ঠায় এসেছে। পূর্ণ বিস্তারিত আলোচনা ও ব্যাখ্যা পূর্বে এসেছে।

٤٠٣١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو ح قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ، وَقَالَ بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَزْهَرَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَرْسَلُوا إِلَى عَائِشَةَ رضى الله عنها فَقَالُوا اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيعًا وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَإِنَّا أُخْبِرْنَا أَنَّكِ تُصَلِّيهِمَا وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْهَا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكُنْتُ أَضْرِبُ مَعَ عُمَرَ النَّاسَ

عَنهُمَا ، قَالَ كُرَيبٌ فَدَخَلتُ عَلَيهَا وَبَلَّغتُهَا مَا اَرسَلُونِي ، فَقَالَتْ سَلْ اُمَّ سَلَمَةَ فَأَخبَرتُهم فَرَدُّونِي اِلَى اُمِّ سَلَمَةَ بِمِثلِ مَا اَرسَلُونِي اِلَى عَائِشَةَ رض ، فَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ سَمِعتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنهَى عَنهُمَا وَاِنَّهُ صَلَّى العَصرَ ثم دَخَلَ عَلَيَّ وَعِندِي نِسوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الاَنصَارِ فَصَلَّاهُمَا ، فَارسَلتُ اِلَيهِ الخَادِمَ ، فَقُلتُ قُومِي اِلَى جَنبِهِ فَقُولِي تقولُ اُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسولَ اللهِ! اَلَم اَسمَعكَ تَنهَى عَن هَاتَينِ الرَّكعَتَينِ فَارَاكَ تُصَلِّيهِمَا ، فَاِنْ اَشَارَ بِيَدِهِ فَاستَأخِرِي ، فَفَعَلَتِ الجَارِيَةُ فَاَشَارَ بِيَدِهِ فَاستَأخَرَتْ عَنهُ فَلَمَّا اِنصَرَفَ قَالَ يَا بِنتَ اَبِي اُمَيَّةَ! سَأَلتِ عَنِ الرَّكعَتَينِ بَعدَ العَصرِ اِنَّه اَتَانِي اُنَاسٌ مِنْ عَبدِ القَيسِ بِالاِسلَامِ مِنْ قَومِهِم ، فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكعَتَينِ اللَّتَينِ بَعدَ الظُّهرِ فَهُمَا هَاتَانِ ـ

৪০৩১/৩৭২. ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সুলাইমান ও বকর ইবনে মুযার রা. .... হযরত বুকাইর র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস রা.-এর আযাদকৃত গোলাম কুরাইব র. তাকে বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে আব্বাস, আবদুর রহমান ইবনে আযহার এবং মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রা. (এ তিনজনে) আমাকে আয়েশা রা.-এর কাছে পাঠিয়ে বললেন, তাঁকে আমাদের সবার পক্ষ থেকে সালাম জানাবে। এবং তাঁকে আসরের পরের দু'রাকআত নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। কারণ, আমরা অবহিত হয়েছি যে, আপনি নাকি এই দু'রাকআত নামায আদায় করেন অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এ দু'রাকআত নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন– নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ নামায জায়েয নেই তবে আপনার পড়ার কারণ কি? (এ হাদীসও আমাদের কাছে পৌঁছেছে)। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমি উমর রা. সহ (তাঁর শাসনামলে এ দু'রাকআত নামায আদায়কারী লোকদেরকে প্রহার করতাম। কুরাইব র. বলেন, আমি তাঁর [আয়েশা রা.-এর] কাছে গেলাম এবং তারা আমাকে যে ব্যাপারে পাঠিয়েছেন তা জানালাম। তিনি বললেন, বিষয়টি উম্মে সালামা রা.-এর কাছে জিজ্ঞেস কর। এরপর আমি তাঁদেরকে [আয়েশা রা.-এর জবাবের কথা] জানালে তাঁরা আবার আমাকে উম্মে সালামা রা.-এর কাছে পাঠালেন এবং আয়েশা রা.-এর কাছে যা বলতে বলেছিলেন সেসব কথা তাঁর কাছেও গিয়ে বলতে বললেন। তখন উম্মে সালামা রা. বললেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি যে, তিনি দু'রাকআত নামায আদায় করা থেকে নিষেধ করেছেন। কিন্তু একদিন তিনি আসরের নামায আদায় করে আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। এ সময় আমার কাছে ছিল আনসারীদের বনু হারাম গোত্রের কয়েকজন মহিলা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'রাকআত নামায আদায় করলেন। আমি তা দেখে সেবিকা-কে পাঠিয়ে বললাম, তুমি রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশে গিয়ে দাঁড়াবে এবং বলবে, "উম্মে সালামা রা. আপনাকে এ কথা বলছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি আপনাকে এ দু'রাকআত আদায় করা থেকে নিষেধ করতে শুনি নি? অথচ দেখতে পাচ্ছি আপনি সেই দু'রাকআত আদায় করছেন।" এরপর যদি তিনি হাত দিয়ে ইশারা করেন তাহলে পিছনে সরে যাবে। সেবিকা গিয়ে (সেভাবে কথাটি) বলল। তিনি হাত দিয়ে ইশারা করলেন। সেবিকা পেছনের দিকে সরে গেল। এরপর নামায সেরে তিনি বললেন, হে আবু উমাইয়ার কন্যা! (উম্মে সালামা) তুমি আমাকে আসরের পরের দু'রাকআত নামাযের কথা জিজ্ঞেস করছ। আসলে আজ আবদুল কায়স গোত্র থেকে তাদের কয়েকজন লোক আমার কাছে ইসলাম গ্রহণ করতে এসেছিল। তাঁরা আমাকে ব্যস্ত রাখার কারণে জোহরের পরের দু'রাকআত নামায আদায় করার সুযোগ আমার হয়নি। আর সেই দু'রাকআত হল এ দু'রাকআত নামায। (অর্থাৎ, জোহরেরই দু'রাকআতের কাযা, আলাদা কোন নফল নয়।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল أَتَانِى أُنَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ বাক্যে। হাদীসটি সালাতে ১৬৪-১৬৫ এবং মাগাযীতে ৬২৭ পৃষ্ঠায় এসেছে।

أَشَارَ بِيَدِهِ ঃ এর দ্বারা এ মাসআলাটি বুঝা গেল যে, মুসল্লীর শুধু হাত দ্বারা ইঙ্গিত নামায ফাসিদের কারণ নয়, যদিও মাকরূহ।

এক রেওয়ায়াতে خَادِمٌ শব্দের পরিবর্তে جَارِيَةٌ শব্দ আছে। যেমন- ১৬৫ পৃষ্ঠায় এ রেওয়ায়াতটি আছে। তবে সেখানে শব্দ আছে جَارِيَةٌ হতে পারে خَادِمٌ দ্বার উদ্দেশ্য বাঁদী। কেউ কেউ বলেন, সেবিকা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, সেবকের কন্যা। তার নাম ছিল যায়নব। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

٤٠٣٢. حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِىُّ قَالَ حَدثنَا ابُوْ عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ اَوَّلُ جُمُعَةٍ جُمِعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ فِىْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ . جُوَاثَى مِنَ الْبَحْرَيْنِ .

৪০৩২/৩৭৩. আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ জু'ফী র. .... হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মসজিদে জুম'আর নামায জারী করার পরে সর্বপ্রথম যে মসজিদে জুম'আর নামায জারী করা হয়েছিল (জুমুআর নামায পড়া হয়েছিল) তা হল বাহরাইনের জুয়াসা এলাকার আবদুল কায়স গোত্রের মসজিদ। জুয়াসা বাইরাইনের একটি জনপদ।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল فِىْ مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُوَاثَى শব্দে। হাদীসটি জুমুআতে ১২২, মাগাযীতে ৬২৭ পৃষ্ঠায় এসেছে।

গ্রামে জুমুআর নামায

গ্রামে জুমুআর নামায সহীহ কি না- এ বিষয়টি মুজতাহিদীনে কিরামের মাঝে বিতর্কিত। হানাফীদের মতে, জুমআ জায়েয হওয়ার জন্য শহর হওয়া শর্ত। কিন্তু শহরের সংজ্ঞায় বিরাট মতানৈক্য আছে। তা সত্বেও যে সব স্থানে প্রাচীনকাল থেকে জুমআ কায়েম আছে, সেখানে জুমআ বর্জন করানোর ক্ষেত্রে যেসব অনিষ্ট রয়েছে, সেগুলো এসব অনিষ্ট থেকে অনেক মারাত্মক। যেগুলো প্রশ্নকারী জুমআ পড়ার ছুরতে উল্লেখ করেছেন। যেসব লোক জুমআ জায়েয মনে করে তা আদায় করেন, তাদের ফরয আদায় হয়ে যায়। নফলের জামাআত অথবা দিনের নফলে জোরে কিরাআত অথবা ফরয পরিহার করা আবশ্যক হয় না। (কিফায়াতুল মুফতী ঃ ৩/২০৭)

٢٢٣٤. بَابُ وَفْدِ بَنِىْ حَنِيْفَةَ وَحَدِيْثُ ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ

২২৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ বনু হানীফার প্রতিনিধি দল এবং সুমামা ইবনে উসাল রা-এর ঘটনা

ব্যাখ্যা ঃ বনু হানীফা ইয়ামামার একটি প্রসিদ্ধ গোত্র। ثُمَامَةَ ঃ ছায়ের উপর পেশ, মীম তাশদীদ শূন্য। اثال ঃ হামযার উপর পেশ, ছা তাশদীদ শূন্য। হযরত সুমামা ইবনে উসাল রা. শীর্ষ স্থানীয় একজন সাহাবী ছিলেন। হাফিজ আসকালানী ও আল্লামা আইনী র. বলেন, হযরত সুমামা ইবনে উসাল রা.-এর ঘটনা মক্কা বিজয়ের পূর্বেকার এবং বনু হানীফার প্রতিনিধির ঘটনা হল মক্কা বিজয়ের পরে। যেমন- উভয় ঘটনাই পরবর্তীতে আসছে। কিন্তু যেহেতু হযরত সুমামা রা. ও এ গোত্রেরই ছিলেন, বরং বনু হানীফা গোত্রের নেতা ছিলেন, সেহেতু ইমাম বুখারী র. এ গোত্রের আলোচনায় সুমামা রা. এর ঘটনাও বর্ণনা করে দিয়েছেন।

সুমামা ইবনে উসাল রা. এর ঘটনা

মুহাররামুল হারাম ৬ হিজরীতে নজদ অভিমুখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। তাঁরা বনু হানীফা গোত্রের এক নেতা সুমামা ইবনে উসালকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে মসজিদের একটি স্তম্ভে বেঁধে রাখার নির্দেশ দেন। (যাতে মুসলমানদের নামায এবং আল্লাহর দরবারে অক্ষমতা ও বিনয়ের দৃশ্য দেখে। যা দেখার ফলে আল্লাহ্র কথা স্মরণ হত এবং তাদের আমল দেখে আখিরাতের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হত। তাদের নূর ও বরকতই মনের অন্ধকার পরিষ্কার করে দিত।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বললেন, সুমামা! তোমার কি ধারণা? অর্থাৎ, আমার সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? সুমামা বললেন, আপনার সম্পর্কে আমার ধারণা ভাল। আপনি যদি হত্যা করে দেন, তবে একজন হত্যাযোগ্য লোককেই হত্যা করবেন। আর যদি ছেড়ে দেন তবে একজন কৃতজ্ঞের প্রতি অনুগ্রহ হবে। আর যদি সম্পদ উদ্দেশ্য হয়, তবে বলুন, উপস্থিত করব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ উত্তর শুনে নীরবে চলে যান। দ্বিতীয় দিনও এরূপ প্রশ্নোত্তর হল তৃতীয় দিনও অনুরূপই হল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সুমামা! আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি এবং সাহাবায়ে কিরামকে বলে তার রশি খোলার ব্যবস্থা করলেন।

সুমামা মুক্তি পাওয়ার সাথে সাথে মসজিদে নববীর কাছে একটি খেজুর বাগানে গিয়ে গোসল করলেন অতঃপর মসজিদে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে এসে পড়লেন– أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ

এবং বললেন, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্র কসম! এর পূর্বে আপনার চেহারার প্রতি আমার যে পরিমাণ ঘৃণা ছিল, এতটা আর কারও চেহারার প্রতি ছিল না। আর আজকে আপনার আলোকোজ্জ্বল চেহারার প্রতি আমার যে মহব্বত, ভালবাসা এতটা আর কারও চেহারার প্রতি নেই এবং এর পূর্বে আপনার দীন অপেক্ষা আমার নিকট অন্য কোন দীনের প্রতি এত বিদ্বেষ ছিল না। অথচ আজকে আপনার দীনই আমার নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয়। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি উমরার জন্য যাচ্ছিলাম, এমতাবস্থায় আপনার লোকেরা আমাকে গ্রেফতার করে ফেলে, আপনি যদি অনুমতি দেন তবে আমি উমরা করে নিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সুসংবাদ দিলেন (অর্থাৎ, তুমি সহিহ সালামতে থাকবে, কেউ তোমার ক্ষতি করতে পারবে না।) এবং উমরা করার নির্দেশ দেন হযরত সুমামা রা. মক্কা গেলে কুরাইশ বলল, তুমি সাবী তথা বেদীন হয়ে গেছ। সুমামা বললেন, কখনো নয় আমি তো মুসলমান হয়েছি। কারণ, কুফর ও শিরক কোন দীন নয়, বরং নিরর্থক ও বাজে ধারণা। হে মক্কাবাসী শুনে নাও, এবার তোমরা একটি শস্যদানাও পাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি না দিবেন। মক্কায় শস্য আসত ইয়ামামা থেকেই। ফলে তিনি নজদ পৌঁছে শস্য আটকে দিলেন মক্কাবাসী ভীষণ উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত হল। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে আবেদন করল, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিঠি লিখিয়ে সুমামার কাছে পাঠালেন যে, শস্য আটকে রেখ না। এরপর রীতিমত শস্য আসতে আরম্ভ হয়।

٤٠٣٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ فَقَالَ عِنْدِي خَيْرٌ، يَا مُحَمَّدُ! إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تُنْعِمْ، تُنْعِمْ

عَلٰى شَاكِرٍ، وَاِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ الْمَالَ، فَسَلْ مِنْهُ مَاشِئْتَ فَتَرَكَهُ، حَتّٰى كَانَ الْغَدُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ قَالَ عِنْدِىْ مَا قُلْتُ لَكَ اِنْ تُنْعِمْ، تُنْعِمْ عَلٰى شَاكِرٍ فَتَرَكَهُ حَتّٰى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ، فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ فَقَالَ عِنْدِىْ مَا قُلْتُ لَكَ ـ

فَقَالَ اَطْلِقُوْا ثُمَامَةَ فَانْطَلَقَ اِلٰى نَخْلٍ قَرِيْبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ، يَا مُحَمَّدُ! وَاللّٰهِ مَا كَانَ عَلَى الْاَرْضِ وَجْهٌ اَبْغَضُ اِلَىَّ مِنْ وَجْهِكَ، فَقَدْ اَصْبَحَ وَجْهُكَ، اَحَبَّ الْوُجُوْهِ اِلَىَّ، وَاللّٰهِ مَا كَانَ مِنْ دِيْنٍ اَبْغَضَ اِلَىَّ مِنْ دِيْنِكَ، فَاَصْبَحَ دِيْنُكَ اَحَبَّ الدِّيْنِ اِلَىَّ، وَاللّٰهِ مَاكَانَ مِنْ بَلَدٍ اَبْغَضَ اِلَىَّ مِنْ بَلَدِكَ، فَاَصْبَحَ بَلَدُكَ اَحَبَّ الْبِلَادِ اِلَىَّ وَاِنَّ خَيْلَكَ اَخَذَتْنِىْ، وَاَنَا اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ، فَمَاذَا تَرٰى؟ فَبَشَّرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَمَرَهُ اَنْ يَعْتَمِرَ، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ صَبَوْتَ، قَالَ لَا : وَلٰكِنْ اَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَا وَاللّٰهِ لَاتَاتِيْكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتّٰى يَأْذَنَ فِيْهَا النَّبِىُّ ﷺ ـ

৪০৩৩/৩৭৪. আবদুল্লাহ্ ইবনে ইউসুফ র. .... হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল অশ্বারোহী সৈন্য নজদের দিকে পাঠিয়েছিলেন। (সেখানে গিয়ে) তাঁরা সুমামা ইবনে উসাল নামক বনু হানীফার এক ব্যক্তিকে ধরে আনলেন এবং মসজিদে নববীর একটি খুঁটির সাথে তাকে বেঁধে রাখলেন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে এসে বললেন, সুমামা! তোমার কাছে কেমন মনে হচ্ছে? সে উত্তর দিল, হে মুহাম্মদ! আমার কাছে তো ভালই মনে হচ্ছে। (কারণ, আপনি মানুষের উপর কখনও জুলুম করেন না বরং অনুগ্রহই করে থাকেন) যদি আমাকে হত্যা করেন তাহলে আপনি একজন খুনের যোগ্য লোককে হত্যা করবেন (যে হত্যার উপযোগী)। আর যদি আপনি অনুগ্রহ দান করেন তাহলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে অনুগ্রহ দান করবেন। আর যদি আপনি (এর বিনিময়ে) অর্থ সম্পদ চান তাহলে যতটা খুশি দাবি করুন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সেই অবস্থার উপর রেখে দিলেন (অর্থাৎ, তাকে বাঁধা অবস্থায় রেখে চলে গেলেন)। এভাবে পরের দিন আসল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার তাকে বললেন, সুমামা! তোমার কাছে কেমন মনে হচ্ছে? সে বলল, আমার কাছে সেটিই মনে হচ্ছে যা (গতকাল) আমি আপনাকে বলেছিলাম যে, যদি আপনি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন তা হলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির উপর অনুগ্রহ প্রদর্শন করবেন। তিনি তাকে সেই অবস্থায় রেখে দিলেন। অর্থাৎ, বাঁধা অবস্থায় রেখে চলে গেলেন, এভাবে এর পরের দিনও আসল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সুমামা! তোমার কাছে কেমন মনে হচ্ছে? সে বলল, আমার কাছে তা-ই মনে হচ্ছে যা আমি পূর্বেই বলেছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা সুমামার বন্ধন ছেড়ে দাও। এবার তার রশি খুলে দেয়া হল, এবার (মুক্তি পেয়ে) সুমামা মসজিদে নববীর নিকটস্থ একটি খেজুরের বাগানে গেল এবং গোসল করল। এরপর ফিরে এসে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে বলল, اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র রাসূল। (তিনি আরও বললেন) হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্‌র কসম, ইতিপূর্বে আমার কাছে জমিনের বুকে আপনার চেহারার চাইতে অধিক অপছন্দনীয় আর কোন চেহারা ছিল না।

কিন্তু এখন আপনার চেহারাই আমার কাছে সকল চেহারা অপেক্ষা অধিক প্রিয়।। আল্লাহ্র কসম, আমার কাছে আপনার দীন অপেক্ষা অধিক ঘৃণ্য অপর কোন দীন ছিল না। কিন্তু এখন আপনার দীনই আমার কাছে অধিক সমাদৃত। আল্লাহ্র কসম, আমার মনে আপনার শহরের চেয়ে বেশি খারাপ শহর অন্য কোনটি ছিল না। কিন্তু এখন আপনার শহরটিই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়। আপনার অশ্বারোহী সৈনিকগণ আমাকে ধরে এনেছে. সে সময় আমি উমরার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে ছিলাম। তাই এখন আপনি আমাকে কি কাজ করার হুকুম করেন? তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে (দুনিয়া ও আখিরাতের) সু-সংবাদ প্রদান করলেন এবং উমরা আদায়ের জন্য নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি যখন মক্কায় আসলেন তখন জনৈক ব্যক্তি তাকে বলল, তুমি নাকি নিজের দীন ছেড়ে দিয়ে সাবী হয়ে গেছ (যে দীন গ্রহণ হয়েছে?) তিনি উত্তর করলেন, না, (বেদীন হইনি? কুফর শিরক তো কোন দীনই নয়) বরং আমি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করেছি। আর আল্লাহ্র কসম! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিনানুমতিতে তোমাদের কাছে ইয়ামামা থেকে গমের একটি শষ্য দানাও আসবে না।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের দুটি অংশ ছিল। এ হাদীসের সম্পর্ক শিরোনামের দ্বিতীয় অংশের সাথে। তথা جَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِى حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ আর প্রথম অংশের সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীসগুলো আসছে। এ হাদীসটি সালাতে ৬৬, মাগাযীতে ৬২৭-৬২৮ পৃষ্ঠায় এসেছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য সুমামা ইবনে উসাল রা.-এর ঘটনা দ্রষ্টব্য। وَلَا وَاللّٰهِ ঃ এখানে শব্দ উহ্য আছে। মূল ইবারত হল– وَاللّٰهِ لَا اَرْجِعُ اِلَى دِيْنِكُمْ وَلَا اَرْفِقُ بِكُمْ

মাসায়েল উৎসারণ

হাফিজ আসকালানী র. বলেন যে, হযরত সুমামা রা.-এর ঘটনায় অনেক ফায়দা রয়েছে।

১. মসজিদে কাফিরকে বন্দী করা ও বাঁধা।

২. কাফির বন্দীর প্রতি সৌজন্যমূলক আচরণ করা।

৩. অসদাচরণকারীর সাথে সদাচরণ করা।

৪. ইসলাম গ্রহণকালে গোসল করা ইত্যাদি। – (ফাতহুল বারী ঃ ৮/৬৯)

٤٠٣٤. حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ اَبِى حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ قَدِمَ مُسَيْلَمَةُ الْكَذَّابُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ فَجَعَلَ يَقُولُ اِنْ جَعَلَ لِى مُحَمَّدٌ مِنْ بَعْدِهٖ تَبِعْتُهُ وَقَدِمَهَا فِى بَشَرٍ كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِهٖ، فَاَقْبَلَ اِلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَفِى يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قِطْعَةُ جَرِيدٍ حَتّٰى وَقَفَ عَلٰى مُسَيْلَمَةَ فِى اَصْحَابِهٖ، فَقَالَ لَوْ سَاَلْتَنِى هٰذِهِ الْقِطْعَةَ مَا اَعْطَيْتُكَهَا، وَلَنْ تعدو اَمْرَ اللّٰهِ فِيكَ، وَلَئِنْ اَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللّٰهُ، وَاِنِّى لَاَرَاكَ الَّذِى اُرِيتُ فِيهِ مَا رَاَيْتُ، وَهٰذَا ثَابِتٌ يُجِيبُكَ عَنِّى، ثم انْصَرَفَ عَنْهُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَسَاَلْتُ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكَ اَرَى الَّذِى اُرِيتُ فِيهِ مَا رَاَيْتُ، فَاَخْبَرَنِى اَبُو هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَاَيْتُ فِي يَدَىَّ سِوَارَيْنِ مِنْ

ذَهَبٍ، فَاهَمَّنِي شَأْنُهُمَا، فَأُوحِيَ إِلَيَّ فِي الْمَنَامِ أَنْ انْفُخْهُمَا، فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا، فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ بَعْدِي، أَحَدُهُمَا الْعَنَسِيُّ، وَالْآخَرُ مُسَيْلِمَةُ ـ

৪০৩৪/৩৭৫. আবুল ইয়ামান র. .... ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সা-এর যুগে একবার মিথ্যুক মুসাইলামা (মদীনায়) তার বংশের (বনুহানীফা) অনেক লোকের সাথে এসেছিল। সে বলতে লাগল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আমাকে তাঁর পরবর্তীতে (স্থলাভিষিক্ত) নিয়োগ করে যান তাহলে আমি তাঁর অনুগত হয়ে যাব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবিত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাসকে সাথে নিয়ে তার দিকে (তাবলীগের উদ্দেশ্যে) অগ্রসর হলেন এ সময় রাসূলুল্লাহ্ সা-এর হাতে ছিল একটি খেজুরের ডাল। মুসাইলামা তার সাথীদের মধ্যে ছিল, এমতাবস্থায় তিনি তার কাছে গিয়ে পৌঁছলেন। তিনি বললেন, যদি তুমি আমার কাছে এ তুচ্ছ ডালটিও চাও তবে এটিও আমি তোমাকে দেব না। তোমার ব্যাপারে আল্লাহ্র ফায়সালা লংঘিত হতে পারে না। যদি তুমি আমার আনুগত্য থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর তাহলে অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাকে ধ্বংস করে দিবেন। আমি মনে করি তুমি সেই যাকে আমাকে (স্বপ্নযোগে) দেখানো হয়েছে। এ সাবিত আমার পক্ষ থেকে তোমাকে জবাব দেবে। এরপর তিনি তার কাছ থেকে চলে আসলেন। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্তি إِنَّكَ أَرَى الَّذِي الخ - "আমি তোমাকে তেমনই মনে করছি যেমনটি আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছিল" সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আবু হুরায়রা রা. আমাকে জানালেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একদিন আমি ঘুমাচ্ছিলাম, তখন স্বপ্নে দেখলাম, আমার দু'হাতে স্বর্ণের দু'টি খাড়ু । খাড়ু দু'টি আমাকে ঘাবড়িয়ে দিল (পুরুষের জন্য স্বর্ণের খাড়ু অবৈধ) তখন ঘুমের মধ্যেই আমার প্রতি নির্দেশ দেয়া হল, খাড়ু দু'টির উপর ফুঁ দাও। আমি সে দু'টির উপর ফুঁ দিলে তা উড়ে গেল। এরপর আমি এর ব্যাখ্যা করেছি, দু'জন মিথ্যাবাদী (নবী) বলে, যারা আমার পরে বের হবে। (অর্থাৎ, আমার নবুওয়াতের পর প্রকাশিত হবে এবং নবুওয়াতের দাবী করবে) এদের একজন আসওয়াদ 'আন্সী, (আইনের যবর নূন সাকিন) (উমদা) আর অপরজন মুসাইলামা কাযযাব।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের প্রথম অংশের সাথে মিল এ হিসেবে যে, মুসাইলামা বনু হানীফা প্রতিনিদি দলের সাথে এসেছিল। হাদীসটি মানাকিবে ৫১১, আর মাগাযীতে ৬২৮ নং পৃষ্ঠায় এসেছে।

বনু হানীফা প্রতিনিধি দল

হাফিজ আসকালানী র. বলেন, নবম হিজরীতে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট বনু হানীফার একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে আসে। তাতে এ গোত্রের প্রসিদ্ধ ফিতনা সৃষ্টিকারী মুসাইলামা কাযযাবও ছিল। তবে এ ফিতনাবাজ অহংকারের ফলে নববী দরবারে হাজির হয়নি। বরং গোটা কাফেলার সওয়ারী ও আসবাবপত্রের হেফাজতের বাহানায় থেকে যায়। বাকী সমস্ত লোক দরবারে নববীতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। মুসাইলামার নিকট রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ নেন। তাঁর সাথে ছিলেন হযরত সাবিত ইবনে কায়েস রা.। মুসাইলামা বলল, আপনি যদি আমাকে আপনার স্থলাভিষিক্ত করেন এবং আমাকে আপনি খিলাফত দান করেন তাহলে আমি বাইয়াত হওয়ার জন্য প্রস্তুত। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হস্ত মুবারকে একটি ছড়ি ছিল, তিনি বললেন, তুমি যদি এই ছড়িটিরও আবেদন কর, তবুও আমি দিব না। আল্লাহ্ তা'আলা তোমার ভাগ্যে যা নির্ধারিত করে রেখেছেন, তুমি আপাদমস্তক তা থেকে অতিক্রম করতে পারবে না। প্রবল ধারণা, তুমি সে লোকই যাকে স্বপ্নযোগে আমাকে দেখানো হয়েছে। অবশিষ্ট ঘটনা হাদীসের অনুবাদে গেছে।

এরপর ১০ম হিজরীতে মুসাইলামা কাযযাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট চিঠি প্রেরণ করে। যার বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ–

مِنْ مُسَيْلَمَةَ رَسُولِ اللّٰهِ اِلٰى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّٰهِ، اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّىْ قَد اَشْرَكْتُ مَعَكَ فِى الاَمْرِ وَاِنَّ لَنَا نِصْفُ الاَمْرِ وَلِقُرَيْشٍ نِصفُ الاَمرِ وَلَيْسَ قُرَيْشٌ قَوْمًا يَعْدِلُوْنَ ـ

'আল্লাহ্‌র রাসূল মুসাইলামার পক্ষ থেকে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি। পর সমাচার, আমি এ ব্যাপারে আপনার শরীক হয়েছি। আপনার সাথে অর্ধেক এখতিয়ার আমার আর অর্ধেক কুরাইশের, আর কুরাইশ ন্যায়পরায়ণ জাতি নয়।'

এর উত্তর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই লেখালেন–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّٰهِ اِلٰى مُسَيْلَمَةَ الكَذَّابِ، اَمَّا بَعْدُ فَالسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الهُدٰى، فَاِنَّ الاَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ، وَالعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ـ

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে মহামিথ্যুক মুসাইলামার প্রতি।

পর সমাচার, শান্তি বর্ষিত হোক তার প্রতি, যে সত্যপথের অনুসারী। নিঃসন্দেহে জমি আল্লাহর। তিনি তাঁর যে বান্দাকে ইচ্ছা এর মালিক বানিয়ে দেন। পরকালের কল্যাণ তাদের জন্য যারা আল্লাহকে ভয় করে।'

এ স্বপ্নে স্বর্ণের চুড়ি দেখানো হয়েছিল, যদ্দারা ইঙ্গিত হল, সূচনালগ্নে কিছুটা চমক ও উদারতা হবে। অতঃপর ফুঁক দিলে উড়ে যাবে। এটা এদিকে ইঙ্গিতবাহী যে, এসব মিথ্যাবাদীর দাবী স্থায়ী হবে না। এ কারণে আসওয়াদে আনসীতো স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগেই মারা পড়ে। তাকে ফাইরুয হত্যা করেন। বুখারীর ১০৪১ পৃষ্ঠায় এর সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। আর মুসাইলামা কাযযাব নিহত হয়েছে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এর খিলাফত আমলে ওয়াহশী রা. এর হাতে। মোটকথা, হক হকই আর বাতিল বাতিলই।

نور خدا ہے کفرکی حرکت پہ خندہ زن * پہونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائےگا ۔

٤٠٣٥. حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رضى الله عنه يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اُتِيْتُ بِخَزَائِنِ الاَرضِ، فَوُضِعَ فِى كَفِّى سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَكَبُرَا عَلَىَّ، فَاُوحِىَ اِلَىَّ اَنِ انْفُخْهُمَا، فَنَفَخْتُهُمَا فَذَهَبَا، فَاَوَّلْتُهُمَا الكَذَّابَيْنِ، اَلَّذَيْنِ اَنَا بَيْنَهُمَا، صَاحِبُ صَنْعَاءَ، وَصَاحِبُ اليَمَامَةِ ـ

৪০৩৫/৩৭৬. ইসহাক ইবনে নাসর র. ...... হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি ঘুমাচ্ছিলাম এমতাবস্থায় (স্বপ্নে) আমার নিকট জমিনের ভাণ্ডারগুলো উপস্থাপন করা হল এবং আমার হাতে দু'টি সোনার খাড়ু রাখা হল। ফলে আমার মনে ব্যাপারটি গুরুতর অনুভূত হলে আমাকে ওহীর মাধ্যমে জানানো হল যে, এগুলোর উপর ফুঁ দাও। আমি ফুঁ দিলাম, খাড়ু দু'টি উধাও হয়ে গেল। এরপর আমি এ দু'টির ব্যাখ্যা করলাম যে, এরা সেই দু' মিথ্যাবাদী (নবী) যাদের

মাঝখানে আমি অবস্থান করছি। অর্থাৎ, সানআ শহরের অধিবাসী (আসওয়াদ আন্‌সী) এবং ইয়ামামা শহরের অধিবাসী (মুসাইলামাতুল কায্‌যাব)।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল এই হিসেবে যে, এখানে মুসাইলামা কাযযাবের আলোচনা রয়েছে, সে বনু হানীফা প্রতিনিধি দলের সাথে মদীনায় এসেছিল।

ইমাম বুখারী র. হাদীসটি কিতাবুত্ তা'বীরে ১০৪২, মাগাযীতে ৬২৮ পৃষ্ঠায় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٤٠٣٦. حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ سَمِعْتُ مَهْدِيَّ بْنَ مَيْمُونٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيَّ يَقُولُ : كُنَّا نَعْبُدُ الْحَجَرَ، فَإِذَا وَجَدْنَا حَجَرًا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ أَلْقَيْنَاهُ وَأَخَذْنَا الْآخَرَ، فَإِذَا لَمْ نَجِدْ حَجَرًا، جَمَعْنَا جُثْوَةً مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ جِئْنَا بِالشَّاةِ فَحَلَبْنَا عَلَيْهِ ثم طُفْنَا بِهِ، فَإِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَجَبٍ قُلْنَا مُنَصِّلُ الْأَسِنَّةِ فَلَا نَدَعُ رُمْحًا فِيهِ حَدِيدَةٌ وَلَا سَهْمًا فِيهِ حَدِيدَةٌ إِلَّا نَزَعْنَاهُ ، فَأَلْقَيْنَاهُ شَهْرَ رَجَبٍ قَالَ وَسَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ يَقُولُ كُنْتُ يَوْمَ بُعِثَ النَّبِيُّ ﷺ غُلَامًا أَرْعَى الْإِبِلَ عَلَى أَهْلِي فَلَمَّا سَمِعْنَا بِخُرُوجِهِ فَرَرْنَا إِلَى النَّارِ إِلَى مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ .

৪০৩৬/৩৭৭. সাল্‌ত ইবনে মুহাম্মদ র. .... হযরত আবু রাজা উতারিদী র. বলেন যে, (জাহিলী যুগে ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে) আমরা একটি পাথরের পূঁজা করতাম। যখন এ অপেক্ষা উত্তম কোন পাথর পেতাম তখন এটিকে নিক্ষেপ করে দিয়ে অপরটির পূজা আরম্ভ করতাম (অর্থাৎ, দ্বিতীয়টিকে চুম্বন, লেহন ও পূঁজা শুরু করতাম) আর কখনো যদি আমরা কোন পাথর না পেতাম তাহলে কিছু মাটি একত্রিত করে স্তুপ বানিয়ে নিতাম। তারপর একটি বকরী এনে সেই স্তুপের উপর দোহন করতাম (যেন কৃত্রিমভাবে মাটি জমে তা পাথরের মত দেখায়, যাতে মাবূদ বানিয়ে সেটার পূঁজা করা যায় এবং দুধের নজরানা পেশ করা যায়।) তারপর এর চারপাশে তাওয়াফ করতাম। আর রজব (হারাম) মাস আসলে আমরা বলতাম, এটা তীর থেকে ফলা ও বর্শা বিচ্ছিন্ন করার মাস (যুদ্ধের মাস নয়)। কাজেই আমরা রজব মাসে লোহার তৈরী সব ক'টি তীর ও বর্শা থেকে ছুড়ে ফেলতাম। (অর্থাৎ, নিজেদের থেকে আলাদা করে রেখে দিতাম।) রাবী (মাহদী) র. বলেন, আমি আবু রাজা র.-কে বলতে শুনেছি যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়ত প্রাপ্তিকালে আমি ছিলাম অল্পবয়স্ক বালক। আমি আমাদের উট চরাতাম। তারপর যখন আমরা শুনলাম যে, তিনি [নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নিজের কাওমের উপর অভিযান চালিয়েছেন (এবং মক্কা জয় করে ফেলেছেন) তখন আমরা পালিয়ে আশ্রয় নিলাম জাহান্নামের দিকে অর্থাৎ, মিথ্যাবাদী (নবী) মুসাইলামার দিকে। (তার অনুসারী হলাম।)

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابِ শব্দে।

أَبُو رَجَاءِ الخ ঃ এ লোক প্রথমে মুসাইলামা কাযযাবের অনুগত হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ, মুসাইলামা কাযযাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। যার ঘটনা নিম্নরূপ-

বনু তামীম গোত্রে ছিল সাজাহ নামক এক রমণী। এই মহিলা নবুওয়াতের দাবী করেছিল এবং তার গোত্রের কিছুসংখ্যক লোককে অনুগতও বানিয়েছিল। অতঃপর সাজাহ নামক এ মহিলা যখন মুসাইলামা কাযযাবের নবুওয়াতের দাবীর সংবাদ পায়, তখন পরস্পরে আলোচনা হয় এবং মুসাইলামা কাযযাব তাকে বিয়ে করে ফেলে। সাজাহের গোত্র আর মুসাইলামার কবীলা সবাই মুসাইলামার নবুওয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে লাগল। যাতে আবু রাজা উতারিদীও লিপ্ত হয়। কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা তাকে ইসলামের তাওফীক দান করেন এবং সে ইসলাম গ্রহণ করে। আবু রাজাতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগেই ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দর্শন লাভ করতে পারেননি।

২২৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ আসওয়াদ আন্‌সীর ঘটনা ٢٢٣٥. بَابُ قِصَّةِ الْاَسْوَدِ الْعَنْسِيِّ

পূর্ণ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ স্বয়ং হাদীস শরীফের অনুবাদ দ্বারা জানা যাবে।

٤٠٣٧. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدَةَ بْنِ نَشِيطٍ، وَكَانَ فِى مَوْضِعٍ أٰخَرَ اِسْمُهُ عَبْدُ اللّٰهِ اَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عُتْبَةَ قَالَ بَلَغَنَا اَنَّ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَنَزَلَ فِى دَارِ بِنْتِ الْحَارِثِ، وَكَانَ تَحْتَهُ اِبْنَةُ الْحَارِثِ بْنُ كُرَيْزٍ وَهِىَ اُمُّ عَبْدِ اللّٰهِ عَامِرٍ ، فَاَتَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَهُوَ الَّذِى يُقَالُ لَهُ خَطِيبُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَفِى يَدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَضِيبٌ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَكَلَّمَهُ، فَقَالَ لَهُ مُسَيْلِمَةُ اِنْ شِئْتَ خَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الاَمْرِ، ثُمَّ جَعَلْتَهُ لَنَا بَعْدَكَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ سَاَلْتَنِى هٰذَا الْقَضِيبَ مَا اَعْطَيْتُكَهُ، وَاِنِّى لَاُرَاكَ الَّذِى اُرِيتُ فِيهِ مَا اُرِيتُ ، وَهٰذَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ وَسَيُجِيبُكَ عَنِّى، فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ سَاَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رُؤْيَا رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّتِى ذَكَرَ ـ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذُكِرَ لِى اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اُرِيتُ اَنَّهُ وُضِعَ فِى يَدَىَّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَفُظِعْتُهُمَا وَكَرِهْتُهُمَا، فَاُذِنَ لِى فَنَفَخْتُهُمَا، فَطَارَا فَاَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ، قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ اَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ الَّذِى قَتَلَهُ فَيْرُوزُ بِالْيَمَنِ وَالْاٰخَرُ مُسَيْلِمَةُ ـ

৪০৩৭/৩৭৮. সাঈদ ইবনে মুহাম্মদ জারমী র. .... হযরত উবাইদুল্লাহ ইবনে উতবা র. বলেন, আমাদের কাছে এ খবর পৌঁছে যে [রাসূল সা-এর যামানায়] মিথ্যাবাদী মুসাইলামা একবার মদীনায় এসে হারিসের কন্যার ঘরে অবস্থান করেছিল। হারিস ইবনে কুরাইযের কন্যা তথা আবদুল্লাহ্ ইবনে আমিরের মা ছিল তার (মুসাইলামার) স্ত্রী। (অর্থাৎ, স্ত্রীর ঘরে ছিল। এ বিনতে হারিস আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমিরের মা ছিল। উদ্দেশ্য হল এর তো আবদুল্লাহ ইবনে আমিরের সাথে বিবাহের পূর্বে মুসাইলামা এ স্থানে অবস্থান করেছে কেননা, সে তার স্ত্রী ছিল)। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ স্থানে আসলেন তাবলীগের জন্য। তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন সাবিত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাস রা; তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খতীব বলা হত। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে ছিল একটি খেজুরের ডাল। তিনি তার কাছে গিয়ে তার সাথে কথাবার্তা বললেন। (অর্থাৎ, তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। মুসাইলামা তাঁকে [রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে] বলল, আপনি ইচ্ছা করলে আমার এবং আপনার মাঝে কর্তৃত্বের বাধা এভাবে তুলে দিতে পারেন যে, আপনার পরে তা আমার জন্য নির্দিষ্ট করে দেন। (উদ্দেশ্য হল আপনি জীবদ্দশায় নবী থাকবেন এরপর আমাকে এ শর্তে স্বাধীনতা প্রদান করবেন যে, আপনার পরে খিলাফতের দায়িত্ব আমাকে অর্পণ করবেন) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি যদি এ ডালটিও আমার কাছে চাও, তাও আমি তোমাকে দেব না। আমি তোমাকে ঠিক তেমনই মনে করছি যেমনটি আমাকে

(স্বপ্নযোগে) দেখানো হয়েছে। এই সাবিত ইবনে কায়েস এখানে রইল, সে আমার পক্ষ থেকে তোমার জবাব দেবে। এ কথা বলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সেখান থেকে) চলে গেলেন। উবাইদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্ র. বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা.-কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উল্লেখিত স্বপ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তখন ইবনে আব্বাস রা. বললেন, [আবু হুরায়রা রা. কর্তৃক] আমাকে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি ঘুমাচ্ছিলাম এমতাবস্থায় আমাকে দেখানো হল যে, আমার দু'হাতে দু'টি সোনার খাড় রাখা হয়েছে। এতে আমি ঘাবড়ে গেলাম এবং সে অপছন্দ করলাম। তখন আমাকে (ফুঁ দিতে) বলা হল। আমি এ দু'টির উপর ফুঁ দিলে তা দু'টি উড়ে গেল। আমি এ দু'টির ব্যাখ্যা করলাম যে, দু'জন মিথ্যাবাদী (নবী) আবির্ভূত হবে। উবাইদুল্লাহ র. বলেন, এ দু'জনের একজন হল আসওয়াদ আন্‌সী, যাকে ফাইরুয নামক এক ব্যক্তি ইয়ামান এলাকায় হত্যা করেছে আর অপর জন হল মুসাইলামাতুল কায্‌যাব।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ الَّذِي قَتَلَهُ فَيْرُوزُ بِالْيَمَنِ বাক্যে। হাদীসটি ৫০১ পৃষ্ঠায় ও মাগাযীতে ৬২৮ পৃষ্ঠায় এসেছে। عَنْسِي ঃ আইনের উপর যবর, নূন সাকিন।

মুসাইলামা কাযযাবের স্ত্রীর নাম ছিল কাইয়্যিসা (ইয়াতে তাশদীদ সহকারে) বিনতে হারিস। মুসাইলামা নিহত হবার পর আবদুল্লাহ ইবনে আমির তাকে বিয়ে করেন। তার ঘরে আবদুল্লাহ জন্ম নেন। এজন্য অনুবাদে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, এ কাইয়্যিসা আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমিরের মা। কেউ কেউ এটিকে এভাবে বিশুদ্ধ করেছেন যে, সে কাইয়্যিসা আবদুল্লাহ ইবনে আমিরের সন্তানদের মা। কারণ, আবদুল্লাহ ইবনে আমিরের মায়ের নাম লায়লা বিনতে আবু হাসমা।

মুসাইলামা কাযযাবের ঘটনা তো পূর্বোক্ত হাদীসগুলোতে এসেছে। এ হাদীসের উপর ইমাম বুখারী র. শিরোনাম রেখেছেন بَابُ قِصَّةِ الْأَسْوَدِ الْعَنْسِي , অথচ হাদীসে পূর্ণ ঘটনা হল মুসাইলামা কাযযাবের। আসওয়াদে আনসীর শুধু হত্যার আলোচনা শেষে আনা হয়েছে যে, ফাইরুয ইয়ামানে তাকে হত্যা করেছেন। শুধু এতটুকু মিলের কারণে ইমাম বুখারী র. শিরোনাম কায়েম করেছেন। বড়দের ব্যাপারও বড়। ইমাম বুখারী র. এর সূক্ষ্ম দৃষ্টি প্রসিদ্ধ ও উলামায়ে কিরামের প্রবাদবাক্য হয়ে আছে। কে প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে যে, শিরোনাম এক ধরনের আর হাদীসে রয়েছে অন্য কিছু। বুখারীর ব্যাখ্যাতা আল্লামা আইনী র. শুধু এতটুকু বলেছেন যে, لَيْسَتْ قِصَّةُ الْعَنْسِيِّ وَإِنَّمَا فِيهِ قِصَّةُ مُسَيْلِمَةَ بِطَرِيقِ الْإِرْسَالِ কিন্তু আল্লামা আইনী র. কোন উত্তর দেননি।

মোটকথা, আসওয়াদে আনসীর ঘটনা সংক্ষিপ্ত আকারে হাফিজ আসকালানী র. বর্ণনা করেছেন– তার নাম ছিল আবহালা ইবনে কা'ব। যেহেতু সে চেহারা গোপন করে চলত, সেহেতু সে আসওয়াদ যুলখিমার রূপে প্রসিদ্ধ ছিল। সে সানআয় নবুওয়াতের দাবি করেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গভর্নর মুহাজির ইবনে আবু উমাইয়ার উপর সে প্রবলতা লাভ করেছিল। কারও কারও উক্তি রয়েছে যে, সানআয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গভর্নর ছিলেন বাযান। বাযানের ইন্তিকাল হলে আসওয়াদে আনসীর বাধ্যকৃত শয়তান তাকে সংবাদ দিয়ে দেয়।

বর্ণিত আছে, আসওয়াদে আনসীর নিকট দুটি বাধ্যকৃত শয়তান ছিল। একটির নাম সুহাইক, অপরটির নাম শুকাইক ছিল। এ দু'শয়তানের কোন একটি আসওয়াদকে বাযানের ইন্তিকালের সংবাদ দেয়। ফলে সে স্বীয় সম্প্রদায় নিয়ে সানআয় সরকার প্রতিষ্ঠা করে এবং বাযানের স্ত্রী মারযুবানাকে বিয়ে করে। ফাইরুয মারযুবানার সাথে গোপনে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত করে নেয় এবং পারস্পরিক সে প্রতিশ্রুতির অধীনে মারযুবানা আসওয়াদকে প্রচুর শরাব পান করিয়ে মাতাল ও বেহুঁশ করে রাখে। যেহেতু দরজায় এক হাজার প্রহরীর পাহারা ছিল, সেহেতু ফাইরুয প্রমুখ ছিদ্র করে অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তার কল্লা কেটে মারযুবানাকে জরুরি মাল ও আসবাবপত্রসহ বের করে আনেন। আল্লাহ তা'আলা এভাবে এ ফিতনাবাজ আসওয়াদকে খতম করিয়ে দেন। (ফাতহ ঃ ৮/৭৩)

২২৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ নাজরান অধিবাসীদের ঘটনা ٢٢٣٦. بَابُ قِصَّةِ اَهْلِ نَجْرَانَ

نَجْرَانَ ঃ নাজরান (নূনের উপর যবর, জীম সাকিন) মক্কা থেকে ইয়ামানের দিকে সাত মনযিল দূরে অবস্থিত অনেক বড় একটি শহর। ৭৩টি গ্রাম ও জনপদ এর সাথে সংশ্লিষ্ট। (উমদা ঃ ১৮/২৬, ফাতহ ঃ ৮/৭৩)

নবম হিজরীতে নাজরানের খ্রিস্টানদের একটি প্রতিনিধি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে মদীনায় আগমন করে। তারা ছিল ৬০ জন। তন্মধ্যে ১৪ জন আর ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়াত অনুসারে ২৪ জন ছিলেন অভিজাত ও সম্মানিত। এসব মর্যাদাবান ব্যক্তিদের মধ্য থেকে ৩ জন ছিলেন আরও বিশিষ্ট ব্যক্তি। যাদের হাতে সেখানকার সমস্ত এখতিয়ার ছিল।

১. আকিব, যার নাম ছিল আবদুল মাসীহ। তিনি ছিলেন কাফেলার প্রধান।

২. সাইয়্যিদ আইহাম (হামযার উপর যবর, ইয়া সাকিন।) যিনি ছিলেন মন্ত্রী পর্যায়ের। দলের ক্রমবিন্যাস এবং সাওয়ারীগুলোর ব্যবস্থাপনা তার সাথেই সংশ্লিষ্ট ছিল।

৩. আবু হারিসা ইবনে আলকামা। তিনি ছিলেন তাদের ইমাম ও বড় আলিম পাদ্রী। যাকে খ্রিস্টানদের পরিভাষায় বলে আসকাফ।

আবু হারিসা মূলত ছিলেন আরব। তিনি ছিলেন বকর ইবনে ওয়ায়িল গোত্রের লোক। খ্রিস্টান হয়ে খ্রিস্টানদের সাথে বসবাস করেন। তাদের গ্রন্থাবলী পড়েন ও পূর্ণতা অর্জন করেন। রোম সম্রাটগণ ছিলেন খ্রিস্টান। তারা যখন তার ধর্মীয় জ্ঞান ও ইজতিহাদ সম্পর্কে জানতে পারেন তখন তার বড় ইয্যত সম্মান করেন ও খুব খেদমত করেন এবং একটি গীর্জা তৈরি করে তার ইমাম নিযুক্ত করেন। তারা খুব শান-শওকতে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন এ প্রতিনিধিদল আসর নামাযের পর মসজিদে নববীতে প্রবেশ করেন। এটি ছিল তখন তাদের নামাযের সময় তখন তারা নামায পড়তে চায়। সাহাবায়ে কিরাম মনস্থ করলেন, তাদেরকে এ ধরনের নামায থেকে বারণ করবেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাদের পড়তে দাও। ফলে তারা পূর্বদিকে মুখ করে স্বীয় রীতি মত নামায আদায় করে।

সর্বপ্রথম হযরত ঈসা আ.-এর খোদা ও আল্লাহর বেটা হওয়ার ব্যাপারে আলোচনা ও কথোপকথন শুরু হয় তাদের কথা হল, হযরত মাসীহ আ. আল্লাহর বেটা না হলে তার পিতা কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের জানা আছে, ছেলে বাপের মত হয়।

নাজরানের খ্রিস্টান ঃ হবে না কেন? নিশ্চয়, অনুরূপই হয়ে থাকে। ফল এই বের হল যে, ঈসা আ. যদি আল্লাহ্‌র পুত্র হন তবে তাঁর আল্লাহর মত হওয়া উচিত। অথচ সবার জানা আছে যে, আল্লাহর কোন নজির ও অনুরূপ নেই। لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ - وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঃ তোমাদের কি জানা নেই যে, আল্লাহ্ তা'আলা حَيٌّ لَا يَمُوْتُ তিনি চিরঞ্জীব। কখনও তার মৃত্যু আসবে না। وَاَنَّ عِيْسٰى يَاتِىْ عَلَيْهِ الْفَنَاءُ – অথচ ঈসা আ. মৃত্যুবরণ করবেন।

খ্রিস্টান ঃ নিঃসন্দেহে যথার্থ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঃ তোমাদের জানা আছে, আল্লাহ তা'আলার নিকট আসমান জমিনের কোন কিছুই গোপন নেই। ঈসা আ.-এর কি এর চেয়ে বেশি কিছু জানা আছে, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বাতলে দিয়েছেন?

খ্রিস্টান ঃ না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঃ তোমাদের জানা আছে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা আ. কে মায়ের জরায়ুতে আপন ইচ্ছামত সৃজন করেছেন। তোমাদের এটাও জানা আছে, আল্লাহ্ তা'আলা খাবার গ্রহণ করেন না ও পান করেন না। তাঁর প্রস্রাব-পায়খানারও কোন প্রয়োজন হয় না।

খ্রিস্টান ঃ যথার্থ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঃ তোমার ভাল করেই জানা আছে, হযরত মরিয়ম আ. অন্যান্য মহিলার ন্যায় অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন। হযরত ঈসা আ. মরিয়ম আ. এর গর্ভে ছিলেন। মরিয়ম সিদ্দীকা তাকে এরূপভাবে জন্ম দেন যেরূপভাবে মহিলারা শিশুদের জন্ম দেয়। অতঃপর শিশুদের ন্যায় তাকে খাদ্যও দেয়া হয়েছে। যেমন– শিশুরা খায় ও পান করে এবং প্রস্রাব-পায়খানা করে।

খ্রিস্টান ঃ নিঃসন্দেহে এরূপই ছিল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঃ তাহলে উপাস্য কিভাবে হলেন? অর্থাৎ, যার সৃজন ও রূপদান হয়েছে মায়ের জরায়ুতে এবং জন্মের পর খাবারের মুখাপেক্ষী হয়েছেন, প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজন হয়েছে, তিনি কিভাবে উপাস্য হতে পারেন?

নাজরানের খ্রিস্টানদের নিকট সত্য স্পষ্ট হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও জেনে শুনে তারা সত্যের অনুসরণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল। আল্লাহ্ তা'আলা এ সম্পর্কে অনেকগুলো আয়াত অবতীর্ণ করলেন– الٓمٓ اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الاية (আল ইমরান ঃ ১–৬)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজরানের খ্রিস্টানদের নিকট ইসলাম পেশ করলেন। তারা বলল, আমরা তো প্রথম থেকেই মুসলমান। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের ইসলাম কিভাবে বিশুদ্ধ হতে পারে, অথচ তোমরা আল্লাহ্র জন্য পুত্র সাব্যস্ত কর এবং ক্রুসের উপাসনা কর, শূকর খাও?

নাজরানের খ্রিস্টান ঃ আপনি হযরত মাসীহ আ. কে আল্লাহ্ তা'আলার বান্দা বলেন, আপনি কি হযরত মাসীহের ন্যায় কাউকে দেখেছেন বা শুনেছেন?

এরপর নাযিল হয় নিম্নোক্ত আয়াত–

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللّٰهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۔ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۔ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۔ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ ۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ۔

'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকট ঈসা আ. এর উদাহরণ আদমের ন্যায়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর নির্দেশ দেন, হয়ে যাও। অতঃপর সে (প্রাণবিশিষ্ট) হয়ে যায়। এটা বাস্তব বিষয় যা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে। অতএব, আপনি সংশয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। এ জ্ঞানের পরও যে আপনার সাথে ঝগড়া করে আপনি তাকে বলে দিন (যদি প্রমাণ দ্বারা না মান তবে) আস। আমরা আমাদের ছেলেদেরকে এবং তোমাদের ছেলেদেরকে, আমাদের স্ত্রীদেরকে এবং তোমাদের স্ত্রীদেরকে এবং আমাদেরকে ও তোমাদেরকে ডাকব, অতঃপর মুবাহালা করব, অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দোয়া করব যেন মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্র অভিশম্পাত হয়। (আলে ইমরান ঃ ৫৯–৬১)

(অর্থাৎ, যদি পিতাহীন সৃজনই কারও আল্লাহ্ অথবা আল্লাহ্র ছেলে হওয়ার প্রমাণ হয়, তবে তো খ্রিস্টানদের উচিত, আদম আ.-কে উত্তমরূপে খোদার সন্তান মেনে নেয়া। কারণ, ঈসা আ. তো শুধু পিতা ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছেন, আর আদম আ. তো মাতা-পিতা দু'জন ছাড়াই সৃজিত হয়েছেন।)

মুবাহালার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও সংজ্ঞা

مُبَاهَلَة শব্দটি بَهْل অথবা بَهْلَة থেকে গৃহীত। যার অর্থ হল– অভিশম্পাত। শব্দটি بَاب فَتَحَ থেকে। লানত করা। মুবাহালা মানে পরস্পরে অভিশম্পাত করা। পারিভাষিক সংজ্ঞা হল– কোন বিষয়ে হক ও বাতিলের

দু'পক্ষে মতানৈক্য ও ঝগড়া হলে যদি প্রমাণাদি দ্বারা বিবাদ খতম না হয় তবে উভয় পক্ষ এবং তাদের পরিবার-পরিজন সবাই মিলে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দোয়া করা যে, এ বিষয়ে যে বাতিলের উপর আছে, তার প্রতি আল্লাহ্র কহর অবতীর্ণ হোক, ধ্বংস ও লানত নাযিল হোক।

নাজরানের খ্রিস্টান এবং মুবাহালা

এসব আয়াত অবতীণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ মুবাহালার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। পরের দিন ইমাম হাসান-হোসাইন, নারী জাতির নেত্রী হযরত ফাতিমা যাহরা এবং আলী রা. -কে সাথে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন।

নাজরানের খ্রিস্টানরা এসব নূরানী ও মুবারক চেহারা দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সময় প্রার্থনা করে যে, আমরা পরস্পরে পরামর্শ করব। অতঃপর আপনার কাছে উপস্থিত হব। তারা আলাদা যেয়ে পরামর্শ শুরু করে এবং সিদ্ধান্ত হয় যে, মুবাহালা করলে সবাই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ্র শপথ! তাঁর নবুওয়াত স্পষ্ট। হযরত ঈসা আ. সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন সেগুলো ছিল সিদ্ধান্তকারী উক্তি। আল্লাহ্র শপথ! কোন জাতি কখনও কোন নবীর সাথে মুবাহালা করে টিকে থাকতে পারেনি বরং ধ্বংস হয়ে গেছে। অতএব তোমরা মুবাহালা করে নিজেদের ধ্বংস কর না। তোমরা যদি স্বীয় ধর্মের উপর কায়েম থাকতে চাও তবে সন্ধি করে ফিরে যাও। অবশেষে তারা মুবাহালা ছেড়ে বাৎসরিক জিজিয়া প্রদান কবুল করে নেয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে পবিত্র সত্তার কসম, যার মুঠোয় আমার প্রাণ। আযাব নাজরানবাসীর মাথার উপর এসে গিয়েছিল। তারা যদি মুবাহালা করত তবে বানর ও শুকরে পরিণত হয়ে যেত এবং গোটা উপত্যকা আগুন হয়ে তাদের উপর বর্ষিত হত। নাজরানের সমস্ত খ্রিস্টান ধ্বংস হয়ে যেত। দ্বিতীয় দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি চুক্তিনামা লেখান, যার সারমর্ম ছিল নিম্নরূপ–

১. নাজরানবাসীদেরকে প্রতি বছর দু'হাজার জোড়া পোষাক প্রদান করতে হবে। এক হাজার রজব মাসে আর এক হাজার সফর মাসে। প্রতিটি জোড়ার মূল্য হবে এক উকিয়া। তথা চল্লিশ দিরহাম।

২. নাজরানবাসীর উপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দূতের এক মাস পর্যন্ত মেহমানদারী আবশ্যক হবে।

৩. ইয়ামানে যদি কোন ফিতনা অথবা হাঙ্গামা সৃষ্টি হয় তাহলে নাজরানবাসীদেরকে ৩০টি লৌহবর্ম, ৩০টি ঘোড়া এবং ৩০টি উট ধার রূপে দিতে হবে, যা পরবর্তীতে ফেরত দেয়া হবে। আর যদি কোন কিছু হারানো যায় বা নষ্ট হয়ে যায় তবে এর দায়-দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তাবে।

৪. আল্লাহ ও তদীয় রাসূল তাদের জানমালের হেফাজতের জিম্মাদার। তাদের ধনসম্পদ, স্বত্ব, তাদের জমি-জিরাত, তাদের অধিকার, তাদের ধর্ম, তাদের দরবেশ-পাদ্রী এবং তাদের খান্দান ও অনুসারীদের মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন হবে না। জাহিলিয়তের কোন খুনের দাবি তাদের কাছ থেকে করা হবে না। তাদের ভূমিতে কোন সৈন্য প্রবেশ করবে না।

৫. তাদের কাছ থেকে অধিকার দাবি করলে জালিম ও মজলুমের মাঝে ইনসাফ করা হবে।

৬. যে সুদ খাবে তার থেকে আমি দায়মুক্ত।

৭. কেউ জুলুম ও বাড়াবাড়ি করলে এর বদলায় অন্য ব্যক্তি ধৃত হবে না। এটা আল্লাহ এবং তদীয় রাসূলের দায়িত্ব। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

এ চুক্তিনামার উপর আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, গায়লান ইবনে আমর, মালিক ইবনে আউফ, আকরা ইবনে হাবিস ও মুগীরা ইবনে শু'বা রা. দস্তখত করেন।

নাজরানের খ্রিস্টানরা এ চুক্তিনামা নিয়ে ফিরে যায়। রওয়ানাকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট দরখাস্ত করে যে, কোন আমানতদার ব্যক্তিকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন। যাতে তিনি আমাদের নিকট থেকে সন্ধির মাল নিয়ে ফিরে আসেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি নেহায়েত আমানতদার ব্যক্তিকে তোমাদের সাথে পাঠাব। এ বলে আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা.কে তাদের সাথে যাবার নির্দেশ দেন। বস্তুত তিনি হলেন, এ উম্মতের আমানতদার। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ফরমান নিয়ে নাজরান ফিরে যান। নাজরান এক মনজিল দূরে থাকা অবস্থাতেই সেখানকার পাদ্রী ও সম্মানিত লোকজন তাদের স্বাগত জানাতে আসেন। প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর লেখা পাদ্রীর নিকট অর্পণ করলে তিনি তা পাঠে রত হন। ইতোমধ্যে আবু হারিসার খচ্চর- যার উপর তিনি আরোহী ছিলেন, এটি হোচট খেলে তার এক ভাই কুরয ইবনে আলকামার মুখ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শানে বেয়াদবীমূলক একটি কথা বেরিয়ে যায়। তখন আবু হারিসা ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, আল্লাহ্র কসম! তিনি প্রেরিত নবী, তিনি সে নবী, যার শুভ সংবাদ প্রদান করা হয়েছে তাওরাত ও ইঞ্জিলে। কুরয বলল, তাহলে ঈমান আনছ না কেন? আবু হারিসা বলল, এসব সম্রাট আমাদের যে ধনসম্পদ দিয়ে রেখেছে এগুলো সব ফেরতে নিয়ে নিবেন। এতদশ্রবণে কুরয তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করে। কিছুদিন পর সাইয়্যিদ আইহাম এবং আবদুল মাসীহ, আকিবও মদীনা মুনাওয়ারায় উপস্থিত হয়ে মুসলমান হন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সবার প্রতি সন্তুষ্ট হোন। তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন।

٤٠٣٨. حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ جَاءَ الْعَاقِبُ وَالسَّيِّدُ صَاحِبَا نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُرِيدَانِ أَنْ يُلَاعِنَاهُ، قَالَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ لَا تَفْعَلْ فَوَاللَّهِ لَئِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَاعَنَّا لَا نُفْلِحُ نَحْنُ وَلَا عَقِبُنَا مِنْ بَعْدِنَا، قَالَا إِنَّا نُعْطِيكَ مَا سَأَلْتَنَا وَابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا أَمِينًا وَلَا تَبْعَثْ مَعَنَا إِلَّا أَمِينًا، فَقَالَ لَأَبْعَثَنَّ مَعَكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ فَاسْتَشْرَفَ لَهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، فَلَمَّا قَامَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هٰذَا أَمِينُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ.

৪০৩৮/৩৭৯. আব্বাস ইবনে হুসায়ন র. ...... হযরত হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাজরান এলাকার দু'জন সরদার আকিব এবং সাইয়িদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে তাঁর সাথে মুবাহালা করতে চেয়েছিল। বর্ণনাকারী হুযাইফা রা. বলেন, তখন তাদের একজন (সায়্যিদ) অপরজনকে বলল, এরূপ করো না। কারণ, আল্লাহ্র কসম, তিনি যদি নবী হয়ে থাকেন আর আমরা তাঁর সাথে মুবাহালা করি তাহলে আমরা এবং আমাদের পরবর্তী সন্তান-সন্তুতি (কেউ) রক্ষা পাবে না। তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বলল যে, আপনি আমাদের কাছ থেকে যা চাবেন আপনাকে আমরা তাই দেব। তবে এর জন্য আপনি আমাদের সাথে একজন আমানতদার ব্যক্তিকে পাঠিয়ে দিন। আমানতদার ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তিকে আমাদের সাথে পাঠাবেন না। তিনি বললেন, আমি তোমাদের সাথে অবশ্যই একজন পুরা আমানতদার ব্যক্তিকেই পাঠাব, এ দায়িত্ব গ্রহণের নিমিত্তে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তখন তিনি বললেন, হে আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ্! তুমি উঠে দাঁড়াও। তিনি যখন দাঁড়ালেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ বললেন ঃ এ হচ্ছে এই উম্মতের আমানতদার।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল جَاءَ الْعَاقِبُ وَالسَّيِّدُ صَاحِبَا نَجْرَانَ বাক্যে। ইমাম বুখারী র.-এ হাদীসটি মানাকিবে ৫৩০, মাগাযীতে ৬২৯, আখবারুল আহাদে ১০৭৭ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন।

٤٠٣٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ رضى الله عنه قَالَ جَاءَ اَهْلُ نَجْرَانَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا ابْعَثْ لَنَا رَجُلاً اَمِينًا، فَقَالَ لاَبْعَثَنَّ اِلَيْكُمْ رَجُلاً اَمِينًا حَقَّ اَمِينٍ، فَاسْتَشْرَفَ لَهُ النَّاسُ، فَبَعَثَ اَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ ـ

৪০৩৯/৩৮০. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার র. ..... হযরত হুযায়ফা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাজরান অধিবাসীরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বলল, আমাদের এলাকার জন্য একজন আমানতদার ব্যক্তি পাঠিয়ে দিন। তিনি বললেন ঃ তোমাদের কাছে আমি একজন সত্যিকার পূর্ণ আমানতদার ব্যক্তিকেই পাঠাব যিনি সত্যিই আমানতদার। কথাটি শুনে সাহাবীগণ সবাই আগ্রহভরে তাকিয়ে রইলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ্ রা-কে পাঠালেন।

ব্যাখ্যা ঃ এটি পূর্বোক্ত হাদীসের আর একটি সনদ। ইমাম বুখারী র. এটিকে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ রা.

হযরত আবু উবাইদা আমির ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাররাহ ফিহরী কুরাইশী। আশারায়ে মুবাশশারার অন্তর্ভুক্ত। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এ উম্মতের আমীন বা আমানতদার বিশ্বস্ত বলেছেন তিনি হযরত উসমান ইবনে মাজউন রা.-এর সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং সমস্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন উহুদের যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা মুবারকে শিরস্ত্রাণের যে কড়িটি প্রবিষ্ট হয়েছিল সেটি টেনে বের করেছেন। যার ফলে আবু উবাইদার দুটি দাঁতও শহীদ হয়ে যায়। তিনি ছিলেন সুদর্শন ও দীর্ঘাঙ্গী, হালকা দাঁড়ি বিশিষ্ট। আমওয়াসের মহামারীতে ১৮ হিজরীতে তাঁর ওফাত হয়। ৫৮ বছর বয়স পান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন ও তাঁকে সন্তুষ্ট করুন।

٤٠٤٠. حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِى قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَمِينٌ، وَاَمِينُ هٰذِهِ الاُمَّةِ اَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ـ

৪০৪০.৩৮১. আবুল ওয়ালীদ (হিশাম ইবনে আবদুল মালিক) র. হযরত আনাস রা. সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ প্রত্যেক উম্মতের একজন আমানতদার রয়েছে। আর এ উম্মতের সেই আমানতদার হল আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ্।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল এই হিসাবে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা তখন বলেছিলেন যখন তাকে নাজরান অভিমুখে প্রেরণ করেছিলেন। এর নিদর্শন পূর্বোক্ত হাদীস। এ হাদীসটি মানাকিবে ৫৩০ আর মাগাযীতে ৬২৯ নং পৃষ্ঠায় এসেছে।

২২৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ ওমান ও বাহরাইনের ঘটনা ٢٢٣٧. بَابُ قِصَّةِ عُمَانَ وَالْبَحْرَيْنِ

উমান ইয়ামানের একটি শহর। আর বাহরাইন হল আবদুল কায়েসের শহর। এ সংক্রান্ত আলোচনা পিছনে এসেছে। আল্লামা আইনী র. বলেন– عُمَان শব্দটির আইনে পেশ, মীম তাশদীদ শূন্য। (উমদা, ফাতহ) এবং عَمَّان হল শাম দেশের একটি শহর। (উমদা)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিলকদ অষ্টম হিজরীতে উমান সম্রাট জুলানদির দুই ছেলে জাইফার এবং ইয়্যায (আইনের নিচে যের, ইয়া তাশদীদযুক্ত, পরবর্তীতে যাল (উমদাতুল কারী)। অবশ্য হাফিজ

র. বলেছেন, আইনের উপর যবর, ইয়ার উপর তাশদীদ (ফাতহ ঃ ৮/৭৫)। এর নিকট উমান পাঠিয়েছেন, তারা দু'ভাই ছিলেন এবং উভয়ই মুসলমান হয়ে গেছেন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। আমর ইবনে আস রা.-কে এখতিয়ার দিয়েছেন যে, তিনি যেন তাদের মাল ও প্রজাদের সম্পদ থেকে শরঈ বিধিবিধান অনুযায়ী সদকা উসুল করেন। অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হাজির হন এবং হযরত আমর ইবনে আস রা. বাহরাইন চলে যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের খবর হযরত আমর ইবনে আস রা. সেখানেই পান।

٤٠٤١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رضى الله عنهما يَقُولُ قَالَ لِى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا ثَلَاثًا، فَلَمْ يَقْدَمْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتّٰى قُبِضَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلٰى أَبِى بَكْرٍ أَمَرَ مُنَادِيًا، فَنَادٰى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ دَيْنٌ أَوْ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنِى، قَالَ جَابِرٌ فَجِئْتُ أَبَا بَكْرٍ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هٰكَذَا، هٰكَذَا، هٰكَذَا ثَلَاثًا، قَالَ فَأَعْطَانِى، قَالَ جَابِرٌ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ بَعْدَ ذٰلِكَ، فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِى ثُمَّ أَتَيْتُهُ الثَّانِيَةَ فَلَمْ يُعْطِنِى، ثُمَّ أَتَيْتُهُ الثَّالِثَةَ فَلَمْ يُعْطِنِى، فَقُلْتُ لَهُ قَدْ أَتَيْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِى، ثُمَّ أَتَيْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِى، ثُمَّ أَتَيْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِى، فَإِمَّا أَنْ تُعْطِيَنِى وَإِمَّا أَنْ تَبْخَلَ عَنِّى، فَقَالَ أَقُلْتَ تَبْخَلُ عَنِّى؟ وَأَىُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ، قَالَهَا ثَلَاثًا مَا مَنَعْتُكَ مِنْ مَرَّةٍ إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُعْطِيَكَ، وَعَنْ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُولُ جِئْتُهُ فَقَالَ لِى أَبُوبَكْرٍ عُدَّهَا فَعَدَدْتُهَا، فَوَجَدْتُهَا خَمْسَمِائَةٍ، قَالَ خُذْ مِثْلَهَا مَرَّتَيْنِ .

৪০৪১/৩৮২ কুতাইবা ইবনে সাঈদ র. ...... হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, বাহরাইনের অর্থ-সম্পদ (জিযিয়া) আসলে তোমাকে এত পরিমাণ এত পরিমাণ এত পরিমাণ দেব। (এত পরিমাণ শব্দটি) তিনবার বললেন। (এরপর বাহ্‌রাইন থেকে আর কোন অর্থ-সম্পদ আসেনি।) অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত হয়ে গেল। এরপর আবু বকর রা.-এর যুগে যখন সেই অথ-সম্পদ আসল তখন তিনি একজন ঘোষণাকারীকে নির্দেশ দিলেন। সে ঘোষণা করল ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে যার ঋণ প্রাপ্য রয়েছে কিংবা কোন ওয়াদা অপূরণ রয়ে গেছে সে যেন আমার কাছে আসে (এবং তা নিয়ে নেয়)

জাবির রা. বলেন ঃ আমি আবু বকর রা.-এর কাছে এসে তাঁকে জানালাম যে, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছিলেন, যদি বাহরাইন থেকে অর্থ-সম্পদ আসে তাহলে তোমাকে আমি এত পরিমাণ এত পরিমাণ দেব। (এত পরিমাণ কথাটি) তিনবার বললেন।

জাবির রা. বলেন ঃ তখন আবু বকর রা. আমাকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথামত অর্থ-সম্পদ দেয়ার ওয়াদা ও শান্তনা দিলেন)। জাবির রা. বলেন, এর কিছুদিন পর আমি আবু বকর রা.-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁর কাছে মাল চাইলাম। কিন্তু তিনি আমাকে কিছুই দিলেন না। এরপর আমি তাঁর কাছে

দ্বিতীয়বার আসি, তিনি আমাকে কিছুই দেননি। এরপর আমি তাঁর কাছে তৃতীয়বার এলাম। তখনও তিনি আমাকে কিছুই দিলেন না। কাজেই আমি তাঁকে বললাম ঃ আমি আপনার কাছে এসেছিলাম কিন্তু আপনি আমাকে দেননি। তারপর (আবার) এসেছিলাম তখনও দেননি। এরপরেও এসেছিলাম তখনও আমাকে আপনি দেননি কাজেই এখন হয়ত আপনি আমাকে সম্পদ দিবেন নয়ত আমি মনে করব ঃ আপনি আমার ব্যাপারে কৃপণতা করছেন।' (তিনি বললেন) কৃপণতা থেকে মারাত্মক ব্যাধি আর কি হতে পারে। কথাটি তিনবার বললেন। (এরপর তিনি বললেন) যতবারই আমি তোমাকে সম্পদ দেয়া থেকে বিরত রয়েছি ততবারই আমার ইচ্ছা ছিল যে, (অন্য কোথাও থেকে আমার না দেয়াটা কৃপণতা''র কারণে ছিল না বরং আমার ইচ্ছা ছিল খলীফাতুল মুসলিমীনের প্রাপ্ত অধিকার যুদ্ধ লব্ধের এক-পঞ্চমাংশ থেকে প্রদান, এটা তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দিতে পারেন) তোমাকে দেব আমর [ইবনে দীনার রা.] মুহাম্মদ ইবনে আলী র-এর মাধ্যমে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু বকর রা.-এর কাছে আসলে তিনি আমাকে বললেন, এ (স্বর্ণমুদ্রা)গুলো গুনো, আমি ঐগুলো গুণে দেখলাম এখানে পাঁচশ' (স্বর্ণমুদ্রা) রয়েছে। তিনি বললেন, (ওজন থেকে) এ পরিমাণ দিয়ে দু'বার তুলে নাও। (অর্থাৎ, ১০০০ স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে নাও)।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল হল হযরত জাবির রা.-এর আবেদন এবং হযরত আবু বকর রা.-এর (সম্পদ) প্রদান ছিল বাহরাইনের মাল থেকে। অতএব, শিরোনামের আসল সম্পর্ক বাহরাইনের সাথে। কিন্তু যেহেতু বাহরাইন ও উমান কাছাকাছি এবং একই সফরে সাদকা উসূলকারীদের উভয় জায়গায় পাঠান হয়েছিল, সেহেতু ইমাম বুখারী র. শিরোনামে উভয় শহরকে রেখেছেন। ইমাম বুখারী র. হাদীসটি কাফালা– ৬০৬–৩০৭, শাহাদাত–৩৬৯, জিহাদ ৪৪৩ এবং মাগাযীতে ৬২৯ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন। বুখারী ঃ পৃ. ৬২৯।

٢٢٣٨. بَابُ قُدُومِ الأَشْعَرِيِّينَ وَأَهْلِ الْيَمَنِ وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ هُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ -

২২৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ আশ'আরী ও ইয়ামানবাসীদের আগমন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আবু মূসা আশ'আরী রা. বর্ণনা করেছেন যে, আশ'আরীরা আমার আর আমিও তাদের

আশ'আর হল ইয়ামানের একটি প্রসিদ্ধ ও সম্মানিত গোত্র। যেটি স্বীয় সম্মানিত প্রপিতা আশ'আরের দিকে সম্বন্ধযুক্ত। এর দ্বারা এটাও বুঝা গেল যে, أَهْلُ الْيَمَنِ শব্দটির আতফ الأَشْعَرِيِّينَ-এর উপর عَطْفُ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ এর অন্তর্ভুক্ত।

আশ'আরকে এজন্য আশ'আর বলা হয় যে, তিনি যখন জন্ম হন তখনই তার শরীরে প্রচুর পশম ছিল। أَشْعَرُ হল সীগায়ে সিফত। এর অর্থ হল– চুল বা পশম। شَعْر থেকে এটি নিষ্পন্ন। যার অর্থ হল প্রচুর চুল বা পশম বিশিষ্ট। আবু মুসা আশ'আরী রা. এ গোত্রেরই সদস্য।

হযরত আবু মুসা আশ'আরী রা. মদীনা মুনাওয়ারার উদ্দেশ্যে নৌযানে করে রওয়ানা হয়েছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে ঝড়তুফান তাকে হাবশার দিকে নিয়ে যায়। হযরত জাফর ইবনে আবু তালিব রা.-এর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। অতঃপর হযরত জাফর ও আবু মুসা রা. উভয়ে একই সাথে খায়বর বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে সাক্ষাত করেন। কোন কোন রেওয়ায়াতে দরবারে নববীতে ইয়ামানবাসীদের আগমন ৯ হিজরীতে হয়েছে বলে উল্লেখ আছে। সামঞ্জস্য বিধানের জন্য বলা হবে যে ইয়ামানবাসী সানাতুল উফূদ তথা প্রতিনিধি দলগুলোর আগমন সাল নবম হিজরীতে এসেছেন। তারা ছিলেন ইয়ামানের হিমইয়ার গোত্রের লোক।

মোটকথা, আশ'আরীগণের প্রতিনিধি দল যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর দরবারে পৌঁছল তখন তিনি সাহাবায়ে কিরামকে বললেন, ইয়ামানবাসী এসে গেছে। তারা খুবই নরম দিল। তথা মনের কঠোরতা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র, তৎক্ষণাৎ হককে কবুল করে নেয়।

পরবর্তীতে হাদীস আসছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ঈমান হল ইয়ামানের, আর হিকমত হল ইয়ামানের। অর্থাৎ, অন্তরের নম্রতার ফল এটিই যে, তাদের অন্তর ঈমান ও মা'রিফাতের খনি, ইলম ও হিকমতের উৎসস্থল। প্রতিনিধি দল আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা দীন শিখতে এসেছি এবং বিশ্ব সৃষ্টির সূচনা জানার জন্য এসেছি। তিনি বললেন, সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলা ছিলেন। তিনি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাঁর আরশ ছিল পানির উপর। অর্থাৎ, বিশ্ব সৃষ্টির সূচনা হয়েছে পানি ও আরশ দ্বারা। প্রথমে পানি সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সৃষ্টি করেছেন জমি এবং প্রতিটি জিনিস লাওহে মাহফুজে লিখে দিয়েছেন।

٤٠٤٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مُوسَى رضى الله عنه قَالَ قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ، فَمَكَثْنَا حِينًا مَا نُرَى ابْنَ مَسْعُودٍ وَأُمَّهُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ مِنْ كَثْرَةِ دُخُولِهِمْ وَلُزُومِهِمْ لَهُ ـ

৪০৪২/৩৮৩. আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ এবং ইসহাক ইবনে নাসর র. .... হযরত আবু মূসা আশ'আরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি এবং আমার ভাই ইয়ামান থেকে এসে অনেক দিন পর্যন্ত (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে) অবস্থান করেছি। এ সময়ে তাঁর [নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর] খেদমতে ইবনে মাসউদ রা. ও তাঁর আম্মার অধিক আসা যাওয়া ও সার্বক্ষণিক ঘনিষ্ঠতার কারণে আমরা তাঁদেরকে তাঁর [নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর] পরিবারেরই অন্তর্ভুক্ত মনে করছিলাম।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ বাক্যে। হাদীসটি মানাকিবে ৫৩১, মাগাযীতে ৬২৯ পৃষ্ঠায় এসেছে।

٤٠٤٣. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ بْنِ زَهْدَمٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ أَبُو مُوسَى أَكْرَمَ هٰذَا الْحَيَّ مِنْ جَرْمٍ وَأَنَا لَجُلُوسٌ عِنْدَهُ وَهُوَ يَتَغَدَّى دَجَاجًا، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ جَالِسٌ، فَدَعَاهُ إِلَى الْغَدَاءِ، فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ، قَالَ هَلُمَّ فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْكُلُهُ ـ قَالَ إِنِّي حَلَفْتُ لَا آكُلُهُ، قَالَ هَلُمَّ أُخْبِرْكَ عَنْ يَمِينِكَ إِنَّا أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ نَفَرٌ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَأَبَى أَنْ يَحْمِلَنَا فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا، ثُمَّ لَمْ يَلْبَثِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أُتِيَ بِنَهْبِ إِبِلٍ، فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ ـ فَلَمَّا قَبَضْنَاهَا قُلْنَا تَغَفَّلْنَا النَّبِيَّ ﷺ يَمِينَهُ، لَا نُفْلِحُ بَعْدَهَا أَبَدًا، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ! إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا وَقَدْ حَمَلْتَنَا؟ قَالَ أَجَلْ، وَلٰكِنْ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا ـ

৪০৪৩/৩৮৪. আবু নুআইম র. .... হযরত যাহদাম জারমী র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু মূসা রা. এ এলাকায় (হযরত উসমান রা.-এর খিলাফত যুগে কুফার আমীর হিসাবে) এসে জারম গোত্রের লোকদেরকে মর্যাদাবান করেছেন। যাহদাম র. বলেন, একবার আমরা তাঁর কাছে বসা ছিলাম। এ সময়ে তিনি মোরগের গোশ্‌ত দিয়ে দুপুরের খানা খাচ্ছিলেন। উপস্থিতদের মধ্যে এক ব্যক্তি বসা ছিল। তিনি তাকে খানা খেতে ডাকলেন। সে বলল, আমি মোরগটিকে একটি (ময়লা) জিনিস খেতে দেখেছি। এ জন্য খেতে আমার অরুচি লাগছে। আমি তাথেকে পরহেয করতে আরম্ভ করি। তিনি বললেন, এস। কেননা, আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মোরগ খেতে দেখেছি। সে বলল, আমি শপথ করে ফেলছি যে, এটি খাব না। তিনি বললেন, এসে পড়। তোমার শপথ সম্বন্ধে আমি তোমাকে জানাচ্ছি যে, আমরা আশ'আরীদের একটি দল নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে এসে তাঁর কাছে (তাবুক যুদ্ধের জন্য) সাওয়ারী চেয়েছিলাম। তিনি আমাদেরকে সাওয়ারী দিতে অস্বীকার করলেন। এরপর আমরা (পুনরায়) তাঁর কাছে তাবুক যুদ্ধের জন্য সাওয়ারী চাইলাম। তিনি তখন শপথ করে ফেললেন যে, আমাদেরকে তিনি সাওয়ারী দেবেন না। কিছুক্ষণ পরেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গণিমতের কিছু উঁট আনা হল। তিনি আমাদেরকে পাঁচটি করে উঁট দেয়ার আদেশ দিলেন। উঁটগুলো হাতে নেয়ার পর আমরা পরস্পর বললাম, (চিন্তা করলাম) আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাঁর শপথ থেকে অমনোযোগী করে ফেলেছি (এবং উট নিয়ে যাচ্ছি) এমতাবস্থায় কখনো আমরা সফল হতে পারব না। কাজেই আমি তাঁর কাছে এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি শপথ করেছিলেন যে, আমাদের সাওয়ারী দেবেন না। এখন তো আপনি আমাদের সাওয়ারী দিলেন। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই। তবে আমার নিয়ম হল, আমি যদি কোন ব্যাপারে শপথ করি, আর এর বিপরীত কোনটিকে এ অপেক্ষা উত্তম মনে করি তাহলে (শপথকৃত ব্যাপার ত্যাগ করি) উত্তমটিকেই গ্রহণ করে নেই (এবং কসমের কাফ্‌ফারা আদায় করে দেই)।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল أَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي نَفَرٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ বাক্য থেকে গ্রহণ করা করা যায়। হাদীসটি জিহাদে ৪৪২ এবং মাগাযীতে ৬৩০ পৃষ্ঠায় এসেছে।

٤٠٤٤. حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَخْرَةَ جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ مُحْرِزٍ الْمَازِنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ جَاءَتْ بَنُو تَمِيمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَبْشِرُوا يَا بَنِي تَمِيمٍ! قَالُوا أَمَّا إِذْ بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اقْبَلُوا الْبُشْرَى إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيمٍ. قَالُوا قَدْ قَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ.

৪০৪৪/৩৮৫. আমর ইবনে আলী র. ..... হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু তামীমের লোকজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসলে তিনি তাদেরকে বললেন, হে বনু তামীম! খোশ-খবরী গ্রহণ কর (অর্থাৎ, জান্নাতের)। তারা বলল, আপনি খোশ-খবরী তো দিলেন, কিন্তু এখন আমাদেরকে (কিছু আর্থিক সাহায্য) দান করুন। কথাটি শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। এমন সময়ে ইয়ামানী কিছু লোক আসল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বনু তামীম যখন খোশ-খবর গ্রহণ করল না, তাহলে তোমরাই তা গ্রহণ কর। তাঁরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তা কবুল করলাম।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল فَجَاءَ نَاسٌ مِنْ اَهْلِ الْيَمَنِ বাক্যে। হাদীসটি কিতাবু বাদইল খালকে ৪৫৩ এবং মাগাযীতে ৬২৬ এবং ৬৩০ পৃষ্ঠায় এসেছে। আরও ব্যাখ্যার জন্য ৩৬৭ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

٤٠٤٥. حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بنِ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الْاِيْمَانُ هٰهُنَا وَاَشَارَ بِيَدِهِ اِلَى الْيَمَنِ، وَالْجَفَاءُ وَغِلَظُ الْقُلُوْبِ فِى الْفَدَّادِيْنَ عِنْدَ اُصُوْلِ اَذْنَابِ الْاِبِلِ، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ رَبِيْعَةَ وَمُضَرَ ـ

৪০৪৫/৩৮৬. আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ আল-জু'ফী র. ..... হযরত আবু মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত যে, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামানের দিকে তাঁর হাত দিয়ে ইশারা করে বলেছেন, ঈমান হল ওখানে। আর কঠোরতা ও হৃদয়হীনতা হল রাবীআ ও মুযার গোত্রদ্বয়ের সেসব মানুষের মধ্যে যারা উটের লেজের কাছে দাঁড়িয়ে চিৎকার দেয়, যেখান থেকে উদিত হয়ে থাকে শয়তানের উভয় শিং। (অর্থাৎ, পূর্ব দিক)

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল হল, এতে প্রসঙ্গক্রমে ইয়ামানের উল্লেখ রয়েছে। হাদীসটি কিতাবু বাদইল খালকে ৪৬৬ এবং মাগাযীতে ৬৩০ পৃষ্ঠায় এসেছে।

٤٠٤٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ اَبِىْ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَتَاكُمْ اَهْلُ الْيَمَنِ، هُمْ اَرَقُّ اَفْئِدَةً وَاَلْيَنُ قُلُوْبًا، الْاِيْمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ، وَالْفَخْرُ الْخُيَلَاءُ فِى اَصْحَابِ الْاِبِلِ، وَالسَّكِيْنَةُ وَالْوَقَارُ فِى اَهْلِ الْغَنَمِ، وَقَالَ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ـ

৪০৪৬/৩৮৭. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার র. ..... হযরত আবু হুরায়রা রা. সূত্রে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়ামানবাসীরা তোমাদের কাছে এসেছে। তাঁরা অন্তরের দিক থেকে অত্যন্ত কোমল ও দরদী অর্থাৎ, তারা শক্ত অন্তর ওয়ালা নয় যাতে ওয়াজ নসিহত কোন প্রভাব ফেলে না বরং হক্বকে তারা সহজেই গ্রহণ করে নেয়। ঈমান হল ইয়ামানীদের, হিকমত হল ইয়ামানীদের, আত্মম্ভরিতা ও অহংকার রয়েছে উট-ওয়ালাদের মধ্যে, বকরী পালকদের মধ্যে আছে প্রশান্তি ও গাম্ভীর্য। গুনদূর র. এ হাদীসটি শু'বা -সুলায়মান-যাকওয়ান র. –আবু হুরায়রা রা. সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল اَتَاكُمْ اَهْلُ الْيَمَنِ বাক্যে। হাদীসটি কিতাবু বাদইল খালকে ৪৬৬ এবং মাগাযীতে ৬৩০ পৃষ্ঠায় এসেছে। وَقَالَ غُنْدَرٌ الخ ঃ এ তালীকটিকে ইমাম আহমদ র. মুত্তাসিল রূপে বর্ণনা করেছেন। এ তালীক দ্বারা ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য হল– এ কথা বলা যে, সুলাইমানের শ্রবণ যাকওয়ান থেকে প্রমাণিত। অর্থাৎ, সুলাইমান আ'মাশের عَنْ ذَكْوَانَ সূত্রে যে হাদীসটি উপরে উল্লেখিত হয়েছে। এ তালীক দ্বারা যাকওয়ান থেকে সুলাইমান আ'মাশের শ্রবণ স্পষ্টভাবে বুঝা গেল।

٤٠٤٧. حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَخِىْ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَبِى الْغَيْثِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الْاِيْمَانُ، وَالْفِتْنَةُ هٰهُنَا، هٰهُنَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ ـ

৪০৪৭/৩৮৮. ইসমাঈল র. ..... হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ ঈমান হল ইয়ামানীদের। আর ফিতনা (দীনি বিপর্যয়ের) গোড়া হল ওখানে (অর্থাৎ, পূর্ব দিকে থেকে,) যেখানে উদিত হয় শয়তানের শিং অর্থাৎ, (কুফরের উপকরণ, যেমন– দাজ্জালের আবির্ভাব ইত্যাদি।)

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল হল এটি আবু হুরায়রা রা.-এর হাদীসের আরেকটি সনদ।

٤٠٤٨. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ أَضْعَفُ قُلُوبًا وَأَرَقُّ أَفْئِدَةً، الْفِقْهُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ.

৪০৪৮/৩৮৯. আবুল ইয়ামান র. ..... হযরত আবু হুরায়রা রা. সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়ামানবাসীরা তোমাদের কাছে এসেছে। তাঁরা অন্তরের দিক থেকে অত্যন্ত কোমল। আর মনের দিক থেকে অত্যন্ত দয়ার্দ্র। ফিক্‌হ তথা দীনী বুঝ হল ইয়ামানীদের আর হিকমত হল ইয়ামানীদের।

ব্যাখ্যা ঃ এটি ভিন্ন সনদে হযরত আবু হুরায়রা রা.-এর হাদীস।

٤٠٤٩. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ رض، فَجَاءَ خَبَّابٌ، فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ! أَيَسْتَطِيعُ هٰؤُلَاءِ الشَّبَابُ أَنْ يَقْرَؤُا كَمَا تَقْرَأُ، قَالَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ شِئْتَ أَمَرْتَ بَعْضَهُمْ يَقْرَأُ عَلَيْكَ. قَالَ أَجَلْ، قَالَ اقْرَأْ يَا عَلْقَمَةُ! فَقَالَ زَيْدُ بْنُ حُدَيْرٍ أَخُو زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ، أَتَأْمُرُ عَلْقَمَةَ أَنْ يَقْرَأَ، وَلَيْسَ بِأَقْرَئِنَا؟ قَالَ أَمَا إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي قَوْمِكَ وَقَوْمِهِ، فَقَرَأْتُ خَمْسِينَ آيَةً مِنْ سُورَةِ مَرْيَمَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ كَيْفَ تَرَى؟ قَالَ قَدْ أَحْسَنَ، قَالَ عَبْدُ اللهِ مَا أَقْرَأُ شَيْئًا إِلَّا وَهُوَ يَقْرَؤُهُ. ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى خَبَّابٍ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ أَلَمْ يَأْنِ لِهٰذَا الْخَاتَمِ أَنْ يُلْقَى، قَالَ أَمَا إِنَّكَ لَنْ تَرَاهُ عَلَيَّ بَعْدَ الْيَوْمِ فَأَلْقَاهُ، رواه غندر عن شعبة.

৪০৪৯/৩৯০. আবদান র. ..... হযরত আলকামা র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হযরত ইবনে মাসঊদ রা.-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন সেখানে খাব্বাব রা. এসে বললেন, হে আবু আবদুর রহমান (ইবনে মাসঊদ র.-এর উপনাম)! এসব তরুণ (যারা আপনাদের শিষ্য) কি আপনার তিলাওয়াতের মত তিলাওয়াত করতে পারে? তিনি বললেন ঃ আপনি যদি চান তাহলে একজনকে হুকুম দেই, সে আপনাকে তিলাওয়াত করে শুনাবে। তিনি বললেন, অবশ্যই। ইবনে মাসঊদ রা. বললেন, আলকামা! পড় তো। তখন যিয়াদ ইবনে হুদাইরের ভাই যায়েদ ইবনে হুদাইর বলল, আপনি আলকামাকে পড়তে হুকুম করেছেন, অথচ সে তো আমাদের মধ্যে উত্তম তিলাওয়াতকারী নয়। ইবনে মাসঊদ রা. বললেন, যদি তুমি চাও তাহলে আমি তোমার গোত্র ও তার গোত্র সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেছেন তা জানিয়ে দিতে পারি। (আলকামা বলেন,) এরপর আমি সূরায়ে মারইয়াম থেকে পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত করলাম। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ রা. বললেন,

(খাব্বাব রা.-কে) আপনার কেমন মনে হয়? তিনি বললেন, বেশ ভালই পড়েছে। আবদুল্লাহ্ রা. বললেন, আমি যা কিছু পড়ি তার সবই সে পড়ে নেয়। এরপর তিনি খাব্বাবের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন, তার হাতে একটি সোনার আংটি। তিনি বললেন, এখনো কি এ আংটি খুলে ফেলার সময় হয়নি? খাব্বাব রা. বললেন, ঠিক আছে, আজকের পর আর এটি আমার হাতে দেখতে পাবেন না। এ কথা বলে তিনি আংটিটি ফেলে দিলেন। হাদীসটি গুনদুর র. শু'বা র. সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ ১. শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এভাবে গৃহীত যে, আলকামা হলেন নাখঈ। যেটি ইয়ামানের শাখা এবং প্রসিদ্ধ গোত্র। ইমাম আহমদ প্রমুখ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাখা' গোত্রের জন্য দোয়া করেছেন ও এত প্রশংসা করেছেন যে, আমি আকাঙ্খা করতে লাগলাম, হায়! আমি যদি এ গোত্রেরই একজন হতাম! অতএব, আলকামা ইয়ামানের নাখা' গোত্রের দিকে সম্বন্ধযুক্ত। এতটুকু মিলের কারণে ইমাম বুখারী র. এ হাদীসটি নিয়েছেন।

২. হযরত খাব্বাব ইবনে আরত রা. পুরুষদের জন্য স্বর্ণ ব্যবহারের নিষেধকে প্রথমে হয়ত মাকরূহে তানযীহির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতেন। কিন্তু ইবনে মাসউদ রা. পুরুষদের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার হারাম হওয়ার কথা বলে দিলে তৎক্ষণাৎ হযরত খাব্বাব রা. আংটি খুলে ফেলেন।

٢٢٣٩. بَابُ قِصَّةِ دَوْسٍ وَالطُّفَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الدَّوْسِيِّ.

২২৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ দাউস গোত্র এবং তুফাইল ইবনে আমর দাউসীর ঘটনা

دَوْس ঃ দালের উপর যবর, ওয়াও সাকিন, শেষে সীন। طُفَيْل ঃ তোয়ার উপর পেশ।

দাউস গোত্র এবং তুফাইল ইবনে আমর দাউসীর ইসলাম গ্রহণ

ইয়ামান এবং এর আশেপাশে দাউস গোত্র বসবাস করত। এ গোত্রের নেতা তুফাইল ইবনে আমর ইয়ামানের শীর্ষ নেতাদের মধ্যে গণ্য হতেন। তিনি জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী হওয়া ছাড়াও প্রখ্যাত কবি ছিলেন। কুরাইশের সাথে তিনি মৈত্রী সম্পর্ক রাখতেন। হিজরতের পূর্বে নববী ১১তম সালে তিনি যখন মক্কায় আগমন করেন তখন কুরাইশের কিছু সংখ্যক লোক সাক্ষাতের জন্য তুফাইলের কাছে এসে বললেন, বর্তমানে আমাদের এখানে এক ব্যক্তির জন্ম হয়েছে, যে গোটা শহরকে ফিতনায় ফেলে দিয়েছে। তার কথাবার্তা যাদুর মত। সে পিতা-পুত্র ভাই ভাই এবং স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে। আপনি তার থেকে দূরে থাকবেন। আমাদের আশঙ্কা আপনি এবং আপনার জাতি যেন এ মুসিবতে না পড়েন। যথাসম্ভব আপনি এ যাদুকরের কোন কথা শুনবেন না।

কুরাইশ তাকে এতটাই ভয় দেখিয়েছিল যার ফলে তিনি স্বীয় কানে তুলো দিয়েছেন, যাতে ঘটনাক্রমেও সে ব্যক্তির (প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর) কথাবার্তা তাঁর কানে না পড়ে। ঘটনাক্রমে একদিন সকালে তুফাইল কাবা ঘরে পৌঁছেন, সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজর নামায পড়ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে কুরআনে হাকীম তিলাওয়াত করছিলেন। তুফাইল বলেন, আমার কাছে খুবই ভাল মনে হল। তখন আমি মনে মনে বললাম, আমি তো কবি, জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী। আমার কাছে কারও কথা ভাল কি মন্দ; তা অস্পষ্ট থাকতে পারে না। আমি সে লোকের কথাবার্তা অবশ্যই শুনব, ভাল কথা হলে গ্রহণ করব, আর মন্দ হলে বর্জন করব। অতঃপর আমি স্বীয় কান থেকে তুলো বের করে ফেলে দিলাম। তুফাইলের বিবরণ, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায থেকে অবসর হয়ে বাড়ি অভিমুখে রওয়ানা হলেন, তখন আমি তাঁর পিছনে রওয়ানা করলাম। তিনি ঘরে পৌঁছলে আমি তাঁর নিকট আরজ করলাম, আপনার জাতি আমাকে এরূপ বলেছে। কিন্তু আল্লাহ্র মর্জি ছিল, আমি আপনার কথা শুনব। আমি কিছু কথা শুনেছি। এবার আপনি আপনার দীন পেশ করুন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলাম পেশ করলেন। তুফাইল মুসলমান হয়ে গেলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বললেন, আপনি দোয়া

করুন, আল্লাহ্ তা'আলা যেন আমার মাধ্যমে আমার গোত্রকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দেন। আল্লাহ তা'আলা যেন আমাকে এমন কোন নিদর্শন দেন যা, ইসলাম প্রচারে আমার সহায়ক হবে। এতদশ্রবণে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন- اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَهُ اٰيَةً। 'আয় আল্লাহ! তাঁর জন্য কোন নিদর্শন দিন।'

হযরত তুফাইল রা. বলেন, আমি যখন আমার জনপদের কাছে পৌঁছে যাই তখন আমার চোখগুলোর মাঝে চেরাগের মত একটি জ্যোতি সৃষ্টি হল। আমি আল্লাহর নিকট দোয়া করলাম, তিনি যেন এ জ্যোতি চেহারা ছাড়া অন্য কোন স্থানে স্থানান্তর করে দেন। যাতে স্বজাতি এটাকে বিকৃত রূপ মনে না করে এবং এটা না ভাবে যে, পিতা-প্রপিতাদের ধর্ম ত্যাগের কারণে তার রূপে বিকৃতি ঘটেছে। তৎক্ষণাৎ এ জ্যোতি আমার ছড়ির দিকে স্থানান্তরিত হয়ে গেল। এ ছড়ি হয়ে গেল একটি হারিকেন। এরপর আমি ইসলাম প্রচার শুরু করি। আমার পিতা, আমার স্ত্রী ও আবু হুরায়রা রা. মুসলমান হয়ে গেলেন। কিন্তু কাওম অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল। অতঃপর আমি মক্কা মুকাররমায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে হাজির হলাম। হাল অবস্থা শুনালাম। তিনি দোয়া করলেন- اَللّٰهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ 'আয় আল্লাহ! দাউস গোত্রকে হেদায়াত দাও। তাদের মুসলমান বানিয়ে পাঠিয়ে দাও। অতঃপর সে গোত্রের৭০ অথবা ৮০টি পরিবার মুসলমান হয়ে যায়।

٤٠٥٠. حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ جَاءَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ دَوْسًا قَدْ هَلَكَتْ، عَصَتْ وَاَبَتْ، فَادْعُ اللّٰهَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اهْدِ دَوْسًا، وَأْتِ بِهِمْ.

৪০৫০/৩৯১. আবু নুআইম র. .... হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তুফাইল ইবনে আমর রা. নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বললেন, দাওস গোত্র ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা নাফরমানী করেছে এবং (দীনের দাওয়াত) গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে (অর্থাৎ, ইসলাম গ্রহণ করেননি।) সুতরাং আপনি তাদের প্রতি বদদোয়া করুন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আল্লাহ্! দাওস গোত্রকে হেদায়াত দান করুন এবং (দীনের দিকে) নিয়ে আসুন। (ফলে তাদের অধিকাংশ লোক মুসলমান হয়ে মদীনায় চলে আসেন।)

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল جَاءَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍ وِالَى النَّبِىِّ ﷺ الخ বাক্যে।

٤٠٥١. حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حدثنا اَبُو اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ قُلْتُ فِى الطَّرِيْقِ :

يَا لَيْلَةً مِنْ طُولِهَا وَعَنَائِهَا * عَلٰى اَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجَّتِ.

وَاَبَقَ غُلَامٌ لِى فِى الطَّرِيْقِ، فَلَمَّا قَدِمْتُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فَبَايَعْتُهُ فَبَيْنَا اَنَا عِنْدَهُ اِذْ طَلَعَ الْغُلَامُ، فَقَالَ لِى النَّبِىُّ ﷺ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ! هٰذَا غُلَامُكَ، فَقلتُ هُوَ لِوَجْهِ اللّٰهِ فَاَعْتَقْتُهُ.

৪০৫১/৩৯২. মুহাম্মদ ইবনুল আলা র. ..... হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসার জন্য রওয়ানা হয়ে রাস্তার মধ্যে নিম্নোক্ত বাক্য পড়েছিলাম-

يَا لَيْلَةً مِنْ طُولِهَا وَعَنَائِهَا * عَلٰى اَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجَّتِ.

হে রাত! সুদীর্ঘ ও চরম পরিশ্রম হওয়া সত্ত্বেও তুমি আমাকে দারুল কুফর থেকে মুক্তি দিয়েছ। (এটিই আমার পরম পাওয়া)

کیسی ہے تکلیف کی لمبی یہ رات * خیر اس نے کفر سے دی ہے نجات۔

আমার একটি গোলাম ছিল। আসার পথে সে পালিয়ে গেল। এরপর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বাইআত হলাম। এরপর একদিন আমি তাঁর খিদমতে বসা ছিলাম। এমন সময় গোলামটি এসে হাযির। নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, হে আবু হুরায়রা! এই যে, তোমার গোলাম (নিয়ে যাও)। (আমি বললাম অথবা আবু হুরায়রা রা. বললেন) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সে আযাদ– এই বলে আমি তাকে মুক্ত করে দিলাম।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট। কারণ, হযরত আবু হুরায়রা রা. দাউস গোত্রের সদস্য ছিলেন এবং হযরত তুফাইল রা.-এর তাবলীগের ফলে ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত আবু হুরায়রা রা.

হযরত আবু হুরায়রা রা. সপ্তম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি ছিলেন সুমহান সাহাবী এবং সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে (হাদীসের) হাফিজ। সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম অপেক্ষা বেশি হাদীস তাঁর থেকে বর্ণিত। আল্লামা আইনী র. লিখেন, হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে ৫,৩৭৪টি হাদীস বর্ণিত আছে। (উমদা ঃ ৮/৩৪)

আবু হুরায়রা উপনাম। ইসলাম পূর্বে তাঁর নাম ছিল আবদুশ শামস, ইসলামের পর আবদুর রহমান (করো কারো মতে, আবদুল্লাহ্) ইবনে সাখ্‌র হয়। আবু হুরায়রা উপনাম হওয়ার কারণ স্বয়ং তাঁর থেকে বর্ণিত আছে, আমি আমার পরিবারের বকরী চরাতাম। আমার কাছে ছিল একটি বিড়াল ছানা, যেটিকে আমি সাথে নিয়ে যেতাম এবং এর সাথে খেলা করতাম। রাত্র হলে আমি এটিকে গাছের উপর রেখে দিতাম। এজন্য আমার পরিবার আমার উপনাম রেখে দেয় আবু হুরায়রা।

আল্লামা আইনী র. লিখেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন, তাঁর হাতার নিচে বিড়াল ছানা। তখন তিনি বললেন, يَا أَبَا هُرَيْرَةَ 'হে আবু হুরায়রা!'

أَبُوهُرَيْرَةَ ঃ শব্দটি মুহাদ্দিসীনে কিরামের মতে, গায়রে মুনসারিফ। কারণ, আবু হুরায়রা পূর্ণ শব্দটি একই কালিমার ন্যায়। যেমন– أَبُو حَمْزَةَ হযরত আনাস রা. এর উপনাম। হযরত আবু হুরায়রা রা. ৭৮ বছর বয়স পান। ৫৯ হিজরীতে ওফাত লাভ করে তিনি জান্নাতুল বাকীতে চিরবিশ্রাম গ্রহণ করছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করুন।

٢٢٤٠. بَابُ قِصَّةِ وَفْدِ طَيِّئٍ وَحَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ

২২৪০. অনুচ্ছেদ ঃ তায়ী গোত্রের প্রতিনিধি দল এবং আদী ইবনে হাতিমের ঘটনা

طَيِّئٍ তোয়ার উপর যবর, ইয়ার উপর তাশদীদ, পরবর্তীতে হামযা। عَدِيّ ঃ আইনের উপর যবর, দালের নিচে যের, ইয়ার উপর তাশদীদ।

তায়ী গোত্রের প্রতিনিধি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে এসেছিল নবম অথবা দশম হিজরীতে। তাদের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৫ জন। নেতৃত্বে ছিলেন যায়েদ আল খাইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলাম পেশ করলে তারা সবাই মুসলমান হয়ে যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়েদ আল খাইলের নাম পরিবর্তন করে রাখেন যায়েদ আল খাইর এবং বলেন যে, আরবে যে ব্যক্তির প্রশংসা আমি শুনেছি তাকে এরচেয়ে কম পেয়েছি। ব্যতিক্রম যায়েদ আল খাইল। তার ব্যাপারে যে সব সৌন্দর্যের কথা আমি শুনছিলাম সেগুলো অপেক্ষা তাকে আমি আরও বেশি পেয়েছি।

হযরত আদী ইবনে হাতিম রা.

তিনি ছিলেন আরবের সুবিখ্যাত, সুপ্রসিদ্ধ দানবীর হাতিম তায়ীর ছেলে। তিনি স্বীয় পারিবারিক রীতি অনুসারে খ্রিস্টান ছিলেন। সপ্তম হিজরীতে তিনি মুসলমান হন। হযরত আদী রা. এর ঈমান আনয়নের বিস্তারিত

ঘটনা স্বয়ং তাঁর থেকে ইবনে ইসহাক র. বর্ণনা করেছেন। যার সারমর্ম হল, যখন তাঁর গোত্রের উপর আক্রমণ হল, তখন এ আদী পালিয়ে শাম চলে যান। তাঁর বোন বন্দী হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভদ্রোচিত উন্নত নৈতিক চরিত্র দেখে প্রভাবিত হয়ে ঈমানের দৌলত অর্জন করেন। অতঃপর স্বীয় ভাই আদীকে দাওয়াত দিয়ে দরবারে নববীতে আনান। হযরত আদী ইসলাম গ্রহণ করেন।

উষ্ট্রী যুদ্ধ ও সিফফীনের যুদ্ধে হযরত আলী রা. এর সাথে থাকেন। অবশেষে ৮৫ হিজরীতে কুফায় ওফাত লাভ করেন।

٤٠٥٢. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ أَتَيْنَا عُمَرَ فِي وَفْدٍ، فَجَعَلَ يَدْعُو رَجُلًا رَجُلًا وَيُسَمِّيهِمْ، فَقُلْتُ أَمَا تَعْرِفُنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ!، قَالَ بَلَى، أَسْلَمْتَ إِذْ كَفَرُوا، وَأَقْبَلْتَ إِذْ أَدْبَرُوا، وَوَفَيْتَ إِذْ غَدَرُوا، وَعَرَفْتَ إِذْ أَنْكَرُوا، فَقَالَ عَدِيٌّ فَلَا أُبَالِي إِذًا .

৪০৫২/৩৯৩. মূসা ইবনে ইসমাঈল র. ...... হযরত 'আদী ইবনে হাতিম রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একটি প্রতিনিধি দলসহ উমর রা.-এর খিলাফত কালে তাঁর দরবারে আসলাম। তিনি প্রত্যেকের নাম নিয়ে একজন একজন করে ডাকতে শুরু করলেন। তাই আমি বললাম, আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কি আমাকে চিনেন না? তিনি বললেন, চিনবা না কেন? (অবশ্যই চিনি)। লোকজন যখন ইসলামকে অস্বীকার করেছিল তখন তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছ। লোকজন যখন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল তখন তুমি সম্মুখে অগ্রসর হয়েছ। লোকেরা যখন বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল তুমি তখন ইসলামের ওয়াদা পূরণ করেছ। লোকেরা যখন দীনের সত্যতা অস্বীকার করেছিল তুমি তখন দীনকে হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করেছ। এ কথা শুনে আদী রা. বললেন, তাহলে এখন আমার কোন পরোয়া নেই।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল أَتَيْنَا عُمَرَ فِي وَفْدٍ বাক্যে।

আল-হামদুলিল্লাহ, নাসরুল বারীর ১৭ পারা সমাপ্ত হল।

২২৪১. অনুচ্ছেদ ঃ বিদায় হজ্জ — ٢٢٤١. بَابُ حَجَّةِ الْوَدَاعِ

حَجَّةُ الْوَدَاعِ ঃ আল্লামা আইনী র. বলেন, হায়ের নিচে যেরও দেয়া যায় এবং এর উপর যবরও দেয়া যায়। এমনিভাবে ওয়াও এর উপর যবর দেয়া এবং নিচে যের দেয়া উভয়টিই বৈধ। (উমদা)

আল্লামা আইনী র. এর বিভিন্ন নাম বর্ণনা করেছেন এবং প্রত্যেকটি নামের কারণও বর্ণনা করেছেন।

১. حَجَّةُ الْوَدَاعِ কারণ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এটি ছিল সর্বশেষ হজ্জ। এরপর তিনি কোন হজ্জ করেননি। এজন্য হজ্জে এক লাখের অধিক মুসলমানকে তিনি বিদায় জানান। তিনি এ ঘোষণা দেন, হয়ত আমি এ বছরের পর আর তোমাদের সাথে সাক্ষাত করতে পারব না।

২. বিদায় হজ্জকে হাজ্জাতুল ইসলামও বলে। কারণ, হজ্জ ফরয হওয়ার পর ইসলামী রোকন হিসাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু এটিই আদায় করেছেন।

৩. এ হজ্জকে হাজ্জাতুল বালাগও বলে। কারণ, এ হজ্জে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরঈ বিধি-বিধান প্রচার করেছেন।

৪. এ হজ্জের আরেক নাম হল হাজ্জাতুল কামাল ওয়াত তামাম। কারণ, এ হজ্জে দীনকে পূর্ণাঙ্গতা দান সংক্রান্ত আয়াত- اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا . অবতীর্ণ হয়েছে।

হজ্জের ফরযিয়ত

বিস্তারিত আলোচনার ক্ষেত্র হল কিতাবুল হজ্জ। কিন্তু এখানে সংক্ষেপে সারনির্যাস রূপে এতটুকু আরজ করছি-

মুহাদ্দিসীনে কিরাম বলেন, হজ্জ ফরয হয়েছে ৬ হিজরীতে যখন اَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ আয়াত অবতীর্ণ হয়। আল্লামা নববী র. ও হাফিজ আসকালানী র. বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠের মত এটিই। কিন্তু এ আয়াতে হজ্জ ও উমরা পূর্ণাঙ্গ করার নির্দেশ রয়েছে। এর দ্বারা হজ্জের ফরযিয়ত প্রমাণিত হয় না। আর যদি এ আয়াত দ্বারা হজ্জ ফরয হয় তবে উমরাও ফরয হওয়া উচিত।

একটি সর্বসম্মত বিষয় হল- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশম হিজরীতে হজ্জ করেছেন। যদি ৬ হিজরীতে হজ্জ ফরয হত, তবে এতটা দেরি করা ছিল অযৌক্তিক। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৬ হিজরীর পর মক্কা মুকাররমায় তাশরীফ নিয়েছেন, উমরা করেছেন, কিন্তু হজ্জ করেননি। যদি তখন হজ্জ ফরয হয়ে থাকত, তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল উমরা করবেন আর ফরয হজ্জ আদায় করবেন না- এটা কিভাবে সম্ভব ছিল?

এজন্য তত্ত্বজ্ঞানীগণের মত ও নির্ভরযোগ্য উক্তি হল হজ্জ নবম হিজরীতে ফরয হয়েছে, যখন আলে ইমরানের وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا আয়াতও অবতীর্ণ হয়। যেমন- বিদায় হজ্জ সম্পর্কে মুসলিম শরীফে হযরত জাবির রা. এর সুদীর্ঘ হাদীস রয়েছে যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মদীনা শরীফ তাশরীফ আনয়নের পর) ৯ বছর অবস্থান করেন।

মদীনা থেকে রওয়ানা

হিজরতের নবম বর্ষে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.-কে আমীরে হজ্জ বানিয়ে প্রেরণ করেন, নিজে তাশরীফ নেননি। এর এক কারণ হল, আরবরা মাসগুলোকে আগপিছ করে নিত, যাকে কুরআনের পরিভাষায় নাসী (হারাম মাসকে হালাল ও এ স্থলে হালালকে হারাম সাব্যস্ত করা) বলে। এ মন্দ কর্মটির ফলে নবম হিজরীতে এমনি পরিস্থিতি ছিল যে, হজ্জ স্বীয় খাস মাসগুলোতে আদায় হয়নি। দশম বর্ষে হজ্জ ঠিক আপন মাসগুলোতে এসে গিয়েছিল। এজন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জের জন্য যিলকদ দশম হিজরীতে শনিবার দিন মদীনা শরীফ থেকে বের হন। অর্থাৎ, যিলকদের শুধু ৫ দিন বাকি ছিল। রওয়ানার দিন শনিবার, দ্বিতীয় দিন রবিবার, তৃতীয় দিন সোমবার, চতুর্থ দিন মঙ্গলবার, পঞ্চম দিন বুধবার। এ বছরের যিলহজ্জের প্রথম দিন ছিল বৃহস্পতিবার। তিনি মদীনা থেকে শনিবার দিন জোহরের পূর্ণ নামায অর্থাৎ, চার রাকআত পড়েই রওয়ানা হন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে নারী জাতির নেত্রী হযরত ফাতিমা যাহরা রা. এবং ৯ জন পবিত্র স্ত্রী ছিলেন। তাছাড়া তাঁর সাথে এক লাখ চৌদ্দ হাজার বা তারচেয়ে বেশি মুসলমানের সমাবেশ ছিল।

অতঃপর তিনি যুলহুলাইফায় পৌঁছে আসরের নামায দু'রাকআত তথা কসর করেন। যিলহজ্জের চার তারিখ রবিবার দিন মক্কা মুয়াজ্জমায় পৌঁছেন।

হাফিজ ইবনে কাসীর ও আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম র. থেকে এটাই বর্ণিত আছে যে, রওয়ানা হয়েছেন শনিবার দিন। যেহেতু যিলকদ মাস ছিল ২৯ দিনে, সেহেতু বৃহস্পতিবার হয়েছে যিলহজ্জের প্রথম তারিখ। রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিলহজ্জের চার তারিখ রবিবার দিন মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করেন। এ ছুরতে সমস্ত হাদীসগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য বিধান হয়ে যাবে। (ফাতহুল বারী থেকে সংক্ষেপিত।)

হযরত আলী রা.-কে যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মুবারকে সাদকা উসুল করার জন্য ইয়ামান পাঠিয়েছিলেন, সেহেতু তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিলেন না। বরং হযরত আলী রা. মক্কা মুকাররমায় এসে তাঁর সাথে মিলিত হন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জের বিধিবিধান ও হজ্জের রুকনগুলো আদায় করেন। আরাফাতের ময়দানে একটি সুদীর্ঘ ভাষণ দেন। প্রথমে তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করেন। অতঃপর ইরশাদ করেন–

হে জনগণ! আমি যা বলি, তোমরা তা শুনে নাও। প্রবল ধারণা, আগামী বছর তোমাদের সাথে আমার সাক্ষাত হবে না। হে জনতা! তোমাদের জান, তোমাদের ইযযত-আব্রু এবং ধনসম্পদ পরস্পরের উপর হারাম। যেমন– এ দিবসটি, এ মাসটি এবং এ শহরটি হারাম। জাহিলিয়াতের সবকিছু আমার পদতলে পদদলিত এবং বর্বরতা যুগের সমস্ত খুন মাফ ও বাতিল। সর্বপ্রথম আমি বনু হুযাইলের উপর রাবীআ ইবনে হারিস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের খুন মাফ করে দিচ্ছি। জাহিলিয়তের সমস্ত সুদ বাতিল ও নিরর্থক। তোমাদের জন্য শুধু মূলপুঁজি।

সর্বপ্রথম আমি আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সুদ বাতিল করছি। অতঃপর তিনি স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও বলেন, তোমাদের মাঝে এরূপ মজবুত জিনিস রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা এগুলোকে মজবুতভাবে ধারণ কর, তবে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না– সেগুলো হল আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সুন্নাত। কিয়ামতের দিন আমার সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। বলো, তোমরা কি উত্তর দিবে? সাহাবায়ে কিরাম আরজ করলেন, আমরা সাক্ষ্য দেব, আপনি আমাদের কাছে আল্লাহ্‌র বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্‌র আমানত পৌঁছিয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার শাহাদাত আঙ্গুল আকাশের দিকে উঁচিয়ে ইঙ্গিত করে বললেন– اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ 'আয় আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেক।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ থেকে অবসর হলে হযরত বিলাল রা. জোহরের আযান দেন। জোহর ও আসর উভয় নামায একই ওয়াক্তে (অর্থাৎ, যোহরের ওয়াক্তে) আদায় করা হয়। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার হামদ-সানা, যিকির-শোকর, ইসতিগফার ও দোয়ায় রত হন। এমতবস্থায় বরকতময় আয়াত নাযিল হয়– اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ـ

'আজকের দিবসে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত পরিপূর্ণ করে দিলাম। আর সর্বদার জন্য ইসলামকে তোমাদের দীনরূপে জীবন বিধানরূপে পছন্দ করলাম।' (সূরা মায়িদা)

এরপর ১০ই যিলহজ্জ মিনায় পৌঁছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের বয়স পরিমাণ ৬৩টি উট স্বহস্তে কুরবানী করেন। হযরত আলী রা. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে ৩৭টি উট কুরবানী করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় প্রায় এ বিষয়বস্তুর উপরই ভাষণ দেন, যেটি আরাফাতে দিয়েছেন। মিনায় মাথা মুবারক মুণ্ডানোর সময় বরকতময় চুল সাহাবায়ে কিরামের মাঝে বণ্টন করেন। যাতে সাহাবায়ে কিরাম তাবাররুক রূপে নিজেদের কাছে রাখতে পারেন।

সর্বশেষে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায়ী তাওয়াফ করে যিলহজ্জের শেষে মদীনা মুনাওয়ারার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবায়ে কিরামের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

٤٠٥٣. حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَاَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثم لاَ يَحِلُّ حَتّٰى يَحِلَّ جَمِيْعًا فَقَدِمْتُ مَعَهُ مَكَّةَ وَاَنَا حَائِضٌ وَلَمْ اَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، مِنْهُمَا فَشَكَوْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ اِنْقَضِىْ رَأْسَكِ وَامْتَشِطِىْ، وَاَهِلِّىْ بِالْحَجِّ، وَدَعِى الْعُمْرَةَ، فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ اَرْسَلَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرْتُ، فَقَالَ هٰذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ، قَالَتْ فَطَافَ الَّذِيْنَ اَهَلُّوْا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلُّوْا، ثُمَّ طَافُوْا طَوَافًا اٰخَرَ بَعْدَ اَنْ رَجَعُوْا مِنْ مِنًى، وَاَمَّا الَّذِيْنَ جَمَعُوْا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَاِنَّمَا طَافُوْا طَوَافًا وَاحِدًا ـ

৪০৫৩/৩৯৪. ইসমাঈল ইবনে আবদুল্লাহ্ র. ...... হযরত আয়েশা র. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে বিদায় হজ্জে (মক্কার পথে) রওয়ানা হই। তখন আমরা উমরার (নিয়তে) ইহ্রাম বাঁধি। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা দিলেন, যাদের সঙ্গে কুরবানীর পশু রয়েছে, তারা যেন হজ্জ ও উমরা উভয়ের এক সাথে ইহ্রামের নিয়ত করে এবং হজ্জ ও উমরার অনুষ্ঠানাদি সমাধা করার পূর্বে হালাল না হয়, অর্থাৎ, ইহরাম না খুলে। এভাবে তাঁর সঙ্গে আমি মক্কায় পৌঁছি এবং ঋতুবতী হয়ে পড়ি। এ কারণে আমি বাইতুল্লাহ্ তওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ায় সায়ী করতে পারলাম না। ফলে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অভিযোগ করলাম যে হজ্জের সময় গেল এখনও আমি উমরা পূর্ণ করতে পারলাম না। তখন তিনি বললেন, তুমি তোমার মাথার চুল ছেড়ে দাও এবং মাথা (চিরুনি দ্বারা) আঁচড়াও আর কেবল হজ্জের ইহ্রাম বাঁধ ও উমরা ছেড়ে দাও। আমি তাই করলাম। এরপর আমরা যখন হজ্জের কাজসমূহ সম্পন্ন করলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে (আমার ভাই) আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর সঙ্গে তানঈম নামক স্থানে পাঠিয়ে দিলেন। সেখান থেকে (ইহ্রাম বেঁধে) উমরা আদায় করলাম। তখন তিনি [রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বললেন, এই উমরা তোমার পূর্বের কাযা উমরার বদল হল। (অর্থাৎ, তুমি যে উমরা ছেড়ে দিয়েছিলে এটি তার কাযা হল। হযরত আয়েশা রা. বলেন, যারা উমরার ইহ্রাম বেঁধেছিলেন তারা মক্কায় পৌছে বাইতুল্লাহ্ তওয়াফ করে এবং সাফা ও মারওয়া সায়ী করার পর হালাল হয়ে যান অর্থাৎ, এহরাম খুলে ফেলেন এরপরে যখন হজ্জকারী মীনা থেকে ফিরে দিতীয় তওয়াফ তথা হজ্জের তওয়াফ করেন এবং পরে মিনা থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর আর এক তওয়াফ আদায় করেন। আর যাঁরা হজ্জ ও উমরার ইহ্রাম এক সাথে বাঁধেন (হজ্জে কিরানে), তাঁরা কেবল এক তওয়াফ করেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ শব্দে। হাদীসটি হজ্জে ২১১, ২২১ সংক্ষেপে ২১২, মাগাযীতে ৬৩১ নং পৃষ্ঠায় এসেছে।

কিরানকারীর তাওয়াফ ও ইমামগণের মতবিরোধ

ইমাম আজম আবু হানীফা, ইবরাহীম নাখঈ ও হযরত ইবনে মাসঊদ রা. এর মতে, কিরানকারী দুটি তাওয়াফ ও দুটি সায়ী করবে। এক তাওয়াফ ও একটি সায়ী উমরার, দ্বিতীয় তাওয়াফ ও সায়ী হজ্জের। যেমন– হিদায়াতে আছে– اَلْقَارِنُ عِنْدَنَا يَطُوْفُ طَوَافَيْنِ وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ (হিদায়া ১/২৩৭)

ইমামত্রয়ের মতে, কিরানকারী একটি তাওয়াফ ও একটি সায়ীই করবে। কারণ, উমরার রুকন অর্থাৎ, ফরয তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মাঝে দৌঁড়ে হজ্জের তাওয়াফে যিয়ারতে (তাওয়াফে রুকনে) শরীক হয়ে গেছে অতএব, আলাদা আলাদা তাওয়াফের প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকেনি। হযরত আয়েশা ও হযরত ইবনে উমর রা. থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। এ কারণেই শাফিঈ র.-এর মতে ইফরাদ উত্তম। কারণ, ইফরাদ হজ্জ আদায়কারী দুটি তাওয়াফ ও দুটি সায়ী আলাদা আলাদা করবে।

ইমামত্রয় এ হাদীস এবং তিরমিযীতে বর্ণিত হযরত ইবনে উমর রা. প্রমুখ থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। কারণ, তাদের রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, বিদায় হজ্জের সময় কিরান আদায়কারীরা শুধু এক তাওয়াফ করেছেন। কিন্তু ইমামগণের এ প্রমাণ সঠিক নয়। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কিরান আদায়কারী সাহাবায়ে কিরাম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি তাওয়াফ করেছেন– এ বিষয়টি সহীহ নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াত গুলোর পরিপন্থী এবং স্বয়ং ইমামত্রয়ের মাযহাবেরও পরিপন্থী। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৪ জিলহজ্জ তারিখে মক্কায় প্রবেশের দিনে তাওয়াফে কুদূম করেছেন। অতঃপর ১০ই যিলহজ্জ তারিখে তাওয়াফে যিয়ারত তথা তাওয়াফে রুকন আদায় করেছেন। ১৪ যিলহজ্জ তারিখে করেছেন বিদায়ী তাওয়াফ।

এসব তাওয়াফে মতানৈক্য নেই। অতএব, এক তাওয়াফ সংক্রান্ত রেওয়ায়াতের অর্থে বড় বড় মুহাদ্দিসীনের উক্তি বিভিন্ন ধরনের। হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী র. এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, طَوَافٌ وَاحِدٌ দ্বারা উদ্দেশ্য তাওয়াফে যিয়ারত। অর্থাৎ, উমরার ফরয তাওয়াফ এবং হজ্জের ফরয তাওয়াফ মিলিয়ে এক করেছেন। অর্থাৎ, উমরার রুকনগুলো হজ্জের রুকনগুলোতে শরীক হয়েছে।

হাফিজ আসকালানী র. এর (উক্তি) অপেক্ষা অধিক সমীচীন ও সত্যের বেশি নিকটবর্তী হল– আল্লামা ইবনে হুমাম র.-এর উক্তি। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশের সময় যে তাওয়াফ করেছিলেন সেটি ছিল উমরার। তিনি তখন তাওয়াফে কুদূম করেননি। এ ব্যাখ্যা অনুসারে হাদীসের অর্থ স্পষ্ট হয়ে গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক তাওয়াফ করেছেন।

হযরত শায়খুল হিন্দ র. বলেন, হযরত আয়েশা রা. এর এ হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য তাওয়াফ একটি বা কয়েকটি বর্ণনা করা নয়। বরং মূল উদ্দেশ্য ছিল এ কথা বর্ণনা করা যে, তামাত্তুকারী দুই তাওয়াফের মাঝে হালাল হবে কিরানকারী মাঝখানে হালাল হবে না। অতএব, طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا -এর অর্থ– এই হবে যে, হজ্জ ও উমরা দুটি থেকে হালাল হওয়ার জন্য কিরানওয়ালারা একটি তাওয়াফ করেছেন। অর্থাৎ, তাওয়াফে যিয়ারত করে উভয়টি থেকে হালাল হয়েছেন।

সারকথা এই যে, এই রেওয়ায়াতটি এবং এ ধরনের এক তাওয়াফ বিশিষ্ট রেওয়ায়াত গুলোতে প্রচুর (ভিন্ন অর্থের) সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব, এগুলো দ্বারা কোন দাবি প্রমাণিত হতে পারে না। এর পরিপন্থী হযরত আলী, হযরত ইবনে মাসঊদ ও হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা. এর রেওয়ায়াতগুলো দ্বারা সুস্পষ্ট ভাষায় দুটি তাওয়াফ প্রমাণিত হয়।

١. عن مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي كِتَابِ الْآثَارِ أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخْعِيِّ عَنْ أَبِي نَصْرِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رض قَالَ إِذَا أَهْلَلْتَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَطُفْ لَهُمَا طَوَافَيْنِ وَاسْعَ لَهُمَا سَعْيَيْنِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ الخ ـ (ফাতহুল কাদীর–কিতাবুল হজ্জ)

নোট ঃ হযরত আল্লামা ইবনে হুমাম র. হযরত ইমরান রা. প্রমুখের রেওয়ায়াতগুলোও এ স্থানে এনেছেন সেগুলো দ্রষ্টব্য তাছাড়া আইনুল হিদায়া গ্রন্থকারও উভয় রেওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন।

٤٠٥٤. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حدثنا ابْنُ جُرَيجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ، فَقُلْتُ مِنْ أَيْنَ؟ قَالَ هٰذَا ابْنُ عباسٍ، قَالَ مِنْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، وَمِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ أَصْحَابَهُ أَنْ يَحِلُّوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قُلْتُ إِنَّمَا كَانَ ذٰلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهُ قَبْلُ وَبَعْدُ ـ

৪০৫৪/৩৯৫. আম্র ইবনে আলী র. ...... হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, মুহরিম উমরাকারী ব্যক্তি যখন বাইতুল্লাহ্ তওয়াফ করে তখন সে তাঁর ইহ্রাম থেকে হালাল হতে পারে চাই উমরার ইহরাম বাধা হোক বা উমরা ও হজ্জ উভয়ের, যদি ও সাফা মারওয়ার মাঝে সায়ী এখনও না করুক তবুও ইহ্রাম থেকে হালাল হয়ে যায়। فَقُلْتُ الخ - ইবনে জুরায়জ বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, ইবনে আব্বাস রা. এ কথা কি করে (কোন প্রমাণে) উৎসারণ করতে পারেন? (যে সাফা ও মারওয়া সায়ী করার পূর্বে কেউ হালাল হতে পারে।) রাবী আতা র. উত্তরে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার এই কালামের দলীল দ্বারা যে, "এরপর তার হালাল হওয়ার স্থল হচ্ছে বায়তুল্লাহ" এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাঁর সাহাবীদের হাজ্জাতুল বিদায় (এ কাজের পরে) ইহরাম খুলে হালাল হয়ে যাওয়ার হুকুম দেয়ার ঘটনা দ্বারা। আমি বললাম ঃ এ হুকুম ইহরাম খুলে ফেলা তো আরাফাতে উকূফ করার পর প্রযোজ্য। তখন আতা র. বললেন, ইবনে আব্বাস রা-এর মতে উকূফে আরাফার পূর্বে ও পরে উভয় অবস্থায়ই ইহরাম থেকে হালাল হওয়া জায়েয আছে।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল حَجَّةُ الْوَدَاعِ শব্দে। এ হাদীসটি মাগাযীতে ৬৩১ নং পৃষ্ঠায় আছে। ইমাম মুসলিম র. এটি মানাসিকে বর্ণনা করেছেন। كَانَ ذٰلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ ঃ রায়ের উপর যবরসহকারে তাশদীদ অর্থাৎ, আরাফায় অবস্থান করা।

এ মাযহাবটি হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর প্রসিদ্ধও ছিল। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবায়ে কিরামের পরিপন্থী। বিস্তারিত বিবরণ হজ্জে আছে।

٤٠٥٥. حَدَّثَنِي بَيَانٌ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ طَارِقًا عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رضى الله عنه قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ أَحَجَجْتَ؟ قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ كَيْفَ أَهْلَلْتَ؟ قُلْتُ لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ، قَالَ طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حِلَّ، فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَيْسٍ، فَفَلَتْ رَأْسِي ـ

৪০৫৫/৩৯৬. বায়ান র. .... হযরত আবু মূসা আশ'আরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (বিদায় হজ্জে) মক্কার বাত্হা নামক স্থানে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে মিলিত হলাম। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি হজ্জের ইহ্রাম বেঁধেছ? আমি বললাম, হাঁ। তখন তিনি আমাকে (পুনরায়) জিজ্ঞেস করলেন। কোন্ প্রকার হজ্জের ইহ্রামের নিয়ত করেছ? আমি বললাম, لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইহ্রামের মত ইহ্রামের নিয়ত করেছি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বাইতুল্লাহ্ তওয়াফ কর এবং সাফা ও মারওয়া সায়ী কর। এরপর (ইহ্রাম খুলে উমরা থেকে) হালাল হয়ে যাও। তখন আমি বাইতুল্লাহ্ তওয়াফ করলাম ও সাফা এবং মারওয়া সায়ী করলাম। এরপর আমি কায়েস গোত্রের এক মহিলার কাছে গেলাম, সে আমার চুল (থেকে উকুন বের করে ইহ্রাম থেকে মুক্ত করে) দিল।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল গ্রহণ করা যায় قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم বাক্য থেকে। কারণ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হযরত আবু মুসা রা. এর আগমন বিদায় হজ্জের সময়ই হয়েছিল। হাদীসটি হজ্জে ২১১ এবং ৬৩১ পৃষ্ঠায় এসেছে।

قَوْلُهُ بِالْبَطْحَاءِ ঃ এটি হাল।

اى قَدِمتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ حَالَ كَونِهِ نَازِلًا بِالْبَطْحَاءِ وَهُوَ يَسِيلُ وَادِى مَكَّةَ (عُمْدَة : بَابُ حَجَّةِ الْوَدَاعِ)

اِمْرَأَةٌ مِنْ قَيْسٍ ঃ আল্লামা কাসতাল্লানী র. বলেন, لَمْ تُسَمَّ অর্থাৎ, নাম অজানা। হযরত মুহাদ্দিস সাহারানপুরী র. বুখারীর টীকায় লিখেন– اِنَّهَا كَانَتْ مُحْرَمًا لَهُ। অর্থাৎ, তিনি তাঁর মাহরাম ছিলেন। অতএব, পর মহিলা হওয়ার কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হবে না।

٤٠٥٦. حَدَّثَنِى اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا اَنَسُ بْنُ عَيَاضٍ قَالَ حَدثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّ حَفْصَةَ رضى الله عنهما زوج النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَمَرَ اَزْوَاجَهُ اَنْ يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ فَمَا يَمْنَعُكَ؟ فَقَالَ لَبَّدْتُ رَأْسِى وَقَلَّدتُ هَدْيِى فَلَسْتُ اَحِلُّ حَتَّى اَنْحَرَ هَدْيِى ـ

৪০৫৬/৩৯৭. ইব্রাহীম ইবনে মুনযির র. ...... হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী হযরত হাফসা রা. ইবনে উমর রা.-কে জানিয়েছেন যে, বিদায় হজ্জের বছর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের (উমরার আরকান আদায়ের পর) হালাল হয়ে যেতে নির্দেশ দেন। (অর্থাৎ, যেন ইহরাম খুলে ফেলেন) তখন হাফসা রা. জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি কারণে হালাল হচ্ছেন না? তদুত্তরে তিনি বললেন, আমি আঠা জাতীয় বস্তু দ্বারা আমার মাথার চুল জমাট করে ফেলেছি এবং কুরবানীর পশুর (নিদর্শনস্বরূপ) গলায় চর্ম বেঁধে (গলকণ্ঠ) দিয়েছি (অর্থাৎ, কুরবানীর জন্তু সাথে নিয়ে এসেছি।) কাজেই, আমি আমার (হজ্জ সমাধা করার পর) কুরবানীর পশু যবেহ্ করার পূর্বে হালাল হতে পারছি না।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল عَامُ حَجَّةِ الْوَدَاعِ শব্দে। হাদীসটি হজ্জে ২১২-২১৩ এবং মাগাযীতে ৬৩১ পৃষ্ঠায় এসেছে।

মাসায়েল উৎসারণ

এ হাদীস দ্বারা এ মাসআলাটি বুঝা গেল যে, কুরবানীর পশু যারা নিয়ে আসবে তারা উমরার রুকন তথা তাওয়াফ ও সায়ীর পর হালাল হতে পারে না যতক্ষণ না স্বীয় কুরবানীর পশু কুরবানী না করবে। এটাই হানাফী ও হাম্বলী উলামায়ে কিরামের মত।

এতে এর প্রমাণ রয়েছে যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিরান আদায়কারী ছিলেন। বিস্তারিত বিবরণ হজ্জে আছে।

٤٠٥٧. حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنِى شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ ح وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الاَوْزَاعِىُّ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما اَنَّ

اِمْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ اِسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ! اِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ اَدْرَكَتْ اَبِى شَيْخًا كَبِيرًا، لاَيَسْتَطِيعُ اَنْ يَسْتَوِىَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِى اِنْ اَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ نَعَمْ.

৪০৫৭/৩৯৮. আবুল ইয়ামান র. .... হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত যে, খাসআম গোত্রের (নাম অজানা) এক মহিলা বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট (একটি মাসআলা) জিজ্ঞেস করে। এ সময় (নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচাত ভাই) ফযল ইবনে আব্বাস রা. (একই যানবাহনে) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পেছনে উপবিষ্ট ছিলেন। সে মহিলা আবেদন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি যা (হজ্জ) ফরয করেছেন। আমার পিতার উপর তা এমন অবস্থায় ফরয হল যে, যে তিনি অতীব বয়োবৃদ্ধ, যে কারণে যানবাহনের উপর সোজা হয়ে বসতেও সমর্থ নন। এমতাবস্থায় আমি তাঁর পক্ষ থেকে (বদলি) হজ্জ আদায় করলে তা আদায় হবে কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ শব্দে। হাদীসটি হজ্জে ২৫০, মাগাযীতে ৬৩১ পৃষ্ঠায় এসেছে।

٤٠٥٨. حَدَّثَنِى مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُرَيجُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ اَقْبَلَ النَّبِىُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ مُرْدِفٌ اُسَامَةَ عَلَى الْقَصْوَاءِ وَمَعَهُ بِلاَلٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ حَتّٰى اَنَاخَ عِنْدَ الْبَيْتِ، ثُمَّ قَالَ لِعُثْمَانَ ائْتِنَا بِالْمِفْتَاحِ، فَجَاءَهُ بِالْمِفْتَاحِ فَفَتَحَ لَهُ الْبَابَ، فَدَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ وَاُسَامَةُ وَبِلاَلٌ وَعُثْمَانُ، ثم غَلَّقُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ، فَمَكَثَ نَهَارًا طَوِيلًا، ثُمَّ خَرَجَ وَابْتَدَرَ النَّاسُ الدُّخُولَ، فَسَبَقْتُهُمْ فَوَجَدتُ بِلاَلاً قَائِمًا مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ، فَقُلْتُ لَهُ اَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ صَلَّى بَيْنَ ذَيْنِكَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ، وَكَانَ الْبَيْتُ عَلَى سِتَّةِ اَعْمِدَةٍ سَطْرَيْنِ، صَلَّى بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ مِنَ السَّطْرِ الْمُقَدَّمِ، وَجَعَلَ بَابَ الْبَيْتِ خَلْفَ ظَهْرِهِ، وَاسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الَّذِى يَسْتَقْبِلُكَ، حِيْنَ تَلِجُ الْبَيْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ، قَالَ وَنَسِيتُ اَنْ اَسْاَلَهُ كَمْ صَلَّى؟ وَعِنْدَ الْمَكَانِ الَّذِى صَلَّى فِيهِ مَرْمَرَةٌ حَمْرَاءُ.

৪০৫৮/৩৯৯. মুহাম্মদ র. .... হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্রাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় তাশরীফ আনলেন। তিনি (তাঁর) কাসওয়া নামক উটনীর উপর উসামা রা.-কে পিছনে বসালেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিলাল ও (কা'বার চাবি রক্ষক) উসমান ইবনে তালহা রা.। অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাঁর বাহনটি) বাইতুল্লাহ্র নিকট বসালেন। তারপর উসমান (ইবনে তালহা) রা.-কে বললেন, (আমার কাছে) চাবি নিয়ে এস। তিনি তাঁকে চাবি এনে দিলেন। এরপর তিনি কা'বা শরীফের দরজা তাঁর জন্য খুললেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, উসামা, বিলাল এবং উসমান রা. কা'বা ঘরে প্রবেশ করলেন। তারপর দরজা ভিতরে দিয়ে বন্ধ করে দিলেন। এরপর তিনি দিবা ভাগের দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন এবং পরে বের হয়ে আসেন। তখন লোকেরা কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ

করার জন্য অগ্রসর হবার চেষ্টা করতে থাকে। ইবনে উমরা রা. বলেন, আমি তাদের অগ্রগামী হই এবং বিলাল রা-কে কা'বার দরজার পিছনে দাঁড়ানোবস্থায় দেখতে পাই। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন স্থানে নামায আদায় করেছেন? তিনি বললেন, ঐ সামনের দু'স্তম্ভের মাঝখানে। এ সময় বাইতুল্লাহ্র দুই সারিতে (তিনটি তিনটি করে দু' কাতারে) ছয়টি স্তম্ভ ছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনের দুই স্তম্ভের মাঝখানে নামায আদায় করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহর দরজা তাঁর পিছনে রেখেছিলেন এবং তাঁর চেহারা ছিল আপনার বাইতুল্লায় প্রবেশকালে সামনে যে দেয়াল পড়ে সেদিকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সে দেয়ালের মাঝে প্রায় তিন হাত দূরত্ব ছিল। ইবনে উমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত রাকা'ত নামায আদায় করেছেন তা জিজ্ঞেস করতে আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আর যে স্থানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করেছিলেন সেখানে লাল বর্ণের মর্মর পাথর বিছানো ছিল।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল কোথায়?

বাহ্যত শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মিল বুঝা যায় না। হাফিজ কাসতাল্লানী র. বলেন:-

قَدْ أُشْكِلَ دُخُولُ هٰذَا الْحَدِيْثِ فِى بَابِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، لِاَنَّ فِيْهِ التَّصْرِيْحُ بِاَنَّ الْقِصَّةَ كَانَتْ عَامَ الْفَتْحِ، وَعَامُ الْفَتْحِ، كَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ، وَحَجَّةُ الْوَدَاعِ كَانَتْ سَنَةَ عَشَرَ ـ

অর্থাৎ, এ হাদীসটিকে বিদায় হজ্জের অনুচ্ছেদে আনা প্রশ্নের কারণ। কারণ, এ হাদীসে এ বিষয়ে স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে যে, ঘটনাটি হল মক্কা বিজয়ের, যেটি অষ্টম হিজরীতে হয়েছে। আর বিদায় হজ্জ হয়েছে ১০ম হিজরীতে। যেমন- এ অনুচ্ছেদের শুরুতে আলোচনায় এসেছে।

আল্লামা কাসতাল্লানী র. ও এটাই লিখেছেন। (ইরশাদুস সারী ঃ ৬/৪৪৪, হাজ্জাতুল বিদা' (তাছাড়া, বুখারীর টীকায়ও এটাই উল্লেখিত আছে। (বুখারীর টীকা ঃ ৬৩১) কিন্তু উত্তমরূপে প্রমাণের মূলনীতির ভিত্তিতে শিরোনামের সাথে মিল হতে পারে। সেটা হল ইমাম বুখারী র. একটি বিতর্কিত মাসআলার দিকে ইঙ্গিত করতে চান। মতানৈক্য হল যে, বিদায় হজ্জের বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহ শরীফে প্রবেশ করেছেন কি না? ইমাম সাহেব র. এ হাদীস দ্বারা বলেছেন যে, যেহেতু মক্কা বিজয়ের সময় বাইতুল্লায় প্রবেশ প্রমাণিত, যখন বাইতুল্লাহ উদ্দেশ্য ছিল না। অথচ তা সত্ত্বেও বাইতুল্লায় প্রবেশ করেছেন। অতএব, বিদায় হজ্জের সফর তো বাইতুল্লার উদ্দেশ্যেই হয়েছিল, অতএব, বাইতুল্লায় প্রবেশ তাতে উত্তমরূপেই হবে।

قَصْوَاء مَحْدُوْدًا نَاقَتُهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ ঃ কাফের উপর যবর, সোয়াদ সাকিন। (কাসতাল্লানী) مَرْمَرَةٌ ঃ রায়ের উপর সাকিন, উভয় পাশে যবরযুক্ত দুটি মীম। মর্মর এক প্রকার নেহায়েত শানদার উত্তম পাথর হয়ে থাকে।

হাদীসটি সালাতে ৭২, হজ্জে ২১৭, জিহাদে ৪১৯, মাগাযীতে ৬৩১ পৃষ্ঠায় এসেছে। بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ ঃ বুখারী প্রথম খণ্ডে ৭২ পৃষ্ঠায় এর বিশদ বিবরণ রয়েছে। وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِىْ قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيْبًا مِنْ ثَلَاثَةِ اَذْرُعٍ অর্থাৎ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনের দেয়ালের প্রায় ৩ হাত দূরে দাঁড়িয়েছিলেন।

٤٠٥٩. حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَاَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ اَخْبَرَتْهُمَا اَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ حَاضَتْ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَحَابِسَتُنَا هِىَ؟ فَقُلْتُ اِنَّهَا قَدْ اَفَاضَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَلْتَنْفِرْ ـ

৪০৫৯/৪০০. আবুল ইয়ামান র. .... নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অর্ধাঙ্গিনী হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী হুয়াই-এর কন্যা সাফিয়্যা (বিশুদ্ধ হল সুফাইয়্যা) রা. বিদায় হজ্জের সময় ঋতুবতী হয়ে পড়েন। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে কি আমাদের (মদীনার পথে প্রত্যাবর্তনে) বাঁধ সাধল? তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, তিনি তো মক্কায় পৌঁছে তওয়াফে যিয়ারত আদায় করে নিয়েছেন। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে সেও রওয়ানা করুক। (অর্থাৎ. মদীনায় রওয়ানা করা উচিত। কারণ, তাওয়াফে যিয়ারত যেটি ফরয ছিল সেটি তো সে আদায় করে ফেলেছে। আর বিদায়ী তাওয়াফ ফরয নয়। ঋতুর কারণে এটি বাদ পড়ে গেছে।)

তাওয়াফের বিভিন্ন প্রকার ও বিধিবিধান

মক্কা মুয়াজ্জমায় পৌঁছে যে তাওয়াফ করেন সেটি হল তাওয়াফে কুদূম। এটাকে তাওয়াফুত তাহিয়্যাও বলে। এটা সুন্নত। দ্বিতীয় হল তাওয়াফে ইফাযা। এটাকে তাওয়াফে যিয়ারত, তাওয়াফে রুকন এবং তাওয়াফে ইয়াওমিন নাহরও বলে। এটাই ফরয। তৃতীয় হল, বিদায়ী তাওয়াফ। এটাকে তাওয়াফে সদরও বলে। আমাদের মতে এটা ওয়াজিব। ঋতুবতী মহিলার জন্য তাওয়াফে কুদূম ও বিদায়ী তাওয়াফ সর্বসম্মতিক্রমে বাতিল হয়ে যায়। এতে কারও কোন মতবিরোধ নেই। যেমন– এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ শব্দে। হাদীসটি হজ্জের ২৩৭ ও মাগাযীতে ৬৩১ পৃষ্ঠায় এসেছে। হযরত সাফিয়্যা রা. সংক্রান্ত ৭২২নং হাদীসের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

٤٠٦٠. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ بِحَجَّةِ الْوَدَاعِ وَالنَّبِىُّ ﷺ بَيْنَ اَظْهُرِنَا وَلاَ نَدْرِىْ مَا حَجَّةُ الْوَدَاعِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ فَاَطْنَبَ فِىْ ذِكْرِهِ وَقَالَ مَا بَعَثَ اللّٰهُ مِنْ نَبِىٍّ اِلاَّ اَنْذَرَ اُمَّتَهُ، اَنْذَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ بَعْدِهِ، وَاَنَّهُ يَخْرُجُ فِيْكُمْ، فَمَا خَفِىَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَاْنِهِ فَلَيْسَ يَخْفٰى عَلَيْكُمْ، اِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِاَعْوَرَ، وَاَنَّهُ اَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنٰى كَاَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، اَلاَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا، فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا، فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا، اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوْا نَعَمْ، قَالَ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ ثَلاَثًا، وَيْلَكُمْ اَوْ وَيْحَكُمْ انْظُرُوا وَلاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِىْ كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ .

৪০৬০/৪০১. ইয়াহ্ইয়া ইবনে সুলাইমান র. ..... হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে জীবদ্দশায় উপস্থিত থাকাবস্থায় আমরা বিদায় হজ্জ সম্পর্কে আলোচনা করতাম। আর আমরা বিদায় হজ্জ কাকে বলে তা জানতাম না। (অর্থাৎ, এতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিদায়কে বুঝানো হয়েছে না মক্কা শরীফের বিদায়কে বুঝানো হয়েছে? অবশেষে কিছু দিন পরই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাত হলে বুঝে এসেছে যে এতে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতই বুঝানো হয়েছে।) এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করেন। তারপর তিনি মাসীহ্ দাজ্জাল সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন এবং বলেন, আল্লাহ্ এমন কোন নবী প্রেরণ করেননি, যিনি তাঁর উম্মতকে সতর্ক করেননি (অর্থাৎ, সবাই কানা দাজ্জালের ভয়

প্রদর্শন করেছেন)। নূহ আ. এবং তাঁর পরবর্তী নবীগণও তাঁদের উম্মতগণকে এ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। সে তোমাদের (মুসলমানদের) মধ্য হতেই অর্থাৎ, কিয়ামতের পূর্বে অন্ধ দাজ্জাল বের হবে এবং খোদা দাবী করবে। অতএব যদি তার কোন অবস্থা তোমাদের নিকট অস্পষ্ট থাকে (অর্থাৎ, যদি তার সম্পর্কে তোমাদের সন্দেহ হয় এবং তার মিথ্যাবাদিতার কোন প্রমাণ জানা না থাকে, তবে একথা তো তোমাদের নিকট স্পষ্ট থাকেনি যে, তোমাদের আল্লাহ্ এক চোঁখ কানা নন। অথচ দাজ্জালের ডান চোখ কানা হবে। যেন তার চোঁখ একটি ফোলা আঙ্গুর। তোমরা সতর্ক থাক। আজকের এ দিন, এ শহর এবং এ মাসের মত আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের রক্ত ও তোমাদের (মুসলমানদের) সম্পদকে তোমার উপর হারাম করেছেন। তোমরা লক্ষ্য কর, আমি কি আল্লাহ্র হুকুম ও বার্তা পৌঁছে দিয়েছি? সমবেত সকলে বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! আপনি সাক্ষী থাকুন। তিনি একথা তিনবার বললেন। (তারপর বললেন), وَيْحَكُمْ বা وَيْلَكُمْ (রাবীর সন্দেহ) তোমাদের জন্য ধ্বংস অথবা তিনি বললেন, তোমাদের জন্য আফসোস, সাবধান! আমার পরে তোমরা কুফরের দিকে প্রত্যাবর্তন কর না যে, একে অপরের গর্দান মারবে।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল نَتَحَدَّثُ بِحَجَّةِ الْوَدَاعِ বাক্যে। ইমাম বুখারী হাদীসটি হজ্জে ২৩৫, আদবে ৮৯২, হুদুদে ১০০৩, আয়াতে ১০১৪, ফিতানে ১০৪৮, আর মাগাযীতে ৬৩২ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন।

لَانَدْرِى مَاحَجَّةُ الْوَدَاعِ ঃ আমরা জানতাম না যে, হাজ্জাতুল বিদায়ের অর্থ ও উদ্দেশ্য কি? আল্লামা আইনী র. বলেন–

لِاَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ ذَكَرَهَا فَتَحَدَّثُوابِهَا وَلٰكِنَّهُمْ مَا فَهِمُوا الْمُرَادَ مِنَ الْوَدَاعِ هَلْ هُوَ وَدَاعُ النَّبِيِّ ﷺ اَمْ غَيْرُهُ حَتّٰى تُوُفِّىَ النَّبِيُّ ﷺ ـ

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু কথা বলার পর সাহাবায়ে কিরাম এ প্রসঙ্গে পরস্পরে আলোচনা করতে লাগলেন এবং উদ্দেশ্য বুঝতে পারেননি যে, এতে মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিদায় তথা ওফাতের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। অবশেষে অল্প দিনের মধ্যেই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাত হয়ে যায়, তখন সাহাবায়ে কিরাম বিদায় হজ্জের অর্থ ও উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পেরেছেন।

হাফিজ আসকালানী র. বাইহাকী র. থেকে বর্ণনা করেন, যখন সূরা নাসর (اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ –). আইয়্যামে তাশরীকে অবতীর্ণ হয়, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহকাল থেকে স্বীয় বিদায় মনে করেছেন, ফলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটনির উপর আরোহণ করে জনতাকে সম্বোধন করে ভাষণ দেন। এই ভাষণ বর্ণনাকারী অনেক সাহাবী। কিন্তু ইবনে উমর রা. ছাড়া কেউ দাজ্জালের কথা উল্লেখ করেননি, বরং অধিকাংশ তো শুধু اِنَّ اَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। (ফাতহুল বারী)

فَمَا خَفِىَ مَاشَرْطِيَه اى اِنْ خَفِىَ عَلَيْكُمْ بَعْضُ شَانِهِ الخ

অর্থাৎ, যদি তাঁর কোন অবস্থা তোমাদের নিকট অস্পষ্ট থাকে.......।

فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ঃ এখানে কিছু শব্দ উহ্য রয়েছে। মূলত ছিল–

رَكِبَ وَاجْتَمَعَ النَّاسُ اِلَيْهِ وَخَطَبَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ـ

وَاِنَّهُ اَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنٰى ঃ এই রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, মরদুদ কানা দাজ্জালের ডান চোখ কানা হবে। এক রেওয়ায়াতে আছে– اَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُسْرٰى। আল্লামা নববী র. রেওয়ায়াতগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য

বিধান করতে গিয়ে বলেন, وَكِلَاعَيْنِ الدَّجَّالِ مَعِيْبَةٌ عَوْرَاءُ فَاحِدَاهُمَا بِذَهَابِهَا وَالْاُخْرَاى بِعَيْبِهَا অর্থাৎ, কানা দাজ্জালের চক্ষুদয় কানা ও ত্রুটিযুক্ত হবে। এক চোখ তো সম্পূর্ণ সমান ও মিটানো হবে এবং তাতে কোন জ্যোতি থাকবে না। দ্বিতীয়টি কানা হবে এবং عَوْر এর অর্থ হল ত্রুটিযুক্ত। (শরহে নববী ঃ ৯৬ পৃষ্ঠা)

لَا تَرْجِعُوا بَعْدِى اى لَاتَكُنْ اَفْعَالُكُم تَشْبَهُ اَفْعَالِ الْكُفَّارِ فِى ضَرْبِ رِقَابِ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

অর্থাৎ, তোমাদের কাজকর্ম মুসলমানদের গর্দান মারার ক্ষেত্রে কাফিরদের মত যেন না হয়। (কাসতাল্লানী ঃ ৬/৪৫৫) কোন কোন আলিম উপমার পরিবর্তে প্রকৃত অর্থের উপর প্রয়োগ করেছেন অর্থাৎ, তোমরা আমার পর মুরতাদ হয়ে যেয়ো না যে, পরস্পরে গর্দান মারতে আরম্ভ করবে। আর কেউ কেউ এ বাক্যটিকে কঠোরতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন।

٤٠٦١. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى زَيْدُ بْنُ اَرْقَمَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً اَنَّهُ حَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً لَمْ يَحُجَّ بَعْدَهَا حَجَّةَ الْوَدَاعِ، قَالَ اَبُو اِسْحَاقَ وَبِمَكَّةَ اُخْرَى ـ

৪০৬১/৪০২. আমর ইবনে খালিদ র. ..... হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম রা. থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনিশটি যুদ্ধে স্বয়ং অংশগ্রহণ করেন। আর হিজরতের পর তিনি কেবল একটি হজ্জ আদায় করেন। এরপর তিনি আর কোন হজ্জ আদায় করেননি এবং তা হল বিদায় হজ্জ। আবু ইসহাক র. বলেন, মক্কায় অবস্থানকালে তিনি (নফল) হজ্জ আদায় করেন। (অর্থাৎ, হিজরতের পূর্বে মক্কায় অবস্থান কালে একটি হজ্জ করেছিলেন।)

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল حَجَّةُ الْوَدَاعِ শব্দে। হাদীসটি মাগাযীতে ৫৬৩ ও ৬৩২ পৃষ্ঠায় এসেছে। لَمْ يَحُجَّ بَعْدَهَا ঃ হিজরতের পর হজ্জ না করা দ্বারা ছোট হজ্জ তথা উমরাকে অস্বীকার করা হয়নি। কারণ, এটা স্বস্থানে প্রমাণিত ও সর্বজনস্বীকৃত বিষয় যে, বিদায় হজ্জের পূর্বে ও হিজরতের পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধিকবার উমরা করেছেন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য ১৮৩ নং হাদীসের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

আবু ইসহাকের বিবরণ যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় হজ্জ করেছেন হিজরতের পূর্বে। এর দ্বারা এ ভ্রান্তি সৃষ্টি হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের পূর্বে শুধু একটি হজ্জ করেছেন। অথচ এটা বিশুদ্ধ নয়। বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের পূর্বে একাধিকবার হজ্জ করেছেন।

كَمَا قَالَ الْقَسْطَلَانِىُّ وَلَيْسَ كَذَالِكَ فَالْمَرْوِىُّ اَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ وَهُوَ بِمَكَّةَ الْحَجَّ قَطُّ ـ

(কাসতাল্লানী ঃ ৬/৪৪৬)

বাস্তব সত্য হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতক্ষণ পর্যন্ত মক্কা মুয়াজ্জমায় ছিলেন ততক্ষণ পর্যন্ত কখনও কোন হজ্জ বাদ দেননি। কারণ, কুরাইশের কাফিররা কাফির হওয়া সত্ত্বেও হজ্জের ব্যাপারে অনেক বেশি পাবন্দি করত। ওজর অপারগতা ছাড়া কোন কাফির হজ্জ ছাড়ত না। অতএব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা কিভাবে পরিহার করতেন? অতপরঃ বিভিন্ন রেওয়ায়াত এবং সহীহ হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জের মৌসুমে আগত লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। লাগাতার তিন বছর মদীনার প্রতিনিধি দলগুলোকে তিনি দাওয়াত দিয়েছেন ও ইসলামে দীক্ষিত করেছেন। (ফাতহ)

٤٠٦٢. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ جَرِيْرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِجَرِيْرٍ اِسْتَنْصِتِ النَّاسَ، فَقَالَ لَاتَرْجِعُوْا بَعْدِىْ كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

৪০৬২/৪০৩. হাফস্ ইবনে উমর রা. .... হযরত জারীর (ইবনে আবদুল্লাহ্ বাজালী) রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জারীর রা-কে বিদায়-হজ্জে বললেন, লোকজনকে চুপ থাকতে বল। (যাতে তারা আমার কথা শুনতে পারে) তারপর বললেন, মনে রেখ! আমার ওফাতের পর তোমরা কাফিরে পরিণত হয়ো না (অর্থাৎ, কাফিরদের মত হয়ো না) যে, একে অপরের গর্দান মারবে।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ শব্দে। হাদীসটি ইলমে ২৩, মাগাযীতে ৬৩২ পৃষ্ঠায় এসেছে।

হযরত জারীর রা.

তিনি সাহাবী। দীর্ঘাঙ্গী ও সুদর্শন ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে يُوْسُفُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ (এ উম্মতের ইউসুফ) উপাধি দিয়েছেন। দেহ এতটা উঁচু ছিল যে, উটের কুঁজ সমান হয়ে যেত। তাঁর পায়ের জুতা হত এক হাত। রমযান মুবারকে দশম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। মিশকাত গ্রন্থকার লিখেন-

اَسْلَمَ فِى السَّنَةِ الَّتِىْ تُوُفِّىَ النَّبِىُّ ﷺ فِيْهَا قَالَ جَرِيْرٌ اَسْلَمْتُ قَبْلَ مَوْتِ النَّبِىِّ ﷺ بِاَرْبَعِيْنَ يَوْمًا وَنَزَلَ الْكُوْفَةَ وَسَكَنَهَا زَمَانًا ثُمَّ انْتَقَلَ اِلٰى قِرْسِيَا وَمَاتَ بِهَا سَنَةَ اِحْدٰى وَخَمْسِيْنَ الخ (اِكْمَالٌ فِىْ اَسْمَاءِ الرِّجَالِ لِصَاحِبِ الْمِشْكٰوةِ)

মিশকাত গ্রন্থকারের ইকমাল দ্বারা বুঝা যায়, হযরত জারীর রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের চল্লিশ দিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ৪০২ নং এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, এ উক্তিটি সঠিক নয়। কারণ, এ হাদীসে সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে যে, হযরত জারীর রা. বিদায় হজ্জে শরীক ছিলেন। এর কমপক্ষে ৮১ দিন পর ১২ অথবা ২ রবিউল আউয়ালে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাত হয়।

٤٠٦٣. حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حدثنا اَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ، اَلسَّنَةُ اِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِىْ بَيْنَ جُمَادٰى وَشَعْبَانَ، اَىُّ شَهْرٍ هٰذَا؟ قُلْنَا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهٗ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اِسْمِهٖ، قَالَ اَلَيْسَ ذُو الْحِجَّةِ؟ قُلْنَا بَلٰى، قَالَ فَاَىُّ بَلَدٍ هٰذَا؟ قُلْنَا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهٗ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اِسْمِهٖ، قَالَ اَلَيْسَ الْبَلْدَةَ؟ قُلْنَا بَلٰى، قَالَ فَاَىُّ يَوْمٍ هٰذَا؟ قُلْنَا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهٗ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اِسْمِهٖ، قَالَ اَلَيْسَ يَوْمُ النَّحْرِ؟ قُلْنَا بَلٰى، قَالَ فَاِنَّ دِمَائَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ، قَالَ مُحَمَّدٌ وَاَحْسِبُهٗ قَالَ وَاَعْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ

حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا، فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا، فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلاَ فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلاَّلاً، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، أَلاَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُبَلَّغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ، فَكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا ذَكَرَهُ يَقُولُ صَدَقَ مُحَمَّدٌ ﷺ ثُمَّ قَالَ : أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ مَرَّتَيْنِ -

৪০৬৩/৪০৪. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না র. .... হযরত আবু বাকরা রা. সূত্রে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত. তিনি (বিদায় হজ্জে) বলেন, সময় ও কাল আবর্তিত হয়ে নিজ চক্রে এ অবস্থায় এসেছে, যার উপর ছিল সেদিন যেদিন থেকে আল্লাহ্ আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন। এক বছর বার মাসে হয়ে থাকে। এর মধ্যে চার মাস সম্মানিত। তিনমাস পরপর আসে– যেমন যিলকদ, যিলহজ্জ ও মুহার্‌রম এবং রজব-মুযার যা জুমাদাল উখরা ও শাবান মাসের মধ্যবর্তী সময়ে হয়ে থাকে। (এরপর তিনি প্রশ্ন করলেন) এটি কোন্ মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই অধিক ভাল জানেন। এরপর তিনি চুপ থাকলেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম যে, হয়ত অচিরেই তিনি এ মাসের প্রসিদ্ধ নাম ব্যতীত অন্য কোন নাম রাখবেন। (তারপর) তিনি বললেন, এ কি যিলহজ্জ মাস নয়? আমরা বললাম ঃ হ্যাঁ। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটি কোন্ শহর? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই অধিক জ্ঞাত। তারপর তিনি চুপ থাকলেন। আমরা ধারণা করলাম যে, হয়ত বা তিনি অচিরেই এ শহরের প্রসিদ্ধ নাম ব্যতীত অন্য কোন নাম রাখবেন। তারপর তিনি বললেন, এটি কি (মক্কা) শহর নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, এ দিনটি কোন দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই ভাল জানেন। তারপর তিনি চুপ থাকলেন। এতে আমরা মনে করলাম যে, তিনি এ দিনটির (প্রসিদ্ধ নাম ছাড়া) অন্য কোন নামকরণ করবেন। তারপর তিনি বললেন, এটি কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। এরপর তিনি বললেন, তোমাদের রক্ত তোমাদের সম্পদ। রাবী মুহাম্মদ ইবনে সীরীন র. বলেন, আমার ধারণা যে, আবু বকরা রা. আরও বলেছিলেন, তোমাদের মান-ইযযত তোমাদের উপর পবিত্র, যেমন পবিত্র তোমাদের আজকের এই দিন, তোমাদের এই শহর ও তোমাদের এই মাস। তোমরা অচিরেই(কিয়ামতের দিন) তোমাদের প্রভুর সাথে মিলিত হবে। তখন তিনি তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। খবরদার! তোমরা আমার ইন্তিকালের পরে বিভ্রান্ত হয়ে পড় না যে, একে অপরের গর্দান মারবে। শোন, তোমাদের উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তিকে আমার পয়গাম (এ হাদীস) পৌঁছে দেবে। এটা বাস্তব যে, অনেক সময় যে প্রত্যক্ষভাবে শ্রবণ করেছে তার চেয়েও প্রচারকৃত ব্যক্তি অধিকতর সংরক্ষণকারী হয়ে থাকে। রাবী মুহাম্মদ [ইবনে সীরীন র.] যখনই এ হাদীস বর্ণনা করতেন তখন তিনি বলতেন– মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যই বলেছেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জেনে রেখ, আমি কি (আল্লাহ্র হুকুম তোমাদের কাছে) পৌঁছিয়ে দিয়েছি? এভাবে দু'বার বললেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল। যেহেতু হযরত আবু বকরা রা. এর এ হাদীসে সে ভাষণ রয়েছে যেটি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে দিয়েছিলেন। এ ভাষণটি অনেক সুদীর্ঘ। ইমাম বুখারী র. এর কোন কোন অংশ বিভিন্ন অনুচ্ছেদে এনেছেন। কোথাও একত্রে পূর্ণ ভাষণটি আনেননি।

হাদীসটি ইলমে ১৬, ২৩, ২৩৪, ২৩৫ ও ৬৩২ পৃষ্ঠায় এসেছে। এ হাদীসে ضُلاَّل শব্দ এসেছে। এর দ্বারা বুঝা গেল, কোন মুসলমানকে হত্যার ফলে কেউ ইসলামের গণ্ডিবহির্ভূত হয়ে যায় না। অতএব, اَلْحَدِيْثُ يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا মূলনীতি অনুযায়ী যে রেওয়ায়াতে كفار শব্দ এসেছে এর ব্যাখ্যা করা হবে যে, মুসলমানদের শিক্ষা দিয়েছেন, বর্তমানে মিলেমিশে যেভাবে ভাই ভাইয়ের ন্যায় থাকছে, আমার পরেও যেন এভাবে থাকে। এমন যেন

না হয় যে, আমার পর মুসলমানরা একজন অপরজনের উপর আক্রমণ করে কাফিরদের মত নিজেদের বানিয়ে নেয়। অবশ্য মুসলিম হত্যাকে হালাল মনে করা নিঃসন্দেহে কুফরী।

٤٠٦٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ اَنَّ اُنَاسًا مِنَ الْيَهُودِ قَالُوا لَوْ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِينَا لَاتَّخَذْنَا ذٰلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا فَقَالَ عُمَرُ اَيَّةُ اٰيَةٍ؟ فَقَالُوا : اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي فَقَالَ عُمَرُ رض اِنِّي لَاَعْلَمُ اَيَّ مَكَانٍ اُنْزِلَتْ، اُنْزِلَتْ وَرَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ ـ

৪০৬৪/৪০৫. মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ র. .... হযরত তারিক ইবনে শিহাব রা. থেকে বর্ণিত যে, একদল ইহুদী (হযরত উমর রা.-কে) বলল, যদি এ আয়াত আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হত, তাহলে আমরা উক্ত অবতরণের দিনকে ‘ঈদের দিন হিসেবে উদযাপন করতাম। তখন উমর রা. তাদের জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ আয়াত? তারা বলল, এই আয়াত– اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي - আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন (জীবন-বিধান)-কে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত পরিপূর্ণ করলাম। তখন উমর রা. বললেন, কোন্ স্থানে এ আয়াত নাযিল হয়েছিল তা আমি ভাল করে জানি। এ আয়াত নাযিল হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফা ময়দানে (জাবালে রহমতে) অবস্থান করছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল গৃহীত হবে وَرَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ বাক্য থেকে। কারণ, তিনি বিদায় হজ্জে অবস্থান করছিলেন।

হাদীসটি ঈমানে ১১, তাফসীরে ৬৬২, ই‘তিসামে ১০৭৯, মাগাযীতে ৬৩২ পৃষ্ঠায় এসেছে।

তারিক ইবনে শিহাব

অর্থাৎ, ইবনে আবদুশ শামস। তিনি সাহাবী। ১২৩ হিজরীতে তিনি ওফাত লাভ করেছেন। আল্লামা মিযযী র. বলেন, ৮৩ হিজরীতে আর কেউ কেউ বলেছেন, ৮২ হিজরীতে, আর কেউ কেউ বলেন, ৮৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেছেন। (কাসতাল্লানী ঃ ১২৯ পৃষ্ঠা)

اِنَّ اُنَاسًا مِنَ الْيَهُودِ ঃ কোন কোন ইয়াহুদী বলল। কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে– رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ। (বুখারী ঃ ১১) কিতাবুত তাফসীরে ৬৬২ পৃষ্ঠায় আছে– قَالَتِ الْيَهُودُ

আল্লামা আইনী র. ও আল্লামা কাসতাল্লানী র. লিখেন, এ উক্তিকারী ছিলেন কা‘বে আহবার। রেওয়ায়াতগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য বলা যেতে পারে, কা‘বে আহবারের সাথে আরও লোক ছিল। অতএব, প্রশ্ন রইল না। لَوْنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِينَا ঃ যদি এ আয়াতটি আমাদের এখানে অবতীর্ণ হত, এর দ্বারা পরিষ্কার যে, তখন পর্যন্ত তিনি মুসলমান হননি। যেমন– কিতাবুল ঈমানের ১১ পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ট ভাষায় رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ শব্দ রয়েছে। কোন কোন হাদীস থেকে বর্ণিত রয়েছে, কা‘বে আহবার নববী যুগে হযরত আলী রা. এর হাতে মুসলমান হয়েছিলেন। বুখারীর ব্যাখ্যাতা আল্লামা আইনী র. বলেন, فِيهِ نَظَرٌ لِاَنَّ كَعْبَ الْاَحْبَارِ اَسْلَمَ زَمَنَ عُمَرَ رض قَالَهُ الذَّهَبِيُّ وَغَيْرُهُ তথা বিষয়টি প্রশ্ন সাপেক্ষ। কারণ, যাহাবী প্রমুখের মতে, কা‘বে আহবার হযরত উমর রা. এর যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। (উমদা ঃ ৮/৪২০)

عَرَفَةَ ঃ আলামিয়াত ও তানীসের কারণে এটি গায়রে মুনসারিফ।

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন হল, বাহ্যত হযরত উমর ফারুক রা. এর উত্তর ইয়াহুদীদের প্রশ্ন অনুযায়ী হচ্ছে না। কারণ, ইয়াহুদী বলছে, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার দিবসকে আমরা ঈদের দিন বানিয়ে নিতাম। আর হযরত উমর রা. বলছেন– إِنِّى لَأَعْلَمُ الخ অর্থাৎ, আমি ভাল করেই জানি, এ আয়াত কোথায় এবং কোন দিন অবতীর্ণ হয়েছে। এর উত্তর তো হওয়া উচিত ছিল, সেদিনকে ঈদ বানিয়েছি অথবা বানাইনি। যদি না বানাই, তাহলে কেন?

উত্তর ঃ বাস্তবতা হল, হযরত উমর ফারুক রা.-এর উত্তর নেহায়েত হিকমতপূর্ণ। উত্তরটির বিবরণ দু'ভাবে দেয়া যায়–

১. এখানে হাদীসটি সংক্ষিপ্ত। তাবারানী ইত্যাদিতে তাঁর পূর্ণ শব্দরাজি উল্লেখিত রয়েছে। نَزَلَتْ يَوْمَ جُمُعَةٍ يَوْمَ عَرَفَةَ-এ আয়াতটি জুমুআর দিন আরাফা দিবসে অবতীর্ণ হয়েছে। আর وَهُمَالَنَا عِيْدَانِ তথা এ দুটো দিন আমাদের ঈদের দিবস।

তিরমিযীতে হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর নিম্নোক্ত শব্দ বর্ণিত আছে। نَزَلَتْ فِىْ يَوْمِ عِيْدَيْنِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَيَوْمِ عَرَفَةَ অর্থাৎ, এ আয়াতটি দুটি ঈদের দিনে নাযিল হয়েছে। একটি হল, জুমুআ, অপরটি হল আরাফা দিবস।

জবাবের সারমর্ম হল, উমর ফারুক রা. প্রশ্নকর্তাকে এদিকে মনোযোগী করেছেন যে, তুমি তো ঈদ যাপনের কথা বলছ, আমাদের তো ঈদ উদযাপনের প্রয়োজনই হয়নি। বরং সেটি তো প্রথম থেকেই ঈদের দিন। কারণ, সে দিনটি হল, শুক্রবার, যেটি সাপ্তাহিক ঈদ। আর একটি হল আরাফা দিবস। এটি হল, বাৎসরিক ঈদ। অতঃপর যদি তোমরা ঈদ বানাতে তো তোমাদের ঈদ হত মনগড়া, আর আমাদের ঈদ হল, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। মনগড়া ঈদের সাথে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে করা ঈদের কিসের সম্পর্ক?

কোন কোন ব্যাখ্যাতা লিখেছেন, ঘটনাক্রমে যে দিনে এ আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হয়েছিল সেটি ছিল সমস্ত ফিরকার ঈদের দিন। ইয়াহুদী, খ্রিস্টান, অগ্নিপূজক সবাই সেদিন ঈদ পালন করছিল।

وَفِى الْمَعَالِمِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رض كَانَ ذٰلِكَ خَمْسَةَ أَعْيَادٍ جُمُعَةً وَعَرَفَةَ وَعِيْدُ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى وَالْمَجُوْسِ وَلَمْ يَجْتَمِعْ أَعْيَادُ أَهْلِ الْمِلَلِ فِىْ يَوْمٍ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ - (তিরমিযীর টীকা ঃ পৃ. ১৩০)

২. দ্বিতীয় বিবরণ এভাবে প্রদান করা হয়, তোমরা কি মনে কর? একটু চিন্তা-ফিকির কর, আমাদের সবকিছু জানা আছে যে, বরকতময় আয়াতটি কোথায় অবতীর্ণ হয়েছিল? কখন অবতীর্ণ হয়েছিল? কোন্ অবস্থাতে নাযিল হয়েছিল? আরাফাতের ময়দানে যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উটনীর উপর তাশরীফ রাখছিলেন, জুমুআর দিন আসরের সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু আমরা এমন নই যে, নিজের পক্ষ থেকে যে কোন দিন ইচ্ছা সেটিকে ঈদ দিবস নির্ধারণ করব, বরং আমরা তো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুসারী। আমাদের উপর তো শুধু জেনে নেয়ার দায়দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। আমরা জানব (আল্লাহ্ রাসূলের), বিধিবিধান কি? যার দিকে হযরত উমর রা. إِنِّى لَأَعْلَمُ অথবা قَدْعَرَفْنَا বলে সুক্ষ্মভাবে ইঙ্গিত দিয়ে প্রজ্ঞাপূর্ণ উত্তর দিয়েছেন।

٤٠٦٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَلَمْ يَحِلُّوْا حَتّٰى يَوْمِ النَّحْرِ -

৪০৬৫/৪০৬. আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসলামা র. .... হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা (মদীনা মুনাওয়ারা থেকে) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে (হাজ্জাতুল বিদায়) রওয়ানা হলাম। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ উমরার ইহ্রাম বেঁধেছিলেন আর কেউ কেউ হজ্জের ইহ্রাম, আবার কেউ কেউ হজ্জ ও উমরা উভয়ের (কিরানের) ইহ্রাম বেঁধেছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জের ইহ্রাম বেঁধেছিলেন। যাঁরা শুধু হজ্জের ইহ্রাম বাঁধেন অথবা হজ্জ ও উমরার (কিরানের) ইহ্রাম একসঙ্গে বাঁধেন, তারা (১০ই যিলহজ্জ) কুরবানীর দিন হালাল হয়েছেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল এ হিসেবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বিদায় হজ্জে ছিলেন। কারণ, বর্ণনাকারী এ হাদীসে সুস্পষ্ট ভাষায় তা বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি কিতাবুল হজ্জেও এসেছে।

اَهَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الخ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে শুধু হজ্জের ইহ্রাম বেঁধেছিলেন, অতঃপর উমরাকে প্রবিষ্ট করিয়ে তিনি কিরান আদায়কারী হয়ে যান। হাদীসটি হজ্জে ২১২ এবং সবিস্তারে ৬৩১ ও ৬৩২ নং পৃষ্ঠায় এসেছে।

٤٠٦٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَقَالَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ مِثْلَهُ.

৪০৬৬/৪০৭. আবদুল্লাহ্ ইবনে ইউসুফ র. .... হযরত মালিক র. স্বীয় হাদীস উপরোক্ত সনদে অর্থাৎ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ দ্বারা হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে বিদায় হজ্জে বেরিয়েছিলাম।

৪০৮. ইসমাঈল র. সূত্রেও মালিক র. থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

ব্যাখ্যা ঃ মূলতঃ ৪০৬ থেকে ৪০৮ নং পর্যন্ত তিনটি রেওয়ায়াত বিদায় হজ্জ সংক্রান্ত ইমাম বুখারী র. ইমাম মালিক র. থেকে বিভিন্ন সূত্রে বিদায় হজ্জের হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٠٦٧. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ هُوَ ابْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ عَادَنِىْ النَّبِيُّ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! بَلَغَ بِىْ مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرٰى وَاَنَا ذُوْ مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِىْ اِلَّا ابْنَةٌ لِىْ وَاحِدَةٌ اَفَاَتَصَدَّقُ بِثُلُثَىْ مَالِىْ؟ قَالَ لَا؟ قُلْتُ اَفَاَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ لَا، قُلْتُ فَالثُّلُثُ؟ قَالَ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ، اِنَّكَ اَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِىْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ اِلَّا اُجِرْتَ بِهَا، حَتّٰى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِىْ فِىْ اِمْرَاَتِكَ، قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! اُخَلَّفُ بَعْدَ اَصْحَابِىْ، قَالَ اِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ، فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِىْ بِهِ وَجْهَ اللّٰهِ اِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتّٰى يَنْتَفِعَ بِكَ اَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ اٰخَرُوْنَ، اَللّٰهُمَّ اَمْضِ لِاَصْحَابِىْ هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ، لٰكِنَّ الْبَائِسَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ رَثٰى لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تُوُفِّىَ بِمَكَّةَ.

৪০৬৭/৪০৮. আহমদ ইবনে ইউনুস র. ...... হযরত সা'দ (ইবনে আবু ওয়াক্কাস) রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় আমি বেদনাজনিত মরণাপন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে এলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার রোগ যে কঠিন আকার ধারণ করেছে তা আপনি দেখতেই পাচ্ছেন (অর্থাৎ, বাঁচার কোন আসা ভরসা নেই)। আমি একজন বিত্তশালী লোক অথচ আমার একমাত্র কন্যা ব্যতীত অন্য কোন উত্তরাধিকারী নেই। এমতাবস্থায় আমি কি আমার সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ সাদকা করে দেব? তিনি বললেন, 'না'। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তবে কি আমি এর অর্ধেক সাদকা করে দেব? তিনি বললেন, 'না'। আমি বললাম, এক-তৃতীয়াংশ? তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ, (এক তৃতীয়াংশ খয়রাত করতে পার। এক-তৃতীয়াংশ অনেক। তুমি তোমার উত্তরাধিকারীদের সচ্ছল অবস্থায় ছেড়ে যাওয়া তাদেরকে অভাবগ্রস্ত অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম- যারা পরে মানুষের কাছে হাত পেতে ভিক্ষে করে বেড়াবে। আর তুমি যা-ই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্ত খরচ কর, তার বিনিময়ে তোমাকে প্রতিদান দেয়া হবে। এমনকি যে লোকমা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে ধর তারও। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে কি আমার সাথীদের (মদীনায় যাওয়ার পর) পিছনে রেখে দেয়া হবে? (অর্থাৎ, আমি কি রোগ-ব্যাধির কারণে আপনার সাথীদের সাথে মদীনায় যেতে পারব না?) তিনি বললেন, তোমাকে কখনও পিছনে রেখে যাওয়া হবে না। যদি তুমি থেকেও যাও তবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে আমল করবে তা দ্বারা তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে ও সমুন্নত হবে। সম্ভবত তুমি পিছনে থেকে যাবে (তুমি জীবিত থাকবে)। ফলে তোমার দ্বারা এক সম্প্রদায় (মুসলমানরা) উপকৃত হবে। অন্য সম্প্রদায় (ইসলামের শত্রুরা) ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ইয়া আল্লাহ্! আমার সাহাবীদের হিজরত আপনি পরিপূর্ণ করুন (অসম্পূর্ণ করবেন না) এবং তাদের পিছনের দিকে ফিরিয়ে দিবেন না। কিন্তু মুখাপেক্ষী ও জরুরতমন্দতো সা'দ ইবনে খাওলা রা.। সা'দ ইবনে খাওলা রা.-এর জন্য, (রাবী বলেন) মক্কায় তার মৃত্যু হওয়ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ শব্দে। হাদীসটি জানাইযে ১৭৩, ওয়াসায়ায় ৩৮৩, মাগাযীতে ৬৩২ নং পৃষ্ঠায় এসেছে। لٰكِنَّ الْبَائِسَ ঃ অর্থাৎ, যার উপর কষ্টের নিদর্শন রয়েছে তথা ভীষণ দারিদ্র্য ও হাজত। عَالَةً ঃ শব্দটি عَائِلٌ-এর বহুবচন। ফকির- মুখাপেক্ষী। سَعْدُ بْنُ خَوْلَه ঃ তিনি হলেন, বদরী মুহাজির। মক্কায় বিদায় হজ্জে ইন্তিকাল করেছেন।

٤٠٦٨. حَدَّثَنِى اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ ضَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما اَخْبَرَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَلَقَ رَأْسَهُ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ .

৪০৬৮/৪০৯. ইবরাহীম ইবনে মুনযির র. .... হযরত নাফি' র. থেকে বর্ণিত, ইবনে উমর রা. তাঁদেরকে অবহিত করেছেন যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে তাঁর মাথা মুণ্ডন করেছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ শব্দে।

মাথা ছাঁটা ও মুণ্ডন করা

বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপের পর কুরবানী করে তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে স্বীয় মস্তক মুণ্ডন করিয়েছেন। মস্তক মুণ্ডনকারীর নাম ছিল মা'মার ইবনে আবদুল্লাহ। বুখারীর ব্যাখ্যাতা আল্লামা কাসতাল্লানী র. বলেন, وَفِى الصَّحِيْحَيْنِ اَنَّهُ حَلَقَ الشِّقَّ الْاَيْمَنَ فَقَسَمَهُ بَيْنَ مَنْ يَلِيْهِ الخ অর্থাৎ, তিনি মস্তক মুবারকের ডান দিকে মুণ্ডন করিয়েছেন । অতঃপর লোকজনের মাঝে তা বন্টন করিয়েছেন। বাঁ দিকের চুল মুবারক হযরত আবু তালহা রা.-কে দান করেছেন। (কাসতাল্লানী ঃ ৬/৪৪৯)

এ হাদীস দ্বারা এই মাসআলা বুঝে আসল যে, ইহরাম খোলার সময় চুল ছোট করা অথবা মুণ্ডন জরুরি। মাথা মুণ্ডন উত্তম। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা মুণ্ডিয়েছেন। অবশ্য মহিলাদের জন্য মাথা মুণ্ডানো নিষিদ্ধ। যেমন– হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাকে মাথা মুণ্ডাতে নিষেধ করেছেন (তিরমিযী)। তাছাড়া, এর দ্বারা এ মাসআলাটি জানা গেল যে, মানুষের চুল পবিত্র। এমনিভাবে, বড়দের তাবাররুকের বৈধতাও এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়।

٤٠٦٩. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ جُرَيجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بنُ عُقْبَةَ عَن نَافِعٍ أَخْبَرَهُ ابنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَلَقَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ وَأُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ ـ

৪০৬৯/৪১০. উবাইদুল্লাহ্ ইবনে সাঈদ র. .... হযরত নাফি' র. থেকে বর্ণিত, ইবনে উমর রা. তাঁকে অবহিত করেন যে, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে মাথা মুণ্ডন করেন এবং তাঁর সাহাবীদের অনেকেই আর তাঁদের কেউ কেউ মাথার চুল ছেঁটে ফেলেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ শব্দে। এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, মাথা মুণ্ডানো ও ছাঁটা উভয়টি জায়েয আছে। অবশ্য, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাথা মুণ্ডানোর কারণে এটি উত্তম। তাছাড়া যৌক্তিকভাবেও মুণ্ডানো উত্তম। কারণ, হজ্জে বিনয় যতটা বেশি হবে ততটাই উত্তম ও সওয়াবের কারণ হবে।

٤٠٧٠. حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ قَزَعَةَ قَالَ حدثنا مَالِكٌ عَنِ ابنِ شِهَابٍ ح وَقَالَ اللَّيثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيدُ اللهِ بنُ عَبدِ اللّٰهِ أَنَّ عَبدَ اللّٰهِ بنَ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَقْبَلَ يَسِيرُ عَلَي حِمَارٍ وَرَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ بِمِنًى فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَسَارَ الحِمَارُ بَيْنَ يَدَيْ بَعضِ الصَّفِّ، ثُمَّ نَزَلَ عَنهُ فَصَفَّ مَعَ النَّاسِ ـ

৪০৭০/৪১১. ইয়াহ্ইয়া ইবনে কাযাআ ও লাইস র. .... হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি গাধায় আরোহণ করে রওয়ানা হন। এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জকালে মিনায় দাঁড়িয়ে লোকদের নিয়ে নামায আদায় করছিলেন। তখন গাধাটি নামাযের একটি কাতারের সামনে এসে পড়ে। এরপর তিনি গাধার পিঠ থেকে অবতরণ করে লোকদের সঙ্গে নামাযের কাতারে সামিল হন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল مِنْ حَجَّةِ الوَدَاعِ শব্দে। হাদীসটি সালাতে ৭১, মাগাযীতে ৬৩৩ পৃষ্ঠায় এসেছে।

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন হল, হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে–

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَقطَعُ الصَّلٰوةَ المَرأَةُ وَالحِمَارُ وَالكَلبُ الخ (মুসলিম ঃ ১৯৭)

মুসলিম শরীফের এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, মহিলা, গাধা এবং কুকুর এ তিনটি জিনিস নামায ভঙ্গ করে দেয়। হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর উপরোক্ত ৪১১নং হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, নামায আদায়কারীদের সামনে দিয়ে কেউ অতিক্রান্ত হলে নামায ফাসিদ হয় না। উপরন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর উপরোক্ত হাদীস যেটি বুখারী শরীফের ৭১ পৃষ্ঠায় আছে, তাতে আর একটু অতিরিক্ত বিবরণ রয়েছে। তাহল فَلَمْ يُنْكِرْ ذٰلِكَ عَلَيَّ

أَحَدٌ । অর্থাৎ, এ কারণে কেউ আমার উপর কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেননি। অতএব, বাহ্যত উভয়ের মধ্যে বিরোধ রয়েছে।

উত্তর ঃ ১. নামায ভঙ্গের হাদীসটি রহিত। হযরত আয়েশা রা. ও ইবনে আব্বাস রা. প্রমুখের হাদীসগুলো এর জন্য রহিতকারী। অতএব, কোন বিরোধ ও প্রশ্ন রইল না।

২. দ্বিতীয় উত্তর এবং এটাই উত্তম জবাব সেটি হল, হযরত আবু হুরায়রা রা. এর হাদীসে قطع দ্বারা উদ্দেশ্য নামায ভঙ্গ নয়, বরং সে সম্পর্ক, যোগসূত্র– বিনয় ও মনোযোগ ভঙ্গ করা উদ্দেশ্য, যেটি নামাযের সময় নামাযী স্বীয় প্রতিপালকের সামনে দাঁড়িয়ে তৈরী করে। নামাযী ব্যক্তি স্বীয় ধ্যান-ধারণা ও মনোযোগকে কেন্দ্রীভূত করে দেয়, সবদিক থেকে সরে স্বীয় প্রভুর সাথে একটি বিশেষ সম্পর্ক কায়েম করে। এবার গাধা অথবা মহিলার অতিক্রমণের ফলে, সে একাগ্রতা ও মনোযোগ শেষ হয়ে যায়। খেয়াল সরে যায়। এটাই হযরত আবু হুরায়রা রা.এর হাদীসে বলা হয়েছে। নামাযে ব্যাঘাত ও ক্রটি সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ, নামাযের মূল স্প্রীট খতম হয়ে যায়।

ইমাম আজম আবু হানীফা, ইমাম মালিক ও শাফিঈ র.-এর মতে, কোন জিনিসের অতিক্রমণের ফলে নামায ফাসিদ হয় না। শুধু ইমাম আহমদ র. বলেন, কালো কুকুর (অতিক্রমণের) ফলে নামায ফাসিদ হয়ে যায়। অবশ্য আসহাবে জাহিরের মতে, উপরোক্ত তিনটি জিনিস দ্বারা নামায ফাসিদ হয়।

٤٠٧١. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سُئِلَ أُسَامَةُ وَأَنَا شَاهِدٌ عَنْ سَيْرِ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّتِهِ فَقَالَ الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ .

৪০৭১/৪১২. মুসাদ্দাদ র. .... হযরত হিশাম ইবনে উরওয়া রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা উরওয়া ইবনে যুবাইর রা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আমার উপস্থিতিতে উসামা রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিদায় হজ্জের গতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে (অর্থাৎ, কেউ হযরত উসামা রা.-কে জিজ্ঞেস করল, বিদায় হজ্জের সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় বাহন কিভাবে চালিয়েছিলেন?) বললেন, মধ্যম গতিতে। আবার যখন প্রশস্ত পথ (খালি পথ) পেয়েছেন তখন দ্রুতগতিতে চলেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল عَنْ سَيْرِ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّتِهِ أَيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ শব্দে। হাদীসটি হজ্জে ২২৬, মাগাযীতে ৬৩৩ পৃষ্ঠায় এসেছে। الْعَنَقَ । আইনের উপর যবর, নূনের উপরও যবর, অবশেষে কাফ। মধ্যম গতিতে চলা। (কাসতাল্লানী ঃ ৬/৪৪৯) فَجْوَةً ঃ ফায়ের উপর যবর, ওয়াও এর উপর যবর, মাঝখানে জীম সাকিন। প্রশস্ততা। نَصَّ ঃ নূন এবং তাশদীদ যুক্ত ছোয়াদ, উভয়টির মধ্যে যবর। খুব দ্রুত চলা। (কাসতাল্লানী)

٤٠٧٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا .

৪০৭২/৪১৩. আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসলামা রা. ..... হযরত আবু আইয়ূব রা. থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে বিদায় হজ্জে (মুযদালিফায়) মাগরিব ও ইশার নামায এক সাথে (একই ওয়াক্তে) আদায় করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল حَجَّةُ الْوَدَاعِ শব্দে। হাদীসটি হজ্জে ২২৭, মাগাযীতে ৬৩৩ পৃষ্ঠায় এসেছে।

এটা হল, শেষে একত্রিকরণ। অর্থাৎ, মুযদালিফায় ইশার ওয়াক্তে মাগরিব ও ইশার নামায পড়া হয়। যেমন- আরাফাতে জোহর ও আসরের নামায জোহরের ওয়াক্তে পড়া হয়। এটাকে বলে আগে একত্রিকরণ।

جَمِيْعًا অর্থাৎ, জমা করে। উদ্দেশ্য হল, মাগরিব ও ইশা উভয় নামাযের মাঝে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন নফল নামায পড়েননি। বিস্তারিত আলোচনার স্থান কিতাবুল হজ্জ।

٢٢٤٢. بَابُ غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهِيَ غَزْوَةُ الْعُسْرَةِ

২২৪২. অনুচ্ছেদ ঃ গাযওয়ায়ে তাবুক - আর তা হল কষ্টের যুদ্ধ।

তাবুকের যুদ্ধ হয়েছে বিদায় হজ্জের পূর্বে

হাফিজ আসকালানী র. বলেন, أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ هٰذِهِ التَّرْجَمَةَ بَعْدَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ خَطَأٌ وَمَا أَظُنُّ ذٰلِكَ إِلَّا مِنَ النُّسَّاخِ

অর্থাৎ, ইমাম বুখারী র. بَابُ حَجَّةِ الْوَدَاعِ-এর পর তাবুকের যুদ্ধের বিষয়টি এনেছেন। ক্রমানুপাতের দিকে লক্ষ্য করলে এটা সঠিক মনে হয় না। প্রবল ধারণা লিপিকারদের ভুলের কারণে বিদায় হজ্জের পর এটা বর্ণিত হয়েছে। এর মূল স্থান বিদায় হজ্জের পূর্বে হওয়া উচিত। কারণ, তাবুকের ঘটনা সর্বসম্মতিক্রমে রজব মাসে নবম হিজরীতে ও বিদায় হজ্জের পূর্বে ঘটেছে।

تَبُوكُ ঃ তায়ের উপর যবর, বায়ের উপর পেশ, ওয়াও সাকিন, শেষে কাফ। তাবুক শব্দটি গায়রে মুনসারিফ, তানীস ও আলামিয়াতের কারণে। (উমদা) তাবুক মদীনা ও দামেশকের মাঝে একটি প্রসিদ্ধ স্থান। হাফিজ আসকালানী র. বলেন, وَتَبُوكُ مَكَانٌ مَعْرُوفٌ هُوَ نِصْفُ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ إِلَى دِمَشْقَ। (ফাতহুল বারী ঃ ৯০)

নামকরণের কারণ

হাদীসগুলোতে এ যুদ্ধের তিনটি নাম এসেছে।

১. এটিকে গাযওয়ায়ে তাবুক বলে। সবচেয়ে প্রসিদ্ধ নাম হল এটি। কারণ, এ যুদ্ধটি হয়েছিল তাবুক নামক স্থানে।

২. এ যুদ্ধে সওয়ারী ও বাহন কম ছিল। প্রচণ্ড গরমকাল ছিল। রাস্তা ছিল দূর। খানাপিনার সংকীর্ণতা, অস্বচ্ছলতা ও কষ্ট হয়েছিল। এসব কারণে এ যুদ্ধকে বলে গাযওয়ায়ে উসরাত তথা কষ্টের যুদ্ধ।

৩. এ যুদ্ধে মুনাফিকরা লজ্জা পেয়েছে। তাদের মুনাফিকী স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এ কারণে, এটিকে বলে গাযওয়ায়ে ফাযিহা।

তাবুকের যুদ্ধ

মু'জামে তাবারানীতে হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত আছে, আরবের খ্রিস্টানরা রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট চিঠি লিখে পাঠায়, যে লোকটি নবুওয়াতের দাবি করছিল অর্থাৎ, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-তাঁর ইনতিকাল হয়ে গেছে। লোকজন দুর্ভিক্ষ ও অভাবের কারণে ক্ষুধার্ত অবস্থায় মরছে। তাদের ধন-সম্পদ নষ্ট হয়ে গেছে। আরবের উপর আক্রমণ করার এটি নেহায়েত সমীচীন ও সুবর্ণ সুযোগ। হিরাক্লিয়াস তৎক্ষণাৎ কুব্বাদ নামক একজন রোমী নেতাকে ৪০ হাজার দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনী দিয়ে মদীনায় আক্রমণ চালানোর নির্দেশ দেন। (ফাতহ ঃ ৯০) শামের এক কিষাণ সওদাগর যাইতুনের তেল বিক্রি করার জন্য মদীনায় আসত। তার মাধ্যমে এ খবর জানা গেল যে, হিরাক্লিয়াস এক বিশাল বাহিনী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত করেছেন, যার অগ্র বাহিনী বালকা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে এবং হিরাক্লিয়াস এক বছরের খরচপাতি নিজের লোকদের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছেন। এতদশ্রবণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৈন্যবাহিনীর প্রস্তুতির নির্দেশ দেন। (উমদা ঃ ৮/৪২৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মূলনীতি ছিল, কোন যুদ্ধে যাওয়ার সময় প্রকৃত স্থান খুব কমই বলতেন। কিন্তু এ যুদ্ধে যেহেতু দূরের সফর ছিল, গরমের মৌসুম, দুর্ভিক্ষ, অভাব-অনটনের কাল ছিল, শত্রুদের সংখ্যাও ছিল অনেক, সেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করে দিলেন যে, রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের বিরুদ্ধে মুকাবিলা হবে। সেখানেই আমাদের যাওয়ার ইচ্ছা। যাতে সবাই পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রস্তুতি নিতে পারে এবং শত্রুদের সীমান্তে (তাবুকে) পৌঁছে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামের মাঝে আল্লাহর পথে ব্যয় সংক্রান্ত ভাষণ রাখলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. স্বীয় সমস্ত মাল এনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে পেশ করলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, পরিবার-পরিজনের জন্য কি রেখে এসেছ? হযরত আবু বকর রা. বললেন, শুধু আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের নাম। হযরত উমর ফারুক রা. স্বীয় ধনসম্পদের অর্ধেক দরবারে নববীতে উপস্থিত করলেন। এমনিভাবে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. অনেক রসদপত্র পেশ করলেন। কিন্তু সেদিন হযরত উসমান গণী রা. যে বিশাল পরিমাণ সম্পদ পেশ করেছেন তা ছিল সবার চেয়ে বেশি। ৩ শত উট, আবার এগুলোর উপর ছিল বিভিন্ন প্রকার রসদপত্র, নগদ ১ হাজার স্বর্ণমুদ্রা দরবারে নববীতে উপস্থিত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেহায়েত খুশি হলেন। বলতে লাগলেন, এ নেক আমলের পর উসমানকে আর কোন কাজ ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না। আয় আল্লাহ! আমি উসমানের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি, তুমিও তার প্রতি সন্তুষ্ট হও।

অধিকাংশ সাহাবী নিজ নিজ সাধ্য অনুযায়ী এ অভিযানের জন্য জিনিসপত্র পেশ করেছেন। যাদের কিছু নেই সেসব সাহাবী শ্রম দিয়েছেন এবং যা কিছু পেয়েছেন, দরবারে উপস্থিত করেছেন। মহিলাগণ নিজেদের অলঙ্কারাদি পেশ করেছেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও সওয়ারী এবং পাথেয়ের পূর্ণ সামান হয়নি। কিছু সংখ্যক সাহাবী নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা বিলকুল গরীব, কপর্দকহীন। যদি সওয়ারীর কোন সামান্য ব্যবস্থাও হয়ে যায়, তবুও আমরা এ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হব না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের দেয়ার মত কোন সওয়ারী আমার কাছে নেই। এতদশ্রবণে তারা কাঁদতে কাঁদতে ফেরত রওয়ানা হন। তাদের ব্যাপারেই নিম্নোক্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।

وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا اَجِدُ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، تَوَلَّوْا وَاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ (توبه) ـ

‘তাদের উপর কোন গুনাহ নেই যে, যখন তারা আপনার কাছে আসে, আপনি তাদের জিহাদে যাবার জন্য কোন সাওয়ারী প্রদানের উদ্দেশ্যে, তখন আপনি বলেছেন, তোমাদের আরোহণ করানোর মত কোন কিছু (সওয়ারী) পাচ্ছি না। তখন তারা চোখের অশ্রু নিয়ে প্রত্যাবর্তন করে, এ চিন্তায় ও দুঃখে যে তারা ব্যয় করার মত কোন কিছু পাচ্ছে না।’

মোটকথা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরের জন্য মনস্থ করে হযরত মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা আনসারী রা.কে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত ও খলীফা নিযুক্ত করেন। হযরত আলী রা.-কে নবী পরিবারের তত্ত্বাবধানের জন্য মদীনায় রেখে যান। ৩০ হাজার সৈন্যবাহিনী, ১০ হাজার ঘোড়াসহ মদীনা মুনাওয়ারা থেকে রওয়ানা হন।

মুনাফিক ও পিছনে থেকে যাওয়া লোকজন

উপরে জানা গেছে, এ যুদ্ধের সময় ছিল গরমের মৌসুম, অভাব ও দুর্ভিক্ষের কাল। দ্বিতীয়ত গাছের মধ্যে ফল প্রস্তুত ছিল, এরূপ অবস্থায় সবাই বাড়িতে থেকে যেতে চাচ্ছিলেন। এসব জটিলতা এবং প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ইসলামপ্রিয় এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি জান উৎসর্গকারী সাহাবায়ে কিরাম সফরের

প্রস্তুতির চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু মুনাফিকদের একটি দল লোকজনকে বিভ্রান্ত করতে শুরু করল এবং বলল, এরূপ প্রচণ্ড গরমে সফর কর না। এসব মুনাফিকের আলোচনা আল্লাহ্ তা'আলা করেছেন– وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ। 'মুনাফিকরা বলতে লাগল, এরূপ প্রচণ্ড গরমে তোমরা বেরিয়ো না।' (সূরা তাওবা)

মুখলিস মুসলমানদের মধ্য থেকেও কয়েকজন সাহাবী থেকে যান। তন্মধ্যে ছিলেন হযরত কা'ব ইবনে মালিক, হিলাল ইবনে উমাইয়া এবং মুরারা ইবনে রাবী' রা.। তাদের বিস্তারিত ঘটনা শুধু দু'টি হাদীসের পর স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদে আসছে।

হিজর নামক স্থান

পথিমধ্যে একটি স্থান পড়ত উপদেশ গ্রহণ করার মত (শিক্ষনীয়)। যেখানে কাওমে সামুদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার আযাব অবতীর্ণ হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান দিয়ে অতিক্রম করার সময় এতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, জ্যোতির্ময় চেহারার উপর কাপড় ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। উটনীর গতি দ্রুত করে দিয়েছিলেন। সাহাবায়ে কিরামকে বলেছিলেন, কেউ এসব জালিমের বাড়িগুলোতে প্রবেশ কর না। এখানকার পানি পান কর না। এগুলো দ্বারা নামাযের জন্য ওজু কর না। মাথা নিচু করে কান্নারত অবস্থায় এ স্থান অতিক্রম কর। যে এ স্থান থেকে পানি নিয়েছে সে যেন পানি ফেলে দেয়। যে এ পানি দ্বারা আটার খামিরা তৈরি করেছে সে যেন তা উটকে খাইয়ে দেয়, নিজে যেন না খায়।

ইবনে ইসহাক র. লিখেন, হিজর নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশে সমস্ত পানি ফেলে দেয়া হয়। সামনে এগিয়ে কোন এক মনযিলে অবস্থান করলে কারও কাছে তখন পানি ছিল না। সাহাবায়ে কিরাম রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট অভিযোগ করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন, বৃষ্টি বর্ষিত হল। সবার প্রয়োজন পূর্ণ হল। সেখান থেকে রওয়ানা হলেন। কোন এক স্থানে যেয়ে রাসলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উট হারিয়ে গেল, এক মুনাফিক (যায়েদ ইবনে লুসাইব– লামের উপর পেশ, সোয়াদের উপর যবর, ইয়ার উপর জযম, পরবর্তীতে বা) বলল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমানের সংবাদ তো বলেন, কিন্তু উট কোথায় গেল সেটা জানেন না! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ্র শপথ! তিনি আমাকে যা বাতলে দেন তাছাড়া আমি আর কিছু জানি না। এখন উটের হাল অবস্থা আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে বাতলে দিয়েছেন। সে উটনিটি অমুক উপত্যকায় আছে, এর রশি একটি গাছের সাথে ফেঁসে গেছে, ফলে সেটি আটকা পড়েছে। ফলে সাহাবায়ে কিরাম যেয়ে সে উটনিটি সেখান থেকে নিয়ে আসেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকে পৌঁছার একদিন পূর্বে সাহাবায়ে কিরামকে বললেন, ইনশাআল্লাহ্ আগামীকাল তোমরা চাশতের সময় তাবুকের কূপের নিকট পৌঁছবে। কেউ সে কূপ থেকে পানি নিবে না যতক্ষণ না আমি আসব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওখানে যখন পৌঁছলেন, তখন পানির একটি একটি ফোটা পড়ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু কষ্টে তা থেকে সামান্য সামান্য করে পানি জমা করেন এবং এ পানি দ্বারা স্বীয় হাত মুখ ধৌত করে অতঃপর তা সে কূপে নিক্ষেপ করেন। এ পানি ফেলা মাত্রই সে কূপ ফোয়ারায় পরিণত হয়ে যায়। যদ্বারা পুরো সেনাবাহিনী তৃষ্ণা নিবারণ করে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মুআয! তুমি যদি বেঁচে থাক, তবে দেখবে এ পানি দ্বারা এখানকার সমস্ত বাগান সবুজ শস্য-শ্যামল হয়ে যাবে। (মুসলিম শরীফ)

তাবুকে পৌঁছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ২০ দিন অবস্থান করলেন। কিন্তু কেউ মুকাবিলায় এল না। তবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগমন নিরর্থক হয়নি। শত্রুরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। আশেপাশের গোত্রগুলো দরবারে নববীতে এসে আত্মসমর্পণ করে। সন্ধি করে জিজিয়া কর মঞ্জুর করে নেয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্ধিনামা লিখিয়ে তাদের দেন।

এ তাবুক থেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রা.-কে ৪২০ জন আরোহীসহ দাউমাতুল জান্দালের শাসক উকাইদার ইবনে আবদুল মালিক নামক খ্রিস্টানের কাছে পাঠান। হযরত খালিদ রা. এর রওয়ানাকালে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, শিকার খেলারত অবস্থায় তুমি তাকে পাবে। তাকে হত্যা করবে না। গ্রেফতার করে আমার কাছে নিয়ে আসবে। তবে যদি সে অস্বীকার করে তবে হত্যা করবে।

খালিদ রা. চাঁদনী রাতে পৌঁছেন। গ্রীষ্মকাল ছিল। উকাইদার স্বীয় স্ত্রীর সাথে ছাদের উপর বসা ছিল। ইতিমধ্যে একটি নীল গাভী এসে দরজায় ধাক্কা মারতে আরম্ভ করে। উকাইদার তৎক্ষণাৎ তার ভাই হাসসান এবং আরও কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবসহ শিকারের জন্য নেমে আসে। ঘোড়ার উপর আরোহণ করে এ শিকারের পিছনে দৌড়ে। এমতাবস্থায় হযরত খালিদ ও মুসলিম দলের সাথে তার দেখা হয়। উকাইদারের ভাই হাসসান মুকাবিলা করে নিহত হয়। হযরত খালিদ রা. উকাইদারকে বললেন, আমি তোমাকে হত্যা থেকে আশ্রয় দিতে পারি, তবে একটি শর্তে। তা হল, আমার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হতে হবে। উকাইদার সম্মত হল। খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রা. উকাদারকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে হাজির হলে উকাইদার ২ হাজার উট, ৮ শত ঘোড়া, ৪ শত লৌহবর্ম ও ৪ শত নেযা দিয়ে সন্ধি করে।

মসজিদে যিরার

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তন করে যীআওয়ান নামক স্থানে অবস্থান করেন। এ স্থান থেকে মদীনা মুনাওয়ারা হল এক ঘণ্টার পথ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক যাওয়ার পূর্বে কিছু সংখ্যক মুনাফিক মসজিদে কুবার নিকটবর্তী একটি মসজিদ তৈরি করেছিল। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বলেছিল যে, আমরা অসুস্থ ও মাযুরদের জন্য একটি মসজিদ তৈরি করেছি। আপনি সেখানে গিয়ে একবার নামায পড়িয়ে দিন। যাতে এটি মকবুল ও বরকতময় হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, এখন তো আমি তাবুক যাচ্ছি, ফিরে এসে দেখা যাবে।

তাবুক থেকে ফিরে এসে যীআওয়ান নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসমান থেকে সংবাদ আসে। সেখানে এ মসজিদের প্রতিষ্ঠাতাদের নিয়ত ও কু-মতলব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অবহিত করা হয়। তিনি মালিক ইবনে দুখশুম (দাল ও শীনের উপর পেশ, খা সাকিন) এবং মা'ন ইবনে আদী রা.কে নির্দেশ দেন, যাও এসব জালিমের মসজিদ ভেঙ্গে গুড়িয়ে দাও জ্বালিয়ে দাও। এ মসজিদ সম্পর্কেই নিম্নোক্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়–

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ الخ ۔ (সূরা তাওবা)

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার নিকটবর্তী হলে, নবী প্রেমিক সাহাবায়ে কিরাম তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানানোর জন্য বেরিয়ে আসেন। এমনকি হেরেমের পর্দানশীন মেয়েরাও বেরিয়ে পড়ে। মেয়েরা এবং শিশুরা উচ্ছাসিত কণ্ঠে আবেগের সাথে আবৃত্তি করতে থাকে–

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا * مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ ۔
وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا * مَادَعَا لِلّٰهِ دَاعٍ ۔
اَيُّهَا الْمَبْعُوثُ فِينَا * جِئْتَ بِالْاَمْرِ الْمُطَاعِ ۔

যখন মদীনার ঘরবাড়িগুলো নজরে পড়তে আরম্ভ করে তখন তিনি বলেন- هٰذِهِ طَابَةُ তথা এ হল তাবা তথা মদীনা তাইয়্যিবা।

উহুদ পাহাড়ের প্রতি দৃষ্টি পড়লে তিনি বললেন- هٰذَا جَبَلٌ اُحُدٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ তথা এ হল উহুদ পাহাড়, যেটি আমাদের ভালবাসে, আমরাও তাকে ভালবাসি।

٤٠٧٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رضى الله عنه قَالَ اَرْسَلَنِىْ اَصْحَابِىْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَسْأَلُهُ الْحُمْلَانَ لَهُمْ، اِذْهُمْ مَعَهُ فِىْ جَيْشِ الْعُسْرَةِ، وَهِىَ غَزْوَةُ تَبُوْكَ، فَقُلْتُ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ! اِنَّ اَصْحَابِىْ اَرْسَلُوْنِىْ اِلَيْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، فَقَالَ وَاللّٰهِ لَا اَحْمِلُكُمْ عَلٰى شَىْءٍ، وَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ وَلَا اَشْعُرُ وَرَجَعْتُ حَزِيْنًا مِنْ مَنْعِ النَّبِىِّ ﷺ وَمِنْ مَخَافَةِ اَنْ يَكُوْنَ النَّبِىُّ ﷺ وَجَدَ فِىْ نَفْسِهِ عَلَىَّ، فَرَجَعْتُ اِلٰى اَصْحَابِىْ، فَاَخْبَرْتُهُمُ الَّذِىْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ. فَلَمْ اَلْبَثْ اِلَّا سُوَيْعَةً، اِذْ سَمِعْتُ بِلَالًا يُنَادِىْ اَيْنَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ قَيْسٍ؟ فَاَجَبْتُهُ، فَقَالَ اَجِبْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُوْكَ، فَلَمَّا اَتَيْتُهُ قَالَ خُذْ هٰذَيْنِ الْقَرِيْنَيْنِ وَهٰذَيْنِ الْقَرِيْنَيْنِ لِسِتَّةِ اَبْعِرَةٍ، اِبْتَاعَهُنَّ حِيْنَئِذٍ مِنْ سَعْدٍ، فَانْطَلِقْ بِهِنَّ اِلٰى اَصْحَابِكَ، فَقُلْ اِنَّ اللّٰهَ، اَوْ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَحْمِلُكُمْ عَلٰى هٰؤُلَاءِ فَارْكَبُوْهُنَّ، فَانْطَلَقْتُ اِلَيْهِمْ بِهِنَّ، فَقُلْتُ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ يَحْمِلُكُمْ عَلٰى هٰؤُلَاءِ، وَلٰكِنِّىْ وَاللّٰهِ لَا اَدَعُكُمْ حَتّٰى يَنْطَلِقَ مَعِىْ بَعْضُكُمْ اِلٰى مَنْ سَمِعَ مَقَالَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَا تَظُنُّوْا اَنِّىْ حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا لَمْ يَقُلْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا لِىْ وَاللّٰهِ اِنَّكَ عِنْدَنَا لَمُصَدَّقٌ، وَلَنَفْعَلَنَّ مَا اَحْبَبْتَ، فَانْطَلَقَ اَبُوْ مُوْسٰى بِنَفَرٍ مِنْهُمْ، حَتّٰى اَتَوُا الَّذِيْنَ سَمِعُوْا قَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَنْعَهُ اِيَّاهُمْ، ثُمَّ اِعْطَاءَهُمْ بَعْدُ، فَحَدَّثُوْهُمْ بِمِثْلِ مَا حَدَّثَهُمْ بِهِ اَبُوْ مُوْسٰى.

৪০৭৩/৪১৪. মুহাম্মদ ইবনে 'আলা' র. .... হযরত আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার সাথীরা আমাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পাঠালেন তাদের জন্য যানবাহন চাওয়ার জন্য। কারণ, তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে কঠিনতর যুদ্ধ অর্থাৎ, তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণেচ্ছু ছিলেন। আমি এসে বললাম, হে আল্লাহ্র নবী! আমার সাথীরা আমাকে আপনার সমীপে পাঠিয়েছেন, আপনি যেন তাদের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম, আমি তোমাদের জন্য কোন যানবাহনের ব্যবস্থা করতে পারব না। আমি লক্ষ্য করলাম, আমি যখন উপস্থিত হলাম তখন তিনি ছিলেন রাগান্বিত। অথচ আমি তা অবগত নই। আর আমি নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যানবাহন না দেয়ার কারণে পেরেশান ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরে আসি। আবার এ ভয়ও ছিল যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হৃদয়ে আমার প্রতি না আবার অসন্তোষ আসে। তাই আমি সাথীদের কাছে ফিরে যাই এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন তা আমি তাদের অবহিত করি।

পরক্ষণেই শুনতে পেলাম যে বিলাল রা. ডাকছেন এ বলে যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে কায়েস কোথায়? তখন আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে ডাকছেন, আপনি উপস্থিত হন। আমি যখন তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম তখন তিনি বললেন, এই জোড়া এবং ঐ জোড়া প্রবল ধারণা হল এ কথাটি নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন বার বলেছেন কিন্তু রাবী সংক্ষেপে দুই বার উল্লেখ করেছেন, এমনি ছয়টি উটনী যা সা'দ (ইবনে উবাদা রা.) থেকে ক্রয় করেছেন, তা গ্রহণ কর। এবং সেগুলো তোমার সাথীদের কাছে নিয়ে যাও এবং বল যে, আল্লাহ্ তা'আলা (রাবীর সন্দেহ) অথবা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলো তোমাদের যানবাহনের জন্য ব্যবস্থা করেছেন, তোমরা এগুলোর উপর আরোহণ কর। এরপর আমি সেগুলোসহ তাদের কাছে গেলাম এবং বললাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলোকে তোমাদের বাহন হিসেবে দিয়েছেন। আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (আগের) কথা (তোমাদেরকে কোন সওয়ারী দিতে পারব না।) যারা শুনেছিল আমার সাথে তোমাদের কেউ এমন কারুর কাছে না যাওয়া পর্যন্ত আমি তোমাদের চলে যেতে দিতে পারি না– যাতে তোমরা এমন ধারণা না কর যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেননি আমি (নিজের মন থেকে) তা তোমাদের বর্ণনা করেছি। তখন তারা আমাকে বললেন, (এর কোন প্রয়োজন নেই।) আল্লাহ্র কসম, আপনি আমাদের কাছে সত্যবাদী বলে খ্যাত। তবুও আপনি যেহেতু বার বার বলছেন তাই আপনি যা পছন্দ করেন, আমরা অবশ্য করব এবং কয়েকজন ব্যক্তিকে পাঠিয়ে দিব। (অর্থাৎ, আপনার সত্যবাদিতা সম্পর্কে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। তবে আপনার বারবার অনুরোধের ফলে কয়েকজনকে আপনার সাথে পাঠাব।) ফলে আবু মুসা রা. তাদের মধ্যকার একদল লোককে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হন এবং যারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক অপারগতা প্রকাশ এবং পরে তাদেরকে দেয়ার কথা শুনেছিলেন, তাদের কাছে আসেন। এরপর তাদের কাছে সেরূপ ঘটনা বর্ণনা করলেন যেমন আবু মুসা আশ'আরী রা. বর্ণনা করেছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল إِذْهُمْ مَعَهُ فِى جَيْشِ الْعُسْرَةِ وَهِيَ غَزْوَةُ تَبُوكَ বাক্যে। হাদীসটি ইমাম বুখারী র. ৪৪২, মাগাযীতে ৬৩৩, আইমান ওয়াননুযূরে ৯৮০ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন।

وَاللّٰهِ لَاأَدَعُكُمْ الخ ঃ হযরত আবু মূসা রা. আশঙ্কা করলেন, আমার সাথীরা আমাকে মিথ্যুক মনে করে কিনা যে, এখন তো আবু মুসা বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওয়ারী দিতে অস্বীকার করেছেন। অতঃপর এখনই সাওয়ারী নিয়ে এসেছেন। বোধহয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ারী দিতে অস্বীকার করেন নি, ফলে, তিনি নিজ থেকে কথা বানিয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ারী দিতে অস্বীকার করেছেন। এ জন্য আবু মুসা রা. স্বীয় সত্যতা প্রকাশ করার জন্য কয়েকজন সাথী সঙ্গে করে বিষয়টির যাচাই করালেন।

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন হল, কিতাবুল জিহাদের রেওয়ায়াতে ৫টি উটের উল্লেখ রয়েছে। আর কিতাবুল আইমান ওয়াননূযুরে ৩টি উটের কথা আছে। এখানে মাগাযীতে আছে ৬টি উটের কথা। অতএব, সামঞ্জস্য বিধান কিভাবে হবে?

উত্তর ঃ ১. কোন একটি সংখ্যায় অপরটিকে অস্বীকার করা হয় না।

২. বর্ণনাকারী নিজের জানা অনুযায়ী বর্ণনা করেছেন।

৩. কেউ কেউ ঘটনার একাধিক্যের সম্ভাবনাও বর্ণনা করেছেন। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

٤٠٧٤. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى تَبُوكَ، وَاسْتَخْلَفَ عَلِيًّا، قَالَ أَتُخَلِّفُنِي فِي الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ؟ قَالَ

اَلاَ تَرْضَى اَنْ تَكُوْنَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوسَى اِلَّا اَنَّهُ لَيْسَ نَبِيٌّ بَعْدِى، وَقَالَ اَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ سَمِعْتُ مُصْعَبًا ۔

৪০৭৪/৪১৫. মুসাদ্দাদ র. ..... মুসআব ইবনে সা'দ তাঁর পিতা সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক যুদ্ধাভিযানে রওয়ানা হন। আর আলী রা-কে (মদীনায়) স্বীয় খলীফা মনোনীত করেন। আলী রা. বললেন, আপনি কি আমাকে শিশু ও মহিলাদের মধ্যে ছেড়ে যাচ্ছেন? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি এ কথায় সন্তুষ্ট নও যে, তুমি আমার কাছে সে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবে যেমন হারুন আ. মুসা আ-এর পক্ষ থেকে অধিষ্ঠিত ছিলেন? তবে এতটুকু পার্থক্য যে, (তিনি নবী ছিলেন আর) আমার পরে কোন নবী নেই। আবু দাউদ তায়ালিসী র. বলেন, শু'বা র. আমাকে হাকাম র. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি মুসআব র. থেকে শুনেছি।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল خَرَجَ اِلَى تَبُوْكَ বাক্যে। عَنِ الْحَكَمِ ঃ হা ও কাফের উপর যবর। قَالَ اَبُوْدَاوُدَ ঃ আবু দাউদ তায়ালিসীর এই সনদ বর্ণনা দ্বারা ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য হল– এ বিষয়টির ব্যাখ্যাদান যে, মুসআব থেকে হাকামের শ্রবণ প্রমাণিত। কারণ, উপরোক্ত হাদীসের সনদ ছিল عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ الخ

শিয়াদের ভ্রান্ত প্রমাণ

এ হাদীস দ্বারা শিয়ারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর তৎক্ষণাৎ হযরত আলী রা. এর খিলাফতের উপর প্রমাণ পেশ করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক যুদ্ধে যাবার সময় হযরত আলী রা.-কে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেছিলেন এবং আলী রা.কে বলেছিলেন– اَلاَ تَرْضَى اَنْ تَكُوْنَ مِنِّى الخ অর্থাৎ, তুমি কি এতে সম্মত নও যে, তুমি আমার জন্য এমন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে যাও, যেমন হারুন মুসা আ.-এর জন্য ছিলেন?

যখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বাক্যটি বলেছিলেন, তখন নিঃসন্দেহে তাঁর জানা ছিল যে, হযরত মুসা আ. এর বহু বছর পূর্বে হযরত হারুন আ. এর ইন্তিকাল হয়ে যায়। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাক্য থেকে এ অর্থ বের করা সুস্পষ্ট মূর্খতা বরং আহমকী।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই স্থলাভিষিক্ততা যুদ্ধ থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত সীমিত ছিল। যেমন– কোন সম্রাট সফরে যাওয়ার সময় কাউকে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে দেন। সে স্থলাভিষিক্ততা ফিরে আসা পর্যন্ত সীমিত থাকবে। প্রত্যাবর্তনের পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই স্থলাভিষিক্ততা শেষ হয়ে যাবে। সাময়িক স্থলাভিষিক্ততা নিশ্চিতরূপে এর প্রমাণ হবে না যে, সম্রাটের ওফাতের পর এ ব্যক্তি সম্রাটের স্থলাভিষিক্ত হবেন। অবশ্য এ স্থলাভিষিক্ততা দ্বারা স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির যোগ্যতা প্রমাণিত হয়। অতএব, উলামায়ে আহলে সুন্নাত এটা অস্বীকার করেন না যে, হযরত আলী রা.-এর মধ্যে খিলাফতের যোগ্যতা ছিল। উলামায়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত মনে প্রাণে হযরত আলী রা. এর যোগ্যতায় বিশ্বাসী। কিন্তু এতে অন্যান্য খলীফার যোগ্যতার অস্বীকার নেই। তাঁদের পূর্ণাঙ্গ যোগ্যতা অন্যান্য হাদীস দ্বারা উজ্জ্বল দিনের ন্যায় সুস্পষ্ট। বাকি রইল, হযরত আলী রা.-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে হযরত হারুন আ. এর সাথে উপমা দিয়েছেন, এর ফলে তো খিলাফত না হওয়ার সমর্থন হয়। কারণ, হযরত হারুন আ. হযরত মুসা আ. এর পর স্থলাভিষিক্ত হননি।

তাছাড়া, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি এ হাদীসে হযরত আলী রা.-কে হযরত হারুন আ. এর সাথে উপমা দিয়ে থাকেন, তবে তো বদরের বন্দীদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করেছেন। তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.-কে হযরত ইবরাহীম ও ঈসা আ. এর সাথে উপমা দিয়েছেন। যেমন- ৬৪নং হাদীসের ব্যাখ্যায় সবিস্তারে এর আলোচনায় এসেছে। স্পষ্ট বিষয় যে, হযরত ইবরাহীম আ. ও হযরত ঈসা আ. হযরত হারুন আ. থেকে অনেক উত্তম ছিলেন।

٤٠٧٥. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يُخْبِرُ قَالَ اَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بنِ اُمَيَّةَ عَنْ اَبِيهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعُسْرَةَ قَالَ كَانَ يَعْلَى يَقُولُ : تِلْكَ الْغَزْوَةُ اَوْثَقُ اَعْمَالِي عِنْدِي، قَالَ عَطَاءٌ فَقَالَ صَفْوَانُ قَالَ يَعْلَى فَكَانَ لِي اَجِيرٌ، فَقَاتَلَ اِنْسَانًا فَعَضَّ اَحَدُهُمَا يَدَ الاٰخَرِ قَالَ عَطَاءٌ فَلَقَدْ اَخْبَرَنِي صَفْوانُ اَيُّهُمَا عَضَّ الاٰخَرَ فَنَسِيتُهُ، قَالَ فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مَنْ فِي الْعَاضِّ، فَانْتَزَعَ اِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ، فَاَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ فَاَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ قَالَ عَطَاءٌ وَحَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَفَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا كَاَنَّهَا فِي فَحْلٍ يَقْضِمُهَا .

৪০৭৫/৪১৬. উবাইদুল্লাহ্ ইবনে সাঈদ র. ..... হযরত সাফওয়ান-এর পিতা ইয়ালা ইবনে উমাইয়া রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে উসরা-এর যুদ্ধে (তাবুক যুদ্ধে) অংশগ্রহণ করি। ইয়ালা বলতেন যে, উক্ত যুদ্ধ আমার কাছে নির্ভরযোগ্য আমলের অন্যতম) অর্থাৎ, আমার আমলের মধ্যে সবচাইতে এ যুদ্ধেই সওয়াবের আশা বেশী) বলে বিবেচিত হত। আতা র. বলেন যে, সাফওয়ান বলেছেন, ইয়ালা রা. বর্ণনা করেন, আমার একজন (দিনমজুর) চাকর ছিল। (অর্থাৎ, তাবুক যুদ্ধের সফরে একজন গোলাম সাথে ছিলেন), সে একবার এক ব্যক্তির সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হল এবং এক পর্যায়ে একজন অন্যজনের হাতে দাঁত দ্বারা কামড় দিল। আতা র. বলেন, আমাকে সাফওয়ান র. অবহিত করেছেন যে, উভয়ের মধ্যে কে কার হাত দাঁত দ্বারা কেটেছিল তার নাম আমি ভুলে গেছি। রাবী বলেন, আহত ব্যক্তি ঘাতকের মুখ থেকে নিজ হাত মুক্ত করার পর দেখা গেল, তার সম্মুখের একটি দাঁত উৎপাটিত হয়ে গেছে। তারপর তারা এ মামলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমীপে পেশ করে। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দাঁতের ক্ষতিপূরণের দাবি বাতিল করেছেন। আতা বলেন আমার ধারণা, বর্ণনাকারী এ কথাও বলেছেন যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তবে কি সে তার হাত তোমার মুখে চিবানোর জন্য ছেড়ে দিবে? যেমন উটের মুখে চিবানোর জন্য ছেড়ে দেয়া হয়?

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعُسْرَةَ বাক্যে। কারণ, উসরা হল, তাবুকের যুদ্ধ। যেমন- ইতিপূর্বে গেছে। হাদীসটি জিহাদে ৪১৭, মাগাযীতে ৬৩৪ আর দিয়াতে ১০১৮ পৃষ্ঠায় এসেছে। تَقْضِمُهَا ঃ শব্দটি بَاب سَمِعَ قَضْمًا থেকে নিষ্পন্ন। দাঁতে কাঁটা, চিবানো। আল্লামা কাসতাল্লানী র. বলেন, فِي مُسْلِمٍ اَنَّ الْعَاضَّ هُوَ يَعْلَى (কাসতাল্লানী ৬/৪৫১)

মুসলিম শরীফের এ রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায়, এ ঘটনা স্বয়ং ইয়ালা ইবনে উমাইয়া রা. এর স্বীয় সেবকের সাথে ঘটেছিল। কামড়দাতা ছিলেন হযরত ইয়ালা রা.।

তাছাড়া, এ হাদীস দ্বারা এটাও জানা গেল, যদি কোন অপছন্দনীয় কাজের কথা বলার প্রয়োজন হয়, তবে প্রাণীর সাথে উপমা দেয়া যেতে পারে।

٢٢٤٣. بَابُ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَقَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ : وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا

২২৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ কা'ব ইবনে মালিকের (যিনি তাবুক যুদ্ধে পিছনে থেকে গেছেন) ঘটনা এবং মহান আল্লাহ্‌র বাণী- وَعَلَى الثَّلَاثَةِ اخ এবং তিনি ক্ষমা করলেন অপর তিন জনকেও যারা পিছনে থেকে গেছেন। (৯ ঃ ১১৮)

٤٠٧٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَ قَائِدُ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِيْنَ عَمِيَ، قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ قِصَّةِ تَبُوكَ قَالَ كَعْبٌ لَمْ اَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا اِلَّا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، غَيْرَ اَنِّي كُنْتُ تَخَلَّفْتُ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ، وَلَمْ يُعَاتِبْ اَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْهَا، اِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُرِيدُ عِيرَ قُرَيْشٍ حَتّٰى جَمَعَ اللهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلٰى غَيْرِ مِيعَادٍ، وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُرِيدُ عِيرَ قُرَيْشٍ حَتّٰى جَمَعَ اللهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلٰى غَيْرِ مِيعَادٍ، وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِيْنَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَا اُحِبُّ اَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ، وَاِنْ كَانَتْ بَدْرٌ اَذْكَرُ فِي النَّاسِ مِنْهَا.

كَانَ مِنْ خَبَرِي اَنِّي لَمْ اَكُنْ قَطُّ اَقْوٰى وَلَا اَيْسَرَ حِيْنَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزَاةِ، وَاللّٰهِ مَا اجْتَمَعَتْ عِنْدِي قَبْلَهُ رَاحِلَتَانِ قَطُّ، حَتّٰى جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُرِيدُ غَزْوَةً اِلَّا وَرّٰى بِغَيْرِهَا، حَتّٰى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ غَزَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا، وَمَفَازًا وَعَدُوًّا كَثِيرًا، فَجَلّٰى لِلْمُسْلِمِينَ اَمْرَهُمْ لِيَتَاَهَّبُوا اُهْبَةَ غَزْوِهِمْ، فَاَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُرِيدُ، وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ كَثِيرٌ، وَلَا يَجْمَعُهُمْ كِتَابُ حَافِظٍ يُرِيدُ الدِّيوَانَ، قَالَ كَعْبٌ فَمَا رَجُلٌ يُرِيدُ اَنْ يَتَغَيَّبَ اِلَّا ظَنَّ اَنَّهُ سَيَخْفٰى لَهُ مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيُ اللّٰهِ، وَغَزَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ تِلْكَ الْغَزْوَةَ حِيْنَ طَابَتِ الثِّمَارُ وَالظِّلَالُ وَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ، فَطَفِقْتُ اَغْدُو لِكَيْ اَتَجَهَّزَ مَعَهُمْ، فَاَرْجِعُ وَلَمْ اَقْضِ شَيْئًا، فَاَقُولُ فِي نَفْسِي اَنَا قَادِرٌ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادٰى بِي حَتّٰى اشْتَدَّ بِالنَّاسِ الْجِدُّ، فَاَصْبَحَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ، وَلَمْ اَقْضِ جَهَازِي شَيْئًا، فَقُلْتُ اَتَجَهَّزُ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ اَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ اَلْحَقُهُمْ، فَغَدَوْتُ بَعْدَ اَنْ فَصَلُوا لِاَتَجَهَّزَ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ اَقْضِ شَيْئًا ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَمْ اَقْضِ شَيْئًا، فَلَمْ

يَزَلْ بِي أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ، هَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأُدْرِكَهُمْ وَلَيْتَنِي فَعَلْتُ، فَلَمْ يُقَدَّرْ لِي ذٰلِكَ فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَطُفْتُ فِيهِمْ أَحْزَنَنِي أَنِّي لَا أَرَى إِلَّا رَجُلًا مَغْمُوصًا عَلَيْهِ النِّفَاقُ أَوْ رَجُلًا مِمَّنْ عَذَرَ اللهُ مِنَ الضُّعَفَاءِ۔

وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكًا، فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتَبُوكَ مَا فَعَلَ كَعْبٌ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ يَا رَسُولَ اللهِ! حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَنَظَرُهُ فِي عِطْفِيهِ، فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِئْسَ مَا قُلْتَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ : فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّهُ تَوَجَّهَ قَافِلًا حَضَرَنِي هَمِّي وَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الْكَذِبَ وَأَقُولُ : بِمَاذَا أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِ غَدًا وَاسْتَعَنْتُ عَلَى ذٰلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْيٍ مِنْ أَهْلِي، فَلَمَّا قِيلَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أَظَلَّ قَادِمًا زَاحَ عَنِّي الْبَاطِلُ، وَعَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَخْرُجَ مِنْهُ أَبَدًا بِشَيْءٍ فِيهِ كَذِبٌ، فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ۔

وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَادِمًا وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ، فَيَرْكَعُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَعَلَ ذٰلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلَّفُونَ فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ وَيَحْلِفُونَ لَهُ وَكَانُوا بِضْعَةً وَثَمَانِينَ رَجُلًا فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَانِيَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللهِ، فَجِئْتُهُ، فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَ، فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لِي مَا خَلَّفَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ؟ فَقُلْتُ بَلَى إِنِّي وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ تَرْضَى بِهِ عَنِّي لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَيَّ، وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ، إِنِّي لَأَرْجُو فِيهِ عَفْوَ اللهِ، لَا وَاللهِ مَا كَانَ لِي مِنْ عُذْرٍ، وَاللهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمَّا هٰذَا فَقَدْ صَدَقَ، فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فِيكَ، فَقُمْتُ وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَاتَّبَعُونِي، فَقَالُوا لِي وَاللهِ مَا عَلِمْنَاكَ كُنْتَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هٰذَا، وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَنْ لَا تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَا اعْتَذَرَ إِلَيْهِ الْمُخَلَّفُونَ، قَدْ كَانَ كَافِيَكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَكَ، فَوَاللهِ مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونِي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأُكَذِّبَ نَفْسِي، ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ هَلْ لَقِيَ هٰذَا مَعِي أَحَدٌ؟ قَالُوا نَعَمْ، رَجُلَانِ قَالَا مِثْلَ مَا قُلْتَ، فَقِيلَ لَهُمَا مِثْلَ مَا قِيلَ لَكَ، فَقُلْتُ مَنْ هُمَا؟ قَالُوا مُرَارَةُ بْنُ

الرَّبِيعِ الْعَمْرِيُّ وَهِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ، فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا فِيهِمَا أُسْوَةٌ، فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي -

وَنَهَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ وَتَغَيَّرُوا لَنَا حَتَّى تَنَكَّرَتْ فِي نَفْسِي الْأَرْضُ فَمَا هِيَ الَّتِي أَعْرِفُ، فَلَبِثْنَا عَلَى ذٰلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ، وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ، وَآتِي رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ عَلَيَّ أَمْ لَا، ثُمَّ أُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهُ، فَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ، فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي أَقْبَلَ إِلَيَّ، وَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيَّ ذٰلِكَ مِنْ جَفْوَةِ النَّاسِ مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةَ وَهُوَ ابْنُ عَمِّي وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَوَاللّٰهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ، فَقُلْتُ يَا أَبَا قَتَادَةَ! أَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمُنِي أُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ؟ فَسَكَتَ فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ، فَسَكَتَ فَقَالَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَفَاضَتْ عَيْنَايَ -

وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ، قَالَ فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي بِسُوقِ الْمَدِينَةِ إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ أَنْبَاطِ أَهْلِ الشَّامِ مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ؟ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ حَتَّى إِذَا جَاءَنِي دَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ، فَإِذَا فِيهِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ، وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللّٰهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلَا مَضْيَعَةٍ فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ، فَقُلْتُ لَمَّا قَرَأْتُهَا وَهٰذَا أَيْضًا مِنَ الْبَلَاءِ، فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنُّورَ فَسَجَرْتُهُ بِهَا حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً مِنَ الْخَمْسِينَ إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ يَأْتِينِي، فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ، فَقُلْتُ أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ لَابَلْ اعْتَزِلْهَا وَلَا تَقْرَبْهَا، وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ مِثْلَ ذٰلِكَ، فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي الْحَقِي بِأَهْلِكِ فَتَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللّٰهُ فِي هٰذَا الْأَمْرِ، قَالَ كَعْبٌ فَجَاءَتِ امْرَأَةُ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ! إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ، لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ قَالَ لَاوَلٰكِنْ لَايَقْرَبُكِ قَالَتْ إِنَّهُ وَاللّٰهِ مَابِهِ حَرَكَةٌ إِلَى شَيْءٍ، وَاللّٰهِ مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَاكَانَ إِلَى يَوْمِهِ هٰذَا، فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي لَوِ اسْتَأْذَنْتَ

رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اِمْرَأَتِكَ كَمَا اَذِنَ لِاِمْرَأَةِ هِلَالِ بْنِ اُمَيَّةَ اَنْ تَخْدِمَهُ؟ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لَااَسْتَأْذِنُ فِيْهَا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ وَمَا يُدْرِيْنِىْ مَا يَقُولُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَسْتَأْذَنْتُهُ فِيْهَا، وَاَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلَبِثْتُ بَعْدَ ذٰلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ، حَتّٰى كَمُلَتْ لَنَا خَمْسُوْنَ لَيْلَةً مِنْ حِيْنَ نَهٰى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ كَلَامِنَا ـ

فَلَمَّا صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ صُبْحَ خَمْسِيْنَ لَيْلَةً وَاَنَا عَلٰى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا فَبَيْنَا اَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِىْ ذَكَرَ اللّٰهُ قَدْ ضَاقَتْ عَلَىَّ نَفْسِىْ وَضَاقَتْ عَلَىَّ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخٍ اَوْفٰى اَعْلٰى جَبَلِ سَلْعٍ بِأَعْلٰى صَوْتِهِ يَا كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ! أَبْشِرْ، قَالَ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا، وَعَرَفْتُ اَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ وَاٰذَنَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِتَوْبَةِ اللّٰهِ عَلَيْنَا حِيْنَ صَلّٰى صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُوْنَنَا وَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَىَّ مُبَشِّرُوْنَ وَرَكَضَ اِلَىَّ رَجُلٌ فَرَسًا وَسَعٰى سَاعٍ مِنْ اَسْلَمَ فَأَوْفٰى عَلَى الْجَبَلِ، وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ، فَلَمَّا جَاءَنِى الَّذِىْ سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِىْ نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَىَّ، فَكَسَوْتُهُ اِيَّاهُمَا بِبُشْرَاهُ، وَاللّٰهِ مَا اَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا، وَانْطَلَقْتُ اِلٰى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَيَتَلَقَّانِى النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يُهَنُّوْنِىْ بِالتَّوْبَةِ يَقُوْلُوْنَ : لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللّٰهِ عَلَيْكَ، قَالَ كَعْبٌ حَتّٰى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَاِذَا رَسُولُ اللّٰهِ جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ فَقَامَ اِلَىَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ يُهَرْوِلُ حَتّٰى صَافَحَنِىْ وَهَنَّانِىْ، وَاللّٰهِ مَا قَامَ اِلَىَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ غَيْرُهُ وَلَا أَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ، قَالَ كَعْبٌ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلٰى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُوْرِ أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ، قَالَ قُلْتُ أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ! أَمْ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ؟ قَالَ لَا بَلْ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ، وَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتّٰى كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ، وَكُنَّا نَعْرِفُ ذٰلِكَ مِنْهُ، فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ يَارَسُولَ اللّٰهِ اَنْخَلِعُ مِنْ مَالِىْ صَدَقَةً اِلَى اللّٰهِ وَاِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ، قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَاِنِّىْ اَمْسِكُ سَهْمِىَ الَّذِىْ بِخَيْبَرَ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ! اِنَّ اللّٰهَ اِنَّمَا نَجَّانِىْ بِالصِّدْقِ إِنْ مِنْ تَوْبَتِىْ اَنْ لَا اُحَدِّثَ اِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيْتُ، فَوَاللّٰهِ مَا اَعْلَمُ اَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَبْلَاهُ اللّٰهُ فِىْ صِدْقِ الْحَدِيْثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى يَوْمِىْ هٰذَا أَحْسَنَ مِمَّا اَبْلَانِىْ، وَمَا تَعَمَّدْتُ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى يَوْمِىْ هٰذَا كَذِبًا، وَاِنِّىْ

لَارجو اَنْ يَحْفَظَنِىَ اللّٰهُ فِيْمَا بَقِيتُ، وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ ﷺ لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَالْمُهَاجِرِيْنَ اِلٰى قَوْلِهٖ وَكُوْنُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ ـ

فَوَاللّٰهِ مَا اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَىَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ اَنْ هَدَانِىْ لِلْاِسْلَامِ اَعْظَمَ فِىْ نَفْسِىْ مِنْ صِدْقِىْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنْ لَا اَكُوْنَ كَذَبْتُهُ فَاَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا، فَاِنَّ اللّٰهَ قَالَ لِلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا حِيْنَ اَنْزَلَ الْوَحْىَ شَرَّ مَا قَالَ لِاَحَدٍ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ، اِلٰى قَوْلِهٖ : فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ، قَالَ كَعْبٌ : وَكُنَّا تَخَلَّفْنَا اَيُّهَا الثَّلَاثَةُ عَنْ اَمْرِ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ حَلَفُوْا لَهُ فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَاَرْجَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمْرَنَا حَتّٰى قَضَى اللّٰهُ فِيْهِ، فَبِذٰلِكَ قَالَ اللّٰهُ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا وَلَيْسَ الَّذِىْ ذَكَرَ اللّٰهُ مِمَّا خُلِّفْنَا عَنِ الْغَزْوِ اِنَّمَا هُوَ تَخْلِيْفُهُ اِيَّانَا وَاِرْجَاؤُهُ اَمْرَنَا عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ اِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُ ـ

৪০৭৬/৪১৭. ইয়াহ্ইয়া ইবনে বুকাইর র. .... হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, কা'ব রা. অন্ধ হয়ে গেলে তাঁর সন্তানদের মধ্য থেকে আব্দুল্লাহ যিনি তাঁর সাহায্যকারী ও পথ-প্রদর্শনকারী ছিলেন, তিনি (আবদুল্লাহ্) বলেন, আমি কা'ব ইবনে মালিক রা-কে (তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পারার ঘটনা) বলতে শুনেছি, যখন তাবুক যুদ্ধ থেকে তিনি পশ্চাতে থেকে যান তখনকার অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতগুলো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তার মধ্যে তাবুক যুদ্ধ ছাড়া আমি আর কোন যুদ্ধ থেকে পেছনে থাকিনি। তবে আমি বদর যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করিনি। কিন্তু উক্ত যুদ্ধ থেকে যাঁরা পেছনে পড়ে গেছেন, তাদের কাউকে ভর্ৎসনা করা হয়নি। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বদরে) কেবল কুরাইশ কাফেলার সন্ধানে বের হয়েছিলেন। (অর্থাৎ, যুদ্ধের ইচ্ছা ছিল না, ফলে সাহাবীগণের মাঝে ঘোষণাও হয়নি।) অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের এবং তাদের শত্রু বাহিনীর মধ্যে অঘোষিত যুদ্ধ সংঘটিত করেন। (ঘটনাক্রমে যুদ্ধ হয়ে যায়।) আর আকাবা রজনীতে যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের থেকে ইসলামের উপর অটলতা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাহায্যের মজবুত অঙ্গীকার গ্রহণ করেন, আমি তখন তাঁর সঙ্গে ছিলাম। ফলে বদর প্রান্তরের উপস্থিতিকে আমি প্রিয়তর ও শ্রেষ্ঠতর বলে বিবেচনা করিনি। (আকাবার রাতের উপস্থিতি আমার নিকট অধিক প্রিয়।) যদিও আকাবার ঘটনা অপেক্ষা লোকদের মধ্যে বদরের ঘটনা অধিক প্রসিদ্ধ ছিল।

আর আমার অবস্থার বিবরণ এই– তাবুক যুদ্ধ থেকে আমি যখন পেছনে থাকি তখন আমি এত অধিক সুস্থ, শক্তিশালী ও সচ্ছল ছিলাম যে অন্য কোন সময় এরূপ ছিলাম না। আল্লাহ্র কসম, আমার কাছে কখনো ইতিপূর্বে কোন যুদ্ধে একই সাথে দু'টো যানবাহন একত্রিত হয়নি, যা আমি এ যুদ্ধের সময় সংগ্রহ করেছিলাম। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে অভিযান পরিচালনার সংকল্প গ্রহণ করতেন, দৃশ্যত তার বিপরীত ভাব প্রকাশ করতেন। এ যুদ্ধ কাল ছিল ভীষণ উত্তাপের সময়, অতি দূরের সফর, বিশাল (দানা পানিহীন) মরুভূমি এবং অধিক সংখ্যক শত্রুসেনার মুকাবিলা করার। কাজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অভিযানের অবস্থা মুসলমানদের কাছে প্রকাশ করে দেন যেন তারা যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সম্বল সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। ফলে

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিকও চিহ্নিত করেছেন। যেদিকে তিনি যেতে চাচ্ছেন। (অর্থাৎ, তাবুকের ইচ্ছা পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন।) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গী মুসলমান লোক সংখ্যা ছিল অনেক, যাদের হিসাব কোন রেজিস্টারে লিখিত রাখা কঠিন ছিল। (মুসলমানের সংখ্যা ছিল ৩০ হাজারেরও বেশী।) কা'ব রা. বলেন, যার ফলে যে কোন লোক যুদ্ধাভিযান থেকে বিরত থাকতে ইচ্ছা করলে তা সহজেই করতে পারত এবং ওহী মারফত এ খবর পরিজ্ঞাত না করা পর্যন্ত তা সংগোপন থাকবে বলে সে ধারণা করতে পারত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অভিযান পরিচালনা করেছিলেন এমন সময় যখন ফল-ফলাদি পাকার ও গাছের ছায়ায় আরাম উপভোগের প্রিয় সময় ছিল। (প্রচণ্ড গরম ছিল) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং এবং তাঁর সঙ্গী মুসলিম বাহিনী অভিযানে যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করে ফেলেন। আমিও সকালে তাঁদের সঙ্গে রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে যাই। কিন্তু কোন প্রস্তুতি ছাড়াই ফিরে চলে আসি। মনে মনে ধারণা করতে থাকি, আমি তো যখন ইচ্ছা প্রস্তুতিতে সক্ষম। সব আসবাব তৈরী। তাড়াহুড়া কিসের? এভাবেই আমার সময় কেটে যেতে লাগল। এদিকে অন্য লোকেরা কষ্ট-মেহনত করে পুরাপুরি প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলল। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাথী মুসলিমগণ রওয়ানা করলেন অথচ আমি তখনো কোন প্রস্তুতি নিতে পারলাম না। কিন্তু আমি মনে মনে ভাবলাম, আচ্ছা ঠিক আছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যাবার এক দু'দিনের মধ্যে আমি প্রস্তুত হয়ে পরে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হব। সবাই রওয়ানা হলে দ্বিতীয় দিন সকালে প্রস্তুতি নিতে চাইলাম, কিন্তু এদিন ও কোন প্রস্তুতি নিতে পারলাম না, ফিরে চলে এলাম। এভাবে আমি প্রতিদিন বাড়ি হতে প্রস্তুতিপর্ব সম্পন্ন করার মানসে বের হই, কিন্তু কিছু না করেই ফিরে আসি। আবার বের হই, আবার কিছু না করে ঘরে ফিরে আসি। তৃতীয় দিন সকাল বেলা চিন্তা করেও ফিরে আসলাম প্রস্তুতিমূলক কিছুই করলাম না। রীতিমত এ অবস্থায়ই আমার রইল (আজ বের হই, কাল বের হই অবস্থা) ইত্যবসরে বাহিনী অগ্রসর হয়ে অনেক দূর চলে গেল, যুদ্ধে শরীক হওয়া আমার নসীব হল না। আর আমি রওয়ানা করে তাদের সাথে পথে মিলে যাবার ইচ্ছা পোষণ করতে থাকলাম। আফসোস যদি আমি তাই করতাম! কিন্তু তা আমার ভাগ্যে জোটেনি। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওয়ানা হওয়ার পর আমি লোকদের মধ্যে বের হয়ে তাদের মাঝে বিচরণ করতাম। একথা আমার মনকে পীড়া দিত যে, আমি তখন (মদীনায়) মুনাফিকী দোষে দুষ্ট মুনাফিক এবং দুর্বল ও অক্ষম লোক ছাড়া অন্য কাউকে দেখতে পেতাম না।

এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত পথিমধ্যে আমার কথা আলোচনা করেননি। অনন্তর তাবুকে একথা তিনি জনতার মধ্যে উপবিষ্টাবস্থায় জিজ্ঞেস করে বসলেন, কা'ব কি করল? (কা'ব কোথায়?) বনু সালিমা গোত্রের এক লোক (আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস সুলামী) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার ধন-সম্পদ ও আত্মগরিমা তাকে আসতে দেয়নি। একথা শুনে মুআয ইবনে জাবাল রা. বললেন, তুমি যা বললে তা ঠিক নয়। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র কসম, আমরা তাঁকে উত্তম ব্যক্তি বলে জানি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব রইলেন। কা'ব ইবনে মালিক রা. বলেন, আমি যখন অবগত হলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা মুনওয়ারার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন, তখন আমি নতুন ভাবে চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়লাম এবং মিথ্যার বাহানা খুঁজতে থাকলাম। এই ভাবনা করতে লাগলাম যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অসন্তুষ্টি থেকে কি করে বাঁচব। (মনে স্থির করলাম, আগামীকাল এমন কথা বলব, যাতে করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্রোধকে প্রশমিত করতে পারি।) আর এ সম্পর্কে আমার পরিবারস্থ জ্ঞানীগুণীদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতে থাকি। এরপর যখন প্রচারিত হল যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় এসে পৌঁছে যাচ্ছেন, তখন আমার অন্তর থেকে মিথ্যা তিরোহিত হয়ে গেল। আর মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাল যে, এমন কোন পন্থা অবলম্বন করে আমি তাঁকে কখনো ক্রোধমুক্ত করতে সক্ষম হব না, যাতে মিথ্যার নামগন্ধ থাকে। (কারণ, আল্লাহ তা'আলা সব জানেন, তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করবেন।) অতএব আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম

যে, আমি সত্যই বলব। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাতে মদীনায় পদার্পণ করলেন। তিনি সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে প্রথমে মসজিদে গিয়ে দু'রাকআত নামায আদায় করতেন, তারপর লোকদের সামনে বসতেন। নিয়ম অনুযায়ী যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করলেন, তখন যারা পশ্চাদপদ ছিল তাঁরা তাঁর কাছে এসে শপথ করে করে অক্ষমতা ও আপত্তি পেশ করতে লাগল। এরা সংখ্যায় আশির অধিক ছিল। অনন্তর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহ্যিকভাবে তাদের ওযর-আপত্তি গ্রহণ করলেন, তাদের বাইআত করলেন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। কিন্তু তাদের অন্তর্নিহিত অবস্থা আল্লাহ্‌র হাওয়ালা করে দিলেন। [কা'ব রা. বলেন] আমিও এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। আমি যখন তাঁকে সালাম দিলাম, তখন তিনি রাগান্বিত চেহারায় মুচকি হাসি হাসলেন। তারপর বললেন, এস। আমি সে অনুসারে অগ্রসর হয়ে একেবারে তাঁর সম্মুখে বসে গেলাম। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি কারণে তুমি অংশগ্রহণ করলে না? তুমি যানবাহন ক্রয় করনি? তখন আমি বললাম, হ্যাঁ, করেছি।

আল্লাহ্‌র কসম, এ কথা সুনিশ্চিত যে, আমি যদি আপনি ছাড়া অন্য কোন দুনিয়াদার ব্যক্তির সামনে বসতাম তাহলে আমি তার অসন্তুষ্টিকে ওযর-আপত্তি বানিয়ে উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রশমিত করার প্রয়াস চালাতাম। আর আমি তর্কে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম, আমি পরিজ্ঞাত যে, আজ যদি আমি আপনার কাছে মিথ্যা কথা বলে আমার প্রতি আপনাকে রাজি করার চেষ্টা করি তাহলে অচিরেই আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দিবেন। (তাহলে এতে লাভ কি?) আর যদি আপনার কাছে সত্য প্রকাশ করি যাতে আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হন, তবুও আমি এতে আল্লাহ্‌র ক্ষমা পাওয়ার নির্ঘাত আশা রাখি। না, আল্লাহ্‌র কসম, আমার কোন ওযর ছিল না। আল্লাহ্‌র কসম, সেই অভিযানে আপনার সাথে না যাওয়াকালীন সময় আমি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সামর্থ্যবান ছিলাম। (আমি প্রত্যক্ষ অপরাধী।)

তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে সত্য কথাই বলেছে। তুমি এখন চলে যাও, যতদিনে না তোমার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ফায়সালা করে দেন। তাই আমি উঠে চলে গেলাম। তখন বনু সালিমার কিছু সংখ্যক লোক আমার অনুসরণ করল। তারা আমাকে বলল, আল্লাহ্‌র কসম, তুমি ইতিপূর্বে কোন গুনাহ্ করেছ বলে আমাদের জানা নেই। তুমি কি অন্যান্য পশ্চাদগামীর মত তোমার অক্ষমতার একটি ওযর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পেশ করে দিতে পারতে না? আর তোমার এ অপরাধের কারণে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্ষমা প্রার্থনাই তো তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল। আল্লাহ্‌র কসম, তারা আমাকে অনবরত কঠিনভাবে ভর্ৎসনা করতে থাকে। ফলে আমি পূর্ব স্বীকারোক্তি থেকে প্রত্যাবর্তন করে মিথ্যা বলার বিষয়ে মনে মনে চিন্তা করতে থাকি। এরপর আমি তাদের বললাম, আমার মত এ কাজ আর কেউ করেছে কি? তারা উত্তর দিল, হ্যাঁ, আরও দু'জন তোমার মত বলেছে। এবং তাদের ক্ষেত্রেও তোমার মত একই রূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। (আচ্ছা, যাও, অবস্থান কর। যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা তোমাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দেন।) আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম, তারা কে কে? তারা বলল, একজন মুরারা ইবনে রবী আমরী এবং অপরজন হলেন, হিলাল ইবনে উমাইয়্যা ওয়াকিফী রা। এরপর তারা আমাকে অবহিত করল যে, তারা উভয়ে উত্তম মানুষ এবং তারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। সেজন্য উভয়ের কর্মপদ্ধতিতে আদর্শ রয়েছে। (অর্থাৎ, নজির ও নমুনা পাওয়া যাওয়ার ফলে সান্ত্বনা হল।) যখন তারা তাদের নাম উল্লেখ করল, তখন আমি ঘরে চলে এলাম।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্যকার যে তিনজন তাবুকে অংশগ্রহণ হতে বিরত ছিল তাদের সাথে কথা বলতে মুসলমানদের নিষেধ করে দিলেন। তদানুসারে মুসলমানরা আমাদের পরিহার করে চলল। আমাদের প্রতি তাদের আচরণ পরিবর্তন করে নিল। এমনকি এদেশ যেন আমাদের কাছে অপরিচিত হয়ে গেল। এদের সাথে আমার যেন কোন সম্পর্কই নেই। এ অবস্থায় (পেরেশান ও বয়কট অবস্থায়) আমরা পঞ্চাশ রাত অতিবাহিত করলাম। আমার অপর দু'জন সাথী তো সংকট ও শোচনীয় অবস্থায় নিপতিত হলেন। তারা

নিজেদের ঘরে বসে বসে কাঁদতে থাকেন। আর আমি যেহেতু অধিকতর যুবক ও শক্তিশালী ছিলাম তাই বাইরে বের হয়ে আসতাম, মুসলমানদের জামাআতে নামায আদায় করতাম এবং বাজারে চলাফেরা করতাম, কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলত না। আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হতাম। যখন তিনি নামায শেষে মজলিসে বসতেন তখন আমি তাকে সালাম করতাম এবং মনে মনে বলতাম ও লক্ষ্য করতাম, তিনি আমার সালামের জবাবে তার ঠোঁটদ্বয় নেড়েছেন কি না। তারপর আমি তাঁর নিকটবর্তী স্থানে নামায আদায় করতাম এবং গোপন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে দেখতাম যে, আমি যখন নামাযে মগ্ন হতাম তখন তিনি আমার প্রতি দৃষ্টি দিতেন, আর যখন আমি তাঁর দিকে তাকাতাম তখন তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেন। এভাবে আমার প্রতি লোকদের কঠোরতা ও এড়িয়ে চলার আচরণ দীর্ঘকাল ধরে বিরাজমান থাকে। একদা আমি আমার চাচাত ভাই ও প্রিয় বন্ধু আবু কাতাদা রা.-এর বাগানের প্রাচীর টপকে প্রবেশ করে তাঁকে সালাম দেই। কিন্তু আল্লাহ্র কসম, তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন না। (উত্তর কিভাবে দিবেন? নববী ফরমান জারি হয়েছে, কেউ যেন তাদের সাথে সালাম কালাম না করে। সুবহানাল্লাহ! সাহাবায়ে কিরামের আনুগত্যের উপর আমরা কুরবান!) আমি তখন বললাম, হে আবু কাতাদা, আপনাকে আমি আল্লাহ্র কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আপনি কি জানেন যে, আমি, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ভালবাসি? তখন তিনি নীরবতা পালন করলেন। আমি পুনরায় তাঁকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি এবারও কোন জবাব দিলেন না। আমি পুনঃ (তৃতীয়বারও) তাঁকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই ভাল জানেন। তখন আমার চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল। অগত্যা আমি পুনরায় প্রাচীর টপকে বাইরে ফিরে এলাম।

কা'ব রা. বলেন, একদা আমি মদীনার বাজারে বিচরণ করছিলাম। এমতাবস্থায় সিরিয়ার এক (খ্রিস্টান) কৃষক বণিক যে মদীনার বাজারে খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করার উদ্দেশ্যে এসেছিল, সে বলছে, আমাকে কা'ব ইবনে মালিককে কেউ পরিচয় করে দিতে পারে কি? তখন লোকেরা তাকে আমার প্রতি ইশারায় দেখাচ্ছিল। তখন সে এসে গাস্সানী সম্রাটের একটি পত্র আমার কাছে হস্তান্তর করল। তাতে লেখা ছিল, পর সমাচার এই, আমি জানতে পারলাম যে, আপনার সাথী (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনার প্রতি জুলুম করেছে। আর আল্লাহ্ আপনাকে মর্যাদাহীন ও আশ্রয়হীন বেকার করে সৃষ্টি করেননি। (আপনি কাজের লোক) আপনি আমাদের দেশে চলে আসুন, আমরা আপনার সাহায্য-সহানুভূতি করব। আমি যখন এ পত্র পড়লাম, তখন আমি বললাম, এটাও আর একটি পরীক্ষা। তখন আমি চুলা খোঁজ করে তার মধ্যে পত্রটি নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দিলাম। এ সময় পঞ্চাশ দিনের চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে এক সংবাদবাহক খুযাইমা ইবনে সাবিত আমার কাছে এসে বলল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি আপনার স্ত্রী হতে পৃথক থাকবেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি তাকে তালাক দিয়ে দিব, না অন্য কিছু করব? তিনি উত্তর দিলেন, তালাক দিতে হবে না বরং তার থেকে পৃথক থাকুন এবং তার নিকটবর্তী হবেন না। আমার অপর দু'জন সঙ্গীর প্রতি একই আদেশ পৌঁছালেন। তখন আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, তুমি তোমার পিত্রালয়ে চলে যাও। আমার এ ব্যাপারে আল্লাহ্র ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত তুমি সেখানে অবস্থান কর।

কা'ব রা. বলেন, আমার সঙ্গী হিলাল ইবনে উমাইয়্যার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হিলাল ইবনে উমাইয়্যা অতি বৃদ্ধ, অক্ষম যে, তাঁর কোন সেবক নেই। আমি তাঁর খেদমত করি, এটা কি আপনি অপছন্দ করেন? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না তবে সে তোমার বিছানায় আসতে (সহবাস করতে) পারবে না। সে বলল, আল্লাহ্র কসম, তিনি তো কোন কিছুর জন্য নড়াচড়াই করেন না। আল্লাহ্র কসম, তিনি এ নির্দেশ পাওয়া অবধি সর্বদা কান্নাকাটি করছেন। [কা'ব রা. বলেন] আমার পরিবারের কেউ আমাকে পরামর্শ দিল যে, আপনিও যদি আপনার

স্ত্রী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে অনুমতি চাইতেন, যেমন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিলাল ইবনে উমাইয়্যার স্ত্রীকে তার (স্বামীর) খেদমত করার অনুমতি দিয়েছেন (তাহলে ভাল হত)। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম, আমি কখনো এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে অনুমতি চাইব না। আমি যদি এব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুমতি চাই তবে তিনি কি বলেন, তা আমার জানা নেই। আমি তো যুবক (নিজেই আমার খেদমতে সক্ষম। হিলাল তো বৃদ্ধ, দুর্বল, তাঁর উপর কিয়াস করে আমি কিভাবে অনুমতি চাই? এরপর আরও দশরাত অতিবাহিত করলাম। এভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন থেকে আমাদের সাথে কথা বলতে নিষেধ করেন তখন থেকে পঞ্চাশ রাত পূর্ণ হল। এরপর আমি পঞ্চাশতম রাত শেষে ফজরের নামায আদায় করলাম এবং আমাদের এক ঘরের ছাদে এমন অবস্থায় বসে ছিলাম যা আল্লাহ্ তা'আলা (কুরআনে) বর্ণনা করেছেন– قَدْضَاقَتْ عَلَىَّ نَفْسِىْ - আমার জান-প্রাণ দুর্বিষহ এবং গোটা জগতটা যেন আমার জন্য প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। এমতাবস্থায় শুনতে পেলাম এক চিৎকারকারীর চিৎকার। সে সালা পাহাড়ের উপর চড়ে উচ্চস্বরে ঘোষণা করছে, হে কা'ব ইবনে মালিক! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। কা'ব রা. বলেন, এ শব্দ আমার কানে পৌঁছামাত্র আমি সিজদায় লুটে পড়লাম। আর আমি অনুভব করলাম যে, আমার মুক্তি, সুদিন ও খুশীর খবর এসেছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায আদায়ের পর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে আমাদের তওবা কবুল হওয়ার সুসংবাদ প্রকাশ করেন। তখন লোকেরা আমার এবং আমার সঙ্গীদ্বয়ের কাছে সুসংবাদ পরিবেশন করতে থাকে এবং তড়িঘড়ি একজন অশ্বারোহী লোক (যুবাইর ইবনে আওয়াম রা.) আমার কাছে আসে এবং আসলাম গোত্রের অপর এক ব্যক্তি (হামযা ইবনে আমর আসলামী রা.) দ্রুত আগমন করে পাহাড়ের উপর আরোহণ করত চিৎকার দিতে থাকে। তার চিৎকারের শব্দ ঘোড়া অপেক্ষাও দ্রুত পৌঁছল। যার শব্দ আমি শুনেছিলাম সে যখন আমার কাছে সুসংবাদ প্রদান করতে আসল, আমি তখন আমার নিজের পরিধেয় দুটো কাপড় তাকে সুসংবাদ দেয়ার খুশিতে দান করলাম। আর আমি আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি যে, ঐ সময় সেই দুটো কাপড় ছাড়া (পোশাকের মধ্যে) আমার কাছে আর কোন কাপড় ছিল না। আমি দুটো কাপড় (আবূ কাতাদা রা. থেকে) ধার করে পরিধান করলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে রওয়ানা হলাম। লোকেরা দলে দলে আমাকে ধন্যবাদ জানাতে আসতে লাগল। তারা তওবা কবুলের মুবারকবাদ জানাচ্ছিল। তারা বলছিল, তোমাকে মুবারকবাদ, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার তওবা কবুল করেছেন। কা'ব রা. বলেন, অবশেষে আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে বসা ছিলেন এবং তাঁর চতুরপার্শ্বে জনতার সমাবেশ ছিল। তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ্ রা. দ্রুত উঠে এসে আমার সাথে মুসাফাহা করলেন ও মুবারকবাদ জানালেন। আল্লাহ্‌র কসম, তিনি ব্যতীত আর কোন মুহাজির আমার জন্য দাঁড়াননি। আমি তালহার অবদানের কথা ভুলতে পারব না।

কা'ব রা. বলেন, এরপর আমি যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সালাম জানালাম, তখন তাঁর চেহারা আনন্দের আতিশয্যে চমকাচ্ছিল। তিনি আমাকে বললেন, তোমার মাতা তোমাকে জন্মদানের দিন হতে যত দিন তোমার উপর অতিবাহিত হয়েছে তার মধ্যে উৎকৃষ্ট ও উত্তম দিনের সুসংবাদ গ্রহণ কর। কা'ব বলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা (ক্ষমার এ সুসংবাদ) কি আপনার পক্ষ থেকে, না আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে? তিনি বললেন, আমার পক্ষ থেকে নয় বরং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খুশী হতেন তখন তাঁর চেহারা এত আলোকোজ্জ্বল হত যেন পূর্ণিমার চাঁদের টুকরো। এতে আমরা তাঁর আনন্দ বুঝতে পারতাম। আমি যখন তাঁর সম্মুখে বসলাম, তখন আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার তওবা কবুলের শুকরিয়া স্বরূপ আমার ধন-সম্পদ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জন্য দান করতে চাই? রাসূলুল্লাহ্ বললেন, তোমার কিছু মাল তোমার কাছে রেখে দাও। তাই তোমার জন্য উত্তম। আমি বললাম, খায়বরে অবস্থিত আমার অংশটি আমার জন্য রাখলাম। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্ তা'আলা

সত্য বলার কারণে আমাকে মুক্তি দিয়েছেন, তাই আমার তওবা কবুলের নিদর্শন অক্ষুণ্ন রাখতে আমার অবশিষ্ট জীবনে সত্যই বলব। আল্লাহ্‌র কসম! যখন থেকে আমি এ সত্য বলার কথা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জানিয়েছি, তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমার জানামতে কোন মুসলিমকে সত্য কথার বিনিময়ে এরূপ নেয়ামত আল্লাহ দান করেননি যে নেয়ামত আমাকে দান করেছেন। [কা'ব রা. বলেন] যেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মুখে এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছি সেদিন হতে আজ পর্যন্ত অন্তরে মিথ্যা বলার ইচ্ছাও করিনি। আমি আশা পোষণ করি যে, বাকী জীবনও আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে মিথ্যা থেকে হেফাজত করবেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর এই আয়াত নাযিল করেন. لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ ..... وَكُوْنُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ অনুগ্রহপরায়ণ হলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি এবং মুহাজিরদের প্রতি ....।

وَكُوْنُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ এবং তোমরা সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও। (৯ ঃ ১১৭-১১৯)। [কা'ব রা. বলেন]

আল্লাহ্‌র শপথ, ইসলাম গ্রহণের পর থেকে কখনো আমার উপর এত উৎকৃষ্ট নেয়ামত আল্লাহ্ প্রদান করেননি যা আমার কাছে শ্রেষ্ঠতর, তা হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আমার সত্য বলা ও তাঁর সাথে মিথ্যা না বলা, যদি মিথ্যা বলতাম তবে মিথ্যাবাদীদের মত আমিও ধ্বংস হয়ে যেতাম। সেই মিথ্যাবাদীদের সম্পর্কে যখন ওহী নাযিল হয়েছে তখন জঘন্য অন্তরের সেই লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَانْقَلَبْتُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَايَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ ـ

অর্থাৎ তোমরা তাদের নিকট ফিরে আসলে তারা আল্লাহ্‌র শপথ করবে..... আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের প্রতি তুষ্ট হবেন না। (৯ ঃ ৯৫-৯৬)। কা'ব রা. বলেন, আমাদের তিনজনের তাওবা কবুল করতে বিলম্ব করা হয়েছে– যাদের তাওবা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবুল করেছেন যখন তারা তার কাছে শপথ করেছে, তিনি তাদের বাইআত গ্রহণ করেছেন, এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। আমাদের বিষয়টি আল্লাহ্‌র ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্থগিত রেখেছেন। এর প্রেক্ষাপটে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوا – সেই তিনজনের প্রতিও যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল। (৯ ঃ ১১৮) কুরআনের এই আয়াতে তাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়নি যারা তাবুক যুদ্ধ থেকে পিছনে ছিল ও মিথ্যা কসম করে ওযর-আপত্তি পেশ করেছিল এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও তা গ্রহণ করেছিলেন। বরং এই আয়াতে তাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে আমরা যারা পেছনে ছিলাম এবং যাদের প্রতি সিদ্ধান্ত দেয়া স্থগিত রাখা হয়েছিল।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল قِصَّةُ تَبُوْكَ শব্দে। হাদীসটি ইমাম বুখারী র. সবিস্তারে ও সংক্ষেপে ১০ জায়গায় বর্ণনা করেছেন। কোন কোন স্থান আগেই গেছে। যেমন– ৪১৪ পৃষ্ঠা। এখানে মাগাযীতে ৬৩৪ পৃষ্ঠায় আছে। পুনরায় ৬৭৫, ৬৭৬, ৯২৫ ও ১০৭৩ পৃষ্ঠায় আসবে। حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَنَظْرُهُ الخ : بُرْدَاهُ শব্দটি بُرْدٌ এর দ্বিবচন। অর্থাৎ, চাদর। عِطْفَيْهِ ঃ আইনের নিচে যের। এটি দ্বিবচন অর্থাৎ, তার দুটি দিক। এটি তাকাব্বুর ও অহংকারের দিকে ইঙ্গিত। اِسْتَكَانَا ঃ উভয়ে অক্ষম হয়ে যান। كَوْن মূলধাতু থেকে اِسْتَكَانَ। অক্ষমতা প্রকাশ করা– দুর্বলতা প্রকাশ করা। اَشَبُّ الْقَوْمِ ঃ শব্দটি ضَرَبَ ـ شَبَابًا থেকে যুবক হওয়া। ইসমে তাফযীলে اَشَبُّ অর্থাৎ, এই তিন জনের মধ্যে তিনি ছিলেন যুবক এবং অধিক শক্তিশালী। جَفْوَةُ النَّاسِ ঃ লোকজনের উপেক্ষা। نَصَرَ جَفْوٌ وَجَفَاءٌ থেকে। লোকজনের উপেক্ষা করা। অসদাচরণ করা। نبطى ঃ কৃষক।

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন হল, জিহাদ ফরযে কিফায়া। (হিদায়া, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুস সিয়ার)। তবে তো কারও কারও অংশগ্রহণ না করে পিছনে থেকে যাওয়ার ফলে ভর্ৎসনা না হওয়ার কথা।

১. এর উত্তর হল, যখন রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে জিহাদের সাধারণ ঘোষণা হয়ে যায়, তখন জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়। তখন কারও জন্য বসে থাকা জায়েয নেই। পিছনে থেকে গেলে প্রতিটি ব্যক্তি ভর্ৎসনার যোগ্য হবে। (ফাতহ ঃ ৮/১০১)

অবশ্য যদি কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপ্রধান থেকে অনুমতি নিয়ে নেয় কিংবা রাষ্ট্রপ্রধান বিশেষভাবে কাউকে যেতে না দেন তবে সে ব্যতিক্রমভুক্ত হবে। যেহেতু সাধারণ ঘোষণার পর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়, সেহেতু কা'ব ইবনে মালিক রা. প্রমুখকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়।

২. দ্বিতীয় উত্তর, আল্লামা আইনী র. বলেছেন–

قُلْتُ كَانَ الْجِهَادُ فَرْضَ عَيْنٍ فِى حَقِّ الاَنْصَارِ لِاَنَّهُمْ بَايَعُوهُ عَلٰى ذٰلِكَ فَغَضِبَهُ عَلَي الْمُتَخَلِّفِينَ فِى مَحِلِّهِ. (উমদা ঃ ৮/৪৩২) প্রায় একথাই বলেন, হাফিজ আসকালানী র. قَالَ السُّهَيْلِيُّ الخ (ফাতহুলবারী ঃ ৮/১০১)

সারকথা হল, নিঃসন্দেহে জিহাদ ফরযে কিফায়া। কিন্তু বিশেষতঃ আনসারীদের ক্ষেত্রে এটি ফরযে আইন ছিল। কারণ, তাঁরা এর উপর বাইআত হয়েছিলেন। যেমন– খন্দকের যুদ্ধে তাঁদের উক্তি রয়েছে– نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا * عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا اَبَدًا

'আমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে বাইআত হয়েছি, আমৃত্যু সর্বদা জিহাদ করব।'

অতএব, জিহাদে না যাওয়া বাইআত ভঙ্গের সমার্থক হবে যা মহা অপরাধ ও ভর্ৎসনার কারণ হবে।

মাসায়েল ও আহকাম

আল্লামা আইনী র. বলেন, এ হাদীস থেকে ৫০ এর অধিক উপকারিতা লাভ হয়। তন্মধ্য থেকে কয়েকটি উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হচ্ছে– বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন– উমদাতুল কারী ঃ ৮/৪৩৩।

১. হারাম মাসে জিহাদের বৈধতা। কারণ, এ যুদ্ধটি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রজব মাসে করেছেন।

২. এ হাদীস দ্বারা এটাও বুঝা গেল যে, প্রয়োজনে দাবি না করলেও শপথ করা জায়েয আছে।

৩. কোন নেকি ছুটে গেলে আফসোস প্রকাশ করা জায়েয আছে।

৪. এ হাদীস দ্বারা এটাও ভালরূপে বুঝা গেল যে, হযরত হিলাল ইবনে উমাইয়া ও মুরারা ইবনে রাবী' রা. বদরী সাহাবী। ইত্যাদি।

٢٢٤٤. بَابُ نُزُولِ النَّبِيِّ ﷺ الْحِجْرَ

২২৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজ্র জনপদে অবতরণ

حِجْر ঃ হায়ের নিচে যের, জীম সাকিন, শেষে রা। হিজর মদীনা ও শামের মাঝে একটি স্থান। যেখানে হযরত সালিহ আ.-এর কাওমে সামুদের জনপদ ছিল। তাদের উপর আল্লাহ তা'আলার আযাব– ভূমিকম্প, ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ, বজ্রপাত আকারে অবতীর্ণ হয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাবুক যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন তখন পথিমধ্যে এ স্থানটি পড়ত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ শিক্ষণীয় স্থানে পৌঁছলে কাওমে সামুদের উজাড় ঘরবাড়িগুলো পেলেন। তখন তিনি এতটা প্রভাবিত হলেন যে, জ্যোতির্ময় চেহারায় চাদর ফেলে দেন এবং উটনিটির গতি দ্রুত করে দেন। সাহাবায়ে কিরামকে তাকিদ দেন কেউ যেন এসব জালিমের বাড়িতে প্রবেশ না করে, এখানকার পানি

পান না করে। মাথা নিচু করে আল্লাহ্র আযাবের কথা স্মরণ করে কান্নারত অবস্থায় অতিক্রম করে। যারা না জেনে এবং ভুলে পানি নিয়েছে অথবা এ পানি দ্বারা আটা খামিরা করেছে, তাদের প্রতি নির্দেশ হল– যেন সে পানি ফেলে দেয় এবং সে আটা উটগুলোকে খাওয়ায়। যেমন– এ অনুচ্ছেদের হাদীসে আসছে।

٤٠٧٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ لَمَّا مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِالْحِجْرِ قَالَ لَاتَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ اَنْ يُصِيْبَكُمْ مَا اَصَابَهُمْ اِلَّا اَنْ تَكُوْنُوا بَاكِيْنَ، ثُمَّ قَنَّعَ رَأْسَهُ وَاَسْرَعَ السَّيْرَ حَتّٰى جَازَ الْوَادِيَ ـ

৪০৭৭/৪১৮. আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ জু'ফী র. ..... হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সামুদ গোত্রের) হিজ্র জনপদ অতিক্রম করেন, তখন তিনি বললেন, যারা নিজ আত্মার উপর অত্যাচার করেছে তাদের আবাসস্থলে ক্রন্দনাবস্থা ব্যতীত প্রবেশ কর না। যেন তোমাদের প্রতিও সে শাস্তি নিপতিত না হয়, যা তাদের প্রতি নিপতিত হয়েছিল। তারপর তিনি তাঁর মস্তক আবৃত করেন এবং অতি দ্রুতবেগে চলে উক্ত উপত্যকা অতিক্রম করেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِالْحِجْرِ বাক্যে।

আল্লামা আইনী র. বলেন, শিরোনামের সাথে মিল গ্রহণ করা যায় حَتّٰى اَجَازَ الْوَادِيَ বাক্য থেকে।

অতঃপর তিনি একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, যদি শিরোনামটি بَابُ مُرُوْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَسلم بِالْحِجْرِ হত, তবে বেশি ভাল হত। কিন্তু আল্লামা আইনী র. নিজস্ব এ মতের প্রাধান্যের কোন কারণ বর্ণনা করেননি। অধমের মত হল, আল্লামা র.-এর রায় সম্পূর্ণ ঠিক। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরে অবতরণ করেননি, বরং দ্রুত অতিক্রম করেছেন। অতএব, مُرُوْر শব্দ আনলে হাদীসের শব্দের আলোকে উত্তম হত। কারণ, نُزُوْلُ النَّبِيِّ ﷺ শব্দ দ্বারা অবস্থানের সন্দেহ হয়। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

হাফিজ আসকালানী র. এ প্রশ্নের উপর প্রশ্ন উত্থাপন করেন–

زَعَمَ بَعْضُهُمْ اَنَّهُ مَرَّبِهِمْ وَلَمْ يَنْزِلْ وَيَرُدُّهُ التَّصْرِيْحُ فِىْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ رض بِاَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ الْحِجْرَ اَمَرَهُمْ الخ ـ (ফাতহ ঃ ৮/৮৮)

তবে হাফিজ আসকালানী র.-এর প্রশ্ন ভ্রূক্ষেপযোগ্য নয়। কারণ, ইবনে উমর রা.-এর অধিকাংশ রেওয়ায়াতে لَمَّا مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ الخ শব্দ আছে। যেমন– এখানে কিতাবুল মাগাযীর এ অনুচ্ছেদে ফাতহুল বারী, উমদাতুল কারী ও কাসতাল্লানীতে বর্ণিত আছে। শুধু কিতাবুল আম্বিয়ার একটি রেওয়ায়াতে لَمَّا نَزَلَ الْحِجْرَ الخ আছে। অথচ এ পৃষ্ঠার বিভিন্ন রেওয়ায়াতে لَمَّا مَرَّ الخ ই আছে। কাজেই ভেবে দেখা উচিত।

হাদীসটি সালাতে ৬২, কিতাবুল আম্বিয়ায় ৪৮৭, মাগাযীতে ৬৩৭ পৃষ্ঠায় এসেছে।

٤٠٧٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَصْحَابِ الْحِجْرِ لَاتَدْخُلُوا عَلٰى هٰؤُلَاءِ الْمُعَذَّبِيْنَ اِلَّا اَنْ تَكُوْنُوا بَاكِيْنَ اَنْ يُصِيْبَكُمْ مِثْلَ مَا اَصَابَهُمْ ـ

৪০৭৮/৪১৯. ইয়াহ্ইয়া ইবনে বুকায়র র. .... ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজ্র নামক স্থান দিয়ে অতিক্রমকালে তাঁর সঙ্গীদের হিজরী বাসী (কওমে সামূদ) সম্পর্কে বললেন, তোমরা ঐ শাস্তিপ্রাপ্ত জাতির এলাকায় ক্রন্দনরত অবস্থা ছাড়া প্রবেশ করা না– যাতে তোমাদের উপরও সেরূপ আযাব আপতিত না হয় যেরূপ তাদের উপর আপতিত হয়েছিল।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট। কারণ, এটা ইবনে উমর রা. এর হাদীসের আর একটি সনদ। لِأَصْحَابِ الْحِجْرِ ঃ লামে জাররা। قَالَ ঃ এর مَقُولَه তে ব্যাপকতা সৃষ্টির জন্য উহ্য করে দেয়া হয়েছে। ইবারত এরূপ হবে– قَالَ لِأَصْحَابِهِ عَنْ اَصْحَابِ الْحِجْرِ অর্থাৎ, যখন সাহাবায়ে কিরাম হিজরবাসীদের এলাকা দিয়ারে সামুদের নিকট পৌঁছেছেন তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সাহাবীগণকে তাকিদ দেন.......।

২২৪৫. অনুচ্ছেদ ٢٢٤٥. بَابٌ

এটি তানভীন সহকারে। এটি শিরোনাম হীন অনুচ্ছেদ, পূর্বের অনুচ্ছেদের পরিচ্ছেদের ন্যায়। কারণ, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসগুলো তাবুক যুদ্ধের সাথে সংক্রান্তই। যেমন– হাদীসসমূহের অনুবাদ দ্বারা জানা যাবে।

٤٠٧٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ ذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، فَقُمْتُ أَسْكُبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ لَا أَعْلَمُهُ قَالَ إِلَّا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذَهَبَ يَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ، فَضَاقَ عَلَيْهِ كُمُّ الْجُبَّةِ، فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ جُبَّتِهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.

৪০৭৯/৪২০. ইয়াহ্ইয়া ইবনে বুকাইর রা. ...... হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (প্রকৃতির) প্রয়োজনে বাইরে গেলেন। হাজর সেরে ফিরে এলে) আমি দাঁড়িয়ে তাঁর (ওযুর) পানি ঢেলে দিচ্ছিলাম। আমার যতটুকু জানা আছে, তাহল তিনি (মুগীরা রা.) বলেন, তা ছিল তাবুক যুদ্ধের সময়কার। এরপর তিনি তাঁর চেহারা ধৌত করেন এবং তাঁর বাহুদ্বয় ধৌত করতে গেলে দেখা গেল যে, তাঁর জামার আস্তিন আঁটসাঁট। তখন তিনি উভয় বাহুকে জামার মধ্য থেকে বের করে আনেন এবং তা ধৌত করেন। তারপর তিনি তাঁর মোজার উপর মাসেহ করেন।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বোক্ত শিরোনামের সাথে মিল لَا أَعْلَمُهُ اِلَّا قَالَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ বাক্যে।

হাদীসটি উযুতে ৩০, ৩৩, মাগাযীতে ৬৩৭ পৃষ্ঠায় এসেছে। قَالَ اِلَّا বিশুদ্ধ কপি হল– اِلَّا قَالَ। (কাসতাল্লানী, আইনী ও ফাতহ)

٤٠٨٠. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ حَتَّى إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ هٰذِهِ طَابَةُ وَهٰذَا أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ.

৪০৮০/৪২১. খালিদ ইবনে মাখলাদ র. ..... আবু হুমাইদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে তাবুক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে মদীনাতে পদার্পণ করলাম তখন তিনি বললেন, এই মদীনার অপর নাম ত্বাবা (পবিত্র)। এবং এই উহুদ এমন পাহাড় যে, সে আমাদের ভালবাসে আর আমরাও তাকে ভালবাসি।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ শব্দে। হাদীসটি যাকাতে ২০০, হজ্জে ২৫২, জিহাদে ৪২১, মাগাযীতে ৫৮৫ ও ৬৩৭ নং পৃষ্ঠায় এসেছে। طَابَةَ ঃ তোয়ার পর আলিফ, বায়ের উপর যবর। এটি মদীনাতুন নবীর একটি নাম। جَبَلٌ আতফে বয়ান।

٤٠٨١. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَدَنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ، فَقَالَ إِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ أَقْوَامًا مَاسِرْتُمْ مَسِيْرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ، قَالُوا يَارَسُولَ اللّٰهِ! وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ؟ قَالَ وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ ـ

৪০৮১/৪২২. আহমদ ইবনে মুহাম্মদ র. .... হযরত আনাস ইবন মালিক রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে মদীনার নিকটবর্তী হলেন, তখন তিনি বললেন, মদীনাতে এমন সম্প্রদায় রয়েছে যারা (পরোক্ষভাবে অন্তর থেকে তোমাদের সাথে ছিল) তোমরা কোন দূরপথ ভ্রমণ করনি এবং কোন উপত্যকাও অতিক্রম করনি যে, তারা (পরোক্ষ) ভাবে অন্তরে তোমাদের সাথে ছিল না। (অর্থাৎ তারাও মনে প্রাণে তোমাদের সাথেই ছিল।) সাহাবায়ে কিরাম রা. আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা তো মদীনায়-ই অবস্থান করছিল। তখন তিনি বললেন, তারা মদীনায়ই রয়ে গেছে, তবে ওযর তাদের আটকে রেখেছিল।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ বাক্যে। হাদীসটি জিহাদে ৩৯৮, মাগাযীতে ৬৩৭নং পৃষ্ঠায় এসেছে। إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ ঃ অর্থাৎ, নিয়ত ও সওয়াবের ক্ষেত্রে। وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ ঃ এখানে ওয়াওটি হালের জন্য। এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, আমল নির্ভর করে নিয়তের উপর। এমনিভাবে সওয়াবও এর উপর নির্ভরশীল। وَنِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ 'মুমিনের নিয়ত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।'

٢٢٤٦. بَابُ كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ

২২৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ পারস্য সম্রাট কিসরা ও রোম অধিপতি কায়সারের কাছে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পত্র প্রেরণ

كِسْرَى ঃ কাফের নিচে যের এবং উপরে যবর উভয়টিই হতে পারে। পারস্যের সব সম্রাটের উপাধি হত কিসরা।

বিশ্ব সম্রাটদের উপাধি

তৎকালীন যুগে সব রাষ্ট্রের সম্রাটদের আলাদা আলাদা উপাধি ছিল। রোমের সব সম্রাটের উপাধি হত কায়সার, পারস্যের কিসরা, তুর্কীর খাকান, হাবশার নাজাশী, কিবতিদের সম্রাটের উপাধি ফিরআউন, মিসরের

আযীয, ইয়ামানের তুব্বা, সাবী সম্রাটদের নমরূদ, চীনের ফুগফুর, ইস্কান্দারিয়ার (আলেকজান্দ্রিয়ার) মুকাওকাস, আফ্রিকার জারজীর, গ্রীকের বাতলীমুস, ভারতের সম্রাটদের উপাধি হত রায়।

٤٠٨٢. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رض أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى، فَلَمَّا قَرَأَهُ مَزَّقَهُ فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ.

৪০৮২/৪২৩. ইসহাক র. ..... হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ্ ইবনে হুযাফা সাহমী রা.-কে তাঁর পত্রসহ কিসরার কাছে প্রেরণ করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এ নির্দেশ দেন যে, সে যেন পত্রখানা প্রথমে বাহরাইনের গভর্নরের (অর্থাৎ, বাহরাইনের শাসক মুনযিরের) কাছে দেয়, অতঃপর বাহরাইনের গভর্নর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর পত্র কিসরা (খসরু পরভেজ)-এর নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। কিসরা যখন নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পত্রখানা পড়ল, তখন তা ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলল। (রাবী বলেন) আমার যতদূর মনে পড়ে ইব্নুল মুসায়্যিব র. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রতি এ বলে বদদোয়া করেন, আল্লাহ্ তাদেরকেও সম্পূর্ণরূপে টুকরো টুকরো করে দিন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল بعث بكتابه বাক্যে।

হাদীসটি ইলমে ১৫, জিহাদে ৪১১, মাগাযীতে ৬৩৭ এবং ১০৭৯ পৃষ্ঠায় এসেছে।

ইরান সম্রাট কিসরার নামে সম্মানিত চিঠি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিলহজ্জ ৬ হিজরীতে হুদাইবিয়া থেকে ফিরে এসে বিভিন্ন রাজা-বাদশাহদের নামে ইসলামী দাওয়াতের বিভিন্ন চিঠি প্রেরণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সাহাবায়ে কিরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাজা-বাদশাহগণ সীলমোহর ছাড়া চিঠিপত্র পড়েন না, গ্রহণও করেন না। এ পরামর্শের ফলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি আংটি তৈরি করান। এতে নাম মুবারক খোদাই করান। এ মোহরে তিনটি লাইন ছিল। প্রথম লাইন তথা সর্বনিম্নে মুহাম্মদ শব্দ, দ্বিতীয় লাইনে তথা মধ্যম লাইনে রাসূল শব্দ, তৃতীয় লাইনে অর্থাৎ, সর্বোপরে ছিল আল্লাহ শব্দ

অতঃপর এসব চিঠির উপর সীলমোহর লাগিয়ে দূতের মারফতে পাঠাতেন।

ইবনে ইসহাক র. এর বিবরণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ৬ জন দূত প্রেরণ করেন–

১. হাতিব ইবনে আবু বালতা'আকে ইসকান্দারিয়ায় (আলেকজান্দ্রিয়ায়) সম্রাট মুকাওকাসের নিকট, ২. শুজা ইবনে ওয়াহাব রা.-কে গাসসান সম্রাট হারিস ইবনে আবু শিমর গাসসানীর নিকট, ৩. দিহইয়া কালবী রা.-কে রোম সম্রাট কায়সারের নিকট, ৪. সালীত ইবনে আমর রা.-কে হাওযা ইবনে আলী হানাফীর নিকট ইয়ামামায়, ৫. আমর ইবনে উমাইয়া যামরী রা.-কে হাবশা সম্রাট নাজাশীর নিকট ৬. আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রা.-কে ইরান সম্রাট কিসরার নিকট প্রেরণ করেন। (উমদা ঃ ৮/৪৩৬)

এই কিসরার নাম ছিল পারভেজ ইবনে হুরমুয ইবনে নওশেরাওয়াঁ। অর্থাৎ, নওশেরাওয়াঁর নাতি।

পারস্য সম্রাটের নামে সম্মানিত চিঠি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ اِلٰى كِسْرٰى عَظِيْمِ فَارِسٍ، سَلَامٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى وَاٰمَنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَشَهِدَ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ، وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَدْعُوْكَ بِدِعَايَةِ اللّٰهِ، فَاِنِّىْ اَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَى النَّاسِ كَافَّةً لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِيْنَ، اَسْلِمْ تَسْلَمْ، فَاِنْ اَبَيْتَ فَعَلَيْكَ اِثْمُ الْمَجُوْسِ -

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর পক্ষ থেকে পারস্য সম্রাট কিসরার নামে। শান্তি বর্ষিত হোক তার প্রতি যে হেদায়াতের অনুসরণ করে, আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র হুকুম (ইসলাম) এর দিকে আহ্বান করছি। কারণ, আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সমস্ত মানবজাতির প্রতি রাসূল। যাতে জীবন্ত অন্তর বিশিষ্ট (প্রাণবন্ত) লোক ভয় পায়, আর কাফিরদের উপর প্রমাণ কায়েম হয়ে যায়। ইসলাম গ্রহণ করুন, নিরাপদে থাকবেন। আর অস্বীকার করলে সমস্ত অগ্নি উপাসকদের গুনাহ আপনার উপর হবে।' (উমদা)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রা. কে এ সম্মানিত পত্র দিয়ে নির্দেশ দিলেন, এই চিঠি যেন বাহরাইনের শাসক মুনযির ইবনে সাবীকে দেন। বাহরাইন অঞ্চল তৎকালীন সময়ে পারস্য সম্রাটের অধীনস্থ ছিল। বাহরাইনের শাসক এই সম্মানিত পত্র পারস্য সম্রাটকে দেন। তিনি সে পারস্য সম্রাট যিনি খসরু পারভেজ নামে প্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন নওশেরাওয়াঁর নাতি।

কিসরা এ পত্র শুনে ক্রোধে সম্মানিত চিঠিটিকে টুকরো টুকরো করে ফেলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এ সংবাদ পেলেন, তখন তিনি বদ দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! তার রাজ্যকে টুকরো টুকরো করে দাও। এ বদ দোয়া কবুল হয়। পারস্য সম্রাট মারা যান। তার রাজ্যও টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

যার ইতিহাস হল, কিসরার স্ত্রীর নাম ছিল শিরীন। তার প্রতি কিসরার ছেলে শেরওয়াইহ প্রেমাসক্ত হয়ে পড়েন। তাকে কবজা করার জন্য পিতাকে সে আহত করিয়ে দেয়। কিসরা অর্থাৎ, খসরু পারভেজ জানতে পারলেন, এ কাজ হল, আমার ছেলে শেরওয়াইহের। ফলে তিনি তার বিশেষ ভাণ্ডারে একটি ডিব্বায় বিষ রেখে দেন। তার উপর লিখে দেন اَلدَّاءُ النَّافِعُ لِلْجِمَاعِ (সঙ্গমে উপকারী ঔষধ)। অতঃপর খসরু পারভেজ মরে যান। স্ত্রী (শিরীন) যখন তা জানতে পারেন তখন বিষ খেয়ে মরে যান। এবার শেরওয়াইহ যখন বিশেষ ভাণ্ডার খুলে দেখলেন, তাতে اَلدَّاءُ النَّافِعُ لِلْجِمَاعِ লেখা, ফলে তিনি খুব খুশি হন এবং যৌনশক্তির ঔষধ মনে করে খেয়ে ফেলেন। এর বিষক্রিয়ায় তিনিও ধ্বংস হন। এতো ব্যক্তি ও সত্তার উপর ধ্বংস এল। রাজ্যের উপর বিপদ এল যে, শেরওয়াইহের মৃত্যুর পর তার এক কম বয়স্কা কন্যা শাহী মসনদে সমাসীন হয়। রাষ্ট্রীয় ও দলাদলি এভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে তার রাজত্বের নাম নিশানা পর্যন্ত মিটে যায়।

٤٠٨٣. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِىَ اللّٰهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ اَنْ اَلْحَقَ بِاَصْحَابِ

الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ، قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى، قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً ۔

৪০৮৩/৪২৪. উসমান ইবনে হায়সাম র. ...... হযরত আবু বাকরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রুত একটি বাণী আমাকে জঙ্গে জামালের (উষ্ট্রি যুদ্ধের) দিন মহা উপকার করেছে, যে সময় আমি উষ্ট্রীওয়ালাদের (আয়েশা রা. ও তার বাহিনীর সাথে) মিলিত হয়ে তাদের (আলী রা.-এর সাথে অংশগ্রহণকারী মুসলমানদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রায় প্রস্তুত হয়েছিলাম। আবু বাকরা রা. বলেন, সে বাণীটি হল, যখন নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এ খবর পৌঁছল যে, পারস্যবাসী কিসরা কন্যা (বূরান)-কে তাদের সম্রাজ্ঞী মনোনীত করেছেন, তখন তিনি বললেন, কখনই সে জাতি সফলতা দেখবে না যারা স্ত্রীলোককে তাদের শাসক নির্বাচন করে।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল হাদীস শরীফের শেষাংশের সাথে। কারণ, কিসরা কন্যার অভিভাবকত্ব ও সরকারপ্রধান হওয়ার ঘটনা ঘটে সম্মানিত চিঠির পরে। অতএব, এ হাদীসটি সম্মানিত চিঠির পরিশিষ্ট হল।

نَفَعَنِى اللّٰهُ اَيَّامَ الْجَمَلِ بِكَلِمَةٍ এটি ঃ اَيَّامَ الْجَمَلِ এর সাথে مُتَعَلِّق । কারণ, نَفَعَنِى না বললে, অর্থ সঠিক হবে না। (উমদা) অর্থাৎ, اَيَّامَ جَمَلِ এর সম্পর্ক سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِىِّ ﷺ قَبْلَ ذَالِكَ এর সাথে, سَمِعْتُ এর সাথে নয়। যেমন– অনুবাদ দ্বারা স্পষ্ট। হযরত আবু বাকরা রা. বলেন, জঙ্গে নَفَعَنِى জামালে সে বাক্যটি আমার কাজে এসেছে– আমার জন্য উপকারী হয়েছে, যেটি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনে রেখেছিলাম।

উষ্ট্রি যুদ্ধ

জঙ্গে জামালের সারনির্যাস হল, হযরত উসমান গনী রা. এর শাহাদাতের পর সাইয়্যিদিনা হযরত আলী রা. খলিফা নির্বাচিত হন। হযরত আলী রা.-এর হাতে মদীনায় বাইআত হয়। এ বাইআতে হযরত উসমান রা.-এর ঘাতকরাও ছিল। বরং তারা আগে আগে ছিল। ইয়াহুদী আবদুল্লাহ ইবনে সাবা যে দলটি ইসলামের শত্রুতার জন্য তৈরি করেছিল, সে দলটিই হযরত উসমান গনী রা.-কে শহীদ করে সাইয়্যিদিনা হযরত আলী মুরতাযা রা.-কে খিলাফতের জন্য মনোনীত করে। মদীনাবাসীও বাইআত হয়ে যায়। তখন উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. হজ্জের উদ্দেশ্যে (মক্কায়) তাশরীফ নেন। আশারায়ে মুবাশশারার মধ্য থেকে দু'জন সাহাবী হযরত তালহা ও যুবাইর রা. মক্কায় পৌঁছে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা.-এর কাছে গিয়ে বললেন, বর্তমান খলীফা হযরত উসমান গনী রা.-কে ঘরে কুরআন তিলাওয়াতরত অবস্থায় অন্যায়ভাবে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। ঘাতক হযরত আলী রা.-এর দলে ভিড়ে গেছে। এজন্য হযরত আলী রা.-এর কাছ থেকে হযরত উসমান রা.-এর কিসাস দাবি করা এবং ঘাতকদের শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা.-এর প্রতি সমর্থন জানান। অতঃপর তাঁরা তাঁকে নিয়ে বসরায় পৌছেন এবং সেখানকার লোকজনকে তাঁদের সমর্থক বানান।

সাইয়্যিদিনা হযরত আলী রা. যখন জানতে পারলেন যে, এভাবে মুকাবিলার প্রস্তুতি চলছে, তখন তিনিও প্রতিউত্তরে প্রস্তুতি নেন। কিন্তু যুদ্ধপূর্ব আলোচনায় এ বিষয়টি সিদ্ধান্তকৃত হয়ে যায় যে, উসমান রা.-এর ঘাতকদেরকে হযরত আলী রা. স্বীয় সৈন্যবাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবেন। কারণ, তাদের কাছ থেকে কিসাস নেয়ার তখনও কোন সুযোগ ছিল না। সেসব ঘাতক যখন পারস্পরিক এই সন্ধির কার্যক্রম দেখল তখন চিন্তা করল, এটা কি হল? তাঁরা সন্ধি করে নিলেন। আর আমরা তো শেষ হয়ে গেলাম! তখন তারা পরস্পরে ষড়যন্ত্র করে নিজেদের কিছু লোকের মাধ্যমে রাত্রিবেলায় সৈন্যদের উপর পাথর বর্ষণ করে। তারাও এটা মনে করেছে যে,

আমাদের সাথে প্রতারণা করা হয়েছে। এভাবে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। উভয় পক্ষের অনেক সাহাবী শহীদ হয়ে যান। এ যুদ্ধে হযরত তালহা ও যুবাইর রা.ও শহীদ হন। ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন।

এরপর হযরত আলী রা. পূর্ণ সম্মানের সাথে উম্মুল মুমিনীন রা.-কে মদীনায় পৌঁছে দেন। যেহেতু হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. এ যুদ্ধে উটের উপর আরোহী ছিলেন এবং উটের উপর থেকে সৈন্যবাহিনীকে আহ্বান ও দিকনির্দেশনা দিচ্ছিলেন, সেহেতু এ যুদ্ধকে জঙ্গে জামাল বলে। (কাসতাল্লানী ঃ ৬/৪২০)

মোটকথা, আবু বকরা রা. এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। সম্পূর্ণ আলাদা থেকে যান।

মাসায়িল

আল্লামা খাত্তাবী র. বলেন, মহিলা না রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারে, না বিচারপতি। কোন কোন মুহাদ্দিস আল্লামা খাত্তাবী র. এর বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপনও করেছেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত হল– মহিলা শাসক ও বিচারপতি হতে পারেন না। ইমাম মালিক র. থেকেও এটাই বর্ণিত আছে, অবশ্য ইমাম আজম র. থেকে বর্ণিত আছে, যে সব ব্যাপারে মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য সেসব বিষয়ে মহিলার অভিভাবকত্বও ধর্তব্য হবে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন হল, কোন কোন মহিলার শাসন ও রাজত্ব সফল পাওয়া গেছে এবং দীর্ঘস্থায়ীও হয়েছে। যেমন– ইউরোপের খ্রিস্টানরা রাণী ভিক্টোরিয়া ও এলিজাবেথকে রাণী বানিয়েছে। কিন্তু কোন অসুবিধা হয়নি। স্বয়ং আমাদের হিন্দুস্থানে মিসেস ইন্দিরা গান্ধী দীর্ঘকাল পর্যন্ত রাজত্ব চালিয়েছেন।

১. এর উত্তর হল, হাদীস শরীফে যে মূলনীতি বলা হয়েছে সেটি হল, অধিকাংশ সময় মহিলারা অসম্পূর্ণ বিবেকের অধিকারী হওয়ার সাথে সাথে স্বল্পজ্ঞান সম্পন্না এবং অজ্ঞ হয়ে থাকে। বিশেষতঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে অধিকাংশ রাষ্ট্রে মহিলাদের শিক্ষা-দীক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। বরং তৎকালীন যুগে তো মহিলারা জীবজন্তু ও পণ্যসামগ্রীর মর্যাদা রাখত এজন্য মহিলাদের শিক্ষার প্রশ্নই হত না। ইতিহাস এর সাক্ষী।

২. দ্বিতীয় উত্তর হল, উপরোক্ত মহিলাদের কেউ সম্রাজ্ঞী ছিলেন না। রাজত্ব পরিচালনা করেননি। বরং খ্রিস্টানদের মধ্যে তো সর্বদা সম্রাট হত নামকাওয়াস্তে। রাজত্ব তো বিবেকসম্পন্ন জ্ঞানী-গুণী লোকেরাই করতেন। এ অবস্থাই ছিল ভারতের। মন্ত্রিপরিষদ মিলে শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

٤٠٨٤. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ يَقُوْلُ : اُذْكُرُ اَنِّيْ خَرَجْتُ مَعَ الْغِلْمَانِ اِلٰى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ نَتَلَقّٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً مَعَ الصِّبْيَانِ ـ

৪০৮৪/৪২৫. আলী ইবনে আবদুল্লাহ্ রা. .... হযরত সায়িব ইবনে ইয়াযীদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার স্মৃতিপটে এখনও সে ঘটনা ভেসে আসে যে, মদীনার শিশুদের সাথে ছানিয়্যাতুল বিদায়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে স্বাগত জানাতে আমি গিয়েছিলাম (যখন তিনি তাবুক যুদ্ধ থেকে ফেরত তাশরীফ আনছিলেন)। সুফিয়ান রা.-এর রেওয়ায়াতে مَعَ الْغِلْمَانِ-এর স্থলে مَعَ الصِّبْيَانِ শব্দের উল্লেখ রয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ এ রেওয়ায়াত এবং পরবর্তী ৪২৬ নং রেওয়ায়াত একই। অর্থাৎ, হযরত সাইব ইবনে ইয়াযীদ রা. এর। অতএব, দ্বিতীয় হাদীসটির পর ইনশাআল্লাহ ব্যাখ্যা আসবে। হাদীসটি ৪৩৩ ও ৬৩৭ নং পৃষ্ঠায় এসেছে।

٤٠٨٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ أَذْكُرُ أَنِّي خَرَجْتُ مَعَ الصِّبْيَانِ نَتَلَقَّى النَّبِيَّ ﷺ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ مَقْدَمَهُ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ.

৪০৮৫/৪২৬. আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ র. .... হযরত সাইব (ইবনে ইয়াযীদ) রা. থেকে বর্ণিত যে, আমার এখনো স্মরণ আছে, সানিয়্যাতুল বিদায়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে স্বাগত জানাতে আমি মদীনার শিশুদের সাথে গিয়েছিলাম, যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত দু'টি হাদীস বাহ্যতঃ অনুচ্ছেদের সাথে সম্পর্ক রাখে না। কেউ কেউ বলেন, ইমাম বুখারী র. এ হাদীসগুলো এখানে এনে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশেপাশে রাজা-বাদশাহদের নিকট ইসলামী দাওয়াতের চিঠিপত্র নবম হিজরীতে প্রেরণ করেছেন। অর্থাৎ, তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে। (ফাতহুল বারী, কাসতাল্লানী)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোম সম্রাট কায়সারের নিকট একবার হুদাইবিয়ার সন্ধির বছর ৬ হিজরীতে পত্র পাঠিয়েছেন। আর দ্বিতীয়বার তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে ৯ম হিজরীতে কায়সার ও কিসরার নিকট পত্র পাঠিয়েছেন। তাছাড়া ইমাম বুখারী র.ও যে, তরতীব কায়েম করেছেন যে, তাবুক যুদ্ধের পর بَابُ كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ এনেছেন, এতে পরিষ্কার এটাই বুঝা যায়। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

ثَنِيَّةُ : ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ-এর অর্থ হল ঘাটির রাস্তা, পাহাড়ী পথ। এ স্থানটিকে ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ বলার কারণ হল, মদীনাবাসীরা সাধারণত মেহমান ও যাত্রীদেরকে এখান পর্যন্ত পৌঁছাতেন ও বিদায় জানাতেন।

আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম র.-এর একটি সন্দেহের অপনোদন

এই সানিয়্যা মদীনা থেকে শামের পথে অবস্থিত। যার আলোচনা হযরত সাইব ইবনে ইয়াযীদ রা. করছেন। আর যে সানিয়্যা মক্কা মুকাররমার পথে অবস্থিত সেটি আরেকটি, যেখানে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরত কালে মদীনার আনসারী মেয়েরা طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ আবৃত্তি করে স্বাগতম জানাচ্ছিল।

এ বক্তব্য দ্বারা আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম র.-এর প্রশ্ন খতম হয়ে যায় যে, মদীনা মধ্যখানে, যার একদিকে অর্থাৎ, উত্তর দিকে শাম, আর মদীনা থেকে দক্ষিণে মক্কা মুকাররমা। এটা জানা কথা যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে যখন মদীনায় তাশরীফ আনছিলেন, তখন সানিয়্যাতুল বিদার নিকট আনসার মেয়েরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে স্বাগত জানিয়েছে। এ কারণে, আল্লামা ইবনে কায়্যিম রা. এ রেওয়ায়াতটিকেই অস্বীকার করেছেন যে, সানিয়্যাতুল বিদা মদীনা থেকে মক্কার দিকে, তাবুকের দিকে নয়। অথচ তাবুকের দিকে অবস্থিত সানিয়্যা আরেকটি। অর্থাৎ, উভয়টি আলাদা আলাদা। অতএব, কোন প্রশ্ন রইল না। (ফাতহ ঃ ৮/১০৫)

٢٢٤٧. بَابُ مَرَضِ النَّبِيِّ ﷺ وَوَفَاتِهِ، وَقَوْلُ اللّٰهِ تَعَالَى : إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ.

২২৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রোগ ও তাঁর ওফাতের বিবরণ। মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ আপনিতো মরণশীল এবং তারাও মরণশীল। এরপর কিয়ামত দিবসে তোমরা পরস্পর তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে বাক-বিতণ্ডা করবে (৩৯ ঃ ৩০, ৩১)।

রোগের সূচনা

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রোগের সূচনা হয় সফরের শেষে বুধবার দিন। এটা উম্মুল মুমিনীন হযরত মাইমুনা রা.-এর পালার দিন ছিল। হাফিজ আসকালানী র. বলেন, اَمَّا اِبْتِدَاءُ الْمَرَضِ فَكَانَ فِىْ بَيْتِ مَيْمُوْنَةَ (ফাতহ ঃ ৮/১০৫) এ অবস্থাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালা পালা করে পবিত্র অর্ধাঙ্গিনীগণের নিকট তাশরীফ নিচ্ছিলেন। রোগ যখন তীব্র আকার ধারণ করে তখন পবিত্র স্ত্রীগণের নিকট অনুমতি নিয়ে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.-এর নিকট চলে আসেন। সোমবার দিন হযরত আয়েশা রা.-এর হুজরায় স্থানান্তরিত হন। পরবর্তী সোমবার হযরত আয়েশা রা.-এর হুজরায় ইহকাল ত্যাগ করে স্থায়ী জগতের বাসিন্দা হন। ১৩ দিন তিনি রুগ্ন থাকেন। তাঁর রোগের মেয়াদ সম্পর্কে মতানৈক্য আছে। অধিকাংশের মত হল, ১৩ দিন। وَاخْتُلِفَ فِىْ مُدَّةِ مَرَضِهِ فَالْاَكْثَرُ عَلٰى اَنَّهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا . (ফাতহুল বারী ঃ ৮/১০৬)

এ ব্যাপারে সবার ঐকমত্য রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত হয়েছে রবিউল আউয়াল মাসে সোমবার দিন। এতে কারও কোন মতানৈক্য নেই। لَاخِلَافَ اَنَّهُ ﷺ تُوُفِّىَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ الخ . (উমদা ঃ ৮/৪৩৭)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত হয়েছে ১২ই রবিউল আউয়াল। এ উক্তিটি জনসাধারণের মাঝে প্রসিদ্ধ, যার একটি প্রমাণ উম্মতের গ্রহণ। হিন্দুস্থানের বহু অঞ্চলে রবিউল আউয়াল মাসকে বারা ওফাত (এর মাস) বলে। অবশ্য মতবিরোধ দু'টি বিষয়ে রয়েছে।

১. কোন সময় ওফাত হয়েছে? ২. রবিউল আউয়ালের কোন্ তারিখে?

ইমামুল মাগাযী ইবনে ইসহাক ও সংখ্যাগরিষ্ঠের মত হল, সেদিন ছিল রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখ। আবু মিখনাফ ও কালবী প্রমুখ বলেন, সেটি ছিল রবিউল আউয়ালের দ্বিতীয় তারিখ। আল্লামা সুহাইলী ও হাফিজ আসকালানী র. দ্বিতীয় রবিউল আউয়ালকে প্রধান সাব্যস্ত করেছেন। (ফাতহ ঃ ৮/১০৬) এ হিসেবে বিদায় হজ্জের ৯০ দিন পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাত হয়।

কিন্তু এতে প্রশ্ন হল, বিদায় হজ্জে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আরাফায় অবস্থান ছিল সর্বসম্মতিক্রমে শুক্রবার দিন। বুখারী শরীফের কিতাবুল ঈমান এবং তিরমিযী ইত্যাদির হাদীসগুলোতে এ বিষয়ে স্পষ্ট বিবরণ দেয়া আছে। এ থেকে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, যিলহজ্জের ৯ তারিখ ছিল জুমুআর দিন। পহেলা তারিখ ছিল বৃহস্পতিবার। এমতাবস্থায় আগামী বছর সোমবার দিন ১২ই রবিউল আউয়াল কোন ক্রমেই হতে পারে না। চাই তিন মাস তথা যিলহজ্জ, মহররম, সফর ৩০ দিনের মেনে নেয়া হোক, অথবা ২৯ দিনের, অথবা কোনটি ৩০ কোনটি ২৯ দিনের। কিন্তু যদি ৩ মাস ২৯ দিনের মেনে নেয়া হয়, তবে রবিউল আউয়ালের দ্বিতীয় তারিখ সোমবার দিন যথার্থ হয়ে যাবে। কারণ, যিলহজ্জের প্রথম তারিখ বৃহস্পতিবার দিন ছিল। কাজেই যিলহজ্জের ২৯ তারিখও বৃহস্পতিবারই হবে। মহররমের প্রথম তারিখ জুমুআ আর ২৯ তারিখও জুমুআই হবে। এরূপভাবে সফরের প্রথম তারিখ শনিবার, ২৯ তারিখও শনিবারই হবে। রবিউল আউয়ালের প্রথম তারিখ রবিবার, দ্বিতীয় তারিখ সোমবার হবে। এজন্য কোন কোন আলিম ওফাতের তারিখ দোসরা রবিউল আউয়াল মেনে নিয়েছেন। বিশেষত হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী র. প্রমুখ এই দ্বিতীয় রবিউল আউয়ালকে সর্বপ্রধান উক্তি সাব্যস্ত করেছেন।

১২ রবিউল আউয়ালের প্রবক্তাগণ বলেন, হতে পারে মক্কা-মদীনার তারিখে উদয়স্থলের বিভিন্নতার কারণে বিভিন্নতা ছিল। মদীনা মুনাওয়ারায় রবিউল আউয়ালের প্রথম তারিখ হয়েছে বৃহস্পতিবার। অতএব, নিঃসন্দেহে সোমবার দিন হবে ১২ই রবিউল আউয়াল। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

বাকি রইল এই প্রশ্ন যে, ওফাত কখন হয়েছে? মাগাযী ইবনে ইসহাকে আছে যে, চাশতের সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাত হয়েছে। মাগাযী মুসা ইবনে উকবাতে যুহুরী ও উরওয়া ইবনে যুবাইর হতে বর্ণিত আছে যে, সূর্য হেলার সময় ওফাত হয়েছে। এ বর্ণনাটিই বিশুদ্ধতম। তাছাড়া, এই মতানৈক্য মামুলী ধরনের। কারণ, চাশত এবং সূর্য হেলার মধ্যে তেমন বেশি পার্থক্য নেই।

দাফন

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবার দিন সূর্য হেলার সময় এই নশ্বর জগত ছেড়ে চিরস্থায়ী অবিনশ্বর জগতের দিকে সফর করেন। আর এ সময়টিতেই এবং এদিনেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় প্রবেশ করেছিলেন। বুধবার রাতে (মঙ্গল এবং বুধবারের মধ্যবর্তী রাত্রে) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমাহিত হন। হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত আছে- تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَدُفِنَ لَيْلَةَ الْاَرْبِعَاءِ। (উমদা ঃ ৮/৪৩৭) বিস্তারিত বিবরণ স্বয়ং হাদীসসমূহেই আসছে।

وَقَالَ يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ فِى مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ يَا عَائِشَةُ! مَا اَزَالُ اَجِدُ اَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِى اَكَلْتُ بِخَيْبَرَ، فَهٰذَا اَوَانُ وَجَدْتُ انْقِطَاعَ اَبْهَرِيِّ مِنْ ذٰلِكَ السَّمِّ -

ইউনুস র. যুহরী ও উরওয়া ইবনে যুহাইর র. সূত্রে বলেন, আয়েশা রা. বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে রোগে ওফাত লাভ করেন সে সময় তিনি বলতেন, হে আয়েশা! আমি খায়বরে (বিষযুক্ত) যে খাদ্য ভক্ষণ করেছিলাম, সর্বদা তার যন্ত্রণা অনুভব করছি। আর এখন সেই সময় আগত, যখন সে বিষক্রিয়ায় আমার প্রাণবায়ু বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট। এখানে এ হাদীসটি মুয়াল্লাক। কিন্তু বাযযার ও হাকিম র. এটিকে মুত্তাসিলরূপে বর্ণনা করেছেন- عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ يُوْنُسَ بِكَذَا الْاِسْنَادِ - (উমদা)

مَا اَزَالُ اَجِدُ اَلَمَ الطَّعَامِ ঃ অর্থাৎ, বিষাক্ত খাদ্যের কারণে আমি আমার পেটে ব্যথা অনুভব করছিলাম। هٰذَا اَوَانُ ঃ মুবতাদা এবং খবর। এমতাবস্থায় اَوَانُ মারফূ হবে। দ্বিতীয় তারকীব হল, اَوَانَ কে জরফ হিসেবে মানসূব করা হবে। এ ছুরতে যবরের উপর মাবনী হবে। কারণ, اَوَانَ শব্দটি وَجَدْتُ সীগায়ে মাযীর দিকে মুযাফ হবে, যেটি মাবনী। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি একই জিনিসের পর্যায়ভুক্ত হয়। (উমদা)

اَبْهَرُ ঃ হামযার উপর যবর, বা সাকিন, হায়ের উপর যবর। হৃদযন্ত্রের সাথে মিলিত একটি রগ। যেটি ছিঁড়ে গেলে বা কেটে গেলে মানুষ মরে যায়। (ফাতহ)

খায়বর বিজয়ের পর যায়নব বিনতে হারিস একটি বকরীর গোশতে বিষ মিশিয়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হাদিয়া দিয়েছিল। বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে এসেছে। দ্রষ্টব্য খায়বর যুদ্ধ।

٤٠٨٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا ثُمَّ مَا صَلَّى لَنَا بَعْدَهَا حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ .

৪০৮৬/৪২৭. ইয়াহ্ইয়া ইবনে বুকাইর র. ...... ইবনে আব্বাস রা.-এর আম্মা হযরত উম্মুল ফযল বিনতে হারিস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মাগরিবের নামাযে সূরা "ওয়াল মুরসালাতি উরফা" পাঠ করতে শুনেছি। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রূহ মুবারক কবজ করা পর্যন্ত তিনি আর আমাদের নিয়ে কোন নামায আদায় করেননি।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ বাক্যে। হাদীসটি সালাতে ১০৫, মাগাযীতে ৬৩৭ পৃষ্ঠায় এসেছে।

উম্মুল ফযল রা.

তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর জননী উম্মুল মুমিনীন হযরত মাইমুনা রা. এর সহোদরা বোন। তাঁর নাম লুবাবা বিনতুল হারিস। প্রসিদ্ধ আছে যে, উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজাতুল কুবরা রা. এর পর সর্বপ্রথম তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য নিজে তাশরীফ নিয়ে যেতেন। তাঁর থেকে বহু হাদীস বর্ণিত আছে।

এ ছিল বৃহস্পতিবার দিনের মাগরিব নামায। যার চার দিন পর সোমবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাত লাভ করেন।

এ রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা গেল, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরপর নামায পড়াননি। অথচ হাদীস আসছে যে, শনিবার অথবার রবিবার দিন যখন মেজাজ মুবারক কিছুটা হালকা হয়েছিল, তখন হযরত ইবনে আব্বাস ও আলী রা. এর সাহায্যে তিনি মসজিদে তাশরীফ এনেছেন। তখন সাইয়্যিদিনা আবু বকর সিদ্দীক রা. জোহর নামায পড়াচ্ছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রা. এর বামদিকে যেয়ে, বসে পড়েন এবং বাকি নামায লোকজনকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়ান। কিন্তু এ দুটোর মধ্যে বিরোধ নেই। কারণ উম্মুল ফযল রা. এর রেওয়ায়াতে যে এসেছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সর্বশেষ নামায ছিল মাগরিবের, এর দ্বারা স্বতন্ত্র ইমামতি উদ্দেশ্য। তথা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে নামাযে তিনি ইমামতি ও কুরআন তিলাওয়াত করেছেন সেটি হল মাগরিব নামায।

٤٠٨٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضى الله عنه يُدْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ إِنَّ لَنَا أَبْنَاءً مِثْلَهُ فَقَالَ إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ تَعْلَمُ فَسَأَلَ عُمَرُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هٰذِهِ الْآيَةِ : إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، فَقَالَ أَجَلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَعْلَمَهُ إِيَّاهُ فَقَالَ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلاَّ مَا تَعْلَمُ .

৪০৮৭/৪২৮. মুহাম্মদ ইবনে আরআরা র. .... হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর ইবনে খাত্তাব রা. ইবনে আব্বাস রা.-কে (আমাকে) তাঁর কাছে বসাতেন। এতে আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. তাঁকে (উমর রা.-কে) বললেন, আমাদেরও তো ইবনে আব্বাস রা.-এর সমবয়সী ছেলেপুলে আছে! (অর্থাৎ, তাদেরকেও আপনার পাশে বসানো হোক।) তখন উমর রা. বললেন, এ ধরনের আচরণ কি কারনে তা তো আপনি জানেন (অর্থাৎ, এর কারণ ইবনে আব্বাস বিশেষ ইলমের অধিকারী।)। এরপর উমর রা. ইবনে আব্বাস রা.-কে إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ আয়াতের প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন তিনি বললেন, এতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের খবর (তাঁকে অবগত করানো হয়েছে)। আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এই সূরা নাযিল করে) সংবাদ দিয়েছেন। (যে, আপনার মৃত্যু সন্নিকটে।) তখন উমর রা. বললেন, আমিও এ আয়াতের ব্যাখ্যা তাই বুঝেছি যা তুমি বুঝেছ।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল فَقَالَ أَجَلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ বাক্য থেকে গৃহীত হতে পারে। হাদীসটি মানাকিবে ৫১২, মাগাযীতে ৬১৫, ৬৩৭-৬৩৮ পৃষ্ঠায় এসেছে।

مَا أَعْلَمُ مِنْهَا الخ ঃ এর দ্বারা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর কুরআনের জ্ঞান প্রমাণিত হয়। আর হবেই না বা কেন? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য দোয়া করেছিলেন- اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ

হযরত উমর ফারুক রা. তাঁর ইযযত-কদর এজন্য করেছিলেন যে, কমবয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন বড় আলিম। দীনের গভীর জ্ঞানে স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। স্পষ্ট বিষয়, ইলম এরূপ একটি দৌলত ও নেয়ামত যার প্রতি সবারই সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। মাহাত্ম্য হয় ইলমের কারণে, বয়সের কারণে নয়।

দ্বিতীয় কারণ এটাও ছিল যে, ইবনে আব্বাস রা. ছিলেন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচাতো ভাই।

٤٠٨٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمَ الْخَمِيسِ؟ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ اِشْتَدَّ بِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَجَعُهُ، فَقَالَ ائْتُونِي أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا، فَتَنَازَعُوا وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ، فَقَالُوا مَا شَأْنُهُ أَهَجَرَ اسْتَفْهِمُوهُ فَذَهَبُوا يَرُدُّونَ عَلَيْهِ، فَقَالَ دَعُونِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ، وَأَوْصَاهُمْ بِثَلَاثٍ، قَالَ أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ، وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ أَوْ قَالَ فَنَسِيتُهَا .

৪০৮৮/৪২৯. কুতাইবা র. ..... হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস রা. বললেন, এটা বৃহস্পতিবার দিবস। يَوْمَ الْخَمِيسِ শব্দটি মুবতাদা মাহযূফের খবর। اى هٰذَا يَوْمُ الْخَمِيسِ। আবার উল্টোও হতে পারে। বৃহস্পতিবারের ঘটনা কি হয়েছে? (রোগের প্রচণ্ডতায় বিস্ময় প্রকাশ করেন) নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রোগ-জ্বালা প্রবল হয়ে দেখা দেয়। তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার কাছে আস, আমি তোমাদের জন্য কিছু (ওসিয়তনামা) লিখে দিয়ে যাই, যেন তোমরা এরপর কখনও

পথভ্রষ্ট না হও। তখন তারা পরস্পর মতভেদ করতে শুরু করে (যে, এত প্রচন্ড রোগাক্রান্ত অবস্থায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লেখানোর কষ্ট দেয়া উচিত কিনা? কেউ বলল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন, অতএব কাগজ-কলম দাও। আর কেউ কেউ বলল, এখন খুব কষ্ট হচ্ছে, তাই এমতাবস্থায় লেখা ও লেখানোর কষ্ট দেয়া সমীচীন নয়।) আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সান্নিধ্যে মতবিরোধ করা শোভনীয় নয়। এরপর কিছুসংখ্যক লোক বললেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থা কেমন? তিনি কি প্রলাপ বকছেন? তোমরা তাঁর কাছে থেকে ব্যাপারটি বুঝে নাও (যে, আপনার হুকুম পালন করা হবে, না মূলতবী করা হবে?) এতে তারা নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ব্যাপারটি বারবার উত্থাপন করতে লাগলেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা আমাকে আমার অবস্থায় ছেড়ে দাও, তোমরা যে কাজের দিকে আমাকে আহ্বান জানাচ্ছ, তার চেয়ে আমি উত্তম অবস্থায় আছি (আল্লাহর মুরাকাবা ও আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের প্রস্তুতি)। একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের মৌখিক তিনটি নসীহত করলেন– (১) আরব উপদ্বীপ থেকে মুশরিকদের বহিষ্কার করে দিবে, (২) আরব গোত্রের প্রতিনিধি ও দূতদের সেরূপ হাদিয়া-তোহফা দান ও আদর-আপ্যায়ন করবে যেমন আমি করতাম এবং সাঈদ ইবনে যুবাইর বলেন, তৃতীয়টি বলা থেকে তিনি (ইবনে আব্বাস রা.) নীরব থাকলেন অথবা বর্ণনাকারী বলেন, তৃতীয়টি আমি ভুলে গিয়েছি।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল اِشْتَدَّ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَجَعُهُ . বাক্যে। হাদীসটি ইলমে ২২, জিহাদে ৪২৯, ৪৪৯, মাগাযীতে ৬৩৮, ৮৪৬ ও ১০৯৫ পৃষ্ঠায় এসেছে।

কাগজের ঘটনা

ওফাতের ৪ দিন পূর্বে বৃহস্পতিবারে যখন রোগ প্রচণ্ড আকার ধারণ করে তখন হুজরায়ে নববীতে উপস্থিত লোকজনকে তিনি বললেন, কাগজ-কলম-দোয়াত নিয়ে এস। আমি তোমাদেরকে একটি অসিয়তনামা লিখিয়ে দিব। যারপর তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। এতদশ্রবণে মজলিসে উপস্থিত লোকজনের মধ্যে মতানৈক্য হল। হযরত উমর রা. বললেন, তিনি রোগাক্রান্ত। প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে। এমতাবস্থায় কষ্ট দেয়া সমীচীন নয়। আল্লাহর কিতাব আমাদের কাছে আছে। যেটি গোমরাহী থেকে বাঁচানোর জন্য যথেষ্ট। মজলিসে উপস্থিত লোকজনের মধ্যে এ নিয়ে মতবিরোধ হয়। কেউ হযরত উমর রা. এর সমর্থন করলেন, আর কেউ বললেন. اَهَجَرَ اِسْتَفْهِمُوْهُ .

আল্লামা আইনী ও ইমাম নববী র. বলেন, শব্দটি هَمْزَه اِسْتِفْهَامِ اِنْكَارِى সহকারে। আর هَجَرَ মাযীর সীগাহ। যার অর্থ হল নিরর্থক কথাবার্তা, অসংলগ্ন বচন যা রুগ্ন ব্যক্তি ভীষণ রোগের সময় বলে থাকে। তথা, বিড়বিড় করা, শুশ্রুষাকারী ও পরিবারের লোকজন যেটাকে নিরর্থক কথন মনে করে, এটাকে অধর্তব্য সাব্যস্ত করে তা বাস্তবায়ন করে না। স্পষ্ট বিষয়, এ অর্থ নিয়ে সাইয়্যিদুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দিকে এর সম্বোধন অসম্ভব। উমদাতুল কারীতে আছে–

قُلْتُ نِسْبَةُ مِثْلِ هٰذَا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ لَايَجُوزُ لِاَنَّ وُقُوْعَ مِثْلِ هٰذَا الْفِعْلِ عَنْهُ مُسْتَحِيلٌ، لِاَنَّهُ مَعْصُوْمٌ فِى كُلِّ حَالَةٍ فِىْ صِحَّتِهٖ وَمَرَضِهٖ، لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى الخ وَلِقَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ اِنِّىْ لَا اَقُوْلُ فِى الْغَضَبِ وَالرِّضَا اِلَّاحَقًّا .

অর্থাৎ, ক্রোধ ও স্বাভাবিক অবস্থায় আমার জবান থেকে হক ছাড়া অন্য কিছু নিঃসৃত হয় না।

اَهَجَرَ اِسْتَفْهِمُوْهُ ঃ এ বাক্যটি সেসব লোকের যারা হযরত উমর রা. এর মতের বিপক্ষে ছিলেন।

হযরত উমর রা. যখন বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কষ্ট প্রবল, এখন কোন কিছু লেখানোর প্রয়োজন নেই, তখন যাদের রায় ছিল দোয়াত-কলম এনে লেখানো, তারা লেখার উপকরণগুলো প্রতিহত করার ব্যাপারে প্রতিবাদ ও তাদের মত খণ্ডনের জন্য এ কথাটি বলেছেন। অর্থাৎ, তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হুকুমের বিরোধিতা করছ। এটা কেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা রোগের প্রচণ্ডতার কারণে কি বাজে ও নিরর্থক? অথচ এটা সম্ভব নয়। তাহলে তো তোমাদের উচিত তাঁর হুকুম তামিল করা এবং হুকুম অনুযায়ী লেখার সাজসরঞ্জাম উপস্থিত করা। এ বাক্যটি যারা বলেছিলেন তারাও প্রশ্নবোধক অস্বীকৃতির ধাঁচেই বলেছেন। শুধু হযরত উমর রা. এবং তাঁর সমর্থকদের প্রতি অভিযোগ চাপিয়ে বলেছেন।

কোন কোন রেওয়ায়াতে هَجَرَ হরফে ইসতিফহাম ছাড়া এসেছে। সেটিও এরই (প্রশ্নবোধকের) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্রশ্নবোধক হরফ এখানে উহ্য আছে।

তাছাড়া, أَهَجَرَ اِسْتَفْهِمُوهُ এর আরও অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে।

২. أَهَجَرَ শব্দটি ফেলে মাযী। এর মাফ'উল উহ্য। অর্থাৎ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি পার্থিব জীবন ত্যাগ করেছেন? উদ্দেশ্য মুযারি' (ত্যাগ করছেন?)। কিন্তু যেহেতু ওফাতের অবস্থা ও নিদর্শনাদি ছিল, সেহেতু মুযারি'কে মাযী দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। কারণ, হবু বিষয়টি এ পর্যায়ের নিশ্চিত যেন হয়েই গেছে।

৩. أَهُجْرٌ দ্বারা বক্তার উদ্দেশ্য রূপকার্থ। মানে, লাযিম বলে মালযূম উদ্দেশ্য করেছেন অর্থাৎ, রোগের তীব্রতায় সাধারণত বাজে বকার অবস্থা হয়। অতএব বাজে কথন দ্বারা ভীষণ কষ্ট উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এবার এ ছুরতে أَهُجْرٌ -এর অর্থ হল– কষ্ট কি খুব ভীষণ হচ্ছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস কর।

বাধা দানকারী হলেন, হযরত উমর ফারুক রা.। জানা কথা, হযরত আবু বকর ও উমর রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মন্ত্রী ও বিশেষ উপদেষ্টা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তাদের নৈকট্য কোন ঈমানদারের নিকট গোপন নয়। হযরত উমর রা. নেহায়েত মহব্বত সত্ত্বেও রোগের কষ্টে আরো কষ্ট দেয়া সমীচীন মনে করেননি। এ কারণেই হযরত আবু হুরায়রা রা. রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর জুতা নিয়ে জান্নাতের সুসংবাদ দিতে রওয়ানা করলে হযরত উমর ফারুক রা. পথিমধ্যেই তাঁর বুকে এত জোরে আঘাত করেন যে, আবু হুরায়রা রা. উল্টে পড়ে যান। আবু হুরায়রা রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট অভিযোগের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তাঁর পিছু পিছু হযরত উমর ফারুক রা.ও সেখানে পৌঁছেন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরূপ করবেন না। এ ধরনের ঘটনা হযরত উমর রা.-এর বহু। যেগুলো দ্বারা দরবারে রিসালাতে হযরত উমর রা.-এর মান-মর্যাদা ভালরূপেই বুঝা যেতে পারে।

ইমাম নববী র. বলেন, হযরত উমর রা.-এর حَسْبُنَا كِتَابُ اللّٰهِ উক্তি হযরত উমর ফারুক রা.-এর সূক্ষ্ম দৃষ্টি, দীনের গভীর জ্ঞান এবং রাসূল প্রেমের প্রমাণ। কারণ, কেবলমাত্র তিন মাস পূর্বে বিদায় হজ্জে আরাফাতের ময়দানে اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ আয়াতের মাধ্যমে দীনের পূর্ণাঙ্গতার ঘোষণা হয়েছে। অতঃপর مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ আয়াত আল্লাহ্‌র কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে। এমতাবস্থায় এ ভীষণ কষ্টের মুহূর্তে বালতির পর বালতি পানি মাথায় ঢালা হচ্ছে এবং বারবার এ ঘটনা হচ্ছে। এ সময় লেখা ও লেখানোর কষ্টদান সমীচীন নয়। এরপর হযরত উমর রা. চিন্তা করলেন, এ লেখা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় ইজতিহাদ ও রায়ের আলোকে লেখাতে চান নাকি ওহির আলোকে? উভয় সম্ভাবনা আছে। উভয় ছুরতে হযরত উমর রা. এর বাধাদানের কারণে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও বিরত হতেন না, যদি

লেখা দীনি দৃষিটকোণ থেকে জরুরি হত। হতে পারে ওহীয়ে ইলাহীর মাধ্যমেই পরবর্তীতে তিনি বিরত হয়েছেন এবং শোর হাঙ্গামার কারণে ইরশাদ করেছেন– دَعُونِى فَالَّذِى اَنَا فِيهِ خَيرٌ 'আমাকে ছেড়ে দাও, তোমরা যেদিকে আমাকে মনোযোগী করতে চাও, তার চেয়ে ভাল অবস্থায় এখন আমি আছি।'

বাকি রইল হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর আক্ষেপ।

১. ইবনে আব্বাস রা. এর নজর ও মহব্বত স্বস্থানে ঠিক আছে। কিন্তু হযরত উমর রা. এর দীনি গভীর জ্ঞান হযরত ইবনে আব্বাস রা. অপেক্ষা নিঃসন্দেহে অনেক বেশি। ইবনে জাওযী র. বলেন, دَعُونِى الخ এর অর্থ হল, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমাকে ছেড়ে দাও। এখন আমাকে কষ্ট দিও না। আমি নিজের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট যে মাহাত্ম্য ও আরামের উপকরণ দেখছি সেটি এ পার্থিব জীবন ও এর উপকরণ (ভোগসম্ভার) অপেক্ষা উত্তম।

২. অথবা আল্লাহকে নিয়ে মুরাকাবা এবং যাবার প্রস্তুতি সে লেখা অপেক্ষা উত্তম, যেদিকে তোমরা আমাকে মনযোগী করছ। সবচেয়ে বড় কথা হল, এ ঘটনা হল বৃহস্পতিবারে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাত হয়েছে সোমবার দিন। মাঝখানে শুক্র, শনি ও রবিবার তাঁর অবস্থা বৃহস্পতিবার অপেক্ষা ভাল ছিল। যেমন স্বয়ং এ রেওয়ায়াতে আছে– اَوْصَاهُم بِثَلَاثٍ الخ তথা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে তিনটি অসিয়ত করেছেন। অতএব হতে পারে যে সব অসিয়ত মৌখিক তিনি করে গেছেন সেগুলোই পূর্বে লেখাতে চেয়েছিলেন। পরবর্তীতে শুধু মৌখিক বিবরণের উপর ক্ষান্ত হয়েছেন। যদিও সম্ভাবনা আরও অনেক রয়েছে।

৩. অসিয়তের মধ্যে যে سُكُوت শব্দ আছে, এ সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, এই তৃতীয় কথাটি ছিল, তোমরা কুরআনে কারীমের উপর আমল করবে। অথবা, উসামা রা.এর বাহিনী পাঠিয়ে দাও। আমার পর কবররকে প্রতিমা ও সেজদার স্থান বানিও না।

٤٠٨٩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَنِ الزُّهرِىِّ عَن عُبَيدِ اللّٰهِ بنِ عَبدِ اللّٰهِ بنِ عُتبَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَفِى البَيتِ رِجَالٌ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ هَلُمُّوا، اَكتُبُ لَكُم كِتَابًا لَاتَضِلُّوا بَعدَهُ، قَالَ بَعضُهُم اِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَد غَلَبَهُ الوَجعُ، وَعِندَكُمُ القُراٰنُ، حَسبُنَا كِتَابُ اللّٰهِ، فَاختَلَفَ اَهلُ البَيتِ، فَاختَصَمُوا، فَمِنهُم مَن يَقُولُ قَرِّبُوا يَكتُبُ لَكُم كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعدَهُ، وَمِنهُم مَن يَقُولُ غَيرَ ذٰلِكَ، فَلَمَّا اَكثَرُوا اللَّغوَ وَالاِختِلَافَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قُومُوا * قَالَ عُبَيدُ اللّٰهِ فَكَانَ يَقُولُ ابنُ عَبَّاسٍ اِنَّ الرَّزِيَّةَ الرَّزِيَّةَ مَا حَالَ بَينَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَبَينَ اَن يَكتُبَ لَهُم ذٰلِكَ الكِتَابَ لِاختِلَافِهِم وَلَغَطِهِم -

৪০৮৯/৪৩০. আলী ইবনে আবদুল্লাহ্ র. .... হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের সময় যখন নিকটবর্তী হল এবং ঘরে ছিল সাহাবায়ে কিরামের সমাবেশ, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা আস, আমি তোমাদের জন্য একটি লেখা (ওসিয়ত নামা) লিখে দেই, যেন তোমরা পরবর্তীতে পথভ্রষ্ট না হও। তখন তাদের মধ্যকার কিছুলোক

(হযরত উমর রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রোগ-যন্ত্রণা কঠিনতর অবস্থায়, আর তোমাদের কাছে তো আল্লাহর কিতাব কুরআন বিদ্যমান আছে। আল্লাহ্‌র কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট। ইত্যবসরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবারের উপস্থিত লোকজনের মধ্যে মতানৈক্য শুরু হয়ে যায়, এবং তারা পরস্পর বাক-বিতণ্ডা করতে থাকেন। তাদের কেউ বললেন, তোমরা লেখার উপকরণ কাগজ ইত্যাদি উপস্থিত কর, তিনি তোমাদের জন্য কিছু লিখে দিন। যাতে তোমরা তাঁর পরে কোন বিভ্রান্তিতে নিপতিত না হও। আবার কেউ বললেন এর বিপরীত। এরপর যখন বাক-বিতণ্ডা ও মতবিরোধ চরমে পৌঁছল, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা উঠে চলে যাও। উবাইদুল্লাহ্ র. বলেন, ইবনে আব্বাস রা. বলতেন, নিঃসন্দেহে মহা বিপদের ব্যাপার যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামের জন্য কিছু লিখে দেয়ার ক্ষেত্রে তাদের মতবিরোধ ও উচ্চ শব্দই মূলত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর লেখার মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ব্যাখ্যা ঃ এটি হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর পূর্বোক্ত হাদীসের আরেকটি সূত্র। তাছাড়া, হাদীসের সাথে মিলের জন্য এটাও বলা যায় যে, لَمَّا حُضِرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ বাক্যে حُضِرَ শব্দটি হায়ের উপর পেশসহ মাজহুল এর সীগা। حُضِرَ এবং اُحْتُضِرَ এর অর্থ হল- মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছা।

এটি হাদীসে কিরতাস (কাগজ সংক্রান্ত হাদীস) নামে প্রসিদ্ধ। ইমাম বুখারী র. বুখারী শরীফের সাত জায়গায় এটি এনেছেন। পৃষ্ঠার বরাতের জন্য ৪২৯ নং পূর্বের হাদীসটির ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

রাফিযীদের মত খণ্ডন

রাফিযীরা (শিয়ারা) এ হাদীসটি নিয়ে হযরত ফারুকে আজম রা. এর সাথে যে সব বেয়াদবী করেছে এবং অসাধারণ অপপ্রচার চালিয়েছে সেগুলো হয়ত না বুঝে কিংবা হযরত ফারুকে আজম রা. এর সাথে শত্রুতা এবং সাবায়ী ইনজেকশনের বিষক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ। যার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ-

রাফিযীদের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল, হযরত উমর ফারুক রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইরশাদ ও হুকুমের উপর নিজের রায় দিয়েছেন এবং হুকুম তামিল হতে দেননি। এর ফলে নববী নির্দেশ অস্বীকার আবশ্যক হয়।

এর উত্তর হল, এটা অস্বীকার নয় বরং স্বার্থ ও হিকমত পেশ। ফারুকে আজম রা. এর বাক্য হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রোগ এরূপ প্রবল যে, বালতির পর বালতি পানি মাথায় ঢালা হচ্ছে। এরূপ অসহনীয় কষ্টের সময় লেখা, লেখানোর বাড়তি কষ্ট দেয়া সমীচীন নয়। কারণ, হযরত উমর রা.-এর সামনে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্পষ্ট ইরশাদ বিদ্যমান ছিল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছিলেন-

تَرَكْتُكُمْ عَلٰى مِلَّةٍ بَيْضَاءَ لَيْلُهَا نَهَارُهَا سَوَاءٌ .

'আমি তোমাদের এরূপ উজ্জ্বল ধর্মের উপর রেখে যাচ্ছি যার দিবারাত্রি সমান।' এরূপ সময় হযরত ফারুক রা. একটি গুজারিশ করলেন, একটি রায় পেশ করলেন। হযরত উমর রা.-এর এই গুজারিশের পর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় তা (কাগজ-কলম) অন্বেষণ করেননি। যদ্দারা স্পষ্ট বুঝা যায়, হযরত উমর রা. এর রায় গ্রহণ করা হয়েছে। হযরত উমর রা. এর আরজ এটা কোন প্রথম নয়, বরং ইতিপূর্বে বার বার এরূপ সুযোগ এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি নির্দেশ দিয়েছেন, আর হযরত উমর রা. একটি আরজ পেশ করেছেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা গ্রহণ করে নিয়েছেন। যেমন- মুসলিম শরীফের কিতাবুল ঈমানের একটি রেওয়ায়াত রয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা রা. রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জুতা নিয়ে যখন প্রতিটি মুমিনকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়ার জন্য রওয়ানা করেন, তখন উমর রা. পথিমধ্যেই হযরত আবু হুরায়রা রা. এর বুকে এত জোরে হাতে আঘাত করেন যে, হযরত আবু হুরায়রা রা. উল্টে পড়ে গিয়েছেন। হযরত আবু হুরায়রা রা. অভিযোগের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। পিছে পিছে হযরত উমর রা. পৌঁছে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরূপ করবেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন উমর রা. এর মতের সাথে একমত হন। এরূপ ঘটনা হযরত উমর রা. এর অনেক। প্রতিটি ঈমানদার ব্যক্তি সাইয়্যিদিনা উমর ফারুক রা. এর মর্তবা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও হযরত উমর ফারুক রা. রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপদেষ্টা মন্ত্রী ছিলেন।

مَا مِنْ نَبِيٍّ اِلَّا وَلَهُ وَزِيْرَانِ مِنْ اَهْلِ السَّمَاءِ وَوَزِيْرَانِ مِنْ اَهْلِ الاَرْضِ، فَاَمَّا وَزِيْرَايَ مِنْ اَهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرَائِيْلُ وَمِيْكَائِيْلُ وَاَمَّا وَزِيْرَايَ مِنْ اَهْلِ الاَرْضِ فَاَبُوْبَكْرٍ وَعُمَرُ ـ

'সব নবীর দু'জন মন্ত্রণাদাতা থাকেন আকাশবাসী, আর দু'জন মন্ত্রণাদাতা জমিবাসী। আসমানের দু'জন মন্ত্রণাদাতা হলেন- হযরত জিবরাঈল ও মিকাঈল আ. আর পৃথিবীবাসী আমার দু'জন মন্ত্রণাদাতা হলেন- আবু বকর ও উমর রা।' (তিরমিযী ঃ ২/২০৮)

এরূপ নির্ভরযোগ্য ও বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্ন মন্ত্রণাদাতা যদি কোন রায় পেশ করেন আর সেটি দরবারে রিসালতে গ্রহণ করে নেয়া হয়, তবে মন্ত্রণাদাতার উপর প্রশ্ন উত্থাপন মানে আসল সম্রাটের উপরই প্রশ্ন উত্থাপন।

কারণ, যদি প্রতিটি হুকুমের উপর রায় পেশ করা এবং হিকমত ও মাসলিহাত পেশ করা হুকুমের বিরোধিতা হয়, তবে হযরত আলী রা. সম্পর্কে রাফিযীরা কি জবাব দিবে? হুদাইবিয়ার সন্ধিকালে হযরত আলী রা. সন্ধিনামায় 'রাসূলুল্লাহ' শব্দটি লিখেছেন। কুরাইশ এর উপর প্রশ্ন উত্থাপন করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রা. কে নির্দেশ দিলেন, এ শব্দটি মিটিয়ে দাও। কিন্তু হযরত আলী রা. মানলেন না। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্ধিনামা নিজের হাতে নিয়ে স্বয়ং মিটিয়ে দেন। কিন্তু কেউ হযরত আলী রা. এর প্রতি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিরোধিতার অভিযোগ উত্থাপন করেননি। এতে বুঝা গেল, যে কোন মাসলিহাত (দীনী স্বার্থ) পেশ করা হুকুমের বিরোধিতা নয়। যদিও বাহ্যতঃ বিরোধিতা ও গুনাহের কাজই হোক না কেন। বস্তুতঃ এটি পূর্ণাঙ্গ মহব্বত ও আজমত। যার উপর হাজারো আনুগত্য কুরবান! অতঃপর হযরত উমর ফারুক রা. এর বাধা দেয়ার ফলে সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম কেন বিরত থাকলেন? বিশেষতঃ নবী পরিবারের লোকজন তো সর্বদা সেখানে থাকছিলেন। অন্য সময় লিখে নিতেন! কিন্তু সবাই অনুধাবন করতে পেরেছেন যে, হযরত উমর রা. এর রায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রহণ করেছেন। বিষয়টির সমাপ্তি ঘটেছে। কারণ, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরপর কয়েকদিন তথা শুক্র, শনি ও রবি পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। কিন্তু এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন লেখা লেখানোর নির্দেশ দেননি।

রাফিযীদের অজ্ঞতা

রাফিযীরা বলে, হতে পারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই লেখায় হযরত আলী রা. এর নেতৃত্ব ও তাঁর তৎক্ষণাৎ পরেই খিলাফতের কথা লেখা বা লেখাতে চেয়েছিলেন।

উত্তরে আমরা বলব, হযরত আলী রা. এর খিলাফত সংক্রান্ত কোন ইঙ্গিত না এ হাদীসে রয়েছে, না অন্য কোন হাদীসে। অবশ্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তৎক্ষণাৎ পর খিলাফত সম্পর্কে হযরত আবু

বকর সিদ্দীক রা. এর খিলাফত সংক্রান্ত সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। মুসলিম শরীফের দ্বিতীয় খণ্ডে ২৭৩ পৃষ্ঠায় একটি হাদীস রয়েছে– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রা.-কে বললেন, তোমার পিতা আবু বকর ও স্বীয় ভাই (আবদুর রহমান) -কে ডেকে আন। আমি একটি অসিয়তনামা লিখে দেব। আমার আশঙ্কা রয়েছে, কোন আকাঙ্ক্ষী আরজু করবে এবং বলবে আমি সর্বাধিক যোগ্য। অথচ আল্লাহ এবং ঈমানদাররা আবু বকর ছাড়া অন্য কারও (খিলাফতের) উপর সম্মত নয়। তাছাড়া প্রায় এ বিষয়টিই বুখারী শরীফের দ্বিতীয় খণ্ডে ১০৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

এসব হাদীস দ্বারা পরিষ্কার বুঝা গেল, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যদি তাঁর তৎক্ষণাৎ পর খিলাফত কার হবে এ বিষয়টি লেখানোর আকাঙ্ক্ষা থাকত, তবে নবীগণের পর নিশ্চিতভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব সাইয়্যিদিনা আবু বকর সিদ্দীক রা. এর খিলাফত লেখানোই কাম্য ছিল। ইমাম বুখারী র. এর উক্তি দ্বারাও এটাই বুঝা যায়। কারণ, এ হাদীস দ্বারা হযরত সিদ্দীকে আকবার রা. এর খিলাফত লেখানো উদ্দেশ্য ছিল। এজন্য ইমাম বুখারী র. কিতাবুল আহকামে এ হাদীসের উপর যে শিরোনাম কায়েম করেছেন সেটি হল بَابُ الْاِسْتِخْلَافِ। এসব দিকনির্দেশনা সত্ত্বেও যদি রাফিযীদের জিদ ও শত্রুতা থাকে তবে তা শুধু আবদুল্লাহ ইবনে সাবার বিষাক্ত ইনজেকশনের প্রভাব। আল্লাহ্ তা'আলা এ সব পথভ্রষ্টকে হেদায়াত দান করুন।

٤٠٩٠. حَدَّثَنَا يَسَرَةُ بْنُ صَفْوَانَ بْنِ جَمِيلٍ اللَّخْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي شَكْوَاهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ، فَبَكَتْ، ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَضَحِكَتْ، فَسَأَلْنَا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَتْ سَارَّنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ يُقْبَضُ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ فَبَكَيْتُ، ثُمَّ سَارَّنِي فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَوَّلُ أَهْلِهِ يَتْبَعُهُ فَضَحِكْتُ.

৪০৯০/৪৩১. ইয়াসারা ইবনে সাফওয়ান ইবনে জামীল আল লাখমী র. .... হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু -রোগকালে ফাতিমা রা.-কে ডেকে আনলেন এবং চুপে চুপে কিছু বললেন, তখন হযরত ফাতিমা রা. কেঁদে ফেললেন; এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় তাঁকে ডেকে চুপে চুপে কিছু বললেন, তখন তিনি হাসলেন। পরে তাঁর মৃত্যুর পর। (হযরত আয়েশা রা. বলেন,) আমরা এ সম্পর্কে তাঁকে (এ হাসি ও কান্নার) কারণ জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছিলেন যে রোগে আক্রান্ত আছেন এ রোগেই তাঁর ওফাত হবে। এ কথাটিই তিনি গোপনে আমাকে বলেছেন। তখন আমি কাঁদলাম। আবার তিনি আমাকে চুপে চুপে বললেন, তাঁর পরিবার-পরিজনের মধ্যে সর্বপ্রথম আমিই তাঁর সঙ্গে মিলিত হব, ফলে তখন আমি হাসলাম।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল فِي شَكْوَاهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ বাক্যে। হাদীসটি মানাকিবে ৫১২, মাগাযীতে ৬৩৮ পৃষ্ঠায় এসেছে। يَسَرَةُ ঃ ইয়া, সীন ও রায়ের উপর যবর। فِي شَكْوَاهُ ঃ অর্থাৎ, তাঁর রোগে।

উপকারিতা

১. এ প্রসঙ্গে একটি রেওয়ায়াত হযরত মাসরূক থেকে বর্ণিত আছে, যার শুরুতে এতটুকু অতিরিক্ত আছে যে, হযরত আয়েশা রা. বলেছেন, হযরত ফাতিমা রা. এর চলন ছিল রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-এর চলার ন্যায়। যখন হযরত ফাতিমা রা. রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এলেন, তখন তিনি বললেন, স্বাগতম– খোশ আমদেদ আমার কন্যা। অতঃপর তিনি তাঁকে নিজের ডান দিকে অথবা বামদিকে বসিয়ে অন্তরঙ্গভাবে গোপনে কথা বললেন, যার ফলে তিনি কেঁদে দিলেন.....।

হযরত আয়েশা রা. বলেন. আমি ফাতিমা রা.-কে বললাম, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেছেন? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গোপন তথ্য ফাঁস করতে পারব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত হলে আমি তাঁকে আবার জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কানে কানে আমাকে বলেছেন, প্রতি বছর জিবরাঈল আ. আমার নিকট একবার কুরআন শরীফ পেশ করতেন। কিন্তু এ বছর পেশ করেছেন দু'বার। অতএব আমার ধারণা, আমার ওফাতের সময় নিকটবর্তী হয়ে গেছে। বস্তুতঃ আমার পরিবারের মধ্য থেকে তুমি সর্বপ্রথম আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে। এজন্য আমি কেঁদেছি। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি জান্নাতী নারীদের নেত্রী হবে– এতে কি তুমি সন্তুষ্ট নও? এতদশ্রবণে আমি হাসতে লাগলাম। (বুখারী ঃ ৫১২)

এ ব্যাপারে দু'টি রেওয়ায়াত একই রকম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমবার যে গোপনে কথা বলেছিলেন সেটি এই ছিল যে, এ রোগেই তাঁর ওফাত হবে।

অবশ্য দ্বিতীয়বার গোপনে কি কথা হয়েছিল, যার ফলে হযরত ফাতিমা রা. হাসতে লাগলেন– এ ব্যাপারে রেওয়ায়াত বিভিন্ন রকম। উরওয়ার রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতিমা রা-কে বলেছিলেন, আমার পরিবারের মধ্য থেকে তুমিই সর্বপ্রথম আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে। মাসরূকের রেওয়ায়াতে আছে– প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন, ফাতিমা জান্নাতি নারীদের নেত্রী হবে। হতে পারে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি কথাই গোপনে আলোচনা করেছেন। কারণ, মাসরুকের রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত আছে, যা উরওয়ার রেওয়ায়াতে নেই। বস্তুতঃ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের অতিরিক্ত বিবরণ গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে।

২. এ হাদীসে গায়েবের সংবাদ প্রদান করা হয়েছে। কারণ, হযরত ফাতিমা যাহরা রা. সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, সেটি নিশ্চিতভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। সর্বসম্মতিক্রমে নবী পরিবারের মধ্যে সর্বপ্রথম ইনতিকাল হয়েছে হযরত ফাতিমা রা.-এর।

٤٠٩١. حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّهُ لاَيَمُوتُ نَبِىٌّ حَتّٰى يُخَيَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالاٰخِرَةِ، سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُولُ فِى مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ وَاَخَذَتْهُ بُحَّةٌ يَقُولُ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ الاية فَظَنَنْتُ اَنَّهُ خُيِّرَ.

৪০৯১/৪৩২. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার র. ..... হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একথা শুনেছিলাম যে, কোন নবী মারা যান না যতক্ষণ না তাঁকে দুনিয়া বা আখিরাত গ্রহণ করার ইখতিয়ার প্রদান করা হয়। যে রোগে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাত লাভ করেন সে রোগে আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তার আওয়াজ ভারী হওয়া অবস্থায় বলতে শুনেছি, مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ الخ - তাঁদের সাথে যাঁদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা নেয়ামত প্রদান করেছেন– [তাঁরা হলেন, নবী আ.-গণ, সিদ্দীকগণ এবং শহীদগণ।] (৪ ঃ ৭২) তখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, তিনিও ইখ্‌তিয়ার প্রাপ্ত হয়েছেন। (এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরকালের জীবন এখতিয়ার করে নিয়েছেন।)

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল فِى مَرَضِهِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ বাক্যে। হাদীসটি মাগাযীতে ৬৩৮, তাফসীরে ৬৬০ পৃষ্ঠায় এসেছে। بُحَّةٌ ঃ বায়ের উপর পেশ, হায়ের উপর তাশদীদ। শক্ত হওয়া, ভারী হওয়া।

ওয়াকিদী থেকে বর্ণিত আছে- দুগ্ধ পানের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কথাটি বলেছিলেন, সেটি হল আল্লাহু আকবার, আর সর্বশেষ কথাটি ছিল- الرَّفِيْقَ الاَعْلٰى যেমন পরবর্তী হাদীসে আসছে।

٤٠٩٢. حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنهما قَالَتْ لَمَّا مَرِضَ النَّبِىُّ ﷺ الْمَرَضَ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ جَعَلَ يَقُوْلُ : فِى الرَّفِيْقِ الاَعْلٰى -

৪০৯২/৪৩৩. মুসলিম র. ...... হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু-রোগে আক্রান্ত হন, তখন তিনি বলছিলেন, "ফির রফীকিল আলা।"- মহান ঊর্ধ্বলোকের বন্ধুর সাথে (আমি মিলিত হতে চাই।) অর্থাৎ, আম্বিয়ায়ে কিরাম ও সম্মানিত ফেরেশতাগণের দলে যেতে চাই, যাঁরা উর্দ্ধলোকে থাকেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল এ হিসেবে যে, এটিও আরেক সনদে হযরত আয়েশা রা. এর উপরোক্ত হাদীস।

٤٠٩٣. حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ صَحِيْحٌ يَقُوْلُ اِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِىٌّ قَطُّ حَتّٰى يَرٰى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُحَيَّا اَوْ يُخَيَّرَ، فَلَمَّا اشْتَكٰى وَحَضَرَهُ الْقَبْضُ، وَرَأْسُهُ عَلٰى فَخِذِ عَائِشَةَ غُشِىَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا اَفَاقَ شَخَصَ بَصَرُهُ نَحْوَ سَقْفِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ : اَللّٰهُمَّ فِى الرَّفِيْقِ الاَعْلٰى، فَقُلْتُ اِذًا لَا يُجَاوِرُنَا، فَعَرَفْتُ اَنَّهُ حَدِيْثُهُ الَّذِىْ كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهُوَ صَحِيْحٌ -

৪০৯৩/৪৩৪. আবুল ইয়ামান র. ..... হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্থাবস্থায় বলতেন, কোন নবী আ.-এর প্রাণ কখনো কবজ করা হয় না, যতক্ষণ না তাঁর স্থান জান্নাতে দেখে নেন। তারপর তাঁকে জীবিত রাখা হয় অথবা দুনিয়া ও আখেরাতের মাঝে ইখতিয়ার দেয়া হয়। (রাবীর সন্দেহ, শব্দটি কি يُحَيَّا না يُخَيَّرُ তবে উভয়ের উদ্দেশ্য এক। এরপর যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং তাঁর মাথা হযরত আয়েশা রা.-এর উরুতে রাখাবস্থায় তাঁর জান কবজের সময় উপস্থিত হল তখন তিনি চৈতন্যহীন হয়ে পড়লেন। এরপর যখন তিনি চেতনা ফিরে পেলেন তখন তিনি ঘরের ছাদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন, হে আল্লাহ্! মহান ঊর্ধ্বজগতের বন্ধুর সাথে (আমাকে মিলিত করুন)। অনন্তর আমি বললাম, তিনি আর আমাদের মাঝে থাকছেন না। এরপর আমি উপলব্ধি করলাম যে, এ ঐ কথাই যা তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করতেন। আর তাই ঠিক। (অর্থাৎ, নবীগণকে জীবন মরণের এখতিয়ার দেয়া হয়। এজন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কেও এখতিয়ার দেয়া হয়েছে।)

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল فَلَمَّا اشْتَكٰى وَحَضَرَهُ الْقَبْضُ বাক্যে। يُحَيَّا প্রথম ইয়ার উপর পেশ, দ্বিতীয়টির উপর যবর ও তাশদীদ, উভয়টির মাঝে যবরযুক্ত হা। অর্থাৎ, বিষয়টি তাঁর উপর অর্পণ করা হয়।

নোট ঃ এই এখতিয়ার আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। অন্যথায় মূলতঃ হয় তাই, যা আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম হয়।

٤٠٩٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رض دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى بَكْرٍ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَاَنَا مُسْنِدَتُهُ اِلَى صَدْرِى وَمَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سِوَاكٌ رَطْبٌ يَسْتَنُّ بِهِ فَاَبَدَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ بَصَرَهُ، فَاَخَذْتُ السِّوَاكَ فَقَضَمْتُهُ وَطَيَّبْتُهُ ثُمَّ دَفَعْتُهُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاسْتَنَّ بِهِ فَمَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَنَّ اِسْتِنَانًا قَطُّ اَحْسَنَ مِنْهُ، فَمَا عَدَا اَنْ فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَفَعَ يَدَهُ اَوْ اِصْبَعَهُ ثُمَّ قَالَ فِى الرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى ثَلَاثًا ثُمَّ قَضٰى، وَكَانَتْ تَقُوْلُ مَاتَ بَيْنَ حَاقِنَتِىْ وَذَاقِنَتِىْ .

৪০৯৪/৪৩৫. মুহাম্মাদ র. .... হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত যে, আমার ভাই আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর রা. প্রিয়নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ভেতরে এলেন। তখন আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে (ওফাত রোগে) আমার বুকে হেলান দেয়া অবস্থায় রেখেছিলাম এবং আবদুর রহমানের (হাতে) তাজা মিসওয়াকের ডাল ছিল যা দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করছিল। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিসওয়াকের দিকে অনেকক্ষণ তাকালেন। আমি মিসওয়াকটি নিলাম এবং তা পরিষ্কার করে চিবিয়ে নরম করলাম। তারপর তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দিলাম। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দিয়ে অত্যন্ত সুন্দরভাবে দাঁত মর্দন করলেন। আমি তাঁকে এর আগে এত সুন্দরভাবে মিসওয়াক করতে আর কখনও দেখিনি। এ থেকে অবসর হয়ে (তৎক্ষণাৎ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উভয় হাত অথবা আঙ্গুল উপরে উঠিয়ে তিনবার বললেন, ঊর্ধ্বলোকের মহান বন্ধুর সাথে (আমাকে মিলিত করুন।) তারপর তিনি ওফাত লাভ করলেন। হযরত আয়েশা রা. বলতেন, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বুক ও থুতনির মধ্যস্থলে থাকাবস্থায় ওফাত লাভ করেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল ثُمَّ قَضٰى وَكَانَتْ تَقُوْلُ مَاتَ الخ বাক্যে। হাদীসটি ৬৩৮ পৃষ্ঠায় এসেছে।

তিনি হলেন, ইবনে ইয়াহইয়া। আল্লামা আইনী র. বলেন-

رَوٰى عَنْهُ الْبُخَارِىُّ فِىْ غَيْرِ مَوْضِعٍ فِىْ قَرِيْبٍ مِنْ ثَلَاثِيْنَ مَوْضِعًا وَلَمْ يَقُلْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِىُّ مُصَرِّحًا وَيَقُوْلُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَلَايَزِيْدُ عَلَيْهِ وَيَقُوْلُ مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فَيَنْسُبُوْهُ اِلَى جَدِّهِ وَيَقُوْلُ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ فَنَسَبَهُ اِلَى جَدِّ اَبِيْهِ وَالسَّبَبُ فِىْ ذَالِكَ اَنَّ الْبُخَارِىَّ لَمَّا دَخَلَ نِيْشَاپُوْر وَشَغَبَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِىُّ فِىْ مَسْئَلَةِ خَلْقِ اللَّفْظِ وَكَانَ قَدْ سَمِعَ مِنْهُ فَلَمْ يَتْرُكِ الرِّوَايَةَ عَنْهُ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِاِسْمِهِ مَاتَ بَعْدَ الْبُخَارِىِّ سَنَةَ سَبْعٍ وَخَمْسِيْنَ وَمِائَتَيْنِ .

(উমদা ঃ ১৮/৬৫)

হযরত আয়েশা রা. নেয়ামতের শুকরিয়া প্রকাশার্থে বলতেন যে, আল্লাহ তা'আলা সর্বশেষ সময় আমার মুখের লালা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুখের লালার সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাত আমার হুজরায়, আমার পালার দিন, আমার বুক এবং হাঁসুলির মাঝে হয়েছে।

একটি প্রশ্নের অপনোদন

এ হাদীসটি সে হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, যাতে বর্ণিত আছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাথা মুবারক হযরত আয়েশা রা. এর উরুর উপর ছিল। কারণ, হযরত আয়েশা রা. স্বীয় উরু উঠিয়ে স্বীয় বুকের সাথে লাগিয়েছিলেন। এ হাদীস দ্বারা সে বর্ণনা অবশ্যই খণ্ডিত হয় যেটি হাকিম ও ইবনে সা'দ র. বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, ওফাতকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মস্তক মুবারক ছিল হযরত আলী রা. এর কোলে। হাফিজ আসকালানী র. বলেন, এসব রেওয়ায়াতের কোন সূত্র রাফিযী শূন্য নয়। (ফাতহুল বারী)

٤٠٩٥. حَدَّثَنِى حِبَّانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عُرْوَةُ اَنَّ عَائِشَةَ رضى الله عنها اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اشْتَكٰى نَفَثَ عَلٰى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ، فَلَمَّا اشْتَكٰى وَجَعَهُ الَّذِى تُوُفِّىَ فِيهِ طَفِقْتُ اَنْفِثُ عَلٰى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ الَّتِى كَانَ يَنْفِثُ، وَاَمْسَحُ بِيَدِ النَّبِىِّ ﷺ عَنْهُ ـ

৪০৯৫/৪৩৬. হিব্বান র. .... হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়তেন তখন তিনি আশ্রয় প্রার্থনার সূরাসমূহ (ইখলাস, ফালাক ও নাস) পাঠ করে নিজ দেহে ফুঁক দিতেন এবং স্বীয় হাত দ্বারা শরীর মুছতেন। (অর্থাৎ, স্বীয় হস্তদ্বয়ের উপর দম করতেন এবং সে হস্তদ্বয় দেহের উপর ঘুরিয়ে মুছতেন।) এরপর যখন তিনি ওফাত-রোগে আক্রান্ত হলেন, তখন আমি আশ্রয় প্রার্থনার সূরাসমূহ দ্বারা তাঁর শরীরে দম করতাম, যা দিয়ে তিনি দম করতেন এবং আমি তাঁর হাত দ্বারা তাঁর শরীর মুছে দিতাম। (এই আশায় যে, হস্ত মুবারকের বরকতে হয়ত সুস্থ হয়ে যাবেন।)

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল فَلَمَّا اشْتَكٰى وَجَعَهُ الَّذِى تُوُفِّىَ فِيهِ বাক্যে। হাদীসটি ইমাম বুখারী ৭৫, ৮৫৫ এবং মাগাযীতে ৬৩৯ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন।

مُعَوِّذَاتٌ ঃ ওয়াও এর নিচে যের তাশদীদসহ। مُعَوِّذَات দ্বারা উদ্দেশ্য– সূরা ফালাক, সূরা নাস। কারণ, বহুবচনের ন্যূনতম পরিমাণ হল ২। অথবা সূরা ফালাক, সূরা নাস ও সূরা ইখলাস প্রবলতার ভিত্তিতে। এটাই নির্ভরযোগ্য উক্তি। (বুখারীর টীকা ঃ ২/৭৫০)

এ কারণে বুখারীর ৭৫০ পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে– جَمَعَ كَفَّيْهِ ثم نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَقُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ তাছাড়া, ৮৫৫ পৃষ্ঠার হাদীসেও সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে– نَفَثَ فِى كَفَّيْهِ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ الخ وَبِالْمُعَوِّذَتَيْنِ جَمِيعًا ثم يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وما بَلَغَتْ يَدَاهُ مِنْ جَسَدِهِ الخ

٤٠٩٦. حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ رضى الله عنها اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِىَّ ﷺ وَاَصْغَتْ اِلَيْهِ قَبْلَ اَنْ يَمُوتَ، وَهُوَ مُسْنِدٌ اِلٰى ظَهْرِهِ يَقُولُ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى وَارْحَمْنِى وَاَلْحِقْنِى بِالرَّفِيقِ ـ

৪০৯৬/৪৩৭ মুআল্লা ইবনে আসাদ র. ..... হররত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পূর্বে যখন তাঁর পিঠ আমার উপর হেলান দেয়া অবস্থায় ছিল, তখন আমি কান লাগিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, হে আল্লাহ্! আমাকে মাফ করুন, রহম করুন এবং (উর্ধ্বজগতের) মহান বন্ধুর সাথে আমাকে মিলিত করুন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল قَبْلَ اَنْ يَمُوتَ শব্দ থেকে গৃহীত হতে পারে।

٤٠٩٧. حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حدثنا اَبُو عَوَانَةَ عَن هِلَالٍ الْوَزَّانِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةُ رضى الله عنها قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِى مَرَضِهِ الَّذِى لَمْ يَقُمْ مِنْهُ : لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، اِتَّخَذُوا قُبُورَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها لَوْلَا ذَاكَ لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ، خَشِىَ اَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا ـ

৪০৯৭/৪৩৮. সাল্ত ইবনে মুহাম্মদ র. .... হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে রোগ থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর সুস্থ হয়ে উঠেননি, সে ওফাত রোগাবস্থায় তিনি বলেন, ইয়াহুদীদের প্রতি আল্লাহ্ অভিশম্পাত করুন। তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছে। হযরত আয়েশা রা. বললেন, এরূপ আশংকা (প্রথা) যদি না থাকত তবে তাঁর কবরকেও খোলা রাখা হত। কারণ, তাঁর কবরকেও মসজিদ (সিজদার স্থান) বানানোর আশংকা ছিল।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল فِى مَرَضِهِ الَّذِى لَمْ يَقُمْ مِنْهُ বাক্যে। হাদীসটি জানাইযে ১৭৭, মাগাযীতে ৬৩৯ পৃষ্ঠায় এসেছে।

٤٠٩٨. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حدثنى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ اَنَّ عَائِشَةَ رضى الله عنها زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رسولُ اللّٰهِ ﷺ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اِسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ اَنْ يُمَرَّضَ فِى بَيْتِى، فَأَذِنَّ لَهُ، فَخَرَجَ وَهُوَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ ـ تَخُطُّ رِجْلَاهُ فِى الْاَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَبَيْنَ رَجُلٍ اٰخَرَ ـ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَاَخْبَرْتُ عَبْدَ اللهِ بِالَّذِى قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقَالَ لِى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ هَلْ تَدْرِى مَنِ الرَّجُلُ الْاٰخَرُ الَّذِى لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ؟ قَالَ قُلْتُ لَا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ عَلِيٌّ، فَكَانَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِىِّ ﷺ تُحَدِّثُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا دَخَلَ بَيْتِى وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ قَالَ هَرِيقُوا عَلَىَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ اَوْكِيَتُهُنَّ، لَعَلِّى اَعْهَدُ اِلَى النَّاسِ فَاَجْلَسْنَاهُ فِى مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْقِرَبِ حَتّٰى طَفِقَ يُشِيرُ اِلَيْنَا بِيَدِهِ اَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ، قَالَتْ : ثُمَّ خَرَجَ اِلَى النَّاسِ فَصَلّٰى لَهُمْ وَخَطَبَهُمْ * وَاَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضى الله عنهم قَالَا لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ

خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ وَهُوَ كَذَالِكَ يَقُولُ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اِتَّخَذُوا قُبُورَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا * اَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ اَنَّ عَائِشَةَ رض قَالَتْ لَقَدْ رَاجَعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فِي ذٰلِكَ وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ اِلَّا اَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي قَلْبِي اَنْ يُحِبَّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلًا قَامَ مَقَامَهُ اَبَدًا وَاِلَّا كُنْتُ اَرَى اَنَّهُ لَنْ يَقُومَ اَحَدٌ مَقَامَهُ اِلَّا تَشَائَمَ النَّاسُ بِهِ، فَاَرَدْتُ اَنْ يَعْدِلَ ذٰلِكَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَبِي بَكْرٍ ـ قَالَ اَبُو عَبْدِ اللّٰهِ رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَاَبُو مُوسَى وَابْنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنهم عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ـ

৪০৯৮/৪৩৯. সাঈদ ইবনে উফাইর র. .... নবী সহধর্মিণী হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রোগ প্রবল হল ও ব্যথা তীব্র আকার ধারণ করল, তখন তিনি আমার ঘরে সেবা-শুশ্রূষা করার ব্যাপারে তাঁর স্ত্রীগণের নিকট অনুমতি চাইলেন। তখন তাঁরা তাঁকে অনুমতি দিলেন। তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হযরত মায়মূনা রা. এর ঘর থেকে) বের হয়ে দু' ব্যক্তি তথা হযরত ইবনে আব্বাস রা. ও অপর একজন সাহাবীর সাহায্যে জমিনের উপর পা হেঁচড়ে চলতে লাগলেন। হাদীসের রাবী উবাইদুল্লাহ্ র. বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-কে হযরত আয়েশার এই হাদীস (হযরত আয়েশা রা.-এর কথিত ব্যক্তি সম্পর্কে) অবহিত করলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি যার নাম আয়েশা রা. উল্লেখ করেননি তার নাম জান? আমি বললাম, না। ইবনে আব্বাস রা. বললেন, তিনি হলেন আলী রা.। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী আয়েশা রা. বর্ণনা করতেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর রোগ বেড়ে গেল, তখন তিনি বললেন, তোমরা এমন সাত মশক যার বন্ধ মুখ এখনও খোলা হয়নি, তা থেকে আমার শরীরে পানি ঢেলে দাও। যেন আমি (সুস্থ হয়ে) লোকদের উপদেশ দিতে পারি। এরপর আমরা তাঁকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী হাফসা রা.-এর একটি বড় গামলায় বসালাম। তারপর আমরা উক্ত মশক হতে তাঁর উপর ততক্ষণ পর্যন্ত পানি ঢালা অব্যাহত রাখলাম যতক্ষণ না তিনি তাঁর হাত দ্বারা আমাদের ইশারা করে জানালেন যে, তোমরা তোমাদের কাজ সম্পন্ন করেছ। আয়েশা রা. বলেন, তারপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের কাছে গিয়ে তাদের সাথে জামা'আতে নামায আদায় করলেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন। যুহরী র. বলেন, উবাইদুল্লাহ্ ইবনে উতবা র. আমাকে জানালেন যে, আয়েশা ও আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা. উভয়ে বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগ-ব্যাধি আপতিত হত, তখন তিনি তাঁর কালো চাদর দিয়ে নিজ মুখমণ্ডল ঢেকে রাখতেন। আবার যখন জ্বরের উষ্ণতায় অস্থির হতেন তখন মুখণ্ডল থেকে চাদর সরিয়ে ফেলতেন। রাবী বলেন, এরূপ অবস্থায়ও তিনি বলতেন, ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের প্রতি আল্লাহ্র লানত, তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। তাঁর উম্মতকে তাদের মত করা থেকে সতর্ক করতেন। যুহরী বলেন, আমাকে উবাইদুল্লাহ্ র. বলেছেন যে, আয়েশা রা. বলেন, আমি আবু বকর রা.-এর খিলাফত ও ইমামতির ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে রোগগ্রস্ত অবস্থায় বারবার জিজ্ঞেস করেছি। আর আমার তাঁর কাছে বারবার জিজ্ঞেস করার কারণ ছিল এই, আমার অন্তরে একথা আসেনি যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে তাঁর স্থলে কেউ দাঁড়ালে লোকেরা তাকে পছন্দ করবে। বরং আমি মনে করতাম যে, কেউ তাঁর স্থলে দাঁড়ালে লোকেরা তাঁর প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ

করবে, তাই আমি ইচ্ছা করলাম যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ নেতৃত্বের দায়িত্ব আবু বকর রা-এর পরিবর্তে অন্য কাউকে প্রদান করুন। আবু আবদুল্লাহ্ বুখারী র. বলেন, এ হাদীস ইবনে উমর, আবু মুসা ও ইবনে আব্বাস রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল وَاشْتَدَّ بِهِ وَجْعُهُ বাক্যে। হাদীসটি তাহারাতে ৩২, হেবাতে ৩৫২, জিহাদে ৪৩৭, মাগাযীতে ৬৩৯ পৃষ্ঠায় এসেছে।

উপকারিতা

মুসলিম শরীফের এক রেওয়ায়াতে আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফযল ইবনে আব্বাস ও উসামা রা. এর মাঝে থেকে বের হন।

আর এক রেওয়ায়াতে আছে, ফযল এবং সাওবান রা. এর মাঝে বের হন।

উলামায়ে কিরাম রেওয়ায়াতগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য বলেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগের দিনগুলোতে কয়েকবার বের হয়েছিলেন এবং কয়েকজনের সাহায্য নিয়েছেন।

সাত মশক পানির যে কথা বলা হয়েছে এর হিকমত হল– এ সংখ্যার একটি বৈশিষ্ট্য আছে– সেটি হল বিষ ও যাদু উৎখাত করা। এ কারণে কুকুরে মুখ দিলে সাতবার ধৌত করার কারণও বিষ দূরীকরণ, নাপাক দূরীকরণ নয়। কারণ, তিনবার ধুইলে পাত্র পবিত্র হয়ে যায়। অতএব বুঝা গেল, কুকুরের লালায় বিষ আছে যা দূর করার জন্য সাতবার ধৌত করার নির্দেশ রয়েছে।

তাছাড়া, হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি সকালে সাতটি আজওয়া খেজুর খায়, তার মধ্যে সেদিন না যাদু ক্রিয়া করবে, না বিষ। তাছাড়া নাসাঈ শরীফে রোগীর উপর সাতবার সূরা ফাতিহা পড়ে দম করার বিবরণ রয়েছে।

٤٠٩٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ وَاِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِىْ وَذَاقِنَتِىْ فَلَا اَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِاَحَدٍ اَبَدًا بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ .

৪০৯৯/৪৪০. আবদুল্লাহ্ ইবনে ইউসুফ র. ..... হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন অবস্থায় ওফাত লাভ করেন যে, আমার বুক ও থুতনির মধ্যস্থলে (মাথা রেখে) তিনি হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (ভীষণ) মৃত্যু-যন্ত্রণার পর আমি আর কারো জন্য মৃত্যু-যন্ত্রণাকে খারাপও অমঙ্গল বলে মনে করি না।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ বাক্যে। হাদীসটি মাগাযীতে ৬৩৯ পৃষ্ঠায় এসেছে।

٤١٠٠. حَدَّثَنِى اِسْحَاقُ قَالَ اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اَبِى حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْاَنْصَارِىُّ وَكَانَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ اَحَدَ الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ تِيبَ عَلَيْهِمْ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ رض اَخْبَرَهُ اَنَّ عَلِىَّ بْنَ اَبِى طَالِبٍ رضى الله عنه خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِى وَجْعِهِ الَّذِى تُوُفِّىَ فِيْهِ فَقَالَ النَّاسُ يَا اَبَا حَسَنٍ! كَيْفَ اَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ اَصْبَحَ بِحَمْدِ اللّٰهِ بَارِئًا، فَاَخَذَهُ بِيَدِهِ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ لَهُ اَنْتَ

وَاللّٰهِ بَعْدَ ثَلاَثٍ عَبْدُ الْعَصَا، وَاِنِّيْ وَاللّٰهِ لَاُرٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَوْفَ يُتَوَفّٰى مِنْ وَجَعِهِ هٰذَا، اِنِّيْ لَاَعْرِفُ وُجُوْهَ بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْمَوْتِ، اِذْهَبْ بِنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلْنَسْأَلْهُ فِيْمَنْ هٰذَا الْاَمْرُ، اِنْ كَانَ فِيْنَا عَلِمْنَا ذٰلِكَ، وَاِنْ كَانَ فِيْ غَيْرِنَا عَلِمْنَاهُ، فَاَوْصٰى بِنَا، فَقَالَ عَلِيٌّ اَنَا وَاللّٰهِ لَئِنْ سَاَلْنَاهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَمَنَعَنَاهَا لَايُعْطِيْنَاهَا النَّاسُ بَعْدَهُ، وَاِنِّيْ وَاللّٰهِ لاَ اَسْاَلُهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ .

৪১০০/৪৪১ ইসহাক র. .... আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব ইবনে মালিক আনসারী থেকে বর্ণিত। তার পিতা কা'ব ইবনে মালিক রা. সে তিন সাহাবীর একজন, যাঁদের তওবা কবূল হয়েছিল (অর্থাৎ, তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে) আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা. তাঁকে বর্ণনা করেছেন যে, আলী ইবনে আবু তালিব রা. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে বের হয়ে আসেন যখন তিনি মৃত্যুরোগে আক্রান্ত ছিলেন। তখন সাহাবীগণ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবুল হাসান! (হযরত আলী রা.-এর উপনাম) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজ কেমন আছেন? তিনি বললেন, আল-হামদুলিল্লাহ্, আজকে তিনি কিছুটা সুস্থ। তখন আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রা. তাঁর হাত ধরে তাঁকে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, তুমি তিন দিন পরে যষ্টির দাস হবে। (অন্যের দ্বারা শানিত ও পরিচালিত হবে।) আল্লাহ্‌র শপথ, আমি মনে করি (এরূপ নিদর্শন পরিলক্ষিত হচ্ছে) যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই রোগে অচিরেই ওফাত লাভ করবেন। কারণ, আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশের (অনেকের মৃত্যুকালীন) চেহারার অবস্থা লক্ষ্য করেছি। চল যাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করি যে, এ (খিলাফতের) দায়িত্ব কার উপর ন্যস্ত থাকবে। (খলীফা কে হবে?) যদি আমাদের বনু হাশিমের মধ্যে থাকে তবে তা আমরা জানব। আর যদি আমাদের ছাড়া অন্যদের উপর ন্যস্ত থাকে, তাহলে তাও আমরা জানতে পারব এবং তিনি এ ব্যাপারে আমাদের (হবু খলীফাকে) তখন ওসী করে যাবেন। তখন আলী রা. বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, যদি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আমরা জিজ্ঞেস করি, আর তিনি আমাদের নিষেধ করে দেন, তবে তারপরে লোকেরা আর আমাদের তা প্রদান করবে না। আল্লাহ্‌র কসম, এজন্য আমি কখনই এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করব না।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল فِيْ وَجَعِهِ الَّذِيْ تُوُفِّيَ فِيْهِ বাক্যে। হাদীসটি ৬৩৯ এবং ইসতিযানে ৯২৭ পৃষ্ঠায় এসেছে।

অন্তর্দৃষ্টি শক্তি

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, হযরত আব্বাস রা. এর অভিজ্ঞতা ছিল অনেক। তাঁর বিচক্ষণতা শক্তির নিদর্শনাদি দ্বারা তিনি বলেছেন, আমার তো মনে হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থাকবেন না। ওফাতের সময় আমি আবদুল মুত্তালিব পরিবারের চেহারা চিনি।

তাছাড়া এ হাদীস দ্বারা সায়্যিদিনা হযরত আলী ইবনে আবু তালিব রা. এরও অন্তর্দৃষ্টি বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার আন্দাজ ভালরূপে হয়ে যায় যে, হযরত আলী রা.-এর মনে সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারে ধারণা ছিল যে, নবীগণের পর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির বর্তমানে যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার খিলাফত অস্বীকার করেন তাহলে লোকজন একটি প্রমাণ পেয়ে যাবে। অতঃপর কখনও তারা আমার খিলাফতের ব্যাপারে সম্মত হবেন না। কিন্তু যদি এ ব্যাপারে নীরবতা থেকে যায় তাহলে হতে পারে লোকজন আমাদের আত্মীয়তা ও মর্যাদার কথা চিন্তা করে খলীফা রূপে মেনে নিবে। আলহামদু-লিল্লাহ! তেমনই হয়েছে। তিনি চতুর্থ খলীফায়ে রাশিদ।

٤١٠١. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضى الله عنه أَنَّ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَاهُمْ فِى صَلاَةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ وَأَبُوبَكْرٍ يُصَلِّى لَهُمْ لَمْ يَفْجَأْهُمْ إِلاَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ فِى صُفُوفِ الصَّلاَةِ، ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ، فَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ، وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلاَةِ فَقَالَ أَنَسٌ وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَفْتَتِنُوا فِى صَلاَتِهِمْ فَرَحًا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَتِمُّوا صَلاَتَكُمْ ثُمَّ دَخَلَ الْحُجْرَةَ وَأَرْخَى السِّتْرَ .

৪১০১/৪৪২. সাঈদ ইবনে উফাইর র. ...... হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, সোমবারে সাহাবীগণ ফজরের নামাযে রত ছিলেন। আর আবু বকর রা. তাদের নামাযের জামা'আতের ইমামতি করছিলেন। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রা.-এর কক্ষের পর্দা উঠিয়ে তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। সাহাবীগণ কাতারবন্দী অবস্থায় নামায আদায় করছিলেন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসি দিলেন। আবু বকর রা. (পিছে হেঁটে যাতে কিবলা দিক থেকে না ফিরতে হয়) মুক্তাদির সারিতে নামায আদায়ের জন্য পিছিয়ে আসতে মনস্থ করলেন। তিনি ধারণা করেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে নামায আদায়ের জন্য বেরিয়ে আসার ইচ্ছা করছেন। আনাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের আনন্দে সাহাবীগণ তাদের নামাযের ব্যাপারে পরীক্ষার মধ্যে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। (নামায ভঙ্গের উপক্রম হয়েছিল।) কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে ইশারায় তাদের নামায পুরা করতে বললেন। তারপর তিনি কক্ষে প্রবেশ করলেন ও পর্দা টেনে দিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল فَتُوُفِّىَ مِنْ يَوْمِهِ বাক্যে। অর্থাৎ, হযরত আনাস রা. এর রেওয়ায়াতটি ইমাম বুখারী র. কিতাবুস সালাতেও এনেছেন, যাতে অতিরিক্ত আরেকটু রয়েছে- وَأَرْخَى السِّتْرَ فَتُوُفِّىَ مِنْ يَوْمِهِ ﷺ

হাদীসটি সালাতে ৯৩-৯৪, মাগাযীতে ৬৪০ পৃষ্ঠায় এসেছে।

উপকারিতা

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, এই শেষ দিন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ান নি। এ দিনই তিনি নশ্বর জগত ছেড়ে স্থায়ী জগতে পাড়ি জমান।

٤١٠٢. حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِى ابْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ أَنَّ أَبَا عَمْرٍو ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ رض أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ رض كَانَتْ تَقُولُ إِنَّ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَىَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تُوُفِّىَ فِى بَيْتِى وَفِى يَوْمِى وَبَيْنَ سَحْرِى وَنَحْرِى، وَأَنَّ اللَّهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيقِى وَرِيقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، دَخَلَ عَلَىَّ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ، وَبِيَدِهِ السِّوَاكُ، وَأَنَا مُسْنِدَةٌ

رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ، فَقُلْتُ آخُذُهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ، فَتَنَاوَلْتُهُ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ وَقُلْتُ أُلَيِّنُهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ، فَلَيَّنْتُهُ، فَأَمَرَّهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ أَوْ عُلْبَةٌ، يَشُكُّ عُمَرُ فِيهَا مَاءٌ، فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْمَاءِ فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ، يَقُولُ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ، ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ : فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلٰى حَتّٰى قُبِضَ وَمَالَتْ يَدُهُ ـ

৪১০২/৪৪৩. মুহাম্মদ ইবনে উবাইদা রা. ..... হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি প্রায়ই বলতেন, আমার প্রতি আল্লাহ্‌র বিশেষ নেয়ামত যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে, আমার পালার দিনে এবং আমার হলকুম ও সিনার মধ্যস্থলে থাকাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ওফাতের সময় আমার মুখের থুথু তাঁর থুথুর সাথে মিশ্রিত করে দেন। এর বিবরণ কিছুটা নিম্নরূপ ঃ এ সময় (আমার ভাই) আবদুর রহমান রা. আমার নিকট প্রবেশ করে এবং তার হাতে মিসওয়াক ছিল। আর আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে (আমার বুকে) হেলান লাগান অবস্থায় রেখেছিলাম আমি লক্ষ্য করলাম, তিনি আবদুর রহমানের দিকে তাকাচ্ছেন। আমি অনুভব করতে পারলাম যে, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিসওয়াক চাচ্ছেন। আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি আপনার জন্য মিসওয়াক আনব? তিনি তখন মাথার ইশারায় জানালেন, হ্যাঁ, আন। তখন আমি মিসওয়াক আনলাম। কিন্তু (মিসওয়াক শক্ত ছিল,) তাই তিনি তা চিবাতে সক্ষম হলেন না, তাই আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি এটি আপনার জন্য নরম করে দিব? তখন তিনি মাথার ইশারায় হ্যাঁ বললেন। তখন আমি মিসওয়াকটি চিবিয়ে নরম করে দিলাম। এরপর তিনি মিসওয়াক করলেন। তাঁর সম্মুখে চামড়ার বা কাঠের পেয়ালা ছিল (রাবী উমরের সন্দেহ) তাতে পানি ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারবার স্বীয় হস্তদ্বয় উক্ত পানির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে তার দ্বারা তাঁর চেহারা মসেহ (ঠাণ্ডা) করালেন। এবং বলছিলেন لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ - আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, সত্যিই মৃত্যুযন্ত্রণা কঠিন। তারপর উভয় হাত উপর দিকে উত্তোলন করে বলছিলেন, فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلٰى আমি ঊর্ধ্বলোকের মহান বন্ধুর সাথে মিলিত হতে চাই। এ অবস্থায় তাঁর ওফাত হল, আর হাত নুয়ে পড়ল।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল حَتّٰى قُبِضَ বাক্যে। হাদীসটি ৬৩৮ ও ৬৪০ পৃষ্ঠায় এসেছে।

٤١٠٣. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يَقُولُ أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتّٰى مَاتَ عِنْدَهَا، قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَاتَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَيَّ فِيهِ فِي بَيْتِي، فَقَبَضَهُ اللّٰهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِي وَسَحْرِي، وَخَالَطَ رِيقُهُ رِيقِي، ثُمَّ قَالَتْ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ

أَبِى بَكْرٍ، وَمَعَهُ سِوَاكٌ يَسْتَنُّ بِهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ، فَقُلْتُ لَهُ أَعْطِنِى هٰذَا السِّوَاكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ! فَأَعْطَانِيهِ فَقَضَمْتُهُ، ثُمَّ مَضَغْتُهُ فَأَعْطَيْتُهُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَنَّ بِهِ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلٰى صَدْرِى ـ

৪১০৩/৪৪৪. ইসমাঈল ..... হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, যে রোগে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাত লাভ করেন সে অবস্থায় তিনি জিজ্ঞেস করতেন, আমি আগামীকাল কার ঘরে থাকব? আগামী কাল কার ঘরে অবস্থান করব? এর দ্বারা তিনি আয়েশা রা.-এর ঘরে থাকার পালার প্রতি ইচ্ছা প্রকাশ করতেন। অন্য সহধর্মিণীগণ নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যার ঘরে ইচ্ছা সেখানে অবস্থান করার অনুমতি দিলেন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রা.-এর ঘরে অবস্থান করতে থাকেন। এমনকি তাঁর ঘরেই তিনি ওফাত লাভ করেন। হযরত আয়েশা রা. বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য নির্ধারিত পালার দিন আমার ঘরে ওফাত লাভ করেন এবং আল্লাহ্ তাঁর রূহ কবজ করেন এ অবস্থায় যে, তাঁর মাথা আমার হলকুম ও সীনার মধ্যস্থলে ছিল। এবং আমার থুথুর সাথে তাঁর থুথু মিশ্রিত হয়ে যায়। তারপর তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর রা.-এর হাতে একটি মিসওয়াক ছিল, যা দিয়ে সে তার দাঁত মাজছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকালেন। আমি তখন তাকে বললাম, হে আবদুর রহমান এই মিসওয়াকটি আমাকে দাও; তখন সে তা আমাকে দিয়ে দিল। আমি সেটি কেটে চিবিয়ে (নরম করে) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দিলাম। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা) মিসওয়াকটি দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করলেন, আর তিনি তখন আমার বুকে হেলান লাগান অবস্থায় ছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল فِى مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ বাক্যে। فَأَذِنَّ নূন তাশদীদ বিহীন। আরেক কপিতে তাশদীদ সহ । الْجَمْعُ الْمُؤَنَّثُ এর সীগা। أَزْوَاجُهُ এর ফায়েল। خَالَطَ رِيقُهُ رِيقِى ঃ অর্থাৎ, মিসওয়াকের কারণে।

٤١٠٤. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ تُوُفِّىَ النَّبِىُّ ﷺ فِى بَيْتِى وَفِى يَوْمِى، وَبَيْنَ سَحْرِى وَنَحْرِى وَكَانَ أَحَدُنَا يُعَوِّذُهُ بِدُعَاءٍ إِذَا مَرِضَ، فَذَهَبْتُ أُعَوِّذُهُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، وَقَالَ فِى الرَّفِيقِ الْأَعْلٰى فِى الرَّفِيقِ الْأَعْلٰى، وَمَرَّ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِى بَكْرٍ، وَفِى يَدِهِ جَرِيدَةٌ رَطْبَةٌ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ بِهَا حَاجَةً، فَأَخَذْتُهَا فَمَضَغْتُ رَأْسَهَا وَنَفَضْتُهَا إِلَيْهِ قَدْ فَعَتُهَا إِلَيْهِ فَاسْتَنَّ بِهَا كَأَحْسَنِ مَا كَانَ مُسْتَنًّا، ثُمَّ نَاوَلَنِيهَا فَسَقَطَتْ يَدُهُ أَوْ سَقَطَتْ مِنْ يَدِهِ، فَجَمَعَ اللّٰهُ بَيْنَ رِيقِى وَرِيقِهِ فِى آخِرِ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الْآخِرَةِ ـ

৪১০৪/৪৪৫. সুলায়মান ইবনে হারব র. .... আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে আমার পালার দিনে এবং আমার হলকুম ও সীনার মধ্যস্থলে থাকা অবস্থায় ওফাত লাভ করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অসুস্থ হতেন তখন আমাদের মধ্যকার কেউ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ পড়ে তার সুস্থতার জন্য দোয়া করতেন। (এটা আমাদের নিয়ম ছিল।) আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য সে রোগে দোয়া করার জন্য তাঁর কাছে গেলাম। তখন তিনি তাঁর মাথা আকাশের দিকে উঠিয়ে বললেন, فِى الرَّفِيْقِ الاَعْلٰى فِى الرَّفِيْقِ الاَعْلٰى ঊর্ধ্বলোকের বন্ধুর সাথে (মিলিত হতে চাই), ঊর্ধ্ব জগতের মহান বন্ধুর সাথে (মিলিত হতে চাই)। এ সময় আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর রা. আগমন করলেন। তাঁর হাতে মিসওয়াকের একটি তাজা ডাল ছিল। নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সেদিকে তাকালেন। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, তাঁর [নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর] মিসওয়াকের প্রয়োজন। (তিনি মিসওয়াক করতে চাচ্ছেন) তখন আমি তার থেকে সেটির মাথা নিয়ে চিবালাম, ঝেড়ে পরিষ্কার করলাম এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তা দিলাম। তখন তিনি এর দ্বারা এত সুন্দরভাবে দাঁত পরিষ্কার করলেন যেমন এর আগে এরূপ সুন্দরভাবে মিসওয়াক করতেন। তারপর তা আমাকে দিচ্ছিলেন। এরপর তাঁর হাত ঢলে পড়ল অথবা রাবীর সন্দেহ্ তিনি বলেন তাঁর হাত থেকে ঢলে পড়ল। আল্লাহ্ তা'আলা আমার থুথুকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর থুথুর সাথে মিলিয়ে দিলেন, দুনিয়ার জীবনের শেষ দিনে এবং আখিরাতের প্রথম দিনে।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল تُوُفِّىَ النَّبِىُّ ﷺ فِى بَيْتِى বাক্যে।

٤١٠٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّ عَائِشَةَ رض اَخْبَرَتْهُ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ رضى الله عنه اَقْبَلَ عَلٰى فَرَسٍ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ حَتّٰى نَزَلَ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ حَتّٰى دَخَلَ عَلٰى عَائِشَةَ، فَتَيَمَّمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُغْشًّى بِثَوْبِ حِبَرَةٍ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ اَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ وَبَكٰى، ثُمَّ قَالَ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ! وَاللّٰهِ لاَيَجْمَعُ اللّٰهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ، اَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِىْ كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا . قَالَ الزُّهْرِىُّ وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ خَرَجَ وَعُمَرُ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَقَالَ اِجْلِسْ يَا عُمَرُ! فَاَبٰى عُمَرُ اَنْ يَجْلِسَ، فَاَقْبَلَ النَّاسُ اِلَيْهِ وَتَرَكُوْا عُمَرَ، فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ : اَمَّا بَعْدُ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا ﷺ فَاِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ حَىٌّ لاَيَمُوْتُ، قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اِلَى الشَّاكِرِيْنَ . وَقَالَ وَاللّٰهِ لَكَاَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ هٰذِهِ الاٰيَةَ حَتّٰى تَلاَهَا اَبُوْ بَكْرٍ، فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ، فَمَا اَسْمَعُ بَشَرًا مِنَ النَّاسِ اِلاَّ يَتْلُوْهَا فَاَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ عُمَرَ رض قَالَ وَاللّٰهِ مَا هُوَ اِلاَّ اَنْ سَمِعْتُ اَبَا بَكْرٍ رض تَلاَهَا، فَعَقِرْتُ حَتّٰى مَاتُقِلُّنِىْ رِجْلاَىَ وَحَتّٰى اَهْوَيْتُ اِلَى الاَرْضِ حِيْنَ سَمِعْتُهُ تَلاَهَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَدْ مَاتَ .

৪১০৫/৪৪৬. ইয়াহ্ইয়া ইবনে বুকাইর র. .... হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর আবু বকর রা. ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে তার সুনহের বাড়ি থেকে আগমন করেন। ঘোড়া থেকে অবতরণ করে তিনি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করেন, কিন্তু কারো সঙ্গে কোন

কথা না বলে সোজা আয়েশা রা.-এর কাছে (অর্থাৎ, আমার হুজরায়) উপস্থিত হন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উদ্দেশ্যে। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামনী চাদর দ্বারা আবৃত ছিলেন। তখন আবূ বকর রা. চেহারা হতে কাপড় হটিয়ে তাঁর উপর ঝুঁকে পড়েন এবং তাঁকে চুমু দেন ও কেঁদে ফেললেন। তারপর বললেন, আমার মাতাপিতা আপনার প্রতি কুরবান হোক!আল্লাহ্র কসম, আল্লাহ্ তো আপনাকে দু'বার মৃত্যু দিবেন না, যে মৃত্যু ছিল আপনার জন্য নির্ধারিত সে মৃত্যু আপনি গ্রহণ করে নিয়েছেন। ইরশাদে ইলাহী (اِنَّكَ مَيِّتٌ) বাস্তবায়ন হয়ে গেছে।

ইমাম যুহরী র. বলেণ, আমাকে আবু সালামা রা. আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, আবু বকর রা. হুজরা শরীফ থেকে বের হয়ে আসেন তখন উমর রা. লোকজনের সাথে কথা বলছিলেন (যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাত লাভ করেছেন। যে একথা বলবে যে তার গর্দান উড়িয়ে দিব।)। (পূর্ণ আবেগাপ্লুত অবস্থায় ছিলেন এবং) এ সময় আবু বকর রা. তাঁকে বলেন, হে উমর! বসে পড়। উমর রা. বসতে অস্বীকার করলেন। তখন সাহাবীগণ উমর রা.-কে ছেড়ে আবু বকর রা.-এর প্রতি মনোনিবেশ করলেন। তখন আবু বকর রা. ভাষণ দিলেন– আম্মাবা'দ "এরপর আপনাদের মধ্যে যারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইবাদত করতেন, (তারা শুনে রাখুন) তিনি তো ওফাত লাভ করেছেন। আর যারা আপনাদের মধ্যে আল্লাহ্র ইবাদত করতেন (জেনে রাখুন) আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, চির অমর। মহান আল্লাহ্ বলেন, وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّارَسُوْلٌ الـخ - মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন রাসূল মাত্র, তাঁর পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছেন...... কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করবেন (৩ ঃ ১৪৪)

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আল্লাহ্র কসম, আবু বকর রা.-এর এ আয়াত তেলাওয়াতের পূর্বে লোকেরা যেন জানত না যে, আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ আয়াত নাযিল করেছেন। এরপর সমস্ত সাহাবী তাঁর থেকে উক্ত আয়াত শিখে নিলেন। তখন দেখা গেল সকলে উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করতে লাগলেন। (যুহরী বর্ণনা করেছেন,) আমাকে সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব র. বর্ণনা করেন যে, উমর রা. বলেছেন, আল্লাহ্র কসম, আমি যখন আবু বকর রা.-কে উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনলাম, তখনই কেবল তা শুনেছি (যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাত লাভ করেছেন।) তখন হতভম্ব হয়ে গেলাম হুঁশ হারিয়ে ফেললাম। এবং আমার পা দু'টি যেন আমাকে আর বহন করতে পারছিল না, আমি জমিনের উপর পড়ে গেলাম, যখন আমি শুনতে পেলাম, তিনি তিলাওয়াত করছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাত লাভ করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল اَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِىْ كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا বাক্যে। হাদীসটি জানাইযে ১৬৬, মাগাযীতে ৬৪০ পৃষ্ঠায় এসেছে।

এরূপ মনে হয়েছে যে, আমি যেন এ আয়াতটি জানিই না। অর্থাৎ, এ আয়াতটি যেন আমি শুনিইনি।

عَلٰى فَرَسٍ مِنْ مَسْكَنِهِ ঃ অর্থাৎ, জাওয়া বিনতে খারিজার ঘরে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তার ঘরে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেয়া হয়েছিল। بِالسُّنْحِ ঃ সীনের উপর পেশ পরবর্তীতে নূন সাকিন। তার উপর পেশও দেয়া যায়। অতঃপর হা। মদীনার উঁচু এলাকা– বনু হারিস ইবনে খাযরাজের এলাকা যেখানে। وَهُوَ مُغَشًّى ঃ মীমের উপর পেশ, গাইন এর উপর যবর, সীনের উপর তাশদীদ। অর্থাৎ, ঢেকে রাখা। بِثَوْبِ حِبَرَةٍ ঃ হা এর নিচে যের। বা এর উপর যবর। ثَوْبُ শব্দটি এর দিকে মুযাফ। আবার বা এর নিচে তানবীসহকারেও হতে পারে। তখন হিবারা শব্দটি সিফাত হবে। এটি হল ইয়ামানী কাপড়। (কাসতাল্লানী)

ওফাত দিবস

সোমবার দিন ওফাত দিবস। যেদিন সাইয়্যিদুল আউয়ালীন ওয়াল আখিরীন, সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালবেলা স্বীয় অবস্থানস্থল হযরত আয়েশা রা.-এর হুজরার পর্দা উঠিয়ে সাহাবায়ে কিরামকে জামাআতে নামায পড়তে দেখে মুচকি হাসলেন।

كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ ঃ জ্যোতির্ময় চেহারার অবস্থা এমন যেন মুসহাফ শরীফের একটি পাতা অর্থাৎ, শ্বেতশুভ্র ও আলোকোজ্জ্বল হয়ে গেছে। হযরত আবু বকর রা. ফজরের নামায পড়াচ্ছিলেন। আবু বকর রা. মনস্থ করলেন, পিছনে সরে কাতারে মিলে যাবেন। কারণ, আবু বকর রা. মনে করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে অংশগ্রহণ করতে চাচ্ছেন। সাহাবায়ে কিরামের অবস্থাতো এমন হল যে, চরম আনন্দে নামায ভেঙ্গে ফেলার উপক্রম। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিত করলেন, নামায পূর্ণ কর। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দূর্বলতা ও অক্ষমতার কারণে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারেননি। হুজরার পর্দা নামিয়ে ভিতরে তাশরীফ নিয়ে যান।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. নামায থেকে অবসর হয়ে সোজা হুজরা মুবারকে চলে যান। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. তাকে বললেন, আমি দেখছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখন শান্ত। যে পেরেশানী ও অস্থিরতা পূর্বে ছিল তা এখন নেই। যেহেতু এদিন আবু বকর রা. এর দুই স্ত্রীর মধ্য থেকে হাবীবা বিনতে খারিজা রা. এর পালার দিন ছিল, যিনি মদীনা শরীফের বাইরে মসজিদে নববী থেকে এক ক্রোশ দূরে সুন্‌হ নামক স্থানে থাকতেন, সেহেতু হযরত আবু বকর রা. রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুমতি নিয়ে সুন্‌হে চলে যান। এদিকে সেদিন সূর্য হেলার সময় (মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) পবিত্র আত্মা ঊর্ধ্ব জগতে চলে যায়। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।

সাহাবায়ে কিরামের অস্থিরতা

এই সংবাদ কিয়ামতের প্রভাব কর্ণে পৌঁছামাত্রই (যেন) কিয়ামত এসে যায়। প্রাণ হরণকারী এ ঘটনার সংবাদ শুনা মাত্রই সাহাবীগণের হুশ উধাও হয়ে যায়। মদীনার পরিস্থিতি কি থেকে কি হয়ে যায় তা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। হাদীস শরীফে আছে, মসজিদে নববীতে প্রথমে মিম্বর ছিল না। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কাঠের উপর দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। মিম্বর তৈরি হলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উপর তাশরীফ নিয়ে যান। তখন নিষ্প্রাণ কাঠটি এ বিচ্ছেদ বরদাশত করতে না পেরে কাঁদতে শুরু করে এবং এত জোরে কান্নাকাটি করে যে, সাহাবায়ে কিরাম তাঁর কান্নার আওয়াজ শুনেন। একটি নিষ্প্রাণ কাঠের উপর এই সামান্য বিচ্ছেদেই এতটা প্রভাব সৃষ্টি হল। কাজেই স্পষ্ট বিষয় যে, সাহাবায়ে কিরামের উপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিচ্ছেদের কি প্রভাব সৃষ্টি হয়ে থাকবে! সাহাবায়ে কিরামের জবানে হাল অনুধাবন করতে পারছিল– وَكُنْتُ أَرَى كَالْمَوْتِ مِنْ بَيْنِ سَاعَةٍ * فَكَيْفَ بِبَيْنٍ كَانَ مَوْعِدُهُ الْحَشْرُ
'আমি তো এক ঘণ্টার বিচ্ছেদকে মৃত্যু মনে করছিলাম। অতএব এই বিচ্ছেদের কথা আর কি জিজ্ঞেস করবে যেখানে (বিরহের) স্থায়িত্বের প্রতিশ্রুতি হবে হাশর।'

সুমহান সাহাবায়ে কিরাম কোনরূপ অতিশয় উক্তি ছাড়াই ইন্দ্রিয় শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। হুশ-জ্ঞান উধাও হয়ে গিয়েছিল। হযরত উসমান রা. নির্বাক হয়ে পড়েছিলেন। হযরত আলী রা. বসে পড়লেন, অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে বেহুশ হয়ে গেলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস রা. নামক সাহাবী অন্তরে এতটা ব্যথা পেলেন যে, সহ্য করতে না পেরে ইন্তিকাল করেন।

হযরত উমর ফারুক রা. এর পেরেশানীর কথা কি বলবেন, তাঁর হুঁশ-জ্ঞান উধাও হয়ে গিয়েছিল। তিনি তলোয়ার উত্তোলন করে উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগলেন, যদি কেউ বলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাত হয়ে গেছে, তবে তাকে হত্যা করে ফেলব। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো স্বীয় প্রভুর সান্নিধ্যে গিয়েছেন। যেমন– হযরত মুসা আ. তূর পাহাড়ে আল্লাহর নৈকট্যে গেছেন, অতঃপর ফিরে এসেছেন। আল্লাহর শপথ! প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ফিরে চলে আসবেন এবং মুনাফিকদের সমূলে উৎখাত করবেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. যেহেতু ওফাতের সময় উপস্থিত ছিলেন না, তিনি ছিলেন সুনহে, সেহেতু এই প্রাণ সংহারক ঘটনার সংবাদ পৌঁছলে তিনি তৎক্ষণাৎ ঘোড়ার উপর আরোহণ করে মদীনায় পৌঁছেন। মসজিদে নববীর কাছে নেমে হযরত আয়েশা রা. এর অনুমতিতে হুজরায় প্রবেশ করে জ্যোতির্ময় চেহারা থেকে চাদর উঠিয়ে ললাট মুবারকে চুম্বন করেন এবং কাঁদতে কাঁদতে বলেন, আমার মাতা-পিতা আপনার প্রতি উৎসর্গিত হোন। আল্লাহ্র শপথ! তিনি আপনাকে দু'বার মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করাবেন না। হযরত আবু বকর রা.-এর উদ্দেশ্য তাদের উক্তি খণ্ডন করা, যারা বলছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয়বার পুনরায় জীবিত হবেন।

٤١٠٦. حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ اَبِى عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ رضى الله عنهم قَبَّلَ النَّبِىَّ ﷺ بَعْدَ مَوْتِهِ.

৪১০৬/৪৪৭. আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু শায়বা রা...... হযরত আয়েশা ও ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, আবু বকর রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর তাঁকে চুমু দেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল بَعْدَ مَوْتِهِ শব্দে। হাদীসটি ৬৪১ পৃষ্ঠায় এসেছে। তাছাড়া শীঘ্রই আবার আসছে।

٤١٠٧. حَدَّثَنَا عَلِىٌّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَزَادَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَدَدْنَاهُ فِى مَرَضِهِ فَجَعَلَ يُشِيرُ اِلَيْنَا اَنْ لاَتَلُدُّونِى، فَقُلْنَا كَرَاهِيَةَ الْمَرِيْضِ لِلدَّوَاءِ، فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ اَلَمْ اَنْهَكُمْ اَنْ تَلُدُّونِى؟ قُلْنَا كَرَاهِيَّةَ الْمَرِيْضِ لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ لاَ يَبْقَى اَحَدٌ فِى الْبَيْتِ اِلاَّ لُدَّ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلاَّ الْعَبَّاسَ، فَاِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ. رَوَاهُ ابْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ.

৪১০৭/৪৪৮. আলী (ইবনে আবদুল্লাহ মাদীনী) র. বলেন, আমার কাছে ইয়াহ্ইয়া (ইবনে সাঈদ) র. এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন (আবদুল্লাহ ইবনে আবূ শায়বার উপরোক্ত হাদীসের ন্যায়।) তবে আলী ইবনে আবদুল্লাহ তার এ রেওয়ায়াতে এটুকু আরো অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, ... হযরত আয়েশা রা. বলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত রোগাক্রান্ত অবস্থায় তাঁর মুখে ঔষধ ঢেলে দিলাম। তিনি ইশারায় আমাদেরকে তাঁর মুখে ঔষধ ঢালতে নিষেধ করলেন। আমরা বললাম, ঔষধ দিতে নিষেধের কারণ, ঔষধের প্রতি রোগীর সাধারণ বিরক্তিভাব ও অনীহা (তাই নিষেধ মানলাম না)। যখন তিনি সুস্থবোধ করলেন তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের ওষুধ সেবন করাতে নিষেধ করিনি? আমরা বললাম, আমরা মনে করেছিলাম, এটা ঔষধের প্রতি রোগীর সাধারণ বিরক্তিভাব। তখন তিনি বললেন, আব্বাস ব্যতীত বাড়ির প্রত্যেকের মুখে ঔষধ ঢাল তা আমি দেখি। কেননা, তিনি তোমাদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন না (মুখে ঔষধ দেয়ার ক্ষেত্রে শরীক ছিলেন না।)। এ হাদীস ইবনে আবু যিনাদ... হযরত আয়েশা রা. থেকে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল فِى مَرَضِهِ শব্দে। হাদীসটি ১৪১ পৃষ্ঠায় এসেছে। وزاد ঃ এর ফায়েল يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانِ অর্থাৎ, আলী ইবনে মাদীনী র. আবদুল্লাহ ইবনে আবু শায়বার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانِ ঃ শুধু ইয়াহইয়া সূত্রে আলী ইবনে মাদীনীর রেওয়ায়াতে মুখের এক

পাশে ঔষধ ঢুকানোর ঘটনার অতিরিক্ত বিবরণ রয়েছে। যেটি আবদুল্লাহ ইবনে আবু শায়বার রেওয়ায়াতে নেই। لَدَدْنَاهُ ঃ দুই দালসহ অর্থাৎ, তাঁর মুখের একদিকে আমরা ঔষধ ঢুকিয়েছি। لَدُود ঃ লামের উপর যবর। সে ঔষধ যা মুখের এক পাশ দিয়ে ঢেলে দেয়া হয়। যেমন– سَعُوط ঃ সে ঔষধ যেটি নাকে ঢুকানো হয়।

كَرَاهِيَةَ الْمَرِيضِ ঃ ইয়ায র. বলেন, আমরা এটি পেশসহকারে সংরক্ষণ করেছি। অর্থাৎ, এটা হল তাঁর রোগীর অপছন্দ ও বিরক্তি। আবুল বাকা বলেছেন, এটি মুবতাদা মাহযূফের খবর অর্থাৎ, هٰذَا الامْتِنَاعُ كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ . এতে মাফঊলে লাহু রূপে নসব হতে পারে। অর্থাৎ, لَهُ اى لِأَجلِ كَرَاهِيَةِ الْمَرِيضِ . মাফঊলে মুতলাকরূপেও নসব হতে পারে। অর্থাৎ, كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ الدَّوَاءَ

উপকারিতা

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, বদলা নেয়া জায়েয আছে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশের পরিপন্থী কাজ করার শাস্তিতে বলেছেন, যারা নিষেধ সত্ত্বেও বিনা অনুমতিতে ঔষধ ঢেলেছে, তাদের শাস্তি হল তাদের মুখে আমার সামনে ঔষধ ঢেলে দেয়া। অতএব, যারা নিজ হাতে ঔষধ ঢেলেছে তাদের শাস্তিতো স্পষ্ট। আর যারা ঔষধ ঢালেনি শুধু দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে, তাদেরকে এজন্য শাস্তি দেয়া হয়েছে যে, তারা এটা করতে নিষেধ করেনি। অথচ মন্দ কাজ থেকে বারণ করা আবশ্যক ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু সে সব লোকের প্রতি চরম মহব্বতের ভিত্তিতেই শাস্তি দিয়েছেন, যাতে কাল কিয়ামতের দিন পাকড়াও থেকে রক্ষা পান।

কোন কোন বুযুর্গ থেকে বর্ণিত আছে, এটা শাস্তি ছিল না। কারণ, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যক্তিগত কষ্টের ব্যাপারে শাস্তি দিতেন না। বরং ক্ষমা করে দিতেন। এখানে উদ্দেশ্য হল, আদব শিখানো এবং সতর্ক করা, শাস্তি দান নয়।

٤١٠٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَزْهَرُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَوْصٰى اِلٰى عَلِيٍّ رض فَقَالَتْ مَنْ قَالَهُ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَاِنِّى لَمُسْنِدَتُهُ اِلٰى صَدْرِى، فَدَعَا بِالطَّسْتِ فَانْخَنَثَ فَمَاتَ فَمَا شَعَرْتُ، فَكَيْفَ اَوْصٰى اِلٰى عَلِيٍّ رض -

৪১০৮/৪৪৯. আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ র. ...... হযরত আসওয়াদ (অর্থাৎ, ইবরাহীম নাখঈর মামা ইবনে ইয়াযীদ) র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আয়েশা রা.-এর সামনে উল্লেখ করা হল যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রা.-কে ওসী (খলীফা) বানিয়ে গেছেন? তখন তিনি বললেন, একথা কে বলেছে? (ওফাতের সময় খলীফা নির্ধারণ করেছেন এ কথা কে বলল ?) আমার বুকের সাথে হেলান দেয়া অবস্থায় আমি নবী করীম সা-কে (শেষ সময় পর্যন্ত) দেখেছি। তিনি একটি চিলিমচি আনতে বললেন, তাতে থুথু ফেললেন। অতঃপর একদিকে ঝুঁকে পড়লেন এবং ওফাত লাভ করলেন। অতএব আমি বুঝতে পারছি না, তিনি কিভাবে আলী রা.-কে কখন ওসী তথা খলীফা বানালেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল "فَمَاتَ" বাক্যে। হাদীসটি ওয়াসায়াতে ৩৮২, মাগাযীতে ৬৪১ পৃষ্ঠায় এসেছে।

খিলাফত সংক্রান্ত মাসআলা

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. এর এ বিশুদ্ধতম হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো জন্য খিলাফতের ওসিয়ত করে যাননি এবং কারও খিলাফতের জন্য নামও নির্ধারণ করেননি।

শিয়ারা বলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রা. এর খিলাফতের ওসিয়ত করেছিলেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খিলাফতের জন্য হযরত আলী রা-এর নাম নির্ধারিত করে গেলে সাহাবায়ে কিরাম কর্তৃক এর উপর আমল না করা অসম্ভব ছিল।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সবচেয়ে বড় বিতর্কিত মাসআলা হল– খিলাফতের বিষয়। অতএব, আমরা নেহায়েত সংক্ষেপে বলতে চাই, ইখতিলাফের মূল কারণ কি?

শিয়াদের মতে, খিলাফত নির্ভরশীল হল– নিকটাত্মীয়তা ও শ্বশুরালয়ের সম্পর্কের উপর। এজন্য শিয়াদের মতে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর খিলাফত সাইয়্যিদিনা আলী রা.-এর পাওয়া উচিত। কারণ, তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটাত্মীয় ও জামাতা ছিলেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বলেন, খিলাফতে নববী নির্ভর করে নৈকট্যের উপর, নিকটাত্মীয়তার উপর নয়। যিনি আল্লাহ ও রাসূলের সবচেয়ে বেশি নৈকট্যপ্রাপ্ত তিনি রাসূলের খলীফা ও স্থলাভিষিক্ত হবেন।

খিলাফতে নবুওয়াত যদি বংশীয় নৈকট্যের উপর নির্ভরশীল হত তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচা অথবা তাঁর কন্যা ফাতিমা রা. হতেন। বরং হযরত ফাতিমা যাহরা রা.ই হতেন এবং কোন পুরুষ তাঁর পক্ষ থেকে খিলাফতের দায়িত্ব সম্পাদন করতেন। যেমন– দুনিয়ার রীতি। হযরত ফাতিমা রা. এর পর হযরত হাসান রা. অতঃপর হযরত হোসাইন রা. হতেন। এরপর চতুর্থ খলীফা হতেন হযরত আলী রা.। আর যদি শ্বশুরালয়ের সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল হত, তবে হযরত উসমান গনী রা. অধিক যোগ্য ছিলেন। কারণ, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দু'কন্যার জামাতা ছিলেন।

এতে বুঝা যায়, খিলাফত নৈকট্য ও তাকওয়ার উপর নির্ভরশীল। যেহেতু সাহাবায়ে কিরাম দেখেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাত রোগে হযরত আবু বকর রা-কে নামাযের ইমাম নিযুক্ত করেছেন এবং অগণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের তাগিদ দিয়েছেন, নামাযের ইমাম পদে এরূপ লোককে নিযুক্ত করতে, যিনি ইলম, কিরাআত, তাকওয়া ও পরহেযগারীতে সবার সেরা। শিয়াদের মতে, উত্তম ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে ইমাম বানানো জায়েয নেই। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক স্বীয় স্থানে আবু বকর রা-কে ইমাম নিযুক্ত করা এর সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দৃষ্টিতে আবু বকর রা.ই সবচেয়ে বড় আলিম ও মুত্তাকী। সমস্ত মুফাসসিরীনে কিরামের ঐকমত্য রয়েছে যে, সূরা লাইলের سَيُجَنَّبُهَا الأتْقَى আয়াতে আতকা তথা সবচেয়ে বড় মুত্তাকী দ্বারা উদ্দেশ্য হযরত আবু বকর রা.। কুরআনে হাকীমের অন্যত্র ইরশাদ রয়েছে– إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

শিয়ারা স্বীকার করে যে, হযরত আলী ও আব্বাস রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হুজরা মুবারকে রীতিমত যাতায়াত করতেন। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রা. ছাড়া অন্য কাউকে ইমামতির নির্দেশ দেননি।

সাহাবায়ে কিরাম এ ইমামতি দ্বারা সিদ্দীকে আকবর রা. এর খিলাফতের উপর প্রমাণ পেশ করেছেন। এ কারণেই সোমবার দিন বিকেলে সাকীফায়ে বনু সাইদায় আনসারীগণ সমবেত হয়ে আলোচনা করে বললেন,

একজন আমীর আমাদের আনসার থেকে আর একজন আমীর মুহাজিরীন থেকে হবেন। তখন আবু বকর রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইরশাদ শুনালেন– اَلْاَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ। অর্থাৎ, খলীফা ও আমীর হবে কুরাইশ থেকে।

আরেক রেওয়ায়াতে আছে, যখন আনসার বললেন– مِنَّا اَمِيرٌ وَمِنْكُمْ اَمِيرٌ , তখন ফারুকে আজম রা. হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর তিনটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন এবং প্রকাশ্যে বললেন, বলুন, এ তিনটি বৈশিষ্ট্য আবু বকর ছাড়া অন্য আর কার মধ্যে পাওয়া যায়?

১. আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে কারীমে আবু বকর রা সম্পর্কে ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْهُمَا فِى الْغَارِ ফরমায়েছেন। তথা আবু বকর রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বিতীয় (সঙ্গী) এবং গারে সাওরের সাথী।

২. আবু বকর রা-কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশেষ সাথী ও নবী প্রেমিক বিশেষভাবে বলেছেন– اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَاتَحْزَنْ .

৩. আল্লাহ্ তা'আলা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশেষ সঙ্গের জন্য বলেছেন اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا

এ তিনটি ফযীলত আবু বকর রা. এর জন্য কুরআনের সুস্পষ্ট বাণী দ্বারা প্রমাণিত হয়। এতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আবু বকরই সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি খিলাফতের সবচেয়ে যোগ্য।

ফলে সায়্যিদিনা আবু বকর সিদ্দীক রা. সমস্ত মুহাজির ও আনসারের ঐকমত্যে খলীফা নির্বাচিত হন। সায়্যিদিনা আলী রা. ও সিদ্দীকে আকবর রা-এর হাতে বাইআত হন। (সীরাতে মুস্তফা ইত্যাদি)

٤١٠٩. حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ اَوْفَى رضى الله عنهما اَوْصَى النَّبِىُّ؟ فَقَالَ لَا، فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ اَوْ اُمِرُوا بِهَا؟ قَالَ اَوْصَى بِكِتَابِ اللّٰهِ.

৪১০৯/৪৫০. আবু নুআইম র. ...... হযরত তালহা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু আওফা রা.-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কোন ওসিয়ত করে গেছেন? (হযরত আলী রা.-কে ওসী বানিয়েছেন ?) তিনি বললেন, না। তখন আমি বললাম, তাহলে কেমন করে মানুষের জন্য উপর কিভাবে ওসিয়ত করা ফরয হল অথবা কিভাবে ওসিয়তের-এর নির্দেশ দেয়া হল? তিনি বললেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের উপর আমল করার জন্য ওসিয়ত করে গেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল এ হিসেবে যে এটি পূর্বোক্ত হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। হাদীসটি ওয়াসায়াতে ৩৮২, মাগাযীতে ৬৪১ পৃষ্ঠায় এসেছে। فَقَالَ لَا অর্থাৎ, ওসিয়ত করেন নি। যেহেতু এখানে ওসিয়ত অস্বীকার করা দ্বারা উদ্দেশ্য নেতৃত্ব ও খিলাফত সংক্রান্ত ওসিয়ত অস্বীকার করা, অথবা মাল সংক্রান্ত ওসিয়তকে অস্বীকার করা উদ্দেশ্য। اَوْصَى بِكِتَابِ اللّٰهِ দ্বারা আল্লাহ তাআলার কিতাবের ব্যাপারে ওসিয়ত প্রমাণ করা হয়েছে। অতএব, উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ রইল না।

٤١١٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا عَبْدًا وَلَا اَمَةً اِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ الَّتِىْ كَانَ يَرْكَبُهَا وَسِلَاحَهُ، وَاَرْضًا جَعَلَهَا لِابْنِ السَّبِيْلِ صَدَقَةً.

৪১১০/৪৫১. কুতায়বা র. ..... আমর ইবনে হারিস রা. (উম্মুল মুমিনীন হযরত জুয়াইরিয়া বিনতে হারিস রা. এর ভাই) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন দীনার, দিরহাম, গোলাম ও বাঁদি রেখে যাননি। কেবলমাত্র সাদা খচ্চরটি, যার উপর তিনি আরোহণ করতেন এবং তাঁর যুদ্ধাস্ত্র আর একখণ্ড (খায়বর ও ফাদাকের) জমিন যা মুসাফিরদের জন্য দান করে গেছেন।

ব্যখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল হল এটি পূর্বোক্ত হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। হাদীসটি ওয়াসায়াতে ৩৮২, মাগাযীতে ৬৪১ পৃষ্ঠায় এসেছে।

٤١١١. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رض قَالَ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ رضى الله عنها وَاكَرْبَ أَبَاهُ! فَقَالَ لَهَا لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ : يَا أَبَتَاهُ! أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ، يَاأَبَتَاهُ! مَنْ جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ، يَا أَبَتَاهُ! إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ- فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ رضى الله عنها يَا أَنَسُ! أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُو عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ التُّرَابَ-

৪১১১/৪৫২. সুলাইমান ইবনে হারব র. ...... হযরত আনাস (ইবনে মালিক) রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রোগ প্রকট আকার ধারণ করে তখন তিনি বেহুশ হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় হযরত ফাতিমা রা. বললেন, আহ! আমার পিতার উপর কত কষ্ট! কত অস্থিরতা! তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, আজকের পরে তোমার পিতার উপর আর কোন কষ্ট থাকবে না। অতঃপর যখন তিনি ওফাত লাভ করলেন তখন হযরত ফাতিমা রা. বললেন, হায়! আমার পিতা! রবের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। হায় আমার পিতা! জান্নাতুল ফিরদাউসে তাঁর বাসস্থান। হায় পিতা! জিবরাঈল আ.-কে ওফাতের খবর পরিবেশন করছি। যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সমাহিত করা হল, তখন হযরত ফাতিমা রা. বললেন, হে আনাস! তোমাদের মনে কি ভাল লেগেছে! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-(এর রওয়ানা) মাটি ফেলতে কি করে তোমাদের প্রাণ সায় দিল!

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল فَلَمَّا مَاتَ ৫৪৬ বাক্যে।

٢٢٤٨. بَابُ آخِرِ مَا تَكَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ

২২৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবশেষে যে কথা বলেছেন

٤١١٢. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ يُونُسُ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ عَائِشَةَ رض قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ صَحِيحٌ أَنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ حَتَّى يُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيَّرُ، فَمَا نَزَلَ بِهِ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِي غُشِيَ عَلَيْهِ ثم أَفَاقَ فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى سَقْفِ الْبَيْتِ، ثُمَّ قَالَ : اَللّٰهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى، فَقُلْتُ إِذًا لَا يَخْتَارُنَا، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَدِيثُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهُوَ صَحِيحٌ، قَالَتْ فَكَانَتْ آخِرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا : اَللّٰهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى -

৪১১২/৪৫৩. বিশ্‌র ইবনে মুহাম্মদ র. ...... সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব কয়েকজন আলিম (যেমন উরওয়া ইবনে যুবাইর প্রমুখ)-এর সামনে আমার (যুহরীর) নিকট বর্ণনা করেছেন, হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্থ থাকাকালীন বলতেন, কোন নবীর ওফাত হয়নি যতক্ষণ না তাকে জান্নাতে তাঁর ঠিকানা দেখানো হয়। তারপর তাঁকে ইখতিয়ার প্রদান করা হয় (দুনিয়া বা আখিরাতি গ্রহণের), অতঃপর যখন নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রোগ বৃদ্ধি পেল তখন তাঁর মাথা আমার উরুর উপর ছিল, এ সময় তিনি মূর্ছা যান। তারপর আবার হুশ ফিরে এলে, ছাদের দিকে তিনি দৃষ্টি উত্তোলন করেন। তারপর বললেন, اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْقَ الْاَعْلٰى – হে আল্লাহ্! আমাকে ঊর্ধ্ব জগতের মহান বন্ধুর (সান্নিধ্য দান করুন)। তখন আমি বললাম, তাহলে তো তিনি আর আমাদের মাঝে থাকবেন না। অর্থাৎ, আমি বুঝছি যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কেও ইখতিয়ার প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু তিনি আখিরাতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আমার সে হাদীসটি স্মরণ হল, যেটি তিনি সুস্থাবস্থায় আমাদের কাছে বর্ণনা করতেন (যে, সব নবীকে ওফাতের পূর্বে ইখতিয়ার দেয়া হয়।)। হযরত আয়েশা রা. বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শেষ কথা যা তিনি জবানে উচ্চারণ করেছিলেন তা হল اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْقَ الْاَعْلٰى - হে আল্লাহ্! ঊর্ধ্বলোকের বন্ধুর সাথে আমাকে মিলিত করুন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল হল فَكَانَتْ اٰخِرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا الخ বাক্যে। হাদীসটি ইমাম বুখারী র. দাওয়াতে ৯৩৯, রিকাকে ৯৬৩ – ৯৬৪, মাগাযীতে ৬৪১ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন।

রাফিযীদের বাজে কথা ও জাল বিষয়াবলী

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.-এর এ হাদীস দ্বারা রাফিযীদের বাজে আলোচনার পর্দা সম্পূর্ণ বিদীর্ণ হয়ে যায়, রাফিযীরা যেসব জাল কথাবার্তা ছড়িয়ে রেখেছে সেগুলোর পরিপূর্ণ খণ্ডন হয়ে যায়।

রাফিযীদের জাল বিবরণগুলোর মধ্য থেকে একটি হল,

১. সালমান রা. থেকে বর্ণিত আছে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সব নবীকে আল্লাহ তা'আলা বলে দেন, তাঁর পর কে খলীফা হবেন? তবে কি আল্লাহ তা'আলা আপনার পর কে খলীফা হবেন তা বলে দিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, আলী ইবনে আবু তালিব রা.।

২. আরেক রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সব নবীর একজন ওসী (যাকে অসিয়ত করা হয় এমন ব্যক্তি তথা খলীফা) থাকেন। নিশ্চয় আমার ওসী হল আলী রা.।

৩. আরেক রেওয়ায়াতে আছে, আমি সর্বশেষ নবী এবং আলী সর্বশেষ ওসী।

এসব জাল রেওয়ায়াতগুলো আল্লামা ইবনূল জাওযী র. স্বীয় মাউযু'আতে সংকলন করেছেন। তিনি বলেন, এসব হাদীস জাল। শিয়ারা এসব হাদীস জাল করে রেখেছে।

২২৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ প্রিয়নবী সা-এর ওফাত ٢٢٤٩. بَابُ وَفَاةِ النَّبِيِّ ﷺ

٤١١٣. حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهم اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَبِثَ بِمَكَّةَ عَشَرَ سِنِيْنَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشَرًا .

৪১১৩/৪৫৪. আবু নুআইম র. ..... হযরত আয়েশা ও ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নবুওয়াতের পর) দশ বছর মক্কায় বসবাস করেছেন, তাঁর উপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল এবং (হিজরতের পর) মদীনাতেও দশ বছর কাটান।

প্রশ্নোত্তর

১. সর্বপ্রথম প্রশ্ন হল, শিরোনামের সাথে অমিলের।

এর উত্তর হল, শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল দালালাতে ইলতিযামী (আবশ্যকীয়ভাবে যে কথাটি প্রমাণিত হয়) রূপে প্রমাণিত হয়। সেটি হল হাদীস দ্বারা বোঝা গেল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারায় দশ বছর পর্যন্ত বসবাস করেছেন। এর দ্বারা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, দশ বছর মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাত হয়ে যায়। অতএব, শিরোনামের সাথে মিল হয়ে গেল।

২. দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় বয়স হয়েছিল ষাট বছর। অথচ, অন্যান্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সর্বমোট বয়স হয়েছিল তেষট্টি বছর।

এর উত্তর হল–

১. উপরোক্ত রেওয়ায়াতে শুধু দশকগুলো গণনা করা হয়েছে, ভাংতিগুলো ছেড়ে দেয়া হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমের মতে, বিশুদ্ধতম ও প্রসিদ্ধ উক্তি তেষট্টি বছরই। তাছাড়া পরবর্তী রেওয়ায়াতটিতে সুস্পষ্ট বিবরণও আসছে।

২. এখানে কিয়াম বা মক্কায় বসবাস দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ওহী বন্ধ হওয়ার পরবর্তীকাল। আর ওহী বন্ধ হওয়ার কাল ছিল মোট তিন বছর। যেমন উপরোক্ত হাদীসের শব্দরাজি يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ দ্বারা এদিকে ইঙ্গিতও রয়েছে যে, মক্কায় বসবাসের মেয়াদ হল দশ বছর। যাতে কুরআন নাযিল হচ্ছিল। স্পষ্ট বিষয়, এ মেয়াদটি ছিল ওহী বন্ধ হওয়ার পরবর্তীতে। অতএব কোন প্রশ্ন রইল না।

٤١١٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ تُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّيْنَ * قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَاَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ مِثْلَهُ .

৪১১৪/৪৫৫. আবদুল্লাহ্ ইবনে ইউসুফ র. .... হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তেষট্টি বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত হয়। ইবনে শিহাব (যুহরী) র. বলেন, আমাকে সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব এরূপই বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تُوُفِّيَ বাক্যে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমের মতে, এ উক্তিটি প্রসিদ্ধতম ও নির্ভরযোগ্য যে, ওফাতের সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় বয়স ছিল তেষট্টি বছর।

২২৫০. অনুচ্ছেদ   ٢٢٥٠. بَابٌ

এটি শিরোমানহীন অনুচ্ছেদ। যেন এটি পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদের পরিচ্ছেদের ন্যায়।

حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَتْ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُوْنَةٌ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ بِثَلَاثِيْنَ صَاعًا .

৪১১৫/৪৫৬. কাবীসা র. .... হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ওফাত পান, তখন তাঁর বর্ম (যুদ্ধাস্ত্র) এক ইয়াহুদীর (আবুশ শাহমের) কাছে ত্রিশ সা' যবের বিনিময়ে বন্ধক রাখা ছিল।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ বাক্যে।

নববী জীবনের এক ঝলক

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোটা জীবন ছিল অনাড়ম্বর দরবেশী ও দারিদ্রপূর্ণ।

দু'দু মাস পর্যন্ত ঘরে চুলা জ্বলতো না। শুধু পানি আর খেজুরের উপর দিন কাটত।

এ হাদীসে সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি লৌহবর্ম (যার নাম ছিল যাতুল ফুযূল। এটি লোহা দ্বারা তৈরি ছিল।) এক ইয়াহুদীর কাছে বন্ধক ছিল। (অর্থাৎ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবার পরিজনের জন্য ইয়াহুদী থেকে ত্রিশ সা' যব অথবা তার চেয়ে কম পরিমাণ যব ধার নিয়ে এই লৌহবর্মটি বন্ধক রেখেছিলেন। এটি এক বছর পর্যন্ত বন্ধক ছিল। অতঃপর সাইয়্যিদিনা আবু বকর রা. সেই ইয়াহুদীর ঋণ পরিশোধ করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সেই লৌহবর্মটি ছাড়িয়ে আনেন।

২২৫১. بَابُ بَعْثِ النَّبِيِّ ﷺ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ.

২২৫১. অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ওফাত-রোগে আক্রান্ত অবস্থায় উসামা ইবনে যায়েদ রা.-কে যুদ্ধাভিযানে প্রেরণ

সারিয়্যায়ে উসামা ইবনে যায়েদ রা.

সর্বশেষ সারিয়্যা ছিল এটি। এটি প্রেরণ করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন। ২৮ শে সফর সোমবার দিন ১১ হিজরীতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোমীদের বিরুদ্ধে মুকাবিলার প্রস্তুতির নির্দেশ দেন। হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রা.-কে ডেকে বলেন, আমি তোমাকে এ সেনাবাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করেছি। তুমি স্বীয় পিতার বধ্যভূমি উবনাতে যাও এবং তাদের উপর আক্রমণ কর। উবনা বালকা অঞ্চলের একটি স্থানের নাম। যেখানে অষ্টম হিজরীতে মুতার যুদ্ধ হয়েছিল। যাতে হযরত উসামা রা. এর পিতা যায়েদ ইবনে হারিসা, আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা এবং হযরত জাফরে তাইয়ার রা. প্রমুখ শহীদ হয়েছিলেন।

এরপর ৩০শে সফর বুধবার দিন থেকে প্রিয়নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রোগের ধারা শুরু হয়; কিন্তু সুস্থ্যতা লাভ না হওয়ার কারণে প্রিয়নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৫ই রবিউল আউয়াল সোমবার দিন হযরত আয়েশা রা. এর নিকট স্থানান্তরিত হয়ে যান। যার বিস্তারিত বিবরণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রোগ অনুচ্ছেদে এসেছে।

বৃহস্পতিবার দিন রুগ্ন অবস্থায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় হস্ত মুবারকে পতাকা ঠিক করে হযরত উসামা রা.-কে প্রদান করেন। তাকে বলেন, أُغْزُ بِاسْمِ اللّٰهِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَاتِلْ مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ অর্থাৎ, আল্লাহর নামে, আল্লাহর পথে জিহাদ কর, যে আল্লাহকে অস্বীকার করে তার সাথে লড়াই কর। হযরত উসামা রা. পতাকা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। হযরত বুরাইদা ইবনে হুসাইব আসলামী রা.-এর নিকট তিনি এটি অর্পণ করেন এবং সেনাবাহিনীকে জুরুফ নামক স্থানে সমবেত করেন। সমস্ত বড় বড় মুহাজির ও আনসার সাহাবী দ্রুত সেখানে একত্রিত হন। হযরত আব্বাস ও আলী রা. তো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-এর সেবা শুশ্রুষার উদ্দেশ্যে মদীনায় ফিরে আসেন। হযরত আবু বকর ও উমর রা. সেনাপতি উসামা রা.-এর নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখার জন্য আসতেন। বৃহস্পতিবার দিন যখন রোগ প্রচণ্ড আকার ধারণ করে এবং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার নামাযের জন্য মসজিদে তাশরীফ আনতে পারেননি, তখন তিনি আবু বকর রা.-কে নামাযের ইমামতির জন্য খলীফা নিযুক্ত করেন। সেনাবাহিনী জুরুফ নামক স্থানে সমবেত ছিল। এ স্থানটি মদীনা থেকে এক ক্রোশ (প্রায় দুই মাইল) দূরে অবস্থিত। সোমবার দিন সকালে যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটু আরাম এল, সাহাবায়ে কিরাম মনে করলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাল হয়ে গেছেন। তখন হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রা. রওয়ানা করার জন্য মনস্থ করলেন। এই প্রস্তুতিতে তিনি ছিলেন। এমতাবস্থায় হযরত উসামা রা.-এর আম্মা উম্মে আইমান রা. সংবাদ পাঠালেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানকান্দানির মুহূর্তে আছেন। এর কিছুক্ষণ পরেই কিয়ামতের প্রভাব সৃষ্টিকারী সে সংবাদ কর্ণগোচর হল যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত হয়ে গেছে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

গোটা মদীনায় হৈ চৈ পড়ে গেল। সবাই দ্রুত মদীনায় ফিরে এল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. যখন খলীফা হন, তখন বিরোধিতা সত্ত্বেও সর্বপ্রথম কাজ এই করলেন যে, হযরত উসামা রা.-এর সেনাবাহিনীকে পাঠিয়ে দিলেন এবং জুরুফ পর্যন্ত তিনি নিজে গিয়ে তাদের বিদায় জানিয়ে এলেন।

এরূপভাবে উসামা বাহিনী রওয়ানা হয়ে যায় এবং চল্লিশ দিন পর বিজয়ী ও আল্লাহর মদদপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে আসে, রণক্ষেত্রে যারাই মুকাবিলায় এসেছে তাদের তাঁরা কচুকাটা করেছেন। আর স্বীয় পিতা (হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা রা.)-এর ঘাতককে হত্যা করেন। রওয়ানার সময় তাদের বাড়িঘর ও বাগান-উদ্যানগুলোতে আগুন জালিয়ে দেন। সিদ্দীকে আকবর রা. মদীনার বাইরে এসে তাদের স্বাগতম জানান। মদীনায় প্রবেশ করে মসজিদে নববীতে শুকরানা দু'রাকআত নামায পড়েন। অতপর স্বীয় ঘরে তাশরীফ নেন।

٤١١٦. حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اِسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ اُسَامَةَ، فَقَالُوْا فِيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ بَلَغَنِيْ اَنَّكُمْ قُلْتُمْ فِيْ اُسَامَةَ وَاِنَّهُ اَحَبُّ النَّاسِ اِلَيَّ ـ

৪১১৬/৪৫৭. আবু আসিম যাহ্হাক ইবনে মাখলাদ র. .... হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসামা ইবনে যায়দ রা.-কে (একটি যুদ্ধে সৈন্যদের) আমীর নিযুক্ত করেন। এতে কিছু সাহাবী (নিজেদের মধ্যে)-এর ব্যাপারে কথা তোলেন। অর্থাৎ, বড়দের বর্তমানে ২০ বছরের এক যুবককে অধিনায়ক নিযুক্ত করেছেন? তখন নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি জানতে পেরেছি যে, তোমরা উসামার (আমীর) নিযুক্তি সম্পর্কে প্রশ্নোত্থাপন করছ, অথচ সে আমার নিকট সব চে' প্রিয় লোক।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল اِسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ اُسَامَةَ বাক্যে।

اَحَبُّ النَّاسِ অর্থাৎ, যারা প্রশ্ন উত্থাপন করেছে, তাদের সবার মধ্যে আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় উসামা রা.।

٤١١٧. حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ بَعَثَ بَعْثًا وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَطَعَنَ النَّاسُ فِيْ

إِمَارَتِهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ إِنْ تَطْعَنُوا فِى إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِى إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ، وَايْمُ اللّٰهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ، إِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ وَإِنَّ هٰذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ .

৪১১৭/৪৫৮. ইসমাঈল র....... হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সেনাদল (রোম অভিমুখে) প্রেরণ করেন (অর্থাৎ, সৈন্যবাহিনী পাঠানোর নির্দেশ দেন) এবং উসামা ইবনে যায়দ রা.-কে তাদের আমীর নিযুক্ত করেন। তখন লোকজন তাঁর নেতৃত্বের ব্যাপারে প্রশ্নোত্থাপন করেন। (অর্থাৎ, বড় বড় মুহাজির ও আনসারের উপস্থিতিতে একজন কম বয়স্ক যুবক কিভাবে সেনাপ্রধান হতে পারেন?)। এতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে সম্বোধন করলেন এবং বললেন, তোমরা আজ তার নেতৃত্বের ব্যাপারে প্রশ্নোত্থাপন করছ, (এটা কোন নতুন কথা নয়। কেননা,) এভাবে তোমরা তাঁর পিতা (যায়েদ)-এর নেতৃত্বের ব্যাপারেও প্রশ্নোত্থাপন করেছিলে। আল্লাহ্‌র কসম সে (যায়েদ ইবনে হারিসা) ছিল নেতৃত্বের জন্য যোগ্য ব্যক্তি (আমীর হওয়ার যোগ্য) এবং আর নিঃসন্দেহে সে আমার কাছে লোকদের মধ্যে প্রিয়তম ব্যক্তি। আর (তার ছেলে উসামা) তার পিতার পরে লোকদের মধ্যে আমার কাছে প্রিয়তম ব্যক্তি।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল بَعَثَ بَعْثًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ বাক্যে।

أَيْمُ اللّٰهِ ঃ শপথের শব্দ, যেমন لَعَمْرُ اللّٰهِ ـ عَهْدُ اللّٰهِ ইত্যাদি। خَلِيقٌ ঃ খায়ের উপর যবর বলা হয় هٰذَا خَلِيقٌ অর্থাৎ, এর যোগ্য। وَإِنْ كَانَ الخ ঃ উদ্দেশ্য হল, যে আমার প্রিয় তার নেতৃত্ব তোমাদের সানন্দে গ্রহণ করা উচিত।

বর্ণিত আছে, যখন হযরত ওমর রা. এ প্রশ্ন উত্থাপন সম্পর্কে জানতে পারেন, তখন তিনি কঠোরভাবে লোকজনকে ধমকান ও সতর্ক করেন।

২২৫২. অনুচ্ছেদ ٢٢٥٢. بَابٌ

বাব শব্দটি তানভীন সহকারে। এটি শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ। যেন এটি পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদের পরিচ্ছেদ।

٤١١٨. حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ أَخْبَرَنِى ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَمْرٌو عَنِ ابْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ أَبِى الْخَيْرِ عَنِ الصُّنَابِحِىِّ أَنَّهُ قَالَ لَهُ مَتَى هَاجَرْتَ؟ قَالَ خَرَجْنَا مِنَ الْيَمَنِ مُهَاجِرِينَ فَقَدِمْنَا الْجُحْفَةَ، فَأَقْبَلَ رَاكِبٌ، فَقُلْتُ لَهُ الْخَبَرَ ـ فَقَالَ دَفَنَّا النَّبِيَّ ﷺ مُنْذُ خَمْسٍ، قُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ شَيْئًا؟ قَالَ نَعَمْ أَخْبَرَنِى بِلَالٌ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ فِى السَّبْعِ فِى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ .

৪১১৮/৪৫৯. আসবাগ র. ..... হযরত (আবদর রহমান ইবনে উসাইলা) সুনাবিহী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবুল খায়ের সুনাবিহী রা.-কে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কখন হিজরত করেছেন? তিনি বলেন, আমরা ইয়ামান থেকে হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হয়ে জুহফাতে পৌঁছি, তখন একজন আরোহীকে পেয়ে (অর্থাৎ, মদীনা থেকে আগত এক আরোহীর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তখন) জিজ্ঞেস করলাম, খবর কি? (মদীনার সংবাদ বল?) তিনি বললেন, পাঁচদিন অতিবাহিত হল আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সমাহিত করেছি। (আবুল খায়েরের বিবরণ,) তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি শবেকদর সম্পর্কে কোন হাদীস

শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুয়াযযিন বিলাল রা. আমাকে জানিয়েছেন যে, তা রমযানের শেষ দশ দিনের সপ্তম দিনে (অর্থাৎ, ২৭শে রমযানের রাত্রে) হয়।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিলের জন্য এতটুকু বুঝুন যে, মূল অনুচ্ছেদটি হল بَابُ وَفَاتِ النَّبِيِّ ﷺ অর্থাৎ, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দাফন করেছি। পরবর্তী দুটি অনুচ্ছেদ মূল অনুচ্ছেদের সাথে সংশ্লিষ্ট, যা সামান্য চিন্তা করলেই বুঝে আসবে।

صُنَابِحِى ঃ তাঁর নাম হল, আবদুর রহমান ইবনে উসাইলা। এ হাদীসটি ছাড়া সহীহ বুখারীতে তাঁর আর কোন হাদীস নেই। ইমাম আবু দাউদ র.-এর মতে আর এক সূত্রে সুনাবিহী রা. থেকে বর্ণিত আছে- عَنْ الصُّنَابِحِيِّ أَنَّهُ ﷺ خَلْفَ اَبَابَكْرِ الصِّدِّيْقِ 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর পেছনে নামায পড়েছেন।' فَاَقْبَلَ رَاكِبٌ ঃ তাঁর নাম কি তা আমি জানতে পারিনি। (ফাত্হ ঃ ৮/১২৪)

লাইলাতুল কদর সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণের স্থান রোযা পর্ব।

٢٢٥٣. بَابُ كَمْ غَزَا النَّبِيُّ ﷺ

২২৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতটি যুদ্ধ করেছেন

٤١١٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ قَالَ سَالْتُ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَمْ غَزَوْتَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَبْعَ عَشَرَةَ . قُلْتُ كَمْ غَزَا النَّبِيُّ ﷺ ؟ قَالَ تِسْعَ عَشَرَةَ .

৪১১৯/৪৬০. আবদুল্লাহ্ ইবনে রাজা র. .... আবু ইসহাক র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যায়েদ ইবনে আরকাম রা.-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে থেকে কতটি যুদ্ধ করেছেন? তিনি বলেন, সতেরটি। আমি বললাম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতটি যুদ্ধ করেছেন? তিনি বললেন, উনিশটি।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামের সাথে মিল كَمْ غَزَا النَّبِيُّ ﷺ বাক্যে।

হাদীসটি মাগাযীর শুরুতে ৫৬৩ পৃষ্ঠায় এসেছে। অর্থাৎ, কিতাবুল মাগাযীর প্রথম হাদীস দ্রষ্টব্য। সেখানে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

٤١٢٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ رضى الله عنه قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ خَمْسَ عَشَرَةَ .

৪১২০/৪৬১. আবদুল্লাহ ইবনে রাজা র. .... হযরত বারা (ইবনে আযিব) রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে আমি পনেরটি যুদ্ধ করেছি। (অর্থাৎ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে পনেরটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি)

ব্যাখ্যা ঃ এটি হুবহু পূর্বোক্ত সনদ। মূলত হযরত আবু ইসহাক তাবিঈ র.-এর অসাধারণ ও অসীম সখ ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুদ্ধ সংখ্যা জানার। এই আগ্রহ ও লোভে কখনো হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম রা. আর কখনো হযরত বারা ইবনে আযিব রা.-এর নিকট জিজ্ঞেস করতেন।

٤١٢١. حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ كَهْمَسٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سِتَّ عَشْرَةَ غَزْوَةً.

৪১২১/৪৬২. আহমদ ইবনে হাসান .... হযরত বুরাইদা (ইবনে হোসাইব) রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, তিনি (বুরাইদা রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে ষোলটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লামা কাসতাল্লানী রা. কিতাবুল মাগাযীর শেষ অনুচ্ছেদে বলেন–

قَالُوا كَانَ عَدَدُ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّتِي غَزَاهَا بِنَفْسِهِ سَبْعًا وَعِشْرِينَ غَزْوَةً وَكَانَتْ سَرَايَاهُ الَّتِي بَعَثَ فِيهَا سَبْعًا وَأَرْبَعِينَ سَرِيَّةً الخ.

আল্লামা আইনী র. বলেছেন–

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ جَمِيعُ مَاغَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ سَبْعًا وَعِشْرِينَ غَزْوَةً.

(উমদা ঃ ৮/৪৫৬)

অর্থাৎ, সরকারে দোআলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং যেসব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন তার সংখ্যা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকদের মতে ২৭টি।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য নাসরুল বারীর প্রথম দিকের পৃষ্ঠাগুলো দ্রষ্টব্য।

আলহামদুলিল্লাহ আজ বুখারী শরীফের কিতাবুল মাগাযীর ব্যাখ্যা পরিপূর্ণ হল।

মুহাম্মদ উসমান গণী বিহারী গাফারাল্লাহুল বারী
মুহাদ্দিস মাদ্‌রাসা মাজাহিরে উলূম (ওয়াকফ), সাহারানপুর
২৯ মুহাররমুল হারাম, ১৪০৯ হিজরী, সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ ইং
আলহামদু-লিল্লাহ নাসরুল বারী (বাংলা – ৮ম খণ্ড) সেপ্টেম্বর ২০০৫-এ
শুরু করে ৬ই অক্টোবর, ২০০৫ ইং তারিখে সমাপ্ত হল।

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ